Contents

নবীদের কাহিনী-৩

সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নবীদের কাহিনী-৩

সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

سيرة الرسول ﷺ لإبن أحمد

(تاريخ الأنبياء والرسل : الجزء الثالث)

تأليف: الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

الأستاذ فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৪

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৫০

ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

১ম প্রকাশ

জুমাদাল ঊলা ১৪৩৬ হি./ চৈত্র ১৪২১ বঙ্গাব্দ/ মার্চ ২০১৫ খ্রি.

২য় সংস্করণ

ছফর ১৪৩৭ হি./ অগ্রহায়ণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ/ নভেম্বর ২০১৫ খ্রি.

৩য় মুদ্রণ

রবী. আখের ১৪৩৭ হি./ মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ/ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ খ্রি.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য

৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

SEERATUR RASOOL (SM) [The life of the prophet Muhammad (SM)- NOBIDER KAHINI-3] by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**. Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365, Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Fixed Price: US Doller : $10 (ten) only.

Contents

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ

وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

‘নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের
মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে,
যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে
এবং আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ করে’ *(আহযাব ৩৩/২১)*।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

আশরাফুল মাখলূক্বাত মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত বিধান সমূহ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত যুগে যুগে যে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে মাত্র পঁচিশজন নবীর নাম আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং সত্যের পথে তাঁদের দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামের হৃদয়গ্রাহী কাহিনী প্রয়োজন মত কিছু বর্ণনা করে মানবতার সামনে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের অনুপম দৃষ্টান্ত ও অনুসরণীয় মানদণ্ড উপস্থাপন করেছেন। এসব কাহিনী এক একটি অবিরাম বিচ্ছুরিত আলোকধারা, যার প্রতিটি কণায় বিকশিত হয় মানবতার সর্বোচ্চ নমুনা। নবী ও রাসূলগণের জীবনালেখ্য জানা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, বাংলাভাষায় এ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস খুবই দুর্লভ। তাই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাননীয় লেখক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বগুড়া যেলা কারাগারে অবস্থানকালে পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও মিশকাতুল মাছাবীহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনার ফাঁকে ফাঁকে এই অমূল্য পাণ্ডুলিপিটি সমাপ্ত করেন। মুহতারাম লেখক এই ইতিহাস রচনায় সাধ্যমত কেবল বিশুদ্ধ সূত্রগুলির উপর নির্ভর করেছেন এবং যাবতীয় ইস্রাঈলী বর্ণনা ও সমাজে প্রচলিত নানা উপকথা ও ভিত্তিহীন কেচ্ছা-কাহিনী থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান সংযোজন হ'ল আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনী থেকে বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পাঠকের সামনে তুলে ধরা। মার্চ'১০-য়ে ১৩ জন নবীর জীবনী নিয়ে ১ম খণ্ড এবং ডিসেম্বর'১০-য়ে ১১ জন নবীর জীবনী নিয়ে ২য় খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর মার্চ'১৫-তে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী নিয়ে ৩য় খণ্ড বের হ'ল। প্রচুর সাংগঠনিক ব্যস্ততার মধ্যে দেরীতে হ'লেও মাননীয় লেখক যে সমৃদ্ধ ও পরিমার্জিত রূপে এই অমূল্য গ্রন্থটি সমাপ্ত করেছেন এবং আমরা তা পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিতে পারছি, সেজন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি।

আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে, এর মাধ্যমে পাঠক সমাজ নবী জীবনে ইসলামের বাস্তব অনুশীলনের সুস্পষ্ট রূপরেখা অনুধাবন করতে পারবেন এবং মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাসের পাদপীঠে নিজেদেরকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন। সাথে সাথে নবীগণের উন্নত জীবনকে উত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার প্রেরণা লাভ করবেন।

২য় সংস্করণে সঙ্গত কারণেই কিছু সংযোজন-বিয়োজন ঘটেছে। সবচেয়ে বড় সংযোজন হ'ল গ্রন্থের শেষে দু'টি পরিশিষ্ট যুক্ত হয়েছে। প্রথমটিতে রাসূল (ছাঃ)-এর পরিত্যক্ত বস্তুসমূহ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের সমষ্টি একত্রে পেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে 'প্রসিদ্ধ কিন্তু বিশুদ্ধ নয়' শিরোনামে পৃথক একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রতিনিধিদলের সংখ্যা এবার ৩০টির স্থলে ৩৭টি হয়েছে। আশা করি পাঠক মহল এর দ্বারা বেশী উপকৃত হবেন।

পরিশেষে সুলিখিত এ গ্রন্থটির বিজ্ঞ রচয়িতার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে অসংখ্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ মাননীয় লেখক এবং তাঁর পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গকে ইহকালে ও পরকালে সর্বোত্তম পারিতোষিক দান করুন- আমীন!

-প্রকাশক

www.ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র (فهرس الموضوعات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	০৪
পূর্বকথা	১৭
ভূমিকা	১৯
সীরাত শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	২৩
আরব জাতি; নবুঅতের কেন্দ্রস্থল	৩১
রাজনৈতিক অবস্থা	৩২
ধর্মীয় অবস্থা	৩৩
সামাজিক অবস্থা	৩৫
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ-১	৩৯
মক্কা ও ইসমাঈল বংশ; মক্কার অবস্থান	৪০
মক্কার সামাজিক অবস্থা	৪১
যমযম কূয়া ও মক্কার নেতৃত্ব	৪২
আব্দুল মুত্ত্বালিবের স্বপ্ন	৪৩
আব্দুল মুত্ত্বালিবের মানত	৪৪
মক্কার ধর্মীয় অবস্থা	৪৫
শিরকের প্রচলন	৪৬
বিদ‘আতের প্রচলন	৪৯
ইয়াছরিবে ইহূদী-নাছারাদের অবস্থা	৫১
১ম ভাগ : মাক্কী জীবন	**৫৩-২৪৭**
শৈশব থেকে নবুঅত; পূর্বপুরুষ	৫৫
জন্ম ও মৃত্যু	৫৬
বংশ	৫৮
বংশধারা	৫৯
খাৎনা ও নামকরণ	৬৪
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম সমূহ; লালন-পালন	৬৫
বক্ষ বিদারণ	৬৭
আমেনার ইয়াছরিব গমন ও মৃত্যুবরণ	৬৮
দাদার স্নেহনীড়ে মুহাম্মাদ; শিশু মুহাম্মাদের কিছু বরকতমণ্ডিত নিদর্শন	৬৯
কিশোর মুহাম্মাদ ও ব্যবসায় গমন	৭১
তরুণ মুহাম্মাদ ও ‘ফিজার’ যুদ্ধ; নবীর নিষ্পাপত্ব	৭৩
হিলফুল ফুযূল	৭৪
আল-আমীন মুহাম্মাদ; যুবক ও ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ	৭৬
বিবাহ	৭৭
সন্তান-সন্ততি; জামাতাগণ	৭৮

Contents

কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণ ও মুহাম্মাদের মধ্যস্থতা ৭৯
কা'বার আকৃতি; নবুঅতের দ্বারপ্রান্তে নিঃসঙ্গপ্রিয়তা ৮১
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ-২ ৮৩
নুযূলে কুরআন ও নবুঅত লাভ ৮৪
নতুনের শিহরণ ও খাদীজার বিচক্ষণতা ৮৫
অহি-র বিরতিকাল ৮৬
অহি ও ইলহাম ৮৭
অহি-র প্রকারভেদ ৮৮
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ-৩ ৮৯
মনোনীত নবী ৯০
দাওয়াতী জীবন ৯৫
প্রাথমিক মুসলমানগণ ৯৫
ছালাতের নির্দেশনা ৯৭
দাওয়াতের সারবস্তু ৯৮
এলাহী নির্দেশের সারকথা ৯৯
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ-৪; ছাফা পাহাড়ের দাওয়াত ১০০
আবু লাহাবের পরিচয় ১০১
আবু লাহাবের স্ত্রী ১০২
আবু লাহাবের পরিণতি; স্ত্রীর পরিণতি; তার সন্তানাদি ১০৩
সর্বস্তরের লোকদের নিকট দাওয়াত; শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ-৫ ১০৪
দু'টি দাওয়াত দু'টি আনুগত্যের প্রতি ১০৫
জনগণের প্রতিক্রিয়া; সমাজনেতাদের প্রতিক্রিয়া ১০৭
বিরোধিতার কৌশল সমূহ ১০৯
অলীদ কে ছিলেন? ১১০
হজ্জের মৌসুমে রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াত ১১১
লাভ ও ক্ষতি; শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ-৬ ১১২
অপবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কৌশল সমূহ ১১৩
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ-৭ ১২৫
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর নানামুখী অত্যাচার ১২৫
আল্লাহ্র সান্ত্বনা বাণী; *শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ-৮* ১৩৯
ছাহাবীগণের উপরে অত্যাচার ১৪০
দুর্বলদের প্রতি নির্দেশনা ১৪৮
বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ১৪৯
আরক্বামের গৃহে প্রচার কেন্দ্র; *শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ-৯* ১৫০
হাবশায় হিজরত; ১ম হিজরত ১৫১
গারানীক্ব কাহিনী ১৫২
ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)-এর ঘটনা ১৫৫
হাবশায় ২য় হিজরত ১৫৭

Contents

নাজাশীর দরবারে কুরায়েশ প্রতিনিধি দল	১৫৮
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ-১০	১৬১
আবু ত্বালিবের নিকটে কুরায়েশ নেতাদের আগমন	১৬২
প্রথমবার আগমন; দ্বিতীয়বার আগমন	১৬২
রাসূল (ছাঃ)-কে দেওয়া আপোষ প্রস্তাবসমূহ	১৬৪
তৃতীয়বার আগমন	১৬৬
সর্বশেষ মৃত্যুকালে আগমন; *শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ-১১*	১৬৭
হামযার ইসলাম গ্রহণ	১৬৮
ওমরের ইসলাম গ্রহণ	১৬৯
বনু হাশিম ও বনু মুত্ত্বালিব গোত্রের প্রতি আবু ত্বালিবের আহ্বান	১৭৪
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ-১২	১৭৪
সর্বাত্মক বয়কট	১৭৫
বয়কট পর্যালোচনা	১৭৭
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ-১৩	১৭৯
আবু ত্বালিব ও খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু	১৮০
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ-১৪	১৮২
খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু	১৮৩
আবু তালিব ও খাদীজার মৃত্যু পর্যালোচনা	১৮৪
সওদার সাথে বিবাহ	১৮৬
ত্বায়েফ সফর	১৮৭
জিনদের ইসলাম গ্রহণ	১৯০
মক্কায় প্রত্যাবর্তন	১৯২
ত্বায়েফ সফরের ফলাফল	১৯৩
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ-১৫	১৯৪
বহিরাগতদের ইসলাম গ্রহণ	১৯৫
সুওয়াইদ বিন ছামেত; ইয়াস বিন মু'আয	১৯৫
আবূ যর গিফারী	১৯৬
যেমাদ আযদী	১৯৭
হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ; সংশয় নিরসন	১৯৯
আক্বাবাহ্র বায়'আত; ১ম বায়'আত	২০০
২য় বায়'আত	২০১
বায়'আতের গুরুত্ব	২০৩
মুছ'আব বিন ওমায়ের (রাঃ)-এর দাওয়াত	২০৫
ইসরা ও মি'রাজ	২০৭
মে'রাজের তারিখ	২১০
৩য় বায়'আত : বায়'আতে কুবরা	২১২
বায়'আতনামা	২১৫
১২ জন নেতা মনোনয়ন; বায়'আতের কথা শয়তান ফাঁস করে দিল	২১৬

Contents

বায়‘আতের ফলাফল; আয়াত নাযিল ২১৮
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ-১৬ ২১৯
ছাহাবীগণের ইয়াছরিবে কষ্টকর হিজরত শুরু ২২০
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -১৭ ২২৪
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিজরত ২২৫
হিজরত শুরু ২২৬
ষড়যন্ত্র কাহিনী ২২৭
গৃহ থেকে গুহা- কিছু ঘটনাবলী ২২৯
অতিরঞ্জিত কাহিনী ২৩১
আবুবকর পরিবারের অনন্য খিদমত ২৩২
গুহা থেকে ইয়াছরিব ২৩৩
হিজরতকালের কিছু ঘটনা ২৩৪
ক্বোবায় অবতরণ ও মসজিদ স্থাপন ২৩৮
১ম জুম‘আ আদায় ও ইয়াছরিবে প্রবেশ ২৩৯
আবু আইয়ূবের বাড়ীতে অবতরণ ২৪১
নবী পরিবারের আগমন; নবীগৃহ নির্মাণ; মদীনার আবহাওয়া ২৪২
আনছারগণের অপূর্ব ত্যাগ ২৪৩
হিজরতের গুরুত্ব ২৪৪
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ-১৮ ২৪৫
হিজরী সনের প্রবর্তন; *মাক্কী জীবন থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ-১৯* ২৪৬

২য় ভাগ : মাদানী জীবন ২৪৯-৭৫৪

মদীনার সামাজিক অবস্থা ২৫২
মদীনার দল ও উপদলসমূহ ২৫৪
মাক্কী ও মাদানী জীবনের প্রধান পার্থক্য সমূহ ২৫৬
ইহূদীদের কপট চরিত্র; আবু ইয়াসিরের আগমন; আব্দুল্লাহ্র ইসলাম গ্রহণে প্রতিক্রিয়া ২৫৭
ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন; মসজিদে নববীর নির্মাণ ২৬০
নির্মাণ কাজে রাসূল (ছাঃ); আযানের প্রবর্তন ২৬১
আহলে ছুফফাহ ২৬৩
আনছার ও মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ২৬৬
নবতর জাতীয়তা ২৬৭
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ-২০ ২৬৮
যুদ্ধের অনুমতি; ইসলামে জিহাদ বিধান ২৬৯
অনুমতি দানের কারণ ২৭৪
অভিযান ও যুদ্ধ সমূহ ২৭৫
ক্বিবলা পরিবর্তন ২৭৯
বদর যুদ্ধ; পরোক্ষ কারণ সমূহ ২৮০
বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ২৮২
বদর যুদ্ধের বিবরণ; মাদানী বাহিনীর অবস্থান ও পরামর্শ সভা ২৮৩

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলার অবস্থা; মাক্কী বাহিনীর অগ্রযাত্রা ২৮৭
রওয়ানাকালে আবু জাহল ২৮৮
মাদানী বাহিনীর বদরে উপস্থিতি ২৯০
বর্ষাস্নাত রাত্রি ও গভীর নিদ্রা ২৯২
মাক্কী বাহিনীর দিশাহারা অবস্থা ২৯৩
আবু জাহলের দো'আ; মুসলিম বাহিনী সারিবদ্ধ হ'ল ২৯৬
যুদ্ধ শুরু ২৯৭
যুদ্ধের প্রতীক চিহ্ন ২৯৯
ফেরেশতাগণের অবতরণ ৩০১
ফেরেশতাগণের যুদ্ধে যোগদান ৩০২
ফেরেশতা নাযিলের উদ্দেশ্য ৩০৩
মাক্কী বাহিনীর পলায়ন ৩০৪
জয়-পরাজয় ৩০৬
শুহাদায়ে বদর; নিহত কুরায়েশ নেতৃবৃন্দের কয়েকজন ৩০৭
প্রসিদ্ধ কুরায়েশ বন্দীদের কয়েকজন ৩০৭
বদর যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ৩০৮
মক্কায় পরাজয়ের খবর ও তার প্রতিক্রিয়া ৩১২
মদীনায় বিজয়ের খবর ৩১৩
গণীমত বণ্টন; যুদ্ধবন্দী হত্যা ৩১৪
মদীনায় অভ্যর্থনা; যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে ফায়ছালা ৩১৫
১ম ঈদুল ফিৎর; কুরআনী বর্ণনা ৩১৯
বদর যুদ্ধ পর্যালোচনা; বদর যুদ্ধের গুরুত্ব ৩২০
ফলাফল ৩২১
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ-২১ ৩২২
বদর পরবর্তী অভিযানসমূহ ৩২৪
মদীনার সনদ ৩৩১
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২২ ৩৩৭
ওহোদ যুদ্ধ; ওহোদ-এর পরিচয়; যুদ্ধের কারণ ৩৩৯
যুদ্ধের পুঁজি; মাক্কীদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ৩৪০
মদীনায় সংবাদ প্রাপ্তি; পরামর্শ বৈঠকের বিবরণ ৩৪১
মাক্কী বাহিনীর অবস্থান ও শ্রেণীবিন্যাস; ইসলামী বাহিনীর বিন্যাস ও অগ্রযাত্রা ৩৪৩
ইসলামী বাহিনীর শিবির সন্নিবেশ ও শ্রেণীবিন্যাস ৩৪৬
কুরায়েশদের রাজনৈতিক চাল ৩৪৭
প্রতীক চিহ্ন; যুদ্ধ শুরু ৩৪৮
তীরন্দাযদের ভুল ও তার খেসারত ৩৫১
জয়-পরাজয় পর্যালোচনা ৩৫২
হামরাউল আসাদ ৩৫৪
ওহোদ যুদ্ধের বিষয়ে কুরআন ও বিপর্যয়ের রহস্য ৩৫৭

Contents

ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আক্বীদা	৩৫৮
ওহোদ যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ	৩৫৯
‘আব্দুল্লাহ’ নামের কাফেরগণ; পিতা ও পুত্র পরস্পরের বিপক্ষে	৩৫৯
দুই ভাই পরস্পরের বিপক্ষে; ওহোদ যুদ্ধে কুরায়েশ মহিলাদের তৎপরতা	৩৬০
ওহোদ যুদ্ধে মুসলিম মহিলাদের ভূমিকা	৩৬১
ফেরেশতারা যাঁকে গোসল দিলেন	৩৬২
নিজেদের হাতে নিজেদের মৃত্যু	৩৬৩
রাসূল (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হ’ল	৩৬৪
রাসূল (ছাঃ)-এর পায়ের উপরে মাথা রেখে প্রাণ দিলেন যিনি	৩৬৫
রাসূল (ছাঃ)-এর দুঃখপূর্ণ দো‘আ	৩৬৬
চলমান শহীদ	৩৬৭
ফেরেশতা নাযিল হ’ল	৩৬৮
যুদ্ধক্ষেত্রে তন্দ্রা; ত্বালহার কাঁধে রাসূল (ছাঃ)	৩৬৯
রাসূল (ছাঃ)-এর শহীদ হবার খবর ও তার প্রতিক্রিয়া	৩৭০
নাক-কান কাটা ভাগিনা ও মামা এক কবরে	৩৭১
আবু সুফিয়ানের প্রতি নাখোশ তার সেনাপতি	৩৭৩
রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য ঢাল হ’লেন যাঁরা; প্রাণ নিয়ে খেললেন যারা	৩৭৩
দুই বৃদ্ধের শাহাদাত লাভ; মু‘জেযাসমূহ, যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়	৩৭৪
আবু সুফিয়ান ও হযরত ওমরের কথোপকথন	৩৭৬
জান্নাতের সুগন্ধি লাভ	৩৭৭
এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় না করেও জান্নাতী হ’লেন যারা	৩৭৯
ইসলামের পক্ষে লড়াই করেও জাহান্নামী হ’ল যারা	৩৮০
উত্তম ইহূদী	৩৮১
শহীদের রক্ত মিশকের ন্যায় সুগন্ধিময়	৩৮২
ল্যাংড়া শহীদ; শুহাদা কবরস্থান	৩৮৩
ভাইয়ের লাশ দেখতে মানা; শহীদগণের জন্য বিদায়ী দো‘আ	৩৮৪
মদীনা ফেরার পথে মহিলাদের আকুতিপূর্ণ ঘটনাবলী	৩৮৪
কান্নার রোল নিষিদ্ধ	৩৮৬
ওহোদের শহীদগণের জন্য আল্লাহর সুসংবাদ	৩৮৭
ওহোদ যুদ্ধের গুরুত্ব; ফলাফল	৩৮৮
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২৩	৩৮৯
ওহোদ পরবর্তী যুদ্ধসমূহ	৩৯০
বনু নাযীর যুদ্ধ; বনু নাযীর যুদ্ধের কারণ	৩৯৫
ফাই-য়ের বিধান	৩৯৮
বনু নাযীর যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত বিধান সমূহ	৪০০
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২৪	৪০১
খন্দক যুদ্ধ	৪০৩
ফলাফল; খন্দক যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য বিষয় সমূহ	৪০৯

Contents

ধূলি-ধূসরিত রাসূল; রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে কবিতা আবৃত্তি করে কাজ করেন	৪০৯
কবিতা বলে প্রার্থনার সুরে উৎসাহ দিলেন রাসূল (ছাঃ); নেতা ও কর্মী সকলে ক্ষুধার্ত	৪১০
পরিখা খননকালে মু'জিযাসমূহ	৪১১
মুমিন ও মুনাফিকদের দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া	৪১৩
মুসলিম বাহিনীর প্রতীক চিহ্ন; বর্শা ফেলে পালালেন কুরায়েশ সেনাপতি	৪১৪
ছালাত ক্বাযা হ'ল যখন	৪১৪
খন্দক যুদ্ধের বিষয়ে কুরআন; *শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২৫*	৪১৫
বনু কুরায়যা যুদ্ধ	৪১৬
যুদ্ধের কারণ	৪১৮
বনু কুরায়যা যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ; ইহূদী মহিলার হাতে শহীদ হ'লেন যিনি	৪১৯
আহত সা'দ বিন মু'আযের প্রার্থনা	৪২০
'তোমরা তোমাদের (অসুস্থ) নেতাকে এগিয়ে আনো'	৪২১
যাঁর মৃত্যুতে আরশ কেঁপে ওঠে; *শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২৬*	৪২৩
খন্দক ও বনু কুরায়যা পরবর্তী যুদ্ধসমূহ	৪২৪
ছুমামাহ্র ইসলাম গ্রহণ	৪২৫
বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধ; যুদ্ধের কারণ	৪২৯
মুনাফিকদের অপতৎপরতা	৪৩০
মুহাজিরদের মদীনা থেকে বের করে দেবার হুমকি	৪৩৪
ইফকের ঘটনা	৪৩৭
বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধের গুরুত্ব; *শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২৭*	৪৪১
বনু মুছত্বালিক্ব পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ	৪৪২
হোদায়বিয়ার সন্ধি	৪৪৫
ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা	৪৪৬
পরামর্শ বৈঠক	৪৪৭
খালেদের অপকৌশল; হোদায়বিয়ায় অবতরণ ও পানির সংকট	৪৪৮
মধ্যস্থতা বৈঠক	৪৪৯
হোদায়বিয়ার সন্ধি ও তার দফা সমূহ	৪৫১
হোদায়বিয়ার অন্যান্য খবর	৪৫৩
কুরায়েশ তরুণদের অপকৌশল; আপোষ চেষ্টায় মক্কায় প্রতিনিধি প্রেরণ	৪৫৩
ওছমান হত্যার ধারণা ও বায়'আতুর রিযওয়ান	৪৫৪
আবু জান্দালের আগমন	৪৫৭
মুহাজির মহিলাদের ফেরৎ দানে অস্বীকৃতি; ওমরাহ হ'তে হালাল হ'লেন সবাই	৪৫৮
সন্ধির ব্যাপারে মুসলমানদের বিষণ্ণতা ও রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ওমরের বিতর্ক	৪৫৯
'ফাৎহুম মুবীন'	৪৬০
চুক্তির প্রতিক্রিয়া	৪৬১
হোদায়বিয়া সন্ধির গুরুত্ব	৪৬২
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২৮	৪৬৪
বাদশাহদের নিকটে পত্র প্রেরণ	৪৬৫

Contents

রোম সম্রাট ক্বায়ছার হেরাক্লিয়াসের নিকটে পত্র	৪৬৭
পারস্য সম্রাট কিসরার নিকটে পত্র	৪৭১
মিসর রাজ মুক্বাউক্বিসের নিকটে পত্র	৪৭৩
ইয়ামামার খ্রিষ্টান শাসক হাওযাহ বিন আলীর নিকটে পত্র	৪৭৫
বালক্বা-এর খ্রিষ্টান শাসক হারেছ বিন আবু শিম্র আল-গাসসানীর নিকটে পত্র	৪৭৬
বাহরায়নের শাসক মুনযির বিন সাওয়া-র নিকটে পত্র	৪৭৭
ওমানের সম্রাটের নিকটে পত্র	৪৭৮
হাবশার সম্রাট নাজাশীর নিকটে পত্র	৪৮১
ইয়ামনের শাসকের নিকট প্রেরিত পত্র; হিমইয়ারী শাসকদের নিকটে প্রেরিত পত্র	৪৮৩
গাযওয়া যী ক্বারাদ	৪৮৪
খায়বর যুদ্ধ	৪৮৫
মুনাফিকদের অপতৎপরতা	৪৮৬
খায়বরের পথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ); পথিমধ্যের ঘটনাবলী	৪৮৭
খায়বরে উপস্থিতি; খায়বরের বিবরণ	৪৮৯
যুদ্ধ শুরু ও না'এম দুর্গ জয়	৪৯০
অন্যান্য দুর্গ জয়	৪৯২
সন্ধির আলোচনা	৪৯৩
ছাফিয়াহ্র সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহ; বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা	৪৯৪
উভয় পক্ষে নিহতের সংখ্যা; খায়বরের ভূমি ইহূদীদের হাতে প্রত্যর্পণ ও সন্ধি	৪৯৫
গণীমত বণ্টন	৪৯৫
ফাদাকের খেজুর বাগান	৪৯৬
মুসলমানদের সচ্ছলতা লাভ; জা'ফর, আবু মূসা আশ'আরী ও আবু হুরায়রা-র আগমন	৪৯৭
বেদুঈনের ঈমান	৪৯৮
খায়বর বিজয়ের পর	৪৯৯
মদীনায় প্রত্যাবর্তন	৫০০
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২৯	৫০১
খায়বর পরবর্তী যুদ্ধসমূহ	৫০১
ক্বাযা ওমরাহ	৫০৭
ক্বাযা ওমরাহ পরবর্তী যুদ্ধসমূহ	৫১০
মুতার যুদ্ধ	৫১২
মু'জেযা	৫১৫
মুতার শহীদদের মর্যাদা; মুতার যুদ্ধের গুরুত্ব	৫১৬
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৩০	৫১৭
মুতা পরবর্তী যুদ্ধসমূহ	৫১৭
মক্কা বিজয়	৫১৯
অভিযানের কারণ	৫২০
বনু খোযা'আহ্র পরিচয়	৫২১
বনু খোযা'আহ্র আবেদনে রাসূল (ছাঃ)-এর সাড়া	৫২২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রস্তুতি ৫২৩
অভিযান পরিকল্পনা ফাঁসের ব্যর্থ চেষ্টা ও চিঠি উদ্ধার ৫২৪
মক্কার পথে রওয়ানা; পথিমধ্যের ঘটনাবলী ৫২৬
মার্রুয যাহরানে অবতরণ; আবু সুফিয়ান গ্রেফতার ৫২৯
আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ ৫৩০
মুসলিম বাহিনীর মার্রুয যাহরান ত্যাগ ৫৩১
সা'দের পতাকা তার পুত্রের নিকট হস্তান্তর ৫৩২
খান্দামায় মুকাবিলা ও হতাহতের ঘটনা ৫৩৩
রাসূল (ছাঃ)-এর মক্কায় প্রবেশ ৫৩৪
রাসূল (ছাঃ)-এর হাজূনে অবতরণ; ১ম দিনের ভাষণ ৫৩৭
১ম দিনের অন্যান্য খবর; কালো খেযাব নিষিদ্ধ; কা'বাগৃহের চাবি হস্তান্তর ৫৪০
৮ রাক'আত নফল ছালাত আদায়; কা'বার ছাদে আযানের ধ্বনি ৫৪১
যাদের রক্ত মূল্যহীন ঘোষণা করা হয় ৫৪২
২য় দিনের ভাষণ ৫৪৫
ছাফা পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আ; আনছারদের সন্দেহ ৫৪৭
জনগণের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ; মহিলাদের বায়'আত ৫৪৮
মক্কায় অবস্থান ও কার্যসমূহ ৫৪৯
বিভিন্ন এলাকায় প্রেরিত সেনাদল ৫৫০
মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব ৫৫২
মক্কা বিজয় থেকে প্রাপ্ত বিধান সমূহ ৫৫৩
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৩১ ৫৫৪
হোনায়েন যুদ্ধ ৫৫৫
ইসলামী বাহিনী হোনায়েন-এর পথে ৫৫৬
যাতু আনওয়াত্ব; হোনায়েন-এর পূর্ব রাতে ৫৫৭
আমরা কখনোই পরাজিত হব না ৫৫৮
ভোর রাতের অন্ধকারে যুদ্ধ শুরু : মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয় ৫৫৯
রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার চেষ্টা ৫৬০
রাসূল (ছাঃ)-এর তেজস্বিতা ৫৬১
শত্রুপক্ষের শোচনীয় পরাজয় ৫৬২
নারী-শিশু, পলাতক ও নিরস্ত্রদের হত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা ৫৬৩
উভয়পক্ষে হতাহতের সংখ্যা; বিপুল গণীমত লাভ; ওয়াদার বাস্তবতা ৫৬৪
হোনায়েন সংশ্লিষ্ট যুদ্ধসমূহ; সারিইয়া আওত্বাস; সারিইয়া নাখলা ৫৬৫
জি'ইর্রানাহতে গণীমত বণ্টন ৫৬৯
বণ্টন নীতি ৫৭০
আনছারগণের বিমর্ষতা ও রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষণ ৫৭২
গণীমত বণ্টনে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ ৫৭৩
হাওয়াযেন প্রতিনিধি দলের আগমন ও বন্দীদের ফেরৎ দান ৫৭৬
ওমরাহ পালন ও মদীনায় প্রত্যাবর্তন ৫৭৭

Contents

হোনায়েন যুদ্ধের গুরুত্ব; গাযওয়া হোনায়েন ও ত্বায়েফ থেকে প্রাপ্ত বিধানসমূহ ৫৭৮
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৩২ ৫৭৯
হোনায়েন পরবর্তী যুদ্ধসমূহ ৫৮০
তাবূক যুদ্ধ ৫৮৩
মদীনায় রোমক ভীতি ৫৮৫
রোমকদের আগমনের খবর; নাজাশীর মৃত্যু ও গায়েবানা জানাযা আদায় ৫৮৬
রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা ৫৮৭
জিহাদ ফাণ্ডে দানের প্রতিযোগিতা ৫৮৮
মুনাফিকদের অবস্থান ৫৯০
তাবূকের পথে মুসলিম বাহিনী ৫৯২
পতাকাবাহীগণ; ক্রন্দনকারীগণ ৫৯৩
সেনাবাহিনীতে বাহন ও খাদ্য সংকট ৫৯৪
হিজর অতিক্রম ৫৯৫
মু'জেযা সমূহ ৫৯৬
ছালাতে জমা ও ক্বছর; তাবূকে উপস্থিতি এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সারগর্ভ উপদেশবাণী ৫৯৭
বিনা যুদ্ধে জয় ও ফলাফল; খ্রিষ্টান শাসনকর্তাদের সঙ্গে সন্ধি ৬০০
বিনা যুদ্ধে শহীদ : যুল বিজাদায়েন ৬০১
মদীনার পথে রাসূল (ছাঃ) ৬০২
রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার চেষ্টা ; মদীনায় উপস্থিতি ও মদীনাবাসীদের অভিনন্দন ৬০৩
মদীনায় ফেরার পরবর্তী ঘটনাবলী ৬০৪
মুনাফিকদের ওযর কবুল ৬০৪
পিছনে থাকা তিনজন খাঁটি মুমিনের অবস্থা ৬০৫
সত্যিকারের অপারগদের জন্য সুসংবাদ ৬০৭
মুনাফিকদের প্রতি কঠোর হবার নির্দেশ; মসজিদে যেরার ধ্বংস ৬০৮
লে'আন-এর ঘটনা; গামেদী মহিলার ব্যভিচারের শাস্তি ৬১০
উম্মে কুলছূমের মৃত্যু; ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু ৬১১
আবুবকরের হজ্জ : বিধি-বিধান সমূহ জারী ৬১৩
তাবূক যুদ্ধের গুরুত্ব; তাবূক যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত বিধানসমূহ ৬১৪
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৩৩ ৬১৫
তাবূক পরবর্তী যুদ্ধসমূহ ৬১৬
একনযরে যুদ্ধ ও অভিযান সমূহ ৬১৮
যুদ্ধ ও অভিযান সমূহ পর্যালোচনা ৬২৬
উভয় পক্ষে শহীদ ও নিহতদের সংখ্যা ৬২৬
অভিযান সমূহ কাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল এবং কেন? ৬২৭
যুদ্ধ সমূহের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি ৬২৮
তুলনামূলক চিত্র ৬৩০
ইহূদী-খ্রিষ্টানদের যুদ্ধনীতি; ইসলামের যুদ্ধনীতি ৬৩৩

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইহূদী চক্রান্তসমূহ ৬৩৫
রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার প্রচেষ্টাসমূহ ৬৩৬
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে জাদু; *শিক্ষণীয় বিষয় -৩৪* ৬৩৮
প্রতিনিধি দল সমূহের আগমন **৬৩৯ - ৬৯১**
(১) বনু হাওয়াযেন-৬৪০ পৃ. (২) ছাক্বীফ -৬৪১ (৩) বনু 'আমের বিন ছা'ছা'আহ-৬৪৬ (৪) আব্দুল ক্বায়েস-৬৪৮ (৫) বনু হানীফাহ-৬৪৯ (৬) ত্বাঈ-৬৫২ (৭) কিন্দা-৬৫৫ (৮) আশ'আরী-৬৫৬ (৯) বনু তামীম-৬৫৭ (১০) বনুল হারেছ-৬৬০ (১১) হামদান-৬৬১ (১২) মুযায়নাহ-৬৬১ (১৩) দাউস-৬৬২ (১৪) নাজরান-৬৬৩ (১৫) ফারওয়া বিন আমর আল-জুযামীর দূত-৬৬৭ (১৬) বনু সা'দ বিন বকর-৬৬৮ (১৭) তারেক বিন আব্দুল্লাহ-৬৭০ (১৮) তুজীব-৬৭২ (১৯) বনু সা'দ হুযায়েম-৬৭৩ (২০) বনু ফাযারাহ-৬৭৪ (২১) বনু আসাদ- ৬৭৫ (২২) বাহরা-৬৭৬ (২৩) উযরাহ-৬৭৭ (২৪) বালী-৬৭৭ (২৫) বনু মুর্রাহ- ৬৭৮ (২৬) খাওলান- ৬৭৯ (২৭) মুহারিব-৬৮০ (২৮) ছুদা-৬৮২ (২৯) গাসসান-৬৮১ (৩০) সালামান-৬৮২ (৩১) বনু 'আব্স-৬৮২ (৩২) গামেদ- ৬৮৩ (৩৩) আযদ-৬৮৪ (৩৪) বনুল মুনতাফিক্ব-৬৮৪ (৩৫) কা'ব বিন যুহায়ের বিন আবী সুলমা-৬৮৫ (৩৬) ইয়ামনের শাসকদের দূত-৬৮৯ (৩৭) নাখ'ঈ-৬৮৯
প্রতিনিধি দল সমূহের আগমন পর্যালোচনা ৬৯১
তাওহীদী চেতনার ফলাফল ৬৯৩
সামাজিক পরিবর্তন ৬৯৫
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৩৫ ৬৯৬
রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ ৬৯৭
বিদায় হজ্জ ৭০০
হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা ৭০২
মক্কায় প্রবেশ ৭০৩
মিনায় গমন; আরাফাতে অবস্থান ৭০৪
আরাফাতের ভাষণ ৭০৫
যোহর ও আছরের ছালাত জমা ও ক্বছরের সাথে আদায় ৭১০
ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার সনদ নাযিল ৭১২
'আজ' শব্দের ব্যাখ্যা ৭১৩
মুযদালেফায় রাত্রি যাপন ৭১৪
মিনায় প্রত্যাবর্তন ৭১৫
কুরবানী; কুরবানীর দিনের ভাষণ ৭১৬
মাথা মুণ্ডন ৭১৯
ত্বাওয়াফে এফাযাহ; আইয়ামে তাশরীক্বের কার্যাবলী ৭২০
আইয়ামে তাশরীক্বের ১ম দিনের ভাষণ ৭২১
সূরা নছর নাযিল; আইয়ামে তাশরীক্বের ২য় দিনের ভাষণ ৭২২
বিদায়ী ত্বাওয়াফ এবং মদীনায় রওয়ানা ৭২৪
আয়েশা (রাঃ)-এর ওমরাহ ৭২৫

Contents

খুম কূয়ার নিকটে ভাষণ; মদীনায় প্রত্যাবর্তন ৭২৬
মোট সফরকাল ৭২৭
নবী জীবনের শেষ অধ্যায়; বিদায়ের পূর্বলক্ষণ সমূহ ৭২৮
অসুখের সূচনা ৭৩০
জীবনের শেষ সপ্তাহ; মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে ৭৩২
মৃত্যুর চার দিন পূর্বে শেষ বৃহস্পতিবার ৭৩৬
তিনটি অছিয়ত; সর্বশেষ ইমামতি ৭৩৭
আবুবকরের ইমামতি ৭৩৮
মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে সর্বশেষ সামরিক অভিযান প্রেরণ; শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৩৬ ৭৩৯
মৃত্যুর একদিন পূর্বে ৭৪০
জীবনের শেষ দিন ৭৪১
মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু ৭৪৩
মৃত্যুতে শোকাবহ প্রতিক্রিয়া ৭৪৪
আবুবকর (রাঃ)-এর ধৈর্যশীল ভূমিকা ৭৪৫
পরিত্যক্ত সম্পদ; খলীফা নির্বাচন ৭৪৭
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৩৭ ৭৫২
গোসল ও কাফন ৭৫৩
দাফন; জানাযা ৭৫৪

৩য় ভাগ : নবী চরিত ৭৫৫-৮১৭

নবী পরিবার ৭৫৯
নবীপত্নীগণের মর্যাদা ৭৬০
আলী, ফাতেমা ও তাদের সন্তানগণের মর্যাদা ৭৬২
এক নযরে উম্মাহাতুল মুমিনীন ৭৬৩
এক নযরে উম্মাহাতুল মুমিনীন বর্ণিত হাদীছ সমূহ ৭৬৮
রাসূল (ছাঃ)-এর একাধিক বিবাহ পর্যালোচনা ৭৬৯
নবী পরিবারে উত্তম আচরণ ৭৭১
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেহ সৌষ্ঠব ৭৭৮
রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ৭৮১
দু'টি জীবন্ত মু'জেযা : কুরআন ও হাদীছ; কুরআনের পরিচয় ৭৯০
কুরআনের মু'জেযা হওয়ার প্রমাণ সমূহ ৭৯১
হাদীছের পরিচয় ৮১২
ছেড়ে যাওয়া দুই আলোকস্তম্ভ ৮১৪
রাসূল চরিত পর্যালোচনা ৮১৬
পরিশিষ্ট-১ ৮১৮
পরিশিষ্ট-২ : প্রসিদ্ধ কিন্তু বিশুদ্ধ নয় ৮৩৫
গ্রন্থপঞ্জী ৮৫৩

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

পূর্বকথা (كلمة أولى للمؤلف)

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী লিখতে গিয়ে সবশেষে আমাদের প্রিয়নবী ও শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ *ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম* সম্পর্কে লিখতে বসে ভাবছি কিভাবে লিখব। পূর্বেকার নবীগণের জীবনী লিখতে গিয়ে কুরআনী তথ্যাবলীকে প্রধান উৎস ধরে নিয়ে সেই সাথে হাদীছ ও ক্ষেত্র বিশেষে বিশ্বস্ততম তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থ সমূহের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কিন্তু শেষনবীর বেলায় তো বিশ্বস্ত উৎসের অভাব নেই। কুরআন ও হাদীছ ছাড়াও রয়েছে বিশ্বস্ত জীবনীগ্রন্থ সমূহ। যেখানে নবীজীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন ভঙ্গীতে ও বিভিন্ন আঙ্গিকে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। ফলে কোন কোন জীবনীগ্রন্থ শত শত পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ‘মুখতাছার’ বা সংক্ষিপ্ত নাম দিয়ে যেসব নবীজীবনী আমাদের সম্মুখে রয়েছে, তার কোনটিই কয়েকশ’ পৃষ্ঠার কমে নয়। সর্বশেষ ১৯৭৮ সালে বিশ্বসেরা হিসাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত নবীচরিত ‘আর-রাহীকুল মাখতূম’ গ্রন্থটিও আরবীতে ৭.৪×৫.২ ইঞ্চি মধ্যম কলেবরের ৫১২ পৃষ্ঠার। যার বাংলা অনুবাদ (১ম সংস্করণ ১৯৯৫ইং) দু’খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩৮+৪১৯=৮৫৭ এবং মাওলানা আকরম খাঁ রচিত ‘মোস্তফা চরিত’ মোট ৮৭২ পৃষ্ঠা।

মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আমরা অনেক শিক্ষিত লোকই আমাদের প্রাণপ্রিয় নবীর জীবনী সম্পর্কে জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবীগণের মধ্যে শিক্ষক হিসাবে বিগত ইংরেজী ১৯৮০ সাল থেকে অতিবাহিত করছি। এরপরেও দেশ-বিদেশে বহু সভা-সমিতি, সেমিনার-কনফারেন্সে যোগদান করে যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে, তা অতীব হতাশাব্যঞ্জক। প্রকাশ্য জনসভায় প্রশ্ন করেও দেখেছি, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আমরা অনেকে আমাদের প্রিয়নবীর এমনকি পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানীর নামটুকুও জানি না। তাঁর জন্ম কোথায় কোন বংশে এবং তাঁর মৃত্যু কোথায়, কবর কোথায় তাও অনেকে জানি না। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই মৎপ্রণীত ‘আরবী ক্বায়েদা’-র (১ম সংস্করণ ১৯৯৫) শেষদিকে মাত্র অর্ধ পৃষ্ঠার মধ্যে আমাদের নবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছি। যাতে কচি বাচ্চাদের হৃদয়পটে তাদের প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন্ত ছবি অংকিত হয়ে যায়। কিন্তু এখন যেটা লিখব, এটার আঙ্গিক ও অবয়ব কেমন হবে, সে বিষয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাচ্ছি যে, তা ‘মুখতাছার’ হবে এবং তা হবে সঠিক তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় স্থানে থাকবে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ। আমাদের ভাষা হবে বিশুদ্ধ তাওহীদী বাংলা। যা সকল কুফরী বাংলা এবং ইসলামের নামে শিরকী ও বিদ‘আতী বাংলার দূষণ হ’তে মুক্ত থাকবে।

এখানে আমাদের আল্লাহ নিরাকার শূন্য সত্তা নন। বরং তাঁর নিজস্ব আকার আছে। যা কারু সাথে তুলনীয় নয়। যিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন। আমাদের আল্লাহ বিশ্ব-ব্রম্মাণ্ডের মালিক নন। বরং তিনি জগৎসমূহের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি খোদা,

ভগবান, ঈশ্বর বা গড নন। বরং তিনি কেবলই ‘আল্লাহ’। এখানে আমাদের নবী নূরনবী নন। বরং তিনি হ’লেন মানুষ নবী। তিনি কেবল শ্রেষ্ঠ নবী নন, বরং তিনি শেষনবী। তিনি পূজনীয় নন, বরং তিনি হবেন অনুসরণীয়। এখানে মানুষ অচিন পাখির ঠিকানাহীন যাত্রী নয়। বরং সে তার প্রভু আল্লাহ্র পানে অভিযাত্রী। আমরা আমাদের নবীকে হুজরা ও খানক্বাহ্র সাধক বা ধ্যানমগ্ন যোগী-সন্ন্যাসী হিসাবে তুলে ধরিনি। বরং তাঁকে আমরা মানবতার সর্বোচ্চ নমুনা হিসাবে এবং ধর্ম ও কর্ম জীবনে সর্বযুগের সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমাদের লেখনী হবে প্রতিবেদন মূলক এবং উপস্থাপনা হবে সাবলীল ভঙ্গিতে। যাতে পাঠক গ্রন্থটি সহজে পড়ে ফেলতে আকর্ষণ বোধ করেন। অন্যদিকে ছাত্ররাও সহজে বইটি আয়ত্ত করতে পারে এবং এ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আত্মস্থ করতে পারে।

এ গ্রন্থে আমাদের বানান রীতি হবে ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’-এর গৃহীত ও অনুসৃত নীতিমালার আলোকে। যেখানে আরবী-ফার্সী-উর্দূর মূল বানানের আলোকে বাংলা শব্দের বানান নির্ণীত হয়, নির্দিষ্ট কিছু অতি প্রচলিত বানান ব্যতীত।

পরিশেষে বলব, আমরা আমাদের শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আমাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আদর্শ হিসাবে পেতে চাই। ইহকালে তিনিই আমাদের অনুসরণীয় এবং পরকালে তিনিই আমাদের শাফা‘আতকারী।

নিশ্চয়ই এ গ্রন্থ তাদের কোন কাজে আসবে না, ‘যারা আল্লাহ্র দীদার কামনা করে না এবং দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেই জীবনকে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছে’ *(ইউনুস ১০/৮)*। পক্ষান্তরে এ গ্রন্থ কেবল তাদেরই কাজে আসবে, ‘যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও সেমতে সৎকর্ম সম্পাদন করে। তাদের ঈমানের জ্যোতির মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে সুপথে পরিচালিত করেন। তারা ইহকালে ও পরকালে সফলকাম হবে এবং তাদের ঠিকানা হবে জান্নাত। সেখানে তাদের পালনকর্তা তাদেরকে সম্ভাষণ জানাবেন’ *(ইউনুস ১০/৯-১০)*।

এ দুনিয়াতে অবিশ্বাসীরাও কষ্টভোগ করে, বিশ্বাসীরাও কষ্টভোগ করে। কিন্তু অবিশ্বাসীদের পরিণতি হ’ল দুনিয়াতে ঘৃণা ও আখেরাতে জাহান্নাম। সেখানে তারা চিরকাল শাস্তিভোগ করবে। পক্ষান্তরে বিশ্বাসীরা দুনিয়াতে মানুষের ভালোবাসা পায় ও আখেরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হয়। যেখানে তারা চিরকাল সুখ-শান্তি ভোগ করবে।

অতএব নবীজীবনের কষ্টভোগ ও উত্থান-পতন দেখে যেন কেউ সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেন। বরং দুনিয়ার এ বাস্তবতা মেনে নিয়েই আখেরাতে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি লাভের পবিত্র আকাংখা নিয়ে নবীজীবন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে ও সেই মানসিকতা নিয়েই এ গ্রন্থ পাঠে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

হে আল্লাহ! তুমি দীন লেখক ও তার পিতা-মাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় সন্তান-সন্ততি ও পরিবারবর্গকে তোমার রাস্তায় কবুল করে নাও- আমীন!

বিনীত, লেখক

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

ভূমিকা (المقدمة للمؤلف)

সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) বা নবীজীবনী পড়তে শুরু করার আগে সম্মানিত পাঠককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ব্যাপারে সজাগ থাকতে বলব।-

(১) এটি সাধারণ কোন মানুষের জীবনী নয়। বরং পৃথিবীতে মানব বসতির সূচনাকাল হ'তে প্রলয়কাল পর্যন্ত বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ সন্তানের পবিত্র জীবনী আমি পাঠ করতে যাচ্ছি। অতএব পূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে গ্রহণ ও বরণ করে নেওয়ার জন্য নিজের মনকে শুরুতে প্রস্তুত করে নিতে হবে।

(২) এটি এমন এক মানুষের জীবনী, যিনি জগদ্বাসীর কল্যাণে সরাসরি আল্লাহ্র নিকট থেকে শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত লাভ করেছেন। যেখানে সম্মুখ বা পিছন থেকে কোনরূপ মিথ্যার প্রবেশাধিকার নেই।

(৩) যিনি পিতা-মাতার মাধ্যমে দুনিয়াতে এসেছেন এবং আমাদেরই মত রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ ছিলেন। সুখ-দুঃখের মধ্যে তাঁর জীবন কেটেছে এবং তিনি ছিলেন সর্বদা সাধারণ মানুষের আনন্দ ও বেদনার সাথী।

(৪) তিনি ছিলেন আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল। 'তাঁর পরে আর কোন নবী নেই' *(বুঃ মুঃ)*। তাঁর আগমনের পর ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল জিন ও ইনসান তাঁর উম্মত। তাঁর আনীত কুরআন ও ইসলামের মাধ্যমে বিগত সকল ইলাহী কিতাব ও শরী'আত মানসূখ বা হুকুম রহিত হয়ে গেছে। তাঁর আনীত দ্বীনকে যে অস্বীকার বা অমান্য করবে, সে জাহান্নামী হবে *(মুসলিম)*।

(৫) আল্লাহ্র অহী ব্যতীত তিনি কোন কথা বলতেন না *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। তিনি যা বলেছেন তা করণীয় এবং যা নিষেধ করেছেন, তা বর্জনীয় *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী *(ক্বলম ৬৮/৪)* এবং ঈমানদারগণের জন্য সর্বকালের সর্বোত্তম আদর্শ *(আহযাব ৩৩/২১)*।

অতএব প্রিয় পাঠকের নিয়তকে আল্লাহ্র জন্য খালেছ করে নিতে হবে যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ অনুসরণ করব এবং এর সাথে অন্য কাউকে শরীক করব না। ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আমি কেবল আল্লাহ্র দাসত্ব করব এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজ করব। আমি আল্লাহ্র বিধানের চাইতে মানুষের মনগড়া বিধানকে উত্তম বা সমান বা অনুসরণযোগ্য মনে করব না। কেননা তাতে মুমিনের সকল আমলই বরবাদ হবে। পরকালে তা কোনই কাজে আসবে না *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*।

অতএব সবার আগে চাই খালেছ নিয়ত *(যুমার ৩৯/২; বুখারী হা/১)*। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُهُ ‘নিশ্চয় আল্লাহ কেবল ঐ আমলই কবুল করেন, যা তাঁর জন্য খালেছ হয় এবং যার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়’।[১]

অতএব যারা নবীজীবনী পাঠ করবেন, তারা পরকালীন জীবনে মুক্তির লক্ষ্যে ইহকালীন জীবনে পাথেয় হাছিলের উদ্দেশ্যে তা পাঠ করবেন, এটাই সকলের নিকট আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা।

গৃহীত নীতি (منهجنا في الكتاب) :

সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) রচনার ক্ষেত্রে আমরা প্রথম ও প্রধান উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি পবিত্র কুরআনকে। কেননা হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ ‘কুরআনই ছিল রাসূলচরিত’।[২] অতঃপর ছহীহ হাদীছকে। অতঃপর বিষয়বস্তুর পূর্ণতার জন্য ‘হাসান’ বা তার নিকটবর্তী স্তরের হাদীছকে। আক্বীদা কিংবা বিধানগত বিষয়ে কোন যঈফ হাদীছ গ্রহণ করা হয়নি। এর বাইরে বৈষয়িক বা উন্নত চরিত্রগত বিষয় বা অনুরূপ কাছাকাছি কোন বিষয়ে যখন শক্তিশালী কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি, তখন অতি প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ বিশ্বস্ত জীবনীকার কর্তৃক গৃহীত ও বিশুদ্ধতার কাছাকাছি এমন দুর্বল বর্ণনাগুলি আমরা গ্রহণ করেছি। যার সংখ্যা অতি নগণ্য। সাথে সাথে সেগুলি আমরা টীকাতে উল্লেখ করে দিয়েছি।

স্মর্তব্য যে, ‘প্রসিদ্ধ হ’লেই সেটা বিশুদ্ধ হবে, এমনটি আবশ্যিক নয়’ *(আলবানী)*। তবে ‘এর দ্বারা ঘটনাটি আদৌ ঘটেনি, এমনটিও বুঝানো হয় না। বরং বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত নয়, সেটাই বুঝানো হয়ে থাকে’ *(আকরাম যিয়া)*।[৩]

আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি বিশুদ্ধ জীবনীগ্রন্থ বাংলাভাষী পাঠকদের উপহার দেওয়ার জন্য। খ্যাতনামা তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.) কতইনা সুন্দর বলেছেন, في صحيح الحديث غُنْيَةٌ عن سقيمه ‘ছহীহ হাদীছই যথেষ্ট যঈফ হাদীছ থেকে’ *(মা শা-‘আ, ভূমিকা)*। একইভাবে একটি ছহীহ সীরাত গ্রন্থ যথেষ্ট হবে যঈফ সীরাত গ্রন্থের চাইতে, যদিও তা সংক্ষিপ্ত হয়। যাতে ক্বিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আমাদের কৈফিয়তের সম্মুখীন হ’তে না হয় যে, আমি যা বলিনি বা করিনি এবং আমি যা ছিলাম না, সেভাবে তোমরা কেন আমাকে পাঠকদের

---

১. নাসাঈ হা/৩১৪০; ছহীহাহ হা/৫২।

২. আহমাদ হা/২৫৩৪১; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৮১১।

৩. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-‘উশান, মা শা-‘আ ওয়া লাম ইয়াছবুত (রিয়াদ : দার ত্বাইয়েবাহ, সাল বিহীন) ‘ভূমিকা’ অংশ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৪৮৮-এর আলোচনা, ১৩/১১১২ পৃঃ; ডঃ আকরাম যিয়া উমারী, সীরাহ নববিইয়াহ ছহীহাহ (রিয়াদ, মাকতাবা উবাইকান ১৪৩০ হিঃ/২০০৯ খৃঃ) ১/১৬২ পৃঃ।

সামনে উপস্থাপন করেছিলে? অতএব হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে যথার্থভাবে তোমার নবীজীবনকে তুলে ধরার তাওফীক দাও এবং এ ব্যাপারে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল হলে আমাদের ক্ষমা কর- আমীন!

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামের শেষে *ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম*, সংক্ষেপে (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরামের নামের শেষে *রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু* বা *‘আনহা বা ‘আনহুম* সংক্ষেপে (রাঃ) এবং তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ বা অন্যান্য মরহূম বিদ্বানগণের নামের শেষে *‘রাহেমাহুল্লাহ’* সংক্ষেপে (রহঃ) লেখা হয়েছে। আবু মুহাম্মাদ তামীমী (রহঃ) বলেন, ما لكم تأخذون العلم عنا وتستفيدونه منا ثم لا تترحمون علينا؟ ‘তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আমাদের কাছ থেকে ইলম শিখবে ও আমাদের থেকে ফায়েদা হাছিল করবে, অথচ আমাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ নাযিলের দো‘আ করবে না?’ *(মা শা-‘আ, ভূমিকা)*। সেই সাথে আমরাও বলব, যারা এই গ্রন্থ থেকে নিয়ে নিজেরা গ্রন্থ রচনা করবেন, তারা অন্তত অত্র গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের স্বীকৃতিটুকু দিবেন। যেটার এযুগে বড়ই অভাব। তাহ’লে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নেকী তারা পাবেন। সাথে সাথে তাদের দো‘আ পরকালে এ নাচীয গ্রন্থকারের জন্য উপকারী হবে।

বিদ্বানগণ বলেন, من الفكر الى الفكر سبيل ‘এক চিন্তা থেকে আরেক চিন্তার রাস্তা খুলে যায়’। সেমতে এই গ্রন্থ রচনায় আমরা শুরুতে সাহায্য নিয়েছিলাম উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার সুলায়মান বিন সালমান মানছূরপুরীর *‘রহমাতুল্লিল ‘আলামীন’* (উর্দূ ৩ খণ্ডে ১০৯২ পৃ.) থেকে এবং শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরীর *‘আর-রাহীকুল মাখতূম’* গ্রন্থ থেকে। পরবর্তীতে সাহায্য নিয়েছি ইরাকের ড. আকরাম যিয়া উমারীর *‘সীরাহ নববিইয়াহ ছহীহাহ’* (২ খণ্ডে ৭২২ পৃ.) থেকে। সেই সাথে তাহকীকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সাহায্য পেয়েছি রিয়াদের মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-ঊশান-এর গ্রন্থ থেকে। এছাড়াও সাহায্য নিয়েছি হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর *যাদুল মা‘আদ (তাহকীক - আরনাঊত্ব)* ও শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর কিতাবসমূহ থেকে এবং *তাহকীক ইবনু হিশাম* ও *তা‘লীক্ব আর-রাহীকুল মাখতূম* থেকে। আর মাওলানা আকরম খাঁ-র ‘মোস্তফা চরিত’ থেকে। আমরা তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং নবী চরিতের বিশুদ্ধতার জন্য তাঁরা যে অমূল্য খিদমত জাতিকে উপহার দিয়ে গেছেন, তার জন্য আল্লাহ্র নিকট তাঁদের জন্য উত্তম জাযা প্রার্থনা করছি।

সর্বোপরি ইসলামী গবেষকদের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম সেরা উপহার *‘আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ’*-এর উদ্যোক্তা ভাইদের জন্য প্রাণখোলা দো‘আ করছি। যে সফটওয়্যারের সাহায্য না পেলে এরূপ বিশুদ্ধ জীবনী গ্রন্থ উপহার দেওয়া আদৌ সম্ভব হ’ত না। আল্লাহ তাদের সকল শুভ প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন!

এই গ্রন্থ রচনায়, পরিমার্জনায় ও প্রকাশনায় যারা আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তাদের সকলের প্রতি রইল আমাদের প্রাণখোলা দো‘আ ও সর্বোচ্চ শুকরিয়া। বিশেষ

করে এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় যার মেহনত জড়িত, সে হ'ল ইন্টারনেট চালনায় দক্ষ আমাদের ২য় পুত্র। বর্তমানে সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর উপর এম.ফিল (বর্তমানে পিএইচ.ডি) গবেষণায় রত। ইন্টারনেট জগতের অথৈ সাগর থেকে যদি সে অজানা তথ্য ও কিতাবাদি বের করে না আনত এবং নিজে গভীর রাত পর্যন্ত আমাকে গবেষণায় সাহায্য না করত, তাহ'লে এই অমূল্য গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা কোনটাই সম্ভব হ'ত কি-না সন্দেহ। আল্লাহ আমাদের সন্তানদেরকে মেধায়, স্বাস্থ্যে, দৃঢ় আক্বীদায় ও নেক আমলে বরকত দিন এবং তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে সম্মানিত জীবন দান করুন- আমীন! 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগের সকলকে এবং যারা যেভাবেই এ মহতী কাজে সহযোগিতা করেছেন, সকলকে আল্লাহ উত্তম পারিতোষিক দান করুন! পরবর্তীতে যারা এই গ্রন্থ ও এর বিষয়বস্তুকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিবেন, তিনি ইলম প্রচার ও প্রসারের সর্বোচ্চ নেকী লাভে ধন্য হবেন।

এ যাবত আরবী, উর্দূ ও বাংলা ভাষায় নবীজীবনের উপরে প্রাচীন ও আধুনিক যত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যা আমাদের সংগ্রহে আছে এবং ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করেছি, সবগুলির মধ্যে যেগুলি প্রসিদ্ধ ও বড় ধরনের ভুল, সেগুলি আমরা মূল বইয়ে অথবা টীকাতে উল্লেখ করেছি। এছাড়াও নতুন অনেক তথ্যাবলী সংযোজিত হয়েছে, যেগুলি বিগত সমালোচক ও টীকাকারগণের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ফলে গ্রন্থটি যথাসম্ভব বিশুদ্ধ ও সমৃদ্ধ হয়েছে। এরপরেও আমাদের ভুল থাকবে। যা পরবর্তী গবেষকদের জন্য রেখে গেলাম। অনিচ্ছাকৃত সকল ভুলের জন্য আমরা সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থী।

এ গ্রন্থ রচনায় আমাদের কোন অহংকার নেই। এটা আল্লাহ তার এক মিসকীন বান্দাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন মাত্র। এজন্য সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা কেবল তাঁরই জন্য। তিনিই আমাদেরকে ব্যস্ত জীবনের কোলাহল থেকে বের করে নিয়ে কারাগারের নিঃসঙ্গ ফাঁসির সেলে নিরিবিলি গবেষণার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং কষ্টকর জীবনে অভ্যস্ত করিয়েছেন। তিনিই আমাদের জন্য কিছু নিরহংকার আল্লাহভীরু সাথীকে সহযোগী হিসাবে বাছাই করে দিয়েছেন। তিনিই এ বয়স পর্যন্ত আমাদের মেধা ও স্বাস্থ্য অটুট রেখেছেন ও তাঁর পথে দৃঢ় রেখেছেন। *ফালিল্লাহিল হামদ হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবারাকান ফীহ।*

পরিশেষে দীন লেখক সর্বদা দ্বীনদার পাঠকের দো'আর ভিখারী। তাই নবীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছি, 'হে আমার জাতি! এই লেখনীর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন মাল-দৌলত বা কোন বিনিময় চাইনা। আমার পুরস্কার তো কেবল বিশ্বপালক আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে' *(হূদ ১১/২৯; ইউনুস ১০/৭২; শু'আরা ২৬/১০৯)*।

বিনীত

লেখক

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ... وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ-

সীরাত শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

(نشأة فن السيرة وتطورها)

আরবরা ছিল প্রখর ধীশক্তি সম্পন্ন। সবই তারা মুখস্ত বলত। লেখাকে তারা হীন কাজ মনে করত। সেকারণ পবিত্র কুরআন, কিছু হাদীছ ও ইলমে নাহুর মূলনীতি সমূহ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় কোন জীবন চরিত লিপিবদ্ধ হয়নি। পরে অনারবদের ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপটে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (৪১-৬০ হি./৬৬১-৮০ খৃ.) এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তিনি ইয়ামনের ছান'আ থেকে আবীদ বিন শারিইয়াহ জুরহুমীকে (عَبِيد بن شَرِيَّة الجرهمى) ডেকে আনেন ও তাকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দেন। তিনি তাঁর জন্য كتاب الْمُلُوك وأخبار الماضين (বাদশাহদের ও বিগতদের ইতিহাস) রচনা করেন। অতঃপর একাধিক বিদ্বান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনচরিত লেখার প্রতি আত্মনিয়োগ করেন।

ছাহাবীগণ (الصحابة كأهم المصادر للسيرة) **:**

কুরআন ও হাদীছের মূল উৎস দ্বয়ের পর ছাহাবীগণ হ'লেন সীরাতুর রাসূলের প্রধান উৎস। তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন ও কর্মের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাঁদের বর্ণনাসমূহ হাদীছ গ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে। এরপরেও জীবন চরিত বিষয়ে তিনজন ছাহাবী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তারা হ'লেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ এবং বারা বিন 'আযেব আনছারী *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)*।

তাবেঈগণ (التابعيون) **:**

অতঃপর তাবেঈগণের মধ্যে ওরওয়া বিন যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (মৃ. ৯২ বা ৯৪ হি.)। আয়েশা (রাঃ) ছিলেন যার আপন খালা। তাঁর পিতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ফুফাতো ভাই প্রখ্যাত ছাহাবী যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ) এবং মা ছিলেন আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ)। ফলে তাঁর পক্ষে সহজেই সম্ভব ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘরের ও বাইরের বিভিন্ন বিষয় জানা এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস রচনা করা। বলা চলে যে, প্রথম জীবনীকার মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৮৫-১৫১ হি.) তাঁর থেকেই বেশী তথ্য নিয়েছেন। বিশেষ করে হাবশায় ও মদীনায় হিজরত এবং বদরের যুদ্ধ বিষয়ক ঘটনাবলী *(ইবনু হিশামের ভূমিকা ৪-৫ পৃঃ)*। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর মুক্তদাস ইকরিমা (মৃ. ১০৫)। যার সম্পর্কে ত্বাহাভী (২৩৯-৩২১ হি.) বলেন, ইকরিমা ও যুহরীর উপরেই মাগাযীর অধিকাংশ বর্ণনা আবর্তিত হয়'।

অতঃপর ‘আমের বিন শারাহীল আশ-শা‘বী (২২-১০৪ হি.), আবান বিন ওছমান বিন ‘আফফান (মৃ. ১০১ বা ১০৫), ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ইয়ামানী (মৃ. ১১০), ‘আছেম বিন ওমর বিন ক্বাতাদাহ (মৃ. ১১৯), মুহাম্মাদ বিন মুসলিম ইবনু শিহাব যুহরী (৫০-১২৪)। যাঁরা ২য় শতাব্দী হিজরীর প্রথম সিকিতে এ বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

যুহরী ছিলেন স্বীয় যুগের অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছগণের অন্যতম। যদিও ক্বাযী আয়ায প্রমুখ বিদ্বান তাঁর কিছু সমালোচনা করেছেন। কিন্তু নববী, ইরাকী প্রমুখ রিজাল শাস্ত্রের দিকপালগণ তা খণ্ডন করে তাঁর বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তিনিই প্রথম সীরাত বিষয়ক বর্ণনাসমূহের সনদ জমা করেন ও পূর্বাপর সম্পর্ক নির্ধারণে অবদান রাখেন।

তাবে-তাবেঈগণ (تبع التابعين) :

(১) ইবনু শিহাব যুহরীর ছাত্র মূসা বিন ওক্ববা (মৃ. ১৪০ হি.) রচিত ‘মাগাযী’ গ্রন্থকে ইমাম মালেক ও শাফেঈ (রহঃ) ‘বিশুদ্ধতম’ (أصح المغازى) বলেছেন। কিন্তু তা ছিল কলেবরে ছোট। যা আরও বিস্তারিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

(২) সুলায়মান বিন তুরখান আত-তায়মী (মৃ. ১৪৩) ‘বিশুদ্ধ জীবনী’ (السيرة الصحيحة) নামে একটি জীবনী লেখেন। কিন্তু তার একটি অধ্যায় (قسم) ব্যতীত বাকীটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁকে সনদ বিশ্লেষণকারী বিদ্বানগণের অন্যতম (من علماء الجرح والتعديل) বলে গণ্য করা হ’ত।

(৩) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক মাদানী (৮৫-১৫১), যিনি ইবনু শিহাব যুহরীর ছাত্র ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ বিষয়ক ঘটনাবলী বর্ণনার নেতা (امام المغازى) বলে খ্যাত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনা সমূহ ‘বিশুদ্ধ’ স্তরে (درجة الصحيح) পৌঁছতে পারেনি। বরং ‘হাসান’ স্তরে পৌঁছে, যখন তিনি তাঁর উপরের সনদ প্রকাশ করেন। কেননা তিনি ‘মুদাল্লিস’ অর্থাৎ ‘উপরের সনদ গোপনকারী’ বলে খ্যাত ছিলেন। তাঁর সীরাত গ্রন্থটিতে ‘হাসান’ ও যঈফ বর্ণনাসমূহ একত্রিত হয়েছে। যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) বলেন, ইবনু ইসহাক হলেন ‘মাগাযী শাস্ত্রের দলীল’ (حجة في المغازى)। কিন্তু সেখানে অনেক ‘অজানা ও বিস্ময়কর বস্তুসমূহ’ (مناكير وعجائب) রয়েছে। অতএব তাঁর কিতাবটির যাচাই করণ ও বিশুদ্ধ করণ (تنقيح وتصحيح) প্রয়োজন রয়েছে’। উল্লেখ্য যে, সীরাতে ইবনে ইসহাক-এর পূর্ণাঙ্গ কপি পাওয়া যায় না। যেটি পাওয়া যায় সেটি হ’ল তার পরিমার্জিত সংস্করণ ‘সীরাতু ইবনে হিশাম’ *(মা শা-‘আ, ভূমিকা)*।

(৪) মা'মার বিন রাশেদ (মৃ. ১৫৩) যুহরীর ছাত্র ছিলেন। তিনি একজন আল্লাহভীরু ধীমান ও সুন্দর রচয়িতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত (৫) আবু মা'শার নাজীহ সিন্ধী (মৃ. ১৭১ হি.), (৬) আব্দুল মালেক বিন মুহাম্মাদ মাদানী (মৃ. ১৭৬), (৭) ইয়াহইয়া বিন সাঈদ উমুভী (মৃ. ১৯৪), (৮) অলীদ বিন মুসলিম দিমাশক্বী (মৃ. ১৯৬), (৯) ইউনুস বিন বুকাইর (মৃ. ১৯৯), যিনি সীরাতে ইবনে ইসহাকের অন্যতম রাবী ছিলেন। (১০) মুহাম্মাদ বিন ওমর ওয়াক্বেদী (মৃ. ২০৭), যিনি মুহাদ্দিছগণের নিকট 'যঈফ' হিসাবে গণ্য ছিলেন। কিন্তু বিপুল ইলমী উৎসের অধিকারী ছিলেন। তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে ৬০০ বস্তা কিতাব ছিল। যা বহনে ১২০টি ভারি বাহন প্রয়োজন হ'ত। আক্বীদা ও শরী'আত বিষয়ক নয় এবং বিশুদ্ধ বর্ণনা সমূহের বিরোধী নয়, এমন সব বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর রচনাসমূহ উপকারী এবং গ্রহণযোগ্য। তবে তাঁর একক বর্ণনা 'পরিত্যক্ত' (متروك) হিসাবে গণ্য হবে। (১১) মুহাম্মাদ বিন 'আয়েয দিমাশক্বী (মৃ.২৩৪), (১২) আলী বিন মুহাম্মাদ মাদায়েনী (মৃ.২২৫), (১৩) ছালেহ বিন ইসহাক্ব জুরমী নাহভী (মৃ.২২৫), (১৪) ইসমাঈল বিন জামী (মৃ.২৭৭), (১৫) সাঈদ বিন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ উমুভী (মৃ.২৪৯), (১৬) আহমাদ বিন হারেছ আল-খার্রায (মৃ.২৫৮), (১৭) আব্দুল মালেক বিন মুহাম্মাদ বাছরী (মৃ.২৭৬), (১৮) ইবরাহীম বিন ইসমাঈল আম্বারী তূসী (মৃ.২৮০), (১৯) ইসমাঈল বিন কাযী ইসহাক (মৃ.২৮২) প্রমুখ।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকজন তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যেমন আবু ইসহাক আমর বিন আব্দুল্লাহ সাবীঈ (মৃ.১২৭), ইয়াকূব বিন উৎবা বিন মুগীরাহ মাদানী (মৃ.১২৮), দাঊদ বিন হুসায়েন উমুভী (মৃ.১৩৫), আব্দুর রহমান বিন আব্দুল আযীয হানীফী (মৃ.১৬২), মুহাম্মাদ বিন ছালেহ বিন দীনার (মৃ.১৬৮), আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর মাখরামী মাদানী (মৃ.১৭০) প্রমুখ।

উপরে বর্ণিত বিদ্বানগণের রচিত সীরাত গ্রন্থসমূহের বৃহদাংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে তাঁদের থেকে নেওয়া তথ্যাবলীর ভিত্তিতে রচিত পরবর্তী সীরাত গ্রন্থসমূহ যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধতম গ্রন্থগুলি নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

পরবর্তী জীবনীকারগণ (أصحاب السيرة المتأخرون) :

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ইবনু হিশাম বাছরী (মৃ.২১৩ অথবা ২১৮ হি.)। তাঁর রচিত 'আস-সীরাতুন নববিইয়াহ' গ্রন্থটি 'সীরাতু ইবনে হিশাম' নামে পরিচিত। ইনি মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সীরাত গ্রন্থের পরিমার্জন ও পরিশোধন করেন। সেখান থেকে ইস্রাঈলী বর্ণনাসমূহ এবং অপ্রয়োজনীয় কবিতাসমূহ দূর করে দেন। তিনি সেখানে ভাষাগত ও বংশ তালিকা বিষয়ে তথ্যসমূহ সংযোজন করেন। এভাবে তিনি কিতাবটিকে এমনভাবে

রূপ দেন, যা ছহীহ হাদীছের বর্ণনা সমূহের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। ফলে তা বিদ্বানগণের সন্তুষ্টি লাভ করে এবং পরবর্তীতে রচিত সকল সীরাত গ্রন্থের ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। সেজন্য বলা হয়, فَلَيْسَ مِنْ مُؤَلِّفٍ بَعْدَهُ إِلاَّ كَانَ عَيَالاً عَلَيْهِ 'তাঁর পরে এমন কোন জীবনীকার নেই, যিনি তাঁর মুখাপেক্ষী হননি' *(সীরাহ ছহীহাহ ১/৬৬ পৃঃ)*।

(২) আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা -মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ বাগদাদী (১৬৮-২৩০ হি.), (৩) তারীখু খলীফা বিন খাইয়াত্ব (১৬০-২৪০), (৪) আনসাবুল আশরাফ -আহমাদ বিন ইয়াহইয়া বালাযুরী (মৃ.২৭৯), (৫) তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক -মুহাম্মাদ ইবনু জারীর ত্বাবারী (২২৪-৩১০)। তিনি এর মধ্যে ছহীহ-যঈফ যাচাই না করেই অসংখ্য বর্ণনা জমা করেছেন এবং তা বাছাইয়ের জন্য পরবর্তীদের নিকট ছেড়ে যান। (৬) আদ-দুরার ফী ইখতিছারিল মাগাযী ওয়াস সিয়ার -ইউসুফ ইবনু আব্দিল বার্র কুরতুবী (৩৬৮-৪৬৩), (৭) জাওয়ামে'উস সীরাহ -আলী ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬), (৮) আল-কামিল ফিত তারীখ -ইযযুদ্দীন ইবনুল আছীর (৫৫৫-৬৩২), (৯) উয়ূনুল আছার-মুহাম্মাদ ইবনু সাইয়িদিন নাস (৬৭১-৭৩৪), (১০) যাদুল মা'আদ -মুহাম্মাদ ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ (৬৯১-৭৫১), (১১) আস-সীরাতুন নববিইয়াহ -শামসুদ্দীন যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮), (১২) আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ -ইসমাঈল ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪), (১৩) ইমতাউল আসমা' -আহমাদ আল-মাক্বরেযী (৭৬৪-৮৪৫), (১৪) আল-মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়াহ -আহমাদ আল-ক্বাসত্বালানী (৮৫১-৯২৩), (১৫) আস-সীরাতুল হালাবিয়াহ -বুরহানুদ্দীন হালাবী (মৃ.৮৪১)। এর মধ্যে অনেক অসার বাক্য (حشو) এবং ইস্রাঈলী কাহিনীসমূহ রয়েছে। (১৬) সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ -মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ দিমাশক্বী (মৃ.৯৪২), (১৭) শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়াহ -মুহাম্মাদ আয-যুরক্বানী (১০৫৫-১১২৩)।

উপরে বর্ণিত গ্রন্থসমূহের কোনটারই লেখক বিশুদ্ধতার শর্ত করেননি। বরং প্রত্যেকটির মধ্যে ছহীহ-যঈফ সব ধরনের বক্তব্য রয়েছে।[৪]

উপরের আলোচনায় যে বিষয়টি এসে গেছে, তা এই যে, পরবর্তী সকল লেখকের মূল ভিত্তি হ'ল সীরাতে ইবনু হিশাম। ফলে বহু বিদ্বান এই গ্রন্থটিকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ ও পরিমার্জন করেছেন। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আবুল কাসেম আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আস-সুহায়লী (৫০৮-৫৮১ হি.)। যিনি স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন ও মরক্কোতে (مراكش) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৭ বছর বয়সে অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু নিজ দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণের নিকট থেকে ইলম হাছিল করেন। তিনি আরবী ভাষা, ব্যাকরণ ও সাহিত্য

৪. ড. আকরাম যিয়া উমারী, 'সীরাহ নববিইয়াহ ছহীহাহ' (রিয়াদ : ১৪৩০/২০০৯) ১/৫৩-৬৯ পৃঃ।

এবং ইলমে ক্বিরাআত ও ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত হন। অল্পে তুষ্ট থাকা এবং পরহেযগারিতায় অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে সীরাতে ইবনে হিশামের ব্যাখ্যাগ্রন্থ الروض الأُنُف সবচাইতে প্রসিদ্ধ। যা তিনি ৫৬৯ হিজরীতে মিসরে থাকা অবস্থায় মুখে বলার (الإملاء) মাধ্যমে পাঁচ মাসে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর পরে আরও অনেকে ব্যাখ্যা লিখেছেন। কিন্তু এযাবৎ এই কিতাবই শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত। যার মধ্যে ইবনু ইসহাক ও ইবনু হিশামের সীরাতে যোগ-বিয়োগ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ফলে সেটি পৃথক একটি বড় গ্রন্থের রূপ ধারণ করেছে *(ইবনু হিশাম, ভূমিকা ১/১২, ১৮-২০ পৃঃ)*।

নবী চরিতের হেফাযত (حفظ سيرة النبى صــ من الله تعالى) :

আল্লাহ যেমন কুরআন ও হাদীছকে হেফাযত করেছেন, তেমনি তাঁর প্রিয় রাসূলের জীবন চরিতকেও স্বীয় অনুগ্রহে হেফাযত করেছেন। ফলে যুগে যুগে বিভিন্ন আল্লাহভীরু চরিতকারগণের মাধ্যমে বিশ্লেষিত হয়ে তাঁর বিশুদ্ধ জীবনচরিত মানবজাতির সামনে এসে গিয়েছে। কেননা যাকে আল্লাহ তাঁর অহী নাযিলের জন্য বেছে নিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনচরিত হবে মানবজাতির জন্য আদর্শ জীবনমুকুর। যার স্বচ্ছ আলোকধারা অন্যের জীবনের অন্ধকার দূর করবে। যঈফ, জাল ও বানোয়াট কাহিনী থেকে মুক্ত করার মাধ্যমেই তাঁর বিশুদ্ধ জীবনচরিত মানুষের নিকট উদ্ভাসিত হবে। প্রথম যুগের মুহাদ্দিছগণ হাদীছের ছহীহ-যঈফ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যেভাবে কঠোর নীতিমালা তৈরী করে ‘রিজাল শাস্ত্র’ প্রণয়ন করেছেন। জীবনচরিত রচনার ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন শাস্ত্র রচিত হয়নি। সাথে সাথে ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ থেকে তাওহীদের আক্বীদাকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে প্রথম যুগের বিদ্বানগণ যত বেশী মনোযোগী ছিলেন, জীবন চরিতের ব্যাপারে অতটা মনোযোগী ছিলেন না। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুষ্ট পণ্ডিতেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনচরিতে কলংক লেপনের সুযোগ পেয়েছে। সেজন্যেই দেখা যায়, কোন কোন প্রাচ্যবিদ সীরাতে ইবনে হিশামের চাইতে ওয়াক্বেদীর মাগাযীকে অগ্রাধিকার দেন। অথচ সেটি মুহাদ্দিছগণের নিকট পরিত্যক্ত (متروك) ও যঈফ।

হাদীছগ্রন্থ ও সীরাতগ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সীরাত গ্রন্থগুলির অধিকাংশ বর্ণনার সনদ মুরসাল ও মুনক্বাতি‘ বা ছিন্নসূত্র। এক্ষণে যদি আমরা হাদীছগ্রন্থের ন্যায় সীরাতগ্রন্থ সমূহে ‘ছহীহ’ বর্ণনা সমূহকে অগ্রাধিকার দেই এবং হাদীছের সমালোচনার ন্যায় সীরাতের বর্ণনা সমূহের সমালোচনায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তাহ’লে সীরাতগ্রন্থগুলি হাদীছ গ্রন্থসমূহের ন্যায় নিষ্কলংক হয়ে উঠবে। দেরীতে হলেও এযুগের বিদ্বানগণ সেদিকে পা

বাড়িয়েছেন। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে এখন সেটা বহুগুণে সহজ হয়ে গেছে। যা বিগত বিদ্বানগণের জন্য অসম্ভব ছিল।

আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে বর্তমান শতাব্দীতে শায়খ নাছেরুদ্দীন আলবানী (১৩৩৩-১৪২০ হি./১৯১৪-১৯৯৯ খৃঃ), ড. আকরাম যিয়া উমারী (জন্ম : ইরাক ১৯৪২ খৃঃ), মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-ঊশান (রিয়াদ) প্রমুখ বিদ্বানগণ এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আমরা তাঁদের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

আসবাবুন নুযূল (أسباب النزول) :

নবী চরিত রচনায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস হ'ল আয়াতসমূহ নাযিলের কারণ ও প্রেক্ষাপট। কেননা কোন প্রশ্ন বা ঘটনা ব্যতীত বলা চলে যে, কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই নাযিল হয়নি। যেকারণে কুরআন এক সাথে নাযিল না হয়ে ক্রমে ক্রমে নাযিল হয়েছে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী। যাতে প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর অন্তর প্রশান্ত হয় *(ফুরক্বান ২৫/৩২)* এবং সাথে সাথে অন্যদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। ফলে শানে নুযূলের উপরে বড় বড় গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যার মধ্যে ঐসবগুলি বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে 'ছাহাবী' নিজেই বর্ণনা করেন এবং যা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইতিহাস রচনায় এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় 'ছহীহ' গ্রন্থে এ বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন তিনি ইফকের ঘটনায় হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে হাদীছ এনেছেন। কারণ তিনিই ছিলেন এ ঘটনার মূল চরিত্র। একইভাবে সূরা তাহরীম নাযিলের কারণ সম্বলিত হাদীছ এনেছেন একই রাবী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে। সূরা মুনাফিকূন-এর শানে নুযূল বিষয়ে যায়েদ বিন আরক্বাম (রাঃ) থেকে হাদীছ এনেছেন। কেননা তিনিই ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই-এর মুনাফেকীর ঘটনা বিষয়ে মূল সাক্ষ্যদাতা ও বর্ণনাকারী। অমনিভাবে সূরা জুম'আ নাযিলের কারণ বিষয়ে হাদীছ এনেছেন রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনছারী (রাঃ) থেকে। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। অন্যের মাধ্যমে শোনার চাইতে এ ধরনের চাক্ষুষ সাক্ষীর বর্ণনা সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে।

কখনো ঘটনার সাথে সাথে আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন 'রূহ' সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর।[৫] কখনো কিছু পরে নাযিল হয়েছে। যেমন আয়েশা (রাঃ)-এর উপরে অপবাদের বিরুদ্ধে ইফকের আয়াত সমূহ।[৬] কখনো শানে নুযূল হিসাবে বর্ণিত ছহীহ হাদীছগুলি পরস্পরের বিপরীত হয়। যেমন ছহীহ বুখারীর 'তাফসীর' অধ্যায়ে দেখা যায়। কখনো নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে কাছাকাছি একই ধরনের একাধিক ঘটনায় একটি আয়াত নাযিল

৫. ইসরা ১৭/৮৫; বুখারী হা/৪৭২১; মুসলিম হা/২৭৯৪।
৬. নূর ২৪/১১-২০; বুখারী হা/৪৭৫০; মুসলিম হা/১৭৯৭।

হয়। কখনো একই মর্মে একাধিক আয়াত বিভিন্ন সূরায় নাযিল হয়েছে। এ কারণে ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন, لا مانع ان تتعدد القصص ويتعدد النـــزول 'একই ধরনের একাধিক ঘটনা ঘটা কিংবা বারবার একই আয়াত নাযিল হওয়ায় কোন বাধা নেই'। যেমন 'রূহ' সম্পর্কিত প্রশ্ন মক্কাতেও হয়েছে মদীনাতেও হয়েছে। কিন্তু সে সম্পর্কে মাক্কী সূরা বনু ইস্রাঈলে (১৭/৮৫) আয়াত নাযিল হয়েছে।

শানে নুযূলের ব্যাপারে সবচেয়ে বিস্তৃত গ্রন্থ হ'ল ছহীহ বুখারী। সেখানে সর্বাধিক বর্ণনাকারী ছাহাবী হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)। এরপরেই হ'ল মুস্ত াদরাকে হাকেম-এর স্থান। সেখানেও অধিকাংশ বর্ণনা এসেছে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মোট ২৯টি। এরপরে এসেছে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে মোট ৭টি। এর পরের স্থান মুসনাদে আহমাদের। যেখানে ২৮টি শানে নুযূল বর্ণিত হয়েছে। যার অধিকাংশ ছহীহ ও কিছু সংখ্যক যঈফ। ছহীহগুলির বেশীর ভাগ ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। তাফসীরের কিতাবগুলি মরফূ'-মওকূফ, ছহীহ-যঈফ প্রভৃতি বর্ণনায় ভরা। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হ'ল তাফসীরে ইবনু জারীর ত্বাবারী। যেখানে পুনরুক্তি ছাড়াই প্রায় ৫০০ শানে নুযূল বর্ণিত হয়েছে। একটি আয়াতের গড়ে ৫টি করে শানে নুযূল এসেছে। কিন্তু এইসব বর্ণনার জন্য তিনি বিশুদ্ধতার শর্ত আরোপ করেননি। বরং অধিকাংশই মওকূফ ও মাক্বতূ' (যঈফ)। ছাহাবীগণের দিকে বিশুদ্ধভাবে সম্পর্কিত শানে নুযূলযুক্ত আয়াতের সংখ্যা ৩০০ পর্যন্ত পৌঁছবে না। অথচ কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা ৬২০০-এর উপরে *(কুরতুবী)*। কয়েকটি গ্রন্থ এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ। আর তা হ'ল, ওয়াহেদীর 'আসবাবুন নুযূল', সৈয়ূত্বীর 'লুবাবুন নুকূল' ও ইবনু হাজারের 'আল-উজাব ফিল আসবাব'। ওয়াহেদীর চাইতে সৈয়ূতীর কিতাবে ৩৭০টি বর্ণনা বেশী রয়েছে' *(আলোচনা দ্রঃ সীরাহ ছহীহাহ ১/১৯-২২)*।

নবীচরিত রচনায় কুরআন ও হাদীছের গুরুত্ব (أهمية القرآن والحديث فى تأليف السيرة) :

পুরা কুরআনটাই নবী জীবনের আয়না সদৃশ। এর গভীরে ডুব দিলেই চোখের সামনে নবীচরিত ভেসে ওঠে। কারণ কুরআন একত্রে একদিনে নাযিল হয়নি। বরং ঘটনা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। যখনই সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তখনই তার জবাব এসেছে কুরআনে। ফলে সেগুলি নবী চরিতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। চাই সেগুলি উপদেশমূলক হৌক বা বিগত দিনের শিক্ষণীয় কাহিনী হৌক বা যুদ্ধ সম্পর্কিত বর্ণনা হৌক। যেমন রাসূল জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে বদর যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আনফাল (পুরাটা), ওহোদ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আলে ইমরান (১২১-১৭৯=৬০টি আয়াত), খন্দক ও বনু কুরায়যা যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আহযাব (৯-২০, ২২-২৭ আয়াত), বনু নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা হাশর (২-১৭ আয়াত), হোনায়েন যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা তওবা (২৫-২৬ আয়াত) এবং ৯ম হিজরীতে আবুবকর ও আলী (রাঃ)-এর মাধ্যমে হজ্জের ময়দানে

মুশরিকদের সাথে সকল প্রকার চুক্তি ও সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা জারী করা ও তাবূক যুদ্ধ বিষয়ে সূরা তওবা ১-১১০ পর্যন্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়। অন্যান্য সূরাতেও বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে মাঝে-মধ্যে আলোচনা এসেছে। অনুরূপভাবে ইহূদী ও মুসলমানদের মধ্যকার আক্বীদা বা বিশ্বাসগত যুদ্ধ (الغزو الفكرى) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে সূরা বাক্বারাহতে এবং বস্তুগত যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে সূরা হাশর ও আহযাবে। এমনকি তৎকালীন বিশ্বশক্তি রোমক ও পারসিকদের মধ্যকার যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে সূরা রূম-এ। তবে এর দ্বারা এটা ধারণা করা যাবে না যে, সেখানে এসব ঘটনার ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। কেননা কুরআন কোন ইতিহাস গ্রন্থ নয়। এটি একটি জীবন গ্রন্থ। এখানে মানুষের সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন গড়ায় যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু আল্লাহ বর্ণনা করেছেন।

তাই কুরআন থেকে ফায়েদা নিতে গেলে অবশ্যই তাকে প্রথমে ছহীহ হাদীছের সাহায্য নিতে হবে। সেই সাথে বিশ্বস্ত তাফসীর সমূহের সাহায্য নিতে হবে। যেমন তাফসীর ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী প্রভৃতি। কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজস্ব রায় ও রুচিকে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে না। দিলে তাকে অবশ্যই ভ্রান্তিতে পড়তে হবে। আধুনিক ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদদের অনেকে এমন ভ্রান্তিতে পড়েছেন। কুরআনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশেষণ হিসাবে তাঁকে اَلنَّبِىُّ الْأُمِّىُّ (Unlettered Prophet. বা নিরক্ষর নবী) বলা হয়েছে *(আ'রাফ ৭/১৫৭-৫৮; জুম'আ ৬২/২)*। আর কুরায়েশদের উম্মী বলা হ'ত এবং তাদের মধ্যেই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম হয়েছে। ফলে কুরআন ও কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের পক্ষ থেকে কোনরূপ যোগ-বিয়োগ করার সন্দেহ থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। বস্তুতঃ হাদীছ সমূহে নবীচরিতের বিভিন্ন দিক ও বিভাগসমূহ বিস্তৃতভাবে এসেছে। তাঁর আক্বীদা, ইবাদত, আখলাক, আচরণ, তাঁর রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, সমাজনীতি সবকিছু হাদীছের বুকে সঞ্চিত রয়েছে। অতএব কুরআন ও হাদীছ হ'ল নবীচরিতের মূল খনি। বিশ্বস্ত তাফসীর সমূহে যা একত্রে জমা করা হয়েছে মাত্র।

আরব জাতি (الشعب العربى وأقوامها)

মধ্যপ্রাচ্যের মূল অধিবাসী হ'লেন আরব জাতি। সেকারণ একে আরব উপদ্বীপ (جزيرة العرب) বলা হয়। আরবরা মূলতঃ তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ১. আদি আরব (العربُ البائدةُ) যারা আদ, ছামূদ, আমালেক্বা প্রভৃতি আদি বংশের লোক। যাদের বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। ২. ক্বাহত্বানী আরব (العربُ العارِبَةُ)। যারা ইয়ামনের অধিবাসী। এরা ইয়া'রাব বিন ইয়াশজাব বিন ক্বাহত্বানের বংশধর। ৩. 'আদনানী আরব (العربُ الْمُسْتَعْرِبَةُ)। এরা ইরাক থেকে আগত ইবরাহীম-পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত 'আদনান-এর বংশধর। এদের বংশেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম হয়।

আরবের অবস্থানস্থল (موقع العرب) :

তিনদিকে সাগর বেষ্টিত প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী বিশ্বসেরা আরব উপদ্বীপ কেবল পৃথিবীর মধ্যস্থলেই অবস্থিত নয়, বরং এটি তখন ছিল চতুর্দিকের সহজ যোগাযোগস্থল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি। বর্তমান ফ্রান্সের প্রায় দ্বিগুণ এই বিশাল ভূখণ্ডটির অধিকাংশ এলাকা মরুময়। অথচ এই ধূসর মরুর নীচে রয়েছে আল্লাহ্র রহমতের ফল্গুধারা বিশ্বের মধ্যে মূল্যবান তরল সোনার সর্বোচ্চ রিজার্ভ। এর পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে আরব উপসাগর। যা গ্রীকদের নিকট পারস্য উপসাগর নামে খ্যাত। দক্ষিণে আরব সাগর (যা ভারত মহাসাগরের বিস্তৃত অংশ) এবং উত্তরে সিরিয়া ও ইরাকের ভূখণ্ড। পানিপথ ও স্থলপথে আরব উপদ্বীপ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ তিনটি মহাদেশের সাথে যুক্ত।

নবুঅতের কেন্দ্রস্থল (مركز النبوة) :

আদি পিতা আদম, নূহ, ইদ্রীস, হূদ, ছালেহ, ইবরাহীম, লূত্ব, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, শু'আয়েব, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ও ঈসা *('আলাইহিমুস সালাম)* এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* সহ সকল নবী ও রাসূলের আবির্ভাব ও কর্মস্থল ছিল মধ্যপ্রাচ্যের এই পবিত্র ভূখণ্ড।

এর নানাবিধ কারণ থাকতে পারে। তবে আমাদের ধারণায় **প্রথম কারণ** ছিল অনুর্বর এলাকা হওয়ায় এখানকার অধিবাসীগণ ব্যবসায়ে অভ্যস্ত ছিল। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার সঙ্গে আরবদের নিয়মিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। সেকারণ খুব সহজেই এখান থেকে নবুঅতের দাওয়াত সারা বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত।

দ্বিতীয় কারণ হ'ল এই ভূখণ্ডে ছিল দু'টি পবিত্র স্থানের অবস্থিতি। প্রথমটি ছিল মক্কায় বায়তুল্লাহ বা কা'বাগৃহ। যা হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক প্রথম নির্মিত হয়। অতঃপর ইবরাহীম ও তৎপুত্র ইসমাঈলের হাতে পুনর্নির্মিত হয়। দ্বিতীয়টি ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস, যা কা'বাগৃহের চল্লিশ বছর পর আদম-পুত্রগণের কারু হাতে প্রথম নির্মিত হয়, যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ)-এর পৌত্র ইয়াকূব বিন ইসহাক (আঃ) কর্তৃক নির্মিত হয়। অতঃপর দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়। ইবরাহীমপুত্র ইসমাঈল-এর বংশধরগণ মক্কা এলাকা আবাদ করেন। তাঁরাই বংশ পরম্পরায় বায়তুল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণ, হাজী ছাহেবদের জান-মালের হেফাযত এবং তাদের পানি সরবরাহ, আপ্যায়ন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন। অন্যদিকে ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আঃ)-এর বংশধরগণ বায়তুল মুক্বাদ্দাস তথা আজকের ফিলিস্তীন এলাকায় বসবাস করেন। ইসহাক-পুত্র ইয়াকূব (আঃ)-এর অপর নাম ছিল 'ইস্রাঈল' (إسرائيل বা 'আল্লাহ্র দাস')। সেকারণ তাঁর বংশধরগণ 'বনু ইস্রাঈল' নামে পরিচিত। এভাবে আরব উপদ্বীপের দুই প্রধান এলাকা সহ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর বনু ইসমাঈল ও বনু ইস্রাঈল কর্তৃক তাওহীদের দাওয়াত প্রসার লাভ করে। সাথে সাথে তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি সর্বত্র বিস্তৃত হয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوْحاً وَآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ- ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মনোনীত করেছেন আদম ও নূহকে এবং ইবরাহীম পরিবার ও ইমরান পরিবারকে জগদ্বাসীর মধ্য হ'তে'। 'তারা একে অপরের সন্তান। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আলে ইমরান ৩/৩৩-৩৪; আনকাবূত ২৯/২৭)*। ইমরান ছিলেন মূসা (আঃ)-এর পিতা অথবা মারিয়াম-এর পিতা। সকলের মূল পিতা হ'লেন আবুল আম্বিয়া ইবরাহীম (আঃ)। পৃথকভাবে 'আলে ইমরান' বলার মাধ্যমে মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর বিশাল সংখ্যক উম্মতকে বুঝানো হয়েছে। আর ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে শেষনবী ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটেছে। যাঁর উম্মত সংখ্যা দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বাধিক।

রাজনৈতিক অবস্থা (الحالة السياسية) :

আরবভূমি মরুবেষ্টিত হওয়ায় তা সর্বদা বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে নিরাপদ ছিল। ফলে এরা জন্মগতভাবে স্বাধীন ছিল। এই সময় আরবের দক্ষিণাংশে ছিল হাবশার সাম্রাজ্য, পূর্বাংশে ছিল পারসিক সাম্রাজ্য এবং উত্তরাংশের ভূখণ্ডসমূহ ছিল রোমক সাম্রাজ্যের করতলগত। সম্রাট শাসিত এইসব অঞ্চলের অধিবাসীরা সবাই ছিল ধর্মের দিক দিয়ে খ্রিষ্টান। যদিও প্রকৃত ধর্ম বলতে সেখানে কিছুই ছিল না। মক্কা ও ইয়াছরিব (মদীনা) সহ আরবের বাকী ভূখণ্ডের লোকেরা স্বাধীন ছিল। তাদের কোন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না। তবে তারা গোত্রপতি শাসিত ছিল।

ধর্মীয় অবস্থা (الحالة الدينية) :

এ ব্যাপারে জানার জন্য কুরআনই বড় উৎস। সে বর্ণনা অনুযায়ী জাহেলী যুগের আরবরা আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের জন্য মনগড়া উপাস্য সমূহ নির্ধারণ করেছিল *(ইউনুস ১০/১৮)*। তারা আল্লাহকে স্বীকার করত। সেই সাথে সুফারিশকারী হিসাবে অন্যদের উপাস্য মানত *(আন'আম ৬/১৯)*। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তারা মূর্তিগুলিকে তাদের পূজিত ব্যক্তিদের 'রূহের অবতরণ স্থল সমূহ' (مَنَازِلُ الْأَرْوَاحِ) বলে মনে করত। মূর্তিপূজা তাদের আক্বীদা ও সমাজ-সংস্কৃতিতে মিশে গিয়েছিল। যুগ পরম্পরায় তারা এই আক্বীদায় বিশ্বাসী ও রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল *(যুখরুফ ৪৩/২২)*। তারা কা'বা গৃহে মূর্তি স্থাপন করেছিল এবং হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহে পরিবর্তন এনেছিল। তাওয়াফের জন্য 'হারামের পোষাক' (ثِيَابُ الْحَرَمِ) নামে তারা নতুন পোষাক পরিধানের রীতি চালু করেছিল। নইলে লোকদের নগ্ন হয়ে তাওয়াফ করতে হ'ত। কুরায়েশরা মূর্তিপূজা করত। সেই সাথে নিজেদেরকে ইবরাহীম (আঃ)-এর একান্ত অনুসারী হিসাবে 'হানীফ' (حَنِيْف) 'একনিষ্ঠ একত্ববাদী' বলত। এছাড়া তারা নিজেদেরকে 'হুম্স' (حُمْس), 'ক্বাত্বীনুল্লাহ' (قَطِيْنُ اللهِ) 'আহ্লুল্লাহ' (أَهْلُ اللهِ) এবং 'আল্লাহ্র ঘরের বাসিন্দা' (أَهْلُ بَيْتِ اللهِ) বলে দাবী করত'।[৭] সেকারণ তারা মুযদালিফায় হজ্জ করত, আরাফাতের ময়দানে নয়। কেননা মুযদালিফা ছিল হারামের অন্তর্ভুক্ত এবং আরাফাত ছিল হারাম এলাকার বাইরে। যেখানে বহিরাগত হাজীরা অবস্থান করত। ইসলাম আসার পর এই প্রথা নিষিদ্ধ করা হয় এবং সকলকে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করতে বলা হয় *(বাক্বারাহ ২/১৯৯)*।

তারা হজ্জের মাস সমূহে ওমরাহ করাকে 'সবচাইতে নিকৃষ্ট কাজ' (أَفْجَرُ الْفُجُوْرِ) বলে ধারণা করত। তারা কা'বাগৃহে ইবাদতের সময় শিস দিত ও তালি বাজাতো *(আনফাল ৮/৩৫)*। তারা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীতে পরিবর্তন এনেছিল *(আ'রাফ ৭/১৮০)*। তারা জিনদেরকে আল্লাহ্র শরীক নির্ধারণ করেছিল *(আন'আম ৬/১০০)* এবং ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা বলত *(নাহল ১৬/৫৭)*। তারা তাকদীরকে এবং কিয়ামতকে অস্বীকার করত *(আন'আম ৬/১৪৮; নাহল ১৬/৩৮)*। তারা ইবাদত করত, কুরবানী করত বা মানত করত আখেরাতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে নয়, বরং দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের জন্য। তারা মৃত্যু ও অন্য বিপদাপদকে আল্লাহ্র দিকে নয় বরং প্রকৃতির দিকে সম্বন্ধ করত *(জাছিয়াহ*

---

৭. তিরমিযী হা/৮৮৪; ইবনু হিশাম ১/৫৭; বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ২/১২৬; 'হুম্স' অর্থ কঠোর ধার্মিক। 'ক্বাত্বীনুল্লাহ' ও 'আহলু বায়তিল্লাহ' অর্থ আল্লাহ্র ঘরের বাসিন্দা। 'আহলুল্লাহ' অর্থ আল্লাহওয়ালা।

৪৫/২৩)। তারা মূর্তির সম্মানে কুরবানী চালু করেছিল *(মায়েদাহ ৫/৩)*। লাত ও ‘উযযার নামে কসম করত এবং নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করত’ *(বুখারী হা/৩৮৫০)*।

আরবদের বিশ্বাস ছিল যে, প্রতি ১৩ দিন পর একটি নক্ষত্র পশ্চিমে অস্ত যায় এবং একই সাথে পূর্ব দিকে একটি নক্ষত্র উদিত হয়। তাদের বিশ্বাস মতে উক্ত নক্ষত্র অস্ত যাওয়ার সময় অবশ্যই বৃষ্টি হয় অথবা ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবাহিত হয়। সেকারণ বৃষ্টি হ’লে তারা উক্ত নক্ষত্রের দিকে সম্বন্ধ করে বলত, مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا ‘আমরা উক্ত নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছি’।[৮] আল্লাহ্র হুকুমে যে বৃষ্টি হয় এটা তারা বিশ্বাস করত না। এভাবে তারা তাওহীদ বিশ্বাস থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছিল। অথচ এটাই ছিল তাদের পিতা ইবরাহীমের মূল দাওয়াত।

তাদের চরিত্রে ও রীতি-নীতিতে এমন বহু কিছু ছিল যা ইসলামকে ধসিয়ে দিত। যেমন বংশগৌরব করা ও অন্য বংশকে তাচ্ছিল্য করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِى الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَالنِّيَاحَةُ ‘আমার উম্মতের মধ্যে চারটি বস্তু রয়েছে জাহেলিয়াতের অংশ, যা তারা ছাড়েনি। আভিজাত্য গৌরব, বংশের নামে তাচ্ছিল্য করা, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং শোক করা’।[৯] জাহেলী যুগের অন্যতম রীতি ছিল, পিতা-মাতার কাজের উপর বড়াই করা, মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে গর্ব করা *(তওবা ৯/১৯, ৫৫)*। ধনশালী ব্যক্তিদের সম্মানিত মনে করা *(যুখরুফ ৪৩/৩১)* এবং দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীকে হীন মনে করা *(আন‘আম ৬/৫২)*। যেকোন কাজে শুভাশুভ নির্ধারণ করা ও ভাগ্য গণনা করা *(জিন ৭২/৬)* ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে অনেক জাহেলী কবির মধ্যে তাওহীদের আক্বীদা ছিল। যেমন মু‘আল্লাক্বা খ্যাত কবি যুহায়ের বিন আবী সুলমা ও কবি লাবীদ বিন রাবী‘আহ প্রমুখ।[১০] কা‘বাগৃহে হজ্জ

---

৮. মুসলিম হা/৭১; বুখারী হা/৮৪৬; মিশকাত হা/৪৫৯৬।

৯. বুখারী, ফৎহসহ হা/৩৮৫০, ৭/১৫৬; মুসলিম হা/৯৩৪।

১০. কবি যুহায়ের বলেন,

فَلاَ تَكْتُمُنَّ اللهَ مَا فِي نُفُوسِكُمْ + لِيَخْفَى وَمَهْمَا يُكْتَمِ اللهُ يَعْلَمِ
يُؤَخَّرْ فَيُوضَعْ فِي كِتَابٍ فَيُدَّخَرْ + لِيَوْمِ الحِسَابِ أَوْ يُعَجَّلْ فَيُنْقَمِ

‘অতএব (হে পরস্পরে সন্ধিকারী বনু ‘আবাস ও যুবিয়ান!) তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে তা আল্লাহ থেকে অবশ্যই গোপন করো না। কেননা যখনই তোমরা আল্লাহ থেকে গোপন করবে, তখনই তিনি তা জেনে যাবেন’। ‘অতঃপর তিনি সেটাকে পিছিয়ে দিবেন এবং আমলনামায় রেখে বিচার দিবসের জন্য জমা রাখবেন। অথবা দ্রুত করা হবে এবং প্রতিশোধ নেওয়া হবে’ *(মু‘আল্লাক্বা যুহায়ের বিন আবী সুলমা ২৭ ও ২৮ লাইন)*। কবি লাবীদ বলেন, أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ + وَكُلُّ نَعِيمٍ لاَ مُحَالَةَ زَائِلُ ‘মনে রেখ, আল্লাহ ব্যতীত সকল বস্তুই বাতিল’ এবং সকল নে‘মত অবশ্যই বিদূরিত হবে’। তবে লাইনের দ্বিতীয়

জারী ছিল। হারামের মাসগুলির পবিত্রতা বজায় ছিল। অদৃষ্টবাদের আধিক্য থাকলেও তাদের মধ্যে ক্বাযা ও ক্বদরের আক্বীদা মওজুদ ছিল। ইবরাহীমী দ্বীনের শিক্ষা ও ইবাদতের কিছু নমুনা মক্কা ও তার আশপাশে জাগরুক ছিল। তাদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সাহসিকতা, আতিথেয়তা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা প্রভৃতি অনন্য গুণাবলী অক্ষুণ্ণ ছিল।

সামাজিক অবস্থা (الحالة الاجتماعية) :

(ক) গোত্রীয় সমাজ ব্যবস্থা (المجتمع القبائلى) : আরবদের সামাজিক ব্যবস্থা ছিল গোত্রপ্রধান। যার কারণে বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হ'ত। মারামারি ও হানাহানিতে জর্জরিত উক্ত সমাজে কেবল গোত্রীয় ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনের উপর নির্ভর করেই তাদের টিকে থাকতে হ'ত। ন্যায়-অন্যায় সবকিছু নির্ণীত হ'ত গোত্রীয় স্বার্থের নিরিখে। আজকালকের কথিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থায় যে উৎকট দলতন্ত্র আমরা লক্ষ্য করছি, তা জাহেলী আরবের গোত্রীয় সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অনেকটা তুলনীয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের চাইতে নিম্নতর অবস্থায় পৌঁছে গেছে। গোত্র সমূহের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। সেকারণ তারা অধিক সংখ্যায় পুত্র সন্তান কামনা করত। অধিক সংখ্যক ভাই ও পুত্র সন্তানের মালিককে সবাই সমীহ করত। যুদ্ধে পরাজিত হ'লে অন্যান্য সম্পদের সাথে নারীদের লুট করে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে অথবা দরিদ্রতার কারণে অনেকে তাদের কন্যাসন্তানকে শিশুকালেই হত্যা করে ফেলত। তাদের কোন গোত্রীয় আর্থিক রিজার্ভ ছিল না। যুদ্ধ শুরু হ'লে সবাই প্রয়োজনীয় ফাণ্ড গোত্রনেতার কাছে জমা দিত ও তা দিয়ে যুদ্ধের খরচ মেটাত। তবে পূর্ব থেকে ধর্মীয় রীতি চলে আসার কারণে তারা বছরে চারটি সম্মানিত মাসে (যুল-ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ, মুহাররম ও রজব) যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখতো। এটা ছিল তাদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় রক্ষাকবচ। গোত্রনেতাগণ একত্রে বসে সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করা, কোন গোত্রের সাথে যুদ্ধ শুরু বা শেষ করা কিংবা সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতেন। মক্কার 'দারুন নাদওয়া' (دار الندوة) ছিল এজন্য বিখ্যাত।[১১] তাদের মধ্যে মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। যুদ্ধ ও পেশীশক্তিই ছিল বিজয় লাভের মানদণ্ড। আরবের সামাজিক অবস্থাকে এক কথায় বলতে গেলে Might is Right তথা 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে পরিচালিত হ'ত। আজকের বিশ্ব ব্যবস্থা তার চাইতে মোটেও উন্নত নয়। পাঁচটি 'ভেটো' ক্ষমতাধারী রাষ্ট্রই বলতে গেলে বিশ্ব শাসন করছে।

অংশটি লাবীদের নয় বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন *(দীওয়ানে লাবীদ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৫০০; প্রথমাংশটি বুখারী হা/৩৮৪১; মুসলিম হা/২২৫৬; মিশকাত হা/৪৭৮৬)*।

১১. 'দারুন নাদওয়া' ছিল হারাম সংলগ্ন কুছাই বিন কেলাবের বাড়ী। বর্তমানে এটি মাসজিদুল হারামের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে।

(খ) অর্থনৈতিক অবস্থা (الاقتصاد) **:** ব্যবসা ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন। ত্বায়েফ, সিরিয়া, ইয়ামন প্রভৃতি উর্বর ও উন্নত এলাকা ছাড়াও সর্বত্র পশু-পালন জনগণের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল। উট ছিল বিশেষ করে দূরপাল্লার সফরের জন্য একমাত্র স্থল পরিবহন। গাধা, খচ্চর মূলতঃ স্থানীয় পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হ'ত। ঘোড়া ছিল যুদ্ধের বাহন। মক্কার ব্যবসায়ীরা শীতকালে ইয়ামনে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় দূরপাল্লার ব্যবসায়িক সফর করত। আর্থিক লেনদেনে সূদের প্রচলন ছিল। তারা চক্রবৃদ্ধি হারে পরস্পরকে সূদভিত্তিক ঋণ দিত। রাস্তা-ঘাটে প্রায়ই ব্যবসায়ী কাফেলা লুট হ'ত। সেজন্য সশস্ত্র যোদ্ধাদল নিয়ে তারা রওয়ানা হ'ত। তবে কা'বাগৃহের খাদেম হওয়ার সুবাদে মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলা বিশেষভাবে সম্মানিত ছিল এবং সর্বত্র নিরাপদ থাকত। বছরের আট মাস লুটতরাজের ভয় থাকলেও হারামের চার মাসে তারা নিশ্চিন্তে ব্যবসা করত। এই সময় ওকায, যুল-মাজায, যুল-মাজান্নাহ প্রভৃতি বড় বড় বাজারে বাণিজ্যমেলা ছাড়াও আরবের বিভিন্ন প্রান্তে আরও অনেকগুলি বড় বড় মেলা বসত। এইসব বাণিজ্য মেলায় প্রচুর বেচাকেনার মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা লাভবান হ'ত। তাদের মধ্যে বস্ত্র, চর্ম ও ধাতব শিল্পের প্রচলন ছিল। ইয়ামন, হীরা, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল এইসব শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। তবে গৃহের আঙিনায় বসে সূতা কাটার কাজে অধিকাংশ আরব মহিলা নিয়োজিত থাকতেন। কোন কোন এলাকায় কৃষিকাজ হ'ত। ছোলা, ভুট্টা, যব ও আঙ্গুরের চাষ হ'ত। মক্কা-মদীনায় গমের আবাদ ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে প্রথম সিরিয়া থেকে মদীনায় গম রফতানী হয়। খেজুর বাগান ব্যাপক হারে দেখা যেত। খেজুর ছিল তাদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা।

তাদের কোন গোত্রীয় অর্থনৈতিক ফাণ্ড ছিল না। সেকারণ সমাজের লোকদের দারিদ্র্য ও রোগ-ব্যধি দূরীকরণে ও স্বাস্থ্যসেবার কোন সমন্বিত কর্মসূচী ও কর্মপরিকল্পনা তাদের ছিল না। ফলে পারস্পরিক দান ও বদান্যতার উপরেই তাদের নির্ভর করতে হ'ত। নিখাদ পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালু ছিল। যার ফলে সমাজে একদল উচ্চবিত্ত থাকলেও অধিকাংশ লোক ছিল বিত্তহীন। সাধারণ অবস্থা ছিল এই যে, আরবদের সহায়-সম্পদ তাদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যয়িত না হয়ে সিংহভাগই ব্যয়িত হ'ত যুদ্ধ-বিগ্রহের পিছনে। ফলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। আরবীয় সমাজে উচ্চবিত্ত লোকদের মধ্যে মদ-জুয়া ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন ছিল। সেখানে বিত্তহীনরা দাস ও দাসীরূপে বিক্রয় হ'ত ও মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হ'ত।

কুরায়েশরা পরস্পরে ব্যবসায়ে জড়িত ছিল। হাশেম বিন 'আব্দে মানাফ গোত্রনেতাদের মধ্যে এই পারস্পরিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবকালীন সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। যাকে 'ঈলাফ' (إِيلاف) বলা হয়। যারা

শীতকালে ইয়ামনে ও গ্রীষ্মকালে শামে ব্যবসায়িক সফর করত। একথাটিই কুরআনে এসেছে সূরা কুরায়েশ-এ। তারা সমুদ্র পথে চীন ও হিন্দুস্থানেও ব্যবসা করত।

হাশেম বিন ‘আব্দে মানাফ তৎকালীন দুই বিশ্বশক্তি রোম ও পারস্য সম্রাটদের সাথে চুক্তিক্রমে তাদের দেশেও ব্যবসা পরিচালনা করেন। এভাবে মক্কার অর্থনীতির ভিত গড়ে ওঠে ব্যবসার উপরে। অস্ত্র শিল্প ও আসবাবপত্র শিল্প ব্যতীত তেমন কোন শিল্প তাদের মধ্যে ছিল না। অর্থনীতির অন্য একটি ভিত্তি ছিল পশু পালন। যা ছিল আপামর জনসাধারণের নাগালের মধ্যে। ব্যবসায়ী নেতারা সূদের ভিত্তিতে ঋণদান করত। ফলে সেখানে ধনী ও গরীবের মধ্যে পাহাড় প্রমাণ বৈষম্য সৃষ্টি হয়। মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণী বিলাস-ব্যসনের মধ্যে বসবাস করলেও মক্কায় অধিকাংশ অধিবাসী ছিল নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন। মক্কার নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ীগণ সারা আরবে সম্মানিত ছিলেন। কা‘বাগৃহের কারণে তাদের মর্যাদা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই সাথে মক্কা ছিল সর্বদা বহিঃশক্তির হামলা থেকে সুরক্ষিত।

(গ) নারীদের অবস্থা (حالة النساء) **:** তৎকালীন আরবে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন বসবাস করত। সেখানকার অভিজাত শ্রেণীর লোকদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে খুবই উন্নত ছিল। পরিবারে পুরুষ ও মহিলাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল মর্যাদা ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অভিজাত পরিবারের মহিলাদের মান-সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হ’ত। তাদের মর্যাদা হানিকর কোন অবস্থার উদ্ভব ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তরবারি কোষমুক্ত হয়ে যেত। মহিলাদের মর্যাদা এতই উঁচুতে ছিল যে, বিবদমান গোত্রগুলিকে একত্রিত করে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনেও তারা সক্ষম হ’ত। পক্ষান্তরে তাদের উত্তেজিত বক্তব্যে ও কাব্য-গাথায় যেকোন সময় দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারত। ওহোদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তার সাথী মহিলাদের নিয়ে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে একাজটিই করেছিলেন। তাদের মধ্যে বিবাহ পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের। উভয় পক্ষের অভিভাবকগণের সম্মতি ও কনের স্বীকৃতি লাভের পর বর কনেকে নির্ধারিত মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করতে পারত। বিয়েতে ও সন্তানের আক্বীক্বাতে সমাজনেতাদের দাওয়াত দিয়ে ধুমধামের সাথে অনুষ্ঠান করা তাদের সামাজিক রেওয়াজ ছিল।

সাধারণ ও দরিদ্র শ্রেণীর আরবদের মধ্যে চার ধরনের বিবাহ চালু ছিল। এক ধরনের ছিল অভিজাত শ্রেণীর মত পারস্পরিক সম্মতি ও মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ পদ্ধতি। কিন্তু বাকী তিনটি পদ্ধতিকে বিবাহ না বলে স্পষ্ট ব্যভিচার বলা উচিত। যা ভারতীয় হিন্দু সমাজে রাক্ষস বিবাহ, গান্ধর্ব্য বিবাহ ইত্যাদি নামে আধুনিক যুগেও চালু আছে বলে জানা যায়। আরবীয় সমাজে স্বাধীনা ও দাসী দু’ধরনের নারী ছিল। স্বাধীনাগণ ছিলেন সম্মানিত। কিন্তু দাসীরা বাজার-ঘাটে বিক্রয় হ’ত। মনিবের দাসীবৃত্তিই ছিল তাদের প্রধান কাজ।

Contents

(ঘ) নৈতিক অবস্থা (الأخلاق) : উদার মরুচারী আরবদের মধ্যে নৈতিকতার ক্ষেত্রে দু'টি ধারা একত্রে পরিলক্ষিত হ'ত। একদিকে যেমন তাদের মধ্যে মদ্যপান, ব্যভিচার, মারামারি ও হানাহানি লেগে থাকত। অন্যদিকে তেমনি দয়া, উদারতা, সততা, পৌরুষ, সৎসাহস, ব্যক্তিত্ববোধ, সরলতা ও অনাড়ম্বরতা, দানশীলতা, আমানতদারী, মেহমানদারী, প্রতিজ্ঞা পরায়ণতা ইত্যাদি সদগুণাবলীর সমাবেশ দেখা যেত। তাদের মধ্যে দুঃসাহসিকতা ও বেপরোয়া ভাবটা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশী। তাদের মধ্যে যেমন অসংখ্য দোষ-ত্রুটি ছিল, তেমনি ছিল অনন্যসাধারণ গুণাবলী, যা অন্যত্র কদাচিৎ পাওয়া যেত। তাদের সৎসাহস, আমানতদারী, সত্যবাদিতা, কাব্য প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি, অতিথিপরায়ণতা ছিল কিংবদন্তীর মত। তাদের কাব্যপ্রিয়তা এবং উন্নত কাব্যালংকারের কাছে আধুনিক যুগের আরবী কবি-সাহিত্যিকরা বলতে গেলে কিছুই নয়। তাদের স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, একবার শুনলেই হুবহু মুখস্থ বলে দিত। বড় বড় ক্বাছীদা বা দীর্ঘ কবিতাগুলি তাদের মুখে মুখেই চালু ছিল। লেখাকে এজন্য তারা নিজেদের জন্য হীনকর মনে করত। দুর্বল স্মৃতির কারণে আজকের বিশ্ব লেখাকেই অধিক গুরুত্ব দেয়। অথচ লেখায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তৎকালীন আরবদের স্মৃতিতে ভুল কদাচিৎ হ'ত। সম্ভবতঃ এই সব সদগুণাবলীর কারণেই বিশ্বনবীকে আল্লাহ মক্কাতে প্রেরণ করেন। যাদের প্রখর স্মৃতিতে কুরআন ও হাদীছ অবিকৃত অবস্থায় নিরাপদ থাকে এবং পরবর্তীতে তা লিখিত আকারে সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়। যদিও কুরআন ও হাদীছ লিখিতভাবেও তখন সংকলিত হয়েছিল।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল আরব ভূখণ্ডের মরুচারী মানুষেরা বিভিন্ন দুর্বলতার অধিকারী হ'লেও তাদের মধ্যে উন্নত মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঈর্ষণীয়ভাবে পরিদৃষ্ট হ'ত। আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার অবতরণস্থল হওয়ার কারণে এই ভূখণ্ড থেকেই মানব সভ্যতা ক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডে বিস্তার লাভ করেছে। এই ভূখণ্ডে আরাফাত-এর না'মান উপত্যকায় সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ পাক সমস্ত মানবকুলের নিকট হ'তে তাঁর প্রভুত্বের স্বীকৃতি ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।[১২] যা 'আহ্দে আলাস্তু' নামে খ্যাত। একই সাথে তিনি সকল নবীর কাছ থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে ঈমান আনা ও তাঁকে সর্বতোভাবে সহযোগিতার অঙ্গীকার নেন *(আলে ইমরান ৩/৮১)*।

এই ভূখণ্ডেই হাযার হাযার নবী ও রাসূলের আগমন ঘটেছে। এই ভূখণ্ডেই আল্লাহ্র ঘর কা'বাগৃহ এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস অবস্থিত। এই ভূখণ্ড বাণিজ্যিক কারণে সারা বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। জান্নাতের ভাষা আরবী এই ভূখণ্ডের কথিত ও প্রচলিত ভাষা ছিল। সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং সততা ও আমানতদারীর

---

১২. আ'রাফ ৭/১৭২-১৭৩; আহমাদ হা/২৪৫৫; মিশকাত হা/১২১ 'ঈমান' অধ্যায় 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।

www.ahlehadeethbd.org

অনুপম গুণাবলীর প্রেক্ষাপটে আরবভূমির কেন্দ্রবিন্দু মক্কাভূমির অভিজাত বংশ কা'বাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর* নিকটেই আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠতম নে'মত কুরআন ও সুন্নাহ্র পবিত্র আমানত সমর্পণ করেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ ওয়াল মিন্নাহ*।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -১ (العبر–١) :

(১) বিশ্বনবী ও শেষনবী হবার কারণেই বিশ্বকেন্দ্র মক্কাতে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করা হয়।

(২) সারা বিশ্বে তাওহীদের দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তৎকালীন বিশ্বের সেরা বাণিজ্য কেন্দ্র ও যোগাযোগ কেন্দ্র আরব ভূখণ্ডে শেষনবী প্রেরিত হন।

(৩) জান্নাতের ভাষা আরবী। আর সেই ভাষাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে। তাই আল্লাহ্র ঘরের তত্ত্বাবধায়ক শুদ্ধভাষী আরব তথা কুরায়েশ বংশে শেষনবীর আগমন ঘটে। যাতে তিনি জান্নাতী ভাষায় মানবজাতিকে তার মূল আবাস জান্নাতের পথে আহ্বান জানাতে পারেন।

(৪) আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র সে যুগে ছিল না। তাই প্রখর স্মৃতিধর আরবদের নিকটেই কুরআন ও সুন্নাহ্র অমূল্য নে'মত সংরক্ষণের আমানত সোপর্দ করা হয়।

(৫) আরবরা ছিল আজন্ম স্বাধীন ও বীরের জাতি। সেকারণ বলা চলে যে, তৎকালীন রোমক ও পারসিক পরাশক্তির মুকাবিলায় ইসলামী খেলাফতের সফল বাস্তবায়নের জন্য শেষনবীর আগমনস্থল ও কর্মস্থল হিসাবে আরব ভূখণ্ডকে বেছে নেওয়া হয়।

মক্কা ও ইসমাঈল বংশ (مكة وذرية اسماعيل)

মক্কায় প্রথম অধিবাসী ছিলেন মা হাজেরা ও তাঁর সন্তান ইসমাঈল। পরে সেখানে আসেন ইয়ামন থেকে ব্যবসায়ী কাফেলা বনু জুরহুম। তারা হাজেরার অনুমতিক্রমে যমযম কূপের পাশে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে ইসমাঈল তাদের বংশে বিয়ে করেন। অতঃপর ইবরাহীম ও ইসমাঈলের হাতে কা'বাগৃহ নির্মিত হয়। অতঃপর ইসমাঈলের বংশধরগণই মক্কাভূমি ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ আবাদ করেন। তাদের মাধ্যমেই সর্বত্র তাওহীদের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে।

ইসমাঈল (আঃ) আজীবন স্বীয় বংশের নবী ও শাসক ছিলেন। তাঁর পরে তাঁর পুত্র ও বংশধরগণই মক্কা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা শাসন করেন এবং কা'বাগৃহের তত্ত্বাবধানের পবিত্র দায়িত্ব পালন করেন।

ইসমাঈল-পুত্র নাবেত (نَابِت)-এর বংশধরগণ উত্তর হেজায শাসন করেন। তাদের বংশধর ছিলেন ইয়াছরিবের আউস ও খাযরাজ গোত্র। ইসমাঈলের অন্য পুত্র ক্বায়দার (قيدار)-এর বংশধরগণ মক্কায় বসবাস করেন এবং পরবর্তীতে তাদেরই অন্যতম বিখ্যাত নেতা ছিলেন 'আদনান (عَدنان)। যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ২১তম ঊর্ধ্বতন পুরুষ।[১৩]

মক্কার অবস্থান (موضع مكة) :

মক্কাকে পৃথিবীর নাভিস্থল (وَسَطُ الْأَرْضِ) বলা হয়। কুরআনে একে 'উম্মুল ক্বোরা' (أُمُّ الْقُرَى) বা 'আদি জনপদ' বলা হয়েছে *(আন'আম ৬/৯২; শূরা ৪২/৭)*। مَكَّةُ অর্থ ধ্বংসকারী। مَكَّ يَمُكُّ مَكًّا অর্থ ধ্বংস করা। মক্কাকে মক্কা বলার কারণ দু'টি। এক- জাহেলী যুগে এখানে কোন যুলুম ও অনাচার টিকতে পারতনা। যেই-ই কোন যুলুম করত, সেই-ই ধ্বংস হয়ে যেত। এজন্য এর অন্য একটি নাম ছিল 'না-সসাহ' (النَّاسَّةُ) অর্থ বিতাড়নকারী, বিশুদ্ধকারী। কোন রাজা-বাদশা যখনই একে ধ্বংস করতে গিয়েছে, সেই-ই ধ্বংস হয়েছে। এর অন্য একটি নাম হ'ল বাক্কা (بَكَّةُ)। যার দু'টি অর্থ রয়েছে। এক- بَكَّ يَبُكُّ بَكًّا اى كَسَرَ ভেঙ্গে দেওয়া। সেকারণেই বলা হয়, لِأَنَّهَا تَبُكُّ أَعْنَاقَ

১৩. ইবনু হিশাম ১/১-২; ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (১৩৬২-১৪২৭ হিঃ/১৯৪২-২০০৬ খৃঃ), আর-রাহীকুল মাখতূম (কুয়েত : ২য় সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৬ খৃঃ) পৃঃ ৪৮।

الْجَبَابِرَةِ إِذَا أَحْدَثُوا فِيْهَا شَيْئًا ‘এটি প্রতাপশালী অহংকারীদের ঘাড় মটকিয়ে দেয়, যখন তারা এখানে কিছু অঘটন ঘটাতে চায়’। দুই- এর অর্থ اِزْدَحَمَ ভিড় করা ও কান্নাকাটি করা। কেননা মানুষ এখানে এসে জমা হয় এবং আল্লাহ্র নিকট কান্নাকাটি করে’ *(ইবনু হিশাম ১/১১৪)*।

জাহেলী যুগে হামলাকারী কাফের নেতা ইয়ামনের খ্রিষ্টান গভর্ণর আবরাহাকে আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করেছেন। কিন্তু ইসলামী যুগে মুসলিম যালেমদের আল্লাহ সাথে সাথে ধ্বংস করেননি তাদের ঈমানের কারণে। তাদের কঠিন শাস্তি পরকালে হবে, যদি নাকি তারা তওবা না করে মৃত্যুবরণ করে। আজও যদি কোন কাফের শক্তি কা‘বা ধ্বংস করতে চায়, সে আল্লাহ্র গযবে সাথে সাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। যেমন আল্লাহ বলেন, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ‘তারা কি দেখেনা যে, আমরা হারামকে নিরাপদ করেছি। অথচ তাদের চতুষ্পার্শ্বে যারা আছে তারা উৎখাত হয়’ *(আনকাবূত ২৯/৬৭)*। তিনি আরও বলেন, وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ‘যে ব্যক্তি এখানে (হারামে) সীমালংঘনের মাধ্যমে পাপকার্যের সংকল্প করে, আমরা তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো’ *(হজ্জ ২২/২৫)*।[১৪]

চারপাশে পাহাড় ঘেরা উপত্যকায় অবস্থিত মক্কা নগরী। পূর্ব দিকে আবু কুবাইস (أَبو قُبَيس) পাহাড় এবং পশ্চিম দিকে কু‘আইক্বা‘আন (قُعَيْقِعَان) পাহাড় নতুন চাঁদের মত মক্কাকে বেষ্টন করে রেখেছে। এর নিম্নভূমিতে কা‘বাগৃহ অবস্থিত। যার চারপাশে কুরায়েশদের জনবসতি। নবচন্দ্রের দুই কিনারায় গরীব বেদুঈনদের আবাসভূমি। যারা যুদ্ধ-বিগ্রহে পটু ছিল।

কুরায়েশ বংশ কিনানাহ্র দিকে সম্পর্কিত। যারা মক্কার অনতিদূরে বসবাস করত। এভাবে এখানকার অধিবাসীরা পরস্পরে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় মক্কা একটি সুরক্ষিত দুর্গের শহরে পরিণত হয়। সেকারণ মক্কায় আগত কাফেলা সমূহ সর্বদা নিরাপদ থাকত।

মক্কার সামাজিক অবস্থা (مجتمع مكة) :

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে কুছাই বিন কিলাব কুরায়েশ গোত্রনেতাদের জমা করে সমাজ ব্যবস্থাপনার একটা ভিত্তি দান করেন। অতঃপর হারামের আশ-পাশের গাছ-গাছালি কেটে সেখানে পাথর দিয়ে বাড়ী-ঘর তৈরীর সূচনা করেন। যা মক্কাকে একটি

১৪. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : লেখক প্রণীত তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, সূরা ফীল, শিরোনাম : ‘সংশয় নিরসন’ পৃঃ ৪৮৯-৯০।

নগরীর রূপ দান করে। ইতিপূর্বে এখানকার বৃক্ষ সমূহকে অতি পবিত্র মনে করা হ'ত এবং তা কখনোই কাটা হ'ত না। কুছাই ছিলেন প্রথম নেতা, যিনি এখানকার বৃক্ষ কর্তন শুরু করেন। অতঃপর তিনি তার সন্তানদের নগরীর ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করেন। যেমন হিজাবাহ (الْحِجَابَةُ) অর্থ কা'বা গৃহের তত্ত্বাবধান। সিক্বায়াহ (السِّقَايَةُ) অর্থ হাজীদের জন্য পানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন। রিফাদাহ (الرِّفَادَةُ) অর্থ হাজীদের আপ্যায়ন ও মেহমানদারী। এজন্য সকল গোত্রের নিকট থেকে নির্দিষ্টহারে চাঁদা নেওয়া হ'ত। যা দিয়ে অভাবগ্রস্ত হাজীদের আপ্যায়ন করা হ'ত। লেওয়া (اللِّوَاءُ) অর্থ যুদ্ধের পতাকা বহন করা। নাদওয়া (النَّدْوَةُ) অর্থ পরামর্শ সভা। যেখানে বসে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সমাজের সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করা হ'ত এবং সামাজিক ঐক্য বজায় রাখা হ'ত। কুছাই নিজেই এর দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনি এর দরজাটি কা'বামুখী করেন। বস্তুতঃপক্ষে দারুন নাদওয়া ছিল মক্কা নগররাষ্ট্রের পার্লামেন্ট স্বরূপ। কুছাই বিন কিলাব ছিলেন যার প্রেসিডেন্ট এবং প্রত্যেক গোত্রনেতা ছিলেন যার মন্ত্রীসভার সদস্য। বহিরাগত যেসব ব্যবসায়ী মক্কায় ব্যবসার জন্য আসতেন, কুছাই তাদের কাছ থেকে দশ শতাংশ হারে চাঁদা নির্ধারণ করেন। যা মক্কা নগরীর সমৃদ্ধির অন্যতম উৎসে পরিণত হয়। এভাবে কুছাই মক্কা নগরীকে একটি সুসংবদ্ধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত করেন। পরবর্তীতেও যা অব্যাহত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবকালে মক্কার নেতা ছিলেন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব বিন হাশেম এবং তাঁর মৃত্যুর পরে ছিলেন চাচা আবু ত্বালেব।

যমযম কূয়া ও মক্কার নেতৃত্ব (بئر زمزم وقيادة مكة) :

মক্কার প্রধান আকর্ষণ হ'ল যমযম কূয়া ও কা'বাগৃহ। দু'টিই আল্লাহ্র অপূর্ব কুদরতের জ্বলন্ত নিদর্শন। যমযম ও কা'বাগৃহের সেবা ও তত্ত্বাবধান কার্যের মধ্যে যেমন তাদের উচ্চ মর্যাদা নিহিত ছিল, তেমনি উক্ত মর্যাদা লাভের প্রতিযোগিতাই ছিল তাদের মধ্যকার পারস্পরিক রেষারেষি ও হানাহানির অন্যতম প্রধান কারণ।

তৃষিত হাজেরা ও তার দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাঈলের স্বার্থে আল্লাহ্র হুকুমে সেখানে যমযম কূয়ার সৃষ্টি হয় *(বুখারী হা/৩৩৬৪)*। পরবর্তীতে এই পানিকে কেন্দ্র করেই ইয়ামন থেকে আগত ব্যবসায়ী কাফেলা বনু জুরহুমের মাধ্যমে মক্কায় জনবসতি গড়ে উঠে। এরপর ইবরাহীম ও ইসমাঈলের মাধ্যমে আল্লাহ্র হুকুমে সেখানে কা'বাগৃহ নির্মিত হয় *(বাক্বারাহ ২/১২৫)*। ইসমাঈল তাদের মধ্যে বিবাহ করেন। অতঃপর তাঁর সন্তানেরা বংশ পরম্পরায় যমযম ও কা'বার মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে আসীন ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে বনু জুরহুম সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং কিছু হারামকে হালাল করে। তারা বহিরাগতদের উপর যুলুম করে। এমনকি কা'বার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপঢৌকনাদি ভক্ষণ করে। ফলে

আল্লাহ তাদের হাত থেকে দায়িত্ব ছিনিয়ে নেন এবং বনু বকর বিন ‘আব্দে মানাত (عبد مناة) বিন কিনানাহ ও গুবশান বিন খোযা‘আহ্র মাধ্যমে তাদেরকে হটিয়ে দেন। বনু জুরহুম মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে ইয়ামনে ফিরে যাওয়ার সময় যমযম কূয়া বন্ধ করে দিয়ে যায়। পরবর্তীতে বনু বকরকে হটিয়ে বনু খোয়া‘আহ মক্কার একক ক্ষমতায় আসে এবং তারা কয়েক যুগ ধরে উক্ত মর্যাদায় আসীন থাকে। এ সময় কুরায়েশ বংশ বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত ছিল। পরে তারা কুছাই বিন কিলাবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং মক্কার ক্ষমতায় আসে। কুছাই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরদাদা হাশেমের দাদা। কুছাই খোযা‘আহ গোত্রের শেষ নেতা হুলাইল বিন হুবশিইয়াহ (حُلَيْلُ بْنُ حُبْشِيَّةَ)-এর কন্যা হুব্বা (حُبَّى)-কে বিবাহ করেন বিধায় তারা পরবর্তীতে সর্বদা বনু হাশেমের মিত্র ছিল এবং তারা রাসূল (ছাঃ)-কে তাদের ‘ভাগিনার সন্তান’ বলত। তাছাড়া বনু খোযা‘আহ ধারণা করত যে, তাদের নেতা হুলাইল তার জামাতা কুছাইকে পরবর্তী নেতা হিসাবে অছিয়ত করে গেছেন *(ইবনু হিশাম ১/১১৩-১৮)*। এভাবে মক্কার নেতৃত্বে ছিলেন প্রথমে বনু জুরহুম। অতঃপর বনু খুযা‘আহ। অতঃপর বনু কুরায়েশ। রাসূল (ছাঃ)-এর আবির্ভাবকালে কুরায়েশ বংশ মক্কার নেতৃত্বে ছিল। অনুমান করা হয়ে থাকে যে, বনু জুরহুম ২১০০ বছর, বনু খুযা‘আহ ৩০০ বছর মক্কা শাসন করেন। তাদের পর থেকে কুরায়েশ বংশ মক্কা শাসন করে *(আর-রাহীক্ব ২৮-২৯)*।

পক্ষান্তরে বনু খোযা‘আহ্র হাতে ইতিপূর্বে বিতাড়িত বনু বকর সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধী জোটের মিত্র ছিল। সেকারণ পরবর্তীতে বনু খোযা‘আহ্র উপর বনু বকরের হামলা ও হত্যাকাণ্ডের ফলেই হোদায়বিয়ার সন্ধি ভেঙ্গে যায় এবং মক্কা বিজয় ত্বরান্বিত হয়। কুরায়েশ বংশ ছিল বনু ইসমাঈলের শ্রেষ্ঠ শাখা এবং কুরায়েশ বংশের শ্রেষ্ঠ শাখা ছিল বনু হাশেম গোত্র।

আব্দুল মুত্ত্বালিবের স্বপ্ন (رؤيا عبد المطلب) :

কুছাইয়ের পর পর্যায়ক্রমে যখন রাসূল (ছাঃ)-এর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব মক্কার নেতা হন। তিনি পরপর চার রাত্রি স্বপ্নে দেখেন যে, এক ব্যক্তি এসে তাঁকে কূয়া খনন করতে বলছে। চতুর্থ রাত্রিতে তাঁকে কূয়ার নাম ‘যমযম’ ও তার স্থান নির্দেশ করে দেওয়া হয়। তখন আব্দুল মুত্ত্বালিব তাঁর একমাত্র পুত্র হারেছকে সাথে নিয়ে স্থানটি খনন করেন। এ সময় তার অন্যকোন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেনি। কুরায়েশদের সকল গোত্র এই মহান কাজে তাঁর সাথে শরীক হ’তে চায়। তারা বলে যে, এটি পিতা ইসমাঈল-এর কূয়া। অতএব এতে আমাদের সবার অধিকার আছে। আব্দুল মুত্ত্বালিব বললেন, স্বপ্নে এটি কেবল আমাকেই খাছভাবে করতে বলা হয়েছে। অতএব আমি তোমাদের দাবী মেনে নিতে পারি না’। তখন ঝগড়া মিটানোর জন্য তারা এক গণৎকার মহিলার কাছে বিচার

দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু হেজায ও শামের মধ্যবর্তী উক্ত দূরবর্তী স্থানে পৌঁছার আগেই যখন গোত্রনেতারা পানির সংকটে পড়ে যায় এবং তৃষ্ণায় মৃত্যুর আশংকায় পতিত হয়ে নিজেরা নিজেদের কবর খুঁড়তে শুরু করে, তখন আল্লাহ্র রহমতে আব্দুল মুত্ত্বালিবের উটের পায়ের তলার মাটি দিয়ে মিষ্ট পানি উথলে ওঠে। যা কওমের সকলে পান করে বেঁচে যায়। এতে তারা কূয়ার উপরে আব্দুল মুত্ত্বালিবের মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায় এবং তারা সকলে মিলে তার নিকটেই এটি সোপর্দ করে। ঘটনাটি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল যা হযরত আলী (রাঃ) হ'তে 'হাসান' সনদে ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেছেন।[১৫]

এভাবে পানির মালিকানার সাথে সাথে বনু হাশিমের উচ্চ মর্যাদা ও নেতৃত্ব সকলের অন্তরে দৃঢ় আসন লাভ করে। তারা সবাই আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন এবং গণৎকার মহিলার কাছে না গিয়েই ফিরে আসেন। যমযম কূপের মালিকানা নিয়ে আর কখনোই ঝগড়া করবেন না বলে তারা প্রতিজ্ঞা করেন। এরপর থেকে হাজীদের পানি পান করানো (সিক্বায়াহ) ও তাদের খাওয়ানো সহ আপ্যায়ন (রিফাদাহ) করার মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব স্থায়ীভাবে বনু হাশেম-এর উপর ন্যস্ত হয়। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে কুরায়েশগণ কা'বা থেকে দূরে বিভিন্ন কূপ খনন করে পানির চাহিদা মিটাতেন *(ইবনু হিশাম ১/১৪২-৪৭)*।

বনু জুরহুম মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় যমযম কূয়ায় দু'টি সোনার হরিণ, বর্ম, তরবারি ইত্যাদি ফেলে যায়। অতঃপর উক্ত তরবারি উঠিয়ে আব্দুল মুত্ত্বালিব কা'বাগৃহের দরজা ঢালাই করেন এবং হরিণ দু'টিকে দরজার সামনে রেখে দেন বলে যে সব কথা চালু আছে, তা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়।[১৬]

আব্দুল মুত্ত্বালিবের মানত (نذر عبد المطلب) :

আল্লাহ্র হুকুমে যমযম কূয়া খনন ও তার তত্ত্বাবধায়কের উচ্চ মর্যাদা লাভের পর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আব্দুল মুত্ত্বালিব আল্লাহ্র নামে মানত করেন যে, যদি আল্লাহ তাঁকে দশটি পুত্রসন্তান দান করেন এবং তারা সবাই বড় হয়ে নিজেদের রক্ষা করার মত বয়স পায়, তাহ'লে তিনি তাদের একজনকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যবহ করবেন। অতঃপর লটারীতে বারবার আব্দুল্লাহ্র নাম উঠতে থাকে। অথচ সেই-ই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! সে অথবা একশ' উট। এরপর লটারীতে পরপর তিনবার একশ' উট উঠে আসে। তখন তিনি তা দিয়ে মানত পূর্ণ

১৫. ইবনু হিশাম ১/১৪২-৪৫, সনদ জাইয়িদ খবর ছহীহ, তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৪০।
১৬. ইবনু হিশাম ১/১৪৭; বর্ণনাটি যঈফ, তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৪৪; সীরাহ ছহীহাহ ১/৯২; আর-রাহীক্ব ২৮ পৃঃ।

করেন।[১৭] হাকীম বিন হেযাম (রাঃ) বর্ণিত যঈফ হাদীছে এসেছে যে, এটি ছিল রাসূল (ছাঃ) জন্মের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা' *(হাকেম হা/৬০৪৩, ৩/৫৪৯ পৃঃ)*।

উক্ত ঘটনাটি প্রমাণিত নয়। তবুও যদি সত্য হয়, তাহ'লে এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ আব্দুল মুত্ত্বালিবের মানত পরিবর্তনের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ্র ঔরসে তাঁর শেষনবীর জন্মকে নিরাপদ করেছেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কৌশল বুঝা বান্দার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, أَنَا اِبْنُ الذَّبِيْحَيْنِ 'আমি দুই যবীহ-এর সন্তান' অর্থাৎ যবীহ ইসমাঈল ও যবীহ আব্দুল্লাহ্র সন্তান' বলে যে হাদীছ প্রচলিত আছে, তার কোন ভিত্তি নেই (لاَ أَصْلَ لَهُ)।[১৮]

মক্কার ধর্মীয় অবস্থা (الحالة الدينية فى مكة) :

কা'বাগৃহের কারণে মক্কা ছিল সমগ্র আরব ভূখণ্ডের ধর্মীয় কেন্দ্রবিন্দু এবং সম্মান ও মর্যাদায় শীর্ষস্থানীয়। সেকারণ খ্রিষ্টান রাজারা এর উপরে দখল কায়েম করার জন্য বারবার চেষ্টা করত। এক সময় ইয়ামনের খ্রিষ্টান নরপতি আবরাহা নিজ রাজধানী ছান'আতে স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে কা'বাগৃহের আদলে একটি সুন্দর গৃহ নির্মাণ করেন এবং সবাইকে সেখানে হজ্জ করার নির্দেশ জারী করেন। কিন্তু জনগণ তাতে সাড়া দেয়নি। বরং কে একজন গিয়ে তার ঐ নকল কা'বাগৃহে (?) পায়খানা করে আসে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি প্রায় ৬০ হাযার সৈন্য ও হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান করেন কা'বাগৃহকে ধ্বংস করার জন্য। অবশেষে আল্লাহ্র গযবে তিনি নিজে তার সৈন্য-সামন্ত সহ ধ্বংস হয়ে যান। এতে মক্কার সম্মান ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায় এবং এ ঘটনা বণিকদের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্মের মাত্র ৫০ বা ৫৫ দিন পূর্বে এই অলৌকিক ঘটনা ঘটে। বস্ত্ততঃ এটা ছিল শেষনবীর আগমনের আগাম শুভ সংকেত (اَلْإِرْهَاصُ) মাত্র। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত ঘটনার পরে মক্কাবাসীগণ দশ বছর যাবৎ পূর্ণ তাওহীদবাদী ছিল এবং মূর্তিপূজার শিরক পরিত্যাগ করেছিল'।[১৯]

সমগ্র আরব উপদ্বীপে মক্কা ছিল বৃহত্তম নগরী এবং মক্কার অধিবাসী ও ব্যবসায়ীদের মর্যাদা ছিল সবার উপরে। হারাম শরীফের উচ্চ মর্যাদার কারণে তাদের মর্যাদা আপামর জনগণের মধ্যে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, চোর-ডাকাতেরাও তাদেরকে সমীহ করত।

---

১৭. ইবনু হিশাম ১/১৫১-৫৫; বর্ণনাটি যঈফ, তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৪৮। ড. আকরাম যিয়া ঘটনাটিকে ইবনু আব্বাস থেকে 'ছহীহ' বলেছেন *(সীরাহ ছহীহাহ ১/৯২-৯৩)*। কিন্তু সেটি প্রমাণিত হয়নি। কেননা 'আব্দুল মুত্ত্বালিবের মানত' শিরোনামে ইবনু ইসহাক বলেন, فِيمَا يَزْعُمُونَ وَاللهُ أَعْلَمُ 'যেমন তারা ধারণা করেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত' *(ইবনু হিশাম ১/১৫১)*। এতেই বুঝা যায়, ঘটনাটি ভিত্তিহীন।
১৮. হাকেম হা/৪০৪৮, ২/৫৫৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩১।
১৯. হাকেম হা/৩৯৭৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৪৪।

এটাই যেখানে বাস্তবতা, সেখানে এই যুগটিকে ‘জাহেলী যুগ’ (اَلْأَيَّامُ الْجَاهِلِيَّةُ) কেন বলা হয়? এর কারণ সম্ভবতঃ এটাই ছিল যে, তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসারী এবং তাওহীদপন্থী হওয়া সত্ত্বেও শিরকে লিপ্ত হয়েছিল। তারা আল্লাহ্র বিধান সমূহকে অগ্রাহ্য করেছিল এবং খোদ আল্লাহ্র ঘরেই মূর্তিপূজার মত নিকৃষ্টতম শিরকের প্রবর্তন করেছিল। তারা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে চিনতে পেরেও তাঁকে অস্বীকার করেছিল। নিঃসন্দেহে এটা ছিল তাদের সবচেয়ে বড় জাহেলিয়াত ও সবচেয়ে বড় মূর্খতা। আর একারণেই ‘জ্ঞানের পিতা’ আবুল হাকাম-কে ‘মূর্খতার পিতা’ আবু জাহল লকব দেওয়া হ’ল।[২০] বস্তুতঃ ইসলামের বিরোধী যা কিছু, সবই জাহেলিয়াত। আল্লাহ বলেন, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ– ‘তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিচার-ফায়ছালা কামনা করে? অথচ দৃঢ় বিশ্বাসীদের নিকট আল্লাহ্র চাইতে উত্তম ফায়ছালাকারী আর কে আছে?’ *(মায়েদাহ ৫/৫০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ ‘যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত’।[২১] উল্লেখ্য যে, জাহেলী আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ইসলাম আগমনের পূর্বে দেড়শ’ বছরের বেশী নয় *(সীরাহ ছহীহাহ ১/৭৯)*। এক্ষণে আমরা মক্কায় জাহেলিয়াত প্রসারের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করব।-

শিরকের প্রচলন (إنشاء الشرك في مكة) :

মক্কার বাসিন্দারা মূলতঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর ছিল এবং তারা জন্মগতভাবেই তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসী ছিল। তারা কা‘বাগৃহকে যথার্থভাবেই আল্লাহ্র গৃহ বা বায়তুল্লাহ বলে বিশ্বাস করত এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করত। তারা এখানে নিয়মিতভাবে ত্বাওয়াফ, সাঈ তথা হজ্জ ও ওমরাহ করত এবং বহিরাগত হাজীদের নিরাপত্তা ও পানি সরবরাহের দায়িত্ব পালন করত। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ কোন নবী না আসায় শয়তানী প্ররোচনায় তাদের সমাজনেতা ও ধনিক শ্রেণীর অনেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং এক সময় তাদের মাধ্যমেই মূর্তিপূজার শিরকের প্রচলন হয়, যেভাবে ইতিপূর্বে নূহ (আঃ)-এর কওমের মধ্যে হয়েছিল।

(১) কুরায়েশ বংশের বনু খোযা‘আহ গোত্রের সরদার ‘আমর বিন লুহাই (عَمرو بن لُحَى بن عامر الْخُزاعى) অত্যন্ত ধার্মিক, দানশীল ও দরবেশ স্বভাবের লোক ছিলেন। লোকেরা তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত এবং তার প্রতি অন্ধভক্তি পোষণ করত। তাকে

২০. বুখারী, ফৎহসহ হা/৩৯৫০-এর আলোচনা, ‘মাগাযী’ অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ ৭/৩৩১ পৃঃ।
২১. আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪; সনদ ছহীহ।

আরবের শ্রেষ্ঠ আলেম ও অলি-আউলিয়াদের মধ্যে গণ্য করা হ'ত। অতএব শয়তান তাকেই বেছে নিল তার কার্যসিদ্ধির জন্য। একবার তিনি শামের 'বালক্বা' (اَلْبَلْقَاء) অঞ্চলের 'মাআব' (مَآب) নগরীতে গিয়ে দেখেন যে, সেখানকার লোকেরা জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে 'হুবাল' (هُبَل) মূর্তির পূজা করে। তিনি তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলে যে, আমরা এই মূর্তির অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করলে বৃষ্টি হয় এবং সাহায্য প্রার্থনা করলে সাহায্য পাই'। এরা ছিল আমালেক্বা গোত্রের লোক এবং ইমলীক্ব বিন লাবেয বিন সাম বিন নূহ-এর বংশধর।[২২] আমর ভাবলেন অসংখ্য নবী-রাসূলের জন্মভূমি ও কর্মভূমি এই শামের ধার্মিক লোকেরা যখন 'হোবল' মূর্তির অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করে, তখন আমরাও এটা করলে উপকৃত হব। ফলে বহু মূল্যের বিনিময়ে আমর একটা হোবল মূর্তি খরীদ করে নিয়ে গেলেন এবং মক্কার নেতাদের রাযী করিয়ে কা'বাগৃহে স্থাপন করলেন। কথিত আছে যে, একটা জিন আমরের অনুগত ছিল। সেই-ই তাকে খবর দেয় যে, নূহ (আঃ)-এর সময়কার বিখ্যাত অদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'ঊক্ব, নাসর *(নূহ ৭১/২৩)* প্রতিমাগুলি জেদ্দার অমুক স্থানে মাটির নীচে প্রোথিত আছে। আমর সেখানে গিয়ে সেগুলো উঠিয়ে এনে তেহামায় রেখে দিলেন। অতঃপর হজ্জ-এর মওসুমে সেগুলিকে বিভিন্ন গোত্রের হাতে সমর্পণ করলেন। এভাবে আমর ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইসমাঈল (আঃ)-এর দ্বীনে পরিবর্তন আনেন এবং তাওহীদের বদলে শিরকের প্রবর্তন করেন *(আর-রাহীক্ব ৩৫ পৃঃ)*।

অতঃপর বনু ইসমাঈলের মধ্যে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রসার ঘটে। নূহ (আঃ)-এর কওমের রেখে যাওয়া অদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'ঊক্ব, নাস্‌র *(নূহ ৭১/২৩)* প্রভৃতি মূর্তিগুলি এখন ইবরাহীমের বংশধরগণের দ্বারা পূজিত হ'তে থাকে। যেমন- বনু হুযায়েল কর্তৃক সুওয়া' (سُوَاع), ইয়ামনের বনু জুরাশ কর্তৃক ইয়াগূছ (يَغُوث), বনু খায়ওয়ান কর্তৃক ইয়া'ঊক্ব (يَعُوق), যুল-কুলা' কর্তৃক নাস্‌র (نَسْر), কুরায়েশ ও বনু কেনানাহ

---

২২. ইবনু হিশাম ১/৭৭। ভাষ্যকার সুহায়লী বলেন, বলা হয়ে থাকে যে, আমরই প্রথম কা'বাগৃহে মূর্তি পূজার সূচনা করেন। এটি তখনকার ঘটনা, যখন বনু জুরহুমকে বিতাড়িত করে বনু খুযা'আহ মক্কার উপরে দখল কায়েম করে। আমর বিন লুহাই এ সময় আরবদের নিকট রব-এর মর্যাদা লাভ করেন। তিনি ধর্মীয় বিধান হিসাবে যেটাই করতেন, লোকেরা সেটাকেই গ্রহণ করত। তিনি হজ্জের মৌসুমে লোকদের খানা-পিনা করাতেন ও বস্ত্র প্রদান করতেন। কখনো কখনো এ মৌসুমে দশ হাযার উট যবেহ করতেন ও দশ হাযার জোড়া বস্ত্র দান করতেন। সেখানে একটি পাথর ছিল। ত্বায়েফের ছাক্বীফ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তার উপরে হাজীদের জন্য ছাতু মাখাতেন। সেকারণ উক্ত পাথরটির নাম হয় 'ছাতু মাখানোর পাথর' (صَخْرَةُ اللاَّت)। পরে ঐ লোকটি মারা গেলে আমর বিন লুহাই বলেন, লোকটি মরেনি। বরং পাথরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। অতঃপর তিনি লোকদের পাথরটিকে পূজা করতে বলেন। লোকেরা তার উপরে একটি ঘর তৈরী করে এর নাম দেয় 'লাত' *(ইবনু হিশাম ১/৭৭ টীকা-২)*। এভাবেই 'লাত' প্রতিমার পূজা চালু হয়। যা পরে ত্বায়েফে স্থানান্তরিত হয় এবং ছাক্বীফ গোত্র মুসলমান হওয়ার পরে যা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়' *(দ্রঃ 'ছাক্বীফ প্রতিনিধি দল')*।

কর্তৃক হুবাল (هُبَل) ও উযযা (العُزَّى), ত্বায়েফের বনু ছাক্বীফ কর্তৃক লাত (اللاَّت), মদীনার আউস ও খাযরাজ কর্তৃক মানাত (مَنَاة), বনু ত্বাঈ কর্তৃক ফিল্স (فِلْس), ইয়ামনের হিমইয়ার গোত্র কর্তৃক রিয়াম (رِيَام), দাউস ও খাছ‘আম গোত্র কর্তৃক যুল-কাফফায়েন (ذُو الْكَفَّيْن) ও যুল-খালাছাহ (ذُو الْخَلَصَة) প্রভৃতি মূর্তি সমূহ পূজিত হ’তে থাকে *(ইবনু হিশাম ১/৭৭-৮৭)*।

এভাবে ক্রমে আরবের ঘরে ঘরে মূর্তিপূজার প্রসার ঘটে। ফলে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা‘বাগৃহের ভিতরে ও চারপাশে ৩৬০টি মূর্তি দেখতে পান। তিনি সবগুলোকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেন ও কা‘বাগৃহ পানি দিয়ে ধুয়ে ছাফ করে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আমার সম্মুখে (স্বপ্নে) জাহান্নামকে পেশ করা হ’ল, ... অতঃপর আমাকে দেখানো হ’ল ‘আমর বিন ‘আমের আল-খুযাঈকে। জাহান্নামে সে তার নাড়ী-ভুঁড়ি টেনে বেড়াচ্ছে। এ ব্যক্তিই প্রথম তাদের উপাস্যদের নামে উট ছেড়ে দেওয়ার রেওয়াজ চালু করেছিল (যা লোকেরা রোগ আরোগ্যের পর কিংবা সফর থেকে আসার পর তাদের মূর্তির নামে ছেড়ে দিত)। ঐসব উট সর্বত্র চরে বেড়াত। কারু ফসল নষ্ট করলেও কিছু বলা যেত না বা তাদের মারা যেত না’।[২৩]

(২) তারা মূর্তির পাশে বসে তাকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করত ও তাদের অভাব মোচনের জন্য অনুনয়-বিনয় করে প্রার্থনা জানাতো। তারা ধারণা করত যে, এই মূর্তি তাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যশীল করবে *(যুমার ৩৯/৩)* এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে সুফারিশ করবে *(ইউনুস ১০/১৮)*।

(৩) তারা মূর্তির উদ্দেশ্যে হজ্জ করত, ত্বাওয়াফ করত, তার সামনে নত হ’ত ও সিজদা করত। ত্বাওয়াফের সময় তারা শিরকী তালবিয়াহ পাঠ করত।- لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ إِلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ ‘হে আল্লাহ! আমি হাযির। তোমার কোন শরীক নেই, কেবল ঐ শরীক যা তোমার জন্য রয়েছে। তুমি যার মালিক এবং সে যা কিছুর মালিক)। মুশরিকরা *‘লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা’* বলার পর রাসূল (ছাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে ক্বাদ ক্বাদ (থামো থামো) বলতেন।[২৪] এজন্যেই আল্লাহ বলেছেন, وَمَا يُؤْمِنُ

---

২৩. বুখারী হা/৩৫২১; মুসলিম হা/৯০৪, ২৮৫৬; মিরক্বাত শরহ মিশকাত হা/৫৩৪১; সীরাহ ছহীহাহ ১/৮৩। ইনিই ছিলেন ‘আমর বিন লুহাই বিন ‘আমের, যিনি সর্বপ্রথম কা‘বাগৃহে ‘হোবল’ মূর্তির পূজা শুরু করেন *(ইবনু হিশাম ১/৭৬)*।

২৪. মুসলিম হা/১১৮৫, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে; মিশকাত হা/২৫৫৪ ‘ইহরাম ও তালবিয়াহ’ অনুচ্ছেদ। পক্ষান্তরে ইসলামী তালবিয়াহ হ’ল, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ‘আমি হাযির হে আল্লাহ আমি হাযির। আমি হাযির। তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্য সবই তোমার; তোমার কোন শরীক নেই’ *(বুখারী*

أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ‘তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ সেই সাথে শিরক করে’ *(ইউসুফ ১২/১০৬)*। (৪) তারা মূর্তির জন্য নযর-নেয়ায নিয়ে আসত এবং মূর্তির নামে কুরবানী করত *(মায়েদাহ ৫/৩)*। (৫) তারা মূর্তিকে খুশী করার জন্য গবাদিপশু ও চারণক্ষেত্র মানত করত। যাদেরকে কেউ ব্যবহার করতে পারত না *(আন‘আম ৬/১৩৮-১৪০)*। (৬) তারা তাদের বিভিন্ন কাজের ভাল-মন্দ ফলাফল ও শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন প্রকারের তীর ব্যবহার করত *(মায়েদাহ ৫/৯০-৯১)*। যাতে হ্যাঁ, না, ভাল, মন্দ ইত্যাদি লেখা থাকত। হোবল দেবতার খাদেম সেগুলো একটি পাত্রের মধ্যে ফেলে তাতে ঝাঁকুনি দিয়ে তীরগুলি ঘুলিয়ে ফেলত। অতঃপর যে তীরটা বেরিয়ে আসত, সেটাকেই তারা ভাগ্য মনে করত এবং সে অনুযায়ী কাজ করত। (৭) এতদ্ব্যতীত তারা জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করত এবং বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রকে মঙ্গলামঙ্গলের কারণ মনে করত।[২৫] (৮) তারা পাখি উড়িয়ে দিয়ে বা রেখা টেনে কাজের শুভাশুভ ও ভাল-মন্দ নির্ধারণ করত এবং পাখি ডাইনে গেলে শুভ ও বামে গেলে অশুভ ধারণা করত।[২৬] তারা ফেরেশতাদেরকে ‘আল্লাহ্র কন্যা’ বলত এবং জিনদের সাথে আল্লাহ্র আত্মীয়তা সাব্যস্ত করত *(ছাফফাত ৩৭/১৫০-৫২, ১৫৮-৫৯)*। তারা নিজেদের জন্য পুত্রসন্তান ও আল্লাহ্র জন্য কন্যাসন্তান নির্ধারণ করত *(নাজম ৫৩/২১-২২)*।

বিদ‘আতের প্রচলন (إنشاء البدعة في مكة) :

মূর্তিপূজা সত্ত্বেও তারা ধারণা করত যে, তারা দ্বীনে ইবরাহীমের উপরে সঠিকভাবে কায়েম আছে। কেননা ‘আমর বিন লুহাই তাদের বুঝিয়েছিলেন যে, এগুলি ইবরাহীমী দ্বীনের বিকৃতি নয়, বরং ভাল কিছুর সংযোজন বা ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’ মাত্র। এজন্য তিনি বেশকিছু ধর্মীয় রীতি-নীতি চালু করেছিলেন। যেমন-

(১) তারা হজ্জের মওসুমে ‘মুযদালিফায়’ অবস্থান করত, যা ছিল হারাম এলাকার অভ্যন্তরে। হারামের বাইরে হওয়ার কারণে তারা আরাফাতের ময়দানে যেত না বা সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসা অর্থাৎ ত্বাওয়াফে এফাযাহ করত না। যা ছিল হজ্জের সবচেয়ে বড় রুকন। তারা মুযদালেফায় অবস্থান করত ও সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসত। সেজন্য আল্লাহ নির্দেশ দেন, ثُمَّ أَفِيْضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ‘অতঃপর তোমরা ঐ স্থান থেকে ফিরে এসো ত্বাওয়াফের জন্য, যেখান থেকে লোকেরা ফিরে আসে (অর্থাৎ আরাফাত থেকে) *(বাক্বারাহ ২/১৯৯)*।[২৭]

হা/৫৯১৫; মুসলিম হা/২৮৬৮)। *দ্রঃ ‘হজ্জ ও ওমরাহ’ বই ৫৪ পৃঃ*। বর্তমান যুগে বহু মুসলমান কবরে সিজদা করে ও কবরবাসীর নিকটে পানাহ চায়। অতঃপর মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করে। একই সঙ্গে কবরপূজা ও আল্লাহ্র ইবাদত। যা স্পষ্ট শিরক এবং যা জাহেলী আরবের মুশরিকদের অনুকরণ মাত্র।

২৫. বুখারী হা/৮৪৬; মুসলিম হা/৭৩; মিশকাত হা/৪৫৯৬-৯৭।

২৬. মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৪৫৯২।

২৭. বুখারী হা/১৬৬৫; মুসলিম হা/১২১৯-২০।

Contents

(২) তারা নিজেরা ধর্মীয় বিধান রচনা করেছিল যে, বহিরাগত হাজীগণ মক্কায় এসে প্রথম ত্বাওয়াফের সময় তাদের পরিবেশিত ধর্মীয় পোষাক (ثِيَابُ الْحُمْسِ) পরিধান করবে। সম্ভবতঃ এটা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থদুষ্ট বিদ‘আত ছিল। যদি কেউ (আর্থিক কারণে বা অন্য কারণে) তা সংগ্রহে ব্যর্থ হয়, তবে পুরুষেরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে এবং মেয়েরা সব কাপড় খুলে রেখে কেবল ছোট্ট একটা কাপড় পরে ত্বাওয়াফ করবে। এতে তাদের দেহ একপ্রকার নগ্নই থাকত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, পুরুষেরা দিনের বেলায় ও মেয়েরা রাতের বেলায় ত্বাওয়াফ করত। তাদের এ অন্যায় প্রথা বন্ধ করার জন্য আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন, يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ‘হে আদম সন্তান! প্রতি ছালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোষাক পরিধান কর’।[২৮]

তাদের কাছ থেকে ‘হুম্স’ পোষাক কিনতে বাধ্য করার জন্য তারা এ বিধানও করেছিল যে, যদি বহিরাগত কেউ উত্তম পোষাকে এসে ত্বাওয়াফ করে, তাহ’লে ত্বাওয়াফ শেষে তাদের ঐ পোষাক খুলে রেখে যেতে হবে। যার দ্বারা কেউ উপকৃত হ’ত না’ *(ইবনু হিশাম ১/২০২)*।

(৩) তাদের বানানো আরেকটা বিদ‘আতী রীতি ছিল এই যে, তারা এহরাম পরিহিত অবস্থায় স্ব স্ব বাড়ীর সম্মুখ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। কিন্তু বাকী আরবরা সকলে স্ব স্ব বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে। সম্মুখ দরজা দিয়ে নয়। এভাবে তারা তাদের ধার্মিকতার গৌরব সারা আরবের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ‘পিছনের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। বরং কল্যাণ রয়েছে তার জন্য যে আল্লাহকে ভয় করে। অতএব তোমরা গৃহে প্রবেশ কর সম্মুখ দরজা দিয়ে’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৯)*।[২৯]

উপরোক্ত আলোচনায় তৎকালীন আরবের ও বিশেষ করে মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত শিরক ও বিদ‘আত সমূহের একটা চিত্র পাওয়া গেল। যা তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর একত্ববাদী দ্বীনে হানীফের মধ্যে ধর্মের নামে চালু করেছিল। আর এটাই ছিল বড় জাহেলিয়াত এবং এজন্যেই এ যুগটিকে ‘জাহেলী যুগ’ বা اَلْأَيَّامُ الْجَاهِلِيَّةُ বলা হয়েছে।

---

২৮. আ‘রাফ ৭/৩১; ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত।
২৯. বুখারী হা/১৮০৩; কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর বাক্বারাহ ১৮৯ আয়াত।

আল্লাহ বলেন, اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হ'তে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা অবিশ্বাস করেছে, শয়তান তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। ওরা হ'ল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/২৫৭)*।

ইয়াছরিবে ইহূদী-নাছারাদের অবস্থা (حالة اليهود والنصارى فى يثرب) :

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইয়াছরিবের অধিবাসী আউস ও খাযরাজগণ ইসমাঈল-পুত্র নাবেত-এর বংশধর ছিলেন। কিন্তু তারা পরে মূর্তিপূজারী হয়ে যায়। সিরিয়া ও ইরাকের পথে ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং মিষ্ট পানি ও উর্বর অঞ্চল বিবেচনায় ইহূদীরা এখানে আগেই আগমন করে। তারা অত্যাচারী রাজা বুখতানছর কর্তৃক কেন'আন (ফিলিস্তীন) থেকে উৎখাত হওয়ার পরে ইয়াছরিবে এসে বসবাস শুরু করেছিল এই উদ্দেশ্যে যে, তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস হারিয়েছে। অতএব তারা এখন বায়তুল্লাহ্র নিকটবর্তী থাকবে এবং নিয়মিত হজ্জ-ওমরাহ্র মাধ্যমে পরকালীন পাথেয় হাছিল করবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আখেরী নবীর আবির্ভাব যেহেতু মক্কায় হবে এবং তাঁর আবির্ভাবের সময় আসন্ন, অতএব তারা দ্রুত তাঁর দ্বীন কবুল করবে এবং তাঁর নেতৃত্বে আবার বায়তুল মুক্বাদ্দাস দখল করবে। তবে তাদের ধারণা ছিল যে, আখেরী নবী অবশ্যই তাদের নবী ইসহাক-এর বংশে হবেন। কিন্তু তা না হ'য়ে ইসমাঈল-এর বংশে হওয়াতেই ঘটল যত বিপত্তি।

মদীনায় ইহূদীদের আধিক্য ছিল এবং নাছারা ছিল খুবই কম। তাদের মূল অবস্থান ছিল মদীনা থেকে নাজরান এলাকায়। যা ছিল ৭৩টি পল্লী সমৃদ্ধ খ্রিষ্টানদের একটি বিরাট নগরীর নাম। বর্তমানে সড়কপথে এটি মদীনা থেকে ১২০৫ কি.মি. দক্ষিণে ইয়ামন সীমান্তে অবস্থিত।

ইহূদী ও নাছারাদের মধ্যে তাওরাত-ইনজীলের কোন শিক্ষা অবশিষ্ট ছিল না। তাদের ধর্ম ও সমাজনেতারা (اَلْأَحْبَارُ وَالرُّهْبَانُ) ভক্তদের কাছে 'রব'-এর আসন দখল করেছিল। ইহূদীরা ওযায়েরকে 'আল্লাহ্র বেটা' বানিয়েছিল এবং নাছারারা মসীহ ঈসাকে একইভাবে 'বেটা' দাবী করেছিল *(তওবাহ ৯/৩০-৩১)*। বরং তারা মারিয়াম, ঈসা ও আল্লাহকে নিয়ে তিন উপাস্যের সমন্বয়ে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল *(মায়েদাহ ৫/৭৩)*। তাদের পীর-দরবেশরা ধর্মের নামে বাতিল পন্থায় মানুষের অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন

করত এবং তাদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতো *(তওবাহ ৯/৩৪)*। আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা তা হারাম করত না *(তওবাহ ৯/২৯)*। এক কথায় তাওরাত-ইনজীলের বাহক হবার দাবীদার হ'লেও তারা ছিল পুরা স্বেচ্ছাচারী ও প্রবৃত্তিপূজারী দুনিয়াদার। ঠিক আজকের মুসলিম ধর্মনেতা ও সমাজনেতাদের অধিকাংশের অবস্থা যেমনটি হয়েছে।[৩০]

ইবনু কাছীর (রহঃ)-এর মন্তব্য (قول ابن كثير في شعب العرب القديم) :

হাফেয ইবনু কাছীর *(রাহেমাহুল্লাহ)* বলেন, আরবের লোকেরা প্রাচীনকালে ইবরাহীমী দ্বীনের অনুসারী ছিল। পরে তারা তাওহীদকে শিরকে এবং ইয়াক্বীনকে সন্দেহে রূপান্তরিত করে। এছাড়াও তারা বহু কিছু বিদ'আতের প্রচলন ঘটায়। একই অবস্থা হয়েছিল তওরাত ও ইনজীলের অনুসারীদের। তারা তাদের কিতাবে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তাতে শাব্দিক যোগ-বিয়োগ করেছিল, রূপান্তর করেছিল ও দূরতম ব্যাখ্যা করেছিল। অতঃপর আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেন পূর্ণাঙ্গ শরী'আত দিয়ে, যা সমস্ত সৃষ্টিজগতকে শামিল করে' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা জুম'আ ২ আয়াত)*।

এক্ষণে আমরা নবীজীবনের মূল আলোচনায় অগ্রসর হব ইনশাআল্লাহ।-

---

৩০. এ যুগের মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করে ভারতের উর্দূ কবি হালী বলেন,

کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر + جو ٹھرائے بیٹا خدا کا تو کافر

کہے آگ کو قبلہ اپنا تو کافر + کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر

مگر مومنوں پر کشاوہ ہیں راہیں + پرستش کریں شوق سے جسکی چاہیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں +اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں

مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھائیں + شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے + نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاے

(১) অন্যেরা যদি মূর্তিপূজা করে, সে হয় কাফের। যে আল্লাহ্র বেটা আছে বলে, সে হয় কাফের। (২) আগুনকে ক্বিবলা বললে, সে হয় কাফের। তারকারাজির মধ্যে যে ক্ষমতা আছে বলে, সে কাফের। (৩) কিন্তু মুমিনদের জন্য রাস্তা রয়েছে খোলা। খুশীমনে সে করে পূজা যাকে সে চায়। (৪) নবীকে যে চায় আল্লাহ বলে দেখায়। ইমামদের সম্মান নবীদের উপর উঠায়। (৫) মাযারগুলিতে দিন-রাত নযর-নিয়ায চড়ায়। শহীদদের কাছে গিয়ে গিয়ে কেবলই দো'আ চায়। (৬) এতে তাদের তাওহীদে না কোন ত্রুটি আসে। না ইসলাম বিকৃত হয়, না ঈমান যায়' *(আলতাফ হোসায়েন হালী (১২৫৩-১৩৩২ হিঃ/১৮৩৭-১৯১৪ খৃঃ), মুসাদ্দাসে হালী-উর্দূ ষষ্ঠপদী (লাক্ষ্ণৌ, ভারত : ১৩২০/১৯০২) ৪৮ পৃঃ)*।

الجزء الأول

১ম ভাগ

الحيـــاة المكـــية

মাক্কী জীবন

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

‘আমরা তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত হিসাবেই প্রেরণ করেছি’। *(আম্বিয়া ২১/১০৭)*

উর্দূ কবি হালী বলেন,

وہ نبیون مین رحمت لقب پانیوالا + مرادین غریبون کی برلانیوالا

তিনি নবীগণের মধ্যে ‘রহমত’ লকব ধারণকারী + তিনি গরীবদের চাহিদা পূরণকারী

مصیبت مین غیرونکی کام آنیوالا + وہ اپنے پرائے کا غم کھانیوالا

অন্যের বিপদে সাহায্যকারী + অন্যের দুঃখে দুঃখবোধকারী

فقیرون کا ملجا ضعیفون کا ماوی + یتیمون کا والی غلامون کا مولی

অভাবগ্রস্তদের আশ্রয় দুর্বলদের ঠিকানা + ইয়াতীমদের অভিভাবক গোলামদের প্রতিপালক *(মুসাদ্দাসে হালী ১৩ পৃঃ)*।

ফারসী কবি বলেন,

محمد عربی کابروئے ہر دوسرا ست + کسے کہ خاک درش نیست خاک برسر اُو

‘মুহাম্মাদ আরাবী হ’লেন দুনিয়া ও আখেরাতের মর্যাদার উৎস।
কেউ যদি তার পায়ের ধূলা হ’তে না পারে, তার মাথা ধূলি ধূসরিত হৌক!’

ঐ ব্যক্তি সত্যিকার জ্ঞানী নয়, যার ইতিহাস জ্ঞান নেই।

১ম ভাগ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবন

(الحيـــاة المكـــية للرسول صـــ)

শৈশব থেকে নবুঅত (من الطفولية الى النبوة) :

নবী জীবনকে আমরা প্রধান দু'টি ভাগে ভাগ করে নেব- মাক্কী জীবন ও মাদানী জীবন। মক্কায় তাঁর জন্ম, বৃদ্ধি ও নবুঅত লাভ এবং মদীনায় তাঁর হিজরত, ইসলামের বাস্তবায়ন ও ওফাত লাভ।

আরবের মরুদুলাল শেষনবী মুহাম্মাদ (*ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম*) হেজাযের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও সেখানে জীবনের ৫৩টি বছর কাটান। যার মধ্যে ১৩ বছর ছিল নবুঅতী জীবন। অতঃপর তিনি মদীনায় হিজরত করেন ও সেখানে জীবনের বাকী ১০ বছর কাটান। অতঃপর সেখানেই ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[৩১] এক্ষণে আমরা তাঁর বংশ পরিচয় ও জীবন বৃত্তান্ত পেশ করব।

পূর্বপুরুষ (أسلاف النبى صـــ) :

ইবরাহীম (আঃ)-এর দুই পুত্র ছিলেন ইসমাঈল ও ইসহাক্ব। ইসমাঈলের মা ছিলেন বিবি হাজেরা এবং ইসহাকের মা ছিলেন বিবি সারা। দুই ছেলেই 'নবী' হয়েছিলেন। ছোট ছেলে ইসহাক্বের পুত্র ইয়াকূবও 'নবী' হন। তাঁর অপর নাম ছিল 'ইস্রাঈল' অর্থ 'আল্লাহ্র দাস'। সে মতে তাঁর বংশ 'বনু ইস্রাঈল' নামে পরিচিত হয়। তাঁর বারো জন পুত্রের বংশধরগণের মধ্যে যুগ যুগ ধরে হাযার হাযার নবীর জন্ম হয়। ইউসুফ, মূসা, হারূণ, দাঊদ, সুলায়মান ও ঈসা *('আলাইহিমুস সালাম)* ছিলেন এই বংশের সেরা নবী ও রাসূল। বলা চলে যে, আদম *('আলাইহিস সালাম)* হ'তে ইবরাহীম *('আলাইহিস সালাম)* পর্যন্ত হযরত নূহ ও ইদরীস (আঃ) সহ ৮/৯ জন নবী ব্যতীত বাকী এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী-রাসূলের[৩২] প্রায় সকলেই ছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আঃ)-এর বংশধর অর্থাৎ বনু ইস্রাঈল। যাদের সর্বশেষ নবী ও রাসূল ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)। অন্যদিকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে একজন মাত্র নবীর জন্ম হয় এবং তিনিই হ'লেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*। ফলে আদম (আঃ) যেমন ছিলেন মানবজাতির আদি পিতা, নূহ (আঃ) ছিলেন মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা, তেমনি ইবরাহীম (আঃ)

---

৩১. বুখারী হা/৩৯০২; মুসলিম হা/২৩৫১; মিশকাত হা/৫৮৩৭ 'অহীর সূচনা' অনুচ্ছেদ।
৩২. আহমাদ হা/২২৩৪২; ত্বাবারাণী, মিশকাত হা/৫৭৩৭ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬৮।

Contents

ছিলেন তাঁর পরবর্তী সকল নবীর পিতা এবং তাঁদের অনুসারী উম্মতে মুসলিমাহ্র পিতা *(হজ্জ ২২/৭৮)*। ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজেরা ও তার পুত্র ইসমাঈলকে মক্কায় রেখে আসেন ও মাঝে-মধ্যে গিয়ে তাদের খোঁজ-খবর নিতেন। তাঁরা সেখানেই আমৃত্যু বসবাস করেন। অন্যদিকে তাঁর প্রথমা স্ত্রী সারা ও তার পুত্র ইসহাক ও অন্যদের নিয়ে তিনি কেন‘আনে (ফিলিস্তীনে) বসবাস করতেন এবং এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে ইবরাহীম (আঃ)-এর দুই পুত্রের মাধ্যমে মক্কা ও শাম (ফিলিস্তীন) দুই অঞ্চলে তাওহীদের প্রচার ও প্রসার ঘটে।

কুরআনে বর্ণিত পঁচিশ জন নবীর মধ্যে আদম, নূহ, ইদরীস ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) বাদে বাকী ২১ জন নবী ছিলেন বনু ইস্রাঈল এবং একমাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ’লেন বনু ইসমাঈল। বলা চলে যে, এই বৈমাত্রেয় পার্থক্য উম্মতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে ইহূদী-নাছারাদের স্থায়ী বিদ্বেষের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। সেজন্য তারা চিনতে পেরেও এবং তাদের কিতাবে শেষনবীর নাম, পরিচয় ও তাঁর আগমনের কথা লিখিত থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁকে মানেনি।[৩৩]

জন্ম ও মৃত্যু (الولادة والوفاة) :

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১ম হস্তীবর্ষের ৯ই রবীউল আউয়াল[৩৪] সোমবার ছুবহে ছাদিকের পর মক্কায় নিজ পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১ হিজরী সনের ১লা রবীউল আউয়াল সোমবার সকাল ১০টার দিকে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

---

৩৩. বাক্বারাহ ২/১৪৬; আন‘আম ৬/২০; আ‘রাফ ৭/১৫৭।

৩৪. ছহীহ হাদীছসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম সোমবারে হয়েছে। কোন তারিখ সেটা বলা নেই। অতএব সোমবার ঠিক রাখতে গেলে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে ৯ই রবীউল আউয়ালই সঠিক জন্ম তারিখ হয়, ১২ই রবীউল আউয়াল নয়, যা প্রসিদ্ধ আছে *(সুলায়মান বিন সালমান মানছূরপুরী, (মৃ. ১৯৩০ খ্রিঃ) রহমাতুল্লিল ‘আলামীন (উর্দূ), দিল্লী : ১৯৮০ খ্রিঃ ১/৪০; আর-রাহীক্ব পৃঃ ৫৪; মা শা-‘আ ৫-৯ পৃঃ)*।

তাঁর জন্মের কাহিনীতে প্রসিদ্ধ আছে যে, (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাৎনাকৃত ও নাড়ী কাটা অবস্থায় ভূমিষ্ট হন। (২) কেউ তার লজ্জাস্থান দেখেনি। (৩) শৈশবে বক্ষবিদারণের দিন জিব্রীল তাঁর খাৎনা করেন *(যঈফাহ হা/৬২৭০)*। (৪) জান্নাত থেকে আসিয়া ও মারিয়াম নেমে এসে ধাত্রীর কাজ করেন। (৫) আবু লাহাব মৃত্যুর পরে তার পরিবারের কোন একজনকে (বলা হয়ে থাকে, আব্বাসকে) স্বপ্ন দেখান। তাকে বলা হয় আপনার অবস্থা কি? তিনি বলেন, আমি জাহান্নামে। তবে প্রতি সোমবার আমার আযাব হালকা করা হয় এবং আমার এই দুই আঙ্গুল থেকে পানি চুষে পান করি। আর এটা এ কারণে যে, নবী (ছাঃ)-এর জন্মের সুসংবাদ দানের ফলে আমি আমার দাসী ছুয়াইবাহকে মুক্ত করে দেই এবং সে নবীকে দুধ পান করায়।

উল্লেখ্য যে, আবু লাহাব ২য় হিজরীতে সংঘটিত বদর যুদ্ধের সপ্তাহকাল পরে মারা যান। আব্বাস তখন কাফের ছিলেন এবং ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হন।

(৬) রাসূল প্রসবের সময় তার মা বলছেন যে, আমার গুপ্তাঙ্গ দিয়ে ‘নূর’ অর্থাৎ জ্যোতি বিকশিত হয়। যা শামে প্রাসাদ সমূহকে আলোকিত করেছিল। উম্মাহাতুল মুমিনীন যা স্বচক্ষে দেখেছিলেন। এটি ছিল ভবিষ্যতে শাম এলাকা ইসলামের আলোকে আলোকিত হওয়ার আগাম সুসংবাদ (৭) পারস্যের কিসরা রাজপ্রাসাদ কেঁপে উঠেছিল এবং তার ১৪টি চূড়া ভেঙ্গে পড়েছিল। আর এটি ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ নবী হওয়ার অগ্রিম সুসংবাদ (৮) এ সময় মজূসীদের পূজার আগুন নিভে গিয়েছিল (৯) ইরাকের সাওয়া হ্রদের পানি

রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দু'টিই সোমবারে হয়েছিল'।[৩৫] বিদায় হজ্জ হয়েছিল ৯ই যিলহজ্জ শুক্রবার। তিনি বিদায় হজ্জের পরে ৮০ বা ৮১ দিন বেঁচে ছিলেন। কেউ বলেছেন ৯০ বা ৯১ দিন (এটা ভুল)। আবু মিখনাফ ও কালবী ওফাতের তারিখ ২রা রবীউল আউয়াল বলেছেন। ইবনু হিশামের ভাষ্যকার সুহায়লী সেটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইবনু হাজার বলেন, فَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَ أَبُو مِخْنَفٍ وَكَأَنَّ سَبَبَ غَلَطِ غَيْرِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا مَاتَ فِي ثَانِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ فَتَغَيَّرَتْ فَصَارَتْ ثَانِي عَشَرَ وَاسْتَمَرَّ الْوَهْمُ بِذَلِكَ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ 'আবু মিখনাফ যেটি বলেছেন, সেটিই নির্ভরযোগ্য। অন্যদের ভুলের কারণ সম্ভবতঃ এটাই যে, তারা বলেছিলেন, রাসূল (ছাঃ) ২রা রবীউল আউয়াল মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু পরে সেটি পরিবর্তিত হয়ে ১২ই রবীউল আউয়াল হয়ে গেছে। পরবর্তীতে লোকেরা কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা না করেই উক্ত ভুলের অনুসরণ করে গেছেন'।[৩৬] অর্থাৎ ثَانِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّل পরে ثَانِي عَشَرَ হয়ে গেছে'। তবে এটি মক্কার চাঁদের হিসাবে হ'তে পারে। কেননা মক্কার চাঁদ মদীনার একদিন আগে ওঠে *(আল-বিদায়াহ ৫/২২৪-২৫)*। অতএব মদীনার হিসাবে ১লা রবীউল আউয়াল ওফাতের দিন হবে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

সুলায়মান মানছূরপুরীর হিসাব মতে সৌরবর্ষ হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল সোমবার এবং মৃত্যু ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জুন সোমবার। চান্দ্রবর্ষ হিসাবে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর ৪দিন এবং সৌরবর্ষ হিসাবে ৬১ বছর ১ মাস ১৪ দিন। তাঁর জন্ম হয়েছিল আবরাহা কর্তৃক কা'বা আক্রমণের ৫০ দিন পরে *(ইবনু হিশাম ১/১৫৮-টীকা ৪)*। এটা ছিল ইবরাহীম (আঃ) থেকে ২৫৮৫ বছর ৭ মাস ২০ দিন পরে এবং নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের ৩৬৭৫ বছর পরের ঘটনা। রাসূল (ছাঃ) দুনিয়াতে বেঁচে ছিলেন মোট ২২,৩৩০ দিন ৬ ঘণ্টা। তন্মধ্যে তাঁর নবুঅতকাল ছিল ৮১৫৬ দিন।[৩৭] সঠিক হিসাব আল্লাহ জানেন।

শুকিয়ে গিয়েছিল এবং তার পার্শ্ববর্তী গীর্জাসমূহ ধ্বসে পড়েছিল ইত্যাদি *(আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী, মুখতাছার সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) (রিয়াদ: ১ম সংস্করণ ১৪১৪/১৯৯৪ খৃঃ ১৮-২০ পৃঃ; মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, কুয়েত : ২য় সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৬ খৃঃ ৫৪ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, আর-রাহীক্বের বাংলা অনুবাদক ও সম্পাদকগণ তাঁদের অগণিত ভুল অনুবাদের মধ্যে ঐ সাথে এটাও যোগ করেছেন যে, (১০) ঐ সময় কা'বাগৃহের ৩৬০টি মূর্তি ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে' *(বঙ্গানুবাদ, আগস্ট ১৯৯৫, ১০১ পৃঃ; সেপ্টেম্বর ২০০৯, ৭৬ পৃঃ)*। যেকথা মূল আরবী, পৃঃ ৫৪ এবং লেখক কর্তৃক অনূদিত উর্দূ সংস্করণ, লাহোর : নভেম্বর ১৯৮৮, পৃঃ ১০১-এ নেই)। বলা বাহুল্য, উপরে বর্ণিত সকল বর্ণনাই ভিত্তিহীন কল্পকথা মাত্র।

৩৫. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৫; বুখারী হা/১৩৮৭।

৩৬. বিস্তারিত দ্রঃ ফাৎহুল বারী হা/৪৪২৬-এর পরে 'রাসূল (ছাঃ)-এর অসুখ ও মৃত্যু' অনুচ্ছেদ; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৫/২২৪-২৫; মোস্তফা চরিত ৮৬৭-৬৮ পৃঃ।

৩৭. কাযী সুলায়মান বিন সালমান মানছূরপুরী (মৃ. ১৩৪৯/১৯৩০ খৃ:), রহমাতুল্লিল 'আলামীন (দিল্লী : ১ম সংস্করণ ১৯৮০ খৃঃ) ২/১৬, ৩৬৮ পৃঃ; ১/৪০, ২৫১ পৃঃ।

বংশ (النسب) :

তিনি মক্কার কুরায়েশ বংশের শ্রেষ্ঠ শাখা হাশেমী গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ, মাতার নাম আমেনা। দাদার নাম ছিল আব্দুল মুত্ত্বালিব, দাদীর নাম ফাতেমা। নানার নাম ছিল ওয়াহাব, নানীর নাম বাররাহ। নানার বংশসূত্র রাসূল (ছাঃ)-এর ঊর্ধ্বতন দাদা কিলাব-এর সাথে এবং নানীর বংশসূত্র কুছাই বিন কিলাব-এর সাথে যুক্ত হয়েছে। দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব ছিলেন বনু হাশেম গোত্রের সরদার এবং নানা ওয়াহাব ছিলেন বনু যোহরা গোত্রের সরদার। দাদার হাশেমী গোত্র ও নানার যোহরা গোত্র কুরায়েশ বংশের দুই বৃহৎ ও সম্ভ্রান্ত গোত্র হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِى آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا، حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِى كُنْتُ فِيهِ ‘আমি যুগ পরম্পরায় বনু আদমের শ্রেষ্ঠ যুগে প্রেরিত হয়েছি। অবশেষে আমি সেই যুগে এসেছি, যে যুগে আমি রয়েছি’ *(বুখারী হা/৩৫৫৭)*। (২) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে হোদায়বিয়া সন্ধির পরে তার কুফরী অবস্থায় প্রশ্ন করেছিলেন, তোমাদের মধ্যে নবী দাবীকারী ব্যক্তির বংশ কেমন? উত্তরে আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ ‘তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশীয়’। হেরাক্লিয়াস বলেছিলেন, كَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِى أَحْسَابِ قَوْمِهَا ‘এভাবেই নবী-রাসূলগণ তার সম্প্রদায়ের সেরা বংশে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন’।[৩৮]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ– ‘আল্লাহ ইবরাহীমের সন্তানগণের মধ্য থেকে ইসমাঈলকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর ইসমাঈলের সন্তানগণের মধ্য থেকে বনু কেনানাহকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর বনু কেনানাহ থেকে কুরায়েশ বংশকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর কুরায়েশ থেকে বনু হাশেমকে এবং বনু হাশেম থেকে আমাকে বেছে নিয়েছেন।[৩৯] এভাবে আল্লাহ্র অনুগ্রহে শেষনবী (ছাঃ) বনু আদমের সেরা বংশের সেরা গোত্রে সেরা সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন।

(৪) তিনি বলতেন, أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَم ‘আমি আমার পিতা ইবরাহীমের দো‘আ ও ঈসার সুসংবাদ’।[৪০] কেননা ইবরাহীম ও ইসমাঈল

৩৮. বুখারী হা/৪৫৫৩; মুসলিম হা/১৭৭৩; মিশকাত হা/৫৮৬১।
৩৯. মুসলিম হা/২২৭৬; ওয়াছেলাহ ইবনুল আসক্বা‘ হ’তে; মিশকাত হা/৫৭৪০ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল অধ্যায়।
৪০. আহমাদ, ছহীহ ইবনু হিব্বান, আবু উমামাহ হ’তে; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৪৫।

বায়তুল্লাহ নির্মাণের সময় দো'আ করেছিলেন, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায়-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ- (بقرة ١٢٩)-

'হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি তাদের মধ্য হ'তে একজনকে তাদের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ কর, যিনি তাদের নিকটে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ) শিক্ষা দিবেন ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন' *(বাক্বারাহ ২/১২৯)*।

পিতা-পুত্রের এই মিলিত দো'আ দুই হাযারের অধিক বছর পরে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ লাভ করে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বংশের উচ্চ মর্যাদা ও পবিত্রতা বর্ণনায় ছহীহ হাদীছসমূহ থাকা সত্ত্বেও অনেক বানোয়াট হাদীছ তৈরী করা হয়েছে। যেমন, (১) আমি পিতা-মাতার মাধ্যমে দুনিয়াতে এসেছি। আদম থেকে শুরু করে জাহেলী যুগের কোনরূপ ব্যভিচারের মাধ্যমে কখনো দুই পিতা আমাকে স্পর্শ করেনি' *(বায়হাক্বী, দালায়েল ১/১৭৪ পৃঃ)*। (২) 'যদি আল্লাহ জানতেন যে, আমার বংশের চাইতে উত্তম কোন বংশ আছে, তাহ'লে আমাকে সেখান থেকেই ভূমিষ্ট করাতেন'। (৩) 'জিব্রীল আমার উপরে অবতীর্ণ হ'য়ে বললেন, আল্লাহ জাহান্নামকে হারাম করেছেন ঐ ব্যক্তির জন্য, যার ঔরসে আপনাকে পাঠান হয়েছে এবং ঐ গর্ভকে, যা আপনাকে ধারণ করেছে এবং ঐ ক্রোড়কে, যা আপনাকে প্রতিপালন করেছে' *(ইবনুল জাওযী, মাওযূ'আত ১/২৮১-৮৩)*। এগুলি সবই 'জাল' এবং অতিশয়োক্তি ছাড়া কিছুই নয়।

বংশধারা (شجرة النسب) :

তাঁর বংশধারাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। ১ম ভাগে মুহাম্মাদ (ছাঃ) থেকে ঊর্ধ্বতন পুরুষ 'আদনান পর্যন্ত ২২টি স্তর। যে ব্যাপারে কারু কোন দ্বিমত নেই। এর উপরে ২য় ভাগে 'আদনান থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত ৪১টি স্তর এবং তার উপরে তৃতীয় ভাগে ইবরাহীম (আঃ) থেকে আদম (আঃ) পর্যন্ত ১৯টি স্তর।[৪১] সর্বমোট ৮২টি স্তর। যেখানে

৪১. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম ৪৮-৪৯ পৃঃ; সুলায়মান মানছূরপুরী, রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২৫-৩১ পৃঃ; ইবনু হিশাম ১/১-৪; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/৭০ পৃঃ।-

اَلْجُزْءُ الْأَوَّلُ : هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- اسْمُه شَيْبَةُ- بْنِ هَاشِمٍ- اسْمُه عَمْرُو- بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ- اسْمُه الْمُغِيرَةُ- بْنِ قُصَيٍّ- اسْمُه زَيْدٌ- بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ- الْمُلَقَّبُ بِقُرَيْشٍ- بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ- اسْمُه قَيْسٌ- بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنَ مُدْرِكَةَ- اسْمُه عَامِرُ- بْنِ إِلْيَاسَ

নাম ও স্তরের ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমরা নিম্নে 'আদনান পর্যন্ত বংশধারা উল্লেখ করলাম। যেখানে কোন মতভেদ নেই এবং এতেও কোন মতভেদ নেই যে, 'আদনান নবী ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন'।[৪২]

(১) মুহাম্মাদ বিন (২) আব্দুল্লাহ বিন (৩) আব্দুল মুত্ত্বালিব বিন (৪) হাশেম বিন (৫) 'আব্দে মানাফ বিন (৬) কুছাই বিন (৭) কিলাব বিন (৮) মুররাহ বিন (৯) কা'ব বিন (১০) লুওয়াই বিন (১১) গালিব বিন (১২) ফিহ্র (লকব কুরায়েশ) বিন (১৩) মালেক বিন (১৪) নাযার বিন (১৫) কিনানাহ বিন (১৬) খুযায়মা বিন (১৭) মুদরেকাহ বিন (১৮) ইলিয়াস বিন (১৯) মুযার বিন (২০) নিযার বিন (২১) মা'দ বিন (২২) 'আদনান।[৪৩]

এর মধ্যে পরদাদা হাশেম-এর নামে হাশেমী গোত্র এবং দ্বাদশতম পুরুষ ফিহ্র যার উপাধি ছিল কুরায়েশ, তাঁর নামানুসারে 'কুরায়েশ' বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। কুরায়েশ অর্থ তিমি মাছ। যা হ'ল সাগরের বৃহত্তম ও অপরাজেয় প্রাণী *(বায়হাক্বী, দালায়েল ১/১৮১ পৃঃ)*।

بْنِ مُضَرَبْنِ نِزَارِ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ- (زاد المعاد لابن القيم ١/٧٠، سيرة ابن هشام ١/١-٢، الرحيق المختوم ص ٤٨)-

اَلْجُزْءُ الثَّانِي : ما فوق عدنان، هو بْنُ أُدٍّ- او أُدَدُ- بن هَمَيْسَع بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن أُبَيّ بن عَوَّام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سَنْبَر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن أرعوي بن عيض بن ديشان بن عِيْصَر بن أَفْنَاد بن أيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مَزِّي بن عوضة بن عَرَّام بن قَيْدَار بن إِسْمَاعِيْلُ بن إِبْرَاهِيْمُ عليهما السلام- (قد جمع العلامة محمد سليمان المنصور فوري هذا الجزء من النسب برواية الكلبي وابن سعد بعد تحقيق دقيق. انظر رحمة للعالمين ٢/ ١٤، ١٥، ١٦، ١٧ وفيه اختلاف كبير بين المصادر التاريخية. (الرحيق ٤٨)-

اَلْجُزْءُ الثَّالِثُ : ما فوق إبراهيم عليه السلام، وهو ابن تارح- واسمه آزر- بن ناحور بن ساروع- أو ساروغ- بن راعو بن فَالَخ بن عابر بن شالَخ بن أَرْفَخْشَد بن سام بن نوح- عليه السلام- بن لامك بن مَتَوَشْلَخ بن أخنوخ- يقال هو إدريس عليه السلام- ابن يَرْد بن مَهْلائيل بن قَيْنَان بن يَانِش بن شِيْث بن آدم عليهما السلام- (ابن هشام ١/ ٢، ٣، ٤، تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٦، خلاصة السير للطبري ص ٦، ورحمة للعالمين ٢/ ١٨ واختلفت هذه المصادر في تلفظ بعض هذه الأسماء، وكذا سقط من بعض المصادر بعض الأسماء- (الرحيق ٤٩ حاشية-١)

৪২. যাদুল মা'আদ ১/৭০; ইবনু কাছীর, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৩ পৃঃ।

৪৩. বুখারী, 'আনছারদের মর্যাদা' অধ্যায়, ২৮ অনুচ্ছেদ 'নবী (ছাঃ)-এর আগমন'।
প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূল (ছাঃ) স্বীয় বংশধারা বর্ণনার ক্ষেত্রে 'আদনান পর্যন্ত উল্লেখ করার পর উপরের স্তরসমূহের ব্যাপারে চুপ থাকতেন এবং বলতেন, كَذَبَ النَّسَّابُونَ 'বংশবিদরা মিথ্যা বলেছে' *(আর-রাহীক্ব ২০ পৃঃ)*। বর্ণনাটি 'মওযূ' বা জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১১১)*।

ইয়ামনের বাদশাহ হাসসান মক্কা আক্রমণ করে কা'বা উঠিয়ে নিজ দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ফিহ্‌র তাকে যুদ্ধে হারিয়ে তিন বছর বন্দী করে রাখেন। অতঃপর মুক্তি দেন। হাসসান ইয়ামনে ফেরার পথে রাস্তায় মারা যান। এই ঘটনার পর থেকে ফিহ্‌র 'আরবের কুরায়েশ' (قُرَيْشُ الْعَرَبِ) বলে খ্যাতি লাভ করেন'।[৪৪]

ইবনু কাছীর বলেন, আরবদের সকল গোত্র 'আদনানে এসে জমা হয়েছে। যেকারণে আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى 'তুমি বল, আমি আমার দাওয়াতের জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাইনা, কেবল আত্মীয়তাসুলভ ভালবাসা ব্যতীত'... *(শূরা ৪২/২৩)*। উক্ত আয়াত নাযিলের কারণ হিসাবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ وَلَهُ فِيهِ قَرَابَةٌ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةً بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ 'কুরায়েশদের এমন কোন গোত্র ছিল না, যার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না। অতএব নাযিল হয়, তোমরা কেবল আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখ'।[৪৫]

আব্দুল্লাহ্‌র মৃত্যু (وفاة عبد الله) :

পিতা আব্দুল্লাহ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তদীয় পিতা আব্দুল মুত্ত্বালিবের হুকুমে ইয়াছরিব (মদীনা) গেলে সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাত্র ২৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। সেখানে তিনি নাবেগা জা'দীর গোত্রে সমাধিস্থ হন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মের পূর্বে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, মদীনার বনু নাজ্জার গোত্রে আব্দুল মুত্ত্বালিবের পিতা হাশেম বিবাহ করেন। ফলে তারা ছিলেন আব্দুল মুত্ত্বালিবের নানার গোষ্ঠী।

মৃত্যুকালে আব্দুল্লাহ যেসব সহায়-সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন তা ছিল যথাক্রমে পাঁচটি উট, এক পাল ছাগল এবং একটি নাবালিকা হাবশী দাসী বারাকাহ ওরফে উম্মে আয়মান। যিনি রাসূল (ছাঃ)-কে শিশুকালে লালন-পালন করেন। ইনি পরে যায়েদ বিন হারেছার সাথে বিবাহিতা হন এবং উসামা বিন যায়েদ তাঁর পুত্র ছিলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে মৃত্যুবরণ করেন'।[৪৬]

হাশেম ও হাশেমী বংশ (هاشم وبنو هاشم) :

নবী (ছাঃ)-এর বংশ হাশেমী বংশ হিসাবে পরিচিত। যা তাঁর দাদা হাশেম বিন 'আব্দে মানাফের দিকে সম্পর্কিত। হাশেম পূর্ব থেকেই 'সিক্বায়াহ' ও 'রিফাদাহ' অর্থাৎ হাজীদের

---

৪৪. মানছূরপুরী, রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/৫৯ পৃঃ।
৪৫. বুখারী হা/৩৪৯৭; ইবনু কাছীর, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৩ পৃঃ।
৪৬. আর-রাহীক্ব ৫৩ পৃঃ; আল-ইস্তী'আব; মুসলিম হা/১৭৭১।

পানি পান করানো ও মেহমানদারীর দায়িত্বে ছিলেন। হাশেম ছিলেন ধনী ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনিই প্রথম কুরায়েশদের জন্য শীতকালে ইয়ামানে ও গ্রীষ্মকালে শামে দু'টি ব্যবসায়িক সফরের নিয়ম চালু করেন। তিনি এক ব্যবসায়িক সফরে শাম যাওয়ার পথে মদীনায় যাত্রা বিরতি করেন এবং সেখানে বনু 'আদী বিন নাজ্জার গোত্রে সালমা বিনতে আমরকে বিবাহ করেন। অতঃপর সেখানে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে রেখে ফিলিস্তীনের গাযায় চলে যান এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে তার স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন ৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে *(আর-রাহীক্ব ৪৯ পৃঃ)*। সাদা চুল নিয়ে ভূমিষ্ট হওয়ার কারণে মা তার নাম রাখেন শায়বাহ (شَيْبَةٌ)। এভাবে তিনি ইয়াছরিবে মায়ের কাছে প্রতিপালিত হন। মক্কায় তার পরিবারের লোকেরা যা জানতে পারেনি। যৌবনে পদার্পণের কাছাকাছি বয়সে উপনীত হ'লে তার জন্মের খবর জানতে পেরে চাচা কুরায়েশ নেতা মুত্ত্বালিব বিন 'আব্দে মানাফ তাকে মক্কায় নিয়ে আসেন। লোকেরা তাকে মুত্ত্বালিবের ক্রীতদাস মনে করে তাকে 'আব্দুল মুত্ত্বালিব' বলেছিল। সেই থেকে তিনি উক্ত নামে পরিচিত হন। যদিও তাঁর আসল নাম ছিল 'শায়বাহ' অর্থ 'সাদা চুল ওয়ালা' *(ইবনু হিশাম ১/১৩৭-৩৮)*।

মুত্ত্বালিব ও আব্দুল মুত্ত্বালিব (المطلب وعبد المطلب) :

ইয়ামনের 'বিরাদমান' (بِرَدْمَانَ) এলাকায় চাচা গোত্রনেতা মুত্ত্বালিব পরলোক গমন করলে ভাতিজা আব্দুল মুত্ত্বালিব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন *(ইবনু হিশাম ১/১৩৮, ১৪২)*। কালক্রমে আব্দুল মুত্ত্বালিব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে এত উঁচু মর্যাদা লাভ করেন যে, তাঁর পিতা বা পিতামহ কেউই উক্ত মর্যাদায় পৌঁছতে পারেননি। সম্প্রদায়ের লোকেরা সবাই তাঁকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসত ও সমীহ করে চলত' *(ইবনু হিশাম ১/১৪২)*।

আব্দুল মুত্ত্বালিবের উচ্চ মর্যাদা লাভের অন্যতম কারণ ছিল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে স্বপ্নযোগে তাঁকে 'যমযম' কূয়া খননের দায়িত্ব প্রদান করা এবং তাঁর নেতৃত্বকালে আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে ইয়ামনের খ্রিষ্টান গবর্ণর 'আবরাহা' কর্তৃক কা'বা আক্রমণ ব্যর্থ হওয়া। এই মর্যাদা তাঁর বংশের পরবর্তী নেতা আবু ত্বালিব-এর যুগেও অব্যাহত ছিল। যা রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্ব মর্যাদায় উন্নীত হয়।

আব্দু মানাফ, হাশেম ও আব্দুল মুত্ত্বালিব (عبد مناف، هاشم وعبد المطلب) :

কুছাই-পুত্র আব্দু মানাফের প্রকৃত নাম ছিল মুগীরাহ। তাঁর ৪টি পুত্র সন্তান ছিল : হাশেম, প্রকৃত নাম আমর। আব্দু শাম্‌স, মুত্ত্বালিব ও নওফাল। হাশেম ও মুত্ত্বালিবকে সৌন্দর্যের কারণে 'দুই পূর্ণচন্দ্র' (اَلْبَدْرَانِ) বলা হ'ত *(ইবনুল আছীর)*। হাশেমের ৪ পুত্র ছিল : আব্দুল মুত্ত্বালিব, আসাদ, আবু ছায়ফী ও নাযলাহ। আব্দুল মুত্ত্বালিবের ছিল ১০টি

পুত্র ও ৬টি কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে আব্বাস, হামযাহ, আব্দুল্লাহ, আবু ত্বালিব, যুবায়ের, হারেছ, হাজলা, মুক্বাউভিম, যেরার ও আবু লাহাব। কন্যাদের মধ্যে ছাফিয়া, বায়যা, আতেকাহ, উমাইমাহ, আরওয়া ও বার্রাহ'। ভাষ্যকার সুহায়লী বলেন, যুবায়ের ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর বড় চাচা। তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ছাহাবী ছিলেন। তাঁর সমর্থনেই নবুঅত লাভের ২০ বছর পূর্বে 'হিলফুল ফুযূল' প্রতিষ্ঠা লাভ করে' *(ইবনু হিশাম ১/১০৬-০৮, ১/১৩৩ টীকা-১)*। তবে ইবনু ইসহাক বলেন, স্বপ্নে আদেশ প্রাপ্ত হয়ে যমযম কূপ খননের সময় আব্দুল মুত্ত্বালিবের সাথে তাঁর পুত্র হারেছ ছিলেন। কারণ তিনি ব্যতীত তখন তাঁর অন্য কোন পুত্র সন্তান ছিল না' *(ইবনু হিশাম ১/১৪৩)*। এতে বুঝা যায় যে, হারেছ-ই আব্দুল মুত্ত্বালিবের প্রথম পুত্র ছিলেন।

আবু ত্বালিব (ابو طالب) :

আবু ত্বালিবের নাম ছিল আব্দু মানাফ। কিন্তু তিনি আবু ত্বালিব নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর ৪ পুত্র ও ২ কন্যা ছিল : ত্বালিব, 'আক্বীল, জা'ফর ও আলী। ত্বালিব 'আক্বীলের চাইতে দশ বছরের বড় ছিলেন।[৪৭] তাঁর মৃত্যুর অবস্থা জানা যায় না। বাকী সকলেই ছাহাবী ছিলেন। দুই কন্যা উম্মে হানী ও জুমানাহ দু'জনেই ইসলাম কবুল করেন' *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/৭৫-৮৩ পৃঃ)*। আব্দুল মুত্ত্বালিবের পরে আবু ত্বালিব বনু হাশিমের নেতা হন। তিনি আমৃত্যু রাসূল (ছাঃ)-এর অকৃত্রিম অভিভাবক ছিলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বয়কটকালের তিন বছরসহ সর্বদা বনু মুত্ত্বালিব ও বনু হাশিম রাসূল (ছাঃ)-এর সহযোগী ছিলেন। যদিও আবু ত্বালিব ও অন্য অনেকে ইসলাম কবুল করেন নি।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আপন চাচাদের মধ্যে তিন ধরনের মানুষ ছিলেন। ১. যারা তাঁর উপরে ঈমান এনেছিলেন ও তাঁর সাথে জিহাদ করেছিলেন। যেমন হামযাহ ও আব্বাস (রাঃ)। ২. যারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করেন। যেমন আবু ত্বালিব। ৩. যারা শুরু থেকে মৃত্যু অবধি শত্রুতা করেন। যেমন আবু লাহাব। উল্লেখ্য যে, আবু সুফিয়ান ছিলেন বনু 'আব্দে শামস গোত্রের, আবু জাহল ছিলেন বনু মাখযূম গোত্রের এবং উমাইয়া বিন খালাফ ছিলেন বনু জুমাহ গোত্রের। যদিও সকলেই ছিলেন কুরায়েশ বংশের অন্তর্ভুক্ত এবং সবাই ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর সম্পর্কীয় চাচা।

---

৪৭. ইবনু সা'দ ১/৯৭। উল্লেখ্য যে, আলী (রাঃ)-এর বড় ভাই ত্বালিব বিন আবু ত্বালিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও জনৈক কুরায়েশ নেতার সাথে বাদানুবাদের প্রেক্ষিতে প্রত্যাবর্তনকারীদের সাথে মক্কায় ফিরে যান *(ইবনু হিশাম ১/৬১৯)*। তিনি বদরের যুদ্ধে বিজয় লাভে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসা করে এবং নিহত নেতাদের স্মরণে শোক প্রকাশ করে কবিতা বলেন' *(ইবনু হিশাম ২/২৬)*। ইবনু সা'দ বলেন, অন্যান্যদের সাথে তিনিও বদর যুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। অতঃপর যখন কুরায়েশরা পরাজিত হয়, তখন তাঁকে নিহত বা বন্দীদের মধ্যে পাওয়া যায়নি। তিনি মক্কায়ও ফিরে যাননি। তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাঁর কোন সন্তানাদিও ছিল না' *(ইবনু সা'দ ১/৯৭)*। অতএব তিনি ঈমান এনে মৃত্যুবরণ করেছিলেন কি না, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

খাৎনা ও নামকরণ (الختان والعقيقة) :

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সপ্তম দিনে নবজাতকের খাৎনা ও নামকরণ করা হয়।[৪৮] পিতৃহীন নবজাতককে কোলে নিয়ে স্নেহশীল দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব কা'বাগৃহে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন ও প্রাণভরে দো'আ করেন। আকীকার দিন সমস্ত কুরায়েশ বংশের লোককে দাওয়াত করে খাওয়ান। সকলে জিজ্ঞেস করলে তিনি বাচ্চার নাম বলেন, 'মুহাম্মাদ'। এই অপ্রচলিত নাম শুনে লোকেরা বিস্ময়ভরে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি চাই যে, আমার বাচ্চা সারা দুনিয়ায় 'প্রশংসিত' হৌক *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/৪১)*। ওদিকে স্বপ্নের মাধ্যমে ফেরেশতার দেওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী মা আমেনা তার নাম রাখেন 'আহমাদ' *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/৩৯)*। উভয় নামের অর্থ প্রায় একই। অর্থাৎ 'প্রশংসিত' এবং 'সর্বাধিক প্রশংসিত'।[৪৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম সমূহ (أسماء النبى صــ) :

জুবাইর বিন মুত্ব'ইম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ لِى أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِى الَّذِى يَمْحُو اللهُ بِىَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِى يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَىَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِى لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ– 'আমার অনেকগুলি নাম রয়েছে।

৪৮. যাদুল মা'আদ ১/৮০-৮১। খাৎনা ও আক্বীক্বা করার বিষয়টি যে আরবদের মাঝে পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল, তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী হা/৭, আবুদাঊদ হা/২৮৪৩)*। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর খাৎনা যে সপ্তম দিনেই হয়েছিল *(আর-রাহীক্ব ৫৪ পৃঃ)* একথার কোন প্রমাণ নেই *(ঐ, তা'লীক্ব ৩৯-৪৪ পৃঃ)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর খাৎনা সম্পর্কে তিনটি কথা চালু আছে। ১. তিনি খাৎনা ও নাড়ি কাটা অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। ইবনুল জাওযী এটাকে মওযূ' বা জাল বলেছেন। ২. হালীমার গৃহে থাকার সময় প্রথম বক্ষবিদারণকালে ফেরেশতা জিব্রীল তাঁর খাৎনা করেন। ৩. দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব তাঁকে সপ্তম দিনে খাৎনা করান ও নাম রাখেন এবং লোকজনকে দাওয়াত করে খাওয়ান। এগুলি সম্পর্কে যেসব বর্ণনা এসেছে, তার কোনটিই ছহীহ নয়। এ বিষয়ে বিপরীতমুখী দু'জন মুহাক্কিকের একজন কামালুদ্দীন বিন 'আদীম বলেন, আরবদের রীতি অনুযায়ী তাঁকে খাৎনা করা হয়েছিল। এটি এমন একটি রীতি, যা প্রমাণের জন্য কোন নির্দিষ্ট বর্ণনার প্রয়োজন নেই' *(যাদুল মা'আদ ১/৮০-৮১)*।

৪৯. উভয় নামই কুরআনে এসেছে। যেমন 'মুহাম্মাদ' নাম এসেছে চার জায়গায়। যথাক্রমে- সূরা আলে ইমরান ৩/১৪৪, আহযাব ৩৩/৪০; মুহাম্মাদ ৪৭/২ এবং ফাৎহ ৪৮/২৯। তাছাড়া 'মুহাম্মাদ' নামেই একটি সূরা নাযিল হয়েছে সূরা মুহাম্মাদ *(৪৭ নং সূরা)*। অনুরূপভাবে 'আহমাদ' নাম এসেছে এক জায়গায় *(ছফ ৬১/৬)*। সীরাতে ইবনু হিশামের ভাষ্যকার সুহায়লী (মৃ. ৫৮১ হি.) বলেন, ঐ সময় সারা আরবে মাত্র তিনজন ব্যতীত অন্য কারু নাম 'মুহাম্মাদ' ছিল বলে জানা যায় না। যাদের প্রত্যেকের পিতা তার পুত্র আখেরী নবী হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে যান। যাদের একজন হ'লেন বিখ্যাত উমাইয়া কবি ফারাযদাক্ব (৩৮-১১০ হি.)-এর প্রপিতামহ মুহাম্মাদ বিন সুফিয়ান বিন মুজাশি'। অন্যজন হলেন মুহাম্মাদ বিন উহাইহাহ বিন জুলাহ। আরেকজন হলেন মুহাম্মাদ বিন হুমরান বিন রাবী'আহ। এদের পিতারা বিভিন্ন সম্রাটের দরবারে গিয়ে জানতে পারেন যে, আখেরী নবী হেজাযে জন্মগ্রহণ করবেন। ফলে তারা মানত করে যান যে, তাদের পুত্র সন্তান হ'লে যেন তার নাম 'মুহাম্মাদ' রাখা হয় *(ইবনু হিশাম ১/১৫৮ -টীকা-১)*।

আমি মুহাম্মাদ (প্রশংসিত), আমি আহমাদ (সর্বাধিক প্রশংসিত), আমি ‘মাহী’ (বিদূরিতকারী)। আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফরীকে বিদূরিত করেছেন। আমি ‘হাশের’ (জমাকারী)। কেননা সমস্ত লোক ক্বিয়ামতের দিন আমার কাছে জমা হবে (এবং শাফা‘আতের জন্য অনুরোধ করবে)। আমি ‘আক্বেব’ (সর্বশেষে আগমনকারী)। আমার পরে আর কোন নবী নেই’।[৫০] সুলায়মান মানছূরপুরী বলেন, উক্ত নাম সমূহের মধ্যে মুহাম্মাদ ও আহমাদ হ’ল তাঁর মূল নাম এবং বাকীগুলো হ’ল তাঁর গুণবাচক নাম। সেজন্য তিনি সেগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। এই গুণবাচক নামের সংখ্যা মানছূরপুরী গণনা করেছেন ৫৪টি। তিনি ৯২টি করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন।[৫১]

‘মুহাম্মাদ’ নামের প্রশংসায় চাচা আবু তালিব বলতেন,

وَشَقَّ لَهُ مِنَ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ + فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ

‘তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ নিজের নাম থেকে তার নাম বের করে এনেছেন। তাই আরশের মালিক হ’লেন মাহমূদ এবং ইনি হ’লেন মুহাম্মাদ’।[৫২]

লালন-পালন (تربية النبى صـــ) :

জন্মের পর শিশু মুহাম্মাদ কিছুদিন চাচা আবু লাহাবের দাসী ছুওয়াইবার দুধ পান করেন। তাঁর পূর্বে চাচা হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব এবং তাঁর পরে আবু সালামাহ তার দুধ পান করেন।[৫৩] ফলে তাঁরা সকলে পরস্পরে দুধভাই ছিলেন।

এ সময় পিতা আব্দুল্লাহ্র রেখে যাওয়া একমাত্র মুক্তদাসী উম্মে আয়মন রাসূল (ছাঃ)-কে শৈশবে লালন-পালন করেন। এরপর ধাত্রী হালীমা সা‘দিয়াহ তাঁকে প্রতিপালন করেন। অতঃপর হালীমার গৃহ থেকে আসার পর মা আমেনা তাকে সাথে নিয়ে মদীনায় স্বামীর কবর যিয়ারত করতে যান এবং ফেরার পথে মৃত্যুবরণ করলে কিশোরী উম্মে আয়মন শিশু মুহাম্মাদকে সাথে নিয়ে মক্কায় ফেরেন। পরে খাদীজা (রাঃ)-এর মুক্তদাস যায়েদ বিন হারেছাহ্র সাথে তার বিয়ে হয়। অতঃপর তার গর্ভে উসামা বিন যায়েদের জন্ম হয়। রাসূল (ছাঃ) উম্মে আয়মানকে ‘মা’ (يَا أُمَّهْ) বলে সম্বোধন করতেন এবং নিজ

---

৫০. বুখারী হা/৪৮৯৬; মুসলিম হা/২৩৫৪; মিশকাত হা/৫৭৭৬-৭৭, ‘ফাযায়েল’ অধ্যায় ‘রাসূল (ছাঃ)-এর নাম সমূহ’ অনুচ্ছেদ।

৫১. মানছূরপুরী, রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ৩/১৯৮ পৃঃ।

৫২. বুখারী, তারীখুল আওসাত্ব ১/১৩ (ক্রমিক ৩১); যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ১/১৫৩। উল্লেখ্য যে, উক্ত কবিতাটি হাসসান বিন ছাবিত আনছারী (রাঃ)ও তার দীওয়ানের মধ্যে যুক্ত করেছেন *(দীওয়ানে হাসসান পৃঃ ৪৭)*।

৫৩. আল-ইছাবাহ, ছুওয়াইবাহ ক্রমিক ১০৯৬৪; ইবনু হিশাম ২/৯৬।

পরিবারভুক্ত (بَقِيَّةُ أَهْلِ بَيْتِي) বলতেন। তিনি তাকে 'মায়ের পরে মা' (أُمِّي بَعْدَ أُمِّي) বলে সম্মানিত করতেন।[৫৪]

সে সময়ে শহরবাসী আরবদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, শহরের জনাকীর্ণ পংকিল পরিবেশ থেকে দূরে গ্রামের নিরিবিলি উন্মুক্ত পরিবেশে শিশুদের লালন-পালন করলে তারা বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি হ'তে মুক্ত থাকে এবং তাদের স্বাস্থ্য সুঠাম ও সবল হয়। সর্বোপরি তারা বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হয়। সে হিসাবে দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ধাত্রী হিসাবে পরিচিত বনু সা'দ গোত্রের হালীমা সা'দিয়াহকে নির্বাচন করেন এবং তার হাতেই প্রাণাধিক পৌত্রকে সমর্পণ করেন। হালীমার গৃহে দু'বছর দুগ্ধপানকালীন সময়ে তাদের পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে আসে। তাদের ছাগপালে এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে আল্লাহ্র তরফ থেকে বরকত নেমে আসে। নিয়মানুযায়ী দু'বছর পরে বাচ্চাকে ফেরত দেওয়ার জন্য তাঁকে মা আমেনার কাছে আনা হয়। কিন্তু হালীমা তাকে ছাড়তে চাচ্ছিলেন না। তিনি আমেনাকে বারবার অনুরোধ করেন আরও কিছুদিন বাচ্চাকে তার কাছে রাখার জন্য। ঐ সময় মক্কায় মহামারী দেখা দিয়েছিল। ফলে মা রাযী হয়ে যান এবং বাচ্চাকে পুনরায় হালীমার কাছে অর্পণ করেন *(আর-রাহীক্ব ৫৬ পৃঃ)*।

বক্ষ বিদারণ (شق الصدر) :

দ্বিতীয় দফায় হালীমার নিকটে আসার পর জন্মের চতুর্থ কিংবা পঞ্চম বছরে শিশু মুহাম্মাদের সীনা চাক বা বক্ষ বিদারণের বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। ব্যাপারটি ছিল এই যে, মুহাম্মাদ তার সাথীদের সাথে খেলছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল ফেরেশতা এসে তাকে

---

৫৪. আল-ইছাবাহ, উম্মে আয়মন ক্রমিক সংখ্যা ১১৮৯৮; ঐ, আল-ইস্তী'আবসহ (কায়রো ছাপা : ক্রমিক সংখ্যা ১১৪১, ১৩/১৭৭-৮০ পৃঃ, ১৩৯৭/১৯৭৭ খ্রিঃ)।

প্রসিদ্ধ আছে যে, যায়েদ বিন হারেছাহ তেহামার বনু ফাযারাহ কর্তৃক বন্দী হয়ে ওকায বাজারে বিক্রয়ের জন্য নীত হন। সেখান থেকে হাকীম বিন হিযাম তার ফুফু খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ-এর জন্য তাকে খরীদ করেন। রাসূল (ছাঃ) নবী হওয়ার পূর্বে তার সম্পর্কে স্বপ্ন দেখেন। অতঃপর খাদীজার সাথে বিবাহের পর তিনি তাকে তাঁর উদ্দেশ্যে হেবা করে দেন।... সেখানে এ কথাও আছে যে, যায়েদের পিতা হারেছাহ এবং তার চাচাসহ পরিবারের কিছু লোক তাকে নেওয়ার জন্য আসেন। তখন আল্লাহ্র নবী যায়েদকে তার পিতার সঙ্গে যাওয়ার এখতিয়ার দেন' *(ইবনু সা'দ ৩/৪২)*। ইবনু হাজার বলেন, বর্ণনাটি 'খুবই অপরিচিত' (منكر جدا)। *(মা শা-'আ ২৩ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, যায়েদ বিন হারেছাহ তার পিতার ৩ সন্তান জাবালাহ, আসমা ও যায়েদ-এর মধ্যে তৃতীয় ও কনিষ্ঠ ছিলেন। এক সময় যায়েদ হারিয়ে যান। পিতা তার জন্য কেঁদে আকুল হন। পরে রাসূল (ছাঃ) তাকে লালন-পালন করেন এবং তিনি 'মুহাম্মাদের পুত্র' (زَيْدُ ابْنُ مُحَمَّدٍ) হিসাবে পরিচিত হন *(বুখারী হা/৪৭৮২)*। পরবর্তীতে সন্ধান পেয়ে তার বড় ভাই জাবালাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যায়েদকে আমার সাথে পাঠিয়ে দিন। তিনি বললেন, এই তো যায়েদ। তুমি ওকে নিয়ে যাও। আমি মানা করব না। তখন যায়েদ বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার উপর কাউকে প্রাধান্য দিব না। জাবালাহ বলেন, (পরবর্তীতে) আমি দেখলাম আমার ভাইয়ের সিদ্ধান্ত আমার চাইতে উত্তম ছিল' *(হাকেম হা/৪৯৪৭-৪৮; তিরমিযী হা/৩৮১৫; মিশকাত হা/৬১৬৫)*।

কিছু দূরে নিয়ে বুক চিরে ফেলেন। অতঃপর কলীজা বের করে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে কিছু জমাট রক্ত ফেলে দেন এবং বলেন, هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ‘এটি তোমার মধ্যেকার শয়তানের অংশ’। অতঃপর বুক পূর্বের ন্যায় জোড়া লাগিয়ে দিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। পুরা ব্যাপারটি খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়। সাথী বাচ্চারা ছুটে গিয়ে হালীমাকে খবর দিল যে, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। তিনি ছুটে এসে দেখেন যে, মুহাম্মাদ মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে’।[৫৫] হালীমা তাকে বুকে তুলে বাড়ীতে এনে সেবা-যত্ন করতে থাকেন। এই অলৌকিক ঘটনায় হালীমা ভীত হয়ে পড়েন এবং একদিন তাঁকে তার মায়ের কাছে ফেরত দিয়ে যান। তখন তার বয়স ছিল ছয় বছর। তাঁর দ্বিতীয়বার বক্ষবিদারণ হয় মি‘রাজে গমনের পূর্বে মক্কায়।[৫৬]

বক্ষবিদারণ পর্যালোচনা (بحث فى شق الصدر) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্ষবিদারণ সম্পর্কে শী‘আগণ ও অন্যান্য আপত্তিকারীগণ মূলতঃ তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন। (১) বক্ষবিদারণের ঘটনাটি মানব প্রকৃতির বিরোধী (২) এটি জ্ঞান ও যুক্তি বিরোধী (৩) এটি আল্লাহ্র সৃষ্টিবিধান পরিবর্তনের শামিল।

এর জবাবে বলা যায় : (১) শৈশবে বক্ষবিদারণের বিষয়টি ভবিষ্যত নবুঅতের আগাম নিদর্শন। (২) শৈশবে ও মি‘রাজ গমনের পূর্বে বক্ষবিদারণের ঘটনা অন্ততঃ ২৫ জন ছাহাবী কর্তৃক অবিরত ধারায় বর্ণিত ছহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত *(ইবনু কাছীর, তাফসীর ইসরা ১ আয়াত)*। অতএব এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। (৩) যাবতীয় মানবীয় কলুষ থেকে পরিচ্ছন্ন করা। যাকে ‘শয়তানের অংশ’ বলা হয়েছে। এটা তাঁর জন্য খাছ এবং পৃথক একটি বৈশিষ্ট্য। (৪) প্রত্যেক নবীরই কিছু মু‘জেযা থাকে। সে হিসাবে এটি শেষনবী (ছাঃ)-এর বিশেষ মু‘জেযা সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে মানবীয় জ্ঞানের কোন প্রবেশাধিকার নেই। (৫) শেষনবী ও শ্রেষ্ঠনবী হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্র সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে ও বিশেষ ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত ছিলেন। অতএব বক্ষবিদারণের ঘটনা সাধারণ মানবীয় রীতির বিরোধী হ’লেও তা আল্লাহ্র অনন্য সৃষ্টি কৌশলের অধীন। যেমন শিশুকালে মূসা (আঃ) সাগরে ভেসে গিয়ে ফেরাঊনের গৃহে লালিত-পালিত হন’ *(ত্বোয়াহা ২০/৩৮-৩৯)*। ঈসা (আঃ) মাতৃক্রোড়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে বাক্যালাপ করেন’ *(মারিয়াম ১৯/৩০-৩৩)* ইত্যাদি।

দুঃখের বিষয় স্কটিশ প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মূর (১৮১৯-১৯০৫) তাঁর লিখিত নবীজীবনী Life of Mahomet (1857 & 1861) গ্রন্থে বক্ষবিদারণের এ ঘটনাটিকে মূর্ছা (Epilepsy) রোগের ফল বলেছেন। শৈশব থেকেই এ রোগগ্রস্ত হওয়ার কারণে তিনি মাঝে-মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। অতঃপর সেই বিকারের মধ্যে তিনি মনে করতেন

---

৫৫. মুসলিম হা/১৬২, আনাস (রাঃ) হ’তে; মিশকাত হা/৫৮৫২ ‘নবুঅতের নিদর্শন সমূহ’ অনুচ্ছেদ।
৫৬. বুখারী হা/৩৮৮৭, ৩৪৯; মুসলিম হা/১৬৪, ১৬৩; মিশকাত হা/৫৮৬২, ৫৮৬৪, ‘মি‘রাজ’ অনুচ্ছেদ।

যে, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তিনি বাণী প্রাপ্ত হয়েছেন *(না‘ঊযুবিল্লাহ)*।[৫৭] জার্মান প্রাচ্যবিদ ড. স্প্রেঙ্গার (১৮১৩-১৮৯৩) আরেকটি অদ্ভুত তথ্য পেশ করেছেন যে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বিবি আমেনার কণ্ঠদেশে ও বাহুতে এক এক খণ্ড লোহা ঝুলানো ছিল’। এর দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তিনি মৃগীরোগী ছিলেন’ *(ঐ, ২৪০ পৃঃ)*।

উইলিয়াম মূর মুহাম্মাদকে চঞ্চলমতি প্রমাণ করার জন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, ‘পাঁচ বছর বয়সে মায়ের নিকট রেখে যাওয়ার জন্য হালীমা তাকে নিয়ে মক্কায় আসছিলেন। কাছাকাছি আসার পর বালকটি হঠাৎ হালীমার সঙ্গছাড়া হয়ে উধাও হয়ে যায়। তখন আব্দুল মুত্ত্বালিব তার কোন ছেলেকে পাঠিয়ে দেখেন যে, বালকটি এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর তিনি তাঁকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যান’। কেবল মূর নন বৃটিশ প্রাচ্যবিদ স্যামুয়েল মার্গোলিয়থ (১৮৫৮-১৯৪০) লিখেছেন, পিতৃহীন এই বালকের অবস্থা মোটেও প্রীতিকর ছিল না। মুহাম্মাদের শেষ বয়সে তাঁর চাচা হামযা (মাতাল অবস্থায়) তাকে নিজ পিতার দাস বলে বিদ্রূপ করেছিলেন’ *(ঐ, ২৫৮-৫৯ পৃঃ)*। মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) বলেন, এই শ্রেণীর বিদ্বেষ-বিষ জর্জরিত অসাধু লোকদিগের কথার প্রতিবাদ করিয়া শ্রম ও সময়ের অপব্যয় করা উচিৎ নহে’ *(ঐ, ২৪০ পৃঃ)*।

আমেনার ইয়াছরিব গমন ও মৃত্যুবরণ (رحلة إلى يثرب ووفاة آمنة) :

প্রাণাধিক সন্তানকে কাছে পেয়ে আমেনা তার প্রাণপ্রিয় স্বামীর কবর যেয়ারত করার মনস্থ করেন। শ্বশুর আব্দুল মুত্ত্বালিব সব ব্যবস্থা করে দেন। সেমতে পুত্র মুহাম্মাদ ও পরিচারিকা উম্মে আয়মনকে সাথে নিয়ে তিনি মক্কা থেকে প্রায় ৪৬০ কিঃ মিঃ উত্তরে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অতঃপর যথাসময়ে মদীনায় পৌঁছে নাবেগা আল-জা‘দীর পারিবারিক গোরস্থানে স্বামীর কবর যেয়ারত করেন। অতঃপর সেখানে এক মাস বিশ্রাম নেন। এরপর পুনরায় মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু কিছু দূর এসেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ‘আবওয়া’ (الأَبْوَاء) নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। যা বর্তমানে মদীনা থেকে মক্কার পথে ২৫০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত একটি শহরের নাম। উম্মে আয়মন শিশু মুহাম্মাদকে মক্কায় নিয়ে আসেন। এভাবে জন্ম থেকে পিতৃহারা ইয়াতীম মুহাম্মাদ মাত্র ৬ বছর বয়সে মাতৃহারা হ’লেন *(ইবনু হিশাম ১/১৬৮)*।

দাদার স্নেহনীড়ে মুহাম্মাদ (محمد إلى جده العطوف) :

পিতৃ-মাতৃহীন ইয়াতীম মুহাম্মাদ এবার এলেন প্রায় ৮০ বছরের বৃদ্ধ দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিবের স্নেহনীড়ে। আব্দুল মুত্ত্বালিব নিজেও ছিলেন জন্ম থেকে ইয়াতীম। সেই শিশুকালের ইয়াতীম আব্দুল মুত্ত্বালিব আজ বৃদ্ধ বয়সে নিজ ইয়াতীম পৌত্রের অভিভাবক হন। কিন্তু এ স্নেহনীড় বেশী দিন স্থায়ী হয়নি।

---

৫৭. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত (ঢাকা : ঝিনুক পুস্তিকা ১৯৭৫), ২৫০ পৃঃ।

Contents

মাত্র দু'বছর পরে শিশু মুহাম্মাদের বয়স যখন ৮ বছর, তখন তার দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব ৮২ বছর বয়সে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। ফলে তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী আপন চাচা আবু ত্বালিব তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ তিনি ভাতীজার যোগ্য অভিভাবক হিসাবে জীবনপাত করেন।[৫৮]

শিশু মুহাম্মাদের কিছু বরকতমণ্ডিত নিদর্শন (الآثار المباركة فى طفوليته صـ) :

(১) ধাত্রীমাতা হালীমা সা'দিয়াহ বলেন, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় আমার বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল। বাহন মাদী গাধাটির অবস্থাও ছিল করুণ। কেননা এ সময় আরব ভূমিতে দুর্ভিক্ষের বছর চলছিল। ফলে বেশী অর্থ পাবে না বলে ইয়াতীম মুহাম্মাদকে কেউ নিতে চাচ্ছিল না। অবশেষে আমি তাকে নিতে সম্মত হ'লাম। অতঃপর যখন তাকে বুকে রাখলাম, তখন সে এবং আমার গর্ভজাত সন্তান দু'জনে পেট ভরে আমার বুকের দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে গেল। ওদিকে উটনীর পালান দুধে ভরে উঠল। যার দুধ আমরা সবাই তৃপ্তির সাথে পান করলাম। তখন আমার স্বামী হারেছ বললেন, 'হালীমা! আল্লাহ্র কসম! তুমি এক মহা ভাগ্যবান সন্তান লাভ করেছ'। তারপর বাড়ীতে ফিরে আসার সময় দেখা গেল যে, আমাদের সেই দুর্বল মাদী গাধাটি এত তেযী হয়ে গেছে যে, কাফেলার সবাইকে পিছনে ফেলে সে এগিয়ে যাচ্ছে। যা দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে গেল।

(২) বাড়ীতে ফিরে এসে দেখা গেল আমাদের রাখাল যে চারণভূমিতে পশুপাল নিয়ে যেত অন্যান্য রাখালরাও সেখানে তাদের পশুপাল নিয়ে যেত। কিন্তু তাদের পশুগুলো ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরত। অথচ আমাদের পশুপাল তৃপ্ত অবস্থায় এবং পালানে দুধভর্তি অবস্থায় বাড়ী ফিরত। এভাবে আমরা প্রতিটি ব্যাপারেই বরকত লক্ষ্য করলাম এবং আমাদের সংসারে সচ্ছলতা ফিরে এল।[৫৯]

(৩) কা'বা চত্বরের যে নির্দিষ্ট স্থানটিতে দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব বসতেন, সেখানে তার জন্য নির্দিষ্ট আসনে কেউ বসতো না। কিন্তু শিশু মুহাম্মাদ ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি এসে সরাসরি দাদার আসনেই বসে পড়তেন। তার চাচারা তাকে সেখান থেকে নামিয়ে দিতে চাইলে দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব তাকে নিজের কাছেই বসাতেন ও গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলতেন, دَعُوا ابْنِي فَوَاللهِ إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا 'আমার এ বেটাকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ্র কসম এর মধ্যে বিশেষ কিছু শুভ লক্ষণ আছে'।[৬০]

---

৫৮. ইবনু হিশাম ১/২২৩, ২৩৫, ত্বাবাক্বাত ইবনে সা'দ ১/১১৭-১৮। বর্ণনাটির সনদ 'যঈফ' *(তাহক্বীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৭০)*।

৫৯. ইবনু হিশাম ১/১৬২-১৬৪; বিষয়টি সকল সীরাত গ্রন্থে এবং মুসনাদে আহমাদ, সুনানে দারেমী, মুস্তাদরাকে হাকেম (২/৬১৬-১৭) প্রভৃতি গ্রন্থে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে *(আকরাম যিয়া, সীরাহ ছহীহাহ ১/১০৩ পৃঃ)*।

৬০. ইবনু হিশাম ১/১৬৮; আল-বিদায়াহ ২/২৮১; বর্ণনাটির সনদ মুনক্বাতি' (ছিন্ন সূত্র) হওয়ায় 'যঈফ' *(মা শা-'আ ১০ পৃঃ)*। তবে শিশুদের এমন আচরণ এবং তা দেখে মুরব্বীদের এমন শুভ আশাবাদ ব্যক্ত করার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই।

উল্লেখ্য যে, ভাতীজার প্রশংসায় পঠিত আবু তালিবের কবিতা,

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ + ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلأَرَامِلِ

‘শুভ্র দর্শন (মুহাম্মাদ) যার চেহারার অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। সে যে ইয়াতীমদের আশ্রয়স্থল ও বিধবাদের রক্ষক’ যা তিনি পাঠ করেছিলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅত লাভের পর কুরাইশদের চরম হুমকির সময়। এর মাধ্যমে তিনি মক্কার নেতাদেরকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন এবং বলতে চেয়েছিলেন যে, কোন অবস্থাতেই তিনি মুহাম্মাদকে তাদের দাবী মতে তাদের হাতে ছেড়ে দিবেন না। ইবনু হিশাম বলেন, উক্ত প্রসঙ্গে আবু তালিব ৮০ লাইনের যে দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন, তা আমার নিকটে বিশুদ্ধভাবে এসেছে। তবে কোন কোন বিদ্বান এর অধিকাংশ কবিতা সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন’ *(ইবনু হিশাম ১/২৭২-৮০)*।

এক্ষণে শিশুকালে তাঁকে নিয়ে চাচা কা‘বাগৃহে গিয়ে তাঁর অসীলায় এই দো‘আ করেছিলেন বলে ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা‘দ, বায়হাক্বী দালায়েলুন নবুঅত প্রভৃতি গ্রন্থে যে বর্ণনা এসেছে তার সনদ ‘যঈফ’ *(মা শা-‘আ ১৪-১৫ পৃঃ)*। বরং মদীনাতে গিয়ে অনাবৃষ্টির সময় লোকদের দাবীর প্রেক্ষিতে জুম‘আর খুৎবায় মিম্বরে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ) বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন এবং সে বৃষ্টিতে মদীনা সিক্ত হয়েছে।[৬১] রাসূল (ছাঃ)-এর বৃষ্টি প্রার্থনার সময় আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) আবু ত্বালিবের পঠিত উপরোক্ত কবিতার লাইনটি পাঠ করতেন’।[৬২] ইবনু কাছীর (রহঃ) আবু ত্বালিবের পঠিত দীর্ঘ কবিতাকে বহুবিশ্রুত সাব‘আ মু‘আল্লাক্বার কবিতাসমূহের চাইতে অধিক উত্তম ও সারগর্ভ বলে মত প্রকাশ করেছেন’।[৬৩] জনৈক বেদুঈন ব্যক্তির আবেদনক্রমে রাসূল (ছাঃ) মিম্বরে উঠে আল্লাহ্র নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করে বলেন, اَللَّهُمَّ اسْقِنَا ‘হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ কর’।

উক্ত হাদীছে এ কথাও রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ كَانَ أَبُو طَالِبٍ حَيًّا لَقَرَّتْ عَيْنَاهُ ‘যদি আজ আবু ত্বালিব বেঁচে থাকতেন, তাহ’লে তার দু’চক্ষু শীতল হয়ে যেত’। অতঃপর তিনি বলেন, কে আমাদেরকে তাঁর সেই কথাগুলি শুনাবে? তখন আলী (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সম্ভবতঃ আপনি তাঁর কবিতার সেই কথা বলছেন। যেখানে তিনি বলেছেন, وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ *(বায়হাক্বী, দালায়েল হা/২৩৮)*।

---

৬১. বুখারী, ফাৎহসহ হা/১০২১, ১০২৯; ইবনু হিশাম ১/২৮০ পৃঃ।
৬২. বুখারী, ফাৎহসহ হা/১০০৮, ১০০৯ ‘ইস্তিসক্বা’ অনুচ্ছেদ, ২/৫৭৬ পৃঃ; বায়হাক্বী, দালায়েল হা/২৩৮।
৬৩. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/৫৭; (قلت: هَذِه قَصِيدَةٌ عَظِيمَةٌ بَلِيغَةٌ جداًّ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَهَا إِلَّا مَنْ نُسِبَتْ إِلَيْهِ، وَهِيَ أَفْحَلُ مِنَ الْمُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ، وَأَبْلَغُ فِي تَأْدِيَةِ الْمَعْنَى فيها جَمِيعًا)

ইবনু হাজার বলেন, وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَعْفٌ لَكِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُتَابَعَةِ আনাস (রাঃ) বর্ণিত উক্ত হাদীছটির মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও এটিকে সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করা যায়'।[৬৪]

উক্ত দীর্ঘ কবিতা সম্পর্কে সীরাতে ইবনে হিশামের ভাষ্যকার আব্দুর রহমান সুহায়লী (মৃ. ৫৮১ হি.) বলেন, আবু তালেব স্বীয় পিতা আব্দুল মুত্ত্বালিবের সময়ে এটা দেখেছেন যে, অনাবৃষ্টিতে কাতর মক্কাবাসীদের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তিনি নারী-পুরুষ সবাইকে নিয়ে কা'বাগৃহে জমা হন এবং আল্লাহ্র নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করেন। এ সময় শিশু মুহাম্মাদ তাঁর পাশে ছিল এবং তিনি তাকে কাঁধে তুলে নেন। অতঃপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হয় *(ইবনু হিশাম ১/২৮১, টীকা-২)*। তবে উক্ত প্রার্থনায় আব্দুল মুত্ত্বালিব উপস্থিত নারী-পুরুষ সকলের দোহাই দিয়েছেন। অতএব উক্ত ঘটনায় মুহাম্মাদের পৃথক বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না।

কিশোর মুহাম্মাদ ও ব্যবসায় গমন (محمد المراهق والذهاب الى التجارة) :

১০ বা ১২ বছর বয়সে চাচার সাথে ব্যবসা উপলক্ষে তিনি সর্বপ্রথম সিরিয়ার বুছরা (بُصْرَى) শহরে গমন করেন। সেখানে জিরজীস (جِرْجِيْس) ওরফে বাহীরা (بَحِيرَى) নামক জনৈক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাহেব অর্থাৎ খ্রিষ্টান পাদ্রীর সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি মক্কার কাফেলাকে আন্তরিক আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করেন এবং কিশোর মুহাম্মাদের হাত ধরে কাফেলা নেতা আবু ত্বালেবকে বলেন, هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ هَذَا يَبْعَثُهُ اللهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ 'এই বালক বিশ্ব জাহানের নেতা। একে আল্লাহ বিশ্ব চরাচরের রহমত হিসাবে প্রেরণ করবেন'। আবু ত্বালেব বললেন, কিভাবে আপনি একথা বুঝলেন? তিনি বললেন, গিরিপথের অপর প্রান্ত থেকে যখন আপনাদের কাফেলা দৃষ্টি গোচর হচ্ছিল, তখন আমি খেয়াল করলাম যে, সেখানে এমন কোন প্রস্তরখণ্ড বা বৃক্ষ ছিল না, যে এই বালকের প্রতি সিজদায় পতিত হয়নি। আর নবী ব্যতীত এরা কাউকে সিজদা করে না। তাছাড়া মেঘ তাঁকে ছায়া করছিল। গাছ তার প্রতি নুইয়ে পড়ছিল। এতদ্ব্যতীত 'মোহরে নবুঅত' দেখে আমি তাকে চিনতে পেরেছি, যা তার (বাম) স্কন্ধমূলে ছোট্ট ফলের আকৃতিতে উঁচু হয়ে আছে। আমাদের ধর্মগ্রন্থে আখেরী নবীর এসব আলামত সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি। অতএব হে আবু ত্বালেব! আপনি সত্বর একে মক্কায় পাঠিয়ে দিন। নইলে ইহূদীরা জানতে পারলে ওকে মেরে ফেলতে পারে'। অতঃপর চাচা তাকে কিছু গোলামের সাথে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। এ সময় পাদ্রী তাকে পিঠা ও তৈল উপহার দেন।[৬৫]

---

৬৪. ফাৎহুল বারী হা/১০০৮-এর আলোচনা দ্রঃ; মা শা-'আ ১১-১৫ পৃঃ।

৬৫. ইবনু হিশাম ১/১৮০-৮৩; তিরমিযী হা/৩৬২০; অত্র হাদীছে বেলালের সাথে তাঁকে মক্কায় ফেরৎ পাঠানোর কথা এসেছে, যেটা 'মুনকার' (منكر وغير محفوظ)। এ অংশটুকু বাদে হাদীছ ছহীহ। আলবানী, মিশকাত

ইবনু ইসহাক বলেন, পাদ্রী বাহীরা তাকে পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে লাত ও ‘উযযার দোহাই দিয়ে কিছু প্রশ্ন করেন। তখন তরুণ মুহাম্মাদ তাকে বলেন, আমাকে লাত ও ‘উযযার নামে কোন প্রশ্ন করবেন না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এদু’টির চাইতে কোন কিছুর প্রতি অধিক বিদ্বেষ পোষণ করি না। অতঃপর তিনি তাকে তার নিদ্রা, আচরণ-আকৃতি ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সেগুলিতে তিনি তাদের কিতাবে বর্ণিত গুণাবলীর সাথে মিল পান। অতঃপর তিনি আবু তালিবকে বলেন, ছেলেটি কে? আবু তালিব বলেন, এটি আমার বেটা। তিনি বললেন, না। এটি আপনার পুত্র নয়। এই ছেলের বাপ জীবিত থাকতে পারেন না। তখন আবু তালিব বললেন, এটি আমার ভাতিজা। বাহীরা বললেন, তার পিতা কি করেন? জবাবে আবু তালিব বলেন, তিনি মারা গেছেন এমতাবস্থায় যে তার মা গর্ভবতী ছিলেন। বাহীরা বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আপনি ভাতিজাকে নিয়ে আপনার শহরে চলে যান এবং ইহূদীদের থেকে সাবধান থাকবেন। ... আপনার ভাতিজার মহান মর্যাদা রয়েছে’ *(ইবনু হিশাম ১/১৮২)*।

কিছু কিছু খ্রিষ্টান প্রাচ্যবিদ এই ঘটনা থেকে নবী চরিত্রের উপরে অপবাদ দিতে চেষ্টা করেছেন যে, তিনি পাদ্রী বাহীরা-র নিকট থেকে তাওরাত শিখেছিলেন। যা থেকে তিনি কুরআন বর্ণনা করেছেন।[৬৬] অথচ তখন তাওরাত বা ইনজীল আরবীতে অনূদিত হয়নি। তাছাড়া মুহাম্মাদ (ছাঃ) তখন ছিলেন মাত্র ১০/১২ বছরের বালক। যিনি মাতৃভাষা আরবীতেই লেখাপড়া জানতেন না *(আনকাবূত ২৯/৪৮)*। তিনি ও তাঁর বংশের সবাই ছিলেন উম্মী বা নিরক্ষর। তাহ’লে কিভাবে এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতে তিনি পাদ্রীর নিকট থেকে তাওরাত শিখলেন, যা হিব্রু ভাষায় লিখিত। কিভাবে তিনি তার অর্থ বুঝলেন? অতঃপর সেগুলি কিভাবে সাক্ষাতের ২৮/৩০ বছর পর আরবীতে পরিবর্তন করে ‘কুরআন’ আকারে পেশ করলেন?

তরুণ মুহাম্মাদ ও ‘ফিজার’ যুদ্ধ (محمد الناشئ وحرب الفِجَار) :

তিনি যখন পনের কিংবা বিশ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন ‘ফিজার যুদ্ধ’ (حَرْبُ الْفِجَارِ) শুরু হয়। এই যুদ্ধে একপক্ষে ছিল কুরায়েশ ও তাদের মিত্র বনু কিনানাহ এবং অপর পক্ষে ছিল ক্বায়েস আয়লান। যুদ্ধে কুরায়েশ পক্ষের জয় হয়। কিন্তু এ যুদ্ধের ফলে ‘হারাম’ মাস (যে মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ) এবং কা‘বার পবিত্রতা বিনষ্ট হয় বলে একে ‘হারবুল ফিজার’ বা দুষ্টুদের যুদ্ধ বলা হয়। তরুণ মুহাম্মাদ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং চাচাদের তীর যোগান দেবার কাজে সহায়তা করেন বলে যে বর্ণনা বিভিন্ন ইতিহাস

হা/৫৯১৮ টীকা-১। রাযীন-এর বর্ণনায় এসেছে যে, আলী (রাঃ) তাঁর পিতা আবু ত্বালিব সূত্রে বলেন যে, আমি তাকে একদল লোক সহ মক্কায় ফেরৎ পাঠাই, যাদের মধ্যে বেলাল ছিল’ *(মিরক্বাত হা/৫৯১৮-এর আলোচনা)*।

৬৬. সীরাহ নববিইয়াহ ছহীহাহ ১/১১০; গৃহীত : গোস্তাফ লুবূন, আরব সভ্যতা পৃঃ ১০২; মন্টোগোমারী ওয়াট, মক্কায় মুহাম্মাদ পৃঃ ৭৫।

গ্রন্থে রয়েছে, তা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়।[৬৭] বরং এটাই সঠিক যে, আল্লাহপাক তাঁকে হারাম মাসে যুদ্ধে অংশগ্রহণের পাপ থেকে রক্ষা করেন। যেমন জন্ম থেকেই আল্লাহ তাঁকে সকল মন্দকর্ম থেকে রক্ষা করেছেন *(সীরাহ ছহীহাহ ১/১১৪)*।

নবীর নিষ্পাপত্ব (فى عصمة النبى صــ) :

বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে, সকল নবীই নিষ্পাপ ছিলেন। আর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) নবী হওয়ার আগে ও পরে যাবতীয় কুফরী থেকে এবং অহী প্রাপ্তির পরে কবীরা গোনাহের সংকল্প থেকেও নিষ্পাপ ছিলেন। ইচ্ছাকৃতভাবে ছগীরা গোনাহ জায়েয ছিল। তাঁদের এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, কুফরী ও কবীরা গোনাহ থেকে তিনি নবুঅত লাভের পূর্ব হ'তেই নিষ্পাপ ছিলেন। যেমন (১) তিনি কুরায়েশদের নিয়ম অনুযায়ী হজ্জের সময় কখনো তাদের সাথে মুযদালিফায় অবস্থান করেননি। বরং অন্যদের সাথে আরাফাতে অবস্থান করতেন। তাঁকে সেখানে দেখে একবার জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম আশ্চর্য হয়ে বলে উঠেছিলেন, وَاللهِ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا 'আল্লাহ্‌র কসম! এ তো হুম্‌স-দের সন্তান। তার কি হয়েছে যে, সে এখানে অবস্থান করছে?'[৬৮] (২) তিনি কখনো মূর্তি স্পর্শ করেননি। একবার তিনি স্বীয় মুক্তদাস যায়েদ বিন হারেছাহকে নিয়ে কা'বাগৃহ তাওয়াফ করছিলেন। সে সময় যায়েদ মূর্তিকে স্পর্শ করলে তিনি তাকে নিষেধ করেন। দ্বিতীয়বার যায়েদ আরেকটি মূর্তিকে স্পর্শ করেন বিষয়টির নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। তিনি পুনরায় তাকে নিষেধ করেন। এরপর থেকে নবুঅত লাভের আগ পর্যন্ত যায়েদ কখনো মূর্তি স্পর্শ করেননি। তিনি কসম করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনোই মূর্তি স্পর্শ করেননি। অবশেষে আল্লাহ তাকে অহী প্রেরণের মাধ্যমে সম্মানিত করেন।[৬৯] (৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনোই মূর্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত পশুর গোশত কিংবা যার উপরে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়নি, এমন কোন গোশত ভক্ষণ করেননি' *(বুখারী ফৎহসহ হা/৫৪৯৯)*। (৪) কা'বা পুনর্নির্মাণ কালে দূর থেকে পাথর বহন করে আনার সময় চাচা আব্বাসের প্রস্তাবক্রমে তিনি কাপড় খুলে ঘাড়ে রাখেন। ফলে তিনি সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। অতঃপর হুঁশ ফিরলে তিনি পাজামা কঠিনভাবে বেঁধে দিতে বলেন' *(বুখারী, মুসলিম)*। যদিও বিষয়টি সেযুগে কোনই লজ্জাকর বিষয় ছিল না। ইবনু হাজার আসক্বালানী উক্ত হাদীছের আলোচনায় বলেন, 'এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ স্বীয় নবী-কে নবুঅতের পূর্বে ও পরে সকল মন্দকর্ম থেকে হেফাযত করেন'।[৭০] (৫) আল্লাহ তাঁর আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন *(বুখারী হা/৭৪১০)*। তাই

---

৬৭. ইবনু হিশাম ১/১৮৬; আর-রাহীক্ব ৫৯ পৃঃ; সীরাহ ছহীহাহ ১/১১১; মা শা-'আ ১৬ পৃঃ।
৬৮. বুখারী হা/১৬৬৪; মুসলিম হা/১২২০।
৬৯. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৪৬৬৮; হাকেম হা/৪৯৫৬, ৩/২১৬; সনদ ছহীহ।
৭০. মুসলিম হা/৩৪০; বুখারী ফৎহসহ হা/৩৬৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তিনি ছিলেন আল্লাহ্র মনোনীত নিষ্পাপ রাসূল[৭১]- *ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম* (আল্লাহ তাঁর উপরে অনুগ্রহ করুন ও শান্তি বর্ষণ করুন!)।

হিলফুল ফুযূল (حلف الفضول) :

ফিজার যুদ্ধের ভয়াবহতা স্বচক্ষে দেখে দয়াশীল মুহাম্মাদের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। যাতে ভবিষ্যতে এরূপ ধ্বংসলীলা আর না ঘটে, সেজন্য তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হন। এই সময় হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটে যায়। যুবায়েদ (زُبَيْد) গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ব্যবসা উপলক্ষে মক্কায় এসে অন্যতম কুরায়েশ নেতা 'আছ বিন ওয়ায়েল-এর নিকটে মালামাল বিক্রয় করেন। কিন্তু তিনি মূল্য পরিশোধ না করে মাল আটকে রাখেন। তখন লোকটি অন্য নেতাদের কাছে সাহায্য চাইলে কেউ এগিয়ে আসেনি। ফলে তিনি ভোরে আবু কুবায়েস পাহাড়ে উঠে সবাইকে উদ্দেশ্য করে উচ্চকণ্ঠে হৃদয় বিদারক কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন। রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা যুবায়ের বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব এই আওয়ায শুনে ছুটে যান এবং ঘটনা অবহিত হয়ে তিনি অন্যান্য গোত্র প্রধানদের নিকটে গমন করেন। অতঃপর তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ নেতা আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আন তায়মীর গৃহে গোত্রপ্রধানদের নিয়ে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে রাসূল (ছাঃ)-এর দাদা ও নানার গোত্র সহ পাঁচটি গোত্র যোগদান করে। তারা হ'ল বনু হাশেম, বনু মুত্ত্বালিব, বনু আসাদ, বনু যোহরা ও বনু তাইম বিন মুররাহ। উক্ত বৈঠকে তরুণ মুহাম্মাদ কতগুলি কল্যাণমূলক প্রস্তাব পেশ করেন, যা নেতৃবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে। অতঃপর চাচা যুবায়েরের দৃঢ় সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। মূলতঃ ভাতিজা মুহাম্মাদ ছিলেন উক্ত কল্যাণচিন্তার উদ্ভাবক এবং পিতৃব্য যোবায়ের ছিলেন তার প্রথম ও প্রধান সমর্থক। চুক্তিগুলি ছিল নিম্নরূপ :

(১) আমরা সমাজ থেকে অশান্তি দূর করব (২) মুসাফিরদের হেফাযত করব (৩) দুর্বল ও গরীবদের সাহায্য করব এবং (৪) যালেমদের প্রতিরোধ করব'। হারবুল ফিজারের পরে যুলক্বা'দাহ্র 'হারাম' মাসে আল্লাহ্র নামে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি সম্পাদনের পরপরই তারা 'আছ বিন ওয়ায়েল-এর নিকট যান এবং তার কাছ থেকে উক্ত মযলূম যুবায়দী ব্যবসায়ীর প্রাপ্য হক বুঝে দেন। এরপর থেকে সারা মক্কায় শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করে এবং কুরাইশগণ এই কল্যাণকামী সংগঠনকে 'হিলফুল ফুযূল' (حِلْفُ الْفُضُولِ) বা 'কল্যাণকামীদের সংঘ' বলে আখ্যায়িত করেন।[৭২] একে (حِلْفَ

---

৭১. ড. আকরাম যিয়া উমারী, সীরাহ নববিইয়াহ ছহীহাহ ১/১১৪-১৭।

৭২. ইবনু হিশাম ১/১৩৩-৩৪; সীরাহ ছহীহাহ ১/১১১-১১২।

প্রসিদ্ধ আছে যে, জনৈক ইরাশী ব্যক্তি মক্কায় উট নিয়ে আসেন। আবু জাহল তার নিকট থেকে একটি উট খরীদ করেন। কিন্তু তার মূল্য পরিশোধে টাল-বাহানা করেন। তখন উক্ত ব্যক্তি কুরায়েশদের ভরা মজলিসে

(الْمُطَيَّبِينَ) ‘পবিত্রাত্মাদের সংঘ’ বলেও অভিহিত করা হয়েছে *(আহমাদ হা/১৬৫৫)*। অথচ ইতিপূর্বে নিয়ম ছিল গোত্রীয় বা দলীয় কোন ব্যক্তি শত অন্যায় করলেও তাকে পুরা গোত্র মিলে সমর্থন ও সহযোগিতা করতেই হ’ত। যেমন আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে ন্যায়-অন্যায় বাছ-বিচার ছাড়াই দলীয় ব্যক্তির সমর্থনে নেতা-কর্মীরা করে থাকেন। এমনকি আদালতও প্রভাবিত হয়।

হিলফুল ফুযূল-এর গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ مَعَ عُمُومَتِى وَأَنَا غُلاَمٌ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِى حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّى أَنْكُثُهُ ‘আমি আমার চাচাদের সঙ্গে হিলফুল ফুযূলে অংশগ্রহণ করি, যখন আমি বালক ছিলাম। অতএব আমি মূল্যবান লাল উটের বিনিময়েও উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করতে রাযী নই’ *(আহমাদ হা/১৬৫৫, ১৬৭৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯০০)*।

আল-আমীন মুহাম্মাদ (محمد الأمين) :

হিলফুল ফুযূল গঠন ও তার পরপরই যবরদস্ত কুরায়েশ নেতার কাছ থেকে বহিরাগত মযলূমের হক আদায়ের ঘটনায় চারিদিকে তরুণ মুহাম্মাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সবার মুখে মুখে তিনি ‘আল-আমীন’ অর্থাৎ বিশ্বস্ত ও আমানতদার বলে অভিহিত হ’তে থাকেন। অল্পবয়স হওয়া সত্ত্বেও কেউ তার নাম ধরে ডাকতো না। সবাই শ্রদ্ধাভরে ‘আল-আমীন’ বলে ডাকত।[৭৩]

দাঁড়িয়ে অভিযোগ পেশ করে বলেন, আমি একজন গরীব পথিক। অথচ আমার হক নষ্ট করা হয়েছে। লোকেরা তাকে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখিয়ে বলল, তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে চেন? তাঁর কাছে যাও। তখন লোকটি অনতিদূরে বসা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এল এবং উক্ত অভিযোগ পেশ করে বলল, আপনি আমার হক আদায় করে দিন। আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন! তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে নিয়ে আবু জাহল-এর বাড়িমুখে চললেন। মুশরিকদের পক্ষ হ’তে একজন তাদের পিছু নিল, ঘটনা কোন দিকে গড়ায় তা দেখার জন্য। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এসে আবু জাহলের দরজায় করাঘাত করলেন। তখন আবু জাহল বেরিয়ে এলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, আপনি এই ব্যক্তিকে তার হক বুঝে দিন। আবু জাহল বললেন, হ্যাঁ। আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি। অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন ও টাকা এনে ইরাশীকে দিয়ে দিলেন।... একথা জানতে পেরে লোকেরা আবু জাহলের কাছে এসে ধিক্কার দিয়ে বলল, আপনার কি হয়েছে? কখনই তো আপনার কাছ থেকে এরূপ আচরণ আমরা দেখিনি। আবু জাহল বললেন, তোমাদের ধ্বংস হৌক! আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মাদ আমার দরজায় করাঘাত করার পর তাঁর কণ্ঠ শুনে আমি ভয়ে কম্পিত হয়ে পড়ি। অতঃপর বেরিয়ে এসে দেখি তাঁর মাথার উপরে ভয়ংকর একটি উট। যার চোয়াল ও দাঁতসমূহের মতো আমি কখনো দেখিনি। আল্লাহ্র কসম! যদি আমি অস্বীকার করতাম, তাহ’লে সে আমাকে খেয়ে ফেলত’ *(ইবনু হিশাম ১/৩৮৯-৯০)*। ঘটনাটির সনদ যঈফ *(মা শা-‘আ ১৪৮-৪৯ পৃঃ)*।

৭৩. ইবনু হিশাম ১/১৯৮। প্রসিদ্ধ আছে যে, আব্দুল্লাহ বিন আবুল হামসা বলেন, নবুঅত পূর্বকালে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে কিছু খরীদ করেছিলাম। সেখানে মূল্য পরিশোধে আমি কিছু বাকী রাখি। অতঃপর আমি তাকে ওয়াদা করি যে, এই স্থানেই আমি উক্ত মূল্য নিয়ে আসছি। পরে আমি বিষয়টি ভুলে যাই। তিন দিন পরে স্মরণ হ’লে আমি এসে দেখি রাসূল (ছাঃ) সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমাকে কষ্ট দিলে। তিন দিন ধরে আমি এখানে তোমার অপেক্ষায় আছি’ *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯৬)*। হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, সনদ যঈফ; মা শা-‘আ ২০ পৃঃ)*।

যুবক ও ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ (محمد الشاب والتاجر) :

১২ বছর বয়সে পিতৃব্য আবু ত্বালিবের সাথে সর্বপ্রথম ব্যবসা উপলক্ষে শাম বা সিরিয়া সফর করেছিলেন। কিন্তু 'বাহীরা' রাহেবের কথা শুনে চাচা তাকে সাথে সাথেই মক্কায় ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন।[৭৪] এখন তিনি পঁচিশ বছরের পরিণত যুবক। কুরায়েশ বংশে অনেকে ছিলেন, যারা নির্দিষ্ট লভ্যাংশের বিনিময়ে ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করতেন। কিন্তু নিজেরা সরাসরি ব্যবসায়িক সফরে যেতেন না। এজন্য তারা সর্বদা বিশ্বস্ত ও আমানতদার লোক তালাশ করতেন। খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ছিলেন এমনই একজন বিদুষী ব্যবসায়ী মহিলা। মুহাম্মাদের সততা ও আমানতদারীর কথা শুনে তিনি তার নিকটে অন্যদের চেয়ে অধিক লভ্যাংশ দেওয়ার অঙ্গীকারে ব্যবসায়ের প্রস্তাব পাঠান। চাচার সাথে পরামর্শক্রমে তিনি এতে রাযী হয়ে যান। অতঃপর খাদীজার গোলাম মায়সারাকে সাথে নিয়ে প্রথম ব্যবসায়িক সফরে তিনি সিরিয়া গমন করেন।[৭৫] ব্যবসা শেষে মক্কায় ফিরে আসার পরে হিসাব-নিকাশ করে মূল পুঁজি সহ এত বেশী লাভ হস্তগত হয় যে, খাদীজা ইতিপূর্বে কারু কাছ থেকে এত লাভ পাননি।

বিবাহ (زواج النبى صـــ) :

ব্যবসায়ে অভাবিত সাফল্যে খাদীজা দারুণ খুশী হন। অন্যদিকে গোলাম মায়সারার কাছে মুহাম্মাদের মিষ্টভাষিতা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী এবং উন্নত চিন্তা-চেতনার কথা শুনে বিধবা খাদীজা মুহাম্মাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। ইতিপূর্বে পরপর দু'জন স্বামী মৃত্যুবরণ করায় মক্কার সেরা নেতৃবৃন্দ তাঁর নিকটে বিয়ের পয়গাম পাঠান। কিন্তু তিনি কোনটাই গ্রহণ করেননি। এবার তিনি নিজেই বান্ধবী নাফীসার মাধ্যমে নিজের বিয়ের পয়গাম পাঠালেন যুবক মুহাম্মাদ-এর কাছে। তখন উভয় পক্ষের মুরব্বীদের সম্মতিক্রমে শাম থেকে ফিরে আসার মাত্র দু'মাসের মাথায় সমাজনেতাদের উপস্থিতিতে ধুমধামের সাথে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। মুহাম্মাদ স্বীয় বিবাহের

---

৭৪. হাকেম হা/৪২২৯; তিরমিযী হা/৩৬২০; মিশকাত হা/৫৯১৮।

৭৫. ইবনু ইসহাক এখানে বিনা সনদে উল্লেখ করেন যে, শামে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) একজন পাদ্রীর উপাসনালয়ের পাশে একটি গাছের ছায়ায় অবতরণ করেন। তখন পাদ্রীটি গোলাম মায়সারাকে এসে বলেন, এ ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, ইনি হারামের অধিবাসী কুরায়েশ বংশের একজন ব্যক্তি। পাদ্রী বলেন, এই গাছের নীচে নবী ব্যতীত কেউ কখনো অবতরণ করেন না' *(ইবনু হিশাম ১/১৮৮)*। এই পাদ্রীর নাম নাস্তূরা (نَسْطُورا)। সুহায়লী বলেন, ঈসা (আঃ) থেকে এত দীর্ঘ বছর পর্যন্ত ঐ গাছটি বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। অতএব এক্ষেত্রে সঠিক বর্ণনা এটাই হ'তে পারে যে, ঈসা (আঃ)-এর পরে এ যাবৎ কেউ এর নীচে অবতরণ করেন নি। ইবনু ইসহাক ব্যতীত অন্য কেউ উক্ত বর্ণনা করেছেন' *(ঐ, টীকা-৩)*।

ইতিপূর্বে বাহীরা পাদ্রী এবং এখন নাস্তূরা পাদ্রীর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ বর্ণনা করে গল্পকারগণ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, খাদীজা উক্ত কারণেই মুহাম্মাদ-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন *(মোস্তফা চরিত ২৮৬-৮৮ পৃঃ)*। অথচ এগুলি একেবারেই ভিত্তিহীন কল্পকথা মাত্র।

মোহরানা স্বরূপ ২০টি উট প্রদান করেন। এ সময় খাদীজা ছিলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ ধনী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারিণী হিসাবে 'ত্বাহেরা' (পবিত্রা) নামে খ্যাত। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ এবং মুহাম্মাদের বয়স ছিল ২৫। মুহাম্মাদ ছিলেন খাদীজার তৃতীয় স্বামী। অন্যদিকে খাদীজা ছিলেন মুহাম্মাদের প্রথমা স্ত্রী।[৭৬] উভয়ের দাম্পত্য জীবন পঁচিশ বছর স্থায়ী হয়। মৃত্যুকালে খাদীজার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তবে উভয়ের বয়স নিয়ে মতভেদ আছে।[৭৭]

সন্তান-সন্ততি (أولاد النبى صـــ) :

তাঁর মোট ৩ পুত্র ও ৪ কন্যা ছিল। ইবরাহীম ব্যতীত বাকী ৬ সন্তানের সবাই ছিলেন খাদীজার গর্ভজাত। তিনি বেঁচে থাকা অবধি রাসূল (ছাঃ) দ্বিতীয় বিবাহ করেননি।[৭৮] মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে বিয়ের সময় খাদীজা পূর্ব স্বামীদ্বয়ের কয়েকজন জীবিত সন্তানের মা ছিলেন। তাঁর গর্ভজাত ও পূর্বস্বামীর সন্তানেরা সকলে ইসলাম কবুল করেন ও সকলে ছাহাবী ছিলেন। খাদীজার গর্ভে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথম সন্তান ছিল ক্বাসেম। তার নামেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপনাম ছিল আবুল ক্বাসেম। অতঃপর কন্যা যয়নব, পুত্র আব্দুল্লাহ; যার লকব ছিল ত্বাইয়িব ও ত্বাহের। কারণ তিনি নবুঅত লাভের পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর রুক্বাইয়া, উম্মে কুলছূম ও ফাতেমা। ক্বাসেম ছিলেন সন্তানদের

---

৭৬. ইবনু হিশাম ১/১৮৭-৮৯; আল-বিদায়াহ ২/২৯৩-৯৪।

৭৭. অধিকাংশ জীবনীকারের নিকট প্রসিদ্ধ মতে বিয়ের সময় উভয়ের বয়স ছিল যথাক্রমে ২৫ ও ৪০ *(ইবনু হিশাম ১/১৮৭)*। তবে কেউ কেউ ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স সম্পর্কে বলেছেন ২১, ৩০ ও ৩৭ এবং খাদীজার বয়স সম্পর্কে বলেছেন ২৫, ২৮, ৩৫ ও ৪৫। মৃত্যুকালে খাদীজার বয়স সম্পর্কে বলা হয়েছে ৫০ ও ৬৫। দ্রঃ ইবনু হিশাম ১/১৮৭, টীকা ১-২; হাকেম হা/৪৮৩৮, ৩/২০০; বায়হাক্বী দালায়েল হা/৪০৪; মা শা-'আ ১৮-১৯ পৃঃ।

খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর (১৮১৯-১৯০৫) ভিত্তিহীন কিছু বক্তব্য তাঁর প্রণীত নবী জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। যেমন খাদীজার পিতা খুওয়াইলিদ এই বিয়েতে আদৌ সম্মত ছিলেন না। তাই খাদীজা তাঁর পিতাকে মদ পান করিয়ে মাতাল করেন। অতঃপর তাঁর অজ্ঞান অবস্থায় বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে নেন'। এছাড়া এখানে উভয়ের সম্পর্ক নিয়েও কিছু বাজে কথা লেখা হয়েছে *(ঐ, নবীজীবনী পৃঃ ২৪)*। অন্যতম লেখক মার্গোলিয়থ (১৮৫৮-১৯৪০) খাদীজার বয়স যে ৪০ ছিল, তা মানতে রাযী হননি। কেবল এতটুকুই স্বীকার করেছেন যে, খাদীজার বয়স মুহাম্মাদের চেয়ে কিছুটা বেশী ছিল *(ঐ, নবীজীবনী পৃঃ ৬৬; দ্রঃ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত ২৯০-৯১ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর অভিভাবকদের পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিয়েতে যান তাঁর চাচা হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব। তিনি খাদীজার পিতা খুওয়াইলিদ বিন আসাদ-এর নিকটে বিয়ের পয়গাম পেশ করেন। অতঃপর উভয় পক্ষের সম্মতিতে বিবাহ হয়। বিয়েতে খুৎবা পাঠ করেন গোত্রনেতা চাচা আবু ত্বালিব *(ইবনু হিশাম ১/১৮৯-৯০ ও টীকা ১)*। তবে যুহরী (৫০-১২৪ হিঃ) বর্ণনা করেন যে, খুওয়াইলিদ ঐ সময় মাতাল ছিলেন। অতঃপর হুঁশ ফিরলে তিনি বিয়েতে অস্বীকার করেন। অবশেষে রাযী হন এবং বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন। পক্ষান্তরে ইবনু ইসহাক ব্যতীত অন্যেরা বলেন যে, খুওয়াইলিদ ঐ সময় জীবিত ছিলেন না। ফলে খাদীজার বিয়ে দেন তাঁর চাচা 'আমর বিন আসাদ। কেউ বলেন, তাঁর ভাই 'আমর বিন খুওয়াইলিদ *(ইবনু হিশাম ১/১৯০, টীকা ২)*। দুষ্ট ঐতিহাসিক মূর যুহরীর অপ্রমাণিত বক্তব্যকে পুঁজি করে তাতে আরও রং চড়িয়েছেন।

৭৮. ইবনু হিশাম ১/১৯০; মুসলিম হা/২৪৩৬।

মধ্যে সবার বড়। যিনি ১৭ মাস বয়সে মারা যান। নবুঅত লাভের পর আব্দুল্লাহ জন্ম গ্রহণের কিছু দিনের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করায় 'আছ বিন ওয়ায়েল প্রমুখ কুরায়েশ নেতারা রাসূল (ছাঃ)-কে 'আবতার' বা নির্বংশ বলে অভিহিত করেন। কেননা সে যুগে কারু পুত্র সন্তান মারা গেলে এবং পরে পুত্র সন্তান হ'তে দেরী হ'লে আরবরা ঐ ব্যক্তিকে 'আবতার' বলত। অতঃপর চার কন্যার মধ্যে কে সবার বড় ও কে সবার ছোট এ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে প্রসিদ্ধ মতে যয়নব বড় ও ফাতেমা ছিলেন ছোট।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মোট সাত সন্তানের ছয় জনই তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। তাদের মধ্যে পুত্রগণ শৈশবে মারা যান। কন্যাগণ সকলে বিবাহিতা হন ও হিজরত করেন। কিন্তু ফাতেমা ব্যতীত বাকী তিন কন্যা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর ছয় মাস পরে ফাতেমা (রাঃ) মারা যান। রাসূল (ছাঃ)-এর সর্বশেষ সন্তান ছিলেন পুত্র 'ইবরাহীম'। তিনি ছিলেন মিসরীয় দাসী মারিয়া ক্বিবতীয়ার গর্ভজাত। যিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং দুধ ছাড়ার আগেই মাত্র ১৮ মাস বয়সে ১০ম হিজরীর ২৯শে শাওয়াল মোতাবেক ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ২৭ অথবা ৩০শে জানুয়ারী সূর্য গ্রহণের দিন সোমবার মদীনায় ইন্তেকাল করেন।[৭৯]

জামাতাগণ (أختانه صـــ) :

(১) আবুল 'আছ বিন রাবী' : ইনি খাদীজার আপন বোন হালার পুত্র ছিলেন। কন্যা যয়নবকে তিনি এই ভাগিনার সাথে বিবাহ দেন। আলী ও উমামাহ নামে তাঁদের একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান হয়। যয়নব (রাঃ) ৮ম হিজরীতে এবং আবুল 'আছ (রাঃ) ১২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। (২-৩) উৎবা ও উতাইবাহ : আবু লাহাবের এই দুই পুত্রের সাথে রুক্বাইয়া ও উম্মে কুলছূমের বিবাহ হয়। কিন্তু সূরা লাহাব নাযিলের পর তাদেরকে তালাক দিতে আবু লাহাব বাধ্য করেন। এদের ঔরসে কোন সন্তানাদি হয়নি। পরে রুক্বাইয়া হযরত ওছমান (রাঃ)-এর সাথে বিবাহিতা হন। হাবশায় হিজরতকালীন সময়ে 'আব্দুল্লাহ' নামে তাঁর একটি পুত্র সন্তান হয়। যিনি ১ম হিজরীতে মদীনায় ৬ বছর বয়সে মারা যান। তার পরের বছর ২য় হিজরীতে বদরের যুদ্ধ থেকে ফেরার দিন রুক্বাইয়া মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর উম্মে কুলছূমকে ওছমানের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর দুই মেয়ের স্বামী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করায় ওছমানকে 'যুন-নূরাইন' (ذُوْ النُّوْرَين) বলা হয়।[৮০] উম্মে কুলছূম নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি ৯ম হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। (৪) আলী ইবনু আবী ত্বালেব : ২য় হিজরীর ছফর মাসে তাঁর সাথে ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহ হয়। হাসান, হোসায়েন, উম্মে কুলছূম ও যয়নব নামে তাঁর গর্ভজাত চারটি সন্তান ছিল। অনেকে মুহসিন ও রুক্বাইয়া নামে আরও দু'টি সন্তানের কথা

৭৯. বুখারী হা/১০৬০; মুসলিম হা/৯০৬; রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/৯৮ পৃঃ।
৮০. এ লকবটি তাঁর সম্পর্কে আবুবকর (রাঃ)-এর মন্তব্য দ্বারা প্রমাণিত *(আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/১১৫৩, সনদ ছহীহ)*।

বলেছেন। যারা শিশু অবস্থায় মারা যায়। ১১ হিজরীর ৩রা রামাযান মঙ্গলবার রাতে ৩০ অথবা ৩৫ বছর বয়সে ফাতেমা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন।[৮১]

কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণ ও মুহাম্মাদের মধ্যস্থতা (إعادة البناء للكعبة ووساطة محمد) :

আল-আমীন মুহাম্মাদ-এর বয়স যখন ৩৫ বছর, তখন কুরায়েশ নেতাগণ কা'বাগৃহ ভেঙ্গে পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। ইবরাহীম ও ইসমাঈলের হাতে গড়া ন্যূনাধিক আড়াই হাযার বছরের স্মৃতিধন্য এই মহা পবিত্র গৃহ সংস্কারের ও পুনর্নির্মাণের পবিত্র কাজে সকলে অংশীদার হ'তে চায়।

ইবরাহীমী যুগ থেকেই কা'বাগৃহ ৯ হাত উঁচু চার দেওয়াল বিশিষ্ট ঘর ছিল, যার কোন ছাদ ছিল না। কা'বা অর্থই হ'ল চতুর্দেওয়াল বিশিষ্ট ঘর। চার পাশের উঁচু পাহাড় থেকে নামা বৃষ্টির স্রোতের আঘাতে কা'বার দেওয়াল ভঙ্গুর হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া সে বছরের তীব্র বন্যায় কা'বা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। অধিকন্তু একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঐ সময় ঘটে যায়, যা ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি এবং যা কা'বা পুনর্নির্মাণে প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে কাজ করে। ঘটনাটি ছিল এই যে, কিছু চোর দেওয়াল টপকে কা'বা গৃহে প্রবেশ করে এবং সেখানে রক্ষিত মূল্যবান মালামাল ও অলংকারাদি চুরি করে নিয়ে যায়।

কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসে স্থির করেন যে, এর নির্মাণ কাজে কারু কোনরূপ হারাম মাল ব্যয় করা হবে না। তারা বলেন, হে কুরায়েশগণ! তোমরা এর নির্মাণ কাজে তোমাদের পবিত্র উপার্জন থেকে ব্যয় কর। এর মধ্যে ব্যভিচারের অর্থ, সূদের অর্থ, কারু প্রতি যুলুমের অর্থ মিশ্রিত করোনা' *(ইবনু হিশাম ১/১৯৪)*। অতঃপর কোন কোন গোত্র মিলে কোন পাশের দেওয়াল নির্মাণ করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। সাথে সাথে এবার ছাদ নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়, যা ইতিপূর্বে ছিল না। কিন্তু কে আগে দেওয়াল ভাঙ্গার সূচনা করবে? অবশেষে অলীদ বিন মুগীরাহ মাখযূমী সাহস করে প্রথম ভাঙ্গা শুরু করেন। তারপর সকলে মিলে দেওয়াল ভাঙ্গা শেষ করে ইবরাহীম (আঃ)-এর স্থাপিত ভিত পর্যন্ত গিয়ে ভাঙ্গা বন্ধ করে দেন।

অতঃপর সেখান থেকে নতুনভাবে সর্বোত্তম পাথর দিয়ে 'বাকূম' (باقوم بنّاء رومى) নামক জনৈক রোমক কারিগরের তত্ত্বাবধানে নির্মাণকার্য শুরু হয়। কিন্তু গোল বাঁধে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 'হাজারে আসওয়াদ' স্থাপনের পবিত্র দায়িত্ব কোন গোত্র পালন করবে সেটা নিয়ে। এই বিবাদ অবশেষে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে গড়াবার আশংকা দেখা দিল। তখন প্রবীণ নেতা আবু উমাইয়া মাখযূমী প্রস্তাব করলেন যে, আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম 'হারামে' প্রবেশ করবেন, তিনিই এই সমস্যার সমাধান করবেন। সবাই এ প্রস্তাব মেনে নিল।

---

৮১. সন্তান-সন্ততি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন : আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৫/২৬৭-৭০; রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/৯৫-১১১ পৃঃ; আল-ইছাবাহ, আব্দুল্লাহ বিন ওছমান ক্রমিক সংখ্যা ৬১৮৯।

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহ্র অপার মহিমা। দেখা গেল যে, বনু শায়বাহ ফটক দিয়ে সকালে সবার আগে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন সকলের প্রিয় 'আল-আমীন'। কা'বা নির্মাণে অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শী রাবী আব্দুল্লাহ বিন সায়েব আল-মাখযূমীর বর্ণনা মতে তাকে দেখে সবাই বলে উঠলো- هَذَا الْأَمِينُ، رَضِينَا، هَذَا مُحَمَّدٌ 'এই যে আল-আমীন। আমরা তাঁর উপর সন্তুষ্ট। এই যে মুহাম্মাদ'। অতঃপর তিনি ঘটনা শুনে একটা চাদর চাইলেন এবং সেটা বিছিয়ে নিজ হাতে 'হাজারে আসওয়াদ' উঠিয়ে তার মাঝখানে রেখে দিলেন। অতঃপর নেতাদের বললেন, আপনারা সকলে মিলে চাদরের চারপাশ ধরে নিয়ে চলুন। তাই করা হ'ল। কা'বার নিকটে গেলে তিনি পাথরটি উঠিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন।[৮২] এই দ্রুত ও সহজ সমাধানে সবাই সন্তুষ্ট হয়ে মুহাম্মাদের তারীফ করতে করতে চলে গেল। আরবরা এমন এক যুদ্ধ থেকে বেঁচে গেল, যা ২০ বছরেও শেষ হ'ত কি-না সন্দেহ। এ ঘটনায় সমগ্র আরবে তাঁর প্রতি ব্যাপক শ্রদ্ধাবোধ জেগে উঠলো। নেতাদের মধ্যে তাঁর প্রতি একটা স্বতন্ত্র সম্ভ্রমবোধ সৃষ্টি হ'ল।

উল্লেখ্য যে, নবুঅত লাভের পূর্ব পর্যন্ত কুরায়েশগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে শ্রদ্ধাভরে আল-আমীন (الْأَمِينُ) বলেই ডাকত' *(ইবনু হিশাম ১/১৯৮)*।

কা'বাগৃহ নির্মাণের এক পর্যায়ে উত্তরাংশের দায়িত্বপ্রাপ্ত বনু 'আদী বিন কা'ব বিন লুওয়াই তাদের হালাল অর্থের কমতি থাকায় কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়। ফলে মূল ভিতের ঐ অংশের প্রায় সাত হাত জায়গা বাদ রেখেই দেওয়াল নির্মাণ করা হয়। যা হাত্বীম (الْحَطِيم) বা পরিত্যক্ত নামে আজও ঐভাবে আছে। সেকারণ হাতীমের বাহির দিয়েই ত্বাওয়াফ করতে হয়, ভিতর দিয়ে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের পরে ঐ অংশটুকু কা'বার মধ্যে শামিল করে মূল ইবরাহীমী ভিতের উপর কা'বা পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নওমুসলিম কুরায়েশরা সেটা মেনে নিবে না ভেবে বিরত থাকেন' *(বুখারী হা/১৫৮৬)*। একারণেই বলা হয়ে থাকে, دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ 'মন্দ প্রতিরোধ অধিক উত্তম কল্যাণ আহরণের চাইতে'। উল্লেখ্য যে, হিজরতের ১৮ বছর পূর্বে কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণ সমাপ্ত হয়' *(ইবনু হিশাম ১/১৯৭-এর টীকা-৩)*।

কা'বার আকৃতি (شكل الكعبة) :

কুরায়েশ নির্মিত চতুষ্কোণ বিশিষ্ট কা'বা (যার রূপ বর্তমানে রয়েছে), তার দেওয়ালের উচ্চতা প্রায় ১৫ মিটার। উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়াল দশ দশ মিটার এবং পূর্ব ও পশ্চিম দেওয়াল বারো বারো মিটার করে প্রশস্ত। ৬টি খাম্বার উপরে নির্মিত ছাদ। মাত্বাফ থেকে

৮২. ইবনু হিশাম ১/১৯৭; আহমাদ হা/১৫৫৪৩; হাকেম হা/১৬৮৩; সনদ ছহীহ।

www.ahlehadeethbd.org

দেড় মিটার উচ্চতায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 'হাজারে আসওয়াদ' এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 'রুকনে ইয়ামানী' অবস্থিত। দরজার নীচের চৌকাঠ ২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত (*আর-রাহীক্ব পৃঃ ৬২*)। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর ইচ্ছা ছিল, হাত্বীমকে অন্তর্ভুক্ত করে মূল ভিতের উপর কা'বাগৃহ নির্মাণ করা, যা মাটি সমান হবে। যার পূর্ব দরজা দিয়ে মুছল্লী প্রবেশ করবে ও ছালাত শেষে পশ্চিম দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কুরায়েশরা তা না করে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে। যাতে তাদের ইচ্ছার বাইরে কেউ সেখানে প্রবেশ করতে না পারে'।[৮৩]

খালা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট এ হাদীছ শোনার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে (৬৪-৭৩ হিঃ) ৬৪ হিজরী সনে কা'বাগৃহ ভেঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর ইচ্ছানুযায়ী তা পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু ৭৩ হিজরী সনে তিনি যুদ্ধে নিহত হ'লে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তা পুনরায় ভেঙ্গে আগের মত হাত্বীমকে বাইরে রেখে নির্মাণ করেন। যা আজও রয়েছে। পরবর্তীতে আব্বাসীয় খলীফা মাহদী ও হারূণ এটি পুনর্নির্মাণ করে রাসূল (ছাঃ)-এর ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.) তাদের বলেন, لَا تَجْعَلْ كَعْبَةَ اللهِ مَلْعَبَةً لِلْمُلُوْكِ 'আপনারা কা'বাগৃহকে রাজা-বাদশাহদের খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করবেন না'।[৮৪] ফলে কা'বাগৃহ ঐ অবস্থায় রয়ে যায়। ইবরাহীমী ভিতে আজও ফিরে আসেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আকাংখাও পূর্ণ হয়নি।

নবুঅতের দ্বারপ্রান্তে নিঃসঙ্গপ্রিয়তা (حب التحنث قبيل النبوة) :

নবুঅত লাভের সময়কাল যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই তাঁর মধ্যে নিঃসঙ্গপ্রিয়তা বাড়তে থাকল। এক সময় তিনি কা'বাগৃহ থেকে প্রায় ৬ কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্বে হেরা পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ১২×৫$^{১}/_{৪}$×৭ বর্গফুট আকারের ছোট গুহার নিরিবিলি স্থানকে বেছে নিলেন। বাড়ী থেকে তিনি পানি ও ছাতু নিয়ে যেতেন। ফুরিয়ে গেলে আবার আসতেন। কিন্তু বাড়ীতে তার মন বসতো না। কখনো কখনো সেখানে একটানা কয়েকদিন কাটাতেন। তাঁর এই ইবাদত কতদিন ছিল, সেটির ধরন কেমন ছিল, সে বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না। অতঃপর রবীউল আউয়ালের জন্ম মাস থেকে শুরু হয় 'সত্যস্বপ্ন' (الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ) দেখা। তিনি স্বপ্নে যাই-ই দেখতেন তাই-ই দিবালোকের ন্যায় (مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ) সত্য হয়ে দেখা দিত' (*বুখারী ফৎহসহ হা/৪৯৫৩*)। এভাবে চলল

---

৮৩. বুখারী হা/১২৬; মুসলিম হা/১৩৩৩।
৮৪. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১২৭-২৮ আয়াত; ঐ, আল-বিদায়াহ ৮/২৫৩; সুহায়লী, আর-রাউযুল উনুফ ২/১৭৩।

প্রায় ছয় মাস। যা ছিল ২৩ বছরের নবুঅতকালের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। হাদীছে সম্ভবতঃ একারণেই সত্যস্বপ্নকে নবুঅতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে।[৮৫]

এসে গেল রামাযান মাস। পূর্বের ন্যায় এবারেও তিনি পুরা রামাযান সেখানে ই'তিকাফে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। স্বগোত্রীয় লোকদের পৌত্তলিক ও বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা তাঁকে পাগল করে তুলত। কিন্তু তাদের ফিরানোর কোন পথ তাঁর জানা ছিল না।

মূলতঃ হেরা গুহায় নিঃসঙ্গ অবস্থানের বিষয়টি ছিল আল্লাহ্র দূরদর্শী পরিকল্পনা ও মহতী ব্যবস্থাপনারই অংশ। ইবনু আবী জামরাহ (ابن أبي جَمْرَةَ) বলেন, এর মধ্যে তিনটি ইবাদত এক সাথে ছিল। (১) নির্জনবাস (২) আল্লাহ্র ইবাদত এবং (৩) সেখান থেকে কা'বাগৃহ দেখতে পাওয়া। ইবনু ইসহাক বলেন, 'এভাবে নিঃসঙ্গ ইবাদত জাহেলিয়াতের রীতি ছিল। তাঁর কওম পূর্ব থেকেই যেমন আশূরার ছিয়াম পালন করত, তেমনি হেরা গুহায় নিঃসঙ্গ ইবাদত করত। আব্দুল মুত্ত্বালিব এটি প্রথম করেন'।[৮৬] বরং এটি ছিল ইবরাহীমী ইবাদতের (فَالتَّحَنُّثُ مِنْ بَقَايَا الْإِبْرَاهِيْمِيَّةِ) অবশিষ্টাংশ' *(সীরাহ ছহীহাহ ১/১২৩-টীকা)*। যার মাধ্যমে আল্লাহভীরু বান্দার মধ্যে অধ্যাত্ম চেতনার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটা সম্ভব হয়। এভাবে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় একদিন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহী নিয়ে জিব্রীল (আঃ) এসে হাযির হন।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২ (العبر – ٢) :

(১) শ্রেষ্ঠ বংশের জগতশ্রেষ্ঠ রাসূল ইয়াতীম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। এর দ্বারা আল্লাহ তাঁকে ইয়াতীম ও অসহায় শ্রেণীর দুঃখ-বেদনা অনুভবের অভিজ্ঞতা অর্জন করান।

(২) তাঁকে উম্মী বা নিরক্ষর নবী করা হয়। যাতে কেউ বলতে না পারে যে, তিনি নিজের ইলম দিয়ে কুরআন তৈরী করেছেন। এছাড়া দুনিয়ার কোন মানুষ যেন তাঁর উস্তাদ হওয়ার বড়াই করতে না পারে।

(৩) ভবিষ্যতে তিনি যে নবী হবেন, তার নমুনা দুগ্ধপানকাল থেকেই বিভিন্ন মু'জেযা ও শুভ লক্ষণের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। যাবতীয় কুসংস্কার ও অন্যায়-অনাচারের প্রতি ঘৃণাবোধ, যুলুম প্রতিরোধে 'হিলফুল ফুযূল' সংগঠন প্রতিষ্ঠা, কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণকালে সাক্ষাৎ রক্তারক্তি থেকে সম্প্রদায়কে রক্ষা, সর্বত্র আল-আমীন হিসাবে প্রশংসিত হওয়া, অতঃপর মানুষের মঙ্গল চিন্তায় নিঃসঙ্গপ্রিয়তা ও হেরা গুহায় আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন হওয়া ও সত্যস্বপ্ন লাভ প্রভৃতি ছিল ভবিষ্যৎ নবুঅত প্রাপ্তির অভ্রান্ত পূর্ব নিদর্শন। এতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রেষ্ঠতম আমানত সমর্পণের জন্য শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি আবশ্যক।

---

৮৫. বুখারী ফৎহসহ হা/৬৯৮৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৮৬. বুখারী ফৎহসহ হা/৬৯৮২-এর আলোচনা; ইবনু হিশাম ১/২৩৫।

নুযূলে কুরআন ও নবুঅত লাভ

(نزول القرآن والحصول على النبوة)

২১শে রামাযান সোমবার ক্বদরের রাত্রি।[৮৭] ফেরেশতা জিবরীলের আগমন হ'ল। ধ্যানমগ্ন মুহাম্মাদকে বললেন, إِقْرَأْ 'পড়'। বললেন, مَا أَنَا بِقَارِئٍ 'আমি পড়তে জানিনা'। অতঃপর তাকে বুকে চেপে ধরলেন ও বললেন, পড়। কিন্তু একই জবাব, 'পড়তে জানিনা'। এভাবে তৃতীয়বারের চাপ শেষে তিনি পড়তে শুরু করলেন,

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ- (العلق ١-٥)-

(১) 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' (২) 'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে' (৩) 'পড় এবং তোমার প্রভু বড়ই দয়ালু' (৪) 'যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দান করেছেন' (৫) 'তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না' (*আলাক্ব ৯৬/১-৫*)।

এটাই হ'ল পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্র প্রথম প্রত্যাদেশ। হে মানুষ! তুমি পড় এবং লেখাপড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন কর। যা তোমাকে তোমার সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দেয় এবং তাঁর প্রেরিত বিধান অনুযায়ী তোমার জীবন পরিচালনার পথ বাৎলে দেয়। কুরআনের অত্র আয়াতগুলি প্রথম নাযিল হ'লেও সংকলনের পরম্পরা অনুযায়ী তা ৯৬তম সূরার প্রথমে আনা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই তারতীব আল্লাহ্র হুকুমে হয়েছে, যা অপরিবর্তনীয়। এর মধ্যে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্র নিদর্শন রয়েছে।

মাত্র পাঁচটি আয়াত নাযিল হ'ল। তারপর ফেরেশতা অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রথম কুরআন নাযিলের এই দিনটি ছিল ৬১০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট সোমবার। ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ছিল চান্দ্রবর্ষ হিসাবে ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন এবং সৌরবর্ষ হিসাবে ৩৯ বছর ৩ মাস ২২ দিন।[৮৮] উল্লেখ্য, সকল ছহীহ হাদীছে এটি প্রমাণিত যে, সর্বদা অহি নাযিল হয়েছে জাগ্রত অবস্থায়, ঘুমন্ত অবস্থায় নয়' (*সীরাহ ছহীহাহ ১/১২৯*)।

---

৮৭. আর-রাহীক্ব ৬৬ পৃঃ। উক্ত অহী রাতের বেলায় নাযিল হয়েছিল (*ইবনু হিশাম ১/২৩৬; সূরা ক্বদর ৯৭/১-৫*)। দিনের বেলা নয়। যেমনটি ড. আকরাম যিয়া ধারণা করেন (*সীরাহ ছহীহাহ ১/১২৫*)।

৮৮. আর-রাহীক্ব ৬৬ পৃঃ। নুযূলে কুরআনের উক্ত তারিখ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : আর-রাহীক্ব পৃঃ ৬৬-৬৭, টীকা-২।

ভারতের উর্দূ কবি আলতাফ হোসায়েন হালী (১৮৩৭-১৯১৪ খৃঃ) বলেন,

اوتر کر حرا سے سوئے قوم آیا + اور اک نسخۂ کیمیا ساتھ لایا

‘হেরা থেকে নেমে জাতির কাছে এলেন এবং একটি পরশমণির টুকরা সাথে নিয়ে এলেন’ *(মুসাদ্দাসে হালী ১৩ পৃঃ)*।

নতুনের শিহরণ ও খাদীজার বিচক্ষণতা (اهتزاز الجِدَّة وكياسة خديجة) :

নতুন অভিজ্ঞতায় শিহরিত মুহাম্মাদ (ছাঃ) দ্রুত বাড়ী ফিরলেন। স্ত্রী খাদীজাকে বললেন, زَمِّلُوْنِى زَمِّلُوْنِى ‘শিগগীর আমাকে চাদর মুড়ি দাও। চাদর মুড়ি দাও’। কিছুক্ষণ পর ভয়ার্তভাব কেটে গেলে সব কথা স্ত্রীকে খুলে বললেন। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে খাদীজা কেবল স্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর নির্ভরতার প্রতীক ও সান্ত্বনার স্থল। ছিলেন বিপদের বন্ধু। তিনি অভয় দিয়ে বলে উঠলেন, এটা খারাব কিছুই হ’তে পারে না। كَلاَّ وَاللهِ لاَيُخْزِيْكَ اللهُ اَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ- ‘কখনোই না। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কখনোই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করেন, দুস্থদের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের কর্মসংস্থান করেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন’। বস্ততঃ সে যুগে কেউ কোন মর্যাদাবান ব্যক্তিকে আশ্রয় দিলে তার উদ্দেশ্যে এরূপ প্রশংসাসূচক বাক্য বলা হ’ত। যেমন বলেছিলেন সে সময় মক্কার নিম্নভূমি অঞ্চলের নেতা ইবনুদ দুগুন্না (اِبْنُ الدُّغُنَّة) গোপনে হাবশায় গমনরত আবুবকর (রাঃ)-কে আশ্রয় দিয়ে ফেরাবার সময় *(ইবনু হিশাম ১/৩৭৩)*।

অতঃপর খাদীজা স্বামীকে সাথে নিয়ে চাচাতো ভাই অরাক্বা বিন নওফালের কাছে গেলেন। যিনি ইনজীল কিতাবের পণ্ডিত ছিলেন এবং ঐ সময় বার্ধক্যে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সব কথা শুনে বললেন, هَذَا النَّامُوْسُ الَّذِيْ نَزَّلَهُ اللهُ عَلَى مُوْسَى، يَا لَيْتَنِى فِيْهَا جَذْعًا، يَا لَيْتَنِى أَكُوْنُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، ‘এ তো সেই ফেরেশতা যাকে আল্লাহ মূসার প্রতি নাযিল করেছিলেন। হায়! যদি আমি সেদিন তরুণ থাকতাম। হায়! যদি আমি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বহিষ্কার করবে’। একথা শুনে চমকে উঠে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟ ‘ওরা কি আমাকে বের করে দিবে’? অরাক্বা বললেন, نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُوْدِىَ ‘হ্যাঁ! তুমি যা নিয়ে আগমন করেছ, তা নিয়ে ইতিপূর্বে এমন কেউ আগমন করেননি, যার সাথে শত্রুতা করা হয়নি’। অতঃপর অরাক্বা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, إِنْ يُدْرِكْنِي

Contents

يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ‘যদি তোমার সেই দিন আমি পাই, তবে আমি তোমাকে সাধ্যমত সাহায্য করব’।[৮৯]

অহি-র বিরতিকাল (فترة الوحى) :

অরাক্বা বিন নওফালের কাছে সবকিছু শুনে নবী করীম (ছাঃ) আশা ও আশংকার দোলায় দোলায়িত হয়ে পুনরায় হেরা গুহায় ই‘তেকাফে ফিরে গেলেন এবং অহি নাযিলের অপেক্ষা করতে লাগলেন। এভাবে রামাযান শেষে বাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এমন সময় আমি আসমান থেকে একটা আওয়ায শুনতে পাই। তাকিয়ে দেখি যে, সেদিনের সেই ফেরেশতা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী এলাকায় কুরসীর উপরে বসে আছেন। আমি ভীত-বিহ্বল হয়ে মাটিতে পড়ে যাবার উপক্রম হই। অতঃপর দ্রুত বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বলি, আমাকে চাদর মুড়ি দাও, চাদর মুড়ি দাও’। কিন্তু না অল্পক্ষণের মধ্যেই গুরুগম্ভীর স্বরে ‘অহি’ নাযিল হ’ল-

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَأَنذِرْ- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ- وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ- وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ-

(১) ‘হে চাদরাবৃত! (২) উঠো, মানুষকে (আল্লাহ্র) ভয় দেখাও, (৩) তোমার প্রভুর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, (৪) তোমার পোশাক পবিত্র রাখো, (৫) অপবিত্রতা পরিহার কর’*(মুদ্দাছছির ৭৪/১-৫)*। এরপর থেকে অহি-র অবতরণ চালু হয়ে গেল’।[৯০]

২১শে রামাযানের ক্বদর রাতে প্রথম অহি নাযিলের পর থেকে এই কয়েক দিনের বিরতিকালকে فَتْرَةُ الْوَحْيِ বা অহি-র বিরতিকাল বলা হয়। এটি আড়াই বা তিন বছরের জন্য বা ৪০ দিনের জন্য ছিল না, যা প্রসিদ্ধ আছে।[৯১] এর পরপরই রাত্রির ছালাতের নির্দেশ দিয়ে সূরা মুযযাম্মিল-এর প্রথমাংশ নাযিল হয়।

---

৮৯. বুখারী হা/৪৯৫৩, মুসলিম হা/১৬০, মিশকাত হা/৫৮৪১ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়, ‘অহি-র সূচনা’ অনুচ্ছেদ।
এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে ফেরেশতা আসে না শয়তান আসে, তা যাচাই করার জন্য একদিন খাদীজা তাঁকে নিজের বাম উরু অতঃপর ডান উরু অতঃপর কোলের উপর বসান এবং বলেন, আপনি কি ফেরেশতাকে দেখতে পাচ্ছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন হ্যাঁ। অতঃপর খাদীজা মাথার কাপড় ফেলে দিয়ে বললেন, এবার কি দেখতে পাচ্ছেন? তিনি বললেন, না। তখন খাদীজা বলে উঠলেন, اُثْبُتْ وَأَبْشِرْ فَوَاللهِ إِنَّهُ لَمَلَكٌ وَمَا هَذَا بِشَيْطَانٍ ‘আপনি নিশ্চিত থাকুন ও সুসংবাদ গ্রহণ করুন! আল্লাহ্র কসম! এটি মহান ফেরেশতা। এটি কোন শয়তান নয়’ *(ইবনু হিশাম ১/২৩৮-৩৯; বায়হাক্বী দালায়েল, ২/১৫১)*। বর্ণনাটি যঈফ’ *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৯৭; মা শা-‘আ ২৭-২৮ পৃঃ)*।
৯০. বুখারী হা/৪৯২৬; মুসলিম হা/১৬১; মিশকাত হা/৫৮৪৩।
এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, অহি-র বিরতি দীর্ঘ হ’তে থাকায় রাসূল (ছাঃ) খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন ও বারবার পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাতে থাকেন’...। ইবনু হাজার বলেন, এই কথাগুলি এবং এর পরের কিছু কথা অন্যতম রাবী মা‘মার কর্তৃক বর্ধিত’ *(ফাৎহুল বারী হা/৬৯৮২-এর ব্যাখ্যা; মা শা-‘আ ২৫ পৃঃ)*।
৯১. আলোচনা দ্রষ্টব্য : আর-রাহীক্ব পৃঃ ৬৯; সীরাহ ছহীহাহ ১/১২৭, টীকা-১।

উল্লেখ্য যে, অহি-র বিরতি দু'বার হয়েছিল। প্রথম বিরতির পর সূরা মুদ্দাছছির ১-৫ আয়াত নাযিল হয়। দ্বিতীয় বিরতির পর সূরা যোহা নাযিল হয়। এই সময় দুই বা তিন দিন অহী নাযিলে বিরতি ঘটে। তাতেই মুশরিকরা বলতে থাকে মুহাম্মাদের রব তাকে ছেড়ে গেছে। তখন নাযিল হয়, وَالضُّحَى- وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى- مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى- 'শপথ পূর্বাহ্নের'। 'শপথ রাত্রির, যখন তা নিথর হয়'। 'তোমার পালনকর্তা তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমার উপরে বিরূপ হননি' *(যুহা ৯৩/১-৫)*।[৯২] একই রাবী জুনদুব বিন সুফিয়ান (রাঃ) কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, অসুখের কারণে তিনি এক, দুই বা তিনদিন তাহাজ্জুদ পড়তে পারেননি। তাতেই জনৈকা মহিলা (প্রতিবেশী আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল) এসে তাঁকে বলেন, يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلاَّ قَدْ تَرَكَكَ 'হে মুহাম্মাদ! আমি মনে করি তোমার শয়তানটা তোমাকে ছেড়ে গেছে' *(বুখারী হা/৪৯৫০, ৪৯৮৩)*।

ইবনু ইসহাক তৃতীয় আরেকটি বিরতির কথা বলেছেন, যেখানে কাফেররা তাকে আছহাবে কাহফ, যুলক্বারনাইন ও রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি 'ইনশাআল্লাহ' ছাড়াই পরদিন জবাব দিবেন বলেন। এতে ১৫ দিন অহি নাযিল হওয়া বন্ধ থাকে। বিষয়টি সঠিক নয়।[৯৩] উল্লেখ্য যে, অহি-র বিরতিকালের সময়সীমা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে এর মেয়াদ কখনো দীর্ঘ ছিল না। এটা একারণে যাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্তর প্রশান্ত থাকে এবং তা অহি গ্রহণে প্রস্তুত হয়' *(সীরাহ ছহীহাহ ১/১২৭-১২৮)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অহি-র বিরতিকাল ছিল মাত্র কয়েক দিনের (كَانَتْ أَيَامًا) জন্য'।[৯৪]

অহি ও ইলহাম (الوحى والإلهام) :

'অহি' (اَلْوَحْىُ) অর্থ প্রত্যাদেশ এবং 'ইলহাম' (اَلْإِلْهَامُ) অর্থ প্রক্ষেপণ। 'অহি' আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নবীগণের নিকটে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে 'ইলহাম' আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যেকোন ব্যক্তির প্রতি হ'তে পারে। আল্লাহ মানুষের অন্তরে ভাল-মন্দ দু'টিই 'ইলহাম' করে থাকেন *(আশ-শাম্স ৯১/৮)*। আভিধানিক অর্থে 'অহি' অনেক সময় 'ইলহাম' অর্থে আসে। যেমন মূসার মা, খিযির, ঈসার মা ও নানী প্রমুখ নির্বাচিত বান্দাদের প্রতি আল্লাহ

---

৯২. বুখারী হা/১১২৫; মুসলিম হা/১৭৯৭ (১১৪); তিরমিযী হা/৩৩৪৫।
৯৩. ইবনু হিশাম ১/৩০০-৩০১; তাফসীর ত্বাবারী, ইবনু কাছীর, সূরা কাহফ-এর শানে নুযূল। সনদ 'যঈফ' তাহকীক, তাফসীর ইবনু কাছীর।
৯৪. বুখারী ফাৎহসহ হা/৩-এর আলোচনা, ফায়েদা, ১/৩৭ পৃঃ।

অহি করেছেন, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।[৯৫] কিন্তু তা নবুঅতের অহি ছিলনা। অনুরূপভাবে জিন বা মানুষরূপী শয়তান যখন পরস্পরকে চাকচিক্যপূর্ণ যুক্তি দিয়ে পথভ্রষ্ট করে, ওটাকেও কুরআনে 'অহি' বলা হয়েছে *(আন'আম ৬/১১২)* আভিধানিক অর্থে। তবে পারিভাষিক অর্থে 'অহি' বলতে কেবল তাকেই বলা হয়, যা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাঁর মনোনীত নবীগণের নিকট ফেরেশতা জিব্রীলের মাধ্যমে প্রেরণ করে থাকেন *(বাক্বারাহ ২/৯৭)*।

উল্লেখ্য যে, ইলহাম ও অহি এক নয়। প্রথমটি যেকোন ব্যক্তির মধ্যে হ'তে পারে। কিন্তু অহি কেবল নবী-রাসূলদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। নবী হওয়ার জন্য আধ্যাত্মিকতা শর্ত নয়। বরং আল্লাহ্র মনোনয়ন শর্ত। যদিও নবীগণ আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ নমুনা হয়ে থাকেন। অন্যদের আধ্যাত্মিকতায় শয়তানী খোশ-খেয়াল সম্পৃক্ত হ'তে পারে। যেমন বহু কাফের-মুশরিক যোগী-সন্ন্যাসীদের মধ্যে দেখা যায়।

এখানে এসে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদের পদস্খলন ঘটে গেছে। তাঁরা ইলহাম ও অহীকে একত্রে গুলিয়ে ফেলেছেন। যেমন মাওলানা আব্দুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭ খৃ.) বলেন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনেকাংশেই এক ধরনের 'ইলহাম'-এর সাহায্যে হয়ে থাকে। এ ইলহাম বা অহীরই বাস্তবতা আমরা দেখতে পাই সেইসব লোকের জীবনেও, যাঁদের আমরা বলি নবী ও রাসূল।... বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর প্রতি বিশ্বলোক ও বিশ্ব মানবতার সমস্যার সঠিক সমাধান অনুরূপ পদ্ধতিতে ও আকস্মিকভাবে মক্কার এক পর্বত গুহায় উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে। তাঁকে নির্দেশ করা হয় : 'পড় তোমার সেই রবের নামে...। এই দু'টি ক্ষেত্রের জন্যই সেই একই মহাসত্যের নিকট থেকে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' আসার এ ঘটনাবলী অত্যন্ত বিস্ময়কর হ'লেও এতে পারস্পরিক বৈপরিত্য বলতে কিছুই নেই'।[৯৬]

আমরা বলব, এ যুগের আইনস্টাইন বলে খ্যাত স্টিফেন হকিং (জন্ম : ১৯৪২)[৯৭] যিনি বলেন, ঈশ্বর ও পরকাল বলে কিছু নেই, তিনিও কি তাহ'লে আল্লাহ্র অহী পেয়ে এগুলো বলছেন, নাকি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এগুলি বলছেন? নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানী ও নবী কখনোই এক নন। আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ও চিন্তাবিদ মানুষ চিরকাল থাকবেন। কিন্তু তারা কখনোই নবী হবেন না। আর নবুঅতের সিলসিলা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়ে গেছে।

---

৯৫. ক্বাছাছ ২৮/৭; কাহফ ১৮/৮২; মারিয়াম ১৯/২৪; আলে ইমরান ৩/৩৫-৩৬।

৯৬. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, মহাসত্যের সন্ধানে (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী ৫ম প্রকাশ ১৯৯৮) লেখকের 'ভূমিকা' জুলাই ১৯৭৫।

৯৭. Stephen William Hawking একজন বৃটিশ তাত্ত্বিক পদার্থবিদ। যিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে Centre for Theoretical Cosmology-এর প্রধান গবেষণা পরিচালক। ২১ বছর বয়সে ১৯৬৩ সাল থেকে তিনি মাথা ব্যতীত সর্বাঙ্গ প্যারালাইজড অবস্থায় শয্যাশায়ী আছেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭৩ বছর।

অহি-র প্রকারভেদ (أقسام الوحى) :

আল্লাহ কিভাবে ‘অহি’ প্রেরণ করেন, সে বিষয়ে তিনি বলেন, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ‘মানুষের জন্য এটি অসম্ভব যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন অহি-র মাধ্যম ছাড়া অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতীত, যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বোচ্চ ও প্রজ্ঞাময়’ *(শূরা ৪২/৫১)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) নবীদের নিকটে ‘অহি’ প্রেরণের সাতটি প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। যেমন-

(১) সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। যা রাসূল (ছাঃ) ৪০ বছর বয়সে রবীউল আউয়াল মাস থেকে রামাযান মাস পর্যন্ত প্রথম ছয়মাস প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যা প্রভাত সূর্যের ন্যায় সত্য হয়ে দেখা দিত *(বুখারী হা/৩)*। (২) অদৃশ্য থেকে হৃদয়ে অহি-র প্রক্ষেপণ, যা জিব্রীল মাঝে-মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে করতেন।[৯৮] (৩) মানুষের রূপ ধারণ করে জিব্রীলের আগমন। যেমন একবার দেহিয়াতুল কালবীর রূপ ধারণ করে ছাহাবীগণের মজলিসে এসে তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে ইসলাম, ঈমান, ইহসান ও ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা দেন।[৯৯] যাকে ‘হাদীছে জিব্রীল’ বলা হয়। (৪) কখনো ঘণ্টাধ্বনির আওয়ায করে ‘অহি’ নাযিল হ’ত। এ সময় রাসূল (ছাঃ) খুব কষ্ট অনুভব করতেন। প্রচণ্ড শীতের দিনেও দেহে ঘাম ঝরত *(বুখারী হা/২)*। উটের পিঠে থাকলে অধিক ভার বহনে অক্ষম হয়ে উট বসে পড়ত *(হাকেম হা/৩৮৬৫)*। রাসূল (ছাঃ)-এর উরুর চাপে একবার এ অবস্থায় যায়েদ বিন ছাবিতের উরুর হাড় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়েছিল *(বুখারী হা/২৮৩২)*। (৫) জিব্রীল (আঃ) স্বরূপে এসে ‘অহি’ প্রদান করতেন। এটি দু’বার ঘটেছে। যেমন সূরা নাজমে (৫-১৪) বর্ণিত হয়েছে।[১০০] (৬) সরাসরি আল্লাহ্‌র ‘অহি’। যেমন মে‘রাজ রজনীতে সিদরাতুল মুনতাহায় অবস্থানকালে পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ সরাসরি অহি-র মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেন।[১০১] (৭) ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই দুনিয়াতে আল্লাহ পর্দার অন্তরাল থেকে স্বীয় নবীর সঙ্গে কথা বলেন। যেমন মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে তূর পাহাড়ে তিনি কথা বলেছিলেন *(ত্বোয়াহা ২০/১১-২৩; নিসা ৪/১৬৪)*। অনেকে অষ্টম আরেকটি ধারা বলেছেন যে, কোনরূপ পর্দা ছাড়াই দুনিয়াতে আল্লাহ তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। এটি প্রমাণিত নয়।[১০২]

---

৯৮. ছহীহাহ হা/২৮৬৬; মিশকাত হা/৫৩০০।
৯৯. মুসলিম হা/৮; নাসাঈ হা/৪৯৯১; মিশকাত হা/২।
১০০. মুসলিম হা/১৭৭; তিরমিযী হা/৩২৭৭।
১০১. বুখারী হা/৩২০৭; মুসলিম হা/১৬২।
১০২. যা-দুল মা‘আদ ১/৭৭-৭৯; আর-রাহীক্ব ৭০ পৃঃ।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৩ (٣– العبر) :

১. সর্বপ্রথম নাযিলকৃত সূরা ‘আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াতে পড়া ও লেখা এবং তার মাধ্যমে এমন জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে। আর সেটাই হ’ল প্রকৃত মানবীয় শিক্ষা।

২. আলাক্ব-এর চাহিদা পূরণে গৃহীত বস্তুগত শিক্ষা যেন মানুষকে তার খালেক-এর সন্ধান দেয় এবং তাঁর প্রতি দাসত্ব, আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে, সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৩. সসীম মানবীয় জ্ঞানের সাথে অসীম এলাহী জ্ঞানের হেদায়াত যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ কখনোই প্রকৃত জ্ঞানী হ’তে পারে না এবং সে কখনোই প্রকৃত সত্য খুঁজে পাবে না- সেকথা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিশক্তির সাথে চশমা, অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র যুক্ত হ’লে তার দৃষ্টিসীমা প্রসারিত হয়। বলা বাহুল্য তাওহীদের জ্ঞান অর্জনের আহ্বানই ছিল মানবজাতির প্রতি কুরআনের সর্বপ্রথম আহ্বান।

৪. কয়েকদিনের বিরতির পর সূরা মুদ্দাছছিরে নাযিলকৃত পাঁচটি আয়াতে পূর্বোক্ত অভ্রান্ত জ্ঞানের তথা তাওহীদের প্রচার ও প্রসারের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে এক অপূর্ব অলংকারসমৃদ্ধ ভাষায়। উঠো! ভোগবাদী মানুষকে শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচাও। সর্বত্র আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কর। শিরকী জাহেলিয়াতের কলুষময় পোষাক ঝেড়ে ফেল এবং সকল অপবিত্রতা হ’তে মুক্ত হও। অর্থাৎ মানুষের মনোজগতে ও কর্মজগতে আমূল সংস্কার সাধনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে হে চাদরাবৃত মুহাম্মাদ! উঠে দাঁড়াও!!

৫. যার পরপরই একই দরদভরা ভাষায় সূরা মুযযাম্মিল নাযিল করে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের জন্য তাহাজ্জুদ ছালাত তথা নৈশ ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয় *(মুযযাম্মিল ৭৩/১-৪)*। কেননা পরবর্তী সমাজ বিপ্লবের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন মানুষ তৈরী করাই ছিল প্রধান কাজ। আর আধ্যাত্মিক মানস গঠনে তাহাজ্জুদ ছালাতের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৬. দুনিয়াপূজারী অধঃপতিত জাতিকে উদ্ধারের যে পথ মুহাম্মাদ (ছাঃ) তালাশ করছিলেন, তা তিনি পেয়ে গেলেন আল্লাহ্র অহি-র মাধ্যমে। আর তা হ’ল জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তন। অর্থাৎ দুনিয়াপূজারী মানুষকে আল্লাহমুখী করা এবং সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান অনুসরণের মাধ্যমে আখেরাতে মুক্তিই হবে মানুষের পার্থিব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অন্য কোন পথে মানবতার মুক্তি নেই।

৭. সসীম জ্ঞানের ঊর্ধ্বে অসীম জ্ঞানের উৎস আল্লাহ্র সন্ধান পাওয়াই ছিল প্রথম নুযূলে অহি-র অমূল্য অবদান।

ইকবাল বলেন,

اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ + أملاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ

ناحق کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ + شمشیر ہی کیا نعرۂ تکبیر بھی فتنہ

(১) আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, সে শিক্ষা হ'ল ফিৎনা। (২) সম্পদ, সন্তান এমনকি জাগীরও ফিৎনা। (৩) অসত্যের জন্য যদি তরবারি ওঠে, তবে সেটিও ফিৎনা। (৪) তরবারি কিসের, নারায়ে তাকবীরও ফিৎনা।

শেষনবী (خاتم الأنبياء) :

(ক) আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষনবী হিসাবে মনোনীত করেন। তিনি বলেন, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও শেষনবী' *(আহযাব ৩৩/৪০)*।[১০৩] তিনি বলেন, اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ 'আল্লাহ সর্বাধিক অবগত কার নিকটে তিনি রিসালাত সমর্পণ করবেন' *(আন'আম ৬/১২৪)*। কেননা –وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ 'আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাকে চান তাকে খাছ করে নেন' *(বাক্বারাহ ২/১০৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مَثَلِى وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ– 'আমি ও আমার পূর্বেকার নবীগণের তুলনা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যিনি একটি গৃহ নির্মাণ করেছেন। অতঃপর সেটিকে খুবই সুন্দর ও আকর্ষণীয় করেছেন। কিন্তু কোণায় একটি জায়গা খালি রেখেছেন। তখন লোকেরা ঐ স্থানটি ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে এবং বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকে ও বলতে থাকে, কেন এখানে একটি ইট দেওয়া হয়নি? রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমিই সেই ইট এবং আমিই শেষনবী'।[১০৪] لاَ نَبِىَّ بَعْدِى 'আমার পরে আর কোন নবী নেই'।[১০৫] তিনি বলেন, بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ، وَكَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً– 'আমি

১০৩. পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারেছাহ্র তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহশকে আল্লাহ্র হুকুমে বিয়ে করার পর কাফির ও মুনাফিকদের অপপ্রচারের প্রতিবাদে অত্র আয়াত নাযিল হয়। এর মাধ্যমে যায়েদ বিন হারেছাহকে 'যায়েদ বিন মুহাম্মাদ' বলতে নিষেধ করা হয় *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আহযাব ৪০ আয়াত)*। দুর্ভাগ্য এটি এখন বিদ'আতীদের নিকট মীলাদের আয়াতে পরিণত হয়েছে।

১০৪. বুখারী হা/৩৫৩৫; মুসলিম হা/২২৮৬; মিশকাত হা/৫৭৪৫, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

১০৫. বুখারী হা/৩৪৫৫; মুসলিম হা/১৮৪২; আবুদাঊদ হা/৪২৫২ মিশকাত/৩৬৭৫, ৫৪০৬, ছাওবান (রাঃ) হ'তে।

লাল ও কালো সকলের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। অন্য নবীগণ নির্দিষ্টভাবে স্ব স্ব গোত্রের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু আমি মানবজাতির সকলের জন্য প্রেরিত হয়েছি'।[১০৬] আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ 'আমরা তোমাকে পুরা মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করেছি' *(সাবা ৩৪/২৮)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالإِنْسِ 'অতঃপর আল্লাহ তাঁকে জিন ও ইনসানের প্রতি প্রেরণ করেন'।[১০৭] আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّونَ 'আমাকে পুরা সৃষ্টি জগতের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমাকে দিয়েই নবীদের সিলসিলা সমাপ্ত করা হয়েছে'।[১০৮]

বর্তমান পৃথিবীর সকল জিন ও ইনসান শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত। যারা তাঁর দ্বীন কবুল করেছে, তারা হ'ল 'উম্মাতুল ইজাবাহ' (أُمَّةُ الْإِجَابَةِ) অর্থাৎ মুসলিম। আর যারা তাঁর দ্বীন কবুল করেনি, তারা হ'ল 'উম্মাতুদ দা'ওয়াহ' (أُمَّةُ الدَّعْوَةِ) অর্থাৎ কাফির-মুশরিকগণ, যাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। যেহেতু আর কোন শরী'আত নিয়ে আর কোন নবী আসবেন না, সেকারণ ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল জিন-ইনসান শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত। মুসলমানের কর্তব্য হ'ল শেষনবী (ছাঃ)-এর আনীত ইসলামী শরী'আত নিজেরা মেনে চলা এবং দুনিয়াবাসীকে তা মেনে চলার আহ্বান জানানো। কেননা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, ইহূদী হৌক বা নাছারা হৌক এই উম্মতের যে কেউ আমার আগমনের খবর শুনেছে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার উপরে ঈমান আনেনি, সে ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামী হবে'।[১০৯]

মূলতঃ খতমে নবুঅতের আক্বীদার মধ্যেই বিশ্ব মুসলিম ও বিশ্ব মানবতার ঐক্য ও অগ্রগতি নির্ভর করে। এই ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য শয়তান শুরু থেকেই চেষ্টা চালিয়েছে এবং এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মতকে সাবধান করে বলেন, 'অতদিন ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সঙ্গে মিশে যাবে এবং মূর্তিপূজা করবে। আর সত্বর আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশ জন

---

১০৬. আহমাদ হা/১৪৩০৩; বুখারী হা/৩৩৫; মুসলিম হা/ ৫২১; মিশকাত হা/৫৭৪৭।
১০৭. দারেমী, 'ভূমিকা' হা/৪৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৭৭৩।
১০৮. মুসলিম হা/৫২৩; মিশকাত হা/৫৭৪৮।
১০৯. মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০।

Contents

মিথ্যাবাদীর জন্ম হবে। যাদের প্রত্যেকে ধারণা করবে যে, সে নবী (كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِىٌّ)। অথচ আমি শেষনবী। আমার পরে কোন নবী নেই। আর আমার উম্মতের মধ্যে চিরদিন একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে, বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবেই আল্লাহ্র নির্দেশ (ক্বিয়ামত) এসে যাবে' *(আবুদাঊদ হা/৪২৫২)*। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ছান'আর আসওয়াদ 'আনাসী ও ইয়ামামার মুসায়লামা কাযযাব *(মুসলিম হা/২২৭৪)* এবং তাঁর মৃত্যুর পরে আরও কয়েকজন সহ এ যুগে মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী (১৮৩৯-১৯০৮ খৃ.) তাদের অন্যতম।

(খ) নবীগণের অঙ্গীকার (ميثاق الأنبياء) :

আখেরী নবীর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য পূর্বেই আল্লাহ নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। যেমন তিনি বলেন, وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ- 'আর যখন আল্লাহ নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলেন এই মর্মে যে, আমি তোমাদের কিতাব ও হিকমত যা দান করেছি, এরপরে যদি কোন রাসূল আসেন, যিনি তোমাদেরকে প্রদত্ত কিতাবের সত্যায়ন করবেন, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি এতে স্বীকৃতি দিচ্ছ এবং তোমাদের স্বীকৃতির উপর আমার অঙ্গীকার নিচ্ছ? তারা বলল, আমরা স্বীকৃতি দিলাম। তিনি বললেন, তাহ'লে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে অন্যতম সাক্ষী রইলাম' *(আলে ইমরান ৩/৮১)*।[১১০]

(গ) আহলে কিতাব পণ্ডিতদের অঙ্গীকার (ميثاق أحبار أهل الكتاب للإيمان على محمد) :

আহলে কিতাব পণ্ডিতগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয় এই মর্মে যে, তারা যেন সত্য গোপন না করে এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ও তাঁর প্রতি ঈমান আনার বিষয়টি লোকদের নিকট প্রকাশ করে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ 'আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, তোমরা অবশ্যই (শেষনবী মুহাম্মাদের আগমন ও তার উপর ঈমান আনার বিষয়টি) লোকদের নিকট বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না। অতঃপর তারা তা

১১০. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আলে ইমরান ৮১ আয়াত; ইবনু হিশাম ১/২৩২-৩৪।

পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং গোপন করার বিনিময়ে তা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করল। কতই না নিকৃষ্ট তাদের ক্রয়-বিক্রয়' *(আলে-ইমরান ৩/১৮৭)*।

ইবনু কাছীর বলেন, অত্র আয়াতে ইহূদী-নাছারা পণ্ডিতদের ধমক দেওয়া হয়েছে ও ধিক্কার জানানো হয়েছে এ কারণে যে, তারা নিকৃষ্ট দুনিয়াবী স্বার্থে পূর্বেকার সেই অঙ্গীকার ভুলে গেছে এবং লোকদের নিকট উক্ত অঙ্গীকারের কথা চেপে গেছে। এই অঙ্গীকারের কথা তাদের নবীগণের মাধ্যমে তাদের ধর্মনেতাদের জানিয়ে দেওয়া হয়। কতই না নিকৃষ্ট ছিল তাদের হাতের উপর হাত রাখা এবং কতই না নিকৃষ্ট ছিল তাদের বায়'আত গ্রহণ করা। তিনি বলেন, এর মধ্যে মুসলিম আলেমদের জন্য সতর্কবাণী রয়েছে, যেন তারা আহলে কিতাবদের মত না হন এবং তারা যেন সৎকর্মের কোন ইলম গোপন না করেন *(ঐ, তাফসীর)*।

(ঘ) ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী (بشارة عيسى بالرسول صـــ) :

পূর্বের নবীগণের ন্যায় আহলে কিতাবগণের শেষনবী ঈসা (আঃ) স্বীয় কওমকে উদ্দেশ্য করে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদের আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ 'স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা বলেছিল, হে বনু ইস্রাঈলগণ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসূল-এর সুসংবাদ দানকারী, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তার নাম হবে 'আহমাদ'। অতঃপর যখন তিনি তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলেন, তখন তারা বলল, এটাতো প্রকাশ্য জাদু মাত্র' *(ছফ ৬১/৬)*।

(ঙ) তাওরাত ও ইনজীলে ভবিষ্যদ্বাণী (بشارته صـــ فى التوراة والإنجيل) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমন সংবাদ তাওরাত-ইনজীলেও লিপিবদ্ধ ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ '(এই কল্যাণ কেবল তাদেরই প্রাপ্য) যারা এই রাসূলের আনুগত্য করে যিনি নিরক্ষর নবী, যার বিষয়ে তারা তাদের কিতাব তাওরাত ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ পেয়েছে' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*। সেকারণ তাঁর আগমন বিষয়ে ইহূদী-নাছারা পণ্ডিতগণ আগেভাগেই জানতেন *(বাক্বারাহ ২/৮৯)*। তারা তাঁকে চিনতেন যেমন নিজের সন্তানদের তারা চিনতেন'।[১১১]

---

১১১. বাক্বারাহ ২/১৪৬; ইবনু হিশাম ১/২০৪।

(চ) আহলে কিতাবগণের প্রতীক্ষিত নবী (نبى منتظر لأهل الكتاب) :

মক্কায় অরাক্বা বিন নওফাল, শামে বাহীরা প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাঁকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। সেকারণ হাবশার সম্রাট নাজাশী, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও মিসররাজ মুক্বাউক্বিস সকলেই তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করেছিলেন। যারা সবাই খ্রিষ্টান ছিলেন। শেষনবীর সন্ধানেই সুদূর পারস্যের ইছফাহান হ'তে অগ্নিপূজক সালমান ফারেসী খ্রিষ্টান পাদ্রীদের কাছে শুনে দীর্ঘদিন সন্ধান শেষে মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ১ম হিজরীতে ইসলাম কবুল করেন।[১১২] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আহলে কিতাবদের নিকটে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিচিতি অবিরত ধারায় বর্ণিত ছিল।[১১৩] আহলে কিতাবদের নিকট থেকে ইয়াছরিবের অধিবাসীরা আগে থেকেই শেষনবীর আগমন ও তাঁর নাম-চেহারা ও পরিচিতি সম্পর্কে জানত *(ইবনু হিশাম ১/২৩২)*। এমনকি তারা শেষনবীর আগমনের পর তাকে সাথে নিয়ে অবাধ্য ইয়াছরেবীদের উপর জয়লাভ করবে ও তাদের হত্যা করবে বলে হুমকি দিত।[১১৪] আর সেকারণেই তারা মক্কায় এসে আগেই ইসলাম কবুল করে এবং তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করেন।

তাদের উক্ত আকাংখার বিষয়টি প্রকাশ করে আল্লাহ বলেন, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ- 'আর যখন তাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে কিতাব (কুরআন) এসে গেল, যা সত্যায়নকারী ছিল (তওরাত-ইনজীলের), যা তাদের কাছে রয়েছে। অথচ ইতিপূর্বে তারা (শেষনবীর মাধ্যমে) কাফেরদের উপর বিজয় কামনা করত। অবশেষে যখন তাদের নিকট পরিচিত সেই কিতাব (কুরআন) এসে গেল তারা তাকে অস্বীকার করল। অতএব কাফেরদের উপরে আল্লাহ্র অভিসম্পাৎ' *(বাক্বারাহ ২/৮৯)*।

এক্ষণে আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর দীর্ঘ তেইশ বছরের নবুঅতী জীবন বিবৃত করব। যার মধ্যে মাক্কী জীবনের তের বছর ছিল নিরবচ্ছিন্নভাবে দাওয়াতী জীবন এবং শেষ দশ বছরের মাদানী জীবন ছিল তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য দাওয়াত ও জিহাদের সমন্বিত কষ্টকর জীবন।

---

১১২. ইবনু হিশাম ১/২১৪-২২২; আহমাদ হা/২৩৭৮৮, সনদ হাসান।
১১৩. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-জাওয়াবুছ ছহীহ লেমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ ১/৩৪০।
১১৪. ইবনু হিশাম ১/২১১, সনদ হাসান; সীরাহ ছহীহাহ ১/১২২; ইবনু কাছীর, তাফসীর বাক্বারাহ ৮৯ আয়াত।

দাওয়াতী জীবন (الحياة الدعوية للنبى صـــ)

নবীদের দাওয়াতকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দু'ভাগে ভাগ করার কোন সুযোগ নেই। কেননা তাঁরা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশ্যভাবেই নবুঅতের দাবী নিয়ে দাওয়াত শুরু করেন। প্রত্যেক নবীই তার কওমকে বলেছেন, يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ 'হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই'।[১১৫] আমাদের নবীও বলেছেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল..' *(আ'রাফ ৭/১৫৮)*। তবে এটাই স্বাভাবিক যে, আপনজনদের নিকটেই প্রথমে দাওয়াত দেওয়া হয়। আর এই দাওয়াত স্থান-কাল-পাত্রভেদে কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে কখনো সর্বসমক্ষে হয়ে থাকে। ইবনু ইসহাক বিনা সনদে উল্লেখ করেন, তার নিকটে এই মর্মে খবর পৌঁছেছে যে, আল্লাহ তাকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দানের আগ পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ) তিন বছর গোপনে দাওয়াত দিয়েছেন' *(ইবনু হিশাম ১/২৬২)*। ইবনু সা'দ এবং ওয়াক্বেদীও সে কথা বলেছেন। বালাযুরী এটাকে চার বছর বলেছেন। অনেক জীবনীকার এই মেয়াদের উপর ভিত্তি করে শেষনবী (ছাঃ)-এর দাওয়াতের মেয়াদ নির্দিষ্ট করেছেন। অথচ দাওয়াতের এইরূপ সীমা নির্ধারণ করার কোন দলীল নেই' *(মা শা-'আ ২৯ পৃঃ)*।

যেকোন সংস্কার আন্দোলন শুরু করতে গেলে প্রথমে তা গোপনেই শুরু করতে হয়। পুরা সমাজ যেখানে ভোগবাদিতায় ডুবে আছে, সেখানে ভোগলিপ্সাহীন আখেরাতভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দাওয়াত নিয়ে অগ্রসর হওয়া সাগরের স্রোত পরিবর্তনের ন্যায় কঠিন কাজ। এ পথের দিশা দেওয়া এবং এ পথে মানুষকে ফিরিয়ে আনা দু'টিই কঠিন বিষয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেকাজের জন্যই আদিষ্ট হয়েছিলেন। অহী প্রাপ্ত হওয়ার পরেই খাদীজার সাথে তিনি সে সময়ে মক্কার বয়োবৃদ্ধ সেরা বিদ্বান অরাক্বা বিন নওফাল-এর কাছে যান। তিনি সবকিছু অবগত হওয়ার পর তাঁকে ভবিষ্যৎ বিরোধিতা ও আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দেন। ফলে তিনি প্রথমে গোপনে দাওয়াত শুরু করেন। যদিও খাদীজা, আলী, আবুবকর, ওছমান প্রমুখদের মত মক্কার সেরা ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের ইসলাম কবুলের পর এই দাওয়াত আদৌ গোপন থাকেনি।

প্রাথমিক মুসলমানগণ (المسلمون الأولون) :

প্রথমেই তাঁর দাওয়াত কবুল করেন মহিলাদের মধ্যে তাঁর পুণ্যশীলা স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ)। অতঃপর গোলামদের মধ্যে তাঁর মুক্তদাস যায়েদ বিন হারেছাহ, শিশু-কিশোরদের মধ্যে আলী ইবনু আবী তালিব এবং বয়স্কদের মধ্যে নিকটতম বন্ধু আবুবকর ইবনু আবী কুহাফাহ *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)*।

---

১১৫. আ'রাফ ৭/৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; হূদ ১১/৫০, ৬১, ৮৪; মুমিনূন ২৩/২৩; আনকাবূত ২৯/৩৬।

অতঃপর আবুবকর (রাঃ)-এর দাওয়াতে ইসলাম কবুল করেন একে একে ওছমান, যুবায়ের, আব্দুর রহমান বিন 'আওফ, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ ও তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)*। এছাড়া আবুবকরের স্ত্রী উম্মে রূমান ও মা বার্রাহ এবং দুই মেয়ে আসমা ও আয়েশা। এছাড়া আবুবকর (রাঃ) কর্তৃক ৭ জন মুক্তদাস-দাসী হ'লেন, 'আমের বিন ফুহাইরা, উম্মে উবাইস, যিন্নীরাহ, নাহদিয়াহ ও তার মেয়ে এবং বনু মুআম্মাল-এর জনৈকা দাসী এবং বেলাল বিন রাবাহ।[১১৬]

অতঃপর একে একে ইসলাম কবুল করেন আবু ওবায়দাহ ইবনুল জার্রাহ, আবু সালামাহ, আরক্বাম, ওছমান বিন মায'ঊন ও তাঁর দুই ভাই কুদামাহ ও আব্দুল্লাহ, ওবায়দুল্লাহ বিন হারেছ, সাঈদ বিন যায়েদ ও তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বিন খাত্ত্বাব (ওমরের বোন), খাব্বাব ইবনুল আরাত, ওমায়ের বিন আবু ওয়াক্কাছ, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ, মাসঊদ বিন রাবী'আহ আল-ক্বারী, সালীত্ব বিন আমর ও তাঁর ভাই হাতেব বিন আমর, 'আইয়াশ বিন আবু রাবী'আহ ও তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে সালামাহ, খুনাইস বিন হুযাফাহ, 'আমের বিন রবী'আহ, আব্দুল্লাহ বিন জাহশ, জা'ফর বিন আবু তালিব ও তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়েস, নু'আইম বিন আব্দুল্লাহ, খালেদ বিন সাঈদ ইবনুল 'আছ ও তাঁর স্ত্রী উমাইনাহ বিনতে খালাফ, হাতেব বিন আমর, আবু হুযায়ফা বিন উৎবা, ওয়াক্বিদ বিন আব্দুল্লাহ, খালেদ বিন বুকায়ের ও তার ভাইগণ 'আমের, 'আক্বিল ও ইয়াস, 'আম্মার, পিতা ইয়াসির ও মাতা সুমাইয়া, ছুহায়েব রূমী, আমর বিন আবাসাহ, মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ, 'আফীফ বিন ক্বায়েস।

খাদীজা (রাঃ)-এর পরে রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস-এর স্ত্রী উম্মুল ফযল ও তাঁর গোলাম আবু রাফে' ইসলাম কবুল করেন। ইবনু ইসহাকের বর্ণনা মতে প্রথম তিন বছরে উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় ইসলাম প্রকাশ্য হয়ে পড়ে ও তা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা হ'তে থাকে'।[১১৭]

উপরে যাদের নামের তালিকা দেওয়া হ'ল, তারা কুরায়েশ বংশের প্রায় সকল শাখা-প্রশাখার সাথে সরাসরি কিংবা আত্মীয়তাসূত্রে যুক্ত ছিলেন। কুরায়েশ নেতাদের কাছে এঁদের

---

১১৬. হাকেম হা/৫২৪১, হাদীছ ছহীহ; ইবনু হিশাম ১/৩১৭-১৯।

১১৭. ইবনু হিশাম ১/২৪৫-৬২; আল-বিদায়াহ ৩/২৪-৩২; আর-রাহীক্ব ৭৬ পৃঃ।
প্রসিদ্ধ আছে যে, আলীকে রাসূল (ছাঃ) নিজে লালন-পালন করার কারণেই তিনি প্রথম ইসলাম কবুল করেন। কারণ আবু ত্বালিব ছিলেন বহু পোষ্য বিশিষ্ট একটি বড় পরিবারের অধিকারী। এটা দেখে রাসূল (ছাঃ) তাঁর চাচা আব্বাসকে বললেন, যিনি ছিলেন বনু হাশিমের মধ্যে অধিকতর সচ্ছল ব্যক্তি। হে আব্বাস! আপনার ভাই আবু ত্বালিব বড় পরিবারের অধিকারী। তার উপরে কি বিপদ নাযিল হয়েছে তা তো আপনি দেখছেন। অতএব চলুন! আমরা গিয়ে তাঁর পরিবারের বোঝা কিছুটা হালকা করি। অতঃপর তারা গেলেন এবং রাসূল (ছাঃ) আলীকে ও আব্বাস জা'ফরকে স্ব স্ব দায়িত্বে গ্রহণ করলেন' *(ইবনু হিশাম ১/২৪৬)*। ঘটনাটি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয় *(মা শা-'আ ২১ পৃঃ)*। ইবনু আব্বাস বলেন, খাদীজার পরে আল্লাহ্র উপর প্রথম ঈমান আনেন আলী' *(আল-ইস্তী'আব, আলী বিন আবী ত্বালিব ক্রমিক ১৮৫৫; মা শা-'আ ২২ পৃঃ)*।

খবর পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু তারা এটাকে স্রেফ ব্যক্তিগত ধর্মাচার মনে করেছিলেন।[১১৮] ফলে তাদের অনেকেই কুরায়েশ নেতাদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হন।

ছালাতের নির্দেশনা (الأمر للصلاة) :

যেকোন সংস্কার আন্দোলনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আক্বীদার মযবুতী। আর এই মযবুতীর জন্য চাই নিয়মিত আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ। যা সর্বদা সংস্কারককে তার আদর্শমূলে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে। সেকারণ অধ্যাত্ম সাধনার প্রাথমিক কাজ হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবুঅতের শুরু থেকেই সকাল ও সন্ধ্যায় দু'বার ছালাত আদায়ের নির্দেশনা দান করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ 'তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসা জ্ঞাপন কর সন্ধ্যায় ও সকালে' *(মুমিন/গাফের ৪০/৫৫)*।

প্রথম কুরআন নাযিলের পর জিব্রীলের মাধ্যমে তিনি ওযূ ও ছালাত শিখেন।[১১৯] হিজরতের স্বল্পকাল পূর্বে মে'রাজ সংঘটিত হবার আগ পর্যন্ত ফজরের দু'রাক'আত ও আছরের দু'রাক'আত করে ছালাত আদায়ের নিয়ম জারী থাকে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, শুরুতে ছালাত বাড়ীতে ও সফরে ছিল দু' দু' রাক'আত করে।[১২০] এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য 'অতিরিক্ত' (نَافِلَةً) ছিল তাহাজ্জুদের ছালাত *(ইসরা/বনু ইস্রাঈল ১৭/৭৯)*। সেই সাথে ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে রাত্রির নফল ছালাত আদায় করতেন।[১২১] অতঃপর মি'রাজের রাত্রিতে নিয়মিতভাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়।[১২২] উল্লেখ্য যে, পূর্বেকার সকল নবীর সময়ে ছালাত, ছিয়াম ও যাকাত ফরয ছিল। তবে সেসবের ধরন ও পদ্ধতি ছিল কিছুটা পৃথক।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীগণ প্রথম দিকে গোপনে এই ছালাত আদায় করতেন এবং লোকদেরকে গাছ, পাথর, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির উপাসনা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র ইবাদত শিক্ষা দিতেন। তিনি কখনো কখনো সাথীদের নিয়ে পাহাড়ের গুহাতে গোপনে ছালাত আদায় করতেন। একদিন আবু ত্বালিব স্বীয় পুত্র আলী ও ভাতিজা মুহাম্মাদকে এটা আদায় করতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করেন। সবকিছু শুনে বিষয়টির আধ্যাত্মিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করেন।[১২৩]

---

১১৮. ইবনু হিশাম ১/২৪৭, আর-রাহীক্ব ৭৭ পৃঃ।
১১৯. আহমাদ হা/১৭৫১৫, দারাকুৎনী হা/৩৯৯, মিশকাত হা/৩৬৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/৮৪১।
১২০. মুসলিম হা/৬৮৫; আবুদাউদ হা/১১৯৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১১।
১২১. মুযযাম্মিল ৭৩/২০; তাফসীরে কুরতুবী।
১২২. বুখারী হা/৩২০৭; মুসলিম হা/১৬২; মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৫ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ-৬।
১২৩. ইবনু হিশাম ১/২৪৬-৪৭। তবে বর্ণনাটির সূত্র যঈফ; মাজদী ফাৎহী সাইয়িদ, তাহকীক ইবনু হিশাম (দারুছ ছাহাবা লিত তুরাছ, তান্তা, কায়রো, ১ম সংস্করণ ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৫ খৃঃ) ক্রমিক ২৪৫।

Contents

উর্দূ কবি বলেন,

ہوا کو پھرانا دشور، موج کو الٹانا دشور

لیکن اتنا نہ جتنا، بھٹکی ہوئی قوم کو راہ پر لانا دشور

‘বায়ু প্রবাহ ফিরানো কঠিন, স্রোতকে উল্টানো কঠিন’। ‘কিন্তু অত কঠিন নয়, যত না কঠিন একটা পথভ্রষ্ট জাতিকে সুপথে ফিরিয়ে আনা’।

দাওয়াতের সারবস্তু (حقيقة الدعوة) :

এই সময় দাওয়াতের সারবস্তু ছিল পাঁচটি। (১) তাওহীদ (২) রিসালাত (৩) আখেরাত বিশ্বাস (৪) তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা এবং উক্ত বিশ্বাসসমূহের আলোকে (৫) তাযকিয়াহ বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা।

বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর সরাসরি নির্দেশনায় এই প্রশিক্ষণ পরিচালিত হ’ত। এভাবে তিনি আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান একদল নিবেদিতপ্রাণ মানুষ গড়ে তুলতে সমর্থ হন। যাঁদের হাতেই পরবর্তীকালে ইসলামের বস্তুগত বিজয় সাধিত হয়।

কয়েক বছর যাবৎ সীমিতভাবে দাওয়াত দেওয়ার পর এবার আল্লাহ্‌র হুকুম হ’ল বৃহত্তর পরিসরে প্রকাশ্য দাওয়াত দেওয়ার জন্য। নাযিল হ’ল, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ- إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ- ‘অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর’। ‘বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট’ *(হিজর ১৫/৯৪-৯৫)*। আরও নাযিল হ’ল, وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ- ‘তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক কর’ *(শো‘আরা ২৬/২১৪)*।

কিন্তু এতে কুরায়েশ নেতাদের প্রতিক্রিয়া যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হবে, সে বিষয়ে আগেভাগেই স্বীয় নবীর মন-মানসিকতাকে প্রস্তুত করে নেন সূরা শো‘আরা নাযিল করে। ২২৭ আয়াত বিশিষ্ট এই বিরাট সূরার শুরুতেই আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ- (الشعراء ٣-٤)- ‘লোকেরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করছে না দেখে তুমি হয়ত মর্মবেদনায় নিজেকে শেষ করে ফেলবে’। ‘আমরা চাইলে আকাশ থেকে তাদের উপরে এমন নিদর্শন (শাস্তি) নাযিল করতাম, যার সামনে তাদের গর্দান অবনত হয়ে যেত’ *(শো‘আরা ২৬/৩-৪)*। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, অহংকারী সমাজনেতাদের আচরণে বেদনাহত হয়ে তাওহীদের দাওয়াত থেকে পিছিয়ে আসা যাবে না। বরং আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা রেখে বুকে বল নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

www.ahlehadeethbd.org

এরপর আল্লাহ অতীতের সাতজন শ্রেষ্ঠ নবীর দাওয়াতী জীবন ও তাদের স্ব স্ব কওমের অবাধ্যাচরণ ও তাদের মন্দ পরিণতি সংক্ষেপে আবেগময় ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যাতে আগামীতে বৃহত্তর দাওয়াতের রূঢ় প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে শেষনবীর কোনরূপ মনোকষ্ট না হয়। শুরুতেই হযরত মূসা (আঃ)-এর জীবনালেখ্য ১০-৬৮ আয়াত পর্যন্ত, অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) ৬৯-১০৪, তারপর নূহ (আঃ) ১০৫-১২২, অতঃপর হূদ (আঃ)-এর কওমে ‘আদ ১২৩-১২৪, তারপর হযরত ছালেহ (আঃ)-এর কওমে ছামূদ ১৪১-১৫৯, তারপর লূত্ব (আঃ)-এর কওম ১৬০-১৭৫, অতঃপর হযরত শু‘আয়েব (আঃ)-এর কওম আছহাবুল আইকাহ ১৭৬-১৯১ পর্যন্ত তাদের স্ব স্ব কওমের উপর আসমানী গযবসমূহ নাযিল হওয়ার ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর সবশেষে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ- وَأَنذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ- وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ- فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ- (الشعراء ٢١٣-٢١٧)-

‘অতএব তুমি আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করো না। তাতে তুমি শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’। ‘তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক কর’। ‘এবং তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হও’। ‘অতঃপর যদি তারা তোমার অবাধ্যতা করে, তবে বলে দাও, তোমরা যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত’। আর তুমি ভরসা কর মহাপরাক্রমশালী দয়ালু সত্তার উপরে’ *(শো‘আরা ২৬/২১৩-১৭)*।

উল্লেখ্য যে, কুরআনে বর্ণিত নবীগণের উপরোক্ত ক্রমধারায় আগপিছ রয়েছে। প্রকৃত ক্রমধারা হবে প্রথমে নূহ (আঃ), অতঃপর হূদ, অতঃপর ছালেহ, অতঃপর ইবরাহীম, লূত্ব, শু‘আয়েব ও মূসা *(‘আলাইহিমুস সালাম)*। কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে এরূপ আগপিছ হয়েছে। কেননা ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করা নয়, বরং বিষয়বস্তু পেশ করাই হ’ল কুরআনের মূল উদ্দেশ্য।

এলাহী নির্দেশের সারকথা (خلاصة الأمر الإلهى) :

বর্ণিত পাঁচটি আয়াতের প্রথমটিতে (২১৩) রাসূল (ছাঃ)-কে তাওহীদের উপরে দৃঢ় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সম্প্রদায়ের ভয়ে শিরকের সাথে আপোষ করলে এলাহী গযবের ধমকি প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে (২১৪) নিজ নিকটাত্মীয়দেরকে জাহান্নাম হ’তে সতর্ক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে’। এতে অবশ্যই একদল তাঁর পক্ষে আসবে, একদল তার বিপক্ষে যাবে। এটা নিশ্চিত জেনেই বলা হয়েছে, তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি তুমি সদয় হও এবং বিরোধীদের বলে দাও যে, তোমাদের কর্মের ব্যাপারে আমি দায়মুক্ত। কেননা আমার দায়িত্ব ছিল তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ডাকা। সে দায়িত্ব আমি পালন করেছি। না মানলে তার ফল ভোগ করবে

তোমরাই। শেষে বলা হয়েছে, তাদের বিরোধিতায় তুমি মোটেই ঘাবড়াবেনা। বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করবে।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৪ (العبر – ٤) :

(১) সমাজ পরিবর্তনের মত কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য সবার আগে প্রয়োজন সংস্কারকদের স্ব স্ব আক্বীদা-বিশ্বাস দৃঢ় করণ। নবুঅত লাভের পরপরই ছালাত ফরযের মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সে ব্যবস্থাই করা হয়েছে।

(২) আল্লাহ্র যিকরের প্রধান অনুষ্ঠান হ'ল ছালাত। এর বাইরে বিভিন্ন বানোয়াট যিকরের অনুষ্ঠানাদি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) বৈরী পরিবেশে প্রথমে গোপন দাওয়াতের মাধ্যমে সমর্থক সৃষ্টি ও মানুষ তৈরীই যুক্তিযুক্ত। রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াতী নীতিতে সেটাই দেখা যায়।

(৪) সমাজে সর্বদা ভাল ও মন্দ দু'ধরনের লোকের অস্তিত্ব থাকে। সংস্কারকের দাওয়াতে প্রথমে ভাল লোকেরা সাড়া দেয়। যদিও তারা সংখ্যায় কম হয় এবং দুষ্টু সমাজনেতাদের চাপে সমাজে কোনঠাসা হয়ে থাকে।

(৫) কেবলমাত্র আখেরাতমুখী দাওয়াতই মানুষকে দুনিয়া ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে এবং সংস্কার আন্দোলনকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

ছাফা পাহাড়ের দাওয়াত (الدعوة على جبل الصفا) :

নিকটাত্মীয়দের প্রতি প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরায়েশ বংশের সকল গোত্রকে একত্রিত করে তাদের সামনে দাওয়াত দেবার মনস্থ করলেন। তৎকালীন সময়ে নিয়ম ছিল যে, বিপদসূচক কোন খবর থাকলে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চিৎকার দিয়ে আহ্বান করতে হ'ত। আসন্ন কোন বিপদের আশংকা করে তখন সবাই সেখানে ছুটে আসত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেমতে একদিন ছাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চিৎকার দিয়ে ডাক দিলেন, يَا صَبَاحَاه (প্রত্যুষে সবাই সমবেত হও!)। কুরায়েশ বংশের সকল গোত্রের লোক দ্রুত সেখানে জমা হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, হে কুরায়েশগণ! আমি যদি বলি, এই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে একদল শক্তিশালী শত্রুসৈন্য তোমাদের উপরে হামলার জন্য অপেক্ষা করছে, তাহ'লে কি তোমরা সে কথা বিশ্বাস করবে? সকলে সমস্বরে বলে উঠল, অবশ্যই করব। কেননা مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقًا 'আমরা এযাবৎ তোমার কাছ থেকে সত্য ব্যতীত কিছুই পাইনি'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَإِنِّى نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ 'আমি ক্বিয়ামতের কঠিন আযাবের প্রাক্কালে তোমাদের নিকটে সতর্ককারী রূপে আগমন করেছি'।[১২৪]

১২৪. বুখারী হা/৪৭৭০; মুসলিম হা/২০৮; মিশকাত হা/৫৩৭২, ৫৮৪৬।

অতঃপর তিনি আবেগময় কণ্ঠে এক একটি গোত্রের নাম ধরে ধরে ডেকে বলতে থাকলেন, يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ‘হে কুরায়েশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু কা‘ব বিন লুওয়াই! হে বনু ‘আব্দে মানাফ!... হে বনু ‘আব্দে শাম্স!.. হে বনু হাশেম!... হে বনু আব্দিল মুত্ত্বালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। অতঃপর ব্যক্তির নাম ধরে ধরে বলেন, হে (চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে (ফুফু) ছাফিইয়াহ! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। অবশেষে يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! أَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، سَلِيْنِىْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِىْ، وَاللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا– ‘হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! তুমি আমার মাল-সম্পদ থেকে যা খুশী নাও! কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে আল্লাহ্র পাকড়াও হ’তে রক্ষা করতে পারব না’।

এই মর্মস্পর্শী আবেদন গর্বোদ্ধত চাচা আবু লাহাবের অন্তরে দাগ কাটেনি। তিনি মুখের উপর বলে দিলেন- تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ ‘সকল দিনে তোমার উপরে ধ্বংস আপতিত হৌক! এজন্য তুমি আমাদের জমা করেছ?’ অতঃপর সূরা লাহাব নাযিল হয় تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ‘ধ্বংস হৌক আবু লাহাবের দু’হাত এবং ধ্বংস হৌক সে নিজে’।[১২৫]

এভাবে নিজ সম্প্রদায়কে এবং বাজারে-ঘাটে সর্বত্র বিশেষ করে হজ্জের মৌসুমে সকলকে উদ্দেশ্য করে তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে থাকেন এই মর্মে যে, قُوْلُوْا لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوْا ‘তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহ’লে তোমরা সফলকাম হবে’।[১২৬]

আবু লাহাবের পরিচয় (تعارف أبي لهب) :

(১) আবু লাহাব ছিলেন আব্দুল মুত্ত্বালিবের অন্যতম পুত্র। তার নাম ছিল আব্দুল ‘উযযা। গৌর-লাল বর্ণ ও সুন্দর চেহারার অধিকারী হওয়ার কারণে তাকে ‘আবু লাহাব’ অর্থাৎ ‘অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ওয়ালা’ বলা হ’ত। আল্লাহ তার জন্য এই নামই পসন্দ করেছেন। কেননা এর মধ্যে তার জাহান্নামী হওয়ার দুঃসংবাদটিও লুকিয়ে ছিল। তাছাড়া আব্দুল ‘উযযা নাম কুরআনে থাকাটা তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। আবু লাহাব ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর

---

১২৫. বুখারী হা/২৭৫৩, মুসলিম হা/২০৮; মিশকাত হা/৫৩৭২-৭৩।

১২৬. আহমাদ হা/১৬০৬৬, সনদ হাসান; হাকেম হা/৩৯, ৪২১৯ সনদ ছহীহ।
উল্লেখ্য যে, নিকটাত্মীয়দের দাওয়াত দেওয়ার আদেশ পালন করতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) প্রথমে বনু হাশেম ও বনু আব্দুল মুত্ত্বালিবের ৪৫জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বাড়িতে দাওয়াত দেন। কিন্তু আবু লাহাবের বিরোধিতার কারণে উক্ত দাওয়াত ব্যর্থ হ’লে পুনরায় দ্বিতীয়বার তাদেরকে দাওয়াত দেন। তখন আবু লাহাব প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন এবং আবু ত্বালেব তাঁকে আমৃত্যু সাহায্য করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন *(আর-রাহীক্ব ৭৮-৭৯ পৃঃ)* মর্মে বক্তব্যগুলির কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই *(সীরাহ ছহীহাহ ১/১৪২-৪৩)*।

আপন চাচা এবং নিকটতম প্রতিবেশী। (২) তার দুই ছেলে উৎবা ও উতাইবার সাথে নবুঅত-পূর্বকালে রাসূল (ছাঃ)-এর দুই মেয়ে রুক্বাইয়া ও উম্মে কুলছূমের বিবাহ হয়। কিন্তু নবী হওয়ার পরে তিনি তার ছেলেদেরকে তাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে বাধ্য করেন। এই দুই মেয়েই পরবর্তীতে একের পর এক হযরত ওছমান (রাঃ)-এর সাথে বিবাহিতা হন। (৩) নবুঅত লাভের পর দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ (যার লকব ছিল ত্বাইয়েব ও ত্বাহের) মারা গেলে তিনি খুশীতে বাগবাগ হয়ে সবার কাছে গিয়ে বলেন, মুহাম্মাদ এখন লেজকাটা নির্বংশ (الْأَبْتَرُ) হয়ে গেল। যার প্রেক্ষিতে সূরা কাওছার নাযিল হয়। কেননা সেযুগে কারু ছেলে সন্তান না থাকলে তাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হ'ত।[১২৭] (৪) হজ্জের মৌসুমে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর পিছে লেগে থাকতেন। যেখানেই রাসূল (ছাঃ) দাওয়াত দিতেন, সেখানেই তিনি তাঁকে গালি দিয়ে লোকদের ভাগিয়ে দিতেন।[১২৮]

আবু লাহাবের স্ত্রী (امرأة أبي لهب) :

তার স্ত্রী ছিলেন আবু সুফিয়ানের বোন আরওয়া (أروى) অথবা 'আওরা' (العوراء) ওরফে উম্মে জামীল বা 'সুন্দরের উৎস'। তবে একচক্ষু দৃষ্টিহীন হওয়ায় ইবনুল 'আরাবী উক্ত মহিলাকে 'আওরা উম্মে ক্বাবীহ' (عوراء ام قبيح) 'এক চক্ষু সকল নষ্টের মূল' বলেন' *(কুরতুবী)*। তিনিও স্বামীর অকপট সহযোগী ছিলেন এবং সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে গীবত-তোহমত ও নিন্দাবাদে মুখর থাকতেন। চোগলখুরী ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে সংসারে বা সমাজে অশান্তির আগুন ধরিয়ে দেওয়া ব্যক্তিকে আরবদের পরিভাষায় حَمَّالَةُ الْحَطَبِ ইন্ধন বহনকারী বা 'খড়িবাহক' বলা হ'ত। অর্থাৎ ঐ শুষ্ককাঠ যাতে আগুন লাগালে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আবু লাহাবের স্ত্রী একাজটিই করতেন পিছনে থেকে। সেকারণ আল্লাহ তাকেও স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রেরণ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে হেন অপপ্রচার নেই, যা আবু লাহাব ও তার স্ত্রী করতেন না।

তার স্ত্রী উম্মে জামীল রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ দুষ্কর্মে পটু ছিলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর যাতায়াতের পথে বা তাঁর বাড়ীর দরজার মুখে কাঁটা বিছিয়ে বা পুঁতে রাখতেন। যাতে রাসূল (ছাঃ) কষ্ট পান। তিনি ছিলেন কবি। ফলে নানা ব্যঙ্গ কবিতা পাঠ করে তিনি লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলতেন। সূরা লাহাব নাযিল হ'লে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উক্ত মহিলা হাতে প্রস্তরখণ্ড নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে মারার উদ্দেশ্যে কা'বা চত্বরে গমন করেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূল (ছাঃ) সামনে থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে দেখতে পাননি'।[১২৯] তাই পাশে দাঁড়ানো আবুবকরের কাছে তার মনের ঝাল মিটিয়ে কুৎসাপূর্ণ

১২৭. কুরতুবী, তাফসীর সূরা কাওছার ৩ আয়াত।

১২৮. আহমাদ হা/১৬০৬৬; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫৯, হাকেম হা/৪২১৯, ২/৬১১।

১২৯. মুসনাদে বাযযার হা/১৫; বাযযার বলেন, এর চাইতে উত্তম সনদে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে বলে আমরা জানতে পারিনি; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১১৫২৯।

কবিতা বলে ফিরে আসেন। উক্ত কবিতায় তিনি 'মুহাম্মাদ' (প্রশংসিত) নামকে বিকৃত করে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) বলেন। যেমন- مُذَمَّمًا عَصَيْنَا + وَأَمْرَهُ أَبَيْنَا + وَدِيْنَهُ قَلَيْنَا 'নিন্দিতের আমরা অবাধ্যতা করি'। 'তার নির্দেশ আমরা অমান্য করি'। 'তার দ্বীনকে আমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি'।[১৩০]

আবু লাহাবের পরিণতি (عاقبة أبي لهب) :

বদর যুদ্ধের এক সপ্তাহ পরে আবু লাহাবের গলায় প্লেগ মহামারীর ফোঁড়া দেখা দেয়। আজকের ভাষায় যাকে 'গুটি বসন্ত' (Small Pox) বলা যায়। যার প্রভাবে তার সারা দেহে পচন ধরে ও তাতেই তিনি মারা যান। সংক্রামক ব্যাধি হওয়ার কারণে তার পরিবারের লোকেরা তাকে ছেড়ে চলে যায়। তিনদিন সেখানে লাশ পড়ে থাকার পর দুর্গন্ধের হাত থেকে বাঁচার জন্য কুরায়েশ-এর এক ব্যক্তির সহায়তায় আবু লাহাবের দুই ছেলে লাশটি মক্কার উচ্চ ভূমিতে নিয়ে যায় এবং সেখানেই একটি গর্তে লাঠি দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়। অতঃপর দূর থেকে পাথর ছুঁড়ে গর্ত বন্ধ করে দেয়।[১৩১] যিনি একদিন রাসূল (ছাঃ)-কে পাথর ছুঁড়ে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন, তাকেই আজ মরণের পর তার ছেলেরাই পাথর ছুঁড়ে মেরে অনাদরে পুঁতে দিল। তার বিপুল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোনই কাজে আসল না। অহংকারের পরিণাম চিরদিন এরূপই হয়ে থাকে।

স্ত্রীর পরিণতি (عاقبة امرأة أبي لهب) :

মুররাহ আল-হামদানী বলেন, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল প্রতিদিন কাঁটাযুক্ত ঝোপের বোঝা এনে মুসলমানদের চলার পথে ছড়িয়ে দিতেন। ইবনু যায়েদ ও যাহহাক বলেন, তিনি রাতের বেলায় একাজ করতেন। একদিন তিনি গলায় বোঝা বহন করে আনতে অপারগ হয়ে একটা পাথরের উপরে বসে পড়েন। তখন ফেরেশতা এসে তাকে পিছন থেকে টেনে ধরে হালাক করে দেয়' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা লাহাব)*।

তার সন্তানাদি (أولاد أبي لهب) :

আবু লাহাবের উৎবা, উতাইবা ও মু'আত্তাব নামে তিন পুত্র এবং দুর্রাহ, খালেদা ও ইযযাহ নামে তিন কন্যা ছিল। তন্মধ্যে উৎবা ও উতাইবা রাসূল (ছাঃ) দুই কন্যা রুক্বাইয়া ও উম্মে কুলছূমের স্বামী ছিল। সূরা লাহাব নাযিলের পর আবু লাহাবের নির্দেশে ছেলেরা তাদের স্ত্রীদের তালাক দেয়। পরবর্তীতে তাঁরা ওছমান (রাঃ)-এর সাথে পরপর বিবাহিতা হন। উম্মে কুলছূমের স্বামী উতাইবা রাসূল (ছাঃ)-এর বদদো'আ প্রাপ্ত হয়ে আবু লাহাবের জীবদ্দশায় কুফরী হালতে বাঘের হামলায় নিহত হয়। বাকী দু'জন

১৩০. ইবনু হিশাম ১/৩৫৬; হাকেম হা/৩৩৭৬, ২/৩৬১ সনদ ছহীহ; আলবানী, ছহীহ সীরাহ নববিইয়াহ ১৩৭ পৃঃ; তাফসীর কুরতুবী, ইবনু কাছীর; সীরাহ ছহীহাহ ১/১৪৭।

১৩১. ইবনু হিশাম ১/৬৪৬; বায়হাক্বী দালায়েলুন নবুঅত ৩/১৪৫-১৪৬; আল-বিদায়াহ ৩/৩০৯; আর-রাহীক্ব পৃঃ ২২৫-২৬; কুরতুবী, তাফসীর সূরা লাহাব।

পুত্র ও তিন কন্যা মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হন। পুত্রদ্বয় হোনায়েন ও ত্বায়েফ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হোনায়েন যুদ্ধে সংকটকালে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিরাপত্তায় দৃঢ় ছিলেন। মু'আত্তাব এই যুদ্ধে একটি চোখ হারান। মক্কা বিজয়ের পরে অন্যেরা মদীনায় হিজরত করলেও তারা দু'ভাই আমৃত্যু মক্কায় অবস্থান করেন।[১৩২]

সর্বস্তরের লোকদের নিকট দাওয়াত (الدعوة إلى العوام) :

ছাফা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে কুরায়েশদের নিকটে দাওয়াত পৌঁছানোর পর রাসূল (ছাঃ) এবার সর্বস্তরের মানুষের নিকটে দাওয়াত পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

উল্লেখ্য যে, ঐ সময় মক্কায় বিদ্রূপকারীদের নেতা ছিল পাঁচ জন : বনু সাহম গোত্রের 'আছ বিন ওয়ায়েল, বনু আসাদ গোত্রের আসওয়াদ বিন মুত্ত্বালিব, বনু যোহরা গোত্রের আসওয়াদ বিন 'আব্দে ইয়াগূছ, বনু মাখযূম গোত্রের অলীদ বিন মুগীরাহ এবং বনু খুযা'আহ গোত্রের হারিছ বিন তুলাত্বিলা। এই পাঁচ জনই আল্লাহ্র হুকুমে একই সময়ে মৃত্যুবরণ করে। এভাবেই আল্লাহ্র ওয়াদা সত্যে পরিণত হয় *(ইবনু হিশাম ১/৪০৯-১০)*। কেননা আল্লাহ আগেই স্বীয় নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ 'তোমাকে বিদ্রূপকারীদের জন্য আমরাই যথেষ্ট' *(হিজর ১৫/৯৫)*।

রাসূল (ছাঃ) মক্কার হাটে-মাঠে-ঘাটে, বাজারে ও বস্তিতে সর্বত্র দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে থাকলেন। তিনি ও তাঁর সাথীরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। এ সময় তাঁরা মূর্তিপূজার অসারতা, শিরকী আক্বীদার অনিষ্টকারিতা এবং তাওহীদের উপকারিতা বুঝাতে থাকেন। সাথে সাথে মানুষকে আখেরাতে জবাবদিহিতার বিষয়ে সজাগ করতে থাকেন।

স্মর্তব্য যে, মাক্কী জীবনে যে ৮৬টি সূরা নাযিল হয়েছে, তার প্রায় সবই ছিল আখেরাত ভিত্তিক। এর মাধ্যমে দুনিয়াপূজারী ভোগবাদী মানুষকে আখেরাতমুখী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এটাই হ'ল যুগে যুগে ইসলামী সমাজ গঠনের প্রধান মাধ্যম। সেই সাথে আরবদের পারস্পরিক গোত্রীয় হিংসা, দলাদলি ও হানাহানির অবসানকল্পে এবং দাস-মনিব ও সাদা-কালোর উঁচু-নীচু ভেদাভেদ চূর্ণ করার লক্ষ্যে তিনি এক আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকার ঘোষণা করেন।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৫ (العبر –৫) :

(১) নিকটাত্মীয়গণ হ'ল মানুষের প্রধান আশ্রয়স্থল। যেকোন সংস্কার আন্দোলনে তাই তাদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয়। সেজন্যেই রাসূল (ছাঃ)-কে প্রথমে তাদের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

১৩২. ইবনু সা'দ, ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ক্রমিক ৩৫৫, ৩৫৬ (৪/৪৪-৪৫ পৃঃ), ৪০৯৯-৪১০০ (৮/২৯-৩১ পৃঃ), ৪১২১-২৩ (৮/৪০ পৃঃ), হাকেম হা/৩৯৮৪; মুহিব্বুদ্দীন ত্বাবারী (মৃ. ৬৯৪ হি.), যাখায়েরুল 'উক্বা (কায়রো : ১৩৫৬ হি.) ২৪৯ পৃঃ।

Contents

(২) নিজেদের ছেলে হিসাবে নিকটাত্মীয়গণ সাধারণভাবে সংস্কারকের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করে থাকে। যা অনেক সময় দারুণ মনোকষ্ট এমনকি দৈহিক কষ্টের কারণ হয়ে দেখা দেয়। সে অবস্থায় যাতে রাসূল (ছাঃ) ভেঙ্গে না পড়েন, সেজন্য আগেভাগে বিগত যুগের সাত জন নবীর কষ্ট ভোগের কাহিনী শুনানো হয় সূরা শো'আরা নাযিল করার মাধ্যমে। এতে বুঝা যায় যে, সংস্কারককে গভীর ধৈর্যশীল হ'তে হয়।

(৩) প্রকাশ্য দাওয়াতের ফলে নিকটাত্মীয়গণের সকলে না এলেও তাদের মধ্যে কেউ ঘোর সমর্থক হবেন, আবার কেউ ঘোর বিরোধী হবেন, এটাই স্বাভাবিক। আবু ত্বালিব ও আবু লাহাব দুই ভাইয়ের দ্বিমুখী অবস্থান তার বাস্তব প্রমাণ বহন করে।

দু'টি দাওয়াত দু'টি আনুগত্যের প্রতি (الدعوتان إلى الطاعتين) :

মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর চাচা কুরায়েশ নেতা আবু লাহাবের দু'টি দাওয়াত ছিল দু'টি আনুগত্যের প্রতি ও দু'টি সার্বভৌমত্বের প্রতি দাওয়াত। দু'টি ছিল সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী দাওয়াত। একটিতে ছিল আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান। অন্যটিতে ছিল মানুষের সার্বভৌমত্বের অধীনে মানুষ মানুষের গোলাম। নিম্নের হাদীছ দু'টি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ عِبَادٍ الدُّؤَلِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى فِي مَنَازِلِهِمْ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. قَالَ: وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتْرُكُوا دِيْنَ آبَائِكُمْ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ؟ قِيلَ: أَبُو لَهَبٍ-

وفى رواية عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوا قَالَ: يُرَدِّدُهَا مِرَارًا وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ يَتَّبِعُونَهُ، وَإِذَا وَرَاءَهُ رَجُلٌ أَحْوَلُ ذُو غَدِيرَتَيْنِ وَضِيءُ الْوَجْهِ يَقُولُ: إِنَّهُ صَابِئٌ كَاذِبٌ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ-

'মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির বলেন, তিনি রাবী'আহ বিন এবাদ আদ-দুআলী-কে বলতে শুনেছেন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মদীনায় হিজরতের পূর্বে মিনাতে লোকদের তাঁবু সমূহে গিয়ে বলতে শুনেছি, হে লোকসকল! আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না'। রাবী বলেন, এ সময় তাঁর পিছনে আর একজন ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম, হে লোকসকল! নিশ্চয় এই ব্যক্তি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার ধর্ম

পরিত্যাগ কর'। রাবী বলেন, আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম এ ব্যক্তিটি কে? তারা বলল, আবু লাহাব' *(হাকেম হা/৩৮, হাদীছ ছহীহ)*।

একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাহেলী যুগে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে যুল-মাজায বাজারে লোকদের উদ্দেশ্যে বার বার বলতে শুনেছি, قُولُوا لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا 'তোমরা বল *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে'। তাঁর পিছে পিছে আর একজন চোখ ট্যারা, দুই ঝুটি চুল ওয়ালা উজ্জ্বল গৌর বর্ণের ব্যক্তি বলছেন, إِنَّهُ صَابِئٌ كَاذِبٌ 'লোকটি ধর্মত্যাগী ও মিথ্যাবাদী'। আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, এই ব্যক্তিটি কে? লোকেরা বলল, উনার চাচা আবু লাহাব'।[১৩৩]

ত্বারেক আল-মাহারেবী বলেন, আমি জাহেলী যুগে যুল-মাজায বাজারে লাল জুব্বা পরিহিত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-কে দাওয়াত দিতে শুনেছি যে, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا 'হে জনগণ! তোমরা বল *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে'। তাঁর পিছে পিছে একজন লোককে তাঁর পায়ে পাথর ছুঁড়ে মারতে দেখলাম। যা তাঁর দুই গোঁড়ালী ও গোঁড়ালীর উপরাংশ রক্তাক্ত করে দিচ্ছে। আর সে বলছে, يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ 'হে জনগণ! তোমরা এর আনুগত্য করো না। কারণ সে মহা মিথ্যাবাদী' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫৯)*।[১৩৪]

ভাতিজা ও চাচার দ্বিমুখী দাওয়াত, দ্বিমুখী সার্বভৌমত্বের ও দ্বিমুখী আনুগত্যের প্রতি দাওয়াত। যা সদা সাংঘর্ষিক। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সত্য ও মিথ্যার এই দ্বন্দ্ব চলবে। জান্নাত পিয়াসী মানুষ সর্বদা সত্যের উপাসী হবে ও পরকালে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। আর প্রকৃত প্রস্তাবে তারাই হ'ল ইহকালে ও পরকালে সফলকাম।

বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে কুরায়েশদের ন্যায় তাওহীদের দাবী আছে। কিন্তু বাস্তবে নেই। যাকে 'তাওহীদে রুবূবিয়াত' বলা হয়। অর্থাৎ রব হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার করা। পক্ষান্তরে রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াত ছিল জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র আনুগত্য করা। যাকে 'তাওহীদে ইবাদাত' বা 'উলূহিয়াত' বলা হয়। আল্লাহ বলেন, 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। কুরায়েশদের মধ্যে আল্লাহ্র স্বীকৃতি ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র ইবাদত ছিল না

১৩৩. হাকেম হা/৩৯, ১/১৫ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ, আহমাদ হা/১৬০৬৬।
১৩৪. হাকেম হা/৪২১৯, ২/৬১১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৫৬২; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫৯,; দারাকুৎনী হা/২৯৫৭, সনদ ছহীহ।

এবং তাদের সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র আনুগত্য ছিল না। এ যুগের মুসলমানদের মধ্যেও একই অবস্থা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। অতএব জান্নাত পিয়াসী মুমিনগণ সাবধান!

জনগণের প্রতিক্রিয়া (التأثير في العوام) :

প্রথমে ছাফা পর্বতচূড়ার আহ্বান মক্কা নগরী ও তার আশপাশ এলাকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মধ্যে এক নতুনের শিহরণ জাগিয়ে তুলেছিল। অতঃপর সর্বত্র প্রকাশ্য দাওয়াতের প্রতিক্রিয়ায় সকলের মুখে মুখে একই কথার অনুবৃত্তি হ'তে থাকে, কি শুনছি আজ আব্দুল্লাহ্র পুত্রের মুখে। এ যে নির্যাতিত মানবতার প্রাণের কথা। এ যে মযলূমের হৃদয়ের ভাষা। যে ক্রীতদাস ভাবত এটাই তার নিয়তি, সে এখন নিজেকে স্বাধীন মানুষ ভাবতে লাগল। যে নারী ভাবত, সবলের শয্যাসঙ্গিনী হওয়াই তার নিয়তি, সে এখন নিজেকে অধিকার সচেতন সাহসী নারী হিসাবে ভাবতে লাগল। যে গরীব ভাবত সূদখোর মহাজনের করাল গ্রাস হ'তে মুক্তির কোন পথ নেই, সে এখন মুক্তির দিশা পেল। সর্বত্র একটা জাগরণের ঢেউ। একটা নতুনের শিহরণ। এ যেন নিদ্রাভঙ্গের পূর্বে জাগৃতির অনুরণন।

সমাজনেতাদের প্রতিক্রিয়া (رد عمل من القادة المجتمع) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আহ্বানের সত্যতা ও যথার্থতার বিষয়ে সমাজনেতাদের মধ্যে কোনরূপ দ্বিমত ছিল না। কিন্তু ধুরন্ধর নেতারা তাওহীদের এ অমর আহ্বানের মধ্যে তাদের দুনিয়াবী স্বার্থের নিশ্চিত অপমৃত্যু দেখতে পেয়েছিল। এক আল্লাহকে মেনে নিলে শিরক বিলুপ্ত হবে। দেব-দেবীর পূজা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে সারা আরবের উপর তাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব ও পৌরহিত্যের মর্যাদা শেষ হয়ে যাবে। এছাড়া লোকেরা যে পূজার অর্ঘ্য সেখানে নিবেদন করে, তা ভোগ করা থেকে তারা বঞ্চিত হবে। আল্লাহ্র বিধানকে মানতে গেলে তাদের মনগড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধানসমূহ বাতিল হয়ে যাবে। ঘরে বসে দাদন ব্যবসার মাধ্যমে চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ নিয়ে তারা যেভাবে জোঁকের মত গরীবের রক্ত শোষণ করছিল, তা বন্ধ হয়ে যাবে। যে নারীকে তারা কেবল ভোগের সামগ্রী হিসাবে মনে করে, তাকে পূর্ণ সম্মানে অধিষ্ঠিত করতে হবে। এমনকি তাকে নিজ কষ্টার্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিতে হবে। কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের 'ভাই' হিসাবে সমান ভাবতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা যুগ যুগ ধরে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব তারা দিয়ে আসছিল, তা নিমেষে হারিয়ে যাবে এবং মুহাম্মাদকে নবী মেনে নিলে কেবল তারই আনুগত্য করতে হবে। অতএব মুহাম্মাদ দিন-রাত কা'বাগৃহে বসে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকুক, আমরাও তার সাথী হ'তে রাযী আছি। কিন্তু তাওহীদের সাম্য ও মৈত্রীর আহ্বান আমরা কোনমতেই মানতে রাযী নই। এইভাবে প্রধানতঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের বিপরীত ধারণা করেই তারা রাসূল (ছাঃ)-এর

বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ বলেন, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُوْنَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ- 'তারা যেসব কথা বলে তা যে তোমাকে খুবই কষ্ট দেয়, তা আমরা জানি। তবে ওরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না। বরং যালেমরা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে' *(আন'আম ৬/৩৩)*। যুগে যুগে সকল নবী-রাসূল ও তাঁদের সনিষ্ঠ অনুসারীদের একই অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে এবং হবে।

সম্প্রদায়ের নেতাদের মন্দ প্রতিক্রিয়ার অন্যতম কারণ ছিল গোত্রীয় হিংসা এবং ভালোর প্রতি হিংসা। যেমন অন্যতম নেতা আখনাস বিন শারীক্ব-এর প্রশ্নের উত্তরে আবু জাহ্‌ল বলেছিলেন, تَنَازَعْنَا نَحْنُ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافٍ الشَّرَفَ... قَالُوا: مِنَّا نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِن السَّمَاءِ، فَمَتَى نُدْرِكُ مِثْلَ هَذِهِ؟ وَاللهِ لاَ نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا وَلاَ نُصَدِّقُهُ 'বনু 'আব্দে মানাফের সাথে আমাদের বংশ মর্যাদাগত ঝগড়া আছে'।... তারা বলবে, আমাদের বংশে একজন নবী আছেন, যার নিকটে আসমান থেকে 'অহি' আসে। আমরা কিভাবে ঐ মর্যাদায় পৌঁছব? অতএব আল্লাহ্‌র কসম! আমরা কখনোই তার উপর ঈমান আনব না বা তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করব না'।[১৩৫]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন 'আব্দে মানাফের পুত্র হাশেম-এর বংশধর। পক্ষান্তরে আবু জাহল ছিলেন বনু মাখযূম গোত্রের। বনু হাশেম গোত্রে নবীর আবির্ভাব হওয়ায় বনু মাখযূম গোত্র তাদের প্রতি হিংসা পরায়ণ ছিল। যদিও সকলে ছিলেন কুরায়েশ বংশীয়।

উর্দূ কবি হালী এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی + عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی
نئی اک لگن دل میں سب کے لگا دی + اک آواز میں سوتی بستی جگا دی
پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے + کہ گونج اوٹھے دشت وجبل نام حق سے

(১) এটি বজ্রের ধ্বনি ছিল, না পথ প্রদর্শকের কণ্ঠ ছিল, আরবের সমগ্র যমীন যা কাঁপিয়ে দিল। (২) নতুন এক বন্ধন সকলের অন্তরে লাগিয়ে দিল, এক আওয়াযেই ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে দিল। (৩) সত্যের এ আহ্বানে সর্বত্র হৈ চৈ পড়ে গেল, সত্যের নামে ময়দান ও পাহাড় সর্বত্র গুঞ্জরিত হ'ল' *(মুসাদ্দাসে হালী -উর্দূ ষষ্ঠপদী, ১৪ পৃঃ)*।

---

১৩৫. ইবনু হিশাম ১/৩১৫-১৬; সনদ মুনক্বাতি' বা যঈফ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৩০৪)*। বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ২/২০৬; আল-বিদায়াহ ৩/৬৪।

বিরোধিতার কৌশল সমূহ (المكائد فى مخالفة النبي صــ)

কুরায়েশ নেতারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ঠেকানোর জন্য বিভিন্ন পথ-পন্থা উদ্ভাবন করলেন। যেমন-

(১) প্রথম পন্থা হিসাবে তারা বেছে নিলেন মুহাম্মাদের আশ্রয়দাতা আবু ত্বালেবকে দলে টানা। সেমতে নেতৃবৃন্দ সেখানে গেলেন এবং তাঁর নিকটে বাপ-দাদার ধর্মের দোহাই দিয়ে ও সামাজিক ঐক্যের কথা বলে মুহাম্মাদকে বিরত রাখার দাবী জানালেন। আবু ত্বালিব স্থিরভাবে তাদের সব কথা শুনলেন। অতঃপর ধীরকণ্ঠে নরম ভাষায় তাদেরকে বুঝিয়ে বিদায় করলেন।

(২) হজ্জের সময় দাওয়াতে বাধা দেওয়া। হারামের এ মাসে কোন ঝগড়া-ফাসাদ নেই। অতএব এই সুযোগে মুহাম্মাদ বহিরাগতদের নিকটে তার দ্বীনের দাওয়াত পেশ করবেন এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, এমন একটা অপবাদ মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে তৈরী করতে হবে এবং তা সকলের মধ্যে রটিয়ে দিতে হবে, যাতে কোন লোক তার কথায় কর্ণপাত না করে। অলীদ বিন মুগীরাহ্র গৃহে বৈঠক বসল। এক একজন এক এক প্রস্তাব পেশ করল। কেউ বলল, তাকে ‘গণৎকার’ (كَاهِنٌ) বলা হউক। কেউ বলল, ‘পাগল’ (مَجْنُوْنٌ) বলা হউক। কেউ বলল, ‘কবি’ (شَاعِرٌ) বলা হউক। সব শুনে অলীদ বললেন, আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মাদ-এর কথাবার্তা বড়ই সুন্দর ও মিষ্ট-মধুর। তার কাছে কিছুক্ষণ বসলেই লোকেদের নিকট তোমাদের দেওয়া ঐসব অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। তারা বলল, তাহ’লে আপনিই বলুন, কী বলা যায়। অলীদ অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে বললেন, তার সম্পর্কে যদি কিছু বলতেই হয়, তবে বেশীর বেশী তাকে ‘জাদুকর’ (سَاحِرٌ) বলা যায়। কেননা তার কথা যেই-ই মন দিয়ে শোনে তার মধ্যে জাদুর মত আছর করে *(মুদ্দাছছির ৭৪/২৪)* এবং লোকেরা তার দলে ভিড়ে যায়। ফলে আমাদের পিতা-পুত্রের মধ্যে, ভাই-ভাইয়ের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এমনকি গোত্রে-গোত্রে বিভক্তি সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর এসবই হচ্ছে তার কথার জাদুকরী প্রভাবে। অতএব তাকে ‘জাদুকর’ বলাই যুক্তিযুক্ত। অতঃপর সবাই একমত হয়ে আসন্ন হজ্জের মৌসুমে শতমুখে তাঁকে ‘জাদুকর’ বলে প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বৈঠক ভঙ্গ করল। অতঃপর মক্কার পথে পথে হাজীদের নিকট এই মিথ্যা অপবাদ প্রচার করার জন্য লোক নিয়োগ করল, যেন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যাপারে সবাইকে সাবধান করে’ *(ইবনু হিশাম ১/২৭০)*।

বস্তুতঃ যুগে যুগে সমাজ সংস্কারক নেতাদের বিরুদ্ধে স্বার্থপর সমাজ ও রাজনৈতিক নেতারা এবং মিডিয়ার দুষ্টু লোকেরা পরিকল্পিতভাবে মিথ্যাচার করেছে, আজও করে যাচ্ছে। কেবল যুগের পরিবর্তন হয়েছে। মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি।

অলীদ কে ছিলেন? (من هو الوليد؟)

অলীদ বিন মুগীরা আল-মাখযূমী ছিলেন মক্কার অন্যতম সেরা ধনী। আল্লাহ তাকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি নিজেকে বলতেন ‘অহীদ ইবনুল অহীদ’ (আমি অদ্বিতীয়ের পুত্র অদ্বিতীয়)। সারা আরবে আমার ও আমার পিতার কোন তুলনা নেই। তার এই ধারণা বিষয়ে আল্লাহ বলেন, ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ‘ছাড় আমাকে এবং যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অদ্বিতীয় করে’ (*মুদ্দাছছির ৭৪/১১*)। তার ফসলের ক্ষেত, পশু চারণ ক্ষেত্র ও বাগ-বাগিচা মক্কা হ’তে ত্বায়েফ পর্যন্ত (প্রায় ৯০ কি. মি.) বিস্তৃত ছিল (*তাফসীর কুরতুবী*)। শীত-গ্রীষ্ম উভয় মৌসুমে তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আয়-আমদানী অব্যাহত থাকত। তার সন্তান-সন্ততি তার সাথেই থাকত। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا- وَبَنِينَ شُهُودًا- وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا- ‘তাকে আমি দিয়েছিলাম প্রচুর ধন-সম্পদ’। ‘এবং সদাসঙ্গী পুত্রগণ’। ‘আর তাকে দিয়েছিলাম প্রচুর সচ্ছলতা’ (*মুদ্দাছছির ৭৪/১২-১৪*)।

একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন। তখন তিনি তাকে কুরআন শুনান। তাতে তার অন্তর গলে যায়। একথা আবু জাহ্লের কানে পৌঁছে যায়। তখন তিনি তার কাছে এসে বলেন, হে চাচা! আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার জন্য অনেক টাকা জমা করতে মনস্থ করেছে আপনাকে দেওয়ার জন্য। কেননা আপনি মুহাম্মাদের কাছে গিয়েছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, কুরায়েশরা ভালো করেই জানে যে আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী। তখন আবু জাহ্ল বললেন, আপনি তার ব্যাপারে এমন কিছু কথা বলুন যাতে আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা বোঝে যে আপনি মুহাম্মাদ যা বলেছে, তা অস্বীকারকারী। জবাবে তিনি বললেন, আমি তার সম্পর্কে কি বলব? আল্লাহ্র কসম! তোমাদের মধ্যে কবিতা বিষয়ে আমার চাইতে বিজ্ঞ কেউ নেই। আল্লাহ্র কসম! তিনি যা বলেন, তা কোন কিছুর সাথেই তুলনীয় নয়। ক্বাতাদাহ বলেন, লোকেরা ধারণা করত যে, তিনি বলেছিলেন, وَاللهِ لَقَدْ نَظَرْتُ فِيمَا قَالَ الرَّجُلُ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بِشِعْرٍ، وَإِنَّ لَهُ لَحَلاَوَةٌ، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاَوَةٌ، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى، وَمَا أَشُكُّ أَنَّهُ سِحْرٌ ‘আল্লাহ্র কসম! লোকটি যা বলেন সে বিষয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি। এটি কোন কবিতা নয়। নিশ্চয়ই এর রয়েছে বিশেষ মাধুর্য। এর উপরে রয়েছে বিশেষ অলংকার। নিশ্চয়ই এটি বিজয়ী হবে, বিজিত হবে না। আর আমি যা সন্দেহ করি তা এই যে, এটি জাদু।[১৩৬]

এভাবে সবকিছু স্বীকার করার পরও অহংকার বশে ও কুরায়েশ নেতাদের চাপে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতকে স্বীকৃতি না দিয়ে বিরুদ্ধাচরণের পথ বেছে নিলেন।

---

১৩৬. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা মুদ্দাছছির ১৮-২৪ আয়াত; ইবনু হিশাম ১/২৭০-৭১।

ওইদিন অলীদের গৃহে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রাসূল (ছাঃ)-কে 'জাদুকর' বলে প্রচার করার সিদ্ধান্তের ঘটনা এবং অলীদের বাকভঙ্গী আল্লাহ নিজস্ব রীতিতে বর্ণনা করেন নিম্নোক্ত ভাবে-

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ- فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ- ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ- ثُمَّ نَظَرَ- ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ- ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ- فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُّؤْثَرُ- إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ-

'সে চিন্তা করল ও মনস্থির করল'। 'ধ্বংস হৌক সে কিরূপ মনস্থির করল'? 'ধ্বংস হৌক সে কিরূপ মনস্থির করল'? 'অতঃপর সে তাকাল'। 'অতঃপর ভ্রুকুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল'। 'অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল ও অহংকার করল'। 'তারপর বলল, অর্জিত জাদু বৈ কিছু নয়'। 'এটা মানুষের উক্তি বৈ কিছু নয়' *(মুদ্দাছছির ৭৪/১৮-২৫)*।

অত্র সূরায় ১১ হ'তে ২৬ পর্যন্ত ১৬টি আয়াত কেবল অলীদ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, অলীদ রাসূল (ছাঃ)-কে 'মিথ্যাবাদী' বলতে সাহস করেননি। তাই অবশেষে কালামে পাকের জাদুকরী প্রভাবের কথা চিন্তা করে তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে 'জাদুকর' বলে অপবাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে আল্লাহ তাকে পরপর দু'বার অভিসম্পাৎ দিয়ে বলেন, فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ- ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ- 'ধ্বংস হৌক সে কিরূপ মনস্থির করল'? 'ধ্বংস হৌক সে কিরূপ মনস্থির করল'? অতঃপর বললেন, سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ 'সত্বর আমি তাকে 'সাক্বার' নামক জাহান্নামে প্রবেশ করাবো' *(মুদ্দাছছির ৭৪/২৬)*।

অলীদ বিন মুগীরাহ হিজরতের তিনমাস পর ৯৫ বছর বয়সে কাফির অবস্থায় মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন এবং হাজূনে সমাহিত হন।[১৩৭]

হজ্জের মৌসুমে রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াত (دعوة الرسول صـــ فى موسم الحج) :

যথাসময়ে হজ্জের মৌসুম এসে গেল। হজ্জের মাসের আগে-পিছে দু'মাস হ'ল হারামের মাস। এ তিন মাস মারামারি-কাটাকাটি নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জে আগত মেহমানদের তাঁবুতে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। ওদিকে অলীদের পরামর্শ মতে আবু লাহাবের নেতৃত্বে পরিচালিত গীবতকারী দল সবার কাছে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন অপবাদ প্রচার করতে থাকে এবং শেষে বলে আসে যে, সে একজন জাদুকর। তার কথা শুনলেই জাদুগ্রস্ত হয়ে যেতে হবে। অতএব কেউ যেন তার ধারে-কাছে না যায়। খোদ আবু লাহাব নির্লজ্জের মত রাসূল (ছাঃ)-এর পিছে পিছে ঘুরতে লাগল। রাসূল (ছাঃ) যেখানেই যান, সেখানেই সে গিয়ে বলে يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ صَابِئٌ كَذَّابٌ 'হে জনগণ! তোমরা এর কথা শুনো না। সে ধর্মত্যাগী মহা

১৩৭. ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত তারীখ (বৈরূত : ১ম সংস্করণ ১৪১৭/১৯৯৭) ১/৬৬৯।

মিথ্যুক'।[১৩৮] শুধু তাই নয়, সে উপরোক্ত গালি দিয়ে হজ্জ মৌসুমের বাইরে যুল-মাজায বাজারে রাসূল (ছাঃ)-এর পায়ে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল। যাতে তাঁর দু'গোড়ালী রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল।[১৩৯]

যুগে যুগে বাতিলপন্থীরা এভাবে হকপন্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে। আজও করে যাচ্ছে। যাতে লোকেরা হক কবুল করা হ'তে বিরত থাকে।

লাভ ও ক্ষতি (نفع الدعوة وضررها) :

এই ব্যাপক অপপ্রচারের ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য লাভ ও ক্ষতি দু'টিই হ'ল। লাভ হ'ল এই যে, তাঁর নবুঅত দাবীর কথা সর্বত্র প্রচারিত হ'ল। যা সুদূর ইয়াছরিবের কিতাবধারী ইহূদী-নাছারাদের কানে পৌঁছে গেল। এতে তারা বুঝে নিল যে, তাওরাত-ইনজীলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আখেরী নবীর আগমন ঘটেছে। ফলে দ্বীনদার লোকদের মধ্যে তাঁর প্রতি ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হ'ল।

পক্ষান্তরে ক্ষতি হ'ল এই যে, কেউ তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিল না। বরং অনেকের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হ'ল। সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক ছিল আবু লাহাবের কুৎসা রটনা ও নোংরা প্রচারণা। কেননা তিনি ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর আপন চাচা, নিকটতম প্রতিবেশী, তাঁর দুই মেয়ের সাবেক শ্বশুর এবং সুপরিচিত নেতা ও বড় ব্যবসায়ী। তার কথা সবাই বিশ্বাস করে নিল। যে কারণে দীর্ঘ প্রায় তিন মাসব্যাপী দিন-রাতের দাওয়াত বাহ্যতঃ নিষ্ফল হ'ল।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৬ (العبر –٦) :

(১) ইসলাম বিশ্বধর্ম। অতএব বিশ্ব মানবতার কল্যাণে তার প্রকাশ্য দাওয়াত অপরিহার্য ছিল। ক্বিয়ামত অবধি এর প্রকাশ্য দাওয়াত অব্যাহত থাকবে। কেননা এর অকল্যাণকর কোন দিক নেই, যা গোপন রাখতে হবে। বরং যত সুন্দরভাবে ইসলামের প্রতিটি দিক জগত সমক্ষে তুলে ধরা যাবে, মানবজাতি তা থেকে তত দ্রুত কল্যাণ লাভে ধন্য হবে।

(২) কল্যাণময় কোন দাওয়াত প্রকাশিত হ'লে অকল্যাণের অভিসারীরা তার বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগবে এটাই স্বাভাবিক। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে সেটাই ঘটেছিল।

(৩) বাধা সত্ত্বেও দাওয়াত দানকারীকে প্রচারের সকল সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। কেননা বহু অচেনা মানব সন্তান রয়েছে, যারা দাওয়াত পেলেই গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) দাওয়াত প্রসারের সামান্যতম সুযোগকেও হাতছাড়া করেননি।

---

১৩৮. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫৯, সনদ ছহীহ; আহমাদ হা/১৬০৬৬, ১৬০৬৯, সনদ হাসান।
১৩৯. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৫৬২; হাকেম ২/৬১১; দারাকুৎনী হা/২৯৫৭, ১৮৬ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, সনদ হাসান।

(৪) ইসলামের দাওয়াত হবে উদার ও বিশ্বধর্মী। এখানে রং, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল ও গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতার কোন অবকাশ থাকবে না।

(৫) তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত তথা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করা, রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করা এবং আখেরাতে জওয়াবদিহিতার তীব্র অনুভূতি, এই মৌলিক তিনটি বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করা ব্যতীত ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রকৃত কল্যাণ ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইসলামের এই দাওয়াত সেযুগের ন্যায় এযুগেও মযলূম মানবতার মুক্তিদূত হিসাবে গ্রহণীয়।

অপবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কৌশল সমূহ

(تكثير عدد الافتراء ومكائد أخري)

১. নানাবিধ অপবাদ রটনা (الإفتراءات المختلفة) :

হজ্জের মৌসুম শেষে নেতারা পুনরায় হিসাব-নিকাশে বসে গেলেন। দেখা গেল যে, অপবাদ রটনায় কাজ হয়েছে সবচেয়ে বেশী। এর দ্বারা যেমন প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে দুর্বল করা যায়। তেমনি সাধারণ মানুষ দ্রুত সেটা লুফে নেয়। কেউ যাচাই-বাছাই করতে চাইলে তো আমাদের কাছেই আসবে। কেননা আমরাই সমাজের নেতা এবং আমরাই তার নিকটতম আত্মীয় ও প্রতিবেশী। অতএব আমরাই যখন তার বিরুদ্ধে বলছি, তখন কেউ আর এ পথ মাড়াবে না। অতএব অপবাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল। ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে তারা অনেকগুলি অপবাদ তৈরী করল। যেমন-

তিনি **(১) পাগল (২) কবি** وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ 'তারা বলল, আমরা কি একজন কবি ও পাগলের জন্য আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করব? *(ছাফফাত ৩৭/৩৬)*। **(৩) জাদুকর (৪) মহা মিথ্যাবাদী** وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ 'কাফেররা বলল, এ লোকটি একজন জাদুকর ও মহা মিথ্যাবাদী' *(ছোয়াদ ৩৮/৪)*। **(৫) পুরাকালের উপাখ্যান বর্ণনাকারী** إِنْ هَـٰذَا إِلاَّ أَسَاطِيْرُ الأَوَّلِيْنَ 'এটা পূর্ববর্তীদের মিথ্যা উপাখ্যান ব্যতীত কিছুই নয়' *(আনফাল ৮/৩১)*। **(৬) অন্যের সাহায্যে মিথ্যা রচনাকারী** يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ 'তারা বলে যে, তাকে শিক্ষা দেয় একজন মানুষ' *(নাহল ১৬/১০৩)*, **(৭) মিথ্যা রটনাকারী** وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ 'কাফেররা বলে, এটা বানোয়াট ছাড়া কিছুই নয় যা সে উদ্ভাবন করেছে এবং অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে এব্যাপারে সাহায্য করেছে' *(ফুরক্বান ২৫/৪)*। **(৮) গণৎকার** فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ 'অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাকো। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি গণক নও, উন্মাদও নও' *(তূর ৫২/২৯)*।

(৯) ইনি তো সাধারণ মানুষ, ফেরেশতা নন وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلاَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً 'তারা বলে যে, এ কেমন রাসূল যে খাদ্য ভক্ষণ করে ও হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তার প্রতি কেন ফেরেশতা নাযিল করা হলো না, যে তার সাথে থাকতো সদা সতর্ককারী রূপে? *(ফুরক্বান ২৫/৭)*। **(১০) পথভ্রষ্ট** وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاَءِ لَضَالُّونَ 'যখন তারা ঈমানদারগণকে দেখত, তখন বলত, নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/৩২)*। **(১১) ধর্মত্যাগী** :قَالَ ابو لهب لاَتُطِيْعُوْهُ فَإِنَّهُ صَابِيءٌ كَذَّابٌ 'আবু লাহাব বলত, তোমরা এর আনুগত্য করো না। কেননা সে ধর্মত্যাগী মহা মিথ্যাবাদী' *(আহমাদ)*। **(১২) পিতৃধর্ম বিনষ্টকারী (১৩) জামা'আত বিভক্তকারী** *(ইবনু হিশাম ১/২৯৫)* **(১৪) জাদুগ্রস্ত** يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوْراً 'যালেমরা বলে, তোমরা তো কেবল একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৪৭)*। **(১৫) 'মুযাম্মাম'**। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল 'মুহাম্মাদ' (প্রশংসিত) নামের বিপরীতে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) নামে ব্যঙ্গ কবিতা বলত *(ইবনু হিশাম ১/৩৫৬)*। **(১৬) রা'এনা**। মদীনায় হিজরত করার পর সেখানকার দুরাচার ইহূদীরা রাসূল (ছাঃ)-কে 'রা'এনা' (رَاعِنَا) বলে ডাকত *(বাক্বারাহ ২/১০৪)*। তাদের মাতৃভাষা হিব্রুতে যার অর্থ ছিল شَرِيْرُنَا 'আমাদের মন্দ লোকটি'।[১৪০]

এইসব অপবাদের জওয়াবে আল্লাহ বলেন, أُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلاً 'দেখ ওরা কিভাবে তোমার নামে (বাজে) উপমাসমূহ প্রদান করছে। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব ওরা আর পথ পেতে সক্ষম হবে না' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৪৮; ফুরক্বান ২৫/৯)*। কুৎসা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে যুগে যুগে এটাই হ'ল সর্বোত্তম জবাব।

২. নাচ-গানের আসর করা (احتفال الرقص والغناء) : গল্পের আসর জমানো এবং গান-বাজনা ও নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান করা, যাতে মানুষ মুহাম্মাদের কথা না শোনে। এজন্য অন্যতম কুরায়েশ নেতা ও বিত্তশালী ব্যবসায়ী নযর বিন হারেছ তৎকালীন সমৃদ্ধ শহর ইরাকের 'হীরা' নগরীতে চলে যান এবং সেখান থেকে পারস্যের প্রাচীন রাজা-বাদশাদের কাহিনী, রুস্তম ও ইস্ফিনদিয়ারের বীরত্বের কাহিনী শিখে এসে মক্কায় বিভিন্ন স্থানে গল্পের

---

১৪০. মুজাম্মা' লুগাতুল 'আরাবিইয়াহ (মিসর : ১৪০৯/১৯৮৮) ১/৫০৬; আরবী ভাষায় رَاعِنَا অর্থ 'আমাদের তত্ত্বাবধায়ক'। মাদ্দাহ الرعاية والحفظ এই লকবে ডেকে তারা বাহ্যতঃ মুসলমানদের খুশী করত। কিন্তু এর দ্বারা তারা নিজেদের ভাষা অনুযায়ী গালি (الرُّعُوْنَةُ) অর্থ নিত। সেকারণ আল্লাহ এটাকে নিষিদ্ধ করে انظُرْنَا ('আমাদের দেখাশুনা করুন') লকবে ডাকার নির্দেশ দিলেন *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১০৪ আয়াত)*।

আসর বসাতে শুরু করেন। যেখানেই রাসূল (ছাঃ) মানুষকে জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের সুখ-শান্তির কথা শুনিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন, সেখানেই নযর বিন হারেছ গিয়ে উক্ত সব কল্প-কাহিনী শুনিয়ে বলতেন, এগুলো কি মুহাম্মাদের কাহিনীর চেয়ে উত্তম নয়? এতেও তিনি ক্ষান্ত না হয়ে অনেকগুলি সুন্দরী দাসী খরিদ করেন, যারা নৃত্য-গীতে পারদর্শী ছিল। তিনি তাদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে নাচ-গানের আসর বসাতেন এবং মানুষকে সেখানে আকৃষ্ট করতেন। এমনকি কোন লোক মুহাম্মাদের অনুসারী হয়েছে জানতে পারলে তিনি ঐসব সুন্দরীদের তার পিছনে লাগিয়ে দিতেন এবং তাকে ফিরিয়ে আনার যেকোন পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিতেন' (*ইবনু হিশাম ১/৩০০*)।

উপরোক্ত ঘৃণ্য ক্রিয়া-কলাপের প্রেক্ষিতেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ- (لقمان ٦)-

'লোকেদের মধ্যে একটা শ্রেণী আছে, যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অজ্ঞতাবশে অলীক কল্প-কাহিনী খরীদ করে এবং আল্লাহ্‌র পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' (*লোকমান ৩১/৬*)।

আধুনিক যুগের মিথ্যাচার ও খেল-তামাশার বাহন স্বরূপ ইসলাম বিরোধী প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সমূহ এ আয়াতের আওতাভুক্ত। সেযুগের চেয়ে এ যুগে এসবের ক্ষতি শতগুণ বেশী। কেননা সে যুগে এসব যে স্থানে প্রদর্শিত হ'ত, সে স্থানের দর্শক ও শ্রোতারাই কেবল সংক্রমিত হ'ত। কিন্তু আধুনিক যুগে এর মন্দ প্রতিক্রিয়া হয় সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি দর্শক ও শ্রোতার মধ্যে। সেকারণ জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য মিডিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এবং পরিবারপ্রধান ও সমাজ ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দের এ বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

৩. ব্যঙ্গ কবিতা রচনা (إنشاء الشعر الهجاء) :

আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা লিখতেন। যাতে রাসূল (ছাঃ) কষ্ট পান। এর মাধ্যমে তিনি লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলতেন। সূরা লাহাব নাযিল হ'লে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি হাতে প্রস্তরখণ্ড নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে মারার উদ্দেশ্যে কা'বা চত্বরে গমন করেন এবং নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন।-

مُذَمَّمًا عَصَيْنَا + وَأَمْرَهُ أَبَيْنَا + وَدِيْنَهُ قَلَيْنَا

'নিন্দিতের আমরা অবাধ্যতা করি'। 'তার নির্দেশ আমরা অমান্য করি'। 'তার দ্বীনকে আমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি'।[১৪১] উক্ত কবিতায় তিনি 'মুহাম্মাদ' (প্রশংসিত) নামকে

---

১৪১. ইবনু হিশাম ১/৩৫৬; হাকেম হা/৩৩৭৬, ২/৩৬১ সনদ ছহীহ; আলবানী, ছহীহ সীরাহ নববিইয়াহ ১৩৭ পৃঃ; তাফসীর কুরতুবী, ইবনু কাছীর; সীরাহ ছহীহাহ ১/১৪৭।

বিকৃত করে ‘মুযাম্মাম’ (নিন্দিত) বলেন। কুরায়েশরাও রাসূল (ছাঃ)-কে গালি দিয়ে ‘মুযাম্মাম’ (নিন্দিত) বলত। জবাবে রাসূল (ছাঃ) কত সুন্দরই না বলতেন, أَلاَ تَعْجَبُوْنَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّى شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُوْنَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُوْنَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ ‘তোমরা কি বিস্মিত হও না কিভাবে আল্লাহ আমার থেকে কুরাইশদের গালি ও লা‘নতকে ফিরিয়ে দিয়েছেন? তারা আমাকে ‘মুযাম্মাম’ (مُذَمَّمٌ) ‘নিন্দিত’ বলে গালি দিয়েছে ও লা‘নত করেছে, অথচ আমি হ’লাম ‘মুহাম্মাদ’ (مُحَمَّدٌ) ‘প্রশংসিত’।[১৪২] যুগে যুগে সংস্কারপন্থী আলেম ও সংগঠনের বিরুদ্ধে কটূক্তিকারীদের জন্য এটাই হবে সর্বোত্তম জওয়াব।

৪. অতীতে সংঘটিত বিভিন্ন কাহিনী সম্পর্কে প্রশ্ন করা (السؤال عن القصص الماضية)

(ক) আছহাবে কাহফ ও যুল-ক্বারনায়েন (السؤال عن اصحاب الكهف وذى القرنين) : তাঁকে ভণ্ডনবী প্রমাণের জন্য কুরায়েশ নেতারা ইহূদীদের পরামর্শ মতে বিভিন্ন অতীত কাহিনী সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। যেমন- (১) আছহাবে কাহফের সেই যুবকদের ঘটনা, যারা প্রাচীনকালে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং ৩০৯ বছর ঘুমিয়ে থেকে আবার জেগে উঠেছিল। (২) যুল-ক্বারনায়েন-এর ঘটনা, যিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে সফর করেছিলেন। (৩) রূহ কি?

উক্ত প্রেক্ষিতে সূরা কাহফ নাযিল হয়। তবে এ বিষয়ে ইবনু ইসহাক থেকে যে বর্ণনা এসেছে, তা যঈফ। সেখানে বলা হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) নেতাদেরকে পরদিন জবাব দিবেন বলে ওয়াদা করেন। কিন্তু ‘ইনশাআল্লাহ’ বলেন নি। ফলে ১৫ দিন যাবৎ অহী নাযিল বন্ধ থাকে। পরে জিব্রীল এসে তাঁকে এজন্য তিরষ্কার করেন এবং সূরা কাহফ নাযিল করেন। কথাগুলির মধ্যে যেমন অযৌক্তিকতা রয়েছে, সনদেও রয়েছে তেমনি চরম দুর্বলতা।[১৪৩]

(খ) রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন (السؤال عن الروح) : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার কুরায়েশ নেতারা ইহূদী পণ্ডিতদের বলল, তোমরা আমাদের এমন কিছু শিখিয়ে দাও, যেটা আমরা এই ব্যক্তিকে প্রশ্ন করব (এবং সে জবাব দিতে পারবে না)। তখন তারা বলল, তোমরা তাকে ‘রূহ’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। সেমতে তারা জিজ্ঞেস করল। তখন আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন, وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ‘আর ওরা তোমাকে প্রশ্ন করছে ‘রূহ’ সম্পর্কে। তুমি

---

১৪২. ইবনু হিশাম ১/৩৫৬; বুখারী হা/৩৫৩৩; মিশকাত হা/৫৭৭৮।
১৪৩. ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা কাহফ ৫ আয়াত; ত্বাবারী হা/২২৮৬১, ১৫/১২৭-২৮; বায়হাক্বী দালায়েলুন নবুঅত ২/২৭০; ইবনু হিশাম ১/৩০৮; সনদ যঈফ।

বলে দাও, রূহ আমার প্রতিপালকের একটি আদেশ মাত্র। আর এ বিষয়ে তোমাদের প্রতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে *(ইসরা ১৭/৮৫)*।[১৪৪] 'রূহ' সম্পর্কিত প্রশ্নটি পুনরায় মদীনায় ইহূদীরা করলে সেখানে একই জবাব দেওয়া হয়, যা মক্কায় সূরা বনু ইস্রাঈল ৮৫ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল।[১৪৫]

৫. ইহূদী পণ্ডিতদের মাধ্যমে সরাসরি নবীকে পরীক্ষা করা (اختبار النبى مباشرة بعلماء اليهود):

মদীনার কপট ইহূদী পণ্ডিতরা মক্কায় এসে রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করল, বলুন তো শামে বসবাসকারী কোন নবীর ছেলেকে মিসরে বহিষ্কার করা হয় এবং তিনি সেই শোকে কেঁদে অন্ধ হয়ে যান? ইহূদীরা এঘটনা জানত তাওরাতের মাধ্যমে যা ছিল হিব্রু ভাষায়। মক্কার লোকেরা হিব্রু জানত না। এমনকি তারা আরবীতেও লেখাপড়া জানত না। তারা ইউসুফ নবী সম্পর্কে কিছুই জানত না। এ প্রশ্ন ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা। ফলে ইউসুফের কাহিনী পূরাটাই একত্রে একটি সূরায় নাযিল হয়। যা অন্য নবীদের বেলায় হয়নি *(তাফসীর ইবনু জারীর হা/১৮৭৮৬; কুরতুবী প্রভৃতি)*।

৬. চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করণের প্রস্তাব (اقتراح شق القمر) : সবকিছুতে ব্যর্থ হয়ে সবশেষে ইহূদী পণ্ডিতেরা কুরায়েশ নেতাদের একটা বিস্ময়কর কৌশল শিখিয়ে দিল। তারা বলল, মুহাম্মাদ জাদুকর কি-না, যাচাইয়ের একটা প্রকৃষ্ট পন্থা এই যে, জাদুর প্রভাব কেবল যমীনেই সীমাবদ্ধ থাকে। আসমানে এর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। অতএব তোমরা মুহাম্মাদকে বল, সে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করুক। সম্ভবতঃ হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক লাঠির সাহায্যে নদী বিভক্ত হওয়ার মু'জেযা থেকেই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার চিন্তাটি ইহূদীদের মাথায় এসে থাকবে। অথচ নদী বিভক্ত করার চাইতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা কতই না কঠিন বিষয়। কেননা এটি দুনিয়ার এবং অন্যটি আকাশের। কুরায়েশ নেতারা মহা খুশীতে বাগবাগ হয়ে গেল এই ভেবে যে, এবার নির্ঘাত মুহাম্মাদ কুপোকাৎ হবে। তারা দল বেঁধে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে এক চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রিতে উক্ত প্রশ্ন করল। ঐ সময় সেখানে হযরত আলী, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, জুবায়ের ইবনু মুত্ব'ইম প্রমুখ ছাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু ছাহাবী উক্ত বিষয়ে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যে কারণে হাফেয ইবনু কাছীর এতদসংক্রান্ত হাদীছসমূহকে 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ভুক্ত বলেছেন *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ক্বামার)*।

কুরায়েশ নেতাদের দাবী মোতাবেক আল্লাহ্র হুকুমে রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত মু'জেযা প্রদর্শিত হ'ল। মুহূর্তের মধ্যে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে ছিটকে পড়ল। উভয় টুকরার মাঝখানে 'হেরা' পর্বত আড়াল হয়ে গেল। অতঃপর পুনরায় দুই টুকরা এসে যুক্ত হ'ল। এ সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মিনা-তে ছিলেন। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) কর্তৃক

---

১৪৪. তিরমিযী হা/৩১৪০, আহমাদ হা/২৩০৯, সনদ ছহীহ।
১৪৫. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৪৭২১-এর আলোচনা; মুসলিম হা/২৭৯৪; তিরমিযী হা/৩১৪০।

www.ahlehadeethbd.org

ছহীহায়নের বর্ণনায় এসেছে যে, এরপর রাসূল (ছাঃ) উপস্থিত নেতাদের বললেন, إِشْهَدُوْا 'তোমরা সাক্ষী থাক'।[১৪৬] ইবনু মাস'ঊদ ও ইবনু ওমর (রাঃ) কর্তৃক ছহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে যে, ঐসময় আল্লাহকে সাক্ষী রেখে রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَللَّهُمَّ اشْهَدْ 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক'।[১৪৭] এতে অনুমিত হয় যে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর সাথে ঐ সময় ইবনু ওমর (রাঃ) হাযির ছিলেন এবং উভয়ে উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছরের মত। ঘটনাটি ৯ম নববী বর্ষে ঘটে।[১৪৮] উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা ক্বামার নাযিল হয়। যার শুরু হ'ল اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ 'ক্বিয়ামত আসন্ন। চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে' *(ক্বামার ৫৪/১)*।

এত বড় ঘটনা চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও কুরায়েশ নেতারা ঈমান আনলেন না। পরে বিভিন্ন এলাকা হ'তে আগত লোকদের কাছেও তারা একই ঘটনা শোনেন। ইবনু মাসঊদ বলেন, তারা বললেন, এটা আবু কাবশার পুত্রের (মুহাম্মাদের) জাদু। সে তোমাদের জাদু করেছে। অতএব তোমরা বহিরাগত লোকদের জিজ্ঞেস কর। কেননা মুহাম্মাদ একসঙ্গে সবাইকে জাদু করতে পারবে না। অতএব বহিরাগতরা বললে সেটাই ঠিক। নইলে এটা স্রেফ জাদু মাত্র। অতঃপর চারদিক থেকে আসা মুসাফিরদের জিজ্ঞেস করলেন। তারা সবাই এ দৃশ্য দেখেছেন বলে সাক্ষ্য দেন'।[১৪৯] কিন্তু যিদ ও অহংকার তাদেরকে ঈমান আনা হ'তে বিরত রাখলো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَإِن يَّرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ، 'তারা যদি কোন নিদর্শন (যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করণ) দেখে, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে যে, এটা তো চলমান জাদু'। 'তারা মিথ্যারোপ করে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। অথচ প্রত্যেক কাজের ফলাফল (ক্বিয়ামতের দিন) স্থিরীকৃত হবে *(ক্বামার ৫৪/২-৩)*।

তারীখে ফিরিশতায় বর্ণিত হয়েছে যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার এই দৃশ্য ভারতের মালাবারের জনৈক মহারাজা স্বচক্ষে দেখেন এবং তা নিজের রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করেন। পরে আরব বণিকদের মুখে ঘটনা শুনে তখনকার রাজা 'সামেরী' উক্ত রোজনামচা বের করেন। অতঃপর তাতে ঘটনার সত্যতা দেখে তিনি মুসলমান হয়ে যান। যদিও সামরিক নেতা ও সমাজনেতাদের ভয়ে তিনি ইসলাম গোপন রাখেন'।[১৫০] ১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই চন্দ্রে প্রথম পদাপর্ণকারী দলের নেতা নেইল আর্মষ্ট্রং স্বচক্ষে

১৪৬. বুখারী হা/৩৮৬৮; মুসলিম হা/২৮০০ (৪৩-৪৪); মিশকাত হা/৫৮৫৪-৫৫।
১৪৭. মুসলিম হা/২৮০০ (৪৫) 'মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যাবলী' অধ্যায়, 'চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করণ' অনুচ্ছেদ।
১৪৮. মানছূরপুরী, রহমাতুল্লিল 'আলামীন ৩/১৫৫ পৃঃ।
১৪৯. তাফসীর ইবনু জারীর হা/৩২৬৯৯ প্রভৃতি; সনদ ছহীহ; কুরতুবী হা/৫৭৩৭।
১৫০. মুহাম্মাদ ক্বাসেম হিন্দুশাহ ফিরিশতা, তারীখে ফিরিশতা (ফার্সী হ'তে উর্দূ অনুবাদ : লাক্ষ্ণৌ ছাপা, ১৩২৩/১৯০৫) ১১শ অধ্যায় 'মালাবারের শাসকদের ইতিহাস' ২/৪৮৮-৮৯ পৃঃ।

চন্দ্রপৃষ্ঠের বিভক্তি রেখা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন এবং ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু মার্কিন প্রশাসনের ভয়ে তিনি একথা কয়েক বছর পরে প্রকাশ করেন।[১৫১]

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা ছাড়াও রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মু'জেযা প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু এগুলি ছিল কেবল হঠকারীদের অহংকার চূর্ণ করার জন্য। এর দ্বারা তারা কখনোই হেদায়াত লাভ করেনি। যদিও এর ফলে দ্বীনদারগণের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. আপোষমুখী প্রস্তাব সমূহ পেশ (تقديم الاقتراحات للمصالحة إلى النبى صـــ) :

বুদ্ধিবৃত্তিক ও অলৌকিক সকল পন্থায় পরাজিত হয়ে কুরায়েশ নেতারা এবার আপোষমুখী পদ্ধতি গ্রহণ করল। 'কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জন'-এর নীতিতে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আপোষ করতে চাইল। কুরআনের ভাষায় وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ 'তারা চায় যদি তুমি কিছুটা শিথিল হও, তাহ'লে তারাও নমনীয়তা দেখাবে' *(ক্বলম ৬৮/৯)*। এ বিষয়ে তাদের প্রস্তাবগুলি ছিল নিম্নরূপ :

(ক) একদিন রাসূল (ছাঃ) কা'বায় তাওয়াফ করছিলেন। এমতাবস্থায় আসওয়াদ বিন আবদুল মুত্ত্বালিব, অলীদ বিন মুগীরাহ, উমাইয়া বিন খালাফ, 'আছ বিন ওয়ায়েল প্রমুখ মক্কার বিশিষ্ট নেতৃবর্গ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে আপোষ প্রস্তাব দিয়ে বলেন, يَا مُحَمَّدُ، هَلُمَّ فَلْنَعْبُدْ مَا تَعْبُدُ، وَتَعْبُدُ مَا نَعْبُدُ، فَنَشْتَرِكُ نَحْنُ وَأَنْتَ فِي الْأَمْرِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي تَعْبُدُ خَيْرًا مِمَّا نَعْبُدُ، كُنَّا قَدْ أَخَذْنَا بِحَظِّنَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ مَا نَعْبُدُ خَيْرًا مِمَّا تَعْبُدُ، كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ بِحَظِّكَ مِنْهُ– 'হে মুহাম্মাদ! এসো আমরা ইবাদত করি তুমি যার ইবাদত কর এবং তুমি পূজা কর আমরা যার পূজা করি। আমরা এবং তুমি আমাদের কাজে পরস্পরে শরীক হই। অতঃপর তুমি যার ইবাদত কর, তিনি যদি উত্তম হন আমরা যাদের পূজা করি তাদের চাইতে, তাহ'লে আমরা তার ইবাদতে পুরাপুরি অংশ নিব। আর আমরা যাদের পূজা করি, তারা যদি উত্তম হয় তুমি যার ইবাদত কর তাঁর চাইতে, তাহ'লে তুমি তাদের পূজায় পুরাপুরি অংশ নিবে' *(ইবনু হিশাম১/৩৬২)*।[১৫২] ইবনু জারীর-এর বর্ণনায় এসেছে, ونُشرِكُكَ في أمرِنا كُلِّه، فإن كان الذي جِئتَ به خيراً مما بأيدينا، كنا قد شَرِكناكَ فيه 'আমরা তোমাকে আমাদের সকল কাজে শরীক করব। অতঃপর তুমি যে দ্বীন নিয়ে এসেছ, তা যদি আমাদের দ্বীনের চাইতে উত্তম হয়, তাহ'লে আমরা সবাই তোমার সাথে তাতে শরীক হব। আর যদি আমাদেরটা উত্তম হয়, তাহ'লে তুমি

---

১৫১. লেখক নিজে উক্ত চন্দ্র বিজয়ী দলের ঢাকা সফরকালে নিকট থেকে তাদের স্বচক্ষে দেখেছেন এবং অনেক পরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উক্ত খবরটি পড়েছেন। -লেখক।

১৫২. ইবনু জারীর, কুরতুবী; ইবনু হিশাম ১/৩৬২ 'সূরা কাফেরূন নাযিলের কারণ' অনুচ্ছেদ; আলবানী, ছহীহুস সীরাহ ২০১-২০২ পৃঃ ।

আমাদের কাজে শরীক হবে এবং তাতে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করবে'। তখন অত্র সূরা নাযিল হয়।

(খ) যদি তুমি আমাদের কোন একটি মূর্তিকে চুমু দাও, তাহ'লে আমরা তোমাকে সত্য বলে মেনে নিব। (গ) তারা একথাও বলেছিল যে, তুমি চাইলে আমরা তোমাকে এত মাল দেব যে, তুমি সেরা ধনী হবে। তুমি যাকে চাও, তার সাথে তোমাকে বিয়ে দেব। আর আমরা সবাই তোমার অনুসারী হব। কেবল তুমি আমাদের দেব-দেবীদের গালি দেওয়া বন্ধ কর। যদি তাতেও তুমি রাযী না হও, তাহ'লে একটি প্রস্তাবে তুমি রাযী হও, যাতে আমাদের ও তোমার মঙ্গল রয়েছে। আর তা হ'ল, (ঘ) তুমি আমাদের উপাস্য লাত-উযযার এক বছর পূজা কর এবং আমরা তোমার উপাস্যের এক বছর পূজা করব। এইভাবে এক বছর এক বছর করে সর্বদা চলবে'। তখন সূরা কাফেরূন নাযিল হয় *(কুরতুবী)* এবং তাদের সাথে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়।[১৫৩]

সূরা কাফেরূন নাযিলের কারণ হিসাবে বর্ণিত উপরোক্ত বিষয়গুলির সূত্র যথার্থভাবে ছহীহ নয়। তবে এগুলির প্রসিদ্ধি অতি ব্যাপক। যা ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীরসহ প্রায় সকল প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে এসেছে। অতএব সূত্র দুর্বল হ'লেই ঘটনা সঠিক নয়, তা বলা যাবে না। কেননা সূরা কাফেরূনের বক্তব্যেই ঘটনার যথার্থতা প্রতীয়মান হয়।

৮. লোভনীয় প্রস্তাবসমূহ পেশ (تقديم الاقتراحات المشتهية للمسلمين) : অতঃপর তারা সাধারণ মুসলমানদের ফিরিয়ে আনার জন্য লোভনীয় প্রস্তাব সমূহ পেশ করল। সেরা ধনী অলীদ বিন মুগীরাহ্র নেতৃত্বে তারা নির্যাতিত-নিপীড়িত নওমুসলিমদের বলতে লাগলো যে, তোমরা পিতৃধর্মে ফিরে এলে তোমাদের জীবনে সচ্ছলতা ও সুখ-সাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এমনকি পরকালে তোমাদের পাপের বোঝা আমরাই বহন করব। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِيْنَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ- وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُوْنَ- (العنكبوت ١٢-١٣)-

'কাফিররা মুমিনদের বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। অথচ তারা তাদের পাপভার কিছুই বহন করবে না। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী'। 'তারা নিজেদের পাপের বোঝা বহন করবে এবং তাদের বোঝার সাথে অন্যদের বোঝা সমূহ। আর তারা যেসব মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সেবিষয়ে তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে' *(আনকাবূত ২৯/১২-১৩; তাফসীর ইবনু কাছীর)*। বস্তুতঃ কুফর ও নিফাকের অনুসারী বাতিলপন্থীরা সর্বযুগে উক্ত কপট নীতি অনুসরণ করে থাকে।

---

১৫৩. আর-রাহীক্ব পৃঃ ৮৪-৮৫; তাফসীর ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর প্রভৃতি; ইবনু হিশাম ১/৩৬২। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৩৫৪)*; মা শা-'আ ৫১ পৃঃ।

Contents

৯. উদ্ভট দাবী সমূহ পেশ (تقديم الدعاوى الغريبة عند النبى صـــ) : যেমন **(ক)** উৎবা, শায়বাহ, আবু সুফিয়ান, নযর বিন হারেছ, আবুল বাখতারী, আসওয়াদ বিন মুত্ত্বালিব, অলীদ বিন মুগীরাহ, আবু জাহল, উমাইয়া বিন খালাফ, আব্দুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়া সহ ১৪জন কুরায়েশ নেতা রাসূল (ছাঃ)-কে মাগরিবের পর কা'বা চত্বরে ডাকিয়ে এনে বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার বংশের উপরে যে বিপদ ডেকে এনেছ, সমগ্র আরবে কেউ তা আনেনি। لَقَدْ شَتَمْتَ الْآبَاءَ، وَعِبْتَ الدِّينَ، وَشَتَمْتَ الْآلِهَةَ، وَسَفَّهْتَ الْأَحْلاَمَ، وَفَرَّقْتَ الْجَمَاعَةَ 'তুমি তোমার বাপ-দাদাকে গালি দিয়েছ, তাদের দ্বীনকে দোষারোপ করেছ, উপাস্যদের গালি দিয়েছ, জ্ঞানীদের বোকা ধারণা করেছ এবং আমাদের জামা'আতকে বিভক্ত করেছ'। এক্ষণে যদি তুমি এগুলো পরিত্যাগের বিনিময়ে মাল চাও, মর্যাদা চাও, নেতৃত্ব চাও, শাসন ক্ষমতা চাও, তোমার জিন ছাড়ানোর চিকিৎসক চাও, সবই তোমাকে দিব। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ আমাকে আপনাদের নিকট রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাদের নিকট রিসালাত পৌঁছে দিয়েছি। যদি আপনারা সেটা কবুল করেন, তাহ'লে দুনিয়া ও আখেরাতে আপনাদের কল্যাণ হবে। আর যদি অস্বীকার করেন, তাহ'লে আমি আল্লাহ্র আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করব। যতক্ষণ না তিনি আমার ও আপনাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেন'। তখন নেতারা বললেন, তুমি যদি আমাদের কোন কথাই না শোন, তাহ'লে তোমার প্রভুকে বল যেন (১) তিনি মক্কার পাহাড়গুলি সরিয়ে এস্থানটিকে সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেন। কেননা তুমি জান মক্কার চাইতে সংকীর্ণ শহর আর নেই। (২) তোমার প্রভু যেন এখানে নদীসমূহ প্রবাহিত করে দেন, যেমন শাম ও ইরাকে রয়েছে। (৩) আমাদের সাবেক নেতা কুছাই বিন কিলাবকে জীবিত করে এনে দাও। যার কাছে শুনব তোমাকে যে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তা সত্য কি-না। (৪) তোমার প্রভু যেন তোমার সঙ্গে একজন ফেরেশতা পাঠান, যিনি তোমার ব্যাপারে সত্যায়ন করবেন। (৫) তুমি তাঁর নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তোমার জন্য বাগ-বাগিচা এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য মণ্ডিত প্রাসাদ বানিয়ে দেন। (৬) আমরা তোমার উপরে ঈমান আনিনি বিধায় তোমার প্রভু যেন আমাদের উপর আকাশকে টুকরা-টুকরা করে গযব হিসাবে নামিয়ে দেন, যেমনটি তুমি ধারণা করে থাক। (৭) তাদের একজন বলল, আমরা কখনই তোমার উপরে ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে না নিয়ে আসবে। (৮) আরেকজন নেতা রাসূল (ছাঃ)-এর ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়া বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা কখনই তোমার উপরে ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না তুমি আসমান থেকে সিঁড়ি নামিয়ে দিবে। অতঃপর তুমি তাতে আরোহন করবে ও আল্লাহ্র কাছে চলে যাবে। অতঃপর সেখান থেকে চারজন ফেরেশতাকে সাথে নিয়ে আসবে, যে তোমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, তুমি যা বল, তা সত্য।[১৫৪]

---

১৫৪. ইবনু জারীর, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১০৮; কুরতুবী হা/৪০৭৯, সনদ যঈফ; ইবনু হিশাম ১/২৯৫-২৯৮।

www.ahlehadeethbd.org

দাবীগুলির বর্ণনা এবং তার সনদ যঈফ হ'লেও এগুলির বর্ণনা ও এসবের জবাব কুরআনে এসেছে। এতেই বুঝা যায় যে, ঘটনা সঠিক ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَقَالُوْا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا- أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِيرًا- أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ قَبِيلاً- أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَرًا رَسُولاً-

'তারা বলল, আমরা কখনোই তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিবে' (৯০)। 'অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগিচা হবে। যার মধ্যে তুমি ব্যাপকভাবে (শাম ও ইরাকের ন্যায়) নদী-নালা প্রবাহিত করাবে' (৯১)। 'অথবা আকাশকে টুকরা টুকরা করে আমাদের উপরে নিক্ষেপ করবে যেমনটা তুমি ধারণা ব্যক্ত করে থাক। অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবে' (৯২)। 'অথবা তোমার একটি স্বর্ণমণ্ডিত প্রাসাদ হবে। অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে। অবশ্য আমরা তোমার আকাশে আরোহণে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি সেখান থেকে (তোমার সত্যতার পক্ষে) আমাদের উপর কোন কিতাব নাযিল করাবে, যা আমরা পড়ে দেখব। তুমি বল, আমার প্রভু (এইসব থেকে) পবিত্র। আমি একজন মানুষ রাসূল ব্যতীত কিছুই নই' *(ইসরা ১৭/৯০-৯৩)*। কাফেররা মানুষ রাসূল চায়নি, ফেরেশতা রাসূল চেয়েছিল। যার প্রতিবাদে এক আয়াত পরেই আল্লাহ বলেন, قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولاً 'যদি ফেরেশতারা যমীনে স্বচ্ছন্দে পদচারণা করতে পারত, তাহ'লে আমরা তাদের জন্য ফেরেশতা রাসূল পাঠাতাম' *(ইসরা ১৭/৯৫)*।

মুসলমানদের মধ্যে যারা রাসূল (ছাঃ)-কে 'নূরের নবী' বলেন, তারা কি কাফেরদের 'ফেরেশতা রাসূল' দাবীর সাথে সুর মিলাচ্ছেন না? অতএব আল্লাহ নিরাকার। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। প্রত্যেক সৃষ্টিই আল্লাহ্র অংশ। রাসূল (ছাঃ) মানুষ নবী নন, তিনি নূরের নবী ইত্যাদি নষ্ট আক্বীদা থেকে প্রথমেই তওবা করা আবশ্যক।

ইবনু কাছীর বলেন, কুরায়েশ নেতারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এগুলি দাবী করেছিল। যদি আল্লাহ এর মধ্যে তাদের কোন কল্যাণ আছে বলে জানতেন, তাহলে অবশ্যই তা কবুল করতেন। কিন্তু তিনি ভালভাবেই অবহিত ছিলেন যে, তারা এসব প্রশ্ন করছে স্রেফ কুফরী ও হঠকারিতা বশে। সেকারণ তিনি তা কবুল করেননি *(ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কুরায়েশরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে দাবী করল যে, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকটে দো'আ করুন। যেন তিনি ছাফা পাহাড়কে আমাদের জন্য স্বর্ণ বানিয়ে দেন। তাহ'লে আমরা ঈমান আনব। রাসূল (ছাঃ) তাদের দাবী মোতাবেক

দো'আ করলেন। অতঃপর জিব্রীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার সালাম পৌঁছে দিয়ে বললেন, আল্লাহ বলেছেন, 'আপনি চাইলে আমি তাদের জন্য ছাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করব। কিন্তু এরপর যারা কুফরী করবে, তাদেরকে আমি এমন শাস্তির সম্মুখীন করব, যা আমি পৃথিবীর অন্য কাউকে দেইনি। আর যদি তুমি চাও তবে আমি তওবা ও রহমতের দুয়ার খুলে দিব। তখন রাসূল (ছাঃ) তওবা ও রহমতই কামনা করলেন। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন, وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا 'পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ কর্তৃক নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করাই আমাদেরকে (তোমাদের প্রতি) নিদর্শন প্রেরণ করা হ'তে বিরত রেখেছে। আমরা ছামূদ কওমের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর তারা তার প্রতি অত্যাচার করেছিল (অর্থাৎ হত্যা করেছিল)। আর আমরা কেবল ভয় প্রদর্শনের জন্যেই নিদর্শন সমূহ প্রেরণ করে থাকি' *(ইসরা ১৭/৫৯)*।[১৫৫]

১০. দুনিয়াবী স্বার্থ লাভের দাবী পেশ (تقديم الدعاوى لنيل الغرض الدنيوي) : এক সময় তারা তিনটি দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়। **(ক)** যদি তুমি সত্যই নবী হয়ে থাক, তাহ'লে সারা পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার আমাদের কাছে এনে দাও। **(খ)** আমাদের ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দের বিষয়গুলি বলে দাও। যাতে আমরা আগেভাগে সাবধান হ'তে পারি। **(গ)** তুমি একজন ফেরেশতাকে নবী হিসাবে এনে দাও, আমরা তাকে নেতা রূপে মেনে নেব। কেননা তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ মাত্র। জবাবে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন, قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ- (الأنعام ٥٠)- 'তুমি বলে দাও, আমি তোমাদের একথা বলিনা যে, আমার কাছে আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার সমূহ রয়েছে। আর আমি অদৃশ্য বিষয় অবগত নই। আমি একথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার নিকটে 'অহি' করা হয়। তুমি বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি কখনো সমান হয়? তোমরা কি চিন্তা করবে না? *(আন'আম ৬/৫০)*।

১১. বিভিন্ন অপযুক্তি প্রদর্শন (إظهار الحجج الغير المعقولة) : যেমন- **(ক)** আল্লাহ প্রেরিত রাসূল হ'লে উনি কখনো মানুষের মত খাওয়া-দাওয়া ও বাজার-ঘাট করতেন না। আল্লাহ বলেন, وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلاَ أُنزِلَ

---

১৫৫. আহমাদ হা/২১৬৬; হাকেম হা/৩৩৭৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৮৮।

إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً– 'তারা বলে, এ কেমন রাসূল যে খাদ্য ভক্ষণ করে ও হাট-বাজারে চলাফেরা করে? কেন তার নিকটে ফেরেশতা নাযিল হ'ল না যে তার সাথে সর্বদা সতর্ককারী হিসাবে থাকত' *(ফুরক্বান ২৫/৭)*।[১৫৬] জবাবে আল্লাহ বলেন, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ 'যদি আমরা কোন ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হ'ত এবং তাকে ঐ ধরনের পোষাক পরাতাম, যা তারা পরিধান করে' *(আন'আম ৬/৯)*। তিনি বলেন, أُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلاً 'দেখ ওরা কিভাবে তোমার নামে (বাজে) উপমা সমূহ প্রদান করছে। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব ওরা আর পথ পেতে সক্ষম হবে না' *(ইসরা/বনু ইস্রাঈল ১৭/৪৮; ফুরক্বান ২৫/৯)*।

(খ) তারা বলল, যদি নিতান্তই কোন মানুষকে নবী করার ইচ্ছা ছিল, তাহ'লে মক্কা ও ত্বায়েফের বিত্তবান প্রভাবশালী কোন নেতাকে কেন নবী করা হ'ল না? যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ 'তারা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপরে অবতীর্ণ হ'ল না? *(যুখরুফ ৪৩/৩১)*। জবাবে আল্লাহ বলেন, أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ 'তারা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বণ্টন করবে? *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*। অর্থাৎ আল্লাহ কাকে অনুগ্রহ করে নবুঅত দান করবেন এটা কেবল তাঁরই এখতিয়ার। এতে অন্যদের কিছুই করার নেই।

(গ) কোন যুক্তিতে কাজ না হওয়ায় অবশেষে তারা অজুহাত দিল, যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহ'লে আমরা শিরক করতাম না। যেমন আল্লাহ বলেন,

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُوْنَ– (الأنعام ١٤٨)–

'সত্বর মুশরিকরা বলবে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহ'লে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা। আর না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম। বস্তুতঃ এভাবেই তাদের পূর্ব যুগের কাফিররা (রাসূলদের) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। অবশেষে

---

১৫৬. কাফের নেতাদের ধন্যবাদ দিতে হয় যে, তাদের মাথায় রাসূল (ছাঃ)-কে 'নূর' বলার যুক্তিটির উদয় হয়নি। কেননা 'নূর' হ'লে তার খাওয়া-পরা ও বাজার-ঘাট কিছুই লাগে না। যেমন একদল পীর ও মুফতী তাঁকে 'নূর' বানিয়েছেন এবং 'তিনি মরেননি' বলে প্রচার করেন। সেই সাথে 'আওলিয়ারা মরেন না' বলে চুটিয়ে কবরপূজার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে স্বাধীন মানুষকে তারা মৃত মানুষের গোলামে পরিণত করেছেন। আর ভক্তদের পকেট ছাফ করছেন।

তারা আমাদের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করেছিল। তুমি বল, তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, যা আমাদের দেখাতে পার? তোমরা কেবল ধারণার অনুসরণ কর এবং কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে থাক' *(আন'আম ৬/১৪৮)*। বস্তুতঃ এ আয়াতটিই হ'ল অদৃষ্টবাদী ভ্রান্ত ফের্কা জাবরিয়াদের প্রধান দলীল। অথচ বান্দা শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হউক, এটা কখনোই আল্লাহ চান না। যেমন তিনি বলেন, وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ 'তিনি তার বান্দাদের কুফরীতে সন্তুষ্ট হন না' *(যুমার ৩৯/৭)*।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৭ (العبر –٧) :

(১) স্বার্থান্ধ ব্যক্তি ও সমাজনেতারা সত্যকে চিনতে পেরেও তাকে মেনে নিতে পারে না।

(২) সত্যকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য হেন অপকৌশল নেই, যা তারা অবলম্বন করে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর নানামুখী অত্যাচার

(أنواع المظالم على الرسول صــ)

সমস্ত যুক্তি, কৌশল ও আপোষ প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ার পর কুরায়েশ নেতারা এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে সরাসরি অত্যাচারের সিদ্ধান্ত নিল। যেমন-

১. ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা (الاستهزاء والسخرية) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিক থেকে লোকদের ফিরিয়ে আনার জন্য কুরায়েশ নেতারা বিদ্রূপ করে বলে, আমরাও এরূপ বলতে পারি। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـــذَا إِنْ هَـــذَا إِلاَّ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ– 'যখন তাদের নিকটে আমাদের আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনেছি। ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ বলতে পারি। এসব তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ভিন্ন কিছুই নয়' *(আনফাল ৮/৩১)*।

উক্ত আয়াতে কাফেররা 'কুরআনকে পুরাকালের কাহিনী এবং ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ বলতে পারি' বলে দম্ভ প্রকাশ করেছে। অথচ অনুরূপ একটি কুরআন বা তার মত দু'একটি সূরা বা আয়াত জিন-ইনসান সকলকে একত্রিত হয়ে রচনা করে আনার জন্য মক্কায় পাঁচবার[১৫৭] এবং মদীনায় একবার *(বাক্বারাহ ২/২৩-২৪)* সহ মোট ছয়বার কাফেরদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু সে যুগে ও এ যুগে কেউ সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। বরং দেখা গেছে যে, সে যুগে ঐসব নেতারাই গোপনে রাতের অন্ধকারে বাইরে

১৫৭. ইউনুস ১০/৩৮; হূদ ১১/১৩; ইসরা ১৭/৮৮; ক্বাছাছ ২৮/৪৯, তূর ৫২/৩৪।

দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের ছালাতে রাসূল (ছাঃ)-এর কুরআন তেলাওয়াত শুনত। আবু সুফিয়ান, নযর বিন হারেছ, আখনাস বিন শারীক্ব, আবু জাহল প্রমুখ নেতারা একে অপরকে না জানিয়ে গোপনে একাজ করত' *(ইবনু হিশাম ১/৩১৫-১৬)*। কিন্তু যখন তারা তাদের জনগণের সামনে যেত, তখন তাদের মন্তব্য পাল্টে যেত। কারণ তখন দুনিয়াবী স্বার্থ তাদেরকে সত্যভাষণ থেকে ফিরিয়ে রাখত। একই অবস্থা আজকালকের মুসলিম-অমুসলিম নেতাদের। যাদের অধিকাংশ রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের সত্যতাকে স্বীকার করে। কিন্তু বাস্তবে তা মানতে রাযী হয় না স্রেফ দুনিয়াবী স্বার্থের কারণে।

এভাবে কাফেররা তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগ পর্যন্ত নানারূপ মানসিক কষ্ট দেয়। এ সময় আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلاً 'তারা যেসব কথা বলে, তাতে তুমি ছবর কর এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে পরিহার করে চল' *(মুযযাম্মিল ৭৩/১০)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ 'বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট' *(হিজর ১৫/৯৫)*।

২. প্রতিবেশীদের অত্যাচার (اضطهاد الجيران) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন তাঁর চাচা আবু লাহাব। তিনি ও তার স্ত্রী ছাড়াও কষ্টদানকারী অন্যান্য প্রতিবেশী ছিল হাকাম বিন আবুল 'আছ বিন উমাইয়া, উক্ববা বিন আবু মু'আইত্ব, 'আদী বিন হামরা ছাক্বাফী, ইবনুল আছদা আল-হুযালী। প্রতিবেশীদের মধ্যে কেবল হাকাম বিন আবুল 'আছ বিন উমাইয়া ইসলাম কবুল করেছিলেন *(ইবনু হিশাম ১/৪১৫-১৬)*। ইনিই ছিলেন উমাইয়া বংশের অন্যতম খলীফা মারওয়ানের পিতা। বস্তুতঃ মু'আবিয়া (রাঃ) ও ইয়াযীদ বাদে মারওয়ানের বংশধরগণই ছিলেন উমাইয়া খেলাফতের পরপর খলীফা। অন্যান্য প্রতিবেশীরাও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর নানাবিধ অত্যাচার চালায়। তাতে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوْذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِيْنَ 'তোমার পূর্বের বহু রাসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে। কিন্তু এ মিথ্যারোপে তারা ছবর করেছেন এবং তারা নির্যাতিত হয়েছেন যতক্ষণ না তাদের কাছে আমাদের সাহায্য এসে পৌঁছেছে। আর আল্লাহ্র বাণীসমূহের পরিবর্তনকারী কেউ নেই। এ বিষয়ে নবীগণের কিছু খবর তোমার নিকটে পৌঁছে গেছে (যার মধ্যে তোমার জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে)' *(আন'আম ৬/৩৪)*।[১৫৮]

১৫৮. প্রসিদ্ধ আছে যে, প্রতিবেশীরা যবেহ করা দুম্বা-ভেড়ার নাড়ি-ভুঁড়ি রাসূল (ছাঃ)-এর বাড়ীর মধ্যে ছুঁড়ে মারত। রাসূল (ছাঃ) সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে বলতেন يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَيُّ جِوَارٍ هَذَا؟ 'হে বনু 'আব্দে মানাফ! এটা কেমন প্রতিবেশী সুলভ আচরণ? এরপর তিনি সেগুলি দূরে

৩. কা'বাগৃহে ছালাতরত অবস্থায় কষ্টদান (ايذاء النبى صــ فى الصلاة عند الكعبة) :

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন যে, একদিন রাসূল (ছাঃ) বায়তুল্লাহ্র পাশে ছালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় আবু জাহ্ল ও তার সাথীরা অদূরে বসে বলাবলি করতে লাগল, কে উটের নাড়ি-ভুঁড়ি এনে এই ব্যক্তির উপর চাপাতে পারে, যখন সে সিজদায় যাবে? তখন ওক্ববা বিন আবী মু'আইত্ব উটের ভুঁড়ি এনে সিজদারত রাসূলের দুই কাঁধের মাঝখানে চাপিয়ে দিল, যাতে ঐ বিরাট ভুঁড়ির চাপে ও দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। এতে শত্রুরা হেসে লুটোপুটি খেয়ে একে অপরের উপর গড়িয়ে পড়তে থাকে। ইবনু মাসঊদ বলেন, আমি সব দেখছিলাম। কিন্তু এই অবস্থায় আমার কিছুই করার ছিল না। এই সময় ফাতেমার কাছে খবর পৌঁছলে তিনি দৌড়ে এসে ভুঁড়িটি সরিয়ে দিয়ে পিতাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। ইবনু হাজার বলেন, সম্ভবতঃ খবরটি রাবী নিজেই দিয়েছিলেন *(বুখারী ফৎহসহ হা/৫২০-এর আলোচনা)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাথা উঁচু করে তিনবার বলেন,

اللّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ– ثُمَّ سَمَّى– اللّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ– متفق عليه–

'হে আল্লাহ তুমি কুরায়েশকে ধর (তিনবার)! হে আল্লাহ তুমি আমর ইবনে হেশাম (আবু জাহল)-কে ধর। হে আল্লাহ তুমি উৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী'আহ, অলীদ বিন উৎবা, উমাইয়া বিন খালাফ, ওক্ববা বিন আবু মু'আইত্ব এবং উমারাহ বিন অলীদকে ধর'। ইবনু মাস'ঊদ বলেন, আমি তাদের (উক্ত ৭ জনের) সবাইকে বদর যুদ্ধে নিহত হয়ে কূয়ায় নিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখেছি'।[১৫৯] উটের ভুঁড়ি চাপানোর এই নির্দেশ আবু জাহলই দিয়েছিলেন এবং অন্যেরা তা মেনে নিয়েছিল। সেমতে তার আগের দিন উটসমূহ নহর করা হয়েছিল।[১৬০]

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নেককার ব্যক্তির দো'আ বা বদ দো'আ অবশ্যই আল্লাহ্র নিকটে কবুল হয়। তার বাস্তবায়ন সঙ্গে সঙ্গে হ'তে পারে অথবা আল্লাহ তার থেকে অনুরূপ একটি কষ্ট দূর করে দেন অথবা সেটি আখেরাতে প্রদানের জন্য রেখে দেন' *(আহমাদ হা/১১১৪৯)*। কিন্তু আখেরাতের জন্য রেখে দেওয়ার কারণে বদকারগণ ঐ বদ দো'আর

ফেলে আসতেন' *(ইবনু হিশাম ১/৪১৬; আর-রাহীক্ব পৃঃ ৮৭)*। বর্ণনাটি মওযূ' বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৪১৫১)*।

১৫৯. বুখারী হা/৫২০; মুসলিম হা/১৭৯৪; মিশকাত হা/৫৮৪৭; 'রাসূল (ছাঃ)-এর আবির্ভাব ও অহি-র সূচনা' অনুচ্ছেদ।

১৬০. মুসলিম হা/১৭৯৪; বুখারী ফৎহসহ হা/২৪০, ১/৪১৭ পৃঃ; মা শা-'আ ৫০ পৃঃ।

কোন গুরুত্ব দেয় না। বরং পুনরায় কঠিনভাবে শত্রুতা করতে থাকে। যেমন আবু জাহ্ল গং রাসূল (ছাঃ)-এর বদ দো'আ শুনে ঘাবড়ে গেলেও পরক্ষণে তা ভুলে যায় এবং বিপুল উৎসাহে শত্রুতা করতে থাকে। ফলে এই ঘটনার প্রায় দশ বছর পর বদর যুদ্ধে তাদের উপরে উক্ত বদ দো'আর বাস্তবায়ন ঘটে ও সব নেতা একত্রে নিহত হয়। আর বদর যুদ্ধের পর এক সপ্তাহের মধ্যে আরেক নেতা আবু লাহাব গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে পচে-গলে দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় মক্কায় নিজ গৃহে মারা যায়। এভাবে মযলূম নবী বিজয়ী হন ও যালেম নেতারা ধ্বংস হয়।

উল্লেখ্য যে, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) উক্ত হাদীছে বর্ণিত মুশরিক নেতাদের সবাইকে বদরের যুদ্ধে নিহত হয়ে কূয়ায় নিক্ষিপ্ত হ'তে দেখেছেন' বলে যে কথা বর্ণনায় এসেছে, তার অর্থ হ'ল তিনি এদের 'অধিকাংশ'কে দেখেছেন। কেননা ওক্ববা বিন আবু মু'আইত্ব বদরে যুদ্ধাবস্থায় নিহত হননি। বরং তাকে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার পথে হত্যা করে ফেলে দেওয়া হয়। উমাইয়া বিন খালাফ বদরে নিহত হ'লেও উক্ত কূয়ায় নিক্ষিপ্ত হননি। বরং অধিক স্থুলদেহী হওয়ায় ও ফুলে যাওয়ার কারণে কূয়ায় ফেলা সম্ভব হয়নি। ফলে তাকে কূয়ার অদূরে একটি গর্তে ফেলে মাটি ও পাথর চাপা দেওয়া হয়।[১৬১] অতঃপর 'উমারাহ বিন অলীদ বিন মুগীরাহ মাখযূমী, যাকে কুরায়েশরা দূত হিসাবে বাদশাহ নাজাশীর দরবারে পাঠিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে জাদুর ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। অতঃপর হাবশার জঙ্গলে কাফের অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি খুবই প্রসিদ্ধ। তখন ছিল দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকাল।[১৬২]

(খ) একদিন ছালাতরত অবস্থায় ওক্ববা বিন আবু মু'আইত্ব এসে গলায় জোরে কাপড় পেঁচিয়ে ধরল, যাতে রাসূল (ছাঃ) নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যান। জনৈক ব্যক্তি চিৎকার করে গিয়ে এ খবর দিলে আবুবকর (রাঃ) ছুটে এসে পেঁচানো কাপড় খুলে দিলেন ও বদমায়েশগুলিকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّىَ اللهُ؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ 'তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করছ, যিনি বলেন আমার প্রভু আল্লাহ। অথচ তিনি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ তোমাদের কাছে আগমন করেছেন?' এ সময় তারা রাসূল (ছাঃ)-কে ছেড়ে আবুবকরকে বেদম প্রহার করে' *(বুখারী, হা/৬৩৭৮, ৪৮১৫)*।

ওরওয়া বিন যুবায়ের বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মুশরিকরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সবচাইতে কষ্টদায়ক আচরণ কোনটি করেছিল, আমাকে বলুন। তখন তিনি ওক্ববা বিন আবু মু'আইত্বের অত্র ঘটনাটি বর্ণনা করেন' *(বুখারী হা/৩৮৫৬)*।

---

১৬১. বুখারী ফৎহসহ হা/৩৯৮১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
১৬২. বুখারী ফৎহসহ হা/২৪০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৬৮৩৩।

রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনের অত্র ঘটনায় তার প্রিয় আবুবকরের উপরোক্ত বক্তব্য অন্যূন দু'হাযার বছর পূর্বে মূসা (আঃ)-কে হত্যার পরিকল্পনাকারীদের সম্মুখে তাঁর জনৈক গোপন ভক্ত যে কথা বলেছিলেন, তার কুরআনী বর্ণনার সাথে শব্দে শব্দে মিলে যায়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيْمَانَهُ أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً أَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَّبِّكُمْ- (مؤمن ٢٨)-

'ফেরাঊন গোত্রের জনৈক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখত, লোকদের বলল, তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করবে, যিনি বলেন, আমার পালনকর্তা আল্লাহ এবং তিনি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ তোমাদের কাছে আগমন করেছেন?' *(গাফের/মুমিন ৪০/২৮)*।

আবুবকর (রাঃ)-এর উক্ত ঘটনা স্মরণ করে একদিন হযরত আলী (রাঃ) লোকদের বলেন, বল তো সবচেয়ে বড় বীর কে? তারা বলল, আপনি। তিনি বললেন, না। বরং আবুবকর। আমি দেখেছি কুরায়েশরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কাপড় ধরে টানাটানি করছে ও গালি দিয়ে বলছে, তুমি আমাদেরকে বহু উপাস্য ছেড়ে এক উপাস্য গ্রহণ করতে বলে থাক'। সেই কঠিন সময়ে কেউ এগিয়ে যায়নি আবুবকর ছাড়া। তিনি একে ধরেন ওকে ঠেলেন, আর বলতে থাকেন, তোমাদের ধ্বংস হৌক। তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করবে যিনি বলেন, আমার প্রতিপালক আল্লাহ? অতঃপর আলী (রাঃ) কাঁদতে থাকেন। অতঃপর বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা বল ফেরাঊন কওমের ঈমান গোপনকারী মুমিন ব্যক্তি উত্তম না আবুবকর? লোকেরা চুপ থাকল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! ঐ সময়ের ঘটনায় আবুবকর উত্তম। কেননা ফেরাঊন কওমের মুমিন ঈমান গোপন করেছিল। কিন্তু আবুবকর তার ঈমান প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন'।[১৬৩]

৪. সম্মুখে ও পশ্চাতে নিন্দা করা ও অভিশাপ দেওয়া (الهمز واللمز واللعن) : এ ব্যাপারে অন্যতম প্রতিবেশী উমাইয়া বিন খালাফ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি পশ্চাতে সর্বদা নিন্দা করতেন। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ)-কে দেখলেই তাঁর সামনে গিয়ে যাচ্ছে-তাই বলে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করতেন এবং তাঁকে অভিশাপ দিতেন। এ প্রসঙ্গেই নাযিল হয়, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ 'দুর্ভোগ প্রত্যেক সম্মুখে নিন্দাকারী ও পশ্চাতে নিন্দাকারীর জন্য' *(হুমাযাহ ১০৪/১)*।[১৬৪]

---

১৬৩. মুসনাদে বাযযার হা/৭৬১। ইবনু হাজার এটিকে বুখারী হা/৩৮৫৬-এর 'সমর্থক' (شاهد) হিসাবে এনেছেন। হায়ছামী বলেন, এর সনদে একজন রাবী আছেন, যাকে আমি চিনি না *(মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৪৩৩৩)*।

১৬৪. ইবনু হিশাম ১/৩৫৬; কেউ অন্য নেতাদের নামও বলেছেন। সনদ 'মুরসাল' *(তাফসীর কুরতুবী, তাহকীক উক্ত আয়াত)*।

৫. রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করা (القاء البصاق على فم النبى صـــ) :

(ক) উমাইয়া বিন খালাফের ভাই উবাই বিন খালাফ ছিল আরেক দুরাচার। সে যখন শুনতে পেল যে, তার সাথী ওক্ববা বিন আবু মু‘আইত্ব রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বসে কিছু আল্লাহ্র বাণী শুনেছে, তখন ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে ওক্ববাকে বাধ্য করল যাতে সে তৎক্ষণাৎ গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করে আসে। ওক্ববা তাই-ই করল’। এ প্রসঙ্গে নাযিল হয়, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (٢٧) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً (٢٨) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً- (الفرقان ٢٧-٢٩)- ‘যালেম সেদিন নিজের দু’হাত কামড়ে বলবে, হায়! যদি (দুনিয়াতে) রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম’। ‘হায় দুর্ভোগ আমার! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম’। ‘আমার কাছে উপদেশ (কুরআন) আসার পর সে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিল। বস্ত্ততঃ শয়তান মানুষের জন্য পথভ্রষ্টকারী’ *(ফুরক্বান ২৫/২৭-২৯)*।[১৬৫]

(খ) অনুরূপ এক ঘটনায় একদিন আবু লাহাবের পুত্র উতাইবা বিন আবু লাহাব এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আমি সূরা নাজমের ১ ও ৮ আয়াত (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى...ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) দু’টিকে অস্বীকার করি, বলেই সে হেঁচকা টানে রাসূল (ছাঃ)-এর গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেলল এবং তাঁর মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। অথচ এই হতভাগা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা। যে তার পিতার কথা মত রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলছূমকে তালাক দেয়। তার ভাই উৎবা একইভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর অপর কন্যা রুক্বাইয়াকে তালাক দেয়। পরে যার বিয়ে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর সাথে হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে উম্মে কুলছূমের সাথে ওছমান (রাঃ)-এর বিবাহ হয়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তখন তাকে বদ দো‘আ করে বললেন, اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلاَبِكَ ‘হে আল্লাহ! তুমি এর উপরে তোমার কোন একটি কুকুরকে বিজয়ী করে দাও’।[১৬৬]

উক্ত ঘটনা সম্পর্কে কবি হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ) কবিতা রচনা করেন। কিছুদিন পরে উতাইবা সিরিয়ায় ব্যবসায়িক সফরে গেলে সেখানে যারক্বা (الزرقاء) নামক স্থানে রাত্রি যাপন করে। এমন সময় হঠাৎ একটা বাঘকে সে তাদের চারপাশে ঘুরতে দেখে ভয়ে বলে উঠে, هَذَا وَاللهِ آكِلِي كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ، قَاتِلِي ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَنَا بِالشَّامِ ‘আল্লাহ্র কসম! এ আমাকে খেয়ে ফেলবে। এভাবেই তো মুহাম্মাদ আমার বিরুদ্ধে বদ

---

১৬৫. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৯৭৩১; ইবনু হিশাম ১/৩৬১; তাহক্বীক ইবনু হিশাম ক্রমিক-৩৫২, আছার ছহীহ; আর-রাহীক্ব ৮৮ পৃঃ।

১৬৬. আর-রাহীক্ব পৃঃ ৯৮; হাকেম হা/৩৯৮৪, হাকেম ছহীহ বলেছেন, যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

Contents

দো‘আ করেছিল। সে আমাকে হত্যাকারী। অথচ সে মক্কায় আর আমি শামে’। অতঃপর বাঘ এসে সবার মধ্য থেকে তাকে ধরে নিয়ে ঘাড় মটকে হত্যা করল’।[১৬৭]

৬. মুখে পচা হাড়ের গুঁড়া ছুঁড়ে মারা (نفخ العظم الرميم نحو الرسول صــ) :

উবাই বিন খালাফ নিজে একবার পচা হাড্ডি চূর্ণ করে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি ধারণা কর যে, একটা মানুষ মরে পচে-গলে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে হাতে রাখা পচা হাড়ের গুঁড়া তাঁর মুখের উপরে ছুঁড়ে মারে’ *(ইবনু হিশাম ১/৩৬১-৬২)*। যেমন আল্লাহ বলেন, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ‘মানুষ আমাদের সম্পর্কে নানা উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, হাড়গুলিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে-গলে যাবে?’ ‘বলে দাও, ওগুলিকে জীবিত করবেন তিনি, যিনি প্রথমবার সেগুলিকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি সকল বিষয়ে সুবিজ্ঞ’ *(ইয়াসীন ৩৬/৭৮-৭৯)*। এছাড়া এ প্রেক্ষিতে সূরা মারিয়াম ৬৬, ক্বাফ ৩ ও অন্যান্য আয়াত সমূহ নাযিল হয়। যদিও শানে নুযূল হিসাবে বর্ণিত ঘটনাসমূহের সনদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ‘মুরসাল’। তবে এটা নিশ্চিত যে, বিভিন্ন প্রশ্ন ও ঘটনার প্রেক্ষিতেই কুরআনের অধিকাংশ আয়াত নাযিল হয়েছে, যাতে রাসূল (ছাঃ)-এর অন্তরে প্রশান্তি আসে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلاً- وَلاَ يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا- ‘কাফেররা বলে যে, কেন কুরআন তাঁর প্রতি একসাথে নাযিল হল না? এমনিভাবেই আমরা এটি নাযিল করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি, যাতে আমরা তোমার অন্তরকে দৃঢ় করতে পারি’। ‘তারা তোমার নিকটে কোন সমস্যা উত্থাপন করলেই আমরা তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করে থাকি’ *(ফুরক্বান ২৫/৩২-৩৩)*।

৭. তাঁর সামনে এসে মিথ্যা শপথ করা এবং পরে চোগলখুরী করা (الحلف الكاذب أمامه والنميمة خلفه) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নির্যাতনকারীদের মধ্যে অন্যতম সেরা একজন ব্যক্তি ছিল, যে ছিল জারজ সন্তান। সে ভাল মানুষ সেজে রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে মিথ্যা শপথ করে কথা বলত এবং পরে লোকদের কাছে গিয়ে চোগলখুরী করত। ঐ নেতার নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, আখনাস বিন শারীক্ব ছাক্বাফী, কেউ বলেছেন, অলীদ

১৬৭. কুরতুবী হা/৫৬৯০; আবু নু‘আইম ইছফাহানী, দালায়েলুন নবুঅত হা/৩৮১; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/৯৮২০; কুরতুবীর মুহাক্কিক বলেন, হাদীছটি একদল তাবেঈ কর্তৃক ‘মুরসাল’ সূত্রে বর্ণিত। তবে এগুলির সমষ্টি বর্ণনাটিকে শক্তিশালী করে’ *(দ্রঃ কুরতুবী, তাফসীর সূরা নাজম ১ আয়াত)*।

বিন মুগীরাহ মাখযূমী ইত্যাদি (*কুরতুবী, ইবনু কাছীর*)। তবে শেষোক্ত নামটিই অধিক প্রসিদ্ধ। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ও ইকরিমা বলেন, এই ব্যক্তি ছিল ব্যভিচারের সন্তান। সে কুরায়েশ বংশজাত ছিল না। ১৮ বছর পরে জনৈক ব্যক্তি তার পিতৃদাবী করে' (*কুরতুবী*)। আল্লাহপাক তার নয়টি বদ স্বভাবের কথা বর্ণনা করেছেন। যেমন,

وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ- هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ- مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ- عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيْمٍ- (القلم ١٠-١٣)-

'তুমি কথা শুনবে না ঐ ব্যক্তির, যে অধিক শপথকারী ও হীন স্বভাব বিশিষ্ট'। 'যে সম্মুখে নিন্দা করে এবং একের কথা অন্যকে লাগিয়ে চোগলখুরী করে'। 'সে ভালকাজে অধিক বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী ও পাপিষ্ঠ'। 'রুক্ষ স্বভাবী এবং এরপরেও সে একজন জারজ সন্তান' (*ক্বলম ৬৮/১০-১৩*)।

তার এই বাড়াবাড়ির কারণ ছিল তার অতুল বিত্ত-বৈভবের অহংকার। যেমন আল্লাহ বলেন,

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّ بَنِيْنَ- إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ- سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوْمِ-

'আর এটা এ কারণে যে, সে ছিল বহু মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মালিক'। 'যখন তার সম্মুখে আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে বলে, এসব পুরাকালের কাহিনী'। 'সত্বর আমরা তার নাসিকা দাগিয়ে দেব' (*ক্বলম ৬৮/১৪-১৬*)। হাতী বা শূকরের শুঁড়কে আরবীতে 'খুরতূম' বলা হয়। এখানে ঐ ব্যক্তির নাম সম্পর্কে এই বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে তার হীনতা ও নিকৃষ্টতা প্রকাশ করার জন্য। ক্বিয়ামতের দিন তার নাকে খৎ দিয়ে নাসিকা দাগিয়ে দিয়ে চিহ্নিত করা হবে এজন্য যে, অন্যের সামনে তার লাঞ্ছনা যেন পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। দুনিয়াতে সে রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াত থেকে নাক সিঁটকিয়েছিল। ফলে ক্বিয়ামতের দিন তার বদলা হিসাবে তার নাসিকা দাগানো হবে। একাজ অন্যেরা করলেও তার পাপ ছিল বেশী। কেননা সে ছিল নেতা। তাই তাকে সেদিন সর্বসমক্ষে চিহ্নিত করা হবে। نعوذ بالله من غضبه وقهره

৮. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে বসে কুরআন শোনার পর তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে গর্বের সাথে বুক ফুলিয়ে চলে যাওয়া (سب النبى صـــ بعد استماع القرآن منه والذهاب مختالا فخورا) :

এ কাজটা প্রায়ই আবু জাহ্ল করত, আর ভাবত আমি মুহাম্মাদকে ও তার কুরআনকে গালি দিয়ে একটা দারুণ কাজ করলাম। অথচ তার এই কুরআন শোনাটা ছিল কপটতা এবং লোককে একথা বুঝানো যে, আমার মত আরবের সেরা জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটেই যখন কুরআনের কোন মূল্য নেই, তখন তোমরা কেন এর পিছনে ছুটবে? এ যুগের বামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ পণ্ডিত ও জ্ঞানপাপী মুসলমানদের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। যারা দিনরাত রাসূল (ছাঃ) কুরআন ও ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে মূলতঃ অন্যকে ইসলাম

থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য। লোকেরা ভাবে, তারা বড় বড় জ্ঞানী। তারা কি কিছুই বুঝেন না? অথচ তারা এ ব্যাপারে একেবারেই গোমূর্খ। আবু জাহ্লের এই কপট ও উদ্ধত আচরণের কথা বর্ণনা করেন আল্লাহ এভাবে- فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى - وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى - ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى- 'সে বিশ্বাস করেনি এবং ছালাত আদায় করেনি'। 'পরন্তু সে মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে'। 'অতঃপর সে দম্ভভরে নিজ পরিবারের কাছে ফিরে গিয়েছে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩১-৩৩)*। এক বর্ণনায় এসেছে যে, এক পর্যায়ে রাসূল (ছাঃ) আবু জাহ্লকে লক্ষ্য করে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন, أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى - ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى 'তোমার দুর্ভোগের উপরে দুর্ভোগ'। 'অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপরে দুর্ভোগ' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩৪-৩৫)*।[১৬৮]

৯. কা'বাগৃহে ছালাত আদায়ে বাধা সৃষ্টি (منع النبى صـــ من الصلاة فى بيت الله) :

(ক) নবুঅত প্রাপ্তির পর থেকেই ছালাত ফরয হয়। তবে তখন ছালাত ছিল কেবল ফজরে ও আছরে দু' দু' রাক'আত করে *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ 'তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসা জ্ঞাপন কর সন্ধ্যায় ও সকালে (অর্থাৎ সূর্যাস্তের পূর্বে ও সূর্যোদয়ের পূর্বে)'।[১৬৯] আয়েশা (রাঃ) বলেন, শুরুতে ছালাত বাড়ীতে ও সফরে ছিল দু' দু' রাক'আত করে।[১৭০] এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য 'অতিরিক্ত' (نَافِلَةً) ছিল তাহাজ্জুদের ছালাত *(ইসরা/বনু ইস্রাঈল ১৭/৭৯)*। সেই সাথে ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে রাত্রির নফল ছালাত আদায় করতেন।[১৭১]

প্রথম দিকে সবাই সেটা গোপনে আদায় করতেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা প্রকাশ্যে কা'বাগৃহে আদায় করতে থাকেন। একদিন তিনি ছালাত আদায় করছেন। এমন সময় আবু জাহ্ল গিয়ে তাঁকে ধমকের সুরে বলল, يَا مُحَمَّدُ، أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ 'হে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে এসব থেকে নিষেধ করিনি?'

তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে পাল্টা ধমক দেন। এতে সে বলে, يَا مُحَمَّدُ بِأَيِّ شَيْءٍ تُهَدِّدُنِي؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَكْثَرُ هَذَا الْوَادِي نَادِيًا- 'কিসের জোরে তুমি আমাকে ধমকাচ্ছ হে মুহাম্মাদ? আল্লাহ্র কসম! মক্কার এই উপত্যকায় আমার বৈঠক সবচেয়ে বড়'। অর্থাৎ

---

১৬৮. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ক্বিয়ামাহ ৩৪-৩৫ আয়াত।
১৬৯. গাফির/মুমিন ৪০/৫৫; মির'আত ২/২৬৯।
১৭০. মুসলিম হা/৬৮৫; আবুদাঊদ হা/১১৯৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১১।
১৭১. মুযযাম্মিল ৭৩/২০; তাফসীরে কুরতুবী।

আমার দল সবচেয়ে ভারি। তখন আল্লাহ সূরা 'আলাক্ব-এর নিম্নোক্ত আয়াতগুলি নাযিল করেন।[১৭২]

كَلاَّ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى- أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى- إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى- أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى- عَبْدًا إِذَا صَلَّى- أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى- أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى- أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى- أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى- كَلاَّ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ- نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ- فَلْيَدْعُ نَادِيَه- سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ- كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ- (العلق ٦-١٩)-

'কখনোই না। নিশ্চয়ই মানুষ সীমালংঘন করে' (৬)। 'এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে' (৭)। 'নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকটেই প্রত্যাবর্তন স্থল' (৮)। 'তুমি কি দেখেছ ঐ ব্যক্তিকে (আবু জাহলকে) যে নিষেধ করে?' (৯)। 'এক বান্দাকে (রাসূলকে), যখন সে ছালাত আদায় করে' (১০)। 'তুমি কি দেখেছ যদি সে সৎপথে থাকে' (১১)। 'অথবা আল্লাহভীতির আদেশ দেয়' (১২)। 'তুমি কি দেখেছ যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়' (১৩)। 'সে কি জানেনা যে, আল্লাহ তার সবকিছুই দেখেন' (১৪)। 'কখনোই না। যদি সে বিরত না হয়, তবে আমরা অবশ্যই তার মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ধরে সজোরে টান দেব'(১৫)। 'মিথ্যুক পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ' (১৬)। 'অতএব সে তার পারিষদবর্গকে ডাকুক' (১৭)। 'আমরাও অচিরে ডাকব আযাবের ফেরেশতাদের' (১৮)। 'কখনোই না। তুমি তার কথা শুনবে না। তুমি সিজদা কর এবং আল্লাহ্র নৈকট্য তালাশ কর' *('আলাক্ব ৯৬/৬-১৯)*।

আবু জাহ্ল ও রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যকার এই ঘটনা স্মরণ করে এই আয়াত পাঠের পর পাঠক ও শ্রোতাকে একটি সিজদা করার বিধান দেওয়া হয়েছে'।[১৭৩] আর এটাই হ'ল কুরআনের ১৫তম ও সর্বশেষ সিজদার আয়াত' *(দারাকুৎনী হা/১৫০৭)*। উল্লেখ্য যে, এই সিজদার জন্য ওযূ, কিবলা বা সালাম করা শর্ত নয়।

উপরোক্ত ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, দূরদর্শী কাফের-মুশরিক ও ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা মুসলমানদের ব্যক্তিগত ইবাদতকেই বেশী ভয় পায়। যদিও তারা মুখে বলে যে, ধর্মের ব্যাপারে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কেননা তাদের মতে ধর্ম হ'ল আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার ব্যক্তিগত সম্পর্কের নাম। অথচ নেতারা ভালভাবেই জানেন যে, ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতেই মানুষের জীবন পরিচালিত হয়। ব্যক্তির রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সবকিছু তার বিশ্বাসকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। আবু জাহ্ল ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী নেতা। তাই তিনি মূল জায়গাতেই বাধা সৃষ্টি করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কা'বাতে একবার আল্লাহ্র জন্য সিজদা চালু হ'লে পাশেই রক্ষিত দেব-দেবীর

১৭২. ত্বাবারী, তাফসীর 'আলাক্ব ১৮ আয়াত; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৫; তিরমিযী হা/৩৩৪৯।
১৭৩. মুসলিম হা/৫৭৮; বুখারী হা/১০৭৪; মিশকাত হা/১০২৪ 'সুজূদুল কুরআন' অনুচ্ছেদ।

সম্মুখে কেউ আর মাথা নীচু করবে না। তাদের অসীলায় কেউ আর মুক্তি চাইবে না এবং সেখানে কেউ আর নযর-নেয়ায দিবে না। অথচ অসীলাপূজার এই শিরকের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাদের অর্থবল, জনবল, সামাজিক সম্মান সবকিছুর চাবিকাঠি। বর্তমান যুগের কবরপূজারী ও ওরস ব্যবসায়ী মুসলমানদের অবস্থা সেযুগের আবু জাহ্লদের চাইতে ভিন্ন কিছুই নয়। সেদিন যেমন কা'বার পাশেই মূর্তিপূজা হ'ত, এখন তেমনি মসজিদের পাশেই কবরপূজা হয় ও সেখানে নযর-নেয়ায দেওয়া হয়। ধর্মের নামে এইসব ধর্মনেতারা ধার্মিক মুসলমানদের তাওহীদ থেকে ফিরিয়ে শিরকমুখী করে। একইভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী নেতারা চাকুরী, ব্যবসা, শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুকৌশলে দ্বীনদার মুসলিম নর-নারীকে তাদের ব্যক্তিগত ধর্ম পালনে বাধার সৃষ্টি করে থাকে।

(খ) সূরা 'আলাক্ব-এর উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর আবু জাহ্ল মনে মনে ভীত হ'লেও বাইরে ঠাট বজায় রেখেই চলেন। একদিন তিনি কুরায়েশ নেতাদের সামনে বলে বসেন, লাত ও উয্যার কসম! যদি মুহাম্মাদকে পুনরায় সেখানে ছালাতরত দেখি, তাহ'লে নিশ্চিতভাবেই আমি তার ঘাড়ের উপরে পা দিয়ে তার নাকমুখ মাটিতে আচ্ছামত থেৎলে দেব' *(মুসলিম)*। পরে একদিন তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে সেখানে ছালাতরত অবস্থায় দেখলেন। তখন নেতারা তাকে তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উসকে দিল। ফলে তিনি খুব আস্ফালন করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু না। হঠাৎ দেখা গেল যে, তিনি ভয়ে পিছিয়ে আসছেন। আর দুই হাত শূন্যে উঁচু করে কি যেন এড়াতে চেষ্টা করছেন'। পিছিয়ে এসে তিনি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আমার ও তার মধ্যে একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড দেখলাম, যা আমার দিকে ধেয়ে আসছিল'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ دَنَا مِنِّى لاَخْتَطَفَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا 'যদি সে আমার কাছে পৌঁছত, তাহ'লে ফেরেশতারা তার এক একটা অঙ্গ ছিন্ন করে উঠিয়ে নিয়ে যেত'।[১৭৪] আশ্চর্যের বিষয়, এতবড় দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেও এবং রাসূল (ছাঃ)-এর উপর আল্লাহ্র সরাসরি সাহায্য প্রত্যক্ষ করেও আবু জাহ্ল তার হঠকারিতা থেকে পিছিয়ে আসেননি কেবলমাত্র নেতৃত্বের অহংকারে স্ফীত হওয়ার কারণে। নমরূদ, ফেরাঊন ও আবু জাহল সহ যুগে যুগে সকল হঠকারী নেতাদের চরিত্র একই।

---

১৭৪. ইবনু হিশাম ১/২৯৯ টীকা -৪; মুসলিম হা/২৭৯৭, মিশকাত হা/৫৮৫৬।
ইবনু ইসহাকের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) সিজদায় গেলে আবু জাহ্ল পাথর উঠিয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু কিছু দূর এগোতেই দ্রুত ভয়ে পিছিয়ে এল। এ সময় তার হাতের পাথরখণ্ডটা এমনভাবে চিমটি লেগে গেল যে, সে তা হাত থেকে ছাড়াতে পারছিল না। লোকেরা তার অবস্থা কি জিজ্ঞেস করলে সে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, একটা ভয়ংকর উট আমাকে খেতে আসছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জিব্রীল স্বয়ং উষ্ট্রের রূপ ধারণ করে তাকে ভয় দেখিয়েছিল। কাছে এলে তাকে ধরে নিত' *(ইবনু হিশাম ১/২৯৮; বায়হাক্বী দালায়েল ৪/১৩; আর-রাহীক্ব পৃঃ ৯৯)*। বর্ণনাটি যঈফ *(মা শা-'আ পৃঃ ৪৮-৪৯)*। এ ব্যাপারে ছহীহ বর্ণনা সেটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

Contents

(গ) শিস দেওয়া ও তালি বাজানো (المكاء والتصدية عند الصلاة في الكعبة) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কা'বায় গিয়ে ছালাত আদায় করতেন, তখন কাফের নেতারা তাদের লোকজন নিয়ে কা'বাগৃহে আসত। অতঃপর ইবাদতের নাম করে তারা সেখানে জোরে জোরে তালি বাজাত ও শিস্ দিত। যাতে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত ও ইবাদতে বিঘ্ন ঘটানো যায়। এ বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ 'আর বায়তুল্লাহ্র নিকটে তাদের ইবাদত বলতে শিস দেওয়া ও তালি বাজানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অতএব (ক্বিয়ামতের দিন তাদের বলা হবে) তোমরা অবিশ্বাসের শাস্তি আস্বাদন কর' *(আনফাল ৮/৩৫)*।

(ঘ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এতদ্ব্যতীত আবু জাহ্ল অন্যান্যদেরকে প্ররোচিত করেছিলেন যে, মুহাম্মাদ যখন কুরআন তেলাওয়াত করে তখন তোমরা হৈ-হুল্লোড় ও হট্টগোল করবে, যাতে কেউ তার তেলাওয়াত শুনতে না পায়। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়-

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَسْمَعُوْا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ- فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَاباً شَدِيْداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- (فصلت ٢٦-٢٧)-

'আর কাফেররা বলে, তোমরা এ কুরআন শুনোনা এবং এর তেলাওয়াত কালে হট্টগোল কর, যাতে তোমরা বিজয়ী হও'। 'আমরা অবশ্যই কাফিরদের কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব এবং আমরা অবশ্যই তাদের কৃতকর্মের নিকৃষ্টতম বদলা দেব' *(ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১/২৬-২৭)*। এছাড়াও তারা নানাবিধ গালি দিত। তখন নাযিল হয়- وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلاً 'আর তুমি তোমার ছালাতের ক্বিরাআতে স্বর অধিক উঁচু করো না বা একেবারে নীচু করো না। বরং দু'য়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর' *(ইসরা ১৭/১১০)*।[১৭৫]

১০. সত্যনবী হ'লে তাকে অমান্য করায় গযব নাযিল হয় না কেন বলে যুক্তি প্রদর্শন (إظهار الحجة على النبى صـــ بإتيان العذاب) : নযর বিন হারিছ প্রমুখ কুরায়েশ নেতারা নও মুসলিমদের সম্মুখে এবং নিজেদের লোকদের সম্মুখে জোরে-শোরে একথা প্রচার করত যে, যদি মুহাম্মাদ সত্যনবী হ'তেন ও তার আনীত কুরআন সত্য কিতাব হ'ত, তাহ'লে তা অমান্য করার অপরাধে আমাদের উপরে লূতের কওমের মত গযব নাযিল হয় না কেন? বস্তুতঃ তাদের এসব কথা দ্বারা দুর্বলদের মন আরও দুর্বল হয়ে যেত এবং ইসলাম কবুল করা হ'তে পিছিয়ে যেত। তাদের এই দাবী ও তার জওয়াবে আল্লাহ বলেন,

১৭৫. বুখারী হা/৭৪৯০; মুসলিম হা/৪৪৬; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বনু ইস্রাঈল ১১০ আয়াত।

وَإِذْ قَالُوْا اللهُمَّ إِنْ كَانَ هَـٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ- وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ- (الأنفال ٣٢-٣٣)-

‘আর স্মরণ কর, যখন তারা প্রার্থনা করেছিল, যদি এই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ) সত্য (নবী) হয়ে থাকে তোমার পক্ষ হতে, তাহ’লে তুমি আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা আমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দাও’। ‘অথচ আল্লাহ কখনো তাদের উপর শাস্তি নাযিল করবেন না যতক্ষণ তুমি (হে মুহাম্মাদ!) তাদের মধ্যে অবস্থান করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা (অর্থাৎ মক্কার দুর্বল মুসলিমরা) ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে’।[১৭৬]

অথচ একবার গযব নেমে এলে সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। যেমন পূর্ববর্তী নবীগণের অবাধ্য উম্মতসমূহের অবস্থা হয়েছে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজ উম্মতের জন্য সেটা কখনোই চাননি।

আয়াত দু’টির মর্মকথা (مغزى الآيتين المذكورتين) :

প্রথম আয়াতে কাফের নেতাদের একটি কূট কৌশল বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সত্যনবী হ’লে তাকে অমান্য করার কারণে আমাদের উপরে গযব নাযিল হয় না কেন? অথচ তারা ভালভাবেই জানত যে, আল্লাহ তার বান্দাদের বুঝার ও তওবা করার অবকাশ দিয়ে থাকেন। প্রতিটি অপরাধের কারণে যখন-তখন গযব নাযিল করে তাদের ধ্বংস করেন না। যেমন আল্লাহ ফেরাঊনের মত দুরাচারকেও অন্যূন বিশ বছরের মত সময় দিয়েছিলেন এবং নানা প্রকার গযব নাযিল করেও যখন সে তওবা করেনি, তখন তাকে সদলবলে ডুবিয়ে মারেন। মক্কার কাফিররাও ভেবেছিল যেহেতু গযব নাযিল হচ্ছে না, অতএব আমরা ঠিক পথে আছি। মুহাম্মাদ নিজে ধর্মত্যাগী হয়েছে এবং সে আমাদের জামা‘আতের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে।

বস্তুতঃ যুগে যুগে কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা নিজেদেরকে সঠিক এবং সংস্কারবাদী নেতাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে দাবী করেছে। মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ফেরাঊন তার লোকদের একই কথা বলে বুঝিয়েছিল যে, وَمَا أَهْدِيْكُمْ إِلاَّ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ‘আমি তোমাদেরকে সর্বদা কেবল মঙ্গলের পথই দেখিয়ে থাকি’ *(মুমিন/গাফের ৪০/২৯)*। আর মূসা (আঃ) সম্পর্কে সে বলল, وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً ‘আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি’ *(মুমিন/গাফের ৪০/৩৭)*। সে ধর্ম রক্ষা ও দেশে শান্তি রক্ষার দোহাই দিয়ে তাকে হত্যা

১৭৬. আনফাল ৮/৩২-৩৩; ইবনু হিশাম ১/৬৭০।

করার অজুহাত সৃষ্টি করে বলেছিল, ذَرُوْنِي أَقْتُلْ مُوْسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُّظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ‘তোমরা আমাকে ছাড়, আমি মূসাকে হত্যা করব। ডাকুক, সে তার রবকে। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করে দেবে এবং সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে’ *(মুমিন/গাফের ৪০/২৬)*। মক্কার নেতারা একই কথা বলেছিল। তারা রাসূল (ছাঃ)-কে ‘ছাবেঈ’ (صابئ) অর্থাৎ ‘ধর্মত্যাগী এবং ‘কাযযাব’ (كذَّاب) অর্থাৎ ‘মহা মিথ্যাবাদী’ এবং ‘সমাজে বিভক্তি সৃষ্টিকারী’ বলেছিল।[১৭৭] আর সেকারণ তারা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

যুগে যুগে ইসলামের শত্রুরা দ্বীনের সত্যিকারের সেবকদের বিরুদ্ধে একই অপবাদ ও একই কূট কৌশল অবলম্বন করে। তারাও আল্লাহ্র গযব সঙ্গে সঙ্গে নাযিল না হওয়াকে তাদের সত্যতার পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করে এবং সমাজ সংস্কারক দ্বীনদার আলেমদের অত্যাচারিত হওয়াকে তাদের ভ্রান্ত হওয়ার প্রমাণ হিসাবে যুক্তি পেশ করে থাকে।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ কাফেরদের কথার জওয়াবে বলেন, যতক্ষণ হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদের মধ্যে অবস্থান করবে অথবা তোমার হিজরতের পরেও যতদিন মক্কার দুর্বল ঈমানদারগণ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, ততদিন আমরা তাদের উপর গযব নাযিল করব না। কারণ একজন নবী বা ঈমানদারের মূল্য সমস্ত আরববাসী এমনকি সকল বিশ্ববাসীর চাইতে বেশী। এ কারণেই হাদীছে এসেছে, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِى الأَرْضِ اللهُ اللهُ ‘অতদিন ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন পৃথিবীতে একজন আল্লাহ বলার মত (প্রকৃত তাওহীদপন্থী ঈমানদার) লোক বেঁচে থাকবে’।[১৭৮]

বস্তুতঃ ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের উপরে সে গযবই নাযিল হয়েছিল। কেননা যে দুনিয়ার লোভে তারা ইসলামকে সত্য জেনেও তার বিরোধিতায় জীবনপাত করেছিল, সেই দুনিয়াবী নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব সবই তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় মক্কা বিজয়ের দিন এবং সেদিন তারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ইসলাম কবুল করতে বাধ্য হয়। নিজেদের জীবদ্দশায় বিনা যুদ্ধে এরূপ মর্মান্তিক পতন প্রত্যক্ষ করা তাদের জন্য সবচেয়ে বড় দুনিয়াবী শাস্তি নয় কি? বরং আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণে নিহত হওয়ার চাইতে এটিই ছিল কুরায়েশ নেতাদের জন্য আরও কঠিন গযব ও হৃদয়বিদারক শাস্তি। যুগে যুগে সত্য এভাবেই বিজয়ী হয়েছে। আজও হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। প্রয়োজন কেবল ঈমানদার ও নিঃস্বার্থ নেতা এবং যোগ্য ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী দল।

১৭৭. ইবনু হিশাম ১/২৬৭; আর-রাহীক্ব পৃঃ ৮২, ৯৭।
১৭৮. মুসলিম হা/১৪৮; আহমাদ হা/১৩৮৬০ ‘মুসনাদে আনাস’; মিশকাত হা/৫৫১৬ ‘ফিৎনাসমূহ’ অধ্যায়, ৭ অনুচ্ছেদ।

Contents

আল্লাহ্র সান্ত্বনা বাণী (كلمات التسلية من الله تعالى) :

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ 'অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল (তোমার পূর্বেকার) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর অবিশ্বাসীদের জন্য (শাস্তি প্রার্থনায়) ব্যস্ততা প্রদর্শন করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা সেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে। সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিবসের কিছুক্ষণের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটি তাদের জন্য খবর পৌঁছানো হ'ল মাত্র। আর পাপাচারী সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কি?' *(আহক্বাফ ৪৬/৩৫)*।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৮ (العبر –٨) :

১. সত্য প্রতিষ্ঠায় মূল নেতাকেই আদর্শ হিসাবে সম্মুখে এগিয়ে আসতে হয়।
২. সংস্কারক নেতা উচ্চ বংশের ও সৎকর্মশীল নেককার পিতা-মাতার সন্তান হয়ে থাকেন।
৩. সংস্কারক নিজ ব্যক্তিজীবনে তর্কাতীতভাবে সৎ হন।
৪. সংস্কারক কখনোই অলস ও বিলাসী হন না।
৫. সংস্কারের প্রধান বিষয় হ'ল মানুষের ব্যক্তিগত আক্বীদা ও আমল।
৬. শিরকের সঙ্গে আপোষ করে কখনোই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।
৭. সংস্কার প্রচেষ্টা শুরু হ'লেই তার বিরোধিতা অপরিহার্য হবে।
৮. ইসলামী সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রধান বিরোধী হবে স্বার্থান্ধ ধর্মনেতা ও সমাজ নেতারা।
৯. যাবতীয় গীবত-তোহমত ও অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করার জন্য সংস্কারককে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।
১০. সংস্কারককে পুরোপুরি মানবহিতৈষী হ'তে হবে।
১১. স্রেফ আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে ময়দানে নামতে হবে।
১২. আল্লাহ প্রেরিত অহীর বিধান সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল মানবতার প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব- দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে।
১৩. নেতাকে অবশ্যই নৈশ ইবাদতে অভ্যস্ত হ'তে হবে এবং ফরয ও সুন্নাত সমূহ পালনে আন্তরিক হ'তে হবে।
১৪. নেতাকে যাবতীয় দুনিয়াবী লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে থাকতে হবে।
১৫. সকল কাজে সর্বদা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করতে হবে ও তাঁর কাছেই বিনিময় চাইতে হবে।

www.ahlehadeethbd.org

ছাহাবীগণের উপরে অত্যাচার (مظالم على الصحابة)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে মানসিক ও দৈহিক অত্যাচারের কিছু ঘটনা আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি। এক্ষণে আমরা তাঁর সাথীদের উপরে অত্যাচারের কিছু নমুনা পেশ করব।-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, প্রথম সাতজন ব্যক্তি তাদের ইসলাম প্রকাশ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর, 'আম্মার ও তার মা সুমাইয়া, ছোহায়েব, বেলাল ও মিক্বদাদ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ নিরাপত্তা দেন তাঁর চাচা আবু ত্বালেবের মাধ্যমে, আবুবকরকে নিরাপত্তা দেন তার গোত্রের মাধ্যমে। আর বাকীদের মুশরিকরা পাকড়াও করে। তাদেরকে তারা লোহার পোষাক পরিয়ে প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে ফেলে রাখে। তারা যেভাবে খুশী নির্যাতন করে। কিন্তু বেলালের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। সে নিজেকে আল্লাহ্র উপর সঁপে দিয়েছিল। লোকেরা তার পিছনে ছোকরাদের লেলিয়ে দেয়। তারা তাকে মক্কার অলি-গলিতে ঘুরায়। আর সে বলতে থাকে আহাদ, আহাদ'।[১৭৯] এখানে সাতজনের মধ্যে সুমাইয়ার স্বামী ইয়াসিরকে ধরা হয়নি। যদিও তিনিও ছিলেন একই সময়ের নির্যাতিত ছাহাবী' *(আল-ইছাবাহ, 'আম্মার ক্রমিক ৫৭০৮)*।

উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের উপরে কাফিরদের এই অত্যাচারের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না কিংবা উঁচু-নীচু ভেদাভেদ ছিল না। তবে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী সচ্ছল ও উঁচু স্তরের লোকদের চাইতে গরীব ও ক্রীতদাস শ্রেণীর মুসলমানদের উপরে অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা ছিল অনেক বেশী, যা অবর্ণনীয়। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ জাহেলী যুগে ছাহাবীগণের উপর নির্যাতনের কিছু নমুনা পেশ করা হ'ল।-

(১) বেলাল বিন রাবাহ (بِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ) **:** যিনি কুরায়েশ নেতা উমাইয়া বিন খালাফের হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন। ইসলাম কবুল করার অপরাধে তাকে তার মনিব অবর্ণনীয় নির্যাতন করে। তার গলায় দড়ি বেঁধে গরু-ছাগলের মত ছেলে-ছোকরাদের দিয়ে পাহাড়ে ও প্রান্তরে টেনে-হিঁচড়ে ঘুরানো হ'ত। তাতে তার গলার চামড়া রক্তাক্ত হয়ে যেত। খানাপিনা বন্ধ রেখে তাকে ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট দেওয়া হ'ত। কখনো উত্তপ্ত কংকর-বালুর উপরে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে বুকে পাথর চাপা দেওয়া হ'ত আর বলা হ'ত لاَ تَزَالُ هَكَذَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ وَتَعْبُدَ اللاَّتَ وَالْعُزَّى 'মুহাম্মাদের দ্বীন পরিত্যাগ এবং লাত-'উযযার পূজা না করা পর্যন্ত তোকে আমৃত্যু এভাবেই পড়ে থাকতে হবে'। কিন্তু বেলাল শুধুই বলতেন 'আহাদ' 'আহাদ' (*ইবনু হিশাম ১/৩১৭-১৮*)। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাশ দিয়ে যাবার সময় এই দৃশ্য দেখে বললেন أَحَدٌ يُنْجِيكَ 'আহাদ' অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাকে মুক্তি দেবেন'। অতঃপর তিনি এসে আবুবকরকে বললেন,

১৭৯. আহমাদ হা/৩৮৩২, সনদ হাসান; বায়হাক্বী সুনান হা/১৭৩৫১; মা শা-'আ ৩৪ পৃঃ।

يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ بِلاَلاً يُعَذَّبُ فِي اللهِ ‘হে আবুবকর। বেলাল আল্লাহ্র পথে শাস্তি ভোগ করছে’। আবুবকর ইঙ্গিত বুঝলেন। অতঃপর উমাইয়ার দাবী অনুযায়ী নিজের কাফের গোলাম নিসতাস (نِسْطَاسٌ)-এর বিনিময়ে এবং একটি মূল্যবান চাদর ও দশটি উক্বিয়ার (স্বর্ণমুদ্রা) বিনিময়ে তাকে খরীদ করে মুক্ত করে দেন।[১৮০] ওমর (রাঃ) বলেন, أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا، يَعْنِى بِلاَلاً ‘আবুবকর আমাদের নেতা এবং মুক্ত করেছেন আমাদের নেতাকে’। এর দ্বারা তিনি বেলালকে বুঝাতেন।[১৮১] ওমর (রাঃ)-এর এই কথার মধ্যে ইসলামী সাম্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে। যেখানে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই তাক্বওয়া ব্যতীত। বেলাল (রাঃ) ইসলামের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মুওয়াযযিন ছিলেন। তিনি ২০ হিজরী সনে ৬৩ বছর বয়সে দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন’ *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক সংখ্যা ৭৭৬)*।

(২) ‘আমের বিন ফুহায়রাহ (عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ) : আবুবকরের মুক্তদাস ছিলেন। হিজরতের রাতে ইনি সার্বিক খিদমতে ছিলেন। বদর ও ওহোদের যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে সংঘটিত বি’রে মাঊনার মর্মান্তিক ঘটনায় ৭০জন শহীদের অন্যতম ছিলেন *(ইবনু হিশাম ১/৩১৮)*।

(৩) উম্মে উবাইস, যিন্নীরাহ, নাহদিয়াহ ও তার মেয়ে এবং বনু মুআম্মাল-এর জনৈকা দাসী মুসলমান হ’লে তারা সবাই বর্বরতম নির্যাতনের শিকার হন। ইবনু ইসহাক বলেন, যিন্নীরাহকে যখন তিনি মুক্ত করেন, তখন সে অন্ধ ছিল। কুরায়েশরা বলল, লাত-‘উযযার অভিশাপে সে অন্ধ হয়ে গেছে। তখন যিন্নীরাহ বলল, ওরা মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ্র ঘরের কসম![১৮২] লাত-‘উযযা কারু কোন ক্ষতি করতে পারেনা, উপকারও করতে পারেনা’। তখনই আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন’।[১৮৩]

এভাবে সর্বশেষ বেলালকে নিয়ে হিজরতের পূর্বে মোট ৭জন দাস-দাসীকে আবুবকর মুক্ত করেন *(হাকেম হা/৫২৪১ হাদীছ ছহীহ)*। এবিষয়ে একদিন তার পিতা আবু কুহাফা তাকে বলেন, বেটা! আমি দেখছি তুমি যত দুর্বল দাস-দাসী মুক্ত করছ। যদি তুমি শক্তিশালী ও সাহসী কিছু লোককে মুক্ত করতে, তাহ’লে তারা তোমাকে রক্ষা করত এবং তোমার পক্ষে যুদ্ধ করত! জবাবে আবুবকর বলেন, হে পিতা! আমি তো কেবল আল্লাহ্র জন্যই এগুলি করেছি। অতঃপর তাঁর সম্পর্কে ‘সূরা লায়েল’ নাযিল হয় *(ইবনু হিশাম*

---

১৮০. কুরতুবী তাফসীর সূরা লায়েল ১৯-২০ আয়াত; হা/৬৩৫৮ সনদ হাসান; ২০/৭৯-৮০ পৃঃ।

১৮১. বুখারী হা/৩৭৫৪; মিশকাত হা/৬২৫০ ‘মর্যাদা সমষ্টি’ অনুচ্ছেদ।

১৮২. আল্লাহ্র ঘরের কসম করা জায়েয নয়। বরং রব্বুল কা‘বা (কা‘বার রবের) কসম করা যাবে *(আহমাদ হা/২৭১৩৮; নাসাঈ হা/৩৭৭৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৬৬)*।

১৮৩. ইবনু হিশাম ১/৩১৮; আল-ইছাবাহ ক্রমিক ১১২১৬; মুহাক্কিক বলেন, যিন্নীরাহ্র ঘটনাটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে এর সনদ ‘হাসান’ স্তরে উন্নীত হ’তে পারে *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৩০৯)*।

১/৩১৮-৩১৯)। উল্লেখ্য যে, এসময় আবু কুহাফা ইসলাম কবুল করেননি। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি মুসলমান হন' *(মুসলিম হা/২১০২ (৭৯)*।

এভাবে কুরায়েশ নেতারা মুসলিম দাস-দাসী ও তাদের পরিবারের উপরে সর্বাধিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করত। আবুবকর (রাঃ) এইসব নির্যাতিত দাস-দাসীকে বহু মূল্যের বিনিময়ে তাদের নিষ্ঠুর মনিবদের নিকট থেকে খরীদ করে নিয়ে মুক্ত করে দিতেন।

(৪) মুছ'আব বিন উমায়ের (مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ) : ইনি ছিলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ তরুণদের অন্যতম। তিনি অত্যন্ত বিলাস-ব্যসনে মানুষ হন। রাসূল (ছাঃ) যখন দারুল আরক্বামে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন, তখন তিনি ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু মা ও গোত্রের লোকদের ভয়ে তা প্রকাশ করেননি। পরে ওছমান বিন ত্বালহার মাধ্যমে খবরটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন তার গোত্রের লোকেরা তাকে হাত-পা বেঁধে তার ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। এক সময় তিনি কৌশলে পালিয়ে যান ও হাবশায় হিজরত করেন। পরে সেখান থেকে ফিরে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে মদীনায় প্রেরিত হন। তিনিই ছিলেন মদীনায় প্রেরিত ইসলামের প্রথম দাঈ। প্রধানতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় মদীনার আউস ও খাযরাজ নেতারা ইসলাম কবুল করেন। যা হিজরতের পটভূমি তৈরী করে। ওহোদের যুদ্ধে তিনি ইসলামী বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন। অতঃপর শহীদ হন' *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক সংখ্যা ৮০০৮)*।

(৫) ইয়াসির পরিবার (آلُ يَاسِرٍ) : ইয়ামন থেকে মক্কায় হিজরতকারী এই পরিবার মক্কার বনু মাখযূমের সাথে চুক্তিবদ্ধ মিত্র (حَلِيفٌ) ছিল। পরিবার প্রধান ইয়াসির বিন মালিক এবং তার স্ত্রী সুমাইয়া ও পুত্র 'আম্মার সকলে মুসলমান হন। ফলে তাদের উপরে যে ধরনের অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। বনু মাখযূম নেতা আবু জাহ্লের নির্দেশে তাদেরকে খোলা ময়দানে নিয়ে উত্তপ্ত বালুকার উপরে শুইয়ে রেখে প্রতিদিন নানাভাবে নির্যাতন করা হ'ত। একদিন চলার পথে তাদের শাস্তির দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ 'ধৈর্য ধর হে ইয়াসির পরিবার! তোমাদের ঠিকানা হ'ল জান্নাত'। অবশেষে ইয়াসিরকে কঠিন নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়।[১৮৪]

অতঃপর পাষাণহৃদয় আবু জাহ্ল নিজ হাতে ইয়াসিরের বৃদ্ধা স্ত্রী সুমাইয়ার গুপ্তাঙ্গে বর্শা বিদ্ধ করে তাকে হত্যা করে। তিনিই ছিলেন ইসলামে প্রথম মহিলা শহীদ।[১৮৫] অতঃপর তাদের পুত্র 'আম্মারের উপরে শুরু হয় নির্যাতনের পালা। তাকেও বেলালের ন্যায় কঠিন নির্যাতন করা হয় যতক্ষণ না সে রাসূল (ছাঃ)-কে গালি দিতে রাযী হয়। অবশেষে বাধ্য

---

১৮৪. ইবনু হিশাম ১/৩১৯-২০; হাকেম হা/৫৬৪৬; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ১০৩ পৃঃ, সনদ ছহীহ; ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৩৮৪৬; আল-ইছাবাহ, ইয়াসির 'আনাসী ক্রমিক ৯২১৪; আল-ইস্তী'আব ক্রমিক ২৮২২।

১৮৫. আল-ইছাবাহ, সুমাইয়া, ক্রমিক ১১৩৩৬।

হয়ে তিনি তাদের কথা মেনে নেন। পরে মুক্তি পেয়েই তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟ 'ঐ সময় তোমার অন্তর কিরূপ ছিল'? তিনি বললেন, مُطْمَئِنًّا بِالْإِيْمَانِ 'ঈমানের উপর অবিচল'। রাসূল (ছাঃ) বললেন إِنْ عَادُوا فَعُدْ 'যদি ওরা আবার বলতে বলে, তাহ'লে তুমি আবার বল'। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়,[১৮৬] مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ– 'ঈমান আনার পরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র ক্রোধ এবং কঠিন শাস্তি। কিন্তু যাকে বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে (তার কোন চিন্তা নেই)' *(নাহল ১৬/১০৬)*। ইবনু কাছীর বলেন, সকল বিদ্বান এ বিষয়ে একমত যে, কুফরীতে বাধ্য করা হ'লে বাধ্যকারীর কথামত কাজ করা জায়েয *(ইবনু কাছীর)*। একমাত্র বেলাল ছিলেন, যিনি তাদের কথা মত কাজ করতেন না, বরং কেবলি বলতেন আহাদ, আহাদ।

পরে হযরত আবুবকর (রাঃ) 'আম্মার বিন ইয়াসিরকে তার মনিবের কাছ থেকে খরীদ করে মুক্ত করে দেন। 'আম্মার ঐ সময় আবুবকর (রাঃ)-এর প্রশংসায় যে কবিতা বলেন, তার শুরু ছিল নিম্নরূপ :

جَزَى اللهُ خَيْرًا عَنْ بَلاَلٍ وَصَحْبِهِ + عَتِيْقًا وَأَخْزَى فَاكِهًا وَأَبَا جَهْلِ

'আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দান করুন আবুবকর (রাঃ)-কে বেলাল ও তার সাথীদের পক্ষ হ'তে এবং লাঞ্ছিত করুন আবু ফাকীহাহ (উমাইয়া বিন খালাফ) ও আবু জাহ্লকে'।[১৮৭]

'আম্মার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, যে ব্যক্তি 'আম্মারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে আল্লাহ তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন'। খালিদ বিন অলীদ (রাঃ) বলেন, এই হাদীছ শোনার পর থেকে আমি সর্বদা তাকে ভালোবাসতাম'।[১৮৮] আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ভণ্ডনবীদের বিরুদ্ধে ইয়ামামাহ্র যুদ্ধে তার কান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ওমর (রাঃ) তাকে কূফার গবর্ণর নিযুক্ত করেন। রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ 'তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে' (*বুখারী হা/৪৪৭*)। ৩৭ হিজরীতে ছিফফীনের যুদ্ধে তিনি আলী (রাঃ)-এর

---

১৮৬. হাকেম হা/৩৩৬২, ২/৩৫৭ পৃঃ সনদ ছহীহ; কুরতুবী হা/৩৯৫৫; বায়হাক্বী হা/১৭৩৫০, ৮/২০৮-০৯ পৃঃ; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নাহল ১০৬ আয়াত।

১৮৭. আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/১৪৮; তানতাভী, তাফসীর সূরা লায়েল ১৯-২০ আয়াত, ১৩/২০৪ পৃঃ।

১৮৮. হাকেম হা/৫৬৭৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৮৬।

পক্ষে যোগদান করেন এবং শহীদ হন। এসময় তাঁর বয়স ছিল ৯৩ বছর। আলী (রাঃ) তাঁকে গোসল ও কাফন না দিয়েই দাফন করেন।[১৮৯]

(৬) আবু জাহ্লের অভ্যাস ছিল এই যে, **(ক)** যখন কোন অভিজাত বংশের লোক ইসলাম কবুল করতেন, তখন সে গিয়ে তাকে গালি-গালাজ করত ও তার ধন-সম্পদের ক্ষতি সাধন করবে বলে হুমকি দিত। নিজ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে গরীব ও দুর্বল কেউ মুসলমান হয়েছে জানতে পারলে তাকে ধরে নির্দয়ভাবে পিটাতো এবং অন্যকে মারার জন্য প্ররোচিত করত। কোন ব্যবসায়ী ইসলাম কবুল করলে তাকে গিয়ে ধমক দিয়ে বলত, তোমার ব্যবসা বন্ধ করে দেব এবং তোমার মাল-সম্পদ ধ্বংস করে দেব' *(ইবনু হিশাম ১/৩২০)*। এইভাবে সম্মানিত ব্যক্তিকে ইসলাম কবুলের অপরাধে অসম্মানিত করা মক্কার নেতাদের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আজকের সভ্য যুগেও যা চলছে বরং আরও জোরে-শোরে।

(খ) পবিত্র কুরআনে عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 'জাহান্নামের প্রহরী হ'ল ১৯জন ফেরেশতা' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩০)* নাযিল হ'লে আবু জাহ্ল অহংকার বশে তার লোকদের বলে, 'হে কুরায়েশ যুবকেরা! তোমাদের ১০জনে কি জাহান্নামের ১জন ফেরেশতাকে কাবু করতে পারবে না? *(ইবনু কাছীর)*। কেননা মুহাম্মাদ বলে, এরা তোমাদেরকে জাহান্নামে আটকে রেখে নির্যাতন করবে। অথচ তোমরা হ'লে সংখ্যায় ও শক্তিতে অনেক বেশী। তোমরা তাদের একশ' জনের সমান' *(ইবনু হিশাম ১/৩১৩)*। আবু জাহ্ল অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা বুঝেনি। অথবা বুঝেও দল ঠিক রাখার জন্য আসল কথা বলেনি। সেকারণ পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে,

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِيْمَانًا وَلاَ يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُوْنَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلاً- (مدثر ٣١)-

'আমরা ফেরেশতাদের এই সংখ্যা নির্ধারণ করেছি কাফেরদের পরীক্ষা করার জন্য। যাতে কিতাবীরা (রাসূলের সত্যতার ব্যাপারে) দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীগণ ও মুমিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে। আর যাতে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে (মুনাফিকরা) ও কাফেররা বলে যে, এর (এই সংখ্যা) দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছেন'? *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩১)*। বর্তমান যুগেও অনেকে আবু জাহলের মত ঊনিশ-এর ব্যাখ্যায় বহু মনগড়া বিষয় উদঘাটন করে ফিৎনায় পড়েছে।[১৯০]

---

১৮৯. আল-ইছাবাহ, 'আম্মার ক্রমিক ৫৭০৮; আল-ইস্তী'আব ক্রমিক ১৮৬৩।
১৯০. লেখক প্রণীত তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা (রাজশাহী, ২য় সংস্করণ : মে ২০১৩ খ্রিঃ) ১৭-১৮ পৃঃ।

(৭) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ) : উরওয়া বিন যুবায়ের স্বীয় পিতা যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম (রাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে মক্কায় কাফেরদের সম্মুখে প্রথম প্রকাশ্যে কুরআন পাঠ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূলের ছাহাবীগণ একদিন একত্রিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্র কসম! কুরায়েশরা কখনো প্রকাশ্যে কুরআন শুনেনি। অতএব কে আছে যে তাদেরকে কুরআন শুনাতে পারে? তখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বললেন, আমি। এতে সবাই বলল, আমরা তোমার ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি। বরং আমরা এমন একজন ব্যক্তিকে চাচ্ছি, যাদের গোত্র আছে। যারা তাকে রক্ষা করবে। তখন তিনি বললেন, আমাকে ছাড়ুন! আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন। অতঃপর ইবনু মাসঊদ পরদিন সকালে কিছু বেলা উঠার পর কুরায়েশদের ভরা মজলিসে এসে দাঁড়ান। অতঃপর উচ্চ কণ্ঠে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে সূরা রহমান পড়তে শুরু করেন। তখন তারা বলে উঠল, مَاذَا قَالَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ؟ ‘গোলামের মায়ের বেটা কি বলছে’? তাদের কেউ বলল, সে মুহাম্মাদ যা নিয়ে এসেছে, তার কিছু পাঠ করছে। তখন সবাই তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার মুখে মারতে শুরু করল। এভাবে প্রহৃত হয়ে ইবনু মাসঊদ তার সাথীদের নিকটে ফিরে এলেন। তখন সাথীরা তাকে বললেন, তোমার ব্যাপারে আমরা এটাই ভয় করেছিলাম। ইবনু মাসঊদ বললেন, আল্লাহ্র শত্রুরা এখন আমার কাছে সহজ হয়ে গেছে। যদি আপনারা চান কাল সকালে আবার গিয়ে আমি তাদের কুরআন শুনাব। সাথীরা বললেন, না। যথেষ্ট হয়েছে। তারা যা পসন্দ করেনা তুমি তাদেরকে তাই শুনিয়েছ’।[১৯১] উল্লেখ্য যে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মক্কায় ওক্ববা বিন আবু মু‘আইত্বের বকরীর রাখাল ছিলেন *(আল-বিদায়াহ ৬/১০২)*।

(৮) খাব্বাব ইবনুল আরাত (خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ) : বনু খোযা‘আহ গোত্রের জনৈকা মহিলা উম্মে আনমার-এর গোলাম ছিলেন। তিনি ষষ্ঠ মুসলমান ছিলেন এবং দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম ইসলাম প্রকাশকারী এবং আল্লাহ্র পথে কঠিন নির্যাতন ভোগকারী’ *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক ২২১২)*। মুসলমান হওয়ার অপরাধে মুশরিক নেতারা তার উপরে লোমহর্ষক নির্যাতন চালায়। নানাবিধ অত্যাচারের মধ্যে সবচাইতে মর্মান্তিক ছিল এই যে, তাকে জ্বলন্ত লোহার উপরে চিৎ করে শুইয়ে বুকের উপরে পাথর চাপা দেওয়া হয়েছিল। ফলে পিঠের চামড়া ও গোশত গলে লোহার আগুন নিভে গিয়েছিল। বারবার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গমন করেন। তখন তিনি কা‘বা চত্বরে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে কাফেরদের বিরুদ্ধে বদ দো‘আ করার জন্য আকুলভাবে দাবী করেন। তখন উঠে রাগতঃস্বরে রাসূল (ছাঃ)

১৯১. ইবনু হিশাম ১/৩১৪-১৫; আছার ছহীহ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৩০৩)*।

তাকে দ্বীনের জন্য বিগত উম্মতগণের কঠিন নির্যাতন ভোগের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং বলেন,

كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِى الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ-

‘তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহের লোকদের দ্বীনের কারণে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। অতঃপর তাতে নিক্ষেপ করে তাদের মাথার মাঝখানে করাত রেখে দেহকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। তথাপি তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। লোহার চিরুনী দিয়ে গোশত ও শিরাসমূহ হাড্ডি থেকে পৃথক করে ফেলা হয়েছে। তথাপি এগুলি তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই তিনি এই ইসলামী শাসনকে এমনভাবে পূর্ণতা দান করবেন যে, একজন আরোহী (ইয়ামনের রাজধানী) ছান‘আ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত একাকী ভ্রমণ করবে। অথচ সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে না। অথবা তার ছাগপালের উপরে নেকড়ের ভয় করবে। কিন্তু তোমরা বড়ই ব্যস্ততা দেখাচ্ছ’।[১৯২] এ হাদীছ শোনার পরে তার ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়।

খাব্বাব কর্মকারের কাজ করতেন। তিনি কুরাইশ নেতা ‘আছ বিন ওয়ায়েল-এর জন্য একটি তরবারী তৈরী করে দেন। পরে তার মূল্য নিতে গেলে ‘আছ বলেন, আমি তোমাকে মূল্য দিব না, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদের সাথে কুফরী করবে। জবাবে খাব্বাব বললেন, বরং যতক্ষণ না আপনি মরবেন ও পুনরুত্থিত হবেন’। ‘আছ তাকে বিদ্রূপ করে বললেন, ‘ঠিক আছে ক্বিয়ামতের দিনেও আমার নিকটে মাল-সম্পদ ও সন্তানাদি থাকবে, সেখানে তোমার পাওনা পরিশোধ করে দিব’। তখন নাযিল হয়, أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا- أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا- ‘তুমি কি দেখেছ ঐ ব্যক্তিকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখান করে এবং বলে, আমাকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবে’। ‘সে কি অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হয়েছে, না-কি দয়াময়ের নিকট থেকে সে কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে?’ *(মারিয়াম ১৯/৭৭-৭৮)*।[১৯৩]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা মুসলমানদের কেবল দৈহিক নির্যাতনই করেনি, বরং জাহেলী যুগের বিখ্যাত হিলফুল ফুযূল-এর চুক্তিনামাও তারা ভঙ্গ করেছিল, যা ছিল কুরাইশদের চিরাচরিত রীতির বিরোধী। কেননা মুসলমানদের ক্ষেত্রে তারা সকল প্রকার

---

১৯২. বুখারী হা/৩৬১২, ৬৯৪৩; মিশকাত হা/৫৮৫৮ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়।
১৯৩. ইবনু হিশাম ১/৩৫৭; আহমাদ হা/২১১০৫, ২১১১২; সনদ ছহীহ -আরনাউত্ব।

যুলুমকে সিদ্ধ মনে করত। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, মুসলমানের সংখ্যা যখন কম ছিল, তখন তারা দ্বীনের কারণে ফিৎনায় পতিত হ'ত। হয় তাদেরকে হত্যা করা হ'ত, নয় তাদেরকে চরমভাবে নির্যাতন করা হ'ত। অবশেষে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন আর ফিৎনা রইল না' *(বুখারী হা/৪৬৫০)*।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) একদিন খাব্বাবকে ডেকে বলেন, তোমার উপরে নির্যাতনের কাহিনী আমাকে একটু শুনাও। তখন তিনি নিজের পিঠ দেখিয়ে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার পিঠ দেখুন। আমাকে জ্বলন্ত লোহার গনগনে আগুনের উপরে চাপা দিয়ে রাখা হ'ত। আমার পিঠের গোশত গলে উক্ত আগুন নিভে যেত'। তখন ওমর (রাঃ) বলেন, এরূপ দৃশ্য আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি'। তিনি খারেজীদের বিরুদ্ধে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে এবং পরে ছিফফীনের যুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর পক্ষে ছিলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বদর-ওহোদসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

আলী (রাঃ) ৩৭ হিজরীতে ছিফফীন যুদ্ধে রওয়ানার পর ৬৩ বছর বয়সে খাব্বাব (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে আলী (রাঃ) তাঁর কবর যিয়ারত করেন। অতঃপর বলেন, رَحِمَ اللهُ خَبَّابًا، لَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِبًا، وَهَاجَرَ طَائِعًا، وَعَاشَ مُجَاهِدًا، وَابْتُلِيَ فِي جِسْمِهِ أَحْوَالاً، وَلَنْ يُضَيِّعَ اللهُ أَجْرَهُ– 'আল্লাহ রহম করুন খাব্বাবের উপর, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আগ্রহের সাথে, হিজরত করেছিলেন আনুগত্যের সাথে, জীবন যাপন করেছেন মুজাহিদ হিসাবে, নির্যাতিত হয়েছেন দৈহিকভাবে বিভিন্ন অবস্থায়। অতএব কখনোই আল্লাহ তার পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না'। সম্ভবতঃ যৌবনকালে লোহার আগুনে পিঠ পুড়িয়ে দেওয়ার যন্ত্রণাদায়ক ঘা থেকে পরবর্তীতে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। যেকারণ মাঝে-মধ্যে বলতেন, মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ না হ'লে আমি সেটাই কামনা করতাম।[১৯৪]

ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর আমলে যখন মুসলমানদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তখন অগ্রবর্তী মুহাজির হিসাবে খাব্বাব (রাঃ)-এর জন্য বড় অংকের রাষ্ট্রীয় ভাতা নির্ধারণ করা হয়। যাতে তিনি বহু সম্পদের অধিকারী হন এবং কূফাতে বাড়ি করেন। এসময় তিনি একটি কক্ষে অর্থ জমা রাখতেন। যা তার সাথীদের জানিয়ে দিতেন। অতঃপর অভাবগ্রস্তরা সেখানে যেত এবং প্রয়োজনমত নিয়ে নিত। তিনি বলতেন, وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَمْلِكُ دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَإِنَّ فِي نَاحِيَةِ بَيْتِي فِي تَابُوتِي لأَرْبَعِينَ أَلْفِ وَافٍ. وَلَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا 'আমি যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন আমি একটি দীনার বা দিরহামেরও মালিক

১৯৪. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৩৬১৮; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৫৬৩২; আল-ইছাবাহ, খাব্বাব ক্রমিক ২২১২।

ছিলাম না। আর এখন আমার সিন্দুকের কোণায় চল্লিশ হাযার দীনার জমা আছে। আমি ভয় পাচ্ছি আল্লাহ আমার সকল নেক আমলের ছওয়াব আমার জীবদ্দশায় আমার ঘরেই দিয়ে দেন কি-না!'। মৃত্যুর সময় তাকে পরিচর্যাকারী জনৈক সাথী বললেন, أَبْشِرْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَإِنَّكَ مُلاَقٍ إِخْوَانَكَ غَدًا 'হে আবু আব্দুল্লাহ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কেননা কালই আপনি আপনার সাথীদের সঙ্গে মিলিত হবেন'। জবাবে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ذَكَّرتموني أقواماً، وإخوانا مَضَوْا بِأُجُورهم كُلِّهَا لَمْ يَنالُوا مِنَ الدُّنيا شَيْئًا 'তোমরা আমাকে এমন ভাইদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, যারা তাদের সম্পূর্ণ নেকী নিয়ে বিদায় হয়ে গেছেন। দুনিয়ার কিছুই তারা পাননি'। আর আমরা তাঁদের পরে বেঁচে আছি। অবশেষে দুনিয়ার অনেক কিছু পেয়েছি। অথচ তাঁদের জন্য আমরা মাটি ব্যতীত কিছুই পাইনি। এসময় তিনি তার বাড়ি এবং বাড়ির সম্পদ রাখার কক্ষের দিকে ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন, মদীনায় প্রথম দাঈ ও ওহোদ যুদ্ধের পতাকাবাহী মুছ'আব বিন উমায়ের শহীদ হওয়ার পর কিছুই ছেড়ে যায়নি একটি চাদর ব্যতীত। অতঃপর তিনি তার কাফনের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা হামযার জন্য এতটুকু কাফনও জুটেনি। মাথা ঢাকলে পা ঢাকেনি। পা ঢাকলে মাথা ঢাকেনি। অতঃপর সেখানে ইযখির ঘাস দিয়ে ঢাকা হয়েছিল'।[১৯৫]

দুর্বলদের প্রতি নির্দেশনা (توجيهات إلى الضعفاء) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় গিয়ে মক্কার দুর্বল ছাহাবীদের জন্য দো'আ করতে থাকেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন, যেন তারা ছবর করে' *(নিসা ৪/৭৭)*। তারা যেন শক্তির বিপরীতে শক্তি প্রদর্শন না করে ও শত্রুতার বিপরীতে শত্রুতা না করে। যাতে তারা বেঁচে থাকে এবং ভবিষ্যতে দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। অবশেষে আল্লাহ মক্কা বিজয় দান করেন এবং সবাইকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত করেন *(সীরাহ ছহীহাহ ১/১৫৮)*।

নির্যাতিত মুহাজির মুসলমানদের সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

---

১৯৫. ইবনু সা'দ, ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৩/১২২-২৩; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৮৪।

উল্লেখ্য যে, ছাহাবীগণের উপর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে ইবনু ইসহাক সাঈদ বিন জুবায়ের হ'তে বর্ণনা করেন যে, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বললাম, মুশরিকরা কি ছাহাবীগণকে দ্বীন ত্যাগ করার শর্তে শাস্তি দিত? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! যখন তারা মুসলমানদের কাউকে মারপিট করত, তাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখত ও পিপাসায় কাতর করে ফেলত এবং অবশেষে অবস্থা এমন হ'ত যে, তারা উঠে বসার ক্ষমতা রাখত না। তখন তাদের বলা হ'ত, আল্লাহকে ছেড়ে লাত-'উযযাকে উপাস্য ধর। তারা না বললে আরও কঠিনভাবে অত্যাচার করা হ'ত। ফলে তারা বলতেন, হ্যাঁ। এমনকি গোবরের বড় কালো পোকা তাদের কারু সামনে এনে বলা হ'ত এই পোকা কি তোমার উপাস্য? কঠিন কষ্টের কারণে তিনি বলতেন, হ্যাঁ' *(ইবনু হিশাম ১/৩২০; ফাৎহুল বারী হা/৩৮৫৬-এর আলোচনা)*। এ বক্তব্য যঈফ (*মা শা-'আ ৩৪ পৃঃ*)। বরং সঠিক সেটাই যা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) কর্তৃক ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে *(আহমাদ হা/৩৮৩২)*।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ- (آل عمران ١٩٥)-

‘অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের দো‘আ কবুল করলেন এই মর্মে যে, পুরুষ হৌক বা নারী হৌক আমি তোমাদের কোন কর্মীর কর্মফল বিনষ্ট করব না। তোমরা পরস্পরে এক (অতএব কর্মফল প্রাপ্তিতে সবাই সমান)। অতঃপর যারা হিজরত করেছে ও নিজ বাড়ী থেকে বহিস্কৃত হয়েছে এবং আমার রাস্তায় নির্যাতিত হয়েছে। যারা লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে, অবশ্যই আমি তাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ মার্জনা করব এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। এটি আল্লাহ্‌র নিকট হতে প্রতিদান। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নিকটেই রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার’ *(আলে ইমরান ৩/১৯৫)*।

বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী (تنبؤ الفتح) :

ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিশেষ করে দুর্বলদের উপরে কাফের নেতাদের পক্ষ হ’তে যখন অবর্ণনীয় নির্যাতনসমূহ করা হচ্ছিল। তখন একদিন অন্যতম নির্যাতিত ছাহাবী খাব্বাব ইবনুল আরাত এসে রাসূল (ছাঃ)-কে কাফেরদের বিরুদ্ধে বদদো‘আ করার আহ্বান জানান। রাসূল (ছাঃ) তখন কা‘বাগৃহের ছায়ায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন।[১৯৬] খাব্বাবের কথা শুনে তিনি উঠে বসেন এবং রাগতস্বরে বলেন, যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

মদীনায় হিজরতের পরেও ৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে ইসলাম কবুল করতে আসা খ্রিষ্টান নেতা ‘আদী বিন হাতেমকে তিনি একই ধরনের জবাব দিয়ে বলেছিলেন, يَا عَدِىُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ، ‘হে ‘আদী! তুমি কি (ইরাকের) হীরা নগরী চেন? তিনি বললেন, আমি দেখিনি। তবে তার সম্পর্কে শুনেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তাহ’লে তুমি দেখবে, একজন হাওদানশীন মহিলা একাকী সেখান থেকে গিয়ে কা’বাগৃহ তাওয়াফ করে ফিরে আসবে। অথচ সে কাউকে ভয় পাবে না আল্লাহ ব্যতীত’। ... ‘আদী বলেন, আমি পর্দানশীন মহিলাকে হীরা নগরী থেকে একাকী সফর করে কা‘বাগৃহ তাওয়াফ করে ফিরে

১৯৬. বুখারী হা/৩৬১২; মিশকাত হা/৫৮৫৮।

আসতে দেখেছি। সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করেনি। আমি পারস্য সম্রাট কিসরার অর্থ ভাণ্ডার বিজয়ে শরীক হয়েছি। এরপর যদি তোমাদের হায়াত দীর্ঘ হয়, তাহ'লে তোমরা অবশ্যই বাস্তবে দেখতে পাবে, যা নবী আবুল ক্বাসেম (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন যে, তোমরা অঞ্জলী ভরা অর্থ নিয়ে বের হবে। অথচ তা দান করার মত কোন গ্রহিতা খুঁজে পাবে না'।[১৯৭]

আরক্বামের গৃহে প্রচার কেন্দ্র (دار الأرقم دار الدعوة) :

মুসলমানগণ পাহাড়ের পাদদেশে ও বিভিন্ন গোপন স্থানে মিলিত হয়ে জাম'আতের সাথে ছালাত আদায় করতেন এবং দ্বীনের তা'লীম নিতেন। একদিন কতিপয় মুশরিক এটা দেখে ফেলে এবং মুসলমানদের অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে দিতে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ) তাদের একজনকে উটের চোয়ালের শুকনো হাড্ডি দিয়ে মেরে রক্তাক্ত করেন। ফলে তারা পালিয়ে যায়। এটিই ছিল ইসলামের জন্য প্রথম রক্ত প্রবাহিত করার ঘটনা'। চতুর্থ নববী বর্ষে এটি ঘটেছিল।[১৯৮]

এই ঘটনার পরে ৫ম নববী বর্ষে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আরক্বাম বিন আবুল আরক্বাম আল-মাখযূমীর বাড়িটিকে প্রশিক্ষণ ও প্রচার কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেন। বাড়িটি ছিল ছাফা পাহাড়ের উপরে। যা ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং মুশরিকদের দৃষ্টির আড়ালে।[১৯৯] কাফের নেতাদের সম্মেলনস্থল 'দারুন নাদওয়া' থেকে এটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থানে। যদিও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজে সর্বদা প্রকাশ্যে ছালাত আদায় করতেন।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৯ (৭– العبر) :

(১) তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপরে বিশ্বাস দৃঢ় থাকার কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম লোমহর্ষক নির্যাতনসমূহ বরণ করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। অথচ নির্যাতনকারীরাও এসবে বিশ্বাসী ছিল বলে দাবী করত। প্রকৃত অর্থে তারা ছিল কপট বিশ্বাসী অথবা শিথিল বিশ্বাসী। এ যুগেও ঐরূপ মুসলমানেরা দৃঢ় বিশ্বাসী খাঁটি মুসলমানদেরকে ক্ষেত্র বিশেষে অনুরূপ নির্যাতন করে থাকে।

---

১৯৭. বুখারী হা/৩৫৯৫; আহমাদ হা/১৮২৮৬; মিশকাত হা/৫৮৫৭, 'নবুঅতের নিদর্শনসমূহ' অনুচ্ছেদ।

১৯৮. ইবনু হিশাম ১/২৬২-৬৩; আল-বিদায়াহ ৩/৩৭; আর-রাহীক্ব ৯১ পৃঃ; আল-ইছাবাহ, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ ক্রমিক ৩১৯৬। ইবনু হিশামে বলা হয়েছে যে, তিনি হামলাকারী কাফেরকে لَحْيِ بَعِيرٍ দ্বারা আঘাত করেন। ভাষ্যকার সুহায়লী তার ব্যাখ্যা করেছেন, اللحى: الْعظم الّذي على الْفَخذ 'রানের উপরে উরুস্তম্ভের হাড্ডি' *(ইবনু হিশাম ১/২৬৩ টীকা-৪)*। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। বরং সঠিক অর্থ হবে যা সীরাহ হালাবিইয়াহ-তে করা হয়েছে, لحى بعير: أي العظم الذي تنبت عليه الأسنان অর্থাৎ চোয়ালের হাড্ডি। যাতে দাঁত সমূহ উদ্গত হয়' *(সীরাহ হালাবিইয়াহ ১/৪৮৩)*।

১৯৯. ইবনু হিশাম ১/২৫৩ টীকা-১; আল-বিদায়াহ ৫/৩৪১; আর-রাহীক্ব ৯২ পৃঃ।

Contents

(২) প্রকৃত ও দৃঢ় বিশ্বাসীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সমাজ বিপ্লব সাধিত হয়। কপট, শিথিল বিশ্বাসী ও সুবিধাবাদীদের মাধ্যমে নয়। তাদের দুনিয়াবী জৌলুস যতই থাক না কেন।

(৩) বিশ্বাস ও কর্মের পরিবর্তন ব্যতীত সমাজের কাংখিত পরিবর্তন সম্ভব নয়।

(৪) শুধু নেতা নয়, সাথে সাথে কর্মীদের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমেই একটি মহতী আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে।

(৫) যুলুম প্রতিরোধের বৈধ কোন পথ খোলা না থাকলে দৃঢ়ভাবে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্র রহমত কামনা করাই হ'ল মুক্তির একমাত্র পথ।

হাবশায় হিজরত (الهجرة الى الحبشة)

১ম হিজরত (الهجرة الأولى إلى الحبشة রজব ৫ম নববী বর্ষ) :

চতুর্থ নববী বর্ষের মাঝামাঝি থেকে মুসলমানদের উপরে যে নির্যাতন শুরু হয় ৫ম নববী বর্ষের মাঝামাঝি নাগাদ তা চরম আকার ধারণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই মযলূম মুসলমানদের রক্ষার জন্য উপায় খুঁজতে থাকেন। তিনি আগে থেকেই পার্শ্ববর্তী হাবশার ন্যায়নিষ্ঠ খ্রিষ্টান রাজা আছহামা নাজাশী (أَصْحَمَةُ النَّجَاشِيُّ)-র সুনাম শুনে আসছিলেন যে, তার রাজ্যে মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে দেওয়া হয়। অতএব তিনি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ শেষে হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দানের সিদ্ধান্ত নেন। সেমতে নবুঅতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলার প্রথম দলটি রাতের অন্ধকারে অতি সঙ্গোপনে হাবশার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়। এই দলে রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা 'রুক্বাইয়া' ছিলেন।[২০০] ভাগ্যক্রমে ঐ সময় লোহিত সাগরের বন্দর শো'আইবাহ (ميناء شعيبة)-তে দু'টো ব্যবসায়ী জাহায নোঙর করা ছিল। ফলে তারা খুব সহজে তাতে সওয়ার হয়ে হাবশায় পৌঁছে যান। কুরায়েশ নেতারা পরে জানতে পেরে দ্রুত পিছু নিয়ে বন্দর পর্যন্ত গমন করে। কিন্তু তারা নাগাল পায়নি।[২০১]

---

২০০. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ তাহকীক : শু'আইব ও আব্দুল কাদের আরনাঊত্ব (বৈরূত : মুওয়াসসাতুর রিসালাহ ২৯তম মুদ্রণ ১৪১৬/১৯৯৬) ৩/২১ পৃঃ। মুবারকপুরী এখানে রাসূল (ছাঃ) থেকে একটি বর্ণনা এনেছেন, إِنَّهُمَا أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بَعْدَ إبراهيمَ ولوطٍ عليهما السلام 'তারা দু'জন ছিলেন ইবরাহীম ও লূত (আঃ)-এর পরে আল্লাহ্র রাস্তায় প্রথম হিজরতকারী পরিবার' *(ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ৩৯/২১, আর-রাহীক্ব ৯৩ পৃঃ)*। এর সনদ মুনকার ও 'খুবই দুর্বল' *(আবু ইসহাক্ব আল-হুওয়াইনী, আন-নাফেলাহ ফিল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল বাত্বেলাহ হা/৩৩, ১/৫৮ পৃঃ)*।

২০১. আর-রাহীক্ব ৯৩ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ১/৯৫।

গারানীক্ব কাহিনী (قصة الغرانيق রামাযান ৫ম নববী বর্ষ) :

এটি একটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কাহিনী। যদিও প্রাচ্যবিদ ফুইক, মূর, ওয়াট প্রমুখদের কাছে এটি একটি লোভনীয় কাহিনী। ঘটনা এই যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা চত্বরে সরবে সূরা নাজম পাঠ করেন। সূরার শেষে তিনি সিজদা করেন। তখন উপস্থিত মুসলিম-মুশরিক সবাই সিজদায় পড়ে যায়। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এটিই ছিল প্রথম সূরা যাতে সিজদা করা হয় (অর্থাৎ সিজদায়ে তেলাওয়াত)। আমি দেখলাম যে, একজন ব্যক্তি এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তাতে সিজদা করল এবং বলল, আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। আমি তাকে পরে কাফের অবস্থায় (বদর যুদ্ধে) নিহত হ'তে দেখেছি। ঐ ব্যক্তি হ'ল উমাইয়া বিন খালাফ।[২০২] কাফিরদের সিজদা করার উক্ত ঘটনা সত্য এবং এটি ছিল নিঃসন্দেহে সূরা নাজমের অশ্রুতপূর্ব আসমানী খবর ও অনন্য সাধারণ ভাষালংকারের অপূর্ব দ্যোতনার বাস্তব ফলশ্রুতি। ভাষাগর্বী নেতারা যার সামনে অবচেতনভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়ে ও নবীর সাথে সাথে নিজেরাও সিজদায় পড়ে যায়। কারণ উক্ত সূরার শেষ আয়াতটি ছিল, فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا 'অতএব তোমরা আল্লাহ্র জন্য সিজদা কর ও তাঁর ইবাদত কর' *(নাজম ৫৩/৬২)*।

উক্ত ঘটনায় কাফের নেতারা নিজেদের মুখরক্ষার জন্য গারানীক্ব কাহিনী ছড়িয়ে দেয়। আর তা হ'ল এই যে, সূরার ১৯ ও ২০ আয়াতে বর্ণিত, أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى– وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ 'লাত' ও 'উযযা' সম্বন্ধে'? 'এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে?' উক্ত আয়াতদ্বয়ের পরে তারা জুড়ে দেয়, تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى + وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى 'ঐগুলি হ'ল মহান শ্বেত-শুভ্র উপাস্য। আর তাদের সুফারিশ অবশ্যই কাম্য'। এই বাক্যটি প্রচার করে তারা বলে, ইতিপূর্বে মুহাম্মাদ কখনো আমাদের উপাস্যদের ভাল বলেনি, আজ বলেছে। সেকারণ তারা খুশী হয়ে তাঁর সাথে সিজদায় পড়ে যায়'।[২০৩]

الْغَرَانِيقُ একবচনে غُرْنُوق، غِرْنِيق، غُرَانِق অর্থ 'বক জাতীয় এক ধরনের পানিতে চরা সাদা পাখি'। ফর্সা সুন্দর যুবককে شَابٌّ غُرَانِقٌ বলা হয়। কাফেরদের ধারণা ছিল যে,

---

২০২. আর-রাহীক্ব ৯৩ পৃঃ; বুখারী হা/৪৮৬৩; মুসলিম হা/৫৭৬; মিশকাত হা/১০৩৭। বুখারী হা/১০৭১ (মিশকাত হা/১০২৩)-এ 'জিন ও ইনসান সবাই সিজদা করে' বলা হয়েছে। যার রাবী হলেন ইবনু আব্বাস (জন্ম : ১১ নববী বর্ষ এবং মৃ. ৬৮ হি.)। কিন্তু ইবনু মাসঊদ (মৃ. ৩২ হি.) বর্ণিত বুখারী (হা/৪৮৬৩) এবং মুসলিম (হা/৫৭৬) বর্ণিত হাদীছে কেবল 'সেখানে উপস্থিত মুসলিম ও মুশরিকদের' কথা এসেছে। দু'টি হাদীছের মধ্যে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা তিনি ছিলেন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

২০৩. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা হজ্জ ৫২ আয়াত।

সাদা পোষাকধারী মানুষের বেশ ধরে কোন জিন বা ফেরেশতা এসে মুহাম্মাদকে কুরআনের আয়াত নাযিল করত *(কুরতুবী)* এবং তাঁকে তাঁর পিতৃধর্ম থেকে বিচ্যুত করত। ফেরেশতাদেরকে তারা আল্লাহ্‌র কন্যা বলত ও তাদের উপাস্য মানত (*ইসরা ১৭/৪০*)।

কথাটি হাবশায় হিজরতকারীদের কানে পৌঁছে যায়। ফলে তাদের ধারণা হয় যে, মুশরিকদের সাথে আপোষ হয়ে গেছে। এখন থেকে মুসলমানরা মক্কায় নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ) সহ অনেকে মক্কায় ফিরে আসেন।

অথচ মূল কারণ ছিল ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব-এর ইসলাম কবুলের ঘটনা এবং তার ফলে মুসলমানদের প্রকাশ্যে কা'বায় ছালাত আদায়ের খবর। এতেই হাবশার মুহাজির মুসলমানেরা ধারণা করেছিল যে, মক্কা এখন নিরাপদ হয়ে গেছে'।[২০৪]

উল্লেখ্য যে, উচ্চ অলংকার সমৃদ্ধ কোন বক্তব্য বা কবিতা শুনে তার প্রতি সম্মানের সিজদা করা জাহেলী যুগে ও ইসলামী যুগে আরবদের রীতি ছিল। যেমন বিখ্যাত উমাইয়া কবি ফারাযদাক্ব (৩৮-১১০ হি.) জাহেলী কবি লাবীদ বিন রাবী'আহ্‌র (মৃ. ৪১ হি.) দীর্ঘ কবিতা মু'আল্লাক্বার ৮ম লাইনটি পড়ে সিজদায় পড়ে গিয়েছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, أَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ سَجْدَةَ الْقُرْآنِ وَأَنَا أَعْلَمُ سَجْدَةَ الشِّعْرِ 'তোমরা কুরআনের সিজদা জানো। আর আমি কবিতার সিজদা ভাল করে জানি'। লাইনটি ছিল, وَجَلاَ السُّيُوْلُ عَنِ الطُّلُوْلِ كَأَنَّهَا + زُبُرٌ تُجِدُّ مُتُوْنَهَا أَقْلاَمُهَا অর্থ 'বন্যাস্রোত প্রেয়সীর পরিত্যক্ত ভিটার চিহ্নসমূহ প্রকাশ করে দিয়েছে। যেন সেগুলি বইয়ের পৃষ্ঠা। কলমসমূহ যার হরফগুলিকে নতুন করে দিয়েছে'।[২০৫]

---

২০৪. বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা হাজ্জ ৫২ আয়াত দীর্ঘ টীকা ও ব্যাখ্যাসহ; সীরাহ ছহীহাহ ১/১৭১; মা শা-'আ পৃঃ ৬১-৬২।

২০৫. আবুল ফারজ ইস্ফাহানী, আল-আগানী (বৈরূত : ২য় সংস্করণ, সাল বিহীন) ১৫/৩৬০ পৃঃ।
কবি লাবীদ বিন রাবী'আহ আল-'আমেরী বীরত্বে ও দানশীলতায় আরবের প্রসিদ্ধ হাওয়াযেন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবী কাব্যে নক্ষত্র তুল্য বিবেচিত হ'তেন। ১১৬ বছর বয়সে তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং ৪১ হিজরীতে আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে ১৪৫ অথবা ১৫৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তার শ্রেষ্ঠ কবিতা ছিল أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ। উমাইয়া কবি ফারাযদাক্ব তাঁর কবিতাংশ পাঠে সিজদায় পড়ে যান। কুরআন পাঠের পর তিনি কাব্য রচনা পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, কবিদের উপর ইসলামের প্রভাব যাচাই করার জন্য ওমর ফারূক (রাঃ) তাদের নিকট থেকে নতুন কবিতা আহ্বান করেন। তখন লাবীদ সূরা বাক্বারাহ্‌র কয়েকটি আয়াত লিখে পাঠান এবং তার নীচে তিনি লেখেন, هذه الشمس قد اطفأت قناديل الشاعرية مطلقا 'এই সূর্য কাব্য রচনার বাতিসমূহ একেবারেই নিভিয়ে দিয়েছে'। তবে অনেকে ধারণা করেন যে, ইসলাম কবুলের পর তিনি মাত্র এক লাইন কবিতা বলেছিলেন।- الحمد لله الذى إذ لم يأتنى أجلى + حتى لبست من الإسلام سربالا- 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যে, মৃত্যু আমার নিকটে আসেনি। যতক্ষণ না আমি ইসলামের পোষাক পরিধান করেছি'। এজন্যেই তাঁকে জাহেলী কবি বলা হয়। যদিও তিনি ইসলাম

ঘটনা পর্যালোচনা (مراجعة قصة الغرانيق) :

উক্ত গারানীক্ব কাহিনী পুরাপুরি মিথ্যা ও বানোয়াট। এর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে মিথ্যা তোহমত চাপানো হয়েছে মাত্র। কেননা আল্লাহ্র 'অহি' ব্যতীত তিনি কুরআনের কোন কিছুই বর্ণনা করেননি *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এরূপ মিথ্যা বর্ণনা থেকে তিনি সর্বদা নিরাপদ ও মা'ছূম *(হামীম সাজদাহ ৪১/৪১)*। অতএব উক্ত বিষয়ে তাঁর নামে প্রচলিত কাহিনী পবিত্র কুরআন ও ইসলামের তাওহীদী আক্বীদার বিরোধী হওয়ায় পরিত্যক্ত। ছহীহ হাদীছ সমূহে এসবের কোনই ভিত্তি নেই।

দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, মুবারকপুরীর বক্তব্য অনুযায়ী ৫ম হিজরীর রামাযান মাসে *(আর-রাহীক্ব ৯৩ পৃঃ)* এই ঘটনা কিভাবে সম্ভব? অথচ পঠিত সূরা নাজম ১৩-১৮ আয়াতে মে'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যা হিজরতের কিছুদিন পূর্বে ১৩ নববী বর্ষে সংঘটিত হয় বলে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে প্রমাণিত।

বস্তুতঃ শয়তানের এ ধোঁকাবাজি মক্কা ও মদীনায় সর্বদা চালু ছিল। যেমন মাদানী সূরা হাজ্জ-এর ৫২ আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ وَلاَ نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ- 'আমরা তোমার পূর্বে যেসব রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই লোকদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে কিছু পাঠ করেছে, তখনই শয়তান তার পাঠে নতুন কিছু নিক্ষেপ করেছে। অতঃপর শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তার আয়াতসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(হাজ্জ ২২/৫২)*।

অনেক মুফাসসির গারানীক্ব কাহিনীকে সূরা হজ্জ ৫২ আয়াতের শানে নুযূল হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যা ঠিক নয়। কেননা উক্ত কাহিনী ছিল মক্কার এবং অত্র আয়াত নাযিল হয়েছে মদীনায়। জিন শয়তান সরাসরি অথবা তাদের দোসর মানুষ শয়তান এগুলি করে থাকে। তারা সর্বদা ইলাহী বিধানের বিরুদ্ধে তাদের চাকচিক্যময় কথার মাধ্যমে সন্দেহবাদ আরোপ করে ও মানুষকে আল্লাহ্র দাসত্ব থেকে বের করে শয়তানের তথা নিজেদের

কবুলের পর বহুদিন বেঁচে ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, আরবদের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তিনি বলেন, 'পথভ্রষ্ট রাজা' (الملك الضليل) ইমরাউল ক্বায়েস। তারপর কে? তিনি বলেন, বনু বকরের নিহত বালক তুরফাহ। অতঃপর কে? তিনি বলেন, এই লাঠিধারী ব্যক্তি। অর্থাৎ তিনি নিজে'। তিনি নিজের দীর্ঘ জীবন সম্পর্কে বলেন, ولقد سئمت من الحياة وطولها + وسؤال هذا الناس كيف لبيد؟ 'আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছি জীবন ও তার দীর্ঘতার ব্যাপারে এবং মানুষের এই প্রশ্ন থেকে যে, লাবীদ কেমন ছিল'? *=মাওলানা মুহিউদ্দীন, ঢাকা, সাব'আ মু'আল্লাক্বাত আরবী-উর্দূ (ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তাবি)* ১৩৬ *পৃঃ; আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী (২৪তম সংস্করণ) ৬৮-৬৯ পৃঃ*।

দাসত্বে ফিরিয়ে নেয়। এ বিষয়ে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে মক্কাতেই সাবধান করেছেন। যেমন মাক্কী সূরা আন'আমের ১১২ আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ 'এভাবে আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে বহু শয়তানকে শত্রুরূপে নিযুক্ত করেছি। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথা দ্বারা প্ররোচনা দেয়। যদি তোমার প্রভু চাইতেন, তাহ'লে তারা এটা করতে পারতো না। অতএব তুমি ওদেরকে ও ওদের মিথ্যা অপবাদসমূহকে ছেড়ে চল' *(আন'আম ৬/১১২)*। আজও ইসলামের সত্যিকারের খাদেমদেরকে উক্ত নীতি মেনে চলতে হবে এবং বাতিল হ'তে দূরে থেকে দ্বীনী দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। কেননা বাতিলের সঙ্গে মিশে থেকে বা আপোষ করে কখনো হক পালন বা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।[২০৬]

ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)-এর ঘটনা (قصة عثمان بن مظعون) :

গারানীক্ব কাহিনীর সাথে যুক্ত হ'ল অত্র ঘটনা। ইবনু ইসহাক বলেন, মক্কাবাসীদের ইসলাম কবুলের খবর শুনে হাবশার মুহাজিরগণের অনেকে মক্কায় ফিরে আসেন। যাদের সংখ্যা ছিল ৩৩ জন। তাদের মধ্যে ছিলেন ওছমান বিন মাযঊন ও তার সাথীগণ। তারা সাগর পার হয়ে এসেই মিথ্যা খবর সম্পর্কে জানতে পারেন। তখন তাদের অনেকে ফিরে যান ও অনেকে গা ঢাকা দেন। কেউবা মক্কার কোন কোন নেতার আশ্রয়ে থাকেন। এমনিভাবে ওছমান বিন মাযঊন থাকেন ধনাঢ্য নেতা অলীদ বিন

---

২০৬. প্রাচ্যবিদ স্টেনলি লেনপুল (১৮৫৪-১৯৩১) তাঁর গ্রন্থে উক্ত কাহিনী বর্ণনা শেষে মন্তব্য করেন, What wonder that a momentary thought crossed his mind to end the conflict by making a slight concession to the bigotry of his enemies 'অর্থাৎ শত্রুপক্ষের সাথে সংঘর্ষ নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের গোঁড়ামীর প্রতি কিছুটা রেয়াত দেওয়ার চিন্তা যদি সাময়িকভাবে তাঁর মনে এসেও থাকে তাতে বিস্ময়ের কি আছে'? অধিকন্তু তিনি বলেছেন, এটি সদুদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। আর এটি ছিল মুহাম্মাদের জীবনের একমাত্র পদস্খলন'। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ যদি জীবনে একবার মাত্র insincere বা কপট হয়ে থাকেন; আর কে-ই বা তা হন না; ... তারপর তিনি এজন্য যথেষ্ট অনুতাপ করেছিলেন' *(The Spirit of Islam P. 32)*। আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) বলেন, (শী'আ লেখক) মি. আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) নিজের সমর্থনের জন্য একথাগুলি যে কিভাবে উদ্ধৃত করলেন, তা আমরা ভেবে পাই না। তিনি উক্ত বক্তব্যটি কোনরূপ প্রতিবাদ ছাড়াই তাঁর বইয়ে উল্লেখ করায় অধিক ক্ষতি হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস'। এমনকি (হানাফী লেখক) শিবলী নোমানী (১৮৫৭-১৯১৪) তাঁর 'সীরাতুন্নবী' (১/১৭৬-৭৭ পৃঃ)-এর মধ্যে উক্ত বিষয়টি 'হয়ে থাকবে' 'করে থাকবে' 'প্রকৃত কথা এই যে' ইত্যাকারভাবে সংক্ষেপে আলোচনাটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন' *(মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত ৩৭৮-৭৯ পৃঃ)*। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, খ্রিষ্টান লেখকের ইচ্ছাকৃত প্রগলভতার প্রতিবাদ না করে শী'আ ও হানাফী লেখকদ্বয় কিভাবে দুর্বল হয়ে গেলেন? এগুলির মাধ্যমে মূল সত্যকে আড়াল করা হয়েছে মাত্র। ধন্যবাদ মাওলানা আকরম খাঁ-কে বৃটিশ শাসনামলে তাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের সাহসী লেখনীর জন্য।-*লেখক*।

মুগীরাহ্র আশ্রয়ে। কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, অন্য মুসলমানেরা নির্যাতিত হচ্ছে। অথচ তিনি নিরাপদে আছেন, তখন তিনি উক্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করেন এবং বলেন, আল্লাহ্র কসম! একজন মুশরিকের আশ্রয়ে আমার দিবারাত্রি শান্তির সাথে অতিবাহিত হচ্ছে, অথচ আমার সাথী দ্বীনী ভাইয়েরা আল্লাহ্র পথে নানাবিধ নির্যাতন ভোগ করছে। যা আমার ভোগ করতে হচ্ছে না। এটা আমার জন্য অত্যন্ত বড় ধরনের ত্রুটি। অতঃপর তিনি কুরায়েশদের মজলিসে গিয়ে বসেন, যেখানে কবি লাবীদ বিন রাবী'আহ নিজের কবিতা পাঠ করছিলেন। এক পর্যায়ে লাবীদ বলেন, أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ 'মনে রেখ আল্লাহ ব্যতীত সকল বস্তু মিথ্যা'। ওছমান বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। অতঃপর লাবীদ বললেন, وَكُلُّ نَعِيمٍ لاَ مَحَالَةَ زَائِلُ 'আর প্রত্যেক নে'মত অবশ্যই বিদূরিত হবে'।[২০৭] ওছমান বললেন, আপনি মিথ্যা বলেছেন। نَعِيمُ الْجَنَّةِ لاَ يَزُولُ 'জান্নাতের নে'মতরাজি নিঃশেষিত হবে না'। লাবীদ বললেন, হে কুরায়েশগণ! আল্লাহ্র কসম! এ ব্যক্তি সর্বদা তোমাদের সাথী (কবি)-কে কষ্ট দিতে থাকবে। কখন এ লোক তোমাদের মাঝে এসেছে? উত্তরে জনৈক ব্যক্তি বলল, إِنَّ هَذَا سَفِيهٌ فِي سُفَهَاءِ مَعَهُ، قَدْ فَارَقُوا دِينَنَا، فَلاَ تَجِدَنَّ فِي نَفْسِكَ مِنْ قَوْلِهِ 'লোকটি তার সাথী বেওকুফদের মধ্যকার একজন বেওকুফ। ওরা আমাদের দ্বীন থেকে পৃথক হয়ে গেছে। অতএব আপনি ওদের কথায় কিছু মনে নিবেন না'। কিন্তু ওছমান উক্ত কথার প্রতিবাদ করলেন। ফলে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে গেল। তখন ঐ লোকটি উঠে তার চোখে থাপপড় মেরে আহত করে দিল। পাশে বসে অলীদ সবকিছু দেখছিলেন। তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে ভাতিজা! তোমার চোখটা অবশ্যই সুন্দর ছিল এবং তুমি একটা নিরাপদ আশ্রয়ে ছিলে। জবাবে ওছমান বললেন, بَلْ وَاللهِ إِنَّ عَيْنِي الصَّحِيحَةَ لَفَقِيرَةٌ إِلَى مِثْلِ مَا أَصَابَ أُخْتَهَا فِي اللهِ 'বরং আমার সুস্থ চোখটি তার সাথী চোখটির ন্যায় আল্লাহ্র রাস্তায় আহত হবার অপেক্ষায় রয়েছে'।[২০৮]

বলা হয়ে থাকে যে, ওছমান বিন মাযঊনই প্রথম ছাহাবী, যিনি মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন এবং বাক্বী' গোরস্থানে সমাহিত হন। কথাটি কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত নয়। বরং এর ভিত্তি হ'ল ওয়াক্বেদীর বর্ণনা, যা মাতরূক বা পরিত্যক্ত'।[২০৯]

---

২০৭. লাইনের দ্বিতীয় অংশটি লাবীদের নয় বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন *(দীওয়ানে লাবীদ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৫০০; প্রথমাংশটি 'ছহীহ' বুখারী হা/৩৮৪১; মুসলিম হা/২২৫৬; মিশকাত হা/৪৭৮৬)*।
২০৮. ইবনু হিশাম ১/৩৬৪-৭১; বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ২/২৯১; সনদ 'মুরসাল'; মা শা-'আ ৬৩ পৃঃ।
২০৯. আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৬০-এর আলোচনা দ্রঃ; মা শা-'আ ৬৪ পৃঃ।

হাবশায় ২য় হিজরত (الهجرة الثانية إلى الحبشة সম্ভবতঃ যুলক্বা'দাহ ৫ম নববী বর্ষ) :

হাবশার বাদশাহ কর্তৃক সদাচরণের খবর শুনে কুরায়েশ নেতারা মুসলমানদের উপরে যুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে দিল এবং কেউ যাতে আর হাবশায় যেতে না পারে, সেদিকে কড়া নযর রাখতে লাগল। কারণ এর ফলে তাদের দু'টি ক্ষতি ছিল। এক- বিদেশের মাটিতে কুরায়েশ নেতাদের যুলুমের খবর পৌঁছে গেলে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। দুই- সেখানে গিয়ে মুসলমানেরা সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ পাবে। কিন্তু তাদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি এবং কড়া নযরদারী সত্ত্বেও জা'ফর বিন আবু ত্বালিব-এর নেতৃত্বে ৮২ বা ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ বা ১৯জন মহিলা দ্বিতীয়বারের মত হাবশায় হিজরত করতে সমর্থ হন। এই দলে 'আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) ছিলেন কি-না সন্দেহ আছে'।[২১০]

তাফসীরবিদগণের আলোচনায় আরেকটি বিষয় প্রতিভাত হয় যে, ৫ম নববী বর্ষে মুহাজিরগণের দ্বিতীয় যে দলটি হাবশায় হিজরত করেন, তাদের সাথে হযরত জা'ফর বিন আবু তালেব সম্ভবতঃ দু'বছর হাবশায় অবস্থান করেন। তিনি নাজাশী ও তাঁর সভাসদমণ্ডলী এবং পোপ-পাদ্রী-বিশপসহ রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের নিকটে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। এ সময় নাজাশীর দরবারে জা'ফরের দেওয়া ভাষণ নাজাশী ও তার সভাসদগণের অন্তর কেড়ে নেয়। ইসলামের সত্যতা ও শেষনবীর উপরে তাদের বিশ্বাস তখনই বদ্ধমূল হয়ে যায়। অতঃপর হাবশার মুহাজিরগণ যখন মদীনায় যাওয়ার সংকল্প করেন, তখন সম্রাট নাজাশী তাদের সাথে ৭০ জনের একটি ওলামা প্রতিনিধি দল মদীনায় প্রেরণ করেন। যাদের মধ্যে ৬২ জন ছিলেন আবিসিনীয় এবং ৮ জন ছিলেন সিরীয়। এরা ছিলেন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সেরা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। সংসার বিরাগী দরবেশ সুলভ পোষাকে এই প্রতিনিধিদলটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে শুনান। এ সময় তাদের দু'চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হ'তে থাকে। তারা বলে ওঠেন ইনজীলের বাণীর সাথে কুরআনের বাণীর কি অদ্ভূত মিল! অতঃপর তারা সবাই অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত করে ইসলাম কবুল করেন।

প্রতিনিধি দলটির প্রত্যাবর্তনের পর সম্রাট নাজাশী প্রকাশ্যে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেন। যদিও প্রথম থেকেই তিনি শেষনবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু ধর্মনেতাদের ভয়ে প্রকাশ করেননি। অতঃপর তিনি একটি পত্র লিখে স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে আরেকটি প্রতিনিধি দল মদীনায় পাঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জাহাযটি পথিমধ্যে ডুবে গেলে আরোহী সকলের মর্মান্তিক সলিল সমাধি ঘটে।

উক্ত খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদলের মদীনায় গমন ও ইসলাম গ্রহণের প্রতি ইঙ্গিত করেই সূরা মায়েদাহ ৮২ হ'তে ৮৫ চারটি আয়াত নাযিল হয়।[২১১]

---

২১০. আর-রাহীক্ব ৯৪ পৃঃ; ইবনু হিশাম ১/৩৩০; আল-ইছাবাহ, 'আম্মার, ক্রমিক ৫৭০৮।
২১১. আলোচনা দ্রষ্টব্য : কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা মায়েদাহ ৮২-৮৫ আয়াত; ক্বাছাছ ৫২-৫৪ আয়াত।

নাজাশীর দরবারে কুরায়েশ প্রতিনিধি দল (وفد قريش عند النجاشى ৬ষ্ঠ নববী বর্ষের শেষে) :

হাবশায় গিয়ে যাতে মুসলমানগণ শান্তিতে থাকতে না পারে, সেজন্য কুরায়েশ নেতারা তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র করল। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তারা কুশাগ্রবুদ্ধি কুটনীতিবিদ আমর ইবনুল 'আছ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আবী রাবী'আহকে দায়িত্ব দিল। এ দু'জন পরে মুসলমান হন। ১ম জন ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে এবং ২য় জন ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর। আব্দুল্লাহ ছিলেন আবু জাহলের বৈপিত্রেয় সহোদর ভাই। নাম ছিল বুহায়রা (بُحَيْرى)। ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তার নাম রাখেন 'আব্দুল্লাহ' *(ইবনু হিশাম ১/৩৩৩, টীকা-১)*।

তারা মহামূল্য উপঢৌকনাদি নিয়ে হাবশা যাত্রা করেন এবং সেখানে গিয়ে প্রথমে খ্রিষ্টানদের নেতৃস্থানীয় ধর্মনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তাদের ক্ষুরধার যুক্তি এবং মূল্যবান উপঢৌকনাদিতে ভুলে দরবারের পাদ্রী নেতারা একমত হয়ে যান। পরের দিন আমর ইবনুল 'আছ উপঢৌকনাদি নিয়ে বাদশাহ নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হলেন। অতঃপর তারা বললেন, হে বাদশাহ! আপনার দেশে আমাদের কিছু অজ্ঞ-মূর্খ ছেলে-ছোকরা পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। যারা তাদের কওমের দ্বীন পরিত্যাগ করেছে এবং তারা আপনাদের ধর্মেও প্রবেশ করেনি। তারা এমন এক নতুন দ্বীন নিয়ে এসেছে, যা আমরা কখনো শুনিনি বা আপনিও জানেন না। আমাদের কওমের নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে আপনার নিকটে পাঠিয়েছেন, যাতে আপনি তাদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফেরৎ পাঠান'। তাদের কথা শেষ হ'লে উপস্থিত পাদ্রীনেতাগণ কুরায়েশ দূতদ্বয়ের সমর্থনে মুহাজিরগণকে তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য বাদশাহকে অনুরোধ করেন। তখন বাদশাহ রাগতঃ স্বরে বলেন, আল্লাহর কসম! এটা কখনোই হ'তে পারে না। তারা আমার দেশে এসেছে এবং অন্যদের চাইতে আমাকে পসন্দ করেছে। অতএব তাদের বক্তব্য না শুনে কোনরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। ফলে তাঁর নির্দেশক্রমে জা'ফর বিন আবু তালিবের নেতৃত্বে মুসলিম প্রতিনিধি দল বাদশাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিলেন। কিন্তু সিজদা করলেন না। বাদশাহ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা প্রথানুযায়ী আমাকে সিজদা করলে না কেন? যেমন ইতিপূর্বে তোমাদের কওমের প্রতিনিধিদ্বয় এসে করেছে? বাদশাহ আরও বললেন, বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে এমনকি আমাদের ধর্ম গ্রহণ না করে নতুন যে ধর্মে তোমরা দীক্ষা নিয়েছ, সেটা কী, আমাকে শোনাও!'

জা'ফর বিন আবু ত্বালিব বললেন, হে বাদশাহ! আমাদের ধর্মের নাম 'ইসলাম'। আমরা স্রেফ আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। বাদশাহ বললেন, কে তোমাদের এসব কথা শিখিয়েছেন? জা'ফর বললেন, আমাদের মধ্যেরই একজন ব্যক্তি। ইতিপূর্বে আমরা মূর্তিপূজা ও অশ্লীলতা এবং অন্যায় ও অত্যাচারে আকণ্ঠ

নিমজ্জিত ছিলাম। আমরা শক্তিশালীরা দুর্বলদের শোষণ করতাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ মেহেরবানী করে আমাদের মধ্যে তাঁর শেষনবীকে প্রেরণ করেছেন। তাঁর নাম 'মুহাম্মাদ'। তিনি আমাদের চোখের সামনে বড় হয়েছেন। তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারী, সংযমশীলতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণাবলী আমরা জানি। নবুঅত লাভের পর তিনি আমাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে সর্বাবস্থায় এক আল্লাহ্র ইবাদত করার আহ্বান জানিয়েছেন। সাথে সাথে যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম হ'তে তওবা করে সৎকর্মশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এক আল্লাহ্র ইবাদত করছি ও হালাল-হারাম মেনে চলছি। এতে আমাদের কওমের নেতারা আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং আমাদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালিয়েছেন। সেকারণ বাধ্য হয়ে আমরা সবকিছু ফেলে আপনার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছি আপনার সুশাসনের খবর শুনে। আমরা অন্যস্থান বাদ দিয়ে আপনাকে পসন্দ করেছি এবং আপনার এখানেই আমরা থাকতে চাই। আশা করি আমরা আপনার নিকটে অত্যাচারিত হব না'।

অতঃপর জাফর বললেন, হে বাদশাহ! অভিবাদন সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদের জানিয়েছেন যে, জান্নাতবাসীদের পরস্পরে অভিবাদন হ'ল 'সালাম' এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে পরস্পরে 'সালাম' করার নির্দেশ দিয়েছেন'।

বাদশাহ বললেন, ঈসা ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে তোমরা কি বলতে চাও?

উত্তরে জা'ফর বিন আবু ত্বালিব সূরা মারিয়ামের শুরু থেকে ৩৬ পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করে শুনান। যেখানে হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বিবরণ, মারিয়ামের প্রতিপালন, ঈসার জন্মগ্রহণ ও লালন-পালন, মাতৃক্রোড়ে কথোপকথন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। বাদশাহ ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং তাওরাত-ইনজীলে পণ্ডিত ব্যক্তি। কুরআনের অপূর্ব বাকভঙ্গি, শব্দশৈলী ও ভাষালংকার এবং ঘটনার সারবত্তা উপলব্ধি করে বাদশাহ অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকলেন। সাথে উপস্থিত পাদ্রীগণও কাঁদতে লাগলেন। তাদের চোখের পানিতে তাদের হাতে ধরা ধর্মগ্রন্থগুলি ভিজে গেল। অতঃপর নাজাশী বলে উঠলেন, إِنَّ هَذَا وَالَّذِي جَاءَ بِهِ عِيسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ 'নিশ্চয়ই এই কালাম এবং ঈসার নিকটে যা নাযিল হয়েছিল দু'টি একই আলোর উৎস থেকে নির্গত'। বলেই তিনি কুরায়েশ দূতদ্বয়ের দিকে ফিরে বললেন, اِنْطَلِقَا فَلاَ وَاللهِ لاَ أُسْلِمُهُمْ 'তোমরা চলে যাও! আল্লাহ্র কসম! আমি কখনোই এদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেব না'।

আমর ইবনুল 'আছ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আবী রাবী'আহ দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমর বললেন, কালকে এসে এমন কিছু কথা বাদশাহকে শুনাবো, যাতে এদের

মূলোৎপাটন হয়ে যাবে এবং এরা ধ্বংস হবে। একথা শুনে আব্দুল্লাহ বললেন, না, না এমন নিষ্ঠুর কিছু করবেন না। ওরা আমাদের স্বগোত্রীয় এবং নিকটাত্মীয়। কিন্তু আমর ওসব কথায় কর্ণপাত করলেন না।

পরের দিন বাদশাহ্র দরবারে এসে তিনি বললেন, أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلاً عَظِيماً– ‘হে সম্রাট! এরা ঈসা ইবনে মারিয়াম সম্পর্কে ভয়ংকর সব কথা বলে থাকে’। একথা শুনে বাদশাহ মুসলমানদের ডাকালেন। মুসলমানেরা একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কেননা নাছারারা ঈসাকে উপাস্য মানে। কিন্তু মুসলমানরা তাকে ‘আল্লাহ্র বান্দা’ (عَبْدُ اللهِ) বলে থাকে। যাই হোক কোনরূপ দ্বৈততার আশ্রয় না নিয়ে তারা সত্য বলার ব্যাপারে মনস্থির করলেন। অতঃপর আল্লাহ্র উপর ভরসা করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সত্য প্রকাশ করে দিয়ে জা‘ফর বিন আবু ত্বালিব বললেন, هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ و لم يَمَسُّهَا بَشَرٌ ‘তিনি ছিলেন আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রেরিত রূহ এবং তাঁর নির্দেশ। যা তিনি মহীয়সী কুমারী মাতা মারিয়ামের উপরে ফুঁকে দিয়েছিলেন। কোন পুরুষ লোক তাকে স্পর্শ করেনি’। তখন নাজাশী মাটি থেকে একটা কাঠের টুকরা উঠিয়ে নিয়ে বললেন, وَاللهِ مَا عَدَا عِيسَى بن مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَ ‘আল্লাহ্র কসম! তুমি যা বলেছ, ঈসা ইবনে মারিয়াম তার চাইতে এই কাষ্ঠখণ্ড পরিমাণও বেশী ছিলেন না’। তিনি জাফর ও তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন, اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بِأَرْضِى– وَالسُّيُومُ الآمِنُونَ، مَنْ سَبَّكُمْ غَرِمَ (ثلاث مرات). مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ دَبْرًا مِنْ ذَهَبٍ وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلاً مِنْكُمْ– ‘যাও! তোমরা আমার দেশে সম্পূর্ণ নিরাপদ। যে ব্যক্তি তোমাদের গালি দিবে, তার জরিমানা হবে (৩বার)। তোমাদের কাউকে কষ্ট দেওয়ার বিনিময়ে যদি কেউ আমাকে স্বর্ণের পাহাড় এনে দেয়, আমি তা পসন্দ করব না’। অতঃপর তিনি কুরায়েশ দূতদ্বয়ের প্রদত্ত উপঢৌকনাদি ফেরৎ দানের নির্দেশ দিলেন।

ঘটনার বর্ণনাদানকারিণী প্রত্যক্ষ সাক্ষী হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) (পরবর্তীকালে উম্মুল মুমেনীন) বলেন, فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيْنِ ...وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ، مَعَ خَيْرِ جَارٍ ‘অতঃপর ঐ দু’জন ব্যক্তি চরম বেইযযতির সাথে দরবার থেকে বেরিয়ে গেল... এবং আমরা উত্তম প্রতিবেশীর সাথে উত্তম গৃহবাসীরূপে বসবাস করতে থাকলাম’।[২১২] *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

২১২. ইবনু হিশাম ১/৩৩৩-৩৮; আহমাদ হা/১৭৪০; যাদুল মা‘আদ ৩/২৬; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ১১৫, সনদ ছহীহ।

আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, তারা শেষনবীর আবির্ভাবের খবর শুনে ৫০-এর অধিক লোক নিয়ে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইয়ামন থেকে নৌকায় মদীনা রওয়ানা হন। কিন্তু ঝড়ে তাদের নৌকা হাবশায় গিয়ে নোঙর করে। ফলে তারা সেখানে অবতরণ করেন এবং জাফর ও তার সাথীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তারা সেখানেই থেকে যান। পরে জাফরের সাথে তারা ৭ম হিজরীতে খায়বরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হন। রাবী আবু বুরদাহ বলেন, قال وأبو مُوسَى شَهِدَ مَا جَرَى بَيْنَ جَعْفَرٍ وَبَيْنَ النَّجَاشِيِّ، ‘আবু মূসা আশ‘আরী জা‘ফর ও নাজাশীর মধ্যকার আলোচনার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন’।[২১৩]

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -১০ (العبر –١٠) :

(১) আল্লাহ অনেক সময় শক্তিশালী অন্য কোন ব্যক্তিকে সত্যসেবীদের সহায়তার জন্য দাঁড় করিয়ে দেন। হাবশার খ্রিষ্টান বাদশা তার বাস্তব প্রমাণ।

(২) কুরআন যে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কালাম এবং তার শব্দশৈলী ও ভাষালংকার যে অবিশ্বাসীদের হৃদয়কেও ছিন্ন করে, কা‘বা চত্বরে সূরা নাজম পাঠ শেষে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাথে কাফেরদের সিজদায় পড়ে যাওয়া তার অন্যতম প্রমাণ।

(৩) মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে কুরআনী সত্য প্রকাশ করায় যে আল্লাহ্র রহমত নেমে আসে, নাজাশীর সম্মুখে জাফর বিন আবু তালিবের ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত সত্যভাষণ তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ বহন করে।

(৪) রাজনৈতিক সুবিধাভোগী ও দরবারী আলেমরা যে ঘুষখোর ও দুনিয়াপূজারী হয়, নাজাশী দরবারের পোপ-পাদ্রীরা তার অন্যতম উদাহরণ।

(৫) মিথ্যাচার যে অবশেষে ব্যর্থ হয়, কুরায়েশ দূত আমর ইবনুল ‘আছের কূটনীতির ব্যর্থতা তার বাস্তব প্রমাণ।

প্রাচ্যবিদ মার্গোলিয়থ (১৮৫৮-১৯৪০) নাজাশীর ইসলাম কবুল করায় খুবই অস্বস্তি বোধ করেছেন। ফলে ঘটনাটি সরাসরি অস্বীকার করতে না পেরে তাঁর লিখিত নবী জীবনী (১৫৮ পৃঃ)-তে অন্যতম জীবনীকার নোলডেক (১৮৩৬-১৯৩০)-এর দোহাই দিয়ে এই সংশয় ব্যক্ত করেছেন যে, আরব ও আবিসিনীয়গণ যে পরস্পরের কথা বুঝতে পারত, তার কোন প্রমাণ নেই’ *(মোস্তফা চরিত ৩৬১ পৃঃ)*। অর্থাৎ তিনি ইঙ্গিতে ঘটনাটি অস্বীকার করতে চেয়েছেন। এটাই হ’ল তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠ (!) ইতিহাসের নমুনা।

২১৩. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/৬৪-৭২; বুখারী হা/৩১৩৬; মুসলিম হা/২৫০২; আবুদাঊদ হা/২৭২৫; মিশকাত হা/৪০১০।

আবু তালিবের নিকটে কুরায়েশ নেতাদের আগমন

(وفود قريش إلى أبي طالب)

প্রথমবার আগমন (المرة الأولى ৬ষ্ঠ নববী বর্ষের মাঝামাঝি) :

ইসলামের দাওয়াত বন্ধ করার জন্য নিবর্তনমূলক সবরকম চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় অবশেষে কুরায়েশদের ১০জন নেতা একত্রে আবু তালিবের কাছে এলেন। এই দলে ছিলেন ওৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী'আহ, আবু সুফিয়ান ছাখর ইবনু হারব, আবুল বাখতারী 'আছ বিন হিশাম, আসওয়াদ বিন মুত্ত্বালিব, আবু জাহল আমর ইবনু হেশাম (যিনি 'আবুল হাকাম' উপনামে পরিচিত ছিলেন), অলীদ বিন মুগীরাহ, নুবাইহ ও মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ ও 'আছ বিন ওয়ায়েল এবং আরও কয়েকজন যারা তাদের সঙ্গে ছিলেন। তারা এসে বললেন, يَا أَبَا طَالِبٍ! إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ قَدْ سَبَّ آلِهَتَنَا، وَعَابَ دِينَنَا، وَسَفَّهُ أَحْلاَمَنَا، وَضَلَّلَ آبَاءَنَا– 'হে আবু তালেব! আপনার ভাতিজা আমাদের উপাস্যদের গালি দিয়েছে, আমাদের দ্বীনকে দোষারোপ করেছে, আমাদের জ্ঞানীদের বোকা ঠাউরেছে এবং আমাদের বাপ-দাদাদের পথভ্রষ্ট মনে করেছে'। এক্ষণে হয় আপনি তাকে বিরত রাখুন। নতুবা আমাদের ও তার মাঝ থেকে আপনি সরে দাঁড়ান। কেননা আপনিও আমাদের ন্যায় তার আদর্শের বিরোধী। সেকারণ আমরা আপনাকে তার ব্যাপারে যথেষ্ট মনে করি'। ধৈর্য্যের সঙ্গে তাদের কথা শুনে আবু তালেব তাদেরকে নম্র ভাষায় বুঝিয়ে বিদায় করলেন *(ইবনু হিশাম ১/২৬৪-৬৫)*।

দ্বিতীয়বার আগমন (المرة الثانية প্রথমবারের কিছু পরে) :

মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং নির্যাতনের ভয়ে সকলে পার্শ্ববর্তী খ্রিষ্টান রাজ্য হাবশায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়ায় নেতারা প্রমাদ গুণলেন। অতঃপর বিদেশে তাদের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য এবং হিজরতকারীদের ফিরিয়ে আনার জন্য আমর ইবনুল 'আছ ও আবু জাহলের বৈপিত্রেয় সহোদর ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আবী রাবী'আহকে নাজাশীর দরবারে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন। তখন তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মুহাম্মাদের দাওয়াত একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে অথবা তাকে হত্যা করে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যেকোন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পথে সবচাইতে বড় বাধা হ'লেন তার চাচা বর্ষীয়ান ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় গোত্রনেতা আবু ত্বালিব। ফলে নেতারা পুনরায় আবু তালেবের কাছে এলেন এবং বললেন, আমাদের মধ্যে বয়সে, সম্মানে ও পদমর্যাদায় আপনি বিশেষ স্থানের অধিকারী। আমরা চেয়েছিলাম যে, আপনি আপনার ভাতিজাকে বিরত রাখবেন। কিন্তু আপনি তাকে বিরত রাখেননি। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আর এ ব্যক্তির ব্যাপারে

ধৈর্য রাখতে পারছি না। কেননা এ ব্যক্তি আমাদের বাপ-দাদাদের গালি দিচ্ছে, আমাদের জ্ঞানীদের বোকা বলছে, আমাদের উপাস্যদের দোষারোপ করছে'। এক্ষণে হয় আপনি তাকে বিরত রাখুন, নয়তো আমরা তাকে ও আপনাকে এ ব্যাপারে একই পর্যায়ে নামাবো। যতক্ষণ না আমাদের দু'পক্ষের একটি পক্ষ ধ্বংস হয়'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, الَّذِي قَدْ خَالَفَ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ، وَفَرَّقَ جَمَاعَةَ قَوْمِكَ، وَسَفَّهَ أَحْلاَمَهُمْ، فَنَقْتُلَهُ 'সে আপনার ও আপনার বাপ-দাদাদের দ্বীনের বিরোধিতা করেছে, আপনার সম্প্রদায়ের ঐক্যকে বিভক্ত করেছে এবং তাদের জ্ঞানীদের বোকা বলেছে। অতএব আমরা তাকে হত্যা করব' *(ইবনু হিশাম ১/২৬৭)*।

গোত্রনেতাদের এই চূড়ান্ত হুমকি শুনে আবু তালেব দুশ্চিন্তায় পড়লেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে ডেকে এনে বললেন, يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَاءُوْنِي فَقَالُوا لِي كَذَا وَكَذَا ... وَلاَ تُحَمِّلْنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا لاَ أُطِيْقُ 'হে ভাতিজা! তোমার বংশের নেতারা আমার কাছে এসেছিলেন এবং তারা এই এই কথা বলেছেন।... অতএব তুমি আমার উপরে এমন বোঝা চাপিয়ো না, যা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই'। চাচার এই কথা শুনে তিনি তাকে ছেড়ে যাচ্ছেন ধারণা করে সাময়িকভাবে বিহ্বল নবী আল্লাহ্র উপরে গভীর আস্থা রেখে বলে উঠলেন, يَا عَمِّ، وَاللهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ، أَوْ أَهْلِكَ فِيْهِ، مَا تَرَكْتُهُ– 'হে চাচাজী! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় তাওহীদের এই দাওয়াত বন্ধ করার বিনিময়ে, আমি তা কখনোই পরিত্যাগ করব না। যতক্ষণ না আল্লাহ এই দাওয়াতকে বিজয়ী করেন অথবা আমি তাতে ধ্বংস হয়ে যাই' বলেই তিনি অশ্রুভরা নয়নে চলে যেতে উদ্যত হলেন। পরম স্নেহের ভাতিজার এই অসহায় দৃশ্য দেখে বয়োবৃদ্ধ চাচা তাকে পিছন থেকে ডাকলেন। তিনি তার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই চাচা বলে উঠলেন,–إِذْهَبْ يَا بْنَ أَخِي، فَقُلْ مَا أَحْبَبْتَ، فَوَاللهِ لاَ أُسْلِمُكَ لِشَيْءٍ أَبَدًا 'যাও ভাতিজা! তুমি যা খুশী প্রচার কর। আল্লাহ্র কসম! কোন কিছুর বিনিময়ে আমি তোমাকে ওদের হাতে তুলে দেব না'।[২১৪] এ সময় তিনি পাঁচ লাইন কবিতার মাধ্যমে স্বীয় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। যেমন,

---

২১৪. ইবনু হিশাম ১/২৬৫-৬৬।

(১) প্রসিদ্ধ এ বর্ণনাটির সনদ যঈফ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ২৬৬; যঈফাহ হা/৯০৯)*। তবে উক্ত মর্মের অন্য বর্ণনাটি 'হাসান'। যেখানে বলা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) আকাশের দিকে চোখ উঠিয়ে চাচাদের উদ্দেশ্যে বললেন, أَتَرَوْنَ هَذِهِ الشَّمْسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَنَا بِأَقْدَرَ عَلَى أَنْ أَدَعَ لَكُمْ ذَلِكَ أَنْ تَشْتَعِلُوا لِي مِنْهَا بِشُعْلَةٍ، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: مَا كَذَبَنَا ابْنُ أَخِي فَارْجِعُوا– 'আপনারা কি এই সূর্যকে দেখছেন? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি আপনাদের কারণে আমার দাওয়াত পরিত্যাগ করব না, যতক্ষণ

وَاللهِ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ * حَتَّى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينَا

فَامْضِيْ لِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ * أَبْشِرْ وَقَرَّ بِذَاكَ مِنْكَ عُيُونَا

‘আল্লাহ্র কসম! তারা কখনোই তাদের সম্মিলিত শক্তি নিয়েও তোমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি মাটিতে সমাহিত হব’। ‘অতএব তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও। তোমার উপরে কোন বাধা আসবে না। তুমি খুশী হও এবং এর ফলে তোমার থেকে চক্ষুসমূহ শীতল হৌক’ *(আল-বিদায়াহ ৩/৪২)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে তাঁর চাচার মাধ্যমে শত্রুদের হাত থেকে হেফাযত করেন। আল্লাহ্র এই বিধান সকল যুগের নিষ্ঠাবান মুমিনের জন্য সর্বদা কার্যকর।

রাসূল (ছাঃ)-কে দেওয়া আপোষ প্রস্তাবসমূহ (الاقتراحات المصالحة عند الرسول صـــ যিলহজ্জ ৬ষ্ঠ নববী বর্ষ) :

কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে কুরায়েশ নেতারা রাসূল (ছাঃ)-কে আপোষ প্রস্তাবের ফাঁদে আটকানোর চিন্তা করেন। সে মোতাবেক তারা মক্কার অন্যতম নেতা ওৎবা বিন রাবী‘আহকে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়ে পাঠান।

(১) একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা‘বা চত্বরে একাকী বসেছিলেন। তখন কুরায়েশ নেতাদের অনুমতি নিয়ে ওৎবা তাঁর কাছে গিয়ে বসলেন এবং বললেন, হে ভাতিজা! তুমি আমাদের গোত্রের মধ্যে কেমন সম্মান ও উচ্চ মর্যাদায় আছ, তা তুমি ভালভাবেই জান। وَإِنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ قَوْمَكَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ فَرَّقْتَ بِهِ جَمَاعَتَهُمْ وَسَفَّهْتَ بِهِ أَحْلاَمَهُمْ وَعِبْتَ بِهِ آلِهَتَهُمْ وَدِينَهُمْ وَكَفَّرْتَ بِهِ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِمْ ‘কিন্তু তুমি তোমার সম্প্রদায়ের নিকটে একটি ভয়ানক বিষয় নিয়ে এসেছ। তুমি তাদের জামা‘আতকে বিভক্ত করেছ। তাদের জ্ঞানীদের বোকা বলেছ। তাদের উপাস্যদের ও তাদের দ্বীনকে তুমি মন্দ বলেছ। এই দ্বীনের উপর মৃত্যুবরণকারী তাদের বাপ-দাদাদের তুমি কাফের বলেছ’। অতএব আমি তোমার নিকটে কয়েকটি বিষয় পেশ করছি। এগুলি তুমি ভেবে দেখ, আশা করি তুমি

না আপনারা ঐ সূর্য থেকে আমার জন্য একটা স্ফুলিঙ্গ এনে দিবেন’। তখন আবু ত্বালিব বললেন, আমার ভাতিজা কখনোই আমাদেরকে মিথ্যা বলে না। অতএব তোমরা ফিরে যাও’ *(হাকেম হা/৬৪৬৭)*; ছহীহাহ হা/৯২; মা শা-‘আ ৩০ পৃঃ।

(২) ইবনু ইসহাক এখানে নেতাদের তৃতীয় আরেকটি প্রতিনিধি দলের আগমনের কথা বলেছেন। যা রীতিমত বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য। তিনি সূত্রবিহীনভাবে লিখেছেন যে, নেতারা মক্কার ধনীশ্রেষ্ঠ ও অন্যতম নেতা অলীদ বিন মুগীরাহ্র পুত্র উমারাহ বিন অলীদ (عُمارة)-কে সাথে নিয়ে গেলেন এবং আবু ত্বালিবকে বললেন, হে আবু ত্বালিব! এই ছেলেটি হ’ল কুরায়েশদের সবচেয়ে সুন্দর ও ধীমান যুবক। আপনি একে পুত্ররূপে গ্রহণ করুন এবং মুহাম্মাদকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন’ *(ইবনু হিশাম ১/২৬৬-৬৭; আর-রাহীক্ব ৯৭-৯৮ পৃঃ)*। বর্ণনাটির সনদ ‘মুরসাল’ বা যঈফ’ *(মা শা-‘আ ৩২ পৃঃ)*। নিঃসন্দেহে এটি অবাস্তবও বটে।

সেগুলির কিছু হ'লেও মেনে নিবে। জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, বলুন! হে আবু অলীদ, আমি শুনব। তখন তিনি বললেন, হে ভাতিজা! তোমার এই নতুন দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্য যদি সম্পদ উপার্জন হয়, তাহ'লে তুমি বললে আমরা তোমাকে সেরা ধনী বানিয়ে দেব। আর যদি তোমার উদ্দেশ্য নেতৃত্ব লাভ হয়, তাহ'লে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে দেব। আর যদি আরবের বাদশাহ হ'তে চাও, তাহ'লে আমরা তোমাকে বাদশাহ বানিয়ে দেব। আর যদি মনে কর, তোমার মাথার জন্য জিনের চিকিৎসা প্রয়োজন, তাহ'লে আমরাই তা আরোগ্যের জন্য সেরা চিকিৎসককে এনে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব এবং সব খরচ আমরাই বহন করব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এমনকি নেতারা এ প্রস্তাবও দিয়েছিল যে, তুমি নারীদের মধ্যে যাকে চাও, তার সাথে তোমাকে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিব। আমাদের একটাই মাত্র দাবী, তুমি তোমার ঐ নতুন দ্বীনের দাওয়াত পরিত্যাগ কর'।[২১৫]

জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ৫৪ আয়াত বিশিষ্ট সূরা হা-মীম সাজদাহ পাঠ করে শুনাতে লাগলেন। শুনতে শুনতে ওৎবা মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে গেলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, যখন রাসূল (ছাঃ) ১৩তম আয়াত পাঠ করলেন, তখন ওৎবা রাসূল (ছাঃ)-এর মুখের উপরে হাত চেপে গযব নাযিলের ভয়ে বলে উঠলেন, أَنْشُدُكَ اللهَ وَالرَّحِمَ আল্লাহ্র দোহাই! তুমি তোমার বংশধরগণের উপরে দয়া কর'। অতঃপর ৩৮তম আয়াতের পর রাসূল (ছাঃ) সিজদা করলেন এবং উঠে বললেন, قَدْ سَمِعْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ مَا سَمِعْتَ فَأَنْتَ وَذَاكَ 'আবুল অলীদ আপনি তো সবকিছু শুনলেন। এখন আপনার যা বিবেচনা হয় করুন'। এরপর ওৎবা উঠে গেলেন।

কুরায়েশ নেতারা সাগ্রহে ওৎবার কাছে জমা হ'লে তিনি বললেন, নেতারা শুনুন! আমি মুহাম্মাদের মুখ থেকে এমন বাণী শুনে এসেছি, যেরূপ বাণী আমি কখনো শুনিনি। যা কোন কবিতা নয় বা জাদুমন্ত্র নয়। সে এক অলৌকিক বাণী। আপনারা আমার কথা শুনুন! মুহাম্মাদকে বাধা দিবেন না। তাকে তার পথে ছেড়ে দিন'। লোকেরা হতবাক হয়ে বলে উঠলো سَحَرَكَ وَاللهِ يَا أَبَا الْوَلِيدِ بِلِسَانِهِ 'আল্লাহ্র কসম হে আবুল অলীদ! মুহাম্মাদ তার কথা দিয়ে আপনাকে জাদু করে ফেলেছে'।[২১৬]

(২) একদিন যখন রাসূল (ছাঃ) কা'বাগৃহ ত্বাওয়াফ করছিলেন, তখন আসওয়াদ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব, অলীদ বিন মুগীরাহ, উমাইয়া বিন খালাফ, 'আছ বিন ওয়ায়েল প্রমুখ মক্কার বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এসে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রস্তাব দেন, يَا مُحَمَّدُ، هَلُمَّ

২১৫. ইবনু হিশাম ১/২৯৩-৯৪, সনদ 'মুরসাল' হাদীছ 'হাসান' *(ঐ, তাহক্বীক ক্রমিক ২৮৩)*; ইবনু জারীর, তাফসীর সূরা কাফেরূন, ৩০/২১৪; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪-৫ আয়াত।

২১৬. ইবনু হিশাম ১/২৯৪; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৫ আয়াত; ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ১০৭; সনদ হাসান।

www.ahlehadeethbd.org

فَلْنَعْبُدْ مَا تَعْبُدُ، وَتَعْبُدُ مَا نَعْبُدُ، فَنَشْتَرِكُ نَحْنُ وَأَنْتَ فِي الْأَمْرِ– 'হে মুহাম্মাদ! এসো আমরা ইবাদত করি, যার তুমি ইবাদত কর এবং তুমি ইবাদত কর, যার আমরা ইবাদত করি। তাতে আমরা ও তুমি আমাদের উপাসনার কাজে পরস্পরে অংশীদার হব'। তখন আল্লাহ সূরা কাফেরূন নাযিল করেন।[২১৭] যাতে কাফেরদের সঙ্গে পুরাপুরি বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করা হয়।

তৃতীয়বার আবু তালিবের নিকট আগমন (المرة الثالثة ১০ম নববী বর্ষ) :

হুমকি, লোভনীয় প্রস্তাব ও বয়কট কোনটাতে কাজ না হওয়ায় এবং ইতিমধ্যে আবু তালিবের স্বাস্থ্যহানির খবর শুনে মক্কার নেতারা তৃতীয়বার তাঁর সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নেন। সেমতে আবু জাহল, আবু সুফিয়ান, উমাইয়া বিন খালাফ, ওৎবা ও শায়বা বিন রাবী'আহ সহ প্রায় ২৫ জন নেতা আবু তালেবের কাছে আসেন এবং বলেন, হে আবু তালেব! আপনি যে মর্যাদার আসনে আছেন, তা আপনি জানেন। আপনার বর্তমান অবস্থাও আপনি বুঝতে পারছেন। আমরা আপনার জীবনাশংকা করছি। এমতাবস্থায় আপনি ভালভাবে জানেন যা আমাদের ও আপনার ভাতিজার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এক্ষণে আপনি তাকে ডাকুন এবং উভয় পক্ষে অঙ্গীকার নিন যে, সে আমাদের ও আমাদের দ্বীন থেকে বিরত থাকবে এবং আমরাও তার থেকে বিরত থাকব। তখন আবু তালেব রাসূল (ছাঃ)-কে ডাকালেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের সম্মুখে এসে বললেন, نَعَمْ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تُعْطُونِيهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ، وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ– 'হ্যাঁ, একটি কালেমার ওয়াদা আপনারা আমাকে দিন। তাতে আপনারা আরবের বাদশাহী পাবেন এবং অনারবরা আপনাদের অনুগত হবে'। আবু জাহ্ল খুশী হয়ে বলে উঠল, তোমার পিতার কসম, এমন হলে একটা কেন দশটা কালেমা পাঠ করতে রাযী আছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, تَقُولُونَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ– 'আপনারা বলুন, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'। আর তাঁকে ছাড়া অন্য যাদের পূজা করেন, সব পরিত্যাগ করুন'।

তখন তারা দু'হাতে তালি বাজিয়ে বলে উঠলো أَتُرِيدُ يَا مُحَمَّدُ أَنْ تَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا، إِنَّ أَمْرَكَ لَعَجَبٌ! 'হে মুহাম্মাদ! সব উপাস্য বাদ দিয়ে তুমি একজন উপাস্য চাও? নিশ্চয়ই তোমার এ বিষয়টি বড়ই বিস্ময়কর!' এরপর তারা পরস্পরে বলল, وَاللهِ مَا هَذَا الرَّجُلُ بِمُعْطِيكُمْ شَيْئًا مِمَّا تُرِيدُوْنَ 'আল্লাহ্র কসম! এই ব্যক্তি তোমাদের কিছুই দিবে না, যা তোমরা চাচ্ছ। অতএব فَانْطَلِقُوا وَامْضُوا عَلَى دِينِ آبَائِكُمْ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ– 'চলো! তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার ধর্মের উপরে চলতে থাক, যতক্ষণ

২১৭. ইবনু হিশাম ১/৩৬২ 'সূরা কাফেরূন নাযিলের কারণ'; আলবানী, ছহীহুস সীরাহ ২০১-২০২ পৃঃ।

না আল্লাহ তোমাদের ও তার মধ্যে একটা ফায়ছালা করে দেন'। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সূরা ছোয়াদের ১ হতে ৭ আয়াতগুলি নাযিল করেন।-

ص، وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ- بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ- كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِم مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاَتَ حِيْنَ مَنَاصٍ- وَعَجِبُوْا أَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُوْنَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ- أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ- وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ- مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِيْ الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقٌ- (ص ١-٧)-

(১) ছোয়াদ- শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের (২) বরং কাফেররা অহমিকা ও হঠকারিতায় লিপ্ত (৩) তাদের পূর্বেকার কত জনগোষ্ঠীকে আমরা ধ্বংস করেছি। তারা আর্তনাদ করেছে। কিন্তু বাঁচার কোন উপায় তাদের ছিল না (৪) তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফেররা বলে এতো একজন জাদুকর ও মহা মিথ্যাবাদী (৫) সে কি বহু উপাস্যের বদলে একজন উপাস্যকে সাব্যস্ত করে? নিশ্চয়ই এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার (৬) তাদের নেতারা একথা বলে চলে যায় যে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের পূজায় অবিচল থাকো। নিশ্চয়ই (মুহাম্মাদের) এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত (৭) আমরা তো পূর্বেকার ধর্মে এরূপ কোন কথা শুনিনি। এটা মনগড়া উক্তি বৈ কিছু নয়' *(ছোয়াদ ৩৮/১-৭)*।[২১৮]

সর্বশেষ মৃত্যুকালে আগমন (المرة الأخيرة রজব ১০ম নববী বর্ষ) : চতুর্থ ও শেষবার নেতারা এসেছিলেন আবু তালিবের মৃত্যুকালে, যেন তিনি তাওহীদের কালেমা পাঠ না করেন ও বাপ-দাদার ধর্মে তথা শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করেন, সেটা নিশ্চিত করার জন্য। বস্তুতঃ একাজে তারা সফল হয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর শত আকুতি উপেক্ষা করে সেদিন আবু তালেব আবু জাহ্লের কথায় সায় দিয়ে শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করেন। যথাস্থানে তার আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ *(দ্রঃ ১৮০ পৃঃ)*।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -১১ (العبر – ١١) :

(১) দুনিয়াপূজারী নেতারা নির্লোভ সংস্কারকদের নিজেদের মত করে ভাবতে চায়। তারা একে ক্ষমতা ও নেতৃত্ব হাছিলের আন্দোলন বলে ধারণা করে। যেমন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল- 'নিশ্চয়ই মুহাম্মাদের এ দাওয়াত বিশেষ কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত' *(ছোয়াদ ৩৮/৬)*। আর সেকারণ তারা লোভনীয় প্রস্তাব সমূহের ডালি নিয়ে সংস্কারকের সম্মুখে হাযির হয়। যাতে তার ফাঁদে পড়ে সংস্কার কার্যক্রম বন্ধ

---

২১৮. ইবনু হিশাম ১/৪১৭-১৮; তিরমিযী হা/৩২৩২, তাফসীর অধ্যায় সূরা ছোয়াদ; হাকেম হা/৩৬১৭, ২/৪৩২ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

হয়ে যায় অথবা তাতে ভাটা পড়ে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনে যেমনটি ঘটেছে, তাঁর সনিষ্ঠ অনুসারী সংস্কারকদের জীবনেও যুগে যুগে তেমনটি ঘটবে এবং এটাই স্বাভাবিক।

(২) বাতিলপন্থী নেতারা হক-এর দাওয়াতের যথার্থতা স্বীকার করে। তারা কুরআনকে সত্য কিতাব হিসাবে মানে। কিন্তু দুনিয়াবী স্বার্থ তাদেরকে অন্ধ করে রাখে। যেমন বিশেষভাবে ওৎবা বিন রাবী'আহ্র ক্ষেত্রে দেখা গেছে।

(৩) কায়েমী স্বার্থবাদী নেতারা সংস্কারকের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ ২টি অভিযোগ দাঁড় করিয়ে থাকে। এক- পিতৃধর্ম ও রেওয়াজের বিরোধিতা এবং দুই- সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি করা। যেমন কুরায়েশ নেতারা এসে আবু তালেবের নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগগুলি করেছিল।

(৪) নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাসের মাধ্যমে দুনিয়া জয় করা সম্ভব, তার ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছিল রাসূল (ছাঃ)-এর পবিত্র যবানে আবু জাহলদের সম্মুখে ১০ম নববী বর্ষের মাঝামাঝি সময়ে এবং তার সফল বাস্তবায়ন ঘটেছিল তার ১১ বছর পরে ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে। অতঃপর খলীফাদের যুগে আরব-আজমের সর্বত্র ইসলামী খেলাফতের একচ্ছত্র বিজয় সাধনের মাধ্যমে।

(৫) তাওহীদের কালেমা চির বিজয়ী শক্তি। যা কখনোই পরাজিত হয় না। প্রয়োজন কেবল দক্ষ ও সাহসী নেতা এবং আনুগত্যশীল সাহসী অনুসারী দল।

হামযার ইসলাম গ্রহণ (إسلام حمزة)

(যিলহাজ্জ ৬ষ্ঠ নববী বর্ষ)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সরাসরি দৈহিক আক্রমণের দুঃসাহস দেখানোর কঠিন সময়ে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে কুরায়েশ বীর হামযা ইসলাম কবুল করেন।

হামযার ইসলাম গ্রহণের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ৬ষ্ঠ নববী বর্ষের শেষ দিকে যিলহাজ্জ মাসের কোন এক দিনে ছাফা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় আবু জাহল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অশ্লীল ভাষায় তাঁকে ও তাঁর দ্বীনকে গালি দেন।[২১৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নীরবে সবকিছু সহ্য করেন ও চুপচাপ বাড়ী ফিরে যান। আবু জাহল অতঃপর কা'বাগৃহের নিকটে গিয়ে তার দলবলের সাথে বসে উক্ত কাজের জন্য বড়াই করতে থাকেন।

---

২১৯. এখানে মানছূরপুরী ও মুবারকপুরী উভয়ে লিখেছেন, অতঃপর আবু জাহল পাথর উঠিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মাথায় ছুঁড়ে মারেন। তাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়' *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/৬৩; আর-রাহীক্ব ১০০ পৃঃ)*। তারা একথার কোন সূত্র বর্ণনা করেননি এবং অন্য কোথাও এর সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আব্দুল্লাহ বিন জুদ‘আনের জনৈকা দাসী ছাফা পাহাড়ে তার বাসা থেকে এ দৃশ্য অবলোকন করে। ঐ সময় হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব মৃগয়া থেকে তীর-ধনুকে সজ্জিত অবস্থায় ঘরে ফিরছিলেন। তখন উক্ত দাসী তার নিকটে সব ঘটনা খুলে বললে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছুটলেন আবু জাহলের খোঁজে। তিনি গিয়ে আবু জাহলকে মাসজিদুল হারামে পেলেন। অতঃপর তীব্র ভাষায় তাকে গালি দেন ও তার মাথায় ধনুক দিয়ে এমন জোরে আঘাত করেন যে, আবু জাহল তাতে রক্তাক্ত হয়ে যান। অতঃপর বলেন, তুমি তাকে গালি দিয়েছ, অথচ আমি তার দ্বীনের উপরে আছি। আমি তাই বলি যা সে বলে’। অতঃপর আবু জাহলের বনু মাখযূম গোত্র এবং হামযার বনু হাশেম গোত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে চড়াও হয়। তখন আবু জাহল বলেন, তোমরা আবু উমারাহ (হামযা)-কে ছাড়। আমি তার ভাতিজা (মুহাম্মাদ)-কে নিকৃষ্ট ভাষায় গালি দিয়েছি’।[২২০] এভাবে আবু জাহল নিজের দোষ স্বীকার করে নিজ গোত্রকে নিরস্ত করেন। ফলে আসন্ন খুনোখুনি থেকে উভয় পক্ষ বেঁচে যায়। বর্ণনাটির সনদ ‘মুরসাল’।[২২১] তবে ঘটনাটি অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া এটি আক্বীদা বা আহকামগত বিষয় নয়। এ ঘটনায় আবু জাহলের নেতৃত্ব গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, হামযার এই ইসলাম কবুলের ঘোষণাটি ছিল আকস্মিক এবং ভাতিজার প্রতি ভালোবাসার টানে। পরে আল্লাহ তাঁর অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং তিনি নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে শক্তিশালী ও নির্ভর কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হন। বস্তুতঃ এটি ছিল রাসূল (ছাঃ) ও নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে বিশেষ রহমত এবং একটি দৃঢ় রক্ষাকবচ।

ওমরের ইসলাম গ্রহণ (إسلام عمر)

(৬ষ্ঠ নববী বর্ষের যিলহাজ্জ মাস)

হামযার ইসলাম গ্রহণের মাত্র তিন দিন পরেই আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে আরেকজন কুরায়েশ বীর ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব আকস্মিকভাবে মুসলমান হয়ে যান। ওয়াক্বেদীর হিসাব মতে, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২৬ বছর এবং তখন মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৪০ থেকে ৫৬ জন। যাদের মধ্যে ১০ বা ১১ জন ছিলেন নারী। এটি ছিল হাবশায় প্রথম হিজরতের পরের ঘটনা।[২২২] ইবনু কাছীর বলেন, ওমরকে দিয়ে মুসলমানের সংখ্যা ৪০ পূর্ণ হয়, কথাটি সঠিক নয়। কেননা তার পূর্বে ৮০ জনের উপরে মুসলমান হাবশায় হিজরত করেছিল। তবে এটি হ’তে পারে যে, দারুল আরক্বামে গিয়ে ইসলাম কবুল করার সময়ে সেখানে মুসলিম নারী-পুরুষের সংখ্যা ছিল ৪০-এর কাছাকাছি *(আল-বিদায়াহ ৩/৭৭)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে ৩৯ জন *(ঐ, ৩০ পৃঃ)*। ফলে সেদিন ওমরকে দিয়ে ৪০ পূর্ণ হয়।

---

২২০. ইবনু হিশাম ১/২৯১-৯২; হাকেম হা/৪৮৭৮; বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ২/২১৩; সনদ যঈফ।
২২১. হায়ছামী, মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১৫৪৬০; মা শা-‘আ ৫৩ পৃঃ।
২২২. ইবনু হিশাম ১/৩৪২; সীরাহ ছহীহাহ ১/১৭৭ পৃঃ।

তিনি যে আগে থেকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে, হাবশা যাত্রী মহিলা মুহাজির উম্মে আব্দুল্লাহ বিনতে আবু হাছমাহ (أبو حَثْمَة) বলেন, আমরা হাবশা যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমার স্বামী ‘আমের তখন প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে ছিলেন। এমন সময় ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব এলেন। তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। বললেন, এগুলি মনে হয় চলে যাওয়ার প্রস্তুতি? বললাম, হ্যাঁ। আমরা অবশ্যই আল্লাহ্র যমীনে বেরিয়ে যাব। তোমরা আমাদের কষ্ট দিচ্ছ ও নির্যাতন করছ। নিশ্চয়ই আল্লাহ একটা পথ বের করে দিবেন’। তখন ওমর বললেন, صَحِبَكُمُ اللهُ ‘আল্লাহ তোমাদের সাথী হৌন’! এদিন আমি তাকে অত্যন্ত দুঃখিত ও সংবেদনশীল দেখতে পাই’।[২২৩] রাবী আব্দুল্লাহ বিন ‘আমের জ্যেষ্ঠ তাবেঈ ছিলেন। যিনি প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তার মায়ের সূত্রে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী তার সমালোচনা করেননি। ইবনু হিব্বান তার বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়েছেন’।[২২৪] তবে হাফেয ইবনু হাজার বলেন, বোন ফাতেমার গৃহে প্রবেশ ও তার নিকট থেকে কুরআন শ্রবণ তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রত্যক্ষ কারণ হ’তে পারে।[২২৫] কিন্তু উক্ত বিষয়ে বর্ণিত প্রসিদ্ধ ঘটনাটির সনদ ‘যঈফ’।[২২৬]

এছাড়াও মতনে বৈপরিত্য আছে। যেমন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, কুরায়েশ নেতারা তাকে পাঠিয়েছিলেন। কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি নিজ থেকে গিয়েছিলেন’ *(ইবনু সা‘দ, দারাকুৎনী)*। কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি বোনের ঘরে সূরা ত্বোয়াহা ও সূরা তাকভীর ১৪ আয়াত পর্যন্ত পড়েছিলেন’ *(ইবনু হিশাম ১/৩৪৫)*। কোন বর্ণনায় এসেছে সূরা হাদীদ’ পড়েছিলেন *(বায়হাক্বী, দালায়েল হা/৫১৮)*। অথচ সূরা হাদীদ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে বায়তুল্লাহতে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত অবস্থায় সূরা হা-ক্কাহ শুনে তার অন্তরে ইসলাম দৃঢ় হয়’ *(আহমাদ হা/১০৭)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি রাতের বেলা কা‘বার গেলাফের মধ্যে লুকিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের ক্বিরাআত শুনছিলেন। তিনি বলেন, এমন কথা আমি কখনো শুনিনি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বেরিয়ে গেলে আমি তাঁর পিছু নেই। তখন তিনি বললেন, কে? আমি বললাম, ওমর। তিনি বললেন, হে ওমর! দিনে-রাতে কখনোই তুমি আমার পিছু নিতে ছাড়ো না’। আমি ভয় পেয়ে

---

২২৩. ইবনু হিশাম ১/৩৪২-৪৩; আল-বিদায়াহ ৩/৭৭; সীরাহ ছহীহাহ ১/১৭৭ পৃঃ।
২২৪. সীরাহ ছহীহাহ, টীকা-১, ১/১৭৮ পৃঃ।
২২৫. বুখারী, ফাৎহসহ হা/৩৮৬২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
২২৬. মা শা-‘আ ৫৪ পৃঃ; ইবনু হিশাম ১/৩৪৩-৪৮; বোনের ঘটনাটি বর্ণনা শেষে রাবী ইবনু ইসহাক বলেন, فَهَذَا حَدِيثُ الرُّوَاةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ إِسْلاَمِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِينَ أَسْلَمَ ‘এটিই হ’ল ওমরের ইসলাম গ্রহণকালের ঘটনা সম্পর্কে মদীনাবাসী বর্ণনাকারীদের বক্তব্য’। অতঃপর কা‘বাগৃহে রাত্রিবেলায় ছালাতরত অবস্থায় গোপনে রাসূল (ছাঃ)-এর ক্বিরাআত শুনে বিগলিত ওমর সাথে সাথে ইসলাম কবুল করেন এবং রাসূল (ছাঃ) তার বুকে হাত মেরে ঈমানের উপর তার দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করেন’ বলে ঘটনাটি বর্ণনা শেষে রাবী ইবনু ইসহাক বলেন, وَاللهُ أَعْلَمُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ ‘আল্লাহই সর্বাধিক অবগত কোন্টি ঘটেছিল’ *(ইবনু হিশাম ১/৩৪৮)*।

গেলাম যে, উনি আমাকে বদ দো'আ করতে পারেন। তখন আমি কালেমা শাহাদাত পাঠ করলাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, يَا عُمَرُ، اُسْتُرْهُ 'হে ওমর! এটি গোপন রাখ'। আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম করে বলছি, আমি অবশ্যই প্রকাশ করব, যেভাবে শিরক প্রকাশ করতাম' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৭৭৫৪)*। বর্ণনাগুলি সবই যঈফ' *(মা শা-'আ ৫৭ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, দুর্বল সূত্র সমূহের আধিক্য সবসময় কোন বর্ণনার শক্তি বৃদ্ধি করেনা। বরং অনেক সময় তার দুর্বলতাই বৃদ্ধি করে। মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন' *(মা শা-'আ ৫৯ পৃঃ)*।

আমরা মনে করি ওমরের ইসলাম গ্রহণ ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষ দো'আর ফল। কেননা তিনি তাঁর জন্য খাছভাবে দো'আ করেছিলেন, اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 'হে আল্লাহ! তুমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব-এর মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী কর'।[২২৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِى جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 'হে আল্লাহ! আবু জাহল অথবা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যিনি তোমার নিকট অধিক প্রিয়, তার মাধ্যমে তুমি ইসলামকে শক্তিশালী কর'।[২২৮] পরের দিন সকালে ওমর দারুল আরক্বামে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ইসলাম কবুল করেন এবং কা'বাগৃহে গিয়ে প্রকাশ্যে ছালাত আদায় করেন'।[২২৯] এতে প্রমাণিত হয় যে, ওমরই ছিলেন আল্লাহ্র নিকটে অধিকতর প্রিয় ব্যক্তি।[২৩০]

তবে এটা নিশ্চিত যে, ওমর ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী এবং আরবী ভাষালংকারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ফলে কুরআনের সারগর্ভ ও আকর্ষণীয় বাকভঙ্গি এবং ক্বিয়ামত ও জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনাসমূহ তাঁর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে। যা তাকে ইসলামের দিকে চুম্বকের মত টেনে আনে। সর্বোপরি রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আ তাঁর শানে কবুল হওয়ায় তিনি দ্রুত এসে ইসলাম কবুল করেন।

---

২২৭. হাকেম হা/৪৪৮৫; আহমাদ হা/৫৬৯৬; ইবনু মাজাহ হা/১০৫; ছহীহাহ হা/৩২২৫।

২২৮. তিরমিযী হা/৩৬৮১, হাদীছ ছহীহ।

২২৯. হাকেম হা/৬১২৯; আহমাদ হা/৫৬৯৬; তিরমিযী হা/৩৬৮১; মিশকাত হা/৬০৩৬, 'ওমরের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।

২৩০. এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلاَمِ عُمَرَ 'যখন ওমর ইসলাম কবুল করেন, তখন জিব্রীল অবতরণ করেন এবং বলেন, হে মুহাম্মাদ! ওমরের ইসলাম গ্রহণে আসমানবাসীগণ খুবই খুশী হয়েছেন' *(ইবনু মাজাহ হা/১০৩)*। আলবানী বলেন, হাদীছটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল (ضَعِيفٌ جِدًّا)।

উল্লেখ্য যে, ওমরের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তার কোনটিও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়' *(মা শা-'আ ৫৪ পৃঃ)*। ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) ওমরের ইসলাম গ্রহণের আকর্ষণীয় ঘটনা বর্ণনা শেষে বলেন, هذا حديث حسن الألفاظ، ضعيف السند 'এটি সুন্দর শব্দময় বর্ণনা, কিন্তু সনদ দুর্বল' *(মা শা-'আ ৫৯ পৃঃ, গৃহীত : আত-তামহীদ ২৪/৩৪৭)*।

ওমরের ইসলাম পরবর্তী ঘটনা (قصة عمر بعد قبول إسلامه) :

ইসলাম কবুলের পরপরই তিনি ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন আবু জাহলের গৃহে গমন করেন এবং তার মুখের উপরে বলে দেন, جِئْتُ لِأُخْبِرَكَ أَنِّي قَدْ آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، وَصَدَّقْتُ بِمَا جَاءَ بِهِ– ‘আমি তোমার কাছে এসেছি এ খবর দেওয়ার জন্য যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের উপরে ঈমান এনেছি এবং তিনি যে শরী‘আত এনেছেন, আমি তা সত্য বলে জেনেছি’। একথা শুনেই আবু জাহল সরোষে তাকে গালি দিয়ে বলে ওঠেন, قَبَّحَكَ اللهُ، وقَبَّحَ مَا جِئْتَ بِهِ ‘আল্লাহ তোমার মন্দ করুন এবং তুমি যে খবর নিয়ে এসেছ, তার মন্দ করুন’। অতঃপর তার মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে ভিতরে চলে যান।[২৩১]

পুত্র আব্দুল্লাহ বিন ওমর বালক অবস্থায় ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বলেন, এরপর ওমর গেলেন সে সময়ের সেরা মাউথ মিডিয়া জামীল বিন মা‘মার আল-জুমাহীর (جميل بن معمر الجمحي) কাছে এবং তাকে বললেন যে, আমি মুসলমান হয়ে গেছি’। সে ছিল কুরায়েশ বংশের সেরা ঘোষক এবং অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী। গুরুত্বপূর্ণ কোন সংবাদ তার মাধ্যমেই সর্বত্র প্রচার করা হ’ত। ওমর (রাঃ)-এর মুখ থেকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর শোনামাত্র সে বেরিয়ে পড়ল। আর চিৎকার দিয়ে সবাইকে শুনাতে থাকল, أَلاَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ صَبَأَ ‘শুনে রাখো, খাত্ত্বাবের পুত্র ওমর ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে’। ওমর (রাঃ) তার পিছনেই ছিলেন। তিনি বললেন, كَذَبَ، وَلَكِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ ‘সে মিথ্যা বলেছে। বরং আমি মুসলমান হয়েছি’। একথা শোনা মাত্র চারিদিক থেকে লোক জমা হয়ে গেল এবং সকলে ওমরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গণপিটুনী শুরু করল। এই মারপিট দুপুর পর্যন্ত চলল। এ সময় কাফিরদের উদ্দেশ্যে ওমর (রাঃ) আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলেন, لَوْ قَدْ كُنَّا ثَلاَثَ مِائَةِ رَجُلٍ لَقَدْ تَرَكْنَاهَا لَكُمْ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا لَنَا ‘যদি আমরা আজ সংখ্যায় তিনশ’ পুরুষ হ’তাম, তবে দেখতাম মক্কায় তোমরা থাকতে, না আমরা থাকতাম’ *(ইবনু হিশাম ১/৩৪৯)*।

এই ঘটনার পর নেতারা ওমরকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার বাড়ী আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল। ওমর (রাঃ) ঘরের মধ্যেই ছিলেন। এমন সময় তাদের গোত্রের সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ বনু সাহম গোত্রের জনৈক নেতা ‘আছ বিন ওয়ায়েল সাহ্মী সেখানে এসে উপস্থিত হ’লেন। ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, আমি মুসলমান হয়েছি বিধায় আপনার

---

২৩১. ইবনু হিশাম ১/৩৫০। ওমরের পরিবারের কোন এক ব্যক্তির সূত্রে ইবনু ইসহাক এটি বর্ণনা করেছেন, তার নাম উল্লেখ না করায় বর্ণনাটি যঈফ।

সম্প্রদায় আমাকে হত্যা করতে চায়'। তিনি বলে উঠলেন, لَا سَبِيلَ إِلَيْكَ 'কখনোই তা হবার নয়'। বলেই তিনি সোজা চলে গেলেন জনতার সামনে। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এখানে জটলা করছ কেন? তারা বলল, هَذَا ابْنَ الْخَطَّابِ الَّذِى صَبَأَ 'ইবনুল খাত্ত্বাব ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে'। তিনি বললেন, لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ 'যাও! সেখানে যাবার কোন প্রয়োজন নেই'। তার কাছে একথা শুনে লোকেরা ফিরে গেল।[২৩২]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, مَا كُنَّا نَقْدِرُ عَلَى أَنْ نُصَلِّيَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَسْلَمَ قَاتَلَ قُرَيْشًا حَتَّى صَلَّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ– 'ওমর ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত আমরা কা'বাগৃহে ছালাত আদায়ে সক্ষম হইনি। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর কুরায়েশদের সাথে লড়াই করেন ও কা'বাগৃহে ছালাত আদায় করেন এবং আমরা তাঁর সাথে ছালাত আদায় করি' *(ইবনু হিশাম ১/৩৪২)*। তিনি আরও বলেন, مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ. 'ওমরের ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমরা সর্বদা শক্তিশালী ছিলাম' *(বুখারী হা/৩৬৮৪)*। ওমর (রাঃ) যখন আততায়ীর দ্বারা আহত হন, তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন, 'যখন আপনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তখন

---

২৩২. বুখারী হা/৩৮৬৪ 'ওমরের ইসলাম গ্রহণ' অনুচ্ছেদ।

এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, মুজাহিদ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, অতঃপর ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ إِنْ مِتْنَا وَإِنْ حَيِينَا؟ قَالَ: بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى الْحَقِّ إِنْ مُتُّمْ وَإِنْ حَيِيتُمْ قَالَ: فَقُلْتُ: فَفِيمَ الإِخْتِفَاءُ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَنُخْرُجَنَّ– 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি হক-এর উপরে নই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যার হাতে আমার জীবন, তার কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই তোমরা সত্যের উপরে আছ। চাই তোমরা মৃত্যুবরণ কর অথবা জীবিত থাক'। তখন ওমর বললেন, তাহ'লে লুকিয়ে থাকার কি প্রয়োজন? যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তার কসম করে বলছি, অবশ্যই আমরা প্রকাশ্যে বের হব'।

অতঃপর দুই সারির মাথায় ওমর ও হামযার নেতৃত্বে মুসলমানগণ প্রকাশ্যে মিছিল সহকারে মাসজিদুল হারামে উপস্থিত হ'লেন। ওমর (রাঃ) বলেন, এই দিন আমাকে ও হামযাকে মুসলমানদের মিছিলের পুরোভাগে দেখে কুরায়েশ নেতারা যত বেশী আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, এমন আঘাত তারা কখনোই পায়নি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এদিনই আমাকে اَلْفَارُوقُ (হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী) উপাধি দান করেন' *(আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/৪০ পৃঃ; সনদ যঈফ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩০৬২; আর-রাহীক্ব ১০৫ পৃঃ)*।

তবে তাঁর লকব যে 'ফারূক্ব' ছিল, তা তাঁর সম্পর্কে আবুবকর (রাঃ)-এর মন্তব্য দ্বারা প্রমাণিত *(আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/১১৫৩, সনদ ছহীহ)*। ইবনু হাজার বলেন, ওমর (রাঃ)-এর লকব ছিল 'ফারূক্ব', এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত। কিন্তু উক্ত লকব প্রথমে কে দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে বলা হয়ে থাকে যে, রাসূল (ছাঃ) প্রথম এই লকব দিয়েছিলেন। কেউ বলেছেন, আহলে কিতাবগণ। কেউ বলেছেন, জিব্রীল এটা দিয়েছিলেন' *(ফাৎহুল বারী 'ওমরের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ হা/৩৬৭৯-এর পূর্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

আপনার ইসলাম ছিল শক্তিশালী। আল্লাহ আপনার মাধ্যমে ইসলামকে, আল্লাহ্‌র রাসূলকে ও তাঁর সাথীদেরকে বিজয়ী করেন’।[২৩৩]

বনু হাশিম ও বনু মুত্ত্বালিব গোত্রের প্রতি আবু ত্বালিবের আহ্বান (دعوة أبي طالب إلى بني هاشم وبني المطلب) :

হামযা ও ওমর (রাঃ)-এর পরপর মুসলমান হয়ে যাওয়ায় কুরায়েশরা দারুণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে এতে মুসলমানদের মধ্যে আনন্দ ও সাহসের সঞ্চার হ’লেও দূরদর্শী ও স্নেহশীল চাচা আবু ত্বালিবের বুকটা ভয়ে সব সময় দুরু দুরু করত কখন কোন মুহূর্তে শয়তানেরা আকস্মিকভাবে মুহাম্মাদকে হামলা করে মেরে ফেলে। সবদিক ভেবে তিনি একদিন স্বীয় প্রপিতামহ ‘আব্দে মানাফের দুই পুত্র হাশেম ও মুত্ত্বালিবের বংশধরগণকে একত্রিত করলেন। অতঃপর তাদের সামনে বললেন, এতদিন আমি এককভাবে ভাতিজা মুহাম্মাদের তত্ত্বাবধান করেছি। কিন্তু এখন এই চরম বার্ধক্যে ও প্রচণ্ড বৈরী পরিবেশে আমার পক্ষে এককভাবে আর মুহাম্মাদের নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব নয়। সেকারণ আমি তোমাদের সকলের সহযোগিতা চাই’।

গোত্রনেতা আবু ত্বালিবের এই আহ্বানে ও গোত্রীয় আকর্ষণে সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন এবং মুহাম্মাদের হেফাযতের ব্যাপারে সবাই একযোগে তাকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। একমাত্র চাচা আবু লাহাব বিরোধিতা করল এবং সে মুহাম্মাদের বিপক্ষ দলের প্রতি সমর্থন দানের ঘোষণা দিল’ *(ইবনু হিশাম ১/২৬৯; আর-রাহীক্ব ১০৮ পৃঃ)*।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -১২ (العبر– ١٢) :

(১) সংস্কার আন্দোলনে অগ্রগতির জন্য শক্তিশালী ও সাহসী পুরুষের অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী আন্দোলনে এজন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত প্রয়োজন হয়। হামযা ও ওমরের ইসলাম গ্রহণ ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আ ও আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতের প্রতিফলন।

(২) মানুষের ইচ্ছার বাইরে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই যে বাস্তবায়িত হয়, হামযা ও ওমরের ইসলাম গ্রহণ তার বাস্তব প্রমাণ। তাদের দু’জনের কেউই ইসলাম গ্রহণের জন্য বের হননি। ঘটনাক্রমে দু’জনেই আকস্মিকভাবে মুসলমান হয়ে যান।

(৩) দল শক্তিশালী হ’লে বিরোধিতাও শক্তিশালী হবে এবং মূল নেতার উপরে চূড়ান্ত হামলা হবে– এটা সর্বদা উপলব্ধি করতে হবে দলের সহযোগী নেতৃবৃন্দকে। আবু তালিবের দূরদর্শী সিদ্ধান্তে আমরা সেটাই দেখতে পাই।

---

২৩৩. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৫৭৯, হায়ছামী, মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১৪৪৬৩, সনদ হাসান; সীরাহ ছহীহাহ ১৭৯ পৃঃ।

সর্বাত্মক বয়কট (المقاطعة العامة)

(মুহাররম ৭ম নববী বর্ষ)

এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া পরপর চারটি ঘটনায় মুশরিক নেতাদের মধ্যে যেমন আতংক সৃষ্টি হয়, তেমনি মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। ঘটনাগুলি ছিল যথাক্রমে- (১) মুহাম্মাদকে প্রদত্ত আপোষ প্রস্তাব ও লোভনীয় প্রস্তাব সমূহ নাকচ হওয়া। (২) হামযার ইসলাম গ্রহণ ও সরাসরি আবু জাহ্লের উপরে হামলা করা। (৩) ওমরের ইসলাম গ্রহণ ও সরাসরি আবু জাহলের বাড়ীতে গিয়ে তার মুখের উপর তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দেওয়া। অতঃপর মুসলমানদের নিয়ে প্রকাশ্যে ধর্মীয় বিধি-বিধান সমূহ পালন শুরু করা এবং (৪) সবশেষে আবু ত্বালিবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিবের মুসলিম-কাফির সকলের পক্ষ হ'তে মুহাম্মাদকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দানের অঙ্গীকার ঘোষণা করা। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে মুশরিক নেতৃবৃন্দ মুহাছছাব (وادى المحصّب) উপত্যকায় সমবেত হয় এবং বিস্তারিত আলোচনার পর বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিব গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন *(বুখারী হা/১৫৯০, মুসলিম হা/১৩১৪)*।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকলে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন যে, (১) বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিবের সাথে বিয়ে-শাদী বন্ধ থাকবে (২) তাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও যাবতীয় লেন-দেন বন্ধ থাকবে (৩) তাদের সাথে উঠাবসা, মেলা-মেশা, কথাবার্তা ও তাদের বাড়ীতে যাতায়াত বন্ধ থাকবে- যতদিন না তারা মুহাম্মাদকে হত্যার জন্য তাদের হাতে তুলে দিবে।

৭ম নববী বর্ষের ১লা মুহাররমের রাতে সম্পাদিত উক্ত অঙ্গীকারনামাটি কা'বাগৃহের ভিতরে টাঙিয়ে রাখা হ'ল। উক্ত অঙ্গীকারনামার লেখক বাগীয বিন 'আমের (بَغِيضُ بْنُ عَامِرٍ)-এর প্রতি রাসূল (ছাঃ) বদ দো'আ করেন। ফলে তার হাতটি অবশ ও অকেজো হয়ে যায়।[২৩৪]

---

২৩৪. ইবনু ইসহাক বলেন, লেখকের নাম ছিল মানছূর বিন ইকরিমা বিন 'আমের বিন হাশেম। ইবনু হিশাম বলেন, তার নাম ছিল নাযার বিন হারেছ' *(ইবনু হিশাম ১/৩৫০)*। ইবনু কাছীর বলেন, মানছূর বিন ইকরিমা নামটি অধিক প্রসিদ্ধ। কেননা কুরায়েশরা তাকে দেখিয়ে বলত, اُنْظُرُوا إِلَى مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ 'তোমরা মানছূর বিন ইকরিমার দিকে তাকাও'। তিনি বলেন, ওয়াক্বেদী বলেছেন, তার নাম ছিল ত্বালহা বিন আবু ত্বালহা 'আবদাভী' *(আল-বিদায়াহ ৩/৮৬)*। তবে ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, 'বাগীয বিন 'আমের বিন হাশেম' নামটিই সঠিক' *(যাদুল মা'আদ ৩/২৭)*। হ'তে পারে মূল লেখকের সাথে অন্যেরা সহযোগী ছিলেন। -লেখক।

শে‘আবে আবু ত্বালিবে তিন বছর (ثلاث سنوات فى شعب أبي طالب) :

উপরোক্ত অন্যায় চুক্তি সম্পাদনের ফলে বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিব উভয় গোত্রের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নিদারুণ কষ্টের সম্মুখীন হ’ল। সঞ্চিত খাদ্যশস্য ফুরিয়ে গেলে তাদের অবস্থা চরমে ওঠে। ফলে তারা গাছের ছাল-পাতা খেয়ে জীবন ধারণে বাধ্য হন। নারী ও শিশুরা ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত। তাদের ক্রন্দন ধ্বনি গিরি-সংকটের বাইরের লোকেরা শুনতে পেত। ফলে কেউ কেউ অতি সংগোপনে তাদের কাছে খাদ্য পৌঁছাতো। একবার হাকীম বিন হেযাম স্বীয় ফুফু খাদীজা (রাঃ)-এর নিকটে গম পৌঁছাতে গিয়ে আবু জাহলের হাতে ধরা পড়ে যান। কিন্তু আবুল বাখতারীর হস্তক্ষেপে অবশেষে সমর্থ হন। হারামের চার মাস ব্যতীত অবরুদ্ধ গোত্রদ্বয়ের লোকেরা বের হ’তে পারতেন না। যেসব কাফেলা বাহির থেকে মক্কায় আসত, তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য ক্রয়ে বাধা ছিল না। কিন্তু সেক্ষেত্রেও মক্কার ব্যবসায়ীরা জিনিষ-পত্রের এমন চড়া মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল যে, তা ক্রয় করা প্রায় অসম্ভব ছিল। অন্যদিকে আবু তালিবের দুশ্চিন্তা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন নিয়ে। রাতের বেলা সকলে শুয়ে যাওয়ার পর তিনি রাসূলকে উঠিয়ে এনে তার বিশ্বস্ত নিকটাত্মীয়দের সাথে বিছানা বদল করাতেন। যাতে কেউ তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ না পায়। উক্ত কঠোর অবরোধ চলাকালীন সময়েও হজ্জের মওসুমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বহিরাগত কাফেলা সমূহের তাঁবুতে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। ওদিকে চাচা আবু লাহাব তাঁর পিছে পিছে গিয়ে লোকদেরকে তাঁর কথা না শোনার জন্য বলতেন *(আর-রাহীক্ব ১১০ পৃঃ)*।

অঙ্গীকারনামা ছিন্ন ও বয়কটের সমাপ্তি (نقض صحيفة الميثاق وانتهاء المقاطعة) :

প্রায় তিন বছর পূর্ণ হ’তে চলল। ইতিমধ্যে মুশরিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও দ্বিধা-বিভক্তি প্রকাশ্য রূপ নিল। যারা এই অন্যায় চুক্তিনামার বিরোধী ছিল, তারা ক্রমেই সংগঠিত হ’তে লাগল। বনু ‘আমের বিন লুওয়াই গোত্রের হেশাম বিন আমরের উদ্যোগে যোহায়ের বিন আবু উমাইয়া ও মুত্ব‘ইম বিন ‘আদী সহ পাঁচজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হারামের নিকটবর্তী ‘হাজূন’ নামক স্থানে বসে এ ব্যাপারে একমত হন এবং তাঁদের পক্ষে যোহায়ের কা‘বাগৃহ তাওয়াফ শেষে প্রথম সরাসরি আবু জাহলের মুখের উপরে উক্ত চুক্তিনামাটি ছিঁড়ে ফেলার হুমকি দেন। সাথে সাথে বাকী চারজন পরপর তাকে সমর্থন করেন। আবু জাহ্ল বললেন, বুঝেছি। তোমরা রাতের বেলা অন্যত্র পরামর্শ করেই এসেছ’। ঐ সময়ে আবু ত্বালিব কা‘বা চত্বরে হাযির হ’লেন। তিনি কুরায়েশ নেতাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তোমাদের চুক্তিনামা সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, ‘আল্লাহ ঐ অঙ্গীকারপত্রের উপরে কিছু উঁই পোকা প্রেরণ করেছেন। তারা এর মধ্যকার বয়কট এবং যাবতীয় অন্যায় ও অত্যাচারমূলক কথাগুলো

খেয়ে ফেলেছে, কেবল আল্লাহ্র নামগুলি ব্যতীত'। অতঃপর আবু ত্বালেব বললেন, فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا خَلَّيْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا رَجَعْتُمْ عَنْ قَطِيعَتِنَا وَظُلْمِنَا– 'যদি সে মিথ্যা বলে থাকে, তাহ'লে তোমাদের ও তার মধ্য থেকে আমরা সরে দাঁড়াব। আর যদি তার কথা সত্য প্রমাণিত হয়, তাহ'লে তোমরা আমাদের প্রতি বয়কট ও যুলুম থেকে ফিরে যাবে'। আবু ত্বালিবের এই সুন্দর প্রস্তাবে সকলে সমস্বরে বলে উঠল, قَدْ أَنْصَفْتَ 'আপনি ইনছাফের কথাই বলেছেন'। ওদিকে আবু জাহল ও মুত্ব'ইম এবং অন্যান্যদের মধ্যে বাকযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুত্ব'ইম বিন 'আদী কা'বাগৃহে প্রবেশ করে অঙ্গীকারনামাটি ছিঁড়ে ফেলার উদ্দেশ্যে বাইরে নিয়ে এলেন। দেখা গেল যে, সত্য সত্যই তার সব লেখাই পোকায় খেয়ে ফেলেছে কেবলমাত্র 'বিসমিকা আল্লা-হুম্মা' ('আল্লাহ তোমার নামে শুরু করছি') বাক্যটি এবং অন্যান্য স্থানের আল্লাহ্র নামগুলি ব্যতীত। এভাবে আবু ত্বালিবের মাধ্যমে প্রেরিত রাসূল (ছাঃ)-এর প্রাপ্ত অহীর সংবাদ সত্যে পরিণত হ'ল। কুরায়েশ নেতারা অবাক বিস্ময়ে তা অবলোকন করল। অতঃপর অঙ্গীকারনামাটি মুত্ব'ইম বিন 'আদী সর্বসমক্ষে ছিঁড়ে ফেললেন এবং এভাবে বয়কটের অবসান ঘটল ঠিক তিন বছরের মাথায় ১০ম নববী বর্ষের মুহাররম মাসে'।[২৩৫]

নবুঅতের সত্যতার এ চাক্ষুষ প্রমাণ দেখেও নেতাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অহংকারী প্রবণতার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, وَإِن يَّرَوْا آيَةً يُّعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ 'আর যদি তারা কোন নিদর্শন দেখে, তখন তারা এড়িয়ে যায় আর বলে এসব চলমান জাদু' *(ক্বামার ৫৪/২)*।

বলা বাহুল্য সকল যুগের হঠকারী নাস্তিক ও মুনাফিকের চরিত্র একই রূপ।

বয়কট পর্যালোচনা (مراجعة حادثة المقاطعة) :

(১) ইবনু শিহাব যুহরীর হিসাব মতে বয়কট শুরু হয় ৭ম নববী বর্ষের শেষ দিকে। ফলে তাঁর হিসাবে মেয়াদ হয় দু'বছর। কিন্তু মূসা বিন উক্ববা দৃঢ়তার সাথে বলেন, এর মেয়াদ ছিল তিন বছর। কেননা ইবনু ইসহাক বলেছেন, ৭ম নববী বর্ষের মুহাররম মাসের শুরু থেকে বয়কটের সূচনা হয়।

(২) বয়কট সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা সমূহের কোনটাই ছহীহ সনদে প্রমাণিত নয়। তবে এটা যে অবশ্যই ঘটেছিল তার মূল সূত্র পাওয়া যায় আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছে। যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে বলেন, مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِى كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ 'আগামীকাল ইনশাআল্লাহ আমরা

---

২৩৫. ইবনু হিশাম ১/৩৭৪-৭৭। বর্ণনাগুলির সনদ যঈফ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৩৬৮)*। আল-বিদায়াহ ৬/১৮৬; যাদুল মা'আদ ৩/২৬-২৮; আর-রাহীক্ব ১০৯-১১২।

Contents

বনু কিনানাহ্র খায়েফ অর্থাৎ মুহাছ্ছাব উপত্যকায় অবতরণ করব। যেখানে তারা কুফরীর উপরে পরস্পরে কসম করেছিল' *(বুখারী হা/১৫৮৯)*। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কুরায়েশ ও কিনানাহ গোত্র বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিবের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল যে, তাদের সঙ্গে বিবাহ-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই বন্ধ থাকবে, যতদিন না তারা মুহাম্মাদকে আমাদের হাতে সোপর্দ করবে' *(বুখারী হা/১৫৯০)*।

(৩) দীর্ঘ তিন বছর বয়কট অবস্থায় থেকে গাছের ছাল-পাতা খেয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে বার্ধক্য জর্জরিত দেহ নিয়ে চাচা আবু ত্বালিব ও স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। একই অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিবের মুমিন-কাফির শত শত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। কত নারী-শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সে বয়কটে না খেয়ে ও বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছিল, তার হিসাব কে বলবে?

সমালোচকরা বলবেন, তারা জাহেলী যুগের লোক ছিল বলেই এই নিষ্ঠুরতা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের তথাকথিত ভদ্র নেতারা সে যুগের চাইতে উন্নত কিসে? বর্তমান যুগের গণতন্ত্রী ও মানবাধিকারের মোড়ল রাষ্ট্র আমেরিকা ও বৃটেন প্রভাবিত জাতিসংঘের অবরোধ আরোপের কারণে ১৯৯০ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ইরাকে অন্যূন ১৫ লাখ মুসলিম নর-নারী ও শিশু খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে মারা যায়। অতঃপর ২০০৩ সালে ইরাকে ও আফগানিস্তানে সশস্ত্র হামলার মাধ্যমে ইরাকে ১০ লাখ ও আফগানিস্তানে তারা বেহিসাব নর-নারী ও শিশুদের হত্যা করেছে। এখনও তাদের কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিযানে হাযার হাযার বনু আদম নির্দয়ভাবে বিভিন্ন দেশে নিহত, পঙ্গু ও গৃহহারা হচ্ছে। সাথে সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর তাদের বয়কট, অবরোধ ও হামলার মাধ্যমে এবং সার্বক্ষণিক চক্রান্তের মাধ্যমে সর্বত্র মানবতাকে ভূলুণ্ঠিত করে চলেছে। উদ্দেশ্য, স্রেফ ঐসব দেশের সম্পদ লুট করা এবং তাদের উপর প্রভুত্ব চাপিয়ে দেওয়া। অথচ এত বড় পশুত্ব ও হিংস্রতাকেও তারা অবলীলাক্রমে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাস দমনের মহান সংগ্রাম বলে চালিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়োজিত শত শত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সেই মিথ্যাগুলোকে হাযারো কণ্ঠে প্রচার করছে। সেই সাথে তাদের বশংবদ রাষ্ট্রগুলো এইসব যুলুম ও অত্যাচারের পক্ষে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশের উপর পরাশক্তিগুলির প্রতারণাপূর্ণ বয়কটকে একদিকে রাখুন, আর চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মক্কার এই বয়কটকে আরেক দিকে রাখুন। দু'টির মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য দেখতে পাবেন। যেমন (ক) আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ বয়কটের উদ্দেশ্য স্রেফ লুটপাট ও পররাজ্য গ্রাস এবং সাথে সাথে খৃষ্টানীকরণের ঘৃণ্য অপচেষ্টা। পক্ষান্তরে জাহেলী যুগের ঐ বয়কটের একমাত্র কারণ ছিল নীতি ও আদর্শের সংঘাত এবং শিরক ও তাওহীদের সংঘর্ষ। সেখানে লুটপাট, খুনোখুনি বা নারী নির্যাতনের নাম-গন্ধ ছিল না।

(খ) ইরাকের বিরুদ্ধে বয়কটের সময় মুসলিম ও আরব রাষ্ট্র গুলির প্রায় সকলে প্রকাশ্যে বা গোপনে যালেম ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন দেয়। কথিত আরব জাতীয়তাবাদের বন্ধন বা ইসলামী জাতীয়তার আকর্ষণ কোনটাই সেখানে কার্যকর হয়নি। অথচ বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিব-এর প্রায় সবাই কাফের-মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র বংশীয় টানে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং বয়কটের সময় অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নেয়। আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতি তাদের এই আনুগত্য ও নৈতিকতা বোধ আধুনিক বিশ্বের নীতিহীন শাসকদের জন্য চপেটাঘাত বৈ-কি! অতএব সেই যুগের চাইতে আজকের তথাকথিত সভ্য যুগকেই সত্যিকার অর্থে ‘জাহেলী যুগ’ বলা উচিত।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -১৩ (العبر –١٣) :

(১) ইসলামী আন্দোলনের সফলতার জন্য অনেক সময় অমুসলিম শক্তি সহায়তা করে থাকে। বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিবের অতুলনীয় সহযোগিতা ও সহমর্মিতা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হাবশার বাদশাহ নাজাশীর সহযোগিতার কথাও এখানে স্মর্তব্য। আল্লাহ এভাবেই তার দ্বীনকে অনেক সময় তার বিরোধীদের মাধ্যমে বিজয়ী করে থাকেন’ *(বুখারী হা/৩০৬২, ৪২০২-০৩)*।

(২) ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ নয়; বরং অনেক সময় সামগ্রিক বিপদের সম্মুখীন হ’তে হয়, কুরায়েশদের সর্বাত্মক বয়কট তার অন্যতম উদাহরণ।

(৩) নেতৃবৃন্দের আদর্শিক দৃঢ়তা ও সত্যের প্রতি অবিচল আস্থাই অন্যদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয়। রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানদের প্রতি আবু তালেব ও অন্যদের দৃঢ় সমর্থনের পিছনে রক্ত সম্পর্ক ছাড়াও এটাই ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। এমনকি আবু জাহল পক্ষের লোকদের অনেকে মুসলমানদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল এবং বয়কট কালে গোপনে তাদের নিকটে খাদ্য-পানীয় পৌঁছাতো। হাকীম বিন হেযাম, আবুল বাখতারী, হেশাম বিন আমর এবং অবশেষে যোহায়ের বিন আবু উমাইয়া ও মুত্ব‘ইম বিন ‘আদী প্রমুখের প্রকাশ্য সদাচরণে যার প্রমাণ মেলে।

(৪) আদর্শিক সম্পর্কের বাইরেও রক্ত সম্পর্ক যে অনেক সময় সত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি আব্দে মানাফের দুই পুত্র হাশেম ও মুত্ত্বালিবের গোত্রদ্বয়ের সর্বদা অকপট সমর্থন তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেবলমাত্র আবু লাহাব ব্যতীত। কেননা তিনি বিরোধীদের সাথে ছিলেন।

আবু ত্বালিব ও খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু (وفاة ابي طالب وخديجة)

আবু ত্বালিবের মৃত্যু (وفاة ابي طالب রজব ১০ম নববী বর্ষ) :

১০ম নববী বর্ষের মুহাররম মাসে ঠিক তিন বছরের মাথায় বয়কট শেষ হওয়ার ৬ মাস পরে রজব মাসে আবু ত্বালিবের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে আবু জাহল, আব্দুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়া প্রমুখ মুশরিক নেতৃবৃন্দ তাঁর শিয়রে বসে ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুপথযাত্রী পরম শ্রদ্ধেয় চাচাকে বললেন, يَا عَمِّ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ 'হে চাচাজী! আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি তার কারণে আপনার জন্য আল্লাহ্র নিকটে সাক্ষ্য দান করতে পারি'। জবাবে আবু ত্বালিব বলেন, 'হে ভাতিজা! যদি আমার পরে তোমার বংশের উপর গালির ভয় না থাকত এবং কুরায়েশরা যদি এটা না ভাবত যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে এটা বলেছি ও তোমাকে খুশী করার জন্য বলেছি, তাহ'লে আমি অবশ্যই ওটা বলতাম' *(ইবনু হিশাম ১/৪১৮)*। অতঃপর যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এল, তখন আবু জাহল ও তার সহোদর বৈপিত্রেয় ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়া বারবার তাঁকে উত্তেজিত করতে থাকেন এবং বলেন, أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ 'আপনি কি আব্দুল মুত্ত্বালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন'? জবাবে আবু ত্বালিবের মুখ দিয়ে শেষ বাক্য বেরিয়ে যায়, أَنَا عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ 'আমি আব্দুল মুত্ত্বালিবের দ্বীনের উপরে' *(আর-রাউযুল উনুফ ২/২২৩)*। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে উঠলেন, لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ 'আমি আপনার জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে যাব। যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয়'। ফলে আয়াত নাযিল হয়- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ- 'নবী ও ঈমানদারগণের জন্য সিদ্ধ নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করুক মুশরিকদের জন্য। যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়, একথা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী' *(তওবা ৯/১১৩)*।

এরপর রাসূল (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে আয়াত নাযিল হয়, إِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ- 'নিশ্চয়ই তুমি হেদায়াত করতে পার না যাকে তুমি ভালবাসো। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করে থাকেন। আর তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৬)*।[২৩৬] উল্লেখ্য যে, সূরা তওবাহ

২৩৬. বুখারী হা/১৩৬০, ৩৮৮৪, ৪৭৭২; মুসলিম হা/২৪ প্রভৃতি।

মাদানী সূরা হ'লেও তার মধ্যে ১১১-১১৩ আয়াত তিনটি বায়'আতে কুবরা ও আবু তালিবের মৃত্যু প্রসঙ্গে মক্কায় নাযিল হয় *(তাফসীর কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

এভাবে হেদায়াতের আলোকবর্তিকা স্বীয় ভাতিজাকে সবকিছুর বিনিময়ে আমৃত্যু আগলে রেখেও শেষ মুহূর্তে এসে পরকালীন সৌভাগ্যের পরশমণি হাতছাড়া হয়ে গেল। স্নেহসিক্ত ভাতিজার প্রাণভরা আকুতি ব্যর্থ হ'ল এবং শয়তানের প্রতিমূর্তি গোত্রনেতাদের প্ররোচনা জয়লাভ করল। পিতৃধর্মের বহুত্ববাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হ'লেন। এ দৃশ্য যে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য কত বেদনাদায়ক ছিল, তা আখেরাতে বিশ্বাসী প্রকৃত মুমিনগণ উপলব্ধি করতে পারেন। কেননা যে চাচা দুনিয়াবী কারাগারের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা থেকে সর্বদা ঢালের মত তাঁকে রক্ষা করেছেন এবং নিজে অমানুষিক কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করেছেন, সেই চাচা দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পরে পুনরায় জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবেন, এটা তিনি কিভাবে ভাবতে পারেন? বলা বাহুল্য এভাবেই সর্বদা তাক্বদীর বিজয়ী হয়ে থাকে।

একদিন চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আখেরাতে আবু তালিবের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আযাবপ্রাপ্ত হবেন আবু ত্বালিব। তিনি আগুনের দু'টি জুতা পরিহিত হবেন, যাতে তাঁর মাথার মগয গলে টগবগ করে ফুটবে'।[২৩৭] প্রিয় চাচা আব্বাস (রাঃ) একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আবু তালেব আপনাকে যেভাবে হেফাযত ও সহযোগিতা করেছেন, তার বিনিময়ে আপনি কি তাঁকে কোন উপকার করতে পারবেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। আমি তাকে জাহান্নামের গভীরে দেখতে পেলাম। অতঃপর তাকে (আল্লাহ্র হুকুমে) সেখান থেকে বের করে টাখনু পর্যন্ত উঠিয়ে আনলাম। وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِى الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ 'যদি আমি না হ'তাম, তাহ'লে তিনি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন' *(মুসলিম হা/২০৯)*। আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, সম্ভবতঃ ক্বিয়ামতের দিন আমার সুফারিশ তার উপকারে আসবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামের অগভীর স্থানে নেওয়া হবে, যা তার টাখনু পর্যন্ত পৌঁছবে এবং তাতেই তার মস্তিষ্ক আগুনে টগবগ করে ফুটবে, যেমন উত্তপ্ত কড়াইয়ে পানি ফুটে থাকে'।[২৩৮]

অতএব আবু তালিবের এই হালকা আযাব তার আমলের কারণে নয়, বরং তা হবে রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষ সুফারিশের কারণে। আর সেটা হবে রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষত্বের অন্তর্ভুক্ত ও তার উচ্চ মর্যাদার কারণে, যা আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন।

---

২৩৭. মুসলিম হা/২১২; মিশকাত হা/৫৬৬৮ 'জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ (মিশকাতে 'বুখারী' লেখা হয়েছে। কিন্তু বুখারীতে আবু ত্বালিব-এর কথা পাওয়া যায়নি)।

২৩৮. মুসলিম হা/২১০, 'ঈমান' অধ্যায় 'আবু তালিবের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর সুফারিশ ও সেকারণে তার শাস্তি লঘু করণ' অনুচ্ছেদ-৯০।

কেননা আবু ত্বালিব শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আর আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ 'আল্লাহ শিরকের পাপ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে চান, তার সব পাপ ক্ষমা করতে পারেন' *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। তিনি বলেন, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ 'ক্বিয়ামতের দিন মুশরিকদের জন্য সুফারিশকারীদের কোন সুফারিশ কাজে আসবে না' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৪৮)*।

হিকমত (حكمة فى وفاة أبى طالب على دينه) :

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আবু ত্বালিব আমৃত্যু তার শিরকী দ্বীনের উপর থাকার পিছনে আল্লাহ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ হিকমত ছিল। সেটি এই যে, তিনি ইসলাম কবুল করলে মুশরিকদের নিকট তার মর্যাদা থাকত না এবং তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে সাহায্যও করতে পারতেন না। বরং তাঁর কারণেই কাফিররা রাসূল (ছাঃ)-কে সমীহ করত। জীবন দিয়ে সাহায্য করা সত্ত্বেও আল্লাহ তার তাক্বদীরে ঈমান রাখেননি। এর মধ্যে বড় হিকমত রয়েছে। আমাদেরকে তার উপরে ঈমান রাখতে হবে। যদি মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে আল্লাহ নিষেধ না করতেন, তাহ'লে অবশ্যই আমরা আবু তালিবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম ও তাঁর প্রতি দয়ার্দ্যচিত্ত হ'তাম'।[২৩৯]

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -১৪ (العبر – ١٤) :

১. হক-এর স্বীকৃতি এবং হকপন্থীর প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতাই কেবল পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না আক্বীদার পরিবর্তন ঘটে এবং মৌখিক স্বীকৃতি থাকে।

২. আদর্শগত ভালোবাসাই পরকালে বিচার্য বিষয়, অন্য কোন ভালোবাসা নয়। মুহাম্মাদ-এর প্রতি আবু ত্বালিবের ভালোবাসা ছিল বংশগত কারণে। আদর্শগত কারণে নয়। সেকারণ তা পরকালে কোন কাজে আসেনি।

৩. তাওহীদের সাথে শিরক মিশ্রিত হ'লে কোন নেক আমলই আল্লাহ্র নিকটে কবুল হয় না। যেমন আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস ও তাকে স্বীকৃতি দান করা সত্ত্বেও অসীলা পূজার শিরক থাকার কারণে আবু ত্বালিবের কোন সৎকর্মই আল্লাহ কবুল করেননি। বর্তমান যুগেও যেসব মুসলিম নর-নারী বিভিন্ন কবর, ছবি-প্রতিকৃতি ও স্থানপূজায় লিপ্ত আছেন ও

---

২৩৯. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/১২৪; মা শা-'আ ৩২ পৃঃ।
প্রসিদ্ধ আছে যে, এসময় একদিন জনৈক দুরাচার রাসূল (ছাঃ)-এর মাথায় ধূলি নিক্ষেপ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ অবস্থায় বাড়ী এলে তাঁর এক কন্যা কাঁদতে কাঁদতে সেই মাটি ধুয়ে দেন। এ সময় রাসূল (ছাঃ) বলেন, বেটি কেঁদো না; আল্লাহ তোমার পিতার হেফাযতকারী। অতঃপর তিনি দুঃখ করে বলেন, যতদিন চাচা আবু তালেব বেঁচে ছিলেন, ততদিন কুরায়েশরা আমার সঙ্গে এমন আচরণ করেনি' *(ইবনু হিশাম ১/৪১৬, আর-রাহীক্ব ১১৬ পৃঃ)*। উক্ত বক্তব্যটি 'মুরসাল' বা যঈফ *(ঐ, তা'লীক্ব ৮৩ পৃঃ; আলবানী, দিফা' আনিল হাদীছ ১৯ পৃঃ)*।

তাদের অসীলায় পরকালে মুক্তি কামনা করেন, তাদের এই কামনা জাহেলী আরবদের লালিত শিরকের সাথে তুলনীয়। যা পরকালে কোন কাজে আসবেনা।

৪. পিতৃধর্মে ত্রুটি থাকলে তা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে এবং সর্বাবস্থায় নির্ভেজাল তাওহীদকে আঁকড়ে থাকতে হবে। সকল আবেদন-নিবেদন সরাসরি আল্লাহ্র নিকটেই করতে হবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেবল তাঁর বিধানই মেনে চলতে হবে।

কিন্তু অসীলা পূজারী মুশরিকরা আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের ধারণায় তাদের কল্পিত অসীলাকেই মুখ্য মনে করে। তার কাছেই সব আবেদন-নিবেদন পেশ করে এবং নিজেদের মনগড়া শিরকী বিধান সমূহ মেনে চলে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই বংশীয় রেওয়াজের প্রতি আকর্ষণ আবু ত্বালেব ছাড়তে পারেননি।

৫. কেবল আব্দুল্লাহ, আবু ত্বালেব ইত্যাদি ইসলামী নাম পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ না সমস্ত মনগড়া মা'বূদ ছেড়ে একমাত্র হক মা'বূদ আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি একনিষ্ঠ হবে। মৃত্যুর সময় আবু ত্বালিবকে শিরকের দিকে প্ররোচনা দানকারী অন্যতম নেতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। অতএব ইসলামী নাম রাখার সাথে সাথে ইসলামী বিধান সমূহ মেনে চলা এবং আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীর সাথে অন্যকে শরীক না করে নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাসের উপরে দৃঢ় থাকার উপরেই পরকালীন মুক্তি নির্ভর করে।

খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু (وفاة خديجة রামাযান ১০ম নববী বর্ষ) :

স্নেহশীল চাচা আবু ত্বালিবের মৃত্যুর অনধিক তিন মাস পরে দশম নববী বর্ষের রামাযান মাসে প্রাণাধিক প্রিয়া স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা 'তাহেরা'-র মৃত্যু হয় *(আর-রাহীক্ব ১১৬ পৃঃ)*। তবে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, আবু ত্বালিবের মৃত্যুর তিন দিন পরে খাদীজার মৃত্যু হয় *(যাদুল মা'আদ ৩/২৮)*। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর এবং রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ছিল ৫০ বছর।

দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ বয়কটকালীন নিদারুণ কষ্ট অবসানের মাত্র ৬ মাসের মাথায় চাচা, অতঃপর স্ত্রীকে হারিয়ে শত্রু পরিবেষ্টিত ও আশ্রয়হারা নবীর অবস্থা কেমন হয়েছিল, তা চিন্তাশীল মাত্রই বুঝতে পারেন। চাচা আবু তালেব ছিলেন সামাজিক জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য ঢাল স্বরূপ। অন্যদিকে পারিবারিক ও অর্থনৈতিক জীবনে খাদীজা ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ততম নির্ভরকেন্দ্র। দাম্পত্য জীবনের পঁচিশ বছর সেবা ও সাহচর্য দিয়ে, বিপদে শক্তি ও সাহস যুগিয়ে, অভাব-অনটনে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে, হেরা গুহায় নিঃসঙ্গ ধ্যান ও সাধনাকালে অকুণ্ঠ সহমর্মিতা দিয়ে, নতুনের শিহরণে ভীত-চকিত রাসূলকে অনন্য সাধারণ প্রেরণা, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে, অতুলনীয় প্রেম, ভালবাসা ও সহানুভূতি দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে তিনি ছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক জীবন্ত নে'মত স্বরূপ। তিনি ছিলেন শেষ সন্তান ইবরাহীম ব্যতীত রাসূল (ছাঃ)-এর সকল সন্তানের মা। তিনি ছিলেন বিশ্বসেরা চারজন সম্মানিতা মহিলার অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ

عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ 'জান্নাতী মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'লেন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারিয়াম বিনতে ইমরান ও ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম'।[২৪০]

খাদীজা (রাঃ) ছিলেন সেই মহীয়সী মহিলা যাকে জিব্রীল নিজের পক্ষ হ'তে ও আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে তাঁকে সালাম দেন এবং জান্নাতে তাঁর জন্য বিশেষভাবে নির্মিত মুক্তাখচিত প্রাসাদের সুসংবাদ দেন।[২৪১]

তিনিই একমাত্র স্ত্রী যার জীবদ্দশায় রাসূল (ছাঃ) অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং তার মৃত্যুর পরেও আজীবন রাসূল (ছাঃ) তাকে বারবার স্মরণ করেছেন। অন্য স্ত্রীদের সামনে অকুণ্ঠচিত্তে তার প্রশংসা করেছেন। এমনকি তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে খাদীজার বান্ধবীদের কাছে উপঢৌকন পাঠাতেন।[২৪২]

আবু ত্বালিব ও খাদীজার মৃত্যু পর্যালোচনা (المراجعة فى وفاة أبي طالب وخديجة) :

সামান্য ব্যবধানে জীবনের দু'জন শ্রেষ্ঠ সহযোগীকে হারিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিদারুণভাবে মর্মাহত ও বেদনাহত হন। জীবন থাকলে মৃত্যু আসবেই। এটাই প্রাণীজগতের চিরন্তন নিয়ম। নিকটজনেরা এতে ব্যথিত হবেন এটাই স্বাভাবিক। রহমাতুল্লিল 'আলামীন হিসাবে দয়াশীল নবীর জন্য এটা ছিল আরও বেশী বেদনাময়। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, এ কারণে এ বছরকে 'দুঃখের বছর' (عَامُ الْحُزْنِ) হিসাবে অভিহিত করতে হবে।[২৪৩] রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম কখনো এরূপ নামকরণ করেননি। এমনকি সীরাতে ইবনে ইসহাক, ইবনু হিশাম বা পরবর্তী কোন সীরাত গ্রন্থে এ নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর একমাত্র উৎস আমি খুঁজে পেয়েছি ক্বাসত্বালানীর আল-মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়াহ কিতাবের মধ্যে। যেখান থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন শায়খ সা'আতী (الساعاتى) আহমাদ আব্দুর রহমান আল-বান্না (১৮৮৫-১৯৫৮ খৃঃ)। যিনি মিসরের ইখওয়ানুল মুসলেমীন-এর প্রতিষ্ঠাতা শায়খ হাসানুল বান্না (১৯০৬-১৯৪৯ খৃঃ)-এর পিতা ছিলেন। তিনি স্বীয় কিতাব ফাৎহুর রব্বানী (২০/২২৬)-এর মধ্যে বলেন, وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَمَّى ذَلِكَ الْعَامَ عَامَ الْحُزْنِ، كَذَا فِى الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ 'আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত বছরকে 'দুঃখের বছর' হিসাবে অভিহিত করতেন। যেমন মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়াহ-তে বর্ণিত হয়েছে'। অথচ ক্বাসত্বালানী সেখানে সূত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন, فيما ذكره صاعد

---

২৪০. আহমাদ হা/২৬৬৮, সনদ ছহীহ; তিরমিযী হা/৩৮৭৮; মিশকাত হা/৬১৮১।
২৪১. বুখারী হা/১৭৯২, ৩৮২০; মুসলিম হা/২৪৩৩; মিশকাত হা/৬১৭৬।
২৪২. বুখারী হা/৩৮১৮; মুসলিম হা/২৪৩৫; মিশকাত হা/৬১৭৭।
২৪৩. আর-রাহীকুল মাখতূমে উপরোক্ত শিরোনাম করা হয়েছে। (ঐ, আরবী ১১৫ পৃঃ)।

‘ছা‘এদ যেমন বর্ণনা করেছেন’। আলবানী বলেন, ছা‘এদ একজন অপরিচিত ব্যক্তি। যাকে কেউ চেনে না এবং কেউ তাকে বিশ্বস্ত বলেননি’। আর ক্বাসত্বালানীর কথায় বুঝা যায় যে, তিনি এটাকে ‘সংযুক্তি’ (تعليق) হিসাবে এনেছেন কোনরূপ সনদ ছাড়াই। অতএব এটি ‘মু‘যাল’ পর্যায়ের দুর্বলতম বর্ণনা। যা বিশুদ্ধ নয়’।[২৪৪]

উল্লেখ্য যে, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-ক্বাসত্বালানী (৮৫১-৯২৩ হি.) ছিলেন একাধারে ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ও রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনীকার। এতদ্ব্যতীত সীরাহ হালাবিইয়াহ-তে সনদ বিহীনভাবে বলা হয়েছে যে, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত বছরকে ‘দুঃখের বছর’ হিসাবে অভিহিত করতেন’ *(সীরাহ হালাবিইয়াহ ৩/৫২১)*। জীবনীকার মুহাম্মাদ আল-গাযালী (মৃ. ১৪১৬ হি.) একই শিরোনাম করেছেন *(ফিক্বহুস সীরাহ ১৩১ পৃঃ)*।

আমরা মনে করি যে, রাসূল (ছাঃ)-এর পুরা জীবনী সামনে রাখলে তার মধ্যে বদর বিজয় ও মক্কা বিজয়সহ অন্যান্য বিজয়ের আনন্দগুলি বাদ দিলে সেখানে বরং দুঃখের পাল্লাই ভারি হবে। এমনকি ব্যক্তি জীবনে ৪ কন্যা ও ৩ পুত্র সন্তানের জনক হওয়া সত্ত্বেও কেবল ফাতেমা ব্যতীত ৬ সন্তানই তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছেন। পিতা হিসাবে এটি তাঁর জীবনে কম দুঃখের ছিল না।

অতঃপর দাওয়াতী জীবনে তিনি ও তাঁর সাথী ছাহাবীগণ দ্বীনের জন্য যে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। বিশেষ করে তায়েফে নির্যাতনের ঘটনাকে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে কষ্টদায়ক ও মর্মান্তিক ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন’।[২৪৫] অতঃপর মাদানী জীবনে তৃতীয় হিজরীতে ওহোদ যুদ্ধে তাঁর নিজের দাঁত ভাঙ্গা ও চাচা হামযাসহ ৭০ জন প্রাণপ্রিয় সাথীকে হারানো, চতুর্থ হিজরীর ছফর মাসে রাজী‘ কূয়ার নিকটে ১০ জন ছাহাবী ও তার কয়েকদিন পরে মাঊনা কূয়ার নিকটে ৭০ জন শ্রেষ্ঠ ক্বারী ছাহাবীকে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে হত্যা করার মর্মান্তিক ঘটনা। যেজন্য তিনি মাসব্যাপী পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে ঐসব বিশ্বাসঘাতক শত্রুদের বিরুদ্ধে বদদো‘আ করে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন।[২৪৬] যে ঘটনাগুলির ফলে মাত্র ছ’মাসের কম সময়ের মধ্যে প্রায় ১৫০ জন ছাহাবী শহীদ হয়ে যান। তাদের হারানোর বেদনায় ব্যথিত হয়ে তিনি কিন্তু কখনো দুঃখের বছর কিংবা শোকের মাস বা শোকের দিবস ইত্যাদি পালন করেননি। যেমনভাবে বর্তমান যুগে করা হয়ে থাকে।

বস্তুতঃ কোন বছরই একচেটিয়া দুঃখের বা আনন্দের নয়। বরং প্রতিটি মুহূর্তেই আনন্দ ও বেদনার আগমন-নির্গমন ঘটে থাকে আল্লাহ্‌র হুকুমে। তিনি বলেন, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا– إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ‘নিশ্চয়ই প্রত্যেক কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে’। ‘নিশ্চয়ই

২৪৪. আলবানী, দিফা‘ ‘আনিল হাদীছ ওয়াস-সীরাহ ১৮ পৃঃ; মা শা-‘আ ৬৭-৬৯ পৃঃ।
২৪৫. বুখারী হা/৩২৩১; মুসলিম হা/১৭৯৫।
২৪৬. বুখারী হা/৪০৯৬; মুসলিম হা/৬৭৭; আবুদাঊদ হা/১৪৪৩; মিশকাত/১২৮৯-৯০।

প্রত্যেক কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে' *(ইনশিরাহ ৯৪/৫-৬)*। তাই কোন একটি সময়, দিন, মাস বা বছরকে আনন্দের বা দুঃখের বছর বলে অভিহিত করা আল্লাহ্র চিরন্তন বিধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের শামিল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِى ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِى الأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ 'আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। সে যামানাকে গালি দেয়। অথচ 'আমিই যামানা'। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা। আমিই রাত্রি ও দিবসের আবর্তন-বিবর্তন ঘটাই'।[২৪৭]

অতএব ভাল-মন্দ ও দুঃখ-আনন্দ নিয়ে জীবন। যা আল্লাহ্র অমোঘ বিধান। বান্দাকে তা মেনে নিয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। একারণেই ইসলামে কোন দিবস পালনের বিধান নেই। কেবল আনন্দের দিন হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে জুম'আ, ঈদায়েন, হজ্জ ও আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিন সহ গড়ে সাত দিন। যা হজ্জে আগমনকারী ব্যতীত অন্যদের জন্য ছয় দিন। প্রতিটি আনন্দের দিনই ইবাদতের পবিত্রতার সাথে সম্পৃক্ত। সেখানে আনন্দের নামে কোনরূপ অনর্থক আমোদ-ফূর্তি ও অনুষ্ঠানসর্বস্ব পার্থিবতার কোন সুযোগ নেই।

অতএব চাচা আবু ত্বালিব ও স্ত্রী খাদীজা (রাঃ)-এর স্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে ১০ম নববী বর্ষকে 'দুঃখের বছর' (عَامُ الْحُزْنِ) বলে অভিহিত করা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। তাই এরূপ আখ্যায়িত করা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক।

সওদার সাথে বিবাহ (زواجه صـــ مع سودة শাওয়াল ১০ম নববী বর্ষ) :

খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর বিপর্যস্ত সংসারের হাল ধরার জন্য এবং মাতৃহারা কন্যাদের দেখাশুনার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাওদাহ বিনতে যাম'আহ নাম্নী জনৈকা বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন ১০ম নববী বর্ষের শাওয়াল মাসে। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর ৪ কন্যার মধ্যে ৩য় ও ৪র্থ উম্মে কুলছূম ও ফাতেমা তখন অবিবাহিতা ছিলেন। সাওদা ও তার পূর্ব স্বামী সাকরান বিন আমর (سَكْرَانُ بن عَمْرو) উভয়ে ইসলাম কবুল করার পর হাবশায় হিজরত করেন। অতঃপর সেখানেই অথবা সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসে তার স্বামী ইনতেকাল করেন। এ সময় মৃত স্বামীর পাঁচটি বা ছয়টি সন্তানের গুরুভার এসে পড়েছিল সওদার উপরে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য তার সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্বসহ সওদাকে বিয়ে করেন।[২৪৮] সওদা অত্যন্ত দৃঢ় ঈমানের ও বলিষ্ঠ চরিত্রের মহিলা ছিলেন। তিনিই প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তার প্রভাবে তার স্বামী সাকরান ইসলাম কবুল করেন। তাঁরা ১ম হাবশায় হিজরতকারী ৮৩ জনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইসলামের জন্য তাদেরকে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয় *(ইবনু হিশাম ১/৩২১-৩২)*।

---

২৪৭. বুখারী হা/৪৮২৬; মুসলিম হা/২২৪৬; মিশকাত হা/২১ 'ঈমান' অধ্যায়।
২৪৮. আহমাদ হা/২৯২৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫২৩।

ত্বায়েফ সফর (سفر الطائف)

(শাওয়াল ১০ম নববী বর্ষ)

চাচা আবু ত্বালিব ও স্ত্রী খাদীজার মৃত্যুর পর দশম নববী বর্ষের শাওয়াল মাস মোতাবেক ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মে মাসের শেষে অথবা জুন মাসের প্রথমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় মুক্তদাস যায়েদ বিন হারেছাহকে সাথে নিয়ে প্রধানতঃ নতুন সাহায্যকারীর সন্ধানে পদব্রজে (مَاشِيًا عَلَى قَدَمَيْهِ) ত্বায়েফ রওয়ানা হন।[২৪৯] এ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ছিল ৫০ বছর। এই প্রৌঢ় বয়সে এই দীর্ঘ পথ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তিনি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন। যা ছিল মক্কা হ'তে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ৯০ কি. মি. দূরে।

অতঃপর ত্বায়েফ পৌঁছে তিনি সেখানকার বনু ছাক্বীফ গোত্রের তিন নেতা তিন সহোদর ভাই আব্দু ইয়ালীল, মাসঊদ ও হাবীব বিন আমর ছাক্বাফী-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন। সাথে সাথে ইসলামকে সাহায্য করার জন্য তিনি তাদের প্রতি আহ্বান জানান। উক্ত তিন ভাইয়ের একজনের কাছে কুরায়েশ-এর অন্যতম গোত্র বনু জুমাহ (بنو جُمَح)-এর একজন মহিলা বিবাহিতা ছিলেন *(ইবনু হিশাম ১/৪১৯)*। সেই আত্মীয়তার সূত্র ধরেই রাসূল (ছাঃ) সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনজনই তাঁকে নিরাশ করেন। একজন বলেন, هُوَ يَمْرُطُ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ (أى يُمَزِّقُهَا) إِنْ كَانَ اللهُ أَرْسَلَكَ 'সে কা'বার গোলাফ ছিঁড়ে ফেলবে, যদি আল্লাহ তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়ে থাকেন'। অন্যজন বলেন, أَمَا وَجَدَ اللهُ أَحَدًا يُرْسِلُهُ غَيْرَكَ؟ 'আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে রাসূল হিসাবে পাঠানোর জন্য পাননি'?

তৃতীয় জন বলেন, والله لا أكلِّمُكَ أبدًا، إن كنتَ رسولاً لأنت أعظمُ خطرًا من أن أرُدَّ عليكَ الكلامَ، ولئن كنتَ تَكْذِبُ على الله ما ينبغى أن أُكلِّمَكَ– 'আমি তোমার সাথে কোন কথাই বলব না। কেননা যদি তুমি সত্যিকারের নবী হও, তবে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা আমার জন্য হবে সবচেয়ে বিপজ্জনক। আর যদি তুমি আল্লাহ্র নামে মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়ে থাক, তবে তোমার সাথে আমার কথা বলা সমীচীন নয়'।[২৫০]

নেতাদের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে এবার তিনি অন্যদের কাছে দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু কেউ তার দাওয়াত কবুল করেনি। অবশেষে দশদিন পর তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য পা বাড়ান। এমন সময় নেতাদের উস্কানীতে বোকা লোকেরা ও ছোকরার দল এসে তাঁকে ঘিরে অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ ও হৈ চৈ শুরু করে দেয়।

২৪৯. যাদুল মা'আদ ৩/২৮; তারীখ ইবনু আসাকির হা/১০৫১৩; ইবনু হিশাম ১/৪১৯; যঈফাহ হা/২৯৩৩।
২৫০. ইবনু হিশাম ১/৪১৯; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/১৩৫; আর-রাহীক্ব ১২৫ পৃঃ।

এক পর্যায়ে তাঁকে লক্ষ্য করে তারা পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করে। যাতে তাঁর পায়ের গোড়ালী ফেটে রক্তে জুতা ভরে যায়' *(আর-রাওযুল উনুফ ৪/২৪)*। এ সময় যায়েদ বিন হারেছাহ ঢালের মত থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে প্রস্তরবৃষ্টি থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। এভাবে রক্তাক্ত দেহে তিন মাইল হেঁটে *(আর-রাহীক্ব ১২৫ পৃঃ)* তায়েফ শহরের বাইরে তিনি এক আঙ্গুর বাগিচায় ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় আশ্রয় নেন। তখন ছোকরার দল ফিরে যায়। বাগানটির মালিক ছিলেন মক্কার দুই নেতা উৎবা ও শায়বা বিন রাবী'আহ দুই ভাই।[২৫১] এই উৎবার কন্যা ছিলেন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবা। যিনি ওহোদ যুদ্ধের দিন কাফের পক্ষে মহিলা দলের নেতৃত্ব দেন এবং পরে মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হন।

ত্বায়েফ সফর বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ فَقَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِى عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِى إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِى فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِى فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِى فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِى فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِى مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ. ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِى رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِى بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، متفق عليه-

'তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন ওহোদের দিন অপেক্ষা কষ্টের দিন আপনার জীবনে এসেছিল কি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমার কওমের কাছ থেকে যে কষ্ট পেয়েছি তার চাইতে সেটি অধিক কষ্টদায়ক ছিল। আর তা ছিল আক্বাবার (ত্বায়েফের) দিনের আঘাত। যেদিন আমি (ত্বায়েফের নেতা) ইবনু 'আব্দে ইয়ালীল বিন 'আব্দে কুলাল-এর কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে তাতে সাড়া দেয়নি। তখন দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে ফিরে আসার পথে ক্বারনুছ ছা'আলিব (ক্বারনুল মানাযিল) নামক স্থানে পৌঁছার পর কিছুটা স্বস্তি পেলাম। উপরের দিকে মাথা তুলে

২৫১. ইবনু হিশাম ১/৪২০; আল-বিদায়াহ ৩/১৩৪।

দেখলাম এক খণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া করে আছে। অতঃপর ভালভাবে লক্ষ্য করলে সেখানে জিবরীলকে দেখলাম। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, আপনি আপনার কওমের নিকটে যে দাওয়াত দিয়েছেন এবং জবাবে তারা যা বলেছে, মহান আল্লাহ সবই শুনেছেন। এক্ষণে তিনি আপনার নিকটে 'মালাকুল জিবাল' (পাহাড় সমূহের নিয়ন্ত্রক) ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। ঐ লোকদের ব্যাপারে তাকে আপনি যা খুশী নির্দেশ দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর মালাকুল জিবাল আমাকে সালাম দিল এবং বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ আপনার কওমের কথা শুনেছেন। আমি 'মালাকুল জিবাল'। আপনার পালনকর্তা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যাতে আপনি আমাকে যা খুশী নির্দেশ দিতে পারেন। আপনি চাইলে আমি 'আখশাবাইন' (মক্কার আবু কুবায়েস ও কু'আইক্বা'আন) পাহাড় দু'টিকে তাদের উপর চাপিয়ে দিব। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের ঔরসে এমন সন্তান জন্ম দিবেন, যারা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না'।[২৫২]

উপরোক্ত হাদীছটি ব্যতীত ত্বায়েফ সফর সম্পর্কে কোন কিছুই ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। তবে সেখানে যে তিনি মর্মান্তিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, সে বিষয়ে উপরোক্ত হাদীছটিই যথেষ্ট। এজন্য কোন দুর্বল বর্ণনার প্রয়োজন নেই।[২৫৩]

---

২৫২. মুসলিম হা/১৭৯৫; বুখারী হা/৩২৩১; মিশকাত হা/৫৮৪৮ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ৪ অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৫৯৮। উপরোক্ত হাদীছে اِبْنُ عَبْدِ يَالِيلَ এসেছে। কিন্তু জীবনীকারগণ عَبْدُ يَالِيلَ বলেছেন। তারা 'আব্দু কুলাল-কে 'আব্দু ইয়ালীল-এর ভাই বলেছেন, পিতা নন'। যার সঙ্গে রাসূল (ছাঃ) কথা বলেছিলেন, তার নাম ছিল 'আব্দু ইয়ালীল এবং তার পুত্রের নাম ছিল কিনানাহ। কেউ বলেছেন, মাসঊদ। কিনানাহ ইবনু 'আব্দে ইয়ালীল ছিলেন ত্বায়েফের ছাক্বীফদের জ্যেষ্ঠ নেতাদের অন্যতম' *(ফাৎহুল বারী হা/৩২৩১-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

২৫৩. প্রসিদ্ধ আছে যে, (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাগানে প্রবেশ করে আঙ্গুর গাছের ছায়া তলে বসে পড়লেন। এই সময় ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহ নিয়ে ব্যাকুল মনে আল্লাহ্র নিকটে তিনি যে দো'আ করেছিলেন, তা 'মযলূমের দো'আ' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। যদিও এটির সনদ যঈফ। দো'আটি ছিল নিম্নরূপ :

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلاَ أُبَالِيْ، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِيْ، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سُخْطُكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ-

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে আমার শক্তির দুর্বলতা, কৌশলের স্বল্পতা ও মানুষের নিকটে অপদস্থ হওয়ার অভিযোগ পেশ করছি- হে দয়ালুগণের সেরা! তুমি দুর্বলদের প্রতিপালক! আর তুমিই আমার একমাত্র পালনকর্তা। কাদের কাছে তুমি আমাকে সোপর্দ করেছ? তুমি কি আমাকে এমন দূর অনাত্মীয়ের কাছে পাঠিয়েছ যে আমাকে কষ্ট দেয়? অথবা এমন শত্রুর কাছে যাকে তুমি আমার কাজের মালিক বানিয়ে দিয়েছ? যদি আমার উপরে তোমার কোন ক্রোধ না থাকে, তাহ'লে আমি কোন কিছুরই পরোয়া করি না। কিন্তু তোমার মার্জনা আমার জন্য অনেক প্রশস্ত। আমি তোমার চেহারার জ্যোতির আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যার কারণে অন্ধকার সমূহ আলোকিত হয়ে যায় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কর্মসমূহ সুন্দর হয়- এই বিষয় হ'তে যেন আমার উপরে তুমি তোমার গযব নাযিল না কর অথবা আমার উপর তোমার ক্রোধ

জিনদের ইসলাম গ্রহণ (إسلام الجن) :

ত্বায়েফ থেকে ফেরার পথে জিনেরা কুরআন শুনে ইসলাম কবুল করে। জিনেরা দু'বার রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ১০ম নববী বর্ষে ত্বায়েফ সফর থেকে ফেরার পথে তিনি ওকায বাজারের দিকে যাত্রাকালে নাখলা উপত্যকায় ফজরের ছালাতে কুরআন পাঠ করছিলেন। তখন জিনেরা সেই কুরআন শুনে ইসলাম কবুল করল এবং তাদের জাতির কাছে ফিরে এসে বলল, হে আমাদের জাতি! إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا 'আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না' *(জিন ৭২/১-২)*।[২৫৪]

আপতিত না হয়। কেবল তোমারই সন্তুষ্টি কামনা করব, যতক্ষণ না তুমি খুশী হও। নেই কোন শক্তি, নেই কোন ক্ষমতা তুমি ব্যতীত' *(ইবনু হিশাম ১/৪২০; ত্বাবারাণী, যঈফুল জামে' হা/১১৮২; যঈফাহ হা/২৯৩৩)*।

(২) আঙ্গুর বাগিচার মালিক ওৎবা ও শায়বা যখন দূর থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর এ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখলেন, তখন তারা দয়াপরবশ হয়ে তাদের খ্রিষ্টান গোলাম 'আদ্দাস' (عَدَّاس)-এর মাধ্যমে এক গোছা আঙ্গুর পাঠিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বিসমিল্লাহ' বলে তা হাতে নিয়ে খেতে আরম্ভ করলেন। বিস্মিত হয়ে আদ্দাস বলে উঠল, এ ধরনের কথা তো এ অঞ্চলের লোকদের মুখে কখনো শুনিনি'? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কোন দেশের লোক? তোমার ধর্ম কি? সে বলল, আমি একজন খ্রিষ্টান। আমি 'নীনাওয়া' (نينوى)-এর বাসিন্দা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'সৎকর্মশীল ব্যক্তি ইউনুস বিন মাত্তা (مِنْ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسَ بْنِ مَتَّى؟)-এর এলাকার লোক'? লোকটি আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনি ইউনুস বিন মাত্তা-কে কিভাবে চিনলেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ذَاكَ أَخِي، كَانَ نَبِيًّا وَأَنَا نَبِيٌّ 'তিনি আমার ভাই। তিনি নবী ছিলেন এবং আমিও নবী'। একথা শুনে আদ্দাস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে ঝুঁকে পড়ে তাঁর মাথা, হাত ও পায়ে চুমু খেল।

দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে উৎবা ও শায়বা দু'ভাই একে অপরকে বলতে লাগল, দেখছি শেষ পর্যন্ত লোকটা আমাদের ক্রীতদাসকেও বিগড়ে দিল। ক্রীতদাসটি ফিরে এসে তার মনিবকে বলল, يَا سَيِّدِي مَا فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، لَقَدْ أَخْبَرَنِي بِأَمْرٍ مَا يَعْلَمُهُ إِلاَّ نَبِيٌّ– 'হে মনিব! পৃথিবীতে এই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কেউ নেই'। তিনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে খবর দিয়েছেন, যা নবী ব্যতীত কেউ জানে না'। তারা বলল, وَيْحَكَ يَا عَدَّاسُ، لاَ يَصْرِفَنَّكَ عَنْ دِينِكَ، فَإِنَّ دِينَكَ خَيْرٌ مِنْ دِينِهِ– 'সাবধান আদ্দাস! লোকটি যেন তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে ফিরিয়ে নিতে না পারে। কেননা তোমার দ্বীন তার দ্বীন অপেক্ষা উত্তম' *(ইবনু হিশাম ১/৪২১)* বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৪১৯)*। শায়খ আলবানী বলেন, ত্বায়েফের ঘটনা হিসাবে প্রসিদ্ধ অত্র বর্ণনাগুলির মধ্যে নেতাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য 'তোমরা যে ব্যবহার করেছ, তা গোপন রেখ' *(ইবনু হিশাম ১/৪১৯)*, অতঃপর আঙ্গুর বাগিচায় গিয়ে আল্লাহ্র নিকট অভিযোগ পেশ করে দো'আ করা' *(৪২০ পৃঃ)* ইত্যাদি বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়' *(যঈফাহ হা/২৯৩৩; মা শা-'আ ৬৫ পৃঃ)*। আকরাম যিয়া উমারী বলেন, সীরাতে ইবনু হিশামে (১/৪১৯-২২) মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী বর্ণিত ত্বায়েফের ঘটনা সমূহ ছহীহ সনদে বর্ণিত। কিন্তু তা 'মুরসাল'। আর মুহাম্মাদ আল-কুরাযী হ'লেন ত্বায়েফের ঘটনা সমূহ বর্ণনার প্রধান উৎস' *(সীরাহ ছহীহাহ ১/১৮৫ টীকা-৪)*।

২৫৪. ইবনু হিশাম ১/৪২১-২২; বুখারী ফাৎহসহ হা/৪৯২১; মুসলিম হা/৪৪৯।

দ্বিতীয় বারের বিষয়ে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'আমরা সবাই মক্কার বাইরে রাত্রিকালে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। কিন্তু এক সময় তিনি হারিয়ে গেলেন। আমরা ভয় পেলাম তাঁকে জিনে উড়িয়ে নিয়ে গেল, নাকি কেউ অপহরণ করল। আমরা চারদিকে খুঁজতে থাকলাম। কিন্তু না পেয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় রাত কাটালাম। রাতটি ছিল আমাদের জন্য খুবই 'মন্দ রাত্রি' (شَرُّ لَيْلَة)। সকালে তাঁকে আমরা হেরা পাহাড়ের দিক থেকে আসতে দেখলাম। অতঃপর তিনি আমাদের বললেন, জিনদের একজন প্রতিনিধি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি গিয়ে তাদেরকে কুরআন শুনালাম'। অতঃপর তিনি আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে গেলেন এবং জিনদের নমুনা ও তাদের আগুনের চিহ্নসমূহ দেখালেন। অতঃপর বললেন, তোমরা শুকনা হাড্ডি ও গোবর ইস্তিঞ্জাকালে ব্যবহার করো না। এগুলি তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য' *(মুসলিম হা/৪৫০)*। উল্লেখ্য যে, ইবনু মাসঊদ কর্তৃক আবুদাঊদে বর্ণিত হাদীছে কয়লার কথাও বলা হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৩৯)*।

ত্বায়েফ সফরের ঘটনাবলীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করলেন এবং সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে পুনরায় পথ চলতে শুরু করলেন। অতঃপর 'নাখলা' উপত্যকায় পৌঁছে সেখানকার জনপদে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। এখানেই জিনদের প্রথম ইসলাম গ্রহণের ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। যা সূরা আহক্বাফ ২৯, ৩০ ও ৩১ আয়াতে এবং সূরা জিন ১-১৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তবে জিনদের কুরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের কথা তিনি তখনই জানতে পারেননি। বরং পরে সূরা জিন নাযিলের পর জানতে পারেন। অতঃপর সূরা আহক্বাফ ৩২ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তাকে নিশ্চিত করেছিলেন যে, কোন শক্তিই তার দাওয়াতকে বন্ধ করতে পারবে না। যেখানে আল্লাহ বলেন, وَمَن لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِه أَوْلِيَاءَ أُوْلَئِكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয় না, সে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাজিত করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত সে কাউকে সাহায্যকারীও পাবে না। বস্তুতঃ তারাই হ'ল স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত' *(আহক্বাফ ৪৬/৩২)*। এতে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মনের মধ্যে আরও শক্তি অনুভব করেন।

নাখলা উপত্যকায় ফজরের ছালাতে রাসূল (ছাঃ)-এর কুরআন পাঠ শুনে নাছীবাইন (نصيبين) এলাকার নেতৃস্থানীয় জিনদের ৭ বা ৯জনের অনুসন্ধানী দলটি তাদের সম্প্রদায়ের নিকটে গিয়ে যে রিপোর্ট দেয়, সেখানে বক্তব্যের শুরুতে তারা কুরআনের অলৌকিকত্বের কথা বলে। যেমন إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً- يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً- 'আমরা বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি'। 'যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। অতঃপর আমরা তার উপরে ঈমান এনেছি এবং আমরা আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে কখনোই শরীক করব না' *(জিন ৭২/১-২)*। অতঃপর তারা বলে, وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَّنْ

نُّعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا– 'আমরা নিশ্চিত যে, পৃথিবীতে আমরা আল্লাহকে পরাজিত করতে পারব না এবং তাঁর থেকে পালিয়েও বাঁচতে পারব না' *(জিন ৭২/১২)*। সুহায়লী তাফসীরবিদগণের বরাতে বলেন, এই জিনগুলি ইহূদী ছিল। অতঃপর মুসলমান হয়'। এদের বক্তব্য এসেছে সূরা আহক্বাফ ২৯, ৩০ ও ৩১ আয়াতে'।[২৫৫]

উপরোক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) জিন ও ইনসানের নবী ছিলেন। বরং তিনি সকল সৃষ্ট জীবের নবী ছিলেন। যেমন তিনি বলেন, وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ– 'আমি সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে দিয়ে নবীদের সিলসিলা সমাপ্ত করা হয়েছে'।[২৫৬] অন্য হাদীছে সূরা সাবা ২৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ 'অতঃপর আল্লাহ তাকে জিন ও ইনসানের প্রতি প্রেরণ করেছেন'।[২৫৭]

মক্কায় প্রত্যাবর্তন (الرجوع إلى مكة من الطائف) :

ক্বারনুল মানাযিলে মালাকুল জিবালের আগমন ও তার বক্তব্যে রাসূল (ছাঃ)-এর মন থেকে ত্বায়েফের সকল দুঃখ-বেদনা মুছে যায়। তিনি পুনরায় মক্কায় ফিরে গিয়ে পূর্ণোদ্যমে দাওয়াতের কাজ শুরু করার সংকল্প করলেন। তখন যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ) বললেন, كَيْفَ تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَقَدْ أَخْرَجُوكَ؟ 'যে মক্কাবাসীরা আপনাকে বের করে দিয়েছে, সেখানে আপনি কিভাবে প্রবেশ করবেন? জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, يَا زَيْدُ إِنَّ اللهَ جَاعِلٌ لِمَا تَرَى فَرَجًا وَمَخْرَجًا وَإِنَّ اللهَ نَاصِرٌ دِينَهُ وَمُظْهِرٌ نَبِيَّهُ– 'হে যায়েদ! তুমি যে অবস্থা দেখছ, নিশ্চয়ই আল্লাহ এ থেকে পরিত্রাণের একটা পথ বের করে দেবেন এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তার দ্বীনকে সাহায্য করবেন ও তার নবীকে বিজয়ী করবেন'।[২৫৮]

কুরায়েশদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ত্বায়েফের ছাক্বীফ গোত্রের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা ও সেখানে দাওয়াতের নতুন কেন্দ্র স্থাপনের আশা নিয়ে রাসূল (ছাঃ) এ সফর করেছিলেন। কিন্তু তারা সে দাওয়াত কবুল করেনি। বরং সেখান থেকে চরম নির্যাতিত হয়ে তাঁকে ফিরতে হয়।

ত্বায়েফের দিনকে সর্বাধিক দুঃখময় দিন বলার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, ওহোদের ঘটনায় দান্দান মুবারক শহীদ হ'লেও সেদিন তাঁর সাথী মুজাহিদ ছিলেন অনেক, যারা তাঁর দাওয়াত চালিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু ওহোদের ঘটনার প্রায় ছয় বছর পূর্বে

---

২৫৫. কুরতুবী, তাফসীর সূরা আহক্বাফ ২৯, হা/৫৫০৪-০৫; ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত; মুসলিম হা/৪৪৯; ইবনু হিশাম ১/৪২২; আর-রউযুল উনুফ ১/৩৫৪।

২৫৬. মুসলিম হা/৫২৩; মিশকাত হা/৫৭৪৮ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।

২৫৭. দারেমী হা/৪৬; মিশকাত হা/৫৭৭৩ সনদ ছহীহ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।

২৫৮. আর-রাহীক্ব ১২৮ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/৩০; ইবনু সা'দ ১/১৬৫।

ত্বায়েফের সেই মর্মান্তিক ঘটনার দিন তাঁর সাথী কেউ ছিল না যায়েদ বিন হারেছাহ ব্যতীত। অতএব ত্বায়েফের ঘটনা ওহোদের ঘটনার চাইতে নিঃসন্দেহে অধিক কষ্টদায়ক ও অধিক হৃদয় বিদারক ছিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাখলা উপত্যকা হ'তে মক্কাভিমুখে রওয়ানা করে হেরা গুহার পাদদেশে পৌঁছে মক্কায় প্রবেশের জন্য কিছু হিতাকাংখীর নিকটে খবর পাঠালেন। কিন্তু কেউ ঝুঁকি নিতে চায়নি। অবশেষে মুত্ব'ইম বিন 'আদী রাযী হন এবং তার সম্মতিক্রমে যায়েদ বিন হারেছাহকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় এসে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন ও হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করেন। অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। এ সময় মুত্ব'ইম ও তার পুত্র এবং কওমের লোকেরা সশস্ত্র অবস্থায় তাঁকে পাহারা দেন এবং পরে তাঁকে বাড়ীতে পৌঁছে দেন। আবু জাহল মুত্ব'ইমকে প্রশ্ন করেন أَمُجِيرٌ أَوْ تَابِعٌ؟ 'আশ্রয়দাতা না অনুসারী'? মুত্ব'ইম জবাবে বলেন, بَلْ مُجِيرٌ 'বরং আশ্রয়দাতা'। তখন আবু জাহল বলেন, قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ 'আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম, যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ'। মূলতঃ এটি ছিল বংশীয় টান মাত্র। এভাবে মাসাধিককালের কষ্টকর সফর শেষে ১০ম নববী বর্ষের যুলক্বা'দাহ মোতাবেক ৬১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথম দিকে তিনি মক্কায় ফিরে এলেন'।[২৫৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুত্ব'ইম বিন 'আদীর এই সৌজন্যের কথা কখনো ভুলেননি। এই ঘটনার প্রায় পাঁচ বছর পর সংঘটিত বদরের যুদ্ধে বন্দী কাফেরদের মুক্তির ব্যাপারে তিনি বলেন, لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِىٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِى فِى هَؤُلاَءِ النَّتْنَى، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ 'যদি মুত্ব'ইম বিন 'আদী বেঁচে থাকত এবং এইসব দুর্গন্ধময় মানুষগুলোর জন্য সুফারিশ করত, তাহ'লে তার খাতিরে আমি এদের সবাইকে ছেড়ে দিতাম'।[২৬০] মুত্ব'ইম বিন 'আদী ৯০-এর অধিক বয়সে বদর যুদ্ধের পূর্বে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন *(সিয়ারু আ'লাম ৩/৯৮)*।

ত্বায়েফ সফরের ফলাফল (ثمرة سفر الطائف) :

(১) ত্বায়েফের এই সফরের ফলে মক্কার বাইরে প্রথম ইসলামের দাওয়াত প্রসারিত হয়।

(২) প্রায় ৬০ মাইলের এই দীর্ঘ পথে যাতায়াতকালে পথিমধ্যেকার জনপদ সমূহে দাওয়াত পৌঁছানো হয়। এতে নেতারা দাওয়াত কবুল না করলেও গরীব ও মযলূম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাড়া জাগে। ত্বায়েফের আঙ্গুর বাগিচার মালিকের ক্রীতদাস 'আদ্দাস-এর ব্যাকুল অভিব্যক্তি ভবিষ্যৎ সমাজ বিপ্লবের অন্তর্দাহ ছিল বৈ কি!

(৩) এই সফরে কোন বাহ্যিক ফলাফল দেখা না গেলেও মালাকুল জিবাল-এর আগমন এবং সফর শেষে মুত্ব'ইম বিন 'আদীর সহযোগিতায় নির্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশ ও সেখানে

---

২৫৯. আর-রাহীক্ব ১২৯-৩০ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/৩০; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/১৩৭।
২৬০. বুখারী হা/৩১৩৯; মিশকাত হা/৩৯৬৫; 'জিহাদ' অধ্যায় 'বন্দীদের হুকুম' অনুচ্ছেদ-৫।

নিরাপদ অবস্থানের ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যে এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় যে, আল্লাহ তাঁর এই দাওয়াতকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন। ফলে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহ লাভ করেন।

অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর এ সফর ব্যর্থ হয়নি। বরং ভবিষ্যৎ বিজয়ের পথ সুগম করে।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -১৫ (١٥– العبر) :

(১) যতবড় বিপদ আসুক তাতে ধৈর্য ধারণ করা এবং বাস্তবতার মুকাবিলা করা সংস্কারকের প্রধান কর্তব্য। কাছাকাছি সময়ে আবু তালেব ও খাদীজাকে পরপর হারিয়ে হত-বিহ্বল রাসূলকে স্বীয় কর্তব্যে অবিচল থাকার মধ্যে আমরা সেই শিক্ষা পাই।

(২) ইসলামের প্রসার ও নিরাপত্তার জন্য তাওহীদকে অক্ষুণ্ন রেখে সম্ভাব্য সকল দুনিয়াবী উৎসের সন্ধান করা ও তার সাহায্য নেওয়া সিদ্ধ। ত্বায়েফবাসীদের নিকটে সাহায্যের জন্য গমনের মধ্যে সে বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে।

(৩) কঠিন বিপদে অসহায় অবস্থায় কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই সাহায্য চাইতে হবে- এ বিষয়ে শিক্ষা রয়েছে তায়েফ থেকে ফেরার পথে রাসূল (ছাঃ)-এর সেই প্রসিদ্ধ দো‘আর মধ্যে।

(৪) বিরোধী পক্ষকে সবংশে নির্মূল করে দেবার মত শক্তি হাতে পেলেও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের হেদায়াতের আশায় সংস্কারক ব্যক্তি তা থেকে বিরত থাকেন। মালাকুল জিবালের আবেদনে সাড়া না দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই উদারতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। যদিও ব্যক্তিগতভাবে কোন দুশমনকে ধ্বংসের অভিশাপ দেওয়া যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উৎবা-শায়বা-আবু জাহল প্রমুখকে দিয়েছিলেন এবং তা আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে কার্যকর হয়েছিল।

(৫) আল্লাহ্র পথে সংস্কারকদের জন্য আল্লাহ্র গায়েবী মদদ হয়, তার বাস্তব প্রমাণ রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে দেখা গেছে তায়েফ থেকে ফেরার পথে ক্বারনুল মানাযিল নামক স্থানে ফেরেশতা অবতরণের মাধ্যমে এবং মক্কায় প্রবেশকালে মুত্ব‘ইম বিন ‘আদীর সহযোগিতার মাধ্যমে।

(৬) দুনিয়াবী জৌলুস যে মানুষকে অহংকারী করে ও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত রাখে, তায়েফের নেতাদের উদ্ধত আচরণ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর দীনহীন অবস্থার প্রতি কটাক্ষ করা, অতঃপর তাঁর পিছনে ছোকরাদের লেলিয়ে দেবার ঘটনার মধ্যে তার প্রমাণ মেলে।

হজ্জের মৌসুমে পুনরায় দাওয়াত (الدعوة بعد الرجوع فى موسم الحج) :

মাসাধিক কাল ত্বায়েফ সফর শেষে দশম নববী বর্ষের যুলক্বা‘দাহ মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় ফিরে আসেন। এখান থেকে মুহাররম মাসের শেষ পর্যন্ত একটানা তিনটি হারাম মাসের সুবর্ণ সুযোগকে তিনি পুরোপুরি কাজে লাগান এবং হজ্জে আগত দূরদেশী কাফেলা সমূহের তাঁবুতে গিয়ে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন। যদিও কেউ তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেয়নি।

বহিরাগতদের ইসলাম গ্রহণ (اسلام الزائرين بمكة)

(১১ নববী বর্ষ)

এই বছর ভিন দেশের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ওমরাহ করার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন এবং শেষনবী আবির্ভাবের সংবাদ শুনে রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যারা এ সময় ইসলাম কবুল করে ধন্য হন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, ইয়াছরিবের আউস গোত্রের বিখ্যাত কবি ও উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ও ‘কামিল’ লকবধারী সুওয়াইদ বিন ছামেত, একই গোত্রের ইয়াস বিন মু‘আয, ইয়াছরিবের বিখ্যাত ‘গেফার’ গোত্রের আবু যার গেফারী, ইয়ামনের যেমাদ আযদী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ’।[২৬১] এই সকল ব্যক্তির মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব এলাকায় ইসলামের বাণী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে দলে দলে লোক ইসলাম কবুল করে।

১. সুওয়াইদ বিন ছামেত (سُوَيْدُ بْنُ الصَّامِت) **:** ১১ নববী বর্ষে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন এবং ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু ফিরে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি নিহত হন। সেকারণ তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করলেও ইবনু হাজার বলেন, যদি তাদের বক্তব্য সঠিক হ’ত, তবে তাঁকে ছাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হ’ত না *(আল-ইছাবাহ, ক্রমিক ৩৮২২)*।

২. ইয়াস বিন মু‘আয (إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ) **:** ইনি আবুল জালীস আনাস বিন রাফে‘ এবং বনু আব্দিল আশহালের কতিপয় যুবকের সাথে মক্কায় আসেন। আউস গোত্রের এ দলটি আগমনের উদ্দেশ্য ছিল খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে কুরায়েশদের মিত্রতা ও সহায়তা লাভ করা। তাদের আগমনের খবর পেয়ে রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকট গিয়ে বললেন, আপনারা যে উদ্দেশ্যে এসেছেন তার চাইতে উত্তম বস্তু গ্রহণ করবেন কি? তারা বলল, সেটা কি? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে তার বান্দাদের নিকটে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে, আমি যেন তাদেরকে দাওয়াত দেই এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। তিনি আমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর তিনি তাদের নিকট ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করে শুনালেন’। এসময় যুবক ইয়াস বিন মু‘আয বলে উঠলেন, হে আমার সাথীরা! আল্লাহ্র কসম আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি এটাতো তার চেয়ে অনেক উত্তম। তখন আনাস বিন রাফে‘ এক মুষ্টি কংকর নিয়ে ইয়াসের মুখে মারল। তারপর রাসূল (ছাঃ) উঠে গেলেন এবং তারা ইয়াছরিবে ফিরে গেল। এর কিছুদিন পর

---

২৬১. আর-রাহীক্ব ১৩১-৩৪ পৃঃ। এসময় দাউস গোত্রের নেতা ও কবি তুফায়েল বিন ‘আমর দাউসী ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি প্রসিদ্ধ রয়েছে *(ইবনু হিশাম ১/৩৮২-৮৫, আর-রাহীক্ব ১৩১ পৃঃ)*। বর্ণনাটি যঈফ *(ঐ, তা‘লীক্ব ৯৩ পৃঃ)*।

ইয়াস মৃত্যুবরণ করেন। রাবী বলেন, মৃত্যুর সময় তিনি তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদে রত ছিলেন। সেকারণ ইসলামের উপর তার মৃত্যু হয়েছিল বলে অনেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন' *(আহমাদ হা/২৩৬৬৮, সনদ হাসান)*।

৩. আবূ যর গিফারী (أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِىُّ) **:** তাঁর ইসলাম কবুলের ঘটনা তাঁর যবানীতেই জানা যায়। তিনি বলেন, আমরা জানতে পারলাম যে, মক্কায় এক ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন। আমি আমার ভাইকে বললাম, তুমি মক্কায় গিয়ে ঐ ব্যক্তির সাথে কথা বলে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়ে এস। সে রওয়ানা হয়ে গেল এবং মক্কায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে আসল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর নিয়ে এলে? সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এমন একজন ব্যক্তিকে দেখেছি যিনি সৎকাজের আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন। আমি বললাম, তোমার খবরে আমি সন্তুষ্ট হ'তে পারলাম না। অতঃপর আমি একটি ছড়ি ও এক থলি খাবার নিয়ে মক্কায় রওয়ানা হ'লাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি তাকে চিনতেও পারলাম না বা কারু কাছে তার কথা জিজ্ঞেস করাও সমীচীন মনে করলাম না। তাই আমি যমযমের পানি পান করে মসজিদে থাকতে লাগলাম।

একদিন সন্ধ্যায় আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়ে গমনকালে আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, মনে হয় লোকটি বিদেশী। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলুন। তখন আমি তার সাথে তার বাড়িতে চললাম। পথে তিনি আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেননি। আমিও ইচ্ছা করে কিছু বলিনি। অতঃপর তাঁর বাড়িতে রাত্রি যাপন করে ভোরবেলায় আবার মসজিদে এলাম ঐ ব্যক্তির খোঁজ নেওয়ার জন্য। কিন্তু ওখানে এমন কোন লোক ছিল না যে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলবে। তিনি বলেন, ঐদিনও আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়ে চলার সময় বললেন, এখনো কি লোকটি তার গন্তব্যস্থল ঠিক করতে পারেনি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে চলুন। পথিমধ্যে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন তো আপনার উদ্দেশ্য কি? কিজন্য এ শহরে এসেছেন? আমি বললাম, যদি আপনি আমার বিষয়টি গোপন রাখার আশ্বাস দেন, তাহ'লে তা আপনাকে বলতে পারি। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি গোপন রাখব। আমি বললাম, আমরা জানতে পেরেছি যে, এখানে একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য আমার ভাইকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে ফিরে গিয়ে আমাকে সন্তোষজনক কিছু বলতে পারেনি। তাই নিজে দেখা করার ইচ্ছা নিয়ে এখানে এসেছি। আলী (রাঃ) বললেন, আপনি সঠিক পথপ্রদর্শক পেয়েছেন। আমি এখনই তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হচ্ছি। আপনি আমাকে অনুসরণ করুন এবং আমি যে গৃহে প্রবেশ করব আপনিও সে গৃহে প্রবেশ করবেন। রাস্তায় যদি আপনার জন্য বিপজ্জনক কোন লোক দেখতে পাই, তাহ'লে আমি জুতা ঠিক করার অজুহাতে দেয়ালের পার্শ্বে সরে দাঁড়াব, যেন আমি জুতা ঠিক করছি। আর আপনি চলতেই থাকবেন। অতঃপর আলী (রাঃ) পথ চলতে শুরু করলেন। আমিও

তাঁর অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। তিনি নবী (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলে আমিও তাঁর পিছে পিছে প্রবেশ করলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন। তিনি পেশ করলেন। ফলে আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম কবুল করলাম।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আবূ যর! এখনকার মত তোমার ইসলাম গোপন রেখে দেশে ফিরে যাও। অতঃপর যখন আমাদের বিজয়ের খবর জানতে পারবে তখন এসো। আমি বললাম, যে আল্লাহ আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আমি কাফির-মুশরিকদের সামনে উচ্চৈঃস্বরে তাওহীদের বাণী ঘোষণা করব'।

রাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ কথা বলে তিনি মাসজিদুল হারামে গমন করলেন। কুরাইশের লোকজন সেখানে উপস্থিত ছিল। তিনি বললেন, হে কুরায়েশগণ! আমি নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'। এ কথা শুনেই কুরায়েশরা বলে উঠল, ধর এই 'ছাবেঈ' (ধর্মত্যাগী)-টাকে। তারা আমার দিকে তেড়ে এল এবং আমাকে এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করতে লাগল, যেন আমি মরে যাই। তখন আব্বাস (রাঃ) আমার নিকট পৌঁছে আমাকে ঘিরে রাখলেন এবং কুরায়েশদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের ধ্বংস হৌক! তোমরা গিফার গোত্রের লোককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ? অথচ তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাফেলা গিফার গোত্রের নিকট দিয়ে যাতায়াত করে থাকে? এ কথা শুনে তারা আমার থেকে সটকে পড়ল। পরদিন ভোরে কা'বাগৃহে উপস্থিত হয়ে আগের দিনের মতই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা দিলাম। কুরায়েশরা গতকালের মত আজও আমাকে মারধর করল। এ দিনও আব্বাস (রাঃ) এসে আমাকে রক্ষা করলেন এবং কুরায়েশদের উদ্দেশ্যে গতকালের মত বক্তব্য রাখলেন। রাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটাই ছিল আবূ যর গেফারী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রথম ঘটনা'।[২৬২] পরবর্তীতে বদর ও ওহোদ যুদ্ধ শেষে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং মদীনায় থেকে যান *(ইবনু সা'দ ৪/১৬৮)*। তিনি আছহাবে ছুফফাহ্র অন্তর্ভুক্ত হন *(সীরাহ ছহীহাহ ১/২৬০)*।

৪. যেমাদ আযদী (ضِمَادُ الْأَزْدِيُّ) : ইয়ামনের অধিবাসী যেমাদ আযদী ছিলেন ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে জিন ছাড়ানো চিকিৎসক। মক্কাবাসীদের নিকট সবকিছু শুনে তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে জিনে ধরা রোগী মনে করে তাঁর কাছে আসেন এবং বলেন, يَا مُحَمَّدُ إِنِّى أَرْقِى مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ وَإِنَّ اللهَ يَشْفِى عَلَى يَدِى مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَكَ؟ 'হে মুহাম্মাদ! আমি এই ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকি। আল্লাহ আমার হাতে যাকে ইচ্ছা আরোগ্য দান করে থাকেন। অতএব আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি?' জবাবে

২৬২. বুখারী হা/৩৫২২ 'মানাক্বিব' অধ্যায়, 'আবূ যর গিফারীর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী' অনুচ্ছেদ-১১; মুসলিম হা/২৪৭৩-৭৪।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে শুনিয়ে দেন খুৎবাতুল হাজতের সেই অমৃত বাণী সমূহ- যা প্রতিটি খুৎবা ও বক্তৃতার সূচনায় আবৃত্তি করা পরবর্তীতে সুন্নাতে পরিণত হয়। বক্তব্যটি ছিল নিম্নরূপ :

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ:

‘নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি ও তাঁর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়াতকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল’।

যেমাদ কথাগুলি শুনে গদগদ চিত্তে রাসূল (ছাঃ)-কে বারবার কথাগুলি বলতে অনুরোধ করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কথাগুলি তিনবার বলেন। অতঃপর যেমাদ বলে উঠলেন, لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلاَءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلاَمِ فَبَايَعَهُ– ‘আমি জ্যোতিষীদের, জাদুকরদের ও কবিদের কথা শুনেছি। কিন্তু আপনার উক্ত কথাগুলির মত কারুর কাছে শুনিনি। এগুলি সমুদ্রের গভীরে পৌঁছে গেছে। আপনি হাত বাড়িয়ে দিন! আমি আপনার নিকটে ইসলামের উপরে বায়‘আত করব’। অতঃপর তিনি বায়‘আত করেন।[২৬৩]

---

২৬৩. মুসলিম হা/৮৬৮; মিশকাত হা/৫৮৬০ ‘নবুঅতের নিদর্শন সমূহ’ অনুচ্ছেদ। নববী বলেন, মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে نَاعُوسَ الْبَحْرِ এর বদলে قَامُوسُ البحر এসেছে *(ঐ, শরহ নববী)*। অর্থ একই।

(১) এখানে ইবনু ইসহাক বিনা সনদে আর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, হাবশায় ইসলামের খবর পৌঁছার পর সেখান থেকে ২০জন বা তার কিছু কম সংখ্যক খ্রিষ্টান মক্কায় আসেন। তারা এসে রাসূল (ছাঃ)-কে মাসজিদুল হারামে পেয়ে যান। অতঃপর তারা তাঁর সঙ্গে কথা বলেন ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন। এ সময় কুরায়েশ-এর একদল লোক কা‘বাগৃহের চারপাশে ছিল। খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দলটি যখন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে তাওহীদের দাওয়াত পেল এবং কুরআন শুনল, তখন তাদের চোখ দিয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হ’ল। অতঃপর তারা ঈমান আনল ও ইসলাম কবুল করল। অতঃপর তারা যখন বেরিয়ে এল তখন আবু জাহল তার দলবল নিয়ে তাদের পথ রোধ করল এবং বলল, خَيَّبَكُمْ اللهُ ‘আল্লাহ তোমাদেরকে নিরাশ করুন!’ তোমাদের লোকেরা তোমাদেরকে পাঠিয়েছে এই লোকটির খবরাখবর নিয়ে তাদেরকে জানানোর জন্য। অথচ তোমরা তোমাদের দ্বীন পরিত্যাগ করলে এবং এই ব্যক্তির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলে। তোমাদের চাইতে কোন আহাম্মক কাফেলা আমরা দেখিনি’ (مَا نَعْلَمُ رَكْبًا أَحْمَقَ مِنْكُمْ)। জবাবে তারা বললেন, আপনাদের উপরে সালাম। আমরা আপনাদেরকে জাহিল বলছি না। আমাদের বিষয়টি আমাদের এবং আপনাদের বিষয়টি আপনাদের। আমরা আমাদের কোন কল্যাণ লাভ থেকে বিরত হব না’ *(ইবনু হিশাম ১/৩৯১-৯২)*। খবরটি যঈফ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৩৭৬)*।

(২) ইবনু ইসহাক এখানে আর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা খুবই প্রসিদ্ধ। যেমন রুকানাহ বিন ‘আব্দে ইয়াযীদ বিন হাশেম বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব ছিলেন মক্কার একজন প্রসিদ্ধ বীর, যাকে কেউ কখনো কুস্তিতে

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ (زواج مع عائشة) :

একাদশ নববী বর্ষের শাওয়াল মাসে অর্থাৎ হযরত সওদা বিনতে যাম‘আর সাথে বিয়ের ঠিক এক বছরের মাথায় ওছমান বিন মায‘ঊন (রাঃ)-এর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ)-এর প্রস্তাবক্রমে হযরত আবুবকরের নাবালিকা কন্যা আয়েশাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহ করেন।[২৬৪] বিয়ের তিন বছর পরে সাবালিকা হ'লে নয় বছর বয়সে মদীনায় ১ম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে তিনি নবীগৃহে গমন করেন।[২৬৫]

সংশয় নিরসন (إزالة الشك عن عمر عائشة عند النكاح) :

আয়েশা (রাঃ)-এর বিবাহের সময়কার বয়স নিয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, ‘আরব দেশের ইতিহাসে ও সাহিত্যে এরূপ কোন ঘটনার কথা জানা যায় না। আরব দেশের কোন মেয়েই নয় বছর বয়সে সাবালিকা হয় না। সুতরাং নবীজী সম্বন্ধে এরূপ বলা মানে তাঁর চরিত্র হনন করা’। বস্ত্ততঃ তাঁদের এই দাবী অনৈতিহাসিক ও অযৌক্তিক বটে। কেননা এটাই স্বাভাবিক যে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মেয়েরা শীত প্রধান দেশের তুলনায় আগেই সাবালিকা হয়। তারা রাবী হিশাম বিন উরওয়া বিন যুবায়ের সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। উরওয়া ছিলেন আয়েশা (রাঃ)-এর বোন আসমা (রাঃ)-এর পুত্র এবং খ্যাতনামা ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর ছোট ভাই। খালা হওয়ার সুবাদে আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কিত বহু বর্ণনা আমরা তাঁর মাধ্যমে পেয়েছি। অত্র বর্ণনায় সন্দেহ প্রকাশ করলে তাঁর অন্যান্য বর্ণনাও বাদ দিতে হবে। অথচ ইমাম বুখারী সহ কোন মুহাদ্দিছই এরূপ বলেননি। বরং উক্ত বিষয়ে ইমাম বুখারী বর্ণিত হাদীছটির ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, খাদীজার মৃত্যুর পর রাসূল (ছাঃ) আয়েশাকে বিবাহ করেন। যখন তাঁর বয়স ছিল ৬ বছর। অতঃপর তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন মদীনায় আসার পর। যখন তাঁর বয়স ছিল ৯ বছর। আর এই বর্ণনায় কোনরূপ সন্দেহ নেই (وَهَذَا السِّيَاقُ لاَ إِشْكَالَ فِيهِ)।[২৬৬] অতএব কষ্ট কল্পনা বাদ দিয়ে ছহীহ হাদীছ সমূহের উপরে বিশ্বাস রাখাই মুমিনের কর্তব্য।

হারাতে পারত না। একদিন মক্কার কোন গলিপথে নিরিবিলি সাক্ষাৎ হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং বলেন, আমি যদি তোমাকে হারাতে পারি, তাহ'লে কি তুমি ঈমান আনবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি তাকে দু'বার হারিয়ে দেন। পরে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, এর চাইতে বিস্ময়কর বস্ত্ত আমি তোমাকে দেখাতে পারি, যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। অতঃপর তিনি নিকটবর্তী একটি বৃক্ষকে আহ্বান করলেন। তখন বৃক্ষটি তাঁর নিকটে এল। অতঃপর তাঁর হুকুমে বৃক্ষটি তার আগের স্থানে ফিরে গেল। এটি দেখে রুকানাহ তার কওমের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, হে বনু ‘আব্দে মানাফ! তোমাদের এই লোকটির মাধ্যমে তোমরা সারা বিশ্ববাসীকে জাদু করতে পারবে। আল্লাহর কসম! এই ব্যক্তির চাইতে বড় জাদুকর আমি কাউকে দেখিনি' *(ইবনু হিশাম ১/৩৯০-৯১)*। বর্ণনাটির সনদ যঈফ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৩৭৫)*।

২৬৪. আহমাদ হা/২৫৮১০; হাকেম হা/২৭০৪, সনদ হাসান।

২৬৫. বুখারী হা/৩৮৯৬, মুসলিম হা/১৪২২, মিশকাত হা/৩১২৯।

২৬৬. বিস্তারিত দ্রঃ ফাৎহুল বারী হা/৩৮৯৬-এর আলোচনা।

আক্বাবাহ্র বায়‘আত (بيعة العقبة)

১ম বায়‘আত (البيعة الأولى) যিলহাজ্জ ১১ নববী বর্ষ : ৬জন ইয়াছরেবী যুবকের ইসলাম গ্রহণ)

একাদশ নববী বর্ষের হজ্জের মওসুম (জুলাই ৬২০ খৃঃ)। দিনের বেলায় আবু লাহাব ও অন্যান্যদের পিছু লাগা ও পদে পদে অপদস্থ হবার ভয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির গভীরে দাওয়াতে বের হওয়ার মনস্থ করেন। সেমতে তিনি একরাতে আবুবকর ও আলীকে সাথে নিয়ে বহিরাগত বিভিন্ন হজ্জ কাফেলার লোকদের সঙ্গে তাদের তাঁবুতে বা বাইরে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন। এমন সময় তাঁরা মিনার আক্বাবাহ গিরিসংকটের আলো-আঁধারীর মধ্যে কিছু লোকের কথাবার্তা শুনে তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসায় জানতে পারলেন যে, তারা ইয়াছরিব থেকে হজ্জে এসেছেন এবং তারা ইহূদীদের মিত্র খাযরাজ গোত্রের লোক। তারা ছিলেন সংখ্যায় ছয়জন এবং সকলেই ছিলেন তরতাযা তরুণ। তারা ছিলেন ইয়াছরিবের জ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয় যুবকদের শীর্ষস্থানীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মধ্যে বসে পড়লেন। অতঃপর তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং কুরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। তারা ইতিপূর্বে ইহূদীদের নিকটে শুনেছিল যে, সত্বর আখেরী নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তারা বলত, ... যামানা নিকটবর্তী হয়েছে। এখন একজন নবী আগমন করবেন, যার সাথে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব ‘আদ ও ইরাম জাতির ন্যায়’ (অর্থাৎ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলব)। তারা এভাবেই আমাদের হুমকি দিত।[২৬৭] ফলে ইনিই যে সেই নবী, এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত হয়ে তখনই ইসলাম কবুল করল।

অতঃপর তারা বলল, দু’বছর পূর্বে সমাপ্ত বু‘আছ যুদ্ধের ফলে ইয়াছরিববাসীগণ পর্যুদস্ত হয়ে গেছে। পারস্পরিক হানাহানি ও শত্রুতার ফলে তাদের সমাজে এখন অশান্তির আগুন জ্বলছে। অতএব এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি ইয়াছরিবে হিজরত করেন, তবে তাঁর আহ্বানে সেখানে শান্তি স্থাপিত হ’তে পারে এবং আউস ও খাযরাজ উভয় দল তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে। ফলে তাঁর চাইতে অধিকতর সম্মানিত ব্যক্তি সেখানে আর কেউ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দাওয়াত শুনলেন এবং তাদেরকে ফিরে গিয়ে ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে বললেন (যাতে হিজরতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়)।

উপরোক্ত সৌভাগ্যবান ৬ জন খাযরাজী যুবনেতা ছিলেন- আব্দুল মুত্ত্বালিবের মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জার গোত্রের আস‘আদ বিন যুরারাহ (أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ)। ইনি ছিলেন

২৬৭. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ৮৯ আয়াত, সনদ হাসান; সীরাহ ছহীহাহ, সনদ হাসান ১/১২২ পৃঃ; ইবনু হিশাম ১/২১১; সনদ যঈফ, তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ২০৮।

কনিষ্ঠতম। কিন্তু ইনিই ছিলেন তাদের নেতা।[২৬৮] (২) একই গোত্রের 'আওফ বিন হারেছ বিন রেফা'আহ (عَوْفُ بْنُ الْحَارِث بْنِ رِفَاعَةَ) (৩) বনু যুরায়েক্ব গোত্রের রাফে' বিন মালেক বিন আজলান (رَافِعُ بْنُ مَالِك بْنِ الْعَجْلاَنِ) (৪) বনু সালামাহ গোত্রের কুৎবা বিন 'আমের বিন হাদীদাহ (قُطْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ حَدِيدَةَ) (৫) বনু হারাম গোত্রের ওক্ববা বিন 'আমের বিন নাবী (عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ نَابِي) (৬) বনু ওবায়েদ বিন গানাম গোত্রের জাবির বিন আব্দুল্লাহ বিন রিআব (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ رِئَابِ) *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)*।[২৬৯]

উক্ত ৬ জন তরুণের দাওয়াতেই মদীনায় হিজরতের বীজ বপন করে। যা মাত্র তিন বছরের মাথায় গিয়ে বাস্তব ফল দান করে। এটি স্রেফ ইসলাম কবুলের সাধারণ বায়'আত ছিল। এতে কোন শর্ত বা কোন বিশেষ নির্দেশনা ছিলনা বিধায় জীবনীকারগণ এটিকে বায়'আত হিসাবে গণনা করেননি। যদিও এটাই ছিল প্রথম বায়'আত এবং পরবর্তী দু'টি বায়'আতের ভিত্তি।

২য় বায়'আত (البيعة الثانية) যিলহাজ্জ ১২ নববী বর্ষ : ১২ জনের ইসলাম গ্রহণ) :

গত বছর হজ্জের মওসুমে ইসলাম কবুলকারী ৬ জন যুবকের প্রচারের ফলে পরের বছর নতুন সাত জনকে নিয়ে মোট ১২ জন ব্যক্তি হজ্জে আসেন। গতবারের জাবের বিন আব্দুল্লাহ এবার আসেননি। দ্বাদশ নববী বর্ষের যিলহজ্জ মাসের (মোতাবেক জুলাই ৬২১ খৃঃ) এক গভীর রাতে মিনার পূর্ব নির্ধারিত আক্বাবাহ নামক স্থানে তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই স্থানটিকে এখন জামরায়ে আক্বাবাহ বা বড় জামরাহ বলা হয়। মিনার পশ্চিম দিকের এই সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ দিয়ে মক্কা থেকে মিনায় যাতায়াত করতে হ'ত। এই সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ পথকেই 'আক্বাবাহ' বলা হয়।

---

২৬৮. ইবনু হিশাম ১/৫০৭-০৮।
১১ নববী বর্ষের হজ্জের মওসুমে (জুলাই ৬২০ খৃঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে সর্বপ্রথম বায়'আতকারী ৬ জন যুবকের কনিষ্ঠতম নেতা, যার নেতৃত্বে মদীনায় সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারিত হয় এবং পরবর্তী দু'বছরে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী মক্কায় এসে বায়'আত করেন। অতঃপর ১৪ নববী বর্ষের রবীউল আউয়াল মাসে (সেপ্টেম্বর ৬২২) হিজরত সংঘটিত হয় এবং ৬ মাস পরে ১ম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় ও বাক্বী' গোরস্থানে ১ম ছাহাবী হিসাবে কবরস্থ হন। মুহাজিরগণ বলেন, ওছমান বিন মায'উন (রাঃ) ছিলেন প্রথম মৃত্যুবরণকারী' *(আল-ইস্তী'আব; আল-ইছাবাহ, ক্রমিক ১১১)*।
সুহায়লী বলেন, আউস গোত্রের কুলছূম বিন হিদাম সর্বপ্রথম মারা যান। তার কয়েকদিন পরেই আস'আদ বিন যুরারাহ মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে প্রথম ক্বোবাতে কুলছূম বিন হিদামের বাড়িতে অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ এবং তিনিই ছিলেন হিজরতের পর অল্প দিনের মধ্যে সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণকারী ছাহাবী *(ইবনু হিশাম ১/৪৯৩-টীকা ১)*। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

২৬৯. ইবনু হিশাম ১/৪২৯-৩২; আর-রাহীক্ব ১৩৫ পৃঃ। জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন রিআব আনছারদের মধ্যে প্রথম ইসলাম কবুল করেন। ইনি বদর, ওহোদ, খন্দকসহ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত ছাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন 'আমর আনছারী *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা)* নন *(ইবনু হিশাম ১/৪৩০- টীকা ৭)*।

এখানেই আইয়ামে তাশরীক্বের এক গভীর রাতে আলো-আঁধারীর মধ্যে আক্বাবাহ্র অত্র বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়, যা ছিল পরবর্তী পর্যায়ে মাদানী জীবনে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের বীজ বপন সমতুল্য। এই বায়'আত ছিল মহিলাদের বায়'আতের ন্যায়। যা তাদের উপর যুদ্ধ ফরয হওয়ার পূর্বে সম্পন্ন হয়েছিল *(ইবনু হিশাম ১/৪৩১)*।

এই বায়'আতে গত বছরের পাঁচজন ছাড়াও এ বছর নতুন যে সাতজন উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হ'লেন ঃ (১) বনু নাজ্জার গোত্রের মু'আয বিন হারেছ বিন রিফা'আহ (مُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنِ رِفَاعَةَ) (২) বনু যুরায়েক্ব গোত্রের যাকওয়ান ইবনু 'আব্দে ক্বায়েস (ذَكْوَانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ) (৩) বনু গানাম গোত্রের 'উবাদাহ বিন ছামেত (عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ) (৪) বনু গানামের মিত্র গোত্রের ইয়াযীদ বিন ছা'লাবাহ (يَزِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ) (৫) বনু সালেম গোত্রের আব্বাস বিন ওবাদাহ বিন নাযালাহ (عَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ نَضْلَةَ) (৬) বনু 'আব্দিল আশহাল গোত্রের আবুল হায়ছাম মালেক ইবনুত তাইয়েহান (أَبُو الْهَيْثَمِ مَالِكُ بْنُ التَّيِّهَانِ) (৭) বনু 'আমর বিন 'আওফ গোত্রের 'ওয়ায়েম বিন সা'এদাহ (عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ)। শেষোক্ত দু'জন ছিলেন আউস বংশের এবং বাকীগণ ছিলেন খাযরাজ বংশের। তন্মধ্যে ১ম ব্যক্তি ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর দাদার মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারের অন্তর্ভুক্ত' *(ইবনু হিশাম ১/৪৩৩)*।

২য় বায়'আত অনুষ্ঠান (انعقاد البيعة الثانية) :

অত্র বায়'আতে অংশগ্রহণকারী ছাহাবী 'উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : تَعَالَوْا بَايِعُونِى عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُونِى فِى مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، قَالَ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، متفق عليه-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বললেন যে, তোমরা এসো আমার নিকটে বায়'আত কর এই মর্মে যে, (১) তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না (২) চুরি করবে না (৩) যেনা করবে না (৪) নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না (৫) কাউকে মনগড়া অপবাদ দিবে না (৬) সঙ্গত বিষয়ে আমার অবাধ্যতা করবে না। তোমাদের মধ্যে যারা এগুলি পূর্ণ করবে, আল্লাহ্র নিকটে তার জন্য পুরস্কার রয়েছে। আর যদি কেউ এগুলির

কোনটি করে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি হয়ে যায়, তাহ'লে সেটি তার জন্য কাফফারা হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ এগুলির কোনটি করে, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন রাখেন, তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহ্র উপরেই ন্যস্ত থাকবে। চাইলে তিনি বদলা নিবেন, চাইলে তিনি ক্ষমা করবেন'। রাবী 'উবাদাহ বিন ছামেত বলেন, অতঃপর আমরা উক্ত কথাগুলির উপরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বায়'আত করলাম'।[২৭০] ইতিহাসে এটাই আক্বাবার প্রথম বায়'আত বা 'আক্বাবায়ে ঊলা হিসাবে পরিচিত। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে এটি ছিল ২য় বায়'আত।

বায়'আতের গুরুত্ব (أهمية البيعة) :

(১) বায়'আতে বর্ণিত ছয়টি বিষয়ের প্রতিটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি শুধু সেযুগেই নয়, বরং সর্বযুগেই গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণিত বিষয়গুলি সমাজে ব্যাপ্তি লাভ করলে সমাজে শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্ট হয়। জাহেলী আরবে এগুলি বিনষ্ট হয়েছিল বলেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এ বিষয়গুলি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন। আজকালকের কথিত সভ্য দুনিয়ায় এগুলি প্রকট আকারে বিদ্যমান। আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে যা ক্রমেই বিস্তৃত হয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। অতএব দুনিয়াপূজারী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা আখেরাতমুখী করার ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজনেতা ও রাষ্ট্রনেতাগণ আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ না হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজে ও রাষ্ট্রে কাংখিত শান্তি ও স্থিতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

(২) বায়'আত (الْبَيْعَةُ) অর্থ অঙ্গীকার। ছাহেবে মির'আত ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, سُمِّيَت الْمُعَاهَدَةُ عَلَى الإسلامِ بِالْمُبَايَعَةِ تَشْبِيهاً لِّنَيْلِ الثَّوَابِ فِيْ مُقَابَلَةِ الطَّاعَةِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ الَّذِي هُوَ مُقَابَلَةُ مَالٍ، كَأَنَّهُ بَاعَ مَا عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَأَعْطَاهُ خَالِصَةَ نَفْسِهِ وَطَاعَتِهِ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الآية– 'ইসলামের উপরে কৃত অঙ্গীকারকে বায়'আত এজন্য বলা হয়েছে যে, ব্যবসায়িক চুক্তির বিপরীতে যেমন সম্পদ লাভ হয়, আমীরের নিকটে বায়'আতের মাধ্যমে আনুগত্যের বিপরীতে তেমনি পুণ্য লাভ হয়। সে যেন আমীরের নিকটে তার খালেছ হৃদয় ও আনুগত্য বিক্রয় করে দেয়। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান ও মাল খরীদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে...' *(তাওবাহ ৯/১১১)*।[২৭১]

---

২৭০. বুখারী হা/১৮, ৩৮৯২; মুসলিম হা/১৭০৯; মিশকাত হা/১৮; ইবনু হিশাম ১/৪৩৪।

২৭১. ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১৩২২-১৪১৪ হিঃ/১৯০৪-১৯৯৪ খৃঃ), মির'আতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতুল মাছাবীহ (বেনারস, ভারত : ৪র্থ সংস্করণ ১৪১৯/১৯৯৮ খৃঃ) হা/১৮-এর ব্যাখ্যা ১/৭৫ পৃঃ 'ঈমান' অধ্যায়।

দুনিয়াবী সমাজ ব্যবস্থায় পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য শপথ ও অঙ্গীকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলিম-অমুসলিম সব সমাজেই এটি রয়েছে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা এবং কার্যের ধরণ অনুযায়ী অঙ্গীকারের ধরণ ও ভাষা পরিবর্তিত হয়। ইসলামী জীবন ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নেতা ও কর্মীর মধ্যে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করতে হয়। ইসলামী পরিভাষায় যাকে বায়'আত বলা হয়। এর একমাত্র লক্ষ্য থাকে ইসলামী বিধান মেনে নিজের জীবন, পরিবার ও সমাজ গঠনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং আখেরাতে জান্নাত লাভ করা। যার মধ্যে কোন দুনিয়াবী স্বার্থ থাকে না। যিনি যত বেশী আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলবেন, তিনি তত বেশী নেকী উপার্জন করবেন। সেকারণ ইসলামী ইমারত ও বায়'আত এবং অন্যান্য নেতৃত্ব ও শপথ গ্রহণের মধ্যে আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য রয়েছে। তাই ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইমারত ও বায়'আতের গুরুত্ব সর্বাধিক।

নবীগণ এ তরীকাতেই সমাজ সংস্কারের কাজ করেছেন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মাক্কী ও মাদানী জীবনে একই তরীকা অবলম্বন করেছেন। সর্বদা উক্ত নীতি অব্যাহত থাকবে, যদি না তাওহীদী সমাজ গঠনের মহান লক্ষ্যে যোগ্য ও বিশ্বস্ত কোন আমীর ও মামূর পরস্পরে আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। যদিও সেখানে দৃঢ় বিশ্বাসী, কপট বিশ্বাসী, শিথিল বিশ্বাসী ও সুবিধাবাদী এমনকি বায়'আত ভঙ্গকারীরাও থাকবে। যেভাবে নবীযুগে বায়'আতকারীদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু তাই বলে নীতির পরিবর্তন হবে না।

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রে এটি যরূরী। রাসূল (ছাঃ) মাক্কী জীবনে সামাজিক এবং মাদানী জীবনে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উভয় ক্ষেত্রে আমীর ছিলেন। রাষ্ট্রীয় আমীর ইসলামের দণ্ডবিধি সমূহ জারী করবেন। কিন্তু সামাজিক বা সাংগঠনিক আমীর সেটা করবেন না। তবে উপদেশ ও অনুশাসন জারি রাখবেন। যার মাধ্যমে ইসলামের বিধিনিষেধ সমূহ সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। সর্বোপরি জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের ইসলামী নির্দেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করা সম্ভব হবে। অতএব অমুসলিম বা ফাসেক মুসলিম উভয় সরকারের শাসনামলে মুমিনের কর্তব্য হ'ল, (১) শাসকের প্রতি অনুগত থাকা এবং ইসলামী আমীরের অধীনে জামা'আতবদ্ধভাবে দেশে ইসলামী বিধান ও নিজেদের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী পন্থায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। (২) বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে নছীহত করা। (৩) সরকারের হেদায়াতের জন্য দো'আ করা এবং পরিশেষে যালেম সরকারের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র নিকটে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করা।

মোটকথা দেশে ইসলামী খেলাফত থাক বা না থাক, সমাজ পরিচালনায় ইসলামী আমীর থাকতেই হবে। নইলে ফাসেক নেতৃত্বে সমাজ বিপর্যস্ত হবে। যা আল্লাহ্‌র কাম্য নয়। এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ তার গর্দানে আমীরের বায়'আত নেই, সে জাহেলী (পথভ্রষ্ট) হালতে মৃত্যুবরণ করল। ক্বিয়ামতের দিন তার (মুক্তির জন্য) কোন দলীল (ওযর) থাকবে না' *(মুসলিম হা/১৮৫১)*।

ইয়াছরিবে মুবাল্লিগ প্রেরণ (إرسال الداعى إلى يثرب) :

বায়'আতকারী নওমুসলিমদের অনুরোধে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একজন উদ্যমী ও ধীশক্তিসম্পন্ন যুবককে ইয়াছরিবে পাঠালেন শিক্ষক ও প্রচারক হিসাবে। যার নাম ছিল মুছ'আব বিন ওমায়ের বিন হাশেম (রাঃ)। তিনিই ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম দাঈ।

মুছ'আব বিন ওমায়ের (রাঃ)-এর দাওয়াত (دعوة مصعب بن عمير فى يثرب) :

মুছ'আব ছিলেন মক্কার এক ধনাঢ্য পরিবারের আদরের দুলাল। তিনি যখন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বের হতেন, তখন আগে-পিছে গোলামের দল থাকত। দু'শো দিরহামের কম মূল্যের কোন পোষাক তিনি পরতেন না। তিনি ইসলাম গ্রহণ করায় তার গোত্রের লোকেরা তাকে বেঁধে ঘরে আটকে রাখে। পরে তিনি কৌশলে বেরিয়ে হাবশায় হিজরত করেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে মক্কায় আসেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণধী এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত যুবক। বিষয়বস্তু উপস্থাপন ও অন্যকে আকৃষ্ট করার অনন্য সাধারণ গুণাবলী তার মধ্যে ছিল।

১ম আক্বাবাহ্র বায়'আত সম্পাদিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুছ'আবকে তাদের সাথে ইয়াছরিবে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে তরুণ দলনেতা আবু উমামাহ আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ)-এর বাড়ীতে অবস্থান করেন এবং উভয়ে মিলে ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। তাঁকে মুক্বরি (اَلْمُقْرِئُ) অর্থাৎ পাঠদানকারী বা শিক্ষক বলে সবাই ডাকত। তাঁর দাওয়াতের ফল এই হয়েছিল যে, পরবর্তী হজ্জ মৌসুম আসার আগেই ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল এবং আনছারদের এমন কোন গৃহ ছিল না যার পুরুষ ও মহিলাদের কিছু সংখ্যক মুসলমান হননি। তাঁর প্রচারকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:-

একদিন আস'আদ বিন যুরারাহ তাঁকে সাথে নিয়ে বনু আব্দিল আশহাল ও বনু যাফরের (بنو ظَفَر) মহল্লায় গমন করেন ও সেখানে একটি কূয়ার পাশে কয়েকজন মুসলমানকে নিয়ে বসেন। তখনো পর্যন্ত বনু আব্দিল আশহাল গোত্রের দুই নেতা সা'দ বিন মু'আয ও উসায়েদ বিন হুযায়ের ইসলাম কবুল করেননি। মুবাল্লিগদের আগমনের খবর জানতে পেরে সা'দ উসায়েদকে বললেন, আপনি যেয়ে ওদের নিষেধ করুন যেন আমাদের সরল-সিধা মানুষগুলিকে বোকা না বানায়। আস'আদ আমার খালাতো ভাই না হ'লে আমি নিজেই যেতাম'।

উসায়েদ বর্শা উঁচিয়ে সদর্পে সেখানে গিয়ে বললেন, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তবে এখুনি পালাও। তোমরা আমাদের বোকা লোকগুলিকে মুসলমান বানাচ্ছো'। মুছ'আব শান্তভাবে বললেন, আপনি কিছুক্ষণের জন্য বসুন ও কথা শুনুন। যদি পসন্দ না হয়, তখন দেখা যাবে'। উসায়েদ তখন মাটিতে বর্শা গেড়ে বসে পড়লেন। অতঃপর মুছ'আব তাকে কুরআন থেকে কিছু অংশ পাঠ করে শুনালেন। তারপর তিনি আল্লাহ্র বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও

তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। ইতিমধ্যে উসায়েদ চমকিত হয়ে বলে উঠলেন, مَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلاَمَ وَأَجْمَلَهُ 'কতই না সুন্দর কথা এগুলি ও কতই না মনোহর'। এরপর তিনি সেখানেই ইসলাম কবুল করলেন।

অতঃপর তিনি সা'দ বিন মু'আয-এর নিকটে এসে বললেন, فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ بِهِمَا بَأْسًا 'আল্লাহ্র কসম! আমি তাদের মধ্যে দোষের কিছু দেখিনি'। তবে আমি তাদের নিষেধ করে দিয়েছি এবং তারাও বলেছে, আপনারা যা চান তাই করা হবে'। এ সময় উসায়েদ চাচ্ছিলেন যে, সা'দ সেখানে যান। তাই তাকে রাগানোর জন্যে বললেন, আমি জানতে পারলাম যে, বনু হারেছাহ্র লোকজন আস'আদ বিন যুরারাহকে হত্যা করার জন্য বের হয়েছে এজন্য যে, সে আপনার খালাতো ভাই। সা'দ ক্রুদ্ধ হয়ে তখনই বর্শা হাতে ছুটে গেলেন। যেয়ে দেখেন যে, আস'আদ ও মুছ'আব নিশ্চিন্তে বসে আছে। বনু হারেছাহ্র হামলাকারীদের কোন খবর নেই। তখন তিনি বুঝলেন যে, উসায়েদ তার সঙ্গে চালাকি করেছে তাকে এদের কাছে পাঠানোর জন্য। তখন সা'দ ক্রুদ্ধস্বরে উভয়কে ধমকাতে থাকলেন এবং আস'আদকে বললেন, তুমি আমার আত্মীয় না হ'লে তোমাদের কোনই ক্ষমতা ছিল না আমার মহল্লায় এসে লোকদের বাজে কথা শুনাবার'। আস'আদ পূর্বেই সা'দ ও উসায়েদ-এর বিষয়ে মুছ'আবকে অবহিত করেছিলেন যে, এরা দু'জন মুসলমান হ'লে এদের গোত্রের সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। আস'আদের ইঙ্গিতে মুছ'আব অত্যন্ত ধীর ও নম্র ভাষায় সা'দকে বললেন, আপনি বসুন এবং আমাদের কথা শুনুন! অতঃপর পসন্দ হলে কবুল করবেন, নইলে প্রত্যাখ্যান করবেন'।

অতঃপর তিনি বসলেন এবং মুছ'আব তাকে কুরআন থেকে শুনালেন ও তাওহীদের মর্ম বুঝালেন। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সা'দ বিন মু'আয ইসলাম কবুল করে ধন্য হ'লেন। অতঃপর সেখানেই দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে নিজ গোত্রে এলেন ও সবাইকে ডেকে বললেন, হে বনু আব্দিল আশহাল! كَيْفَ تَعْلَمُونَ أَمْرِي فِيكُمْ؟ তোমরা আমাকে তোমাদের মধ্যে কেমন মনে কর? তারা বলল, أَنْتَ سَيِّدُنَا وَأَفْضَلُنَا رَأْيًا وَأَيْمَنُنَا نَقِيبَةً 'আপনি আমাদের নেতা, সর্বোত্তম সিদ্ধান্তের অধিকারী ও আমাদের নিশ্চিন্ততম কাণ্ডারী'। তখন তিনি বললেন, فَإِنَّ كَلاَمَ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ 'তোমাদের নারী ও পুরুষ সকলের সঙ্গে আমার কথা বলা হারাম, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে ঈমান আনবে'। এ কথার প্রতিক্রিয়া এমন হ'ল যে, সন্ধ্যার মধ্যেই সকলে ইসলাম কবুল করল' *(ইবনু হিশাম ১/৪৩৫-৩৭)* মাত্র একজন তরুণ ব্যতীত। যার নাম ছিল আমর বিন ছাবিত আল-উছাইরিম (الأُصَيْرِمُ)। ইনি পরে ওহোদ যুদ্ধের দিন ইসলাম কবুল করেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও শাহাদত বরণ করেন *(ইবনু হিশাম ২/৯০)*।

ইসরা ও মি‘রাজ (الإسراء والمعراج)

(১৩ নববী বর্ষ)

‘ইসরা’ অর্থ নৈশ ভ্রমণ এবং ‘মি‘রাজ’ অর্থ সিঁড়ি। মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে ফিলিস্তীনের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদ পর্যন্ত বোরাক্বের সাহায্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্বল্পকালীন নৈশ ভ্রমণকে ‘ইসরা’ (الإِسْرَاء) বলা হয় এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে ঊর্ধ্বমুখী সিঁড়ির মাধ্যমে মহাকাশের সীমানা পেরিয়ে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎকে মে‘রাজ (الْمِعْرَاج) বলা হয়। নববী জীবনে এটি ছিল এক অলৌকিক ও শিক্ষাপ্রদ ঘটনা। যার মাধ্যমে শেষনবীকে পরকালীন জীবনের সবকিছু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করানো হয়। এর ফলে তাঁর মধ্যে যেমন বিশ্বাস ও প্রতীতি দৃঢ়তর হয় এবং হৃদয়ে প্রশান্তি জন্মে, তেমনি মুমিন হৃদয়ে পরকালীন মুক্তির জন্য উদগ্র বাসনা জাগ্রত হয়। ভবিষ্যৎ মাদানী জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতসংকুল জিহাদী যিন্দেগীতে যে দৃঢ় বিশ্বাস-এর প্রয়োজন হবে অত্যন্ত বেশী। সেকারণ অদূর ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য হিজরতের পূর্বেই আল্লাহ তাঁর নবীকে মে‘রাজের মাধ্যমে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নেন। যাতে তা মাদানী জীবনে ইসলামী বিজয়ে সহায়ক হয়। পবিত্র কুরআনে সূরা বনু ইসরাঈলের ১ম আয়াতে ‘ইসরা’ এবং সূরা নজমের ১৩ থেকে ১৮ পর্যন্ত ৬ আয়াতে মি‘রাজ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। বাকী বিশদ ঘটনাবলী ছহীহ হাদীছ সমূহে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ– ‘পরম পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রির একাংশে ভ্রমণ করিয়েছেন (মক্কার) মাসজিদুল হারাম থেকে (ফিলিস্তীনের) মাসজিদুল আক্বছা পর্যন্ত। যার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি। যাতে আমরা তাকে আমাদের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা’ *(ইসরা ১৭/১)*।

উক্ত আয়াতে চারটি বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে। **১.** ইসরা ও মি‘রাজের পুরা ঘটনাটি রাতের শেষাংশে স্বল্প সময়ে একবার মাত্র সম্পন্ন হয়েছিল, যা لَيْلاً শব্দের মধ্যে বলা হয়েছে।

২. ঘটনাটি জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে ঘটেছিল, যা بِعَبْدِهِ শব্দের মাধ্যমে বলা হয়েছে। কেননা রূহ ও দেহের সমন্বিত সত্তাকে ‘আব্দ’ বা দাস বলা হয়। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নযোগে বা রূহানী কোন ব্যাপার হ’লে কেউ একে অবিশ্বাস করত না এবং কুরআনে তাঁকে ‘আব্দ’ না বলে হয়তবা ‘রূহ’ (بِرُوْحِ عَبْدِهِ) বলা হ’ত। এখানে عَبْدُهُ ‘তাঁর দাস’ বলে রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র দাস হওয়ার মধ্যেই মানুষের সর্বোচ্চ সম্মান নিহিত রয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيهَا

رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 'এটি ছিল প্রত্যক্ষ দর্শন, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখানো হয়েছিল' *(বুখারী হা/৪৭১৬)*।

উল্লেখ্য যে, মক্কা থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত ঘোড়া বা উটে যাতায়াতে দু'মাসের পথ। যা এক রাতেই ভ্রমণ করে মি'রাজ থেকে ফিরে এসে সকাল বেলা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লোকদের কাছে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন সবাই একে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে উড়িয়ে দিল এবং তাঁকে বিভিন্নভাবে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল। অবশেষে যারা ইতিপূর্বে বায়তুল মুক্বাদ্দাস ভ্রমণ করেছেন, এমন কিছু অভিজ্ঞ লোক তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। সব প্রশ্নের যথাযথ জবাব পেয়ে তারা চুপ হ'ল বটে। কিন্তু তাদের অবিশ্বাসী অন্তর প্রশান্ত হয়নি। পক্ষান্তরে হযরত আবুবকর (রাঃ) একথা শোনামাত্র বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং বলেন, نَعَمْ، إِنِّي لَأُصَدِّقُهُ فِيْمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ فِي غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ. فَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقَ 'আমি তাকে এর চাইতে অনেক বড় বিষয়ে সত্য বলে জানি। আমি সকালে ও সন্ধ্যায় তার নিকটে আগত আসমানী খবরসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকি'। এ দিন থেকেই তিনি 'ছিদ্দীক্ব' (صِدِّيْق) বা সর্বাধিক সত্যবাদী নামে অভিহিত হ'তে থাকেন'।[২৭২]

এটি অত্যন্ত বড় আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিল। সেকারণ শুরুতে سُبْحَانَ বিস্ময়সূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। স্বপ্নের ব্যাপার হ'লে তো এটা মোটেই আশ্চর্যজনক হ'ত না এবং একদল দুর্বল ঈমানদার ইসলাম ত্যাগ করে চলে যেত না। এজন্যই আল্লাহ এটাকে 'মানুষের জন্য ফিৎনা বা পরীক্ষা স্বরূপ' (فِتْنَةً لِلنَّاسِ) বলেছেন *(ইসরা ১৭/৬০)*। অর্থাৎ উক্ত ঘটনায় নও মুসলিমদের মুরতাদ হয়ে যাবার ফিৎনা। যেমন অনেকে হয়েছিল।[২৭৩]

৩. বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর আশপাশ ভূমি অর্থাৎ ফিলিস্তীন সহ পুরা সিরিয়া অঞ্চল বরকতময় এলাকা, যা بَارَكْنَا حَوْلَهُ বাক্যাংশের মাধ্যমে বলা হয়েছে। এখানে আধ্যাত্মিক বরকত হ'ল এই যে, হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ) সহ বনু ইস্রাঈলের হাযার হাযার নবীর আবাসভূমি হ'ল এই এলাকা। আর দুনিয়াবী বরকত এই যে, শাম এলাকার মাটি মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সবচেয়ে উর্বর ও সুজলা-সুফলা। এতদ্ব্যতীত এ অঞ্চলের অন্যান্য বরকত সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[২৭৪]

---

২৭২. হাকেম হা/৪৪০৭, ৩/৬২; ছহীহাহ হা/৩০৬; ইবনু ইসহাক বলেন, এ সময় রাসূল (ছাঃ) তাকে 'ছিদ্দীক্ব' বলে অভিহিত করেন।- قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: وَأَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَيَوْمَئِذٍ سَمَّاهُ الصِّدِّيقَ *(ইবনু হিশাম ১/৩৯৯)*। হাদীছ ছহীহ, সনদ 'মুরসাল' *(তাহক্বীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৩৯২)*।

২৭৩. ইবনু হিশাম ১/৩৯৮; হাকেম হা/৪৪০৭, ৩/৬২; ছহীহাহ হা/৩০৬।

২৭৪. দ্রঃ মিশকাত 'মানাক্বিব' অধ্যায়-৩০ 'ইয়ামন, শাম ও ওয়ায়েস ক্বারনীর বর্ণনা' অনুচ্ছেদ-১৩।

৪. আল্লাহ তাঁর শেষনবীকে পরজগতের অলৌকিক নিদর্শন সমূহের কিছু অংশ স্বচক্ষে দেখিয়ে দেন। যা لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا বাক্যাংশের মাধ্যমে বলা হয়েছে। উক্ত নিদর্শন সমূহের মধ্যে ছিল যা ছহীহ হাদীছসমূহে বর্ণিত হয়েছে, যেমন (১) মক্কা থেকে বোরাকে সওয়ার হওয়ার পূর্বে সীনা চাক করা এবং তা যমযম পানি দিয়ে ধুয়ে সেখানে নূর দিয়ে ভরে দেওয়া। অতঃপর বায়তুল মুক্বাদ্দাস গিয়ে সেখান থেকে ঊর্ধ্বারোহণের পূর্বে তাঁকে দুধ ও মদ পরিবেশন করা। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) দুধ গ্রহণ করেন। তখন জিব্রীল বলেন, أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ 'আপনি স্বভাবধর্ম প্রাপ্ত হয়েছেন'। (২) তিনি প্রথম আসমানে আদম, দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহইয়া ও ঈসা, তৃতীয় আসমানে ইউসুফ, চতুর্থ আসমানে ইদরীস, পঞ্চম আসমানে হারূণ, ষষ্ঠ আসমানে মূসা এবং সপ্তম আসমানে ইবরাহীম *('আলাইহিমুস সালাম)*-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তবে আদম ও ইবরাহীম (আঃ) ব্যতীত অন্যদের আসমানের ব্যাপারে বর্ণনাগত ভিন্নতা রয়েছে। (৩) তিনি ফেরেশতাদের কলম দিয়ে লেখার খসখস আওয়ায শোনেন। (৪) ছয়শো ডানাবিশিষ্ট জিব্রীলকে তার নিজস্ব রূপে নিকট থেকে দেখেন। (৫) সিদরাতুল মুনতাহার কুলগাছ দেখেন। যার পাতাগুলি হাতির কানের মত বড় বড়। (৬) সপ্তম আসমানে বায়তুল মা'মূর মসজিদ দেখেন। যেখানে প্রতিদিন সত্তুর হাযার ফেরেশতা ছালাত আদায় করে। কিন্তু পুনরায় আর সুযোগ পায় না। (৭) হাউয কাওছার, জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেন। তিনি জান্নাতের নে'মতরাজি ও জাহান্নামের কঠিন শাস্তিসমূহ প্রত্যক্ষ করেন। (৮) তাঁকে তাঁর জন্য নির্ধারিত সুফারিশের স্থান 'মাক্বামে মাহমূদ' দেখানো হয়। (৯) সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলে চারদিকে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এরি মধ্যে আল্লাহ তাঁর সাথে সরাসরি অহি-র মাধ্যমে কথা বলেন। অতঃপর তাঁর উম্মতের জন্য প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়। পরে মূসার পরামর্শক্রমে তাঁর বারবার যাতায়াত ও উপর্যুপরি অনুরোধে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়। যা পঞ্চাশ ওয়াক্তের নেকীর সমান। (১০) তিনি সরাসরি আল্লাহকে দেখেননি, তাঁর নূর দেখেছিলেন। (১১) অতঃপর তিনি নেমে আসেন এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে নবীগণের ছালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর বোরাকে চড়ে রাত্রি কিছু বাকী থাকতেই মক্কায় মাসজিদুল হারামে ফিরে আসেন *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।[২৭৫] পুরা ঘটনাটিই ঘটে অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে। যা ছিল মানবীয় জ্ঞানের বহির্ভূত। অথচ বাস্তব সত্য। যা মক্কার মুশরিক ও শত্রুনেতাদের দ্বারা সত্যায়িত।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য নবীদেরকেও আল্লাহ তাঁর কিছু কিছু নিদর্শন দেখিয়েছেন। তবে সেগুলি সব দুনিয়াতেই দেখানো হয়েছিল। যেমন ইবরাহীম (আঃ) চারটি পাখি যবহ ও টুকরা টুকরা করে মিশ্রিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি চারটি পাহাড়ে রেখে এসে *বিসমিল্লাহ* বলে ডাক দিতেই তাদের স্ব স্ব দেহে পুনর্জীবিত হওয়া, অতঃপর তাঁর কাছে চলে আসা *(বাক্বারাহ ২/২৬০)*; তাঁর জন্য নমরূদের অগ্নিকুণ্ড শান্তিময় স্থানে পরিণত হওয়া *(আম্বিয়া*

---

২৭৫. বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/১৬৪, ১৭৮; মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৬।

২১/৬৮-৭০); কেন'আন থেকে মিসর যাওয়ার পথে অপহৃত স্ত্রী সারাহ-এর উপরে যালেম বাদশাহ্র হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া (*বুখারী হা/২২১৭; আহমাদ হা/৯২৩০*) ইত্যাদি অলৌকিক ঘটনাবলী। অন্যদিকে মূসা (আঃ)-এর আল্লাহ্র সাথে পবিত্র তুবা উপত্যকায় কথোপকথন ও তূর পাহাড়ে তাঁর জ্যোতি প্রদর্শন (*আ'রাফ ৭/১৪৩*), অলৌকিক লাঠির মাধ্যমে নদী বিভক্ত হওয়া ও ফেরাঊন বাহিনী ডুবে মরা (*শো'আরা ২৬/৬৩-৬৬*), নিজ গোত্রের ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির এলাহী গযবে মৃত্যুবরণ ও পরক্ষণেই মূসা (ছাঃ)-এর দো'আয় ও আল্লাহ্র হুকুমে পুনরায় জীবিত হওয়া (*বাক্বারাহ ২/৫৫-৫৬*) ইত্যাদি ঘটনাবলী।

ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ– 'আর এভাবেই আমরা ইবরাহীমকে আসমান ও যমীনের রাজত্ব প্রদর্শন করেছি। যাতে সে দৃঢ়বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়' (*আন'আম ৬/৭৫*)। অনুরূপভাবে মূসা (আঃ)-কে দেখানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى– 'যাতে আমরা তোমাকে আমাদের বড় বড় কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি' (*ত্বোয়াহা ২০/২৩*)। সবশেষে শেষনবী (ছাঃ)-কে সপ্তাকাশের উপরে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে আল্লাহ তাঁকে পরজগতের অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করালেন এবং বললেন, لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا 'এটা এজন্য, যাতে আমরা তাকে আমাদের কিছু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করাই' (*ইসরা ১৭/১*)।

এভাবে মে'রাজের মাধ্যমে আল্লাহ শেষনবীর মধ্যে 'আয়নুল ইয়াক্বীন' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দর্শনলব্ধ দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করেন। যা অন্য কোন নবীর বেলায় করেননি। নিঃসন্দেহে এটি ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম দলীল। সেই সাথে এটি ছিল বিশ্বাসীদের জন্য একটি বড় পরীক্ষা। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا–(الإسراء ٦٠)–

'...আর আমরা তোমাকে (মে'রাজের রাতে) যে দৃশ্য দেখিয়েছি এবং কুরআনে বর্ণিত যে অভিশপ্ত (যাক্কূম) বৃক্ষ দেখিয়েছি, তা ছিল কেবল মানুষের (ঈমান) পরীক্ষার জন্য। আমরা তাদের ভীতি প্রদর্শন করি। অতঃপর এটা তাদের বড় ধরনের অবাধ্যতাই কেবল বৃদ্ধি করে' (*ইসরা ১৭/৬০*)।

মে'রাজের তারিখ (تاريخ المعراج) : এ সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে ছয় প্রকার মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। যথা- (১) ১ নববী বর্ষেই মে'রাজ সংঘটিত হয়েছিল (২) ৫ নববী বর্ষে (৩) ১০ নববী বর্ষের ২৭শে রজব তারিখে (৪) ১২ নববী বর্ষের রামাযান মাসে (৫) ১৩ নববী বর্ষের মুহাররম মাসে (৬) ১৩ নববী বর্ষের রবীউল আউয়াল মাসে (*আর-রাহীক্ব ১৩৭ পৃঃ*)।

উপরোক্ত ছয়টি মতামতের মধ্যে প্রথম চারটি গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও তৃতীয় মতটিই উপমহাদেশে প্রচলিত আছে। কারণ, এ ব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত যে, উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা *(রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা)* পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এটাও সকল বিদ্বান কর্তৃক স্বীকৃত যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১০ নববী বর্ষের রামাযান মাসে। অতএব মি‘রাজ সংঘটিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে একথা একপ্রকার নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। এক্ষণে শেষের তিনটি মতামতের মধ্যে কোনটিতেই নিশ্চিত হবার উপায় নেই। তবে সূরা ইসরার শুরুতে মে‘রাজ সম্পর্কিত বর্ণনার পরপরই বনু ইস্রাঈলের অধঃপতন সম্পর্কিত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানী বিশ্বে বনু ইস্রাঈলের দীর্ঘ নেতৃত্বের অবসান এবং মুহাম্মাদী নেতৃত্বের উত্থান ঘটতে যাচ্ছে। অর্থাৎ হিজরতের প্রাক্কালে মাক্কী জীবনের শেষপ্রান্তে মি‘রাজ সংঘটিত হয়েছিল। যা ১৩ নববী বর্ষের যেকোন এক রাতে হয়েছিল বলে একপ্রকার নিশ্চিতভাবে বলা যায়। অতঃপর হিজরত শুরু হয়েছিল ১৪ নববী বর্ষের ২৭শে ছফর বৃহস্পতিবার।

মে‘রাজের সঠিক তারিখ উম্মতের নিকটে অস্পষ্ট রাখার তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে, তারা যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত বিগত উম্মতগুলির ন্যায় অনুষ্ঠানসর্বস্ব না হয়ে পড়ে। বরং মে‘রাজের তাৎপর্য অনুধাবন করে আখেরাতে জবাবদিহিতার ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। অতঃপর মে‘রাজের অমূল্য তোহ্ফা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মাধ্যমে গভীর অধ্যাত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে দুনিয়াবী জীবন পরিচালনা করে।

আল্লাহ ইচ্ছা করলে মক্কা থেকেই সরাসরি মে‘রাজ করাতে পারতেন। কিন্তু মক্কা থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস নিয়ে এসে সেখান থেকে মে‘রাজ করানোর মধ্যে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবরাহীমী দাওয়াতের দু’টি প্রধান কেন্দ্র কা‘বা ও বায়তুল মুক্বাদ্দাস দুই স্থানের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব এখন থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর উম্মতের উপরেই ন্যস্ত করা হবে। যা ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ১৫ হিজরী সনে সম্পন্ন হয় এবং যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। যদিও পাশ্চাত্য বিশ্ব মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের জন্য বাহির থেকে ইহূদীদের এনে ফিলিস্তীনের একাংশ থেকে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা মুসলমানদের বের করে দিয়েছে এবং সেখানে ইহূদীদের যবরদস্তি বসিয়ে দিয়ে তাকে ‘ইস্রাঈল রাষ্ট্র’ নাম দিয়েছে ১৯৪৮ সালে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অস্থায়ী বিষয়। যার সত্বর অবসান হবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব ইসলামী দাওয়াতের প্রথম পর্যায় মাক্কী জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ইয়াছরিবে হিজরতের প্রাক্কালে মে‘রাজ হয়েছিল বলা চলে। অর্থাৎ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ নববী বর্ষের যিলহাজ্জ মাসে অনুষ্ঠিত ১ম ও ২য় বায়‘আত অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তী কোন এক রজনীতে মে‘রাজ সংঘটিত হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। তবে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

অতএব মে‘রাজ ছিল ইসলামী বিজয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এবং মাদানী জীবনের নব অধ্যায়ের সূচক ঘটনা।

Contents

৩য় বায়'আত, বায়'আতে কুবরা (البيعة الثالثة البيعة الكبرى)

(যিলহাজ্জ ১৩ নববী বর্ষ : ৭৫জনের ইসলাম গ্রহণ)

দ্বাদশ নববী বর্ষের যিলহাজ্জ মাসে অনুষ্ঠিত আক্বাবাহ্র ২য় বায়'আতে অংশগ্রহণকারী ১২ জন মুসলমানের সাথে পরের বছর যিলহাজ্জ মাসে (জুন ৬২২ খৃঃ) অনুষ্ঠিত আক্বাবাহ্র ৩য় বায়'আতে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলাসহ মোট ৭৫ জন ইয়াছরিববাসী হজ্জে এসে বায়'আত গ্রহণ করেন। এটিই ইসলামের ইতিহাসে বায়'আতে কুবরা (اَلْبَيْعَةُ الْكُبْرَى) বা বড় বায়'আত নামে খ্যাত। যা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাদানী জীবনের ভিত্তি স্বরূপ এবং আগামীতে ঘটিতব্য ইসলামী সমাজ বিপ্লবের সূচনাকারী। এই সময় মুছ'আব বিন ওমায়ের (রাঃ) মক্কায় ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ইয়াছরিবে দাওয়াতের অবস্থা ও গোত্র সমূহের ইসলাম কবুলের সুসংবাদ প্রদান করেন। যা রাসূল (ছাঃ)-কে হিজরতে উদ্বুদ্ধ করে।

মূলতঃ আক্বাবাহ্র বায়'আত তিন বছরে তিনবার অনুষ্ঠিত হয়। ১১ নববী বর্ষে আস'আদ বিন যুরারাহ্র নেতৃত্বে ৬ জন ইয়াছরিববাসীর প্রথম ইসলাম কবুলের বায়'আত। ১২ নববী বর্ষে ১২ জনের দ্বিতীয় বায়'আত এবং ১৩ নববী বর্ষে ৭৩+২=৭৫ জনের তৃতীয় ও সর্ববৃহৎ বায়'আত- যার মাত্র ৭৫ দিনের মাথায় ১৪ নববী বর্ষের ২৭শে ছফর বৃহস্পতিবার মক্কা হ'তে ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরতের সূচনা হয়।

বিবরণ : ১২ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হ'লে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় পূর্বোক্ত ৭৫ জন ইয়াছরেবী হাজী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাক্ষাতের জন্য বের হন এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্বাবাহ্র সুড়ঙ্গ পথে অতি সঙ্গোপনে হাযির হন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় চাচা আব্বাসকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হন, যিনি তখনও প্রকাশ্যে মুসলমান হননি। তবে তিনি কখনও রাসূল (ছাঃ)-কে একা ছাড়তেন না।

কুশলাদি বিনিময়ের পর প্রথমে আব্বাস কথা শুরু করেন। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ আমাদের মাঝে কিভাবে আছেন তোমরা জানো। তাকে আমরা আমাদের কওমের শত্রুতা থেকে নিরাপদে রেখেছি এবং তিনি ইযযতের সাথে তার শহরে বসবাস করছেন। এক্ষণে তিনি তোমাদের ওখানে হিজরত করতে ইচ্ছুক। এ অবস্থায় তোমরা তার পূর্ণ যিম্মাদারীর অঙ্গীকার করলে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু যদি এমনটি হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে গেলে, অতঃপর বিপদ মুহূর্তে তাকে পরিত্যাগ করলে, তাহ'লে তোমরা তাকে নিয়ে যেয়ো না। তিনি আমাদের মধ্যে সসম্মানেই আছেন'।

আব্বাসের বক্তব্যের পর প্রতিনিধি দলের মধ্য থেকে কা'ব বিন মালেক বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আব্বাসের কথা শুনেছি। এক্ষণে تَكَلَّمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ 'আপনি কথা বলুন এবং আপনার নিজের জন্য ও নিজ প্রভুর জন্য যে

চুক্তি আপনি ইচ্ছা করেন, তা করে নিন’। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমে কুরআন থেকে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেন। অতঃপর তাদেরকে ইসলাম কবুলের আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি বলেন, أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِى مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ ‘আমি তোমাদের বায়‘আত নেব এ বিষয়ের উপর যে, তোমরা আমাকে হেফাযত করবে ঐসব বিষয় থেকে, যেসব বিষয় থেকে তোমরা তোমাদের নারী ও সন্তানদেরকে হেফাযত করে থাক’। সাথে সাথে বারা বিন মা‘রূর রাসূল (ছাঃ)-এর হাত ধরে বললেন, نَعَمْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرَنَا- ‘হ্যাঁ! ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, অবশ্যই আমরা আপনাকে হেফাযত করব ঐসব বিষয় থেকে, যা থেকে আমরা আমাদের মা-বোনদের হেফাযত করে থাকি’।[২৭৬] এ সময় আবুল হায়ছাম ইবনুত তাইয়েহান বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের সঙ্গে ইহূদীদের সন্ধিচুক্তি রয়েছে। আমরা তা ছিন্ন করছি। কিন্তু এমন তো হবে না যে, আমরা এরূপ করে ফেলি। তারপর আল্লাহ যখন আপনাকে জয়যুক্ত করবেন, তখন আপনি আবার আপনার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসবেন ও আমাদের পরিত্যাগ করবেন’?

জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুচকি হেসে বললেন, بَلْ الدَّمَ الدَّمَ، وَالْهَدْمَ الْهَدْمَ، أَنَا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنِّي، أُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ، وَأُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ- ‘না! বরং তোমাদের রক্ত আমার রক্ত, তোমাদের ইযযত আমার ইযযত। আমি তোমাদের থেকে এবং তোমরা আমার থেকে। তোমরা যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আমিও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তোমরা যাদের সঙ্গে সন্ধি করবে, আমিও তাদের সঙ্গে সন্ধি করব’।[২৭৭] এরপর সবাই যখন বায়‘আত গ্রহণের জন্য এগিয়ে এল, তখন আব্বাস বিন ওবাদাহ বিন নাযালাহ (যিনি গত বছর বায়‘আত করেছিলেন,) সকলের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে নিজের গোত্র খাযরাজদের উদ্দেশ্যে বললেন, هَلْ تَدْرُونَ عَلاَمَ تُبَايِعُونَ هَذَا الرَّجُلَ؟ ‘তোমরা কি জানো কোন কথার উপরে তোমরা এই মানুষটির নিকটে বায়‘আত করছ? সবাই বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা লাল ও কালো (আযাদ ও গোলাম) মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁর নিকটে বায়‘আত করতে যাচ্ছ। যদি তোমাদের এরূপ ধারণা থাকে যে, যখন তোমাদের সকল সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তোমাদের সম্ভ্রান্ত লোকদের হত্যা করা হবে, তখন তোমরা তাঁর সঙ্গ ছেড়ে যাবে, তাহ’লে এখনই ছেড়ে যাও। কেননা তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পরে যদি তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ কর, তাহ’লে ইহকাল ও

---

২৭৬. আরবরা মহিলাদের উপনাম إزار অর্থাৎ তহবন্দ বলে থাকে। إزار এর বহুবচন হ’ল أُزُر *(ইবনু হিশাম ১/৪৪২ টীকা-২)*।

২৭৭. ইবনু হিশাম ১/৪৪২-৪৪৩; ইবনু কুতায়বা বলেন, আরবরা কোন সন্ধি চুক্তি করার সময় বলত, دَمِى دَمُكَ وَهَدْمِى هَدْمُكَ (يعنى الْحُرْمَةَ) ‘আমার রক্ত তোমার রক্ত, আমার ইযযত তোমার ইযযত’ *(ঐ, টীকা -৬)*।

পরকালে চরম লজ্জার বিষয় হবে। আর যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে যে, তোমাদের মাল-সম্পদের ধ্বংস ও সম্ভ্রান্ত লোকদের হত্যা সত্ত্বেও এ চুক্তি অক্ষুণ্ণ রাখবে, যার প্রতি তোমরা তাঁকে আহ্বান করছ, তাহ'লে অবশ্যই তা সম্পাদন করবে। কেননা আল্লাহ্র কসম! এতেই তোমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের জন্য মঙ্গল নিহিত রয়েছে' *(ইবনু হিশাম ১/৪৪৬)*।

আব্বাস বিন ওবাদাহ্র এই ওজস্বিনী ভাষণ শোনার পর সকলে সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল, قَالُوا: فَإِنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى مُصِيبَةِ الْأَمْوَالِ، وَقَتْلِ الْأَشْرَافِ، فَمَا لَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ نَحْنُ وَفَّيْنَا (بِذَلِكَ)؟ قَالَ: الْجَنَّةُ. قَالُوا: اُبْسُطْ يَدَكَ، فَبَسَطَ يَدَهُ، فَبَايَعُوهُ– 'আমরা তাঁকে গ্রহণ করছি আমাদের মাল-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও সম্ভ্রান্ত লোকদের হত্যার বিনিময়ে। কিন্তু যদি আমরা এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি, তবে এর বদলায় আমাদের কি পুরস্কার রয়েছে হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, জান্নাত। তারা বলল, হাত বাড়িয়ে দিন। অতঃপর তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তারা সবাই তাঁর হাতে বায়'আত করল' *(ইবনু হিশাম ১/৪৪৬)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, رَبِحَ الْبَيْعُ لا نُقِيلُ ولا نَسْتَقِيلُ 'ব্যবসা চুক্তি লাভজনক হয়েছে। আমরা কখনো তা রহিত করব না বা রহিত করার আবেদন করব না'।[২৭৮]

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে যে, লোকেরা বলে উঠল, فَوَاللهِ لاَ نَذَرُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ وَلاَ نَسْتَقِيلُهَا 'আল্লাহ্র কসম! আমরা এই বায়'আত পরিত্যাগ করব না এবং রহিত করার আবেদন করব না'।[২৭৯] একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَوَاللهِ لاَ نَدَعُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ أَبَداً وَلاَ نَسْلُبُهَا أَبَداً 'আল্লাহ্র কসম! আমরা কখনোই এই বায়'আত পরিত্যাগ করব না এবং তা বাতিল করব না' *(আহমাদ হা/১৪৪৯৬, সনদ ছহীহ)*।

এ সময় দলনেতা এবং কাফেলার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য আস'আদ বিন যুরারাহ পূর্বের বক্তার ন্যায় কথা বললেন এবং পূর্বের ন্যায় সকলে পুনরায় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করলেন। অতঃপর তিনিই প্রথম বায়'আত করলেন। এরপর একের পর এক সকলে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার গ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়।

আব্বাস উক্ত আনছার প্রতিনিধি দলের প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখেন এবং বলেন যে, 'এরা সবাই তরুণ বয়সের। এদেরকে আমি চিনিনা'। এতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত

---

২৭৮. ইবনু কাছীর, কুরতুবী হা/৩৪৯৪; তাফসীর সূরা তওবা ১১১ আয়াত; ইবনু জারীর হা/১৭২৮৪; সনদ 'মুরসাল'।
২৭৯. আহমাদ হা/১৪৬৯৪ সনদ ছহীহ; হাকেম হা/৪২৫১, ২/৬২৪-২৫; আর-রাহীক্ব ১৫০ পৃঃ; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তওবাহ ১১১ আয়াত।

দলে যুবকদের আধিক্য ছিল। প্রতিনিধি দলের মহিলা দু'জনের বায়'আত হয় মৌখিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে। সৌভাগ্যবতী এই মহিলা দু'জন হ'লেন বনু মাযেন গোত্রের উম্মে 'উমারাহ নুসাইবা বিনতে কা'ব (أُمُّ عُمَارَةَ نُسَيْبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ) এবং বনু সালামাহ গোত্রের উম্মে মানী' আসমা বিনতে 'আমর (أُمُّ مَنِيعٍ أَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْرٍو)।[২৮০] উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) এই বায়'আতকে 'বায়'আতুল হারব' বা যুদ্ধের বায়'আত বলে অভিহিত করেন।[২৮১] কা'ব বিন মালেকের বর্ণনায় এসেছে যে, প্রথম বায়'আত করেন বারা বিন মা'রূর। বনু আব্দিল আশহাল বলতো প্রথম বায়'আতকারী ছিলেন তাদের গোত্রের আবুল হায়ছাম মালেক ইবনুত তাইয়েহান।[২৮২] অবশ্য বনু নাজ্জার ধারণা করত যে, তাদের গোত্রের আস'আদই প্রথম বায়'আত করেন' *(ইবনু হিশাম ১/৪৪৭)*। আর দলনেতা ও প্রথম দাঈ হিসাবে এটাই স্বাভাবিক। তবে আবেগের বসে কেউ আগে বায়'আত করলে সেটাও অসম্ভব নয়।

বায়'আতনামা (تقرير البيعة) :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلاَمَا نُبَايِعُكَ قال: (١) عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ (٢) وَعَلَى النَّفَقَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ (٣) وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ (٤) وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِى اللهِ لاَ تَأْخُذُكُمْ فِيهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ (٥) وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِى إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ فَتَمْنَعُونِى مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ (٦) وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ-

'জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কোন কথার উপরে আপনার নিকটে বায়'আত করব? তিনি বললেন, (১) সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আমার কথা শুনবে ও তা মেনে চলবে (২) কষ্টে ও সচ্ছলতায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ করবে (৩) সর্বদা ন্যায়ের আদেশ দিবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে (৪) আল্লাহ্র জন্য কথা বলবে এভাবে যে, আল্লাহ্র পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে পরোয়া করবে না (৫) যখন আমি ইয়াছরিবে তোমাদের কাছে হিজরত করে যাব, তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং যেভাবে তোমরা নিজেদের ও নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের হেফাযত করে থাক, সেভাবে আমাকে হেফাযত করবে। বিনিময়ে তোমরা

২৮০. ইবনু হিশাম ১/৪৬৬-৬৭; আহমাদ হা/১৫৮৩৬; আর-রাহীক্ব ১৪৮ পৃঃ।
২৮১. ইবনু হিশাম ১/৪৫৪; আহমাদ হা/২২৭৫২।
২৮২. ইবনু হিশাম ১/৪৪৭; আহমাদ হা/১৫৮৩৬।

‘জান্নাত’ লাভ করবে’।[২৮৩] (৬) ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) বর্ণিত অপর রেওয়ায়াতে এসেছে যে, ‘এবং আমরা নেতৃত্বের জন্য ঝগড়া করব না’।[২৮৪]

বস্তুতঃ প্রায় দেড় হাযার বছর পূর্বে নেওয়া বায়‘আতের শর্তগুলির প্রতিটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এ যুগেও পুরোপুরিভাবে মওজুদ রয়েছে। সেদিনেও যেমন জান্নাতের বিনিময়ে নেওয়া বায়‘আত সর্বাত্মক সমাজবিপ্লবের কারণ ঘটিয়েছিল, আজও তেমনি তা একই পন্থায় সম্ভব, যদি আমরা আন্তরিক হই।

১২ জন নেতা মনোনয়ন (تعيين إثنى عشر نقيبا) :

৭৫ জনের বায়‘আত সম্পন্ন হওয়ার পর আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাদের মধ্য হ’তে ১২ জনকে প্রতিনিধি (নাক্বীব) বা নেতা নির্বাচন করে দিলেন। তার মধ্যে ৯ জন খাযরাজ ও ৩ জন আউস গোত্র হ’তে। খাযরাজ গোত্রের নয়জন হ’লেন- (১) বনু নাজ্জারের আবু উমামাহ আস‘আদ বিন যুরারাহ (২) সা‘দ বিন রবী‘ (৩) আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (৪) রাফে‘ বিন মালেক (৫) বারা বিন মা‘রূর (৬) আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (৭) উবাদাহ বিন ছামেত (৮) সা‘দ বিন ওবাদাহ (৯) মুনযির বিন ‘আমর।

আউস গোত্রের তিনজন হ’লেন, (১০) উসায়েদ বিন হুযায়ের (১১) সা‘দ বিন খায়ছামা (১২) রেফা‘আহ বিন আব্দুল মুনযির *(আহমাদ হা/২২৮২৬)*।

অতঃপর তিনি তাদের নিকট থেকে পুনরায় নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের বায়‘আত গ্রহণ করলেন।[২৮৫]

বায়‘আতের কথা শয়তান ফাঁস করে দিল (الشيطان يكتشف تقرير البيعة) :

ইবলীস শয়তান এই বায়‘আতের সুদূরপ্রসারী ফলাফল বুঝতে পেরে দ্রুত পাহাড়ের উপরে উঠে তার স্বরে আওয়ায দিল।- يَا أَهْلَ الْجُبَاجِبِ هَلْ لَكُمْ فِي مُذَمَّمٍ وَالصُّبَاةُ مَعَهُ، قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِكُمْ- ‘হে বড় বড় তাঁবুওয়ালারা! মুযাম্মাম ও তার সাথী ধর্মত্যাগীদের ব্যাপারে তোমাদের কিছু করার আছে কি? তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

২৮৩. আহমাদ হা/১৪৪৯৬; ছহীহাহ হা/৬৩।
২৮৪. ইবনু হিশাম ১/৪৫৪; মুসলিম হা/১৭০৯ (৪১); মিশকাত হা/৩৬৬৬।
২৮৫. ইবনু হিশাম ১/৪৪৬। প্রসিদ্ধ আছে যে, এসময় তিনি বলেছিলেন, أَنْتُمْ عَلَى قَوْمِكُمْ بِمَا فِيهِمْ كُفَلاَءُ كَكَفَالَةِ الْحَوَارِيِّينَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَأَنَا كَفِيلٌ عَلَى قَوْمِي- ‘তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের উপরে তাদের ভাল-মন্দের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, ঈসা (আঃ)-এর হাওয়ারীগণের দায়িত্বের ন্যায়। আর আমি আমার কওমের উপরে (মুসলমানদের উপরে) দায়িত্বশীল’ *(আর-রাহীক্ব ১৫১-৫২ পৃঃ)*। বর্ণনাটির সনদ যঈফ *(ঐ, তা‘লীক্ব ৯৫-৯৬; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ১৫০)*।

করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছে’। রাবী কা‘ব বিন মালেক (রাঃ) বলেন, এরূপ দূরবর্তী আওয়ায আমরা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, هَذَا أَزَبُّ الْعَقَبَةِ عَدُوَّ اللهِ، أَمَا وَاللهِ لَأَفْرُغَنَّ لَكَ– ‘এটা সুড়ঙ্গের শয়তান। হে আল্লাহ্র দুশমন। অতি সত্বর আমি তোর জন্য বেরিয়ে পড়ছি’। একথা শুনে আব্বাস বিন উবাদাহ বিন নাযালাহ (রাঃ) বলে উঠলেন,–وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ شِئْتَ لَنَمِيلَنَّ عَلَى أَهْلِ مِنًى غَدًا بِأَسْيَافِنَا ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! সেই সত্তার কসম করে বলছি যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, আপনি চাইলে আগামীকালই আমরা মিনাবাসীদের উপরে তরবারি নিয়ে হামলা চালাব’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَمْ أُؤْمَرْ بِذَلِكَ ‘আমি সেজন্য আদিষ্ট হইনি’। তোমরা স্ব স্ব তাঁবুতে ফিরে যাও।[২৮৬] অতঃপর সকলে স্ব স্ব তাঁবুতে ফিরে গেল।

শয়তানের এই তির্যক কণ্ঠ কুরায়েশ নেতাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করার সাথে সাথে তাদের মধ্যে দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে গেল। ফলে সকালে উঠেই তাদের একদল নেতা এসে ইয়াছরেবী কাফেলার লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। তারা বলল, হে খাযরাজের লোকেরা! তোমরা নাকি আমাদের লোকটাকে বের করে নিয়ে যেতে চাচ্ছ এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করেছ? আল্লাহ্র কসম! আমাদের সাথে তার যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের নিকট তোমাদের চাইতে বড় বিদ্বেষী আর কেউ নেই’। কা‘ব বলেন, একথা শুনে আমাদের কওমের মুশরিক নেতারা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং আল্লাহ্র নামে কসম করে বলেন যে, এরূপ কিছুই এখানে ঘটেনি এবং আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানিনা’। কেননা আমরা যা করেছিলাম, তা তারা জানতেন না। ফলে আমরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলাম। তারা খাযরাজ নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছেও গেলেন। কিন্তু তিনিও একইরূপ জবাব দিলেন।[২৮৭] ইবনু ইসহাকের অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, কুরায়েশ নেতারা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হ’তে না পেরে পুনরায় এলেন। তখন কাফেলা মদীনার পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সা‘দ বিন ওবাদাহ ও মুনযির বিন ‘আমর পিছনে পড়ে যান। তারা উভয়ে নক্বীব (আনছার নেতা) ছিলেন। পরে মুনযির দ্রুত এগিয়ে গেলে সা‘দ ধরা পড়ে যান। কুরায়েশরা তাকে পিছনে শক্ত করে দু’হাত বেঁধে মক্কায় নিয়ে আসে। কিন্তু মুত্ব‘ইম বিন ‘আদী ও হারেছ বিন হারব বিন উমাইয়া এসে তাঁকে ছাড়িয়ে নেন। কেননা তাদের বাণিজ্য কাফেলা মদীনার পথে সা‘দের আশ্রয়ে থেকে যাতায়াত করত। এদিকে যখন ইয়াছরেবী কাফেলা তাঁর মুক্তির ব্যাপারে পরামর্শ বৈঠক করছিল, ওদিকে তখন সা‘দ নিরাপদে তাদের নিকটে

---

২৮৬. আহমাদ হা/১৫৮৩৬, সনদ হাসান; ইবনু হিশাম ১/৪৪৭।
২৮৭. আহমাদ হা/১৫৮৩৬; ইবনু হিশাম ১/৪৪৮।

Contents

পৌঁছে গেলেন। অতঃপর তারা সকলে নির্বিঘ্নে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।[২৮৮] এরপর থেকে তারা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হিজরতের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকেন।

বায়'আতের ফলাফল (ثمرة البيعة) :

আক্বাবাহ্র এই বায়'আত এক যুগান্তকারী ফলাফল আনয়ন করে। যেমন-

(১) গোত্রীয় হানাহানিতে বিপর্যস্ত ও যুদ্ধক্লান্ত ইয়াছরিববাসী, আউস ও খাযরাজ দুই পরস্পরবিরোধী যুদ্ধমান গোত্র পুনরায় ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল। যা কোন দুনিয়াবী স্বার্থের ভিত্তিতে ছিল না। বরং কেবলমাত্র জান্নাতের স্বার্থে নিবেদিত ছিল।

(২) তাদের মধ্যে গোত্রীয় জাতীয়তার উপরে নতুন ঈমানী জাতীয়তার বীজ বপিত হ'ল। যা তাদেরকে নতুন জীবনবোধে উদ্দীপিত করে তুলল।

(৩) বহিরাগত সূদী কারবারী ইহূদী-নাছারাগণ আউস ও খাযরাজ দুই বড় গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে এতদিন ধরে যে অর্থনৈতিক ফায়েদা লুটে আসছিল, তার অবসানের সূচনা হ'ল।

(৪) এর ফলে হিজরতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'ল এবং হিজরতের পূর্বেই ইয়াছরিববাসীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে বরণ করে নেবার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগল।

(৫) নতুন ঈমানী জাতীয়তার অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে ইয়াছরিববাসীগণ মক্কার নির্যাতিত মুহাজিরগণকে নিজেদের ভাই হিসাবে গ্রহণ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ঈমানী ভ্রাতৃত্বের এই অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল আক্বাবাহ্র এই মহান বায়'আতের মাধ্যমে। এরপরেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার নির্যাতিত মুসলমানদের ইয়াছরিবে হিজরতের নির্দেশ দেন।

আয়াত নাযিল (نزول الآية في بشارة هذه البيعة) :

এই ঐতিহাসিক বায়'আতকে স্বাগত জানিয়ে আল্লাহপাক স্বীয় রাসূলের নিকটে আয়াত নাযিল করে বলেন,

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ- (التوبة ١١١)-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ খরীদ করে নিয়েছেন মুসলমানদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র রাস্তায়। অতঃপর মারে ও মরে। এই সত্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে

২৮৮. ইবনু হিশাম ১/৪৪৯-৫০; সীরাহ ছহীহাহ ১/১৯৮-২০১।

www.ahlehadeethbd.org

তওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর আল্লাহ্র চাইতে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? অতএব তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর সেই লেন-দেনের উপরে যা তোমারা করেছ তার সাথে। আর এ হ'ল এক মহান সাফল্য'।[২৮৯]

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -১৬ (العبر –١٦) :

(১) ইসলামের প্রসার ও তার স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার ব্যাপক প্রচারের মধ্যে। সংস্কারককে তাই প্রচারের ছোট-খাট সুযোগকেও কাজে লাগাতে হয়। হজ্জের মওসুমে গভীর রাতে বেরিয়ে তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে গোপনে তাওহীদের দাওয়াত দেবার মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত নীতি ফুটে উঠেছে।

(২) দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোনরূপ দুনিয়াবী স্বার্থ পেশ করা যাবে না। কেবলমাত্র পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণের দাওয়াত দিতে হবে।

(৩) নিজ দেশে অসহায় ভাবলে অন্য দেশের সম আদর্শের ভাইদের আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদেশে স্থায়ীভাবে হিজরত করা আদর্শবাদী নেতার জন্য সিদ্ধ। এজন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতির চেষ্টা করা বৈধ।

(৪) তাওহীদের দাওয়াত প্রসারের জন্য চাই দূরদর্শী, উদ্যমী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল যুবক। আস'আদ বিন যুরারাহ্র নেতৃত্বে ইসলাম কবুলকারী ছয় জন ইয়াছরেবী যুবক ও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেরিত তরুণ দাঈ মুছ'আব বিন ওমায়ের (রাঃ)-এর তারুণ্যদীপ্ত দাওয়াতী কার্যক্রম আমাদেরকে সেকথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

(৫) ইমারত ও বায়'আতের মাধ্যমেই ইসলামী সমাজ বিপ্লব সম্ভব। ১১, ১২, ১৩ নববী বর্ষে অনুষ্ঠিত পরপর তিনটি বায়'আত অনুষ্ঠান এ দিকেই নির্দেশনা প্রদান করে।

(৬) দাওয়াতে সফলতা লাভের জন্য নেতা ও কর্মীদের মধ্যে বিশ্বাসের ঐক্য ও দৃঢ়তা এবং নিখাদ আদর্শনিষ্ঠা অপরিহার্য। হিজরতের পূর্বেই মি'রাজ ও পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার বিষয়টি সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

২৮৯. তওবাহ ৯/১১১; কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত।

ছাহাবীগণের ইয়াছরিবে কষ্টকর হিজরত শুরু

(الهجرة الشاقة للصحابة إلى يثرب)

বায়'আতে কুবরা সম্পন্ন হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্যাতিত মুসলমানদের ইয়াছরিবে হিজরতের অনুমতি দিলেন। এই হিজরত অর্থ স্রেফ দ্বীন ও প্রাণ রক্ষার্থে সর্বস্ব ছেড়ে দেশত্যাগ করা। কিন্তু এই হিজরত মোটেই সহজ ছিল না। মুশরিক নেতারা উক্ত হিজরতে চরম বাধা হয়ে দাঁড়ালো। ইতিপূর্বে তারা হাবশায় হিজরতে বাধা দিয়েছিল। এখন তারা ইয়াছরিবে হিজরতে বাধা দিতে থাকল। ইসলামের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধিতে বাধা দেওয়া ছাড়াও এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক। অর্থনৈতিক কারণ ছিল এই যে, মক্কা থেকে ইয়াছরিব হয়ে সিরিয়ায় তাদের গ্রীষ্মকালীন ব্যবসা পরিচালিত হ'ত। আর রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল এই যে, ইয়াছরিবে মুহাজিরগণের অবস্থান সুদৃঢ় হ'লে এবং ইয়াছরিববাসীগণ ইসলামের পক্ষে অবস্থান নিলে তা মক্কার মুশরিকদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। যা মক্কাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। যাতে তাদের জান-মাল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু হুমকির মধ্যে পড়বে।

এভাবে আল্লাহ এমন এক স্থানে নির্যাতিত মুসলমানদের হিজরতের ব্যবস্থা করলেন, যা ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সব দিক বিবেচনা করে কুরায়েশ নেতারা হিজরত বন্ধ করার চেষ্টা করতে থাকেন এবং সম্ভাব্য হিজরতকারী নারী-পুরুষের উপরে যুলুম ও অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেন। যাতে তারা ভীত হয় ও হিজরতের সংকল্প ত্যাগ করে।

বারা বিন 'আযেব আনছারী (রাঃ) বলেন, আমাদের নিকট প্রথম হিজরত করে আসেন মুছ'আব বিন উমায়ের, অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (অন্ধ ছাহাবী)। তারা লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। অতঃপর আগমন করেন বেলাল, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ ও 'আম্মার বিন ইয়াসির। অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব আসেন বিশজন সাথী নিয়ে। অতঃপর আগমন করেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং।[২৯০] নিম্নে হিজরতের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হ'ল :

(১) আবু সালামাহ মাখযূমী (أَبُو سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ) : ইনি ছিলেন মদীনায় প্রথম হিজরতকারী ছাহাবী। ইতিপূর্বে মুসলমান হয়ে সস্ত্রীক হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে বায়'আতে কুবরার বছর খানেক পূর্বে কোলের পুত্র সন্তানসহ স্ত্রী উম্মে সালামাহকে নিয়ে হিজরত করেন। কিন্তু মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার

২৯০. বুখারী হা/৩৯২৫; 'রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের মদীনায় আগমন' অনুচ্ছেদ-৪৬।

পর পথিমধ্যে আবু সালামাহ্র গোত্রের লোকেরা এসে তাদের বংশধর দাবী করে শিশুপুত্র সালামাহকে ছিনিয়ে নেয়। অতঃপর উম্মে সালামার পিতৃপক্ষের লোকেরা এসে তাদের মেয়েকে জোর করে তাদের বাড়ীতে নিয়ে যায়। ফলে আবু সালামাহ স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে একাকী ইয়াছরিবে হিজরত করেন। এদিকে বিচ্ছেদকাতর উম্মে সালামাহ প্রতিদিন সকালে স্বামী ও সন্তান হারানোর সেই 'আবত্বাহ' (الأَبطح) নামক স্থানটিতে এসে কান্নাকাটি করেন ও আল্লাহ্র কাছে দো'আ করেন। অতঃপর সন্ধ্যায় ফিরে যান। এভাবে প্রায় একটি বছর অতিবাহিত হয়। অবশেষে তার পরিবারের জনৈক ব্যক্তির মধ্যে দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি সবাইকে বলে রাযী করিয়ে তাকে সন্তানসহ মদীনায় চলে যাওয়ার অনুমতি আদায় করেন। অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথে তিনি একাকী মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার অদূরে 'তানঈম' নামক স্থানে পৌঁছলে কা'বাগৃহের চাবি রক্ষক ওছমান বিন ত্বালহা তার এই নিঃসঙ্গ যাত্রা দেখে ব্যথিত হন এবং তিনি স্বেচ্ছায় তার সঙ্গী হন। তাঁকে তার সন্তানসহ উটে সওয়ার করিয়ে নিজে পায়ে হেঁটে প্রায় পাঁচশত কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে যখন মদীনার উপকণ্ঠে ক্বোবায় বনু আমর বিন 'আওফ গোত্রে পৌঁছলেন, তখন তাঁকে বললেন, তোমার স্বামী এই গোত্রে আছেন। অতএব فَادْخُلِيهَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ 'আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপর তুমি এই গোত্রে প্রবেশ কর'। এই বলে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে তিনি পুনরায় মক্কার পথে ফিরে আসেন *(ইবনু হিশাম ১/৪৬৯-৭০)*।

ওছমান বিন ত্বালহা ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে খালেদ বিন ওয়ালীদের সাথে মদীনায় হিজরত করেন ও ইসলাম কবুল করেন। তিনি আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালের শেষের দিকে আজনাদাইনের যুদ্ধে শহীদ হন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (ছাঃ) তাদের বংশেই কা'বাগৃহের চাবি রেখে দেন এবং বলেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই চাবি তোমাদের হাতেই থাকবে। যালেম ব্যতীত কেউ এটা ছিনিয়ে নিবেনা'।[২৯১]

উম্মে সালামাহ ও তাঁর স্বামী আবু সালামাহ প্রথম দিকের মুসলমান ছিলেন। একটি বর্ণনা মতে আবু সালামা ছিলেন একাদশতম মুসলমান। তাদের স্বামী-স্ত্রীর আক্বীদা ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। তদুপরি আবু সালামা ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর দুধভাই। তাঁরা দু'জনেই শৈশবে আবু লাহাবের দাসী ছুওয়াইবাহ্র দুধপান করেছিলেন *(বুখারী হা/৫১০১)*। তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হন এবং ওহোদের যুদ্ধে আহত হয়ে পরে মৃত্যুবরণ করেন। তখন দুই ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে উম্মে সালামাহ দারুণ কষ্টে নিপতিত হন। ফলে দয়া পরবশে রাসূল (ছাঃ) তাকে নিজ স্ত্রীত্বে বরণ করে নেন *(মুসলিম হা/৯১৮)*।

---

২৯১. ফাৎহুল বারী হা/৪২৮৯-এর আলোচনা; যাদুল মা'আদ ৩/৩৬০।

(২) ছুহায়েব রূমী (صُهَيْبُ الرُّوْمِي) : তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে কিছু দূর যেতেই মুশরিকরা তাকে রাস্তায় ঘিরে ফেলে। তখন সওয়ারী থেকে নেমে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, দেখ তোমরা জানো যে, আমার তীর সাধারণতঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। অতএব আমার তূণীরে একটা তীর বাকী থাকতেও তোমরা আমার কাছে ভিড়তে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। অতএব তোমরা যদি দুনিয়াবী স্বার্থ চাও, তবে মক্কায় রক্ষিত আমার বিপুল ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা সেগুলি নিয়ে নাও এবং আমার পথ ছাড়। তখন তারা পথ ছেড়ে দিল। মদীনায় পৌঁছে এই ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে প্রশংসা করে বলেন, يَا أَبَا يَحْيَى رَبِحَ الْبَيْعُ 'হে আবু ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে'। ছুহায়েব-এর এই আত্মত্যাগের প্রশংসা করে সূরা বাক্বারাহ্র ২০৭ আয়াতটি নাযিল হয়। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُوْفٌ بِالْعِبَادِ 'লোকদের মধ্যে এমনও লোক আছে, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন বাজি রাখে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতীব স্নেহশীল' *(বাক্বারাহ ২/২০৭)*।

ছুহায়েব বিন সিনান বিন মালেক রূমী ইরাকের মূছেল নগরীতে দাজলা নদীর তীরবর্তী এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পরে মক্কায় এসে আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আন তামীমীর সাথে চুক্তিবদ্ধ মিত্র (حَلِيف) হন। 'আম্মার বিন ইয়াসিরের সাথে তিনি দারুল আরক্বামে এসে ইসলাম কবুল করেন এবং আল্লাহ্র পথে নির্যাতিত হন। পরে আলী (রাঃ)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ৩৮ হিজরীতে ৭৩ বছর বয়সে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।[২৯২]

(৩) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) : বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, তিনি বিশ জনকে নিয়ে হিজরত করেন *(বুখারী হা/৩৯২৫)*। ইবনু ইসহাক 'হাসান' সনদে বর্ণনা করেন যে, ওমর (রাঃ) গোপনে হিজরত করেন। পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী 'আইয়াশ বিন আবু রাবী'আহ এবং হেশাম বিন 'আছ বিন ওয়ায়েল প্রত্যুষে একস্থানে হাযির হয়ে রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কাফেররা হেশাম-কে বন্দী করে ফেলে। অতঃপর 'আইয়াশ ওমর (রাঃ)-এর সাথে যখন মদীনায় 'ক্বোবা'-তে পৌঁছে গেলেন, তখন পিছে পিছে আবু জাহল ও তার ভাই হারেছ গিয়ে উপস্থিত হ'ল এবং বলল যে, হে 'আইয়াশ! তোমার ও আমার মা মানত করেছেন যে, যতক্ষণ তোমাকে দেখতে না পাবেন, ততক্ষণ চুল আঁচড়াবেন না এবং রোদ ছেড়ে ছায়ায় যাবেন না'। একথা শুনে 'আইয়াশের মধ্যে

২৯২. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ, ছুহায়েব ক্রমিক ৪১০৮; হাকেম হা/৫৭০০, ৫৭০৬; যাহাবী ছহীহ বলেছেন।

মায়ের দরদ উথলে উঠলো এবং সাথে সাথে মক্কায় ফিরে যাওয়ার মনস্থ করল। ওমর (রাঃ) আবু জাহলের চালাকি আঁচ করতে পেরে ‘আইয়াশকে নিষেধ করলেন এবং বুঝিয়ে বললেন যে, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাকে তোমার দ্বীন থেকে সরিয়ে নেবার জন্য এরা কূট কৌশল করেছে। আল্লাহ্‌র কসম! তোমার মাকে যদি উকুনে কষ্ট দেয়, তাহ’লে তিনি অবশ্যই চিরুনী ব্যবহার করবেন। আর যদি রোদে কষ্ট দেয়, তাহ’লে অবশ্যই তিনি ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিবেন। অতএব তুমি ওদের চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ো না। কিন্তু ‘আইয়াশ কোন কথাই শুনলেন না। তখন ওমর (রাঃ) তাকে শেষ পরামর্শ দিয়ে বললেন, আমার এই দ্রুতগামী উটনীটা নিয়ে যাও। ওদের সঙ্গে একই উটে সওয়ার হয়ো না। মক্কায় গিয়ে উটনীটাকে নিজের আয়ত্তে রাখবে এবং কোনরূপ মন্দ আশংকা করলে এতে সওয়ার হয়ে পালিয়ে আসবে। উল্লেখ্য যে, আবু জাহল, হারেছ ও ‘আইয়াশ তিনজন ছিল একই মায়ের সন্তান।

মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে ধূর্ত আবু জাহল বলল, হে ‘আইয়াশ! আমার উটটাকে নিয়ে খুব অসুবিধায় পড়েছি। তুমি কি আমাকে তোমার উটে সওয়ার করে নিবে? ‘আইয়াশ সরল মনে রাযী হয়ে গেলেন এবং উট থামিয়ে মাটিতে নেমে পড়লেন। তখন দু’জনে একত্রে ‘আইয়াশের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে ফেলল এবং ঐ অবস্থায় মক্কায় পৌঁছল। এভাবে হেশাম ও ‘আইয়াশ মক্কায় কাফেরদের একটি বন্দীশালায় আটকে পড়ে থাকলেন।

পরবর্তীতে রাসূল (ছাঃ) হিজরত করে মদীনায় গিয়ে একদিন সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, مَنْ لِي بِعَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَهِشَامٍ ‘কে আছ যে আমার জন্য ‘আইয়াশ ও হেশামকে মুক্ত করে আনবে?’ তখন অলীদ বিন অলীদ বিন মুগীরাহ বলে উঠলেন, أَنَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ بِهِمَا ‘ঐ দু’জনের সাহায্যে আমি প্রস্তুত আপনার জন্য হে আল্লাহ্‌র রাসূল!’ অতঃপর তিনি গোপনে মক্কায় পৌঁছে ঐ বন্দীশালায় খাবার পরিবেশনকারীণী মহিলার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং দেওয়াল টপকে ছাদবিহীন উক্ত যিন্দানখানার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে তাদেরকে বাঁধনমুক্ত করে মদীনায় নিয়ে এলেন।[২৯৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহর, বিতর ও ফজরের ছালাতে রুকূ থেকে উঠে দু’হাত তুলে আল্লাহ্‌র নিকট অলীদ বিন অলীদ, সালামাহ বিন হিশাম, ‘আইয়াশ বিন আবু রাবী‘আহ-র নাম ধরে তাদের মুক্তির জন্য এবং (মক্কার) দুর্বল মুমিনদের জন্য দো‘আ করতেন’ *(বুখারী হা/৭৯৭, ২৯৩২)*। তিনি রামাযানে ১৫ দিন যাবৎ এ দো‘আ করেন। অলীদ বিন অলীদ ছিলেন খালেদ বিন অলীদের ভাই’ *(ফাৎহুল বারী হা/৪৫৬০-এর আলোচনা)*।

২৯৩. ইবনু হিশাম ১/৪৭৪-৭৬; ত্বাবারাণী হা/৯৯১৯; সনদ ‘মুরসাল’।

উপরে বর্ণিত বারা বিন ‘আযেব ও ইবনু ইসহাক-এর দু’টি বর্ণনার সমন্বয় এটাই হ’তে পারে যে, ওমর (রাঃ)-এর ২০জন সাথী রাস্তায় পরস্পরে মিলিত হন। অতঃপর তারা প্রায় একই সময়ে মদীনায় পৌঁছে যান *(মা শা-‘আ ৭১ পৃঃ)*।[২৯৪]

এইভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাহাবায়ে কেরাম মক্কা হ’তে মদীনায় গোপনে পাড়ি জমাতে থাকেন। ফলে বায়‘আতে কুবরার পর দু’মাসের মধ্যেই প্রায় সকলে মদীনায় হিজরত করে যান। কেবল কিছু দুর্বল মুসলমান মক্কায় অবশিষ্ট থাকেন। যাদেরকে মুশরিকরা বিভিন্ন সুবিধা দেখিয়ে বা ভয় দেখিয়ে বলপূর্বক আটকে রেখেছিল।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -১৭ (١٧– العبر) :

(১) ঈমান ও আমলের স্বাধীনতা না থাকলে নিজের সবকিছু এমনকি প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করতে এবং যেকোন কষ্টকর মুছীবতসমূহ বরণ করতে ঈমানদারগণ রাযী হয়ে যান। ছাহাবায়ে কেরামের হিজরতের ঘটনাবলী আমাদেরকে সেই শিক্ষা দান করে।

(২) কাফেররা ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে পিতৃধর্ম ত্যাগ ও দলভাঙ্গার অজুহাত দেখালেও তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে ‘দুনিয়া’। দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলে বাধা মনে করেই তারা সর্বদা ইসলামী দাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত এমনকি নির্মূল করতে চেষ্টা করে থাকে।

(৩) পেশীশক্তি দিয়ে মুমিনকে পর্যুদস্ত করা গেলেও তার ঈমানকে নির্মূল করা যায় না। বিরোধী শক্তি তাই ইসলামী আদর্শকে সর্বদা ভীতির চোখে দেখে। মক্কার মুসলমানেরা কুরায়েশ নেতাদের কোন ক্ষতি না করলেও তারা তাদের উপরে অবর্ণনীয় যুলুম করে কেবল তাদের ঈমানের ভয়ে।

---

২৯৪. এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, মদীনায় হিজরতের দিন ওমর (রাঃ) তরবারিসহ কা‘বাগৃহে আসেন এবং তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমে ছালাত আদায় করেন। অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, شَاهَتِ الْوُجُوهُ ‘চেহারাসমূহ ধূলি মলিন হৌক’! অতঃপর বলেন, مَنْ أَرَادَ أَنْ يُثْكِلَ أُمَّهُ أو يُوتِمَ وَلَدَهُ أَوْ تُرْمِلَ زَوْجَتَهُ فَلْيَلْقِنِيْ وَرَاءَ هَذَا الْوَادِى ‘যে ব্যক্তি তার মাকে সন্তানহারা করতে চায়, পিতা তার সন্তানকে ইয়াতীম বানাতে চায় ও স্বামী তার স্ত্রীকে বিধবা করতে চায়, সে যেন এই উপত্যকার বাইরে গিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে’ *(ইবনুল আছীর, উসদুল গা-বাহ ৪/৫৮ পৃঃ)*। হযরত আলী (রাঃ)-এর সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে। অথচ এটি আদৌ প্রমাণিত নয়। ওমর (রাঃ) গোপনে নয়, বরং প্রকাশ্যে হিজরত করেছেন বলে তাঁর বীরত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে এরূপ মিথ্যা কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে’ *(আলবানী, দিফা‘ ‘আনিল হাদীছ ওয়াস-সীরাহ ৪৩ পৃঃ; সীরাহ ছহীহাহ ১/২০৬; মা শা-‘আ ৭০ পৃঃ)*।

বস্তুতঃ ওমর (রাঃ) অন্যদের মতই গোপনে হিজরত করেছিলেন এবং এতে দোষের কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও গোপনে হিজরত করেছিলেন। এগুলি পলায়ন নয়, বরং দ্বীনের স্বার্থে আত্মরক্ষা মাত্র।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিজরত (هجرة الرسول صـــ)

ঠাট্টা-বিদ্রূপ, কা'বায় ছালাত আদায়ে বাধা ও নানাবিধ কষ্ট দানের পরেও কোনভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দমিত করতে না পেরে অবশেষে তারা তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। যেটা ছিল হিজরতের প্রত্যক্ষ কারণ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কুরায়েশ নেতাদের একটি দল হিজরে (الْحِجْر) একত্রিত হয়। অতঃপর লাত, মানাত ও 'উযযার নামে শপথ করে বলে যে, এবার আমরা মুহাম্মাদকে দেখলে একযোগে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ব এবং হত্যা না করা পর্যন্ত তাকে ছেড়ে আসব না'।

একথা জানতে পেরে ফাতেমা কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এলেন এবং উক্ত খবর দিয়ে বললেন যে, ঐ নেতারা আপনাকে হত্যা করে রক্তমূল্য নিজেরা ভাগ করে পরিশোধ করবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, বেটি! আমাকে ওযূর পানি দাও। অতঃপর ওযূ করে তিনি সোজা হারামে চলে গেলেন ও তাদের মজলিসে প্রবেশ করলেন। তারা তাঁকে দেখে বলে উঠল, এই তো সে ব্যক্তি। কিন্তু কেউ তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে বা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে সাহস করল না। এ সময় তিনি তাদের দিকে এক মুষ্টি মাটি ছুঁড়ে মেরে বলেন, شَاهَتِ الْوُجُوهُ 'চেহারাসমূহ ধূলি মলিন হৌক'! রাবী বলেন, ঐ মাটি যার গায়েই লেগেছিল, সেই-ই বদরের যুদ্ধে কাফের অবস্থায় নিহত হয়েছিল'।[২৯৫]

উল্লেখ্য যে, হযরত নূহ, ইবরাহীম ও মূসা (আঃ) আল্লাহ্র পথে চরমভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। অন্যদের মধ্যে বহুসংখ্যক নবীকে সরাসরি হত্যা করা হয়েছে। অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হত্যা করতে সক্ষম না হ'লেও তাকে মর্মান্তিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَقَدْ أُخِفْتُ فِى اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِى اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَىَّ ثَلاَثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِى وَلِبِلاَلٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَىْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلاَلٍ 'আমাকে আল্লাহ্র পথে যেভাবে ভীত করা হয়েছে এমনটি কাউকে করা হয়নি। আমি আল্লাহ্র পথে যেভাবে নির্যাতিত হয়েছি, এমনটি কেউ হয়নি। মাসের ত্রিশটি দিন ও রাত আমার ও আমার পরিবারের কোন খাদ্য জোটেনি। বেলালের বগলে যতটুকু লুকানো সম্ভব ততটুকু খাদ্য ব্যতীত' (অর্থাৎ খুবই সামান্য)।[২৯৬]

---

২৯৫. আহমাদ হা/২৭৬২, ৩৪৮৫, সনদ হাসান; হাকেম হা/৫৮৩, ৩/১৫৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮২৪; সীরাহ ছহীহাহ ১/১৫৩-৫৪।

২৯৬. আহমাদ হা/১২২৩৩, ১৪০৮৭; তিরমিযী হা/২৪৭২; ইবনু মাজাহ হা/১৫১; সীরাহ ছহীহাহ ১/১৫৪।

বলা বাহুল্য এভাবে চূড়ান্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পরেই আল্লাহ তাঁকে হিজরতের অনুমতি দেন।

হিজরত শুরু (بدء الهجرة) :

১৪ নববী বর্ষের ২৭শে ছফর মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত শেষ রাতে আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়ী থেকে হিজরত শুরু হয়[২৯৭] এবং রাত থাকতেই তাঁরা ৩ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে ছওর গিরিগুহায় পৌঁছে যান। অতঃপর সেখানে তাঁরা শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার তিনদিন তিন রাত অবস্থান করেন। এসময় রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ছিল ৫৩ বছর।

বিবরণ (وصف الهجرة) : আয়েশা (রাঃ) বলেন, হিজরতের দিন ভরদুপুরে একটা কাপড়ে মাথা ঢেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বাড়ীতে আসেন। যেসময় সাধারণতঃ কেউ বের হয় না। তিনি এসে আবুবকরকে বললেন যে, তাঁকে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আমরা তখন তাঁদের সফরের জন্য দ্রুত গোছ-গাছ শুরু করে দিলাম। (বড় বোন) আসমা তার কোমরবন্দ ছিঁড়ে তার এক অংশ দিয়ে থলের মুখ বেঁধে দেন। অন্য অংশ নিজের ব্যবহারে রাখেন।

তিনি বলেন, আবুবকর আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন। কেননা চারমাস পূর্বেই (অর্থাৎ ২য় বায়‘আতের পর থেকে হিজরতপূর্ব সময়ের মধ্যে) রাসূল (ছাঃ) সকলকে জানিয়েছিলেন যে, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, যা কালো পাথুরে মাটির মাঝে খেজুর বাগিচা সমৃদ্ধ এলাকা। তখন থেকেই মুসলমানগণ ইয়াছরিবে হিজরত করতে থাকেন। এমনকি হাবশা থেকেও অনেকে ফিরে ইয়াছরিবে যান। তবে জা‘ফর বিন আবু তালেব তখনও সেখানে ছিলেন। এক পর্যায়ে আবুবকরও ইয়াছরিবে চলে যেতে চান। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِى ‘থেমে যাও! আশা করছি যে, আমাকেও অনুমতি দেওয়া হবে’ *(বুখারী হা/২২৯৭; ৩৯০৫)*। ফলে সেদিন থেকেই আবুবকর দু’টি দ্রুতগামী বাহন প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, দু’টি বাহনের যেকোন একটি আপনি গ্রহণ করুন। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, মূল্যের বিনিময়ে (অর্থাৎ নিজস্ব বাহনেই তিনি হিজরত করতে চান)। অতঃপর তাঁরা ছওর গিরিগুহায় চলে যান ও

---

২৯৭. রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ২/৩৬৭; আর-রাহীক্ব ১৬৩-৬৪ পৃঃ।
ইবনু হাজার ১লা রবীউল আউয়াল বৃহস্পতিবার বলেছেন *(ফাৎহুল বারী হা/৩৮৯৬-এর পরে ‘রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের মদীনায় হিজরত’ অনুচ্ছেদ)*। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের হিসাব মতে ১লা রবীউল আউয়াল সোমবার হয়। আমরা আধুনিক গবেষক সুলায়মান মানছূরপুরীর হিসাবকেই অগ্রাধিকার দিলাম।

সেখানে তিনরাত আত্মগোপনে থাকেন। সঙ্গে আমার ভাই আব্দুল্লাহ থাকত এবং ভোরের অন্ধকার থাকতেই সে চলে আসত। যাতে লোকেরা বুঝতে না পারে যে, সে বাইরে ছিল। আমাদের মুক্তদাস 'আমের বিন ফুহায়রা দুম্বা চরাত এবং রাতের অন্ধকারে গিয়ে দুধ পান করাত। এভাবে তিনরাত কেটে যায়। অতঃপর তাঁরা বনু 'আবদ বিন 'আদী গোত্র থেকে একজন দক্ষ পথপ্রদর্শকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। যারা 'আছ বিন ওয়ায়েল সাহমী গোত্রের মিত্র ছিল। ঐ ব্যক্তি (আব্দুল্লাহ বিন উরাইক্বিত্ব) কাফেরদের দ্বীনের উপর ছিল। অতঃপর তিনরাত্রির পরদিন (সোমবার) প্রত্যুষে (صُبْحَ ثَلاَثٍ) তাঁরা রওয়ানা হন। এ সময় তাঁদের সাথে ছিল 'আমের বিন ফুহায়রা এবং পথপ্রদর্শক ব্যক্তি। যিনি তাদেরকে নিয়ে মক্কার নিম্নভূমি দিয়ে যাত্রা করেন'।

হাকেম বলেন, قَالَ الْحَاكِمُ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ أَنَّ خُرُوجَهُ كَانَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَدُخُولَهُ الْمَدِينَةَ كَانَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ 'এ কথাটি অবিরত ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কা থেকে তাঁর যাত্রা ছিল সোমবারে এবং মদীনায় উপস্থিতি ছিল সোমবারে'। ইবনু হাজার বলেন, أَقَامَ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَهِيَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ السَّبْتِ وَلَيْلَةُ الْأَحَدِ وَخَرَجَ فِي أَثْنَاءِ لَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ 'তিনি সেখানে তিনরাত কাটান। শনি, রবি ও সোম। অতঃপর সোমবার রাত থাকতে থাকতেই গুহা থেকে বের হয়ে রওয়ানা দেন'।[২৯৮]

হিজরতের উক্ত সংকটময় রাতের কথা বলতে গিয়ে ওমর (রাঃ) আল্লাহ্র কসম করে বলতেন, وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتِلْكَ اللَّيْلَةُ خَيْرٌ مِنْ آلِ عُمَرَ 'ঐ এক রাতের আমল গোটা ওমর পরিবারের সারা জীবনের আমল অপেক্ষা উত্তম ছিল'।[২৯৯]

ষড়যন্ত্র কাহিনী (حكاية المؤامرة) :

উল্লেখ্য যে, হিজরতের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে কুরায়েশদের হত্যার ষড়যন্ত্রে ১৪জন নেতার বৈঠক ও সে বৈঠকে শায়খে ছান'আর রূপ ধারণ করে ইবলীসের উপস্থিতি বিষয়ে ইবনু ইসহাকের বর্ণনা *(ইবনু হিশাম ১/৪৮০-৮১)* বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়।[৩০০] উক্ত ঘটনা

---

২৯৮. বুখারী, ফৎহসহ হা/৩৯০৫ 'আনছারদের মর্যাদা' অধ্যায়-৬৩, অনুচ্ছেদ ৪৫।
২৯৯. হাকেম হা/৪২৬৮; যাহাবী 'ছহীহ মুরসাল' বলেছেন।
৩০০. উক্ত ১৪ জন নেতার নাম নিম্নরূপ :
(১) বনু মাখযূম গোত্রের আবু জাহল বিন হিশাম। বনু নওফাল বিন 'আব্দে মানাফ গোত্রের (২) জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম (৩) তু'আইমাহ বিন 'আদী (৪) হারেছ বিন 'আমের। বনু 'আব্দে শামস বিন 'আব্দে মানাফ গোত্রের (৫) উৎবাহ ও (৬) শায়বাহ বিন রাবী'আহ (৭) আবু সুফিয়ান বিন হারব। বনু 'আব্দিদ্দার গোত্রের (৮) নাযার বিন হারেছ। বনু আসাদ বিন আব্দুল ওযযা গোত্রের (৯) আবুল বাখতারী বিন হিশাম

উপলক্ষে সূরা আনফাল ৩০ আয়াত[৩০১] নাযিল হয় বলাটাও ঠিক নয়। কেননা সূরা আনফাল নাযিল হয়েছিল হিজরতের দেড় বছর পরে বদর যুদ্ধ উপলক্ষে। যা ২য় হিজরীর রামাযান মাসে সংঘটিত হয়। দ্বিতীয়তঃ কাফেরদের গৃহ অবরোধের মধ্য থেকে বের হবার সময় রাসূল (ছাঃ) তাদের দিকে বালু নিক্ষেপ করেন। যা তাদের চোখে ও মাথায় ভরে যায় এবং তিনি এ সময় সূরা ইয়াসীনের ১-৯ আয়াতগুলি বা কেবল ৯ আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর শয়তান এসে তাদের বলে 'আল্লাহ তোমাদের নিরাশ করুন! মুহাম্মাদ বেরিয়ে গেছে'।[৩০২] এটির সনদ 'মুরসাল'। যা গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া কুরায়েশরা কিভাবে জানল যে, ঐ রাতে রাসূল (ছাঃ) হিজরত করবেন। আর আবুবকর (রাঃ) ছিলেন তার নিজের বাড়ীতে। তাহ'লে দু'জন কিভাবে একত্রিত হয়ে ছওর গুহায় চলে গেলেন? অথচ আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে বুঝা যায় যে, আবুবকর (রাঃ)-এর গৃহ থেকেই তাঁরা পৃথক বাহনে করে রওয়ানা হয়েছিলেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, কুরায়েশদের ষড়যন্ত্র কাহিনী যদি সত্য হবে, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর নিজ গোত্র বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিব ছিল কোথায়? সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি চাচা আব্বাস, যিনি আক্বাবায়ে কুবরার বায়'আতে উপস্থিত ছিলেন এবং হিজরতের পর ভাতিজার নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে ইয়াছরেবী প্রতিনিধি দলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তিনি তখন কোথায় ছিলেন? *(মা শা-'আ ৭২-৭৬ পৃঃ)*। বরং এটাই সঠিক যে, উপরোক্ত নেতাগণ রক্তপিপাসু দুশমন ছিলেন। আর সে কারণেই রাসূল (ছাঃ) গোপনে হিজরত করেন এবং আলী ইবনু আবী ত্বালিবকে রেখে আসেন। তিনি সেখানে তিন দিন তিন রাত অবস্থান করেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে যার যা আমানত ছিল, সব তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর তিনি হিজরত করে মদীনায় যান ও রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মিলিত হন।[৩০৩]

---

(১০) যাম'আহ ইবনুল আসওয়াদ (১১) হাকীম বিন হেযাম। বনু সাহম গোত্রের (১২) নুবাইহ ও (১৩) মুনাব্বিহ ইবনুল হাজ্জাজ। বনু জুমাহ গোত্রের (১৪) উমাইয়া বিন খালাফ *(ইবনু হিশাম ১/৪৮১; আর-রাহীক্ব ১৫৯ পৃঃ)*।

৩০১. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ- 'স্মরণ কর, যখন (মক্কার) কাফেররা (দারুন নাদওয়াতে বসে) তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তোমাকে বন্দী করার জন্য অথবা হত্যা করার জন্য অথবা বের করে দেবার জন্য (কিন্তু তারা কিছুই করতে পারেনি)। বস্তুতঃ তারা চক্রান্ত করে আর আল্লাহও কৌশল করেন। আর আল্লাহই শ্রেষ্ঠ কৌশলী' *(আনফাল ৮/৩০)*।

৩০২. ইবনু হিশাম ১/৪৮২-৮৪; আর-রাহীক্ব ১৬৩ পৃঃ।

৩০৩. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১৫৪৬, ৫/৩৮৪ পৃঃ; সনদ হাসান; মা শা-'আ ৭৭ পৃঃ।

গৃহ থেকে গুহা -কিছু ঘটনা

(من الدار إلى الغار : بعض الحادثات)

মক্কা ত্যাগকালে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিক্রিয়া (تأثير الرسول صـــ عند مغادرة مكة) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন হাজূনে দাঁড়িয়ে মক্কাবাসী ও বায়তুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ وَلَوْلاَ أَنِّى أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ 'আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ জনপদ ও আল্লাহ্র নিকট আল্লাহ্র মাটিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় মাটি। যদি আমাকে তোমার থেকে বের করে না দেওয়া হ'ত, তাহ'লে আমি বেরিয়ে যেতাম না'।[৩০৪]

এ প্রসঙ্গে যে আয়াতটি নাযিল হয় তা নিম্নরূপ-

وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ-

'যে জনপদ তোমাকে বহিষ্কার করেছে, তার চাইতে কত শক্তিশালী জনপদকে আমরা ধ্বংস করেছি। অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৩)*। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আয়াতটি হিজরতকালে মক্কা ত্যাগের সময় নাযিল হয়।[৩০৫]

গুহার মুখে শত্রুদল (الأعداء على الغار) :

রাসূল (ছাঃ)-কে না পেয়ে কুরায়েশরা চারিদিকে অনুসন্ধানী দল পাঠায় এবং ঘোষণা করে যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ও আবুবকরকে বা দু'জনের কাউকে জীবিত বা মৃত ধরে আনবে, তাকে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে।[৩০৬] সন্ধানী দল এক সময় ছওর গিরিগুহার মুখে গিয়ে পৌঁছে। এ সময়কার অবস্থা আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করেন এভাবে

---

৩০৪. তিরমিযী হা/৩৯২৫; আহমাদ হা/১৮৭৩৯, সনদ ছহীহ।

৩০৫. তাফসীর ত্বাবারী ২৬/৩১ পৃঃ হা/৩১৩৭২। নাযিলের কারণ অংশটুকু বাদে হাদীছ ছহীহ; তাহকীক তাফসীর কুরতুবী হা/৫৫১১ সূরা মুহাম্মাদ ১৩ আয়াত।

এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেন, اَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَخْرَجْتَنِي مِنْ أَحَبِّ الْبِلاَدِ إِلَيَّ فَأَسْكِنِّي أَحَبَّ الْبِلاَدِ إِلَيْكَ فَأَسْكَنَهُ اللهُ الْمَدِيْنَةَ 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় জনপদ থেকে বের করে এনেছ। অতএব তুমি আমাকে তোমার সর্বাধিক প্রিয় স্থানে বসবাস করাও। অতঃপর আল্লাহ তাকে মদীনাতে বসবাসের ব্যবস্থা করলেন' *(হাকেম হা/৪২৬১, ৩/৪)*। হাদীছটি মওযূ' বা জাল। বরং ছহীহ হাদীছ এই যে, তিনি হাজূনে দাঁড়িয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে *(তিরমিযী হা/৩৯২৫; হাদীছ ছহীহ)*। ইবনু আব্দিল বার্র মালেকী বলেন, আমি বিস্মিত হই ছহীহ হাদীছ ছেড়ে কিভাবে মানুষ মওযূ' হাদীছের ভিত্তিতে এভাবে তাবীল করতে পারে'। অথচ এটি প্রসিদ্ধ যে, মালেকীগণ মক্কার উপরে মদীনাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন *(মা শা-'আ ৮৩-৮৪ পৃঃ)*।

৩০৬. ইবনু হিশাম ১/৪৮৯, বুখারী হা/৩৯০৬।

যে, نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُؤُوسِنَا وَنَحْنُ فِى الْغَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا 'গুহায় থাকা অবস্থায় আমি আমাদের মাথার উপরে তাদের পাগুলি দেখতে পাচ্ছিলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি তাদের কেউ নীচের দিকে তাকায়, তাহ'লে আমাদেরকে তার পায়ের নীচে দেখতে পাবে। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, দু'জন ধারণা করছ কেন? আল্লাহ আছেন তৃতীয় হিসাবে'।[৩০৭] বিষয়টির বর্ণনা আল্লাহ দিয়েছেন এভাবে-

إِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ- (التوبة ٤٠)-

'যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাকে বহিষ্কার করেছিল দু'জনের হিসাবে। যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল। যখন সে তার সাথীকে বলেছিল, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখোনি। আর আল্লাহ কাফেরদের শিরকী কালেমা নীচু করে দিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্র তাওহীদের কালেমা সদা উন্নত। আল্লাহ হ'লেন পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/৪০)*।

রক্তপিপাসু শত্রুকে সামনে রেখে ঐ সময়ের ঐ নাযুক অবস্থায় لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا *(চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন)*, এই ছোট্ট কথাটি মুখ দিয়ে বের হওয়া কেবলমাত্র তখনই সম্ভব, যখন একজন মানুষ সম্পূর্ণরূপে কায়মনোচিত্তে নিজেকে আল্লাহ্র উপরে সোপর্দ করে দেন। দুনিয়াবী কোন উপায়-উপকরণের উপরে নির্ভরশীল ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কথা বলা আদৌ সম্ভব নয়।

বস্তুতঃ একথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সংকটকালে আরও কয়েকবার বলেছেন। এখানে 'অদৃশ্য বাহিনী' বলতে ফেরেশতাগণ হ'তে পারে কিংবা অন্য কোন অদৃশ্য শক্তি হ'তে পারে, যা মানুষের কল্পনার বাইরে। মূলতঃ সবই আল্লাহ্র বাহিনী। সবচেয়ে বড় কথা, সারা পাহাড় তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর গুহা মুখে পৌঁছেও তারা গুহার মধ্যে খুঁজল না, এমনকি নীচের দিকে তাকিয়েও দেখল না। তাদের এই মনের পরিবর্তনটাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ছিল সরাসরি গায়েবী মদদ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম মো'জেযা। আল্লাহ বলেন, وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ 'তোমার প্রভুর সেনাবাহিনীর খবর তোমার

---

৩০৭. বুখারী হা/৩৬৫৩; মুসলিম হা/২৩৮১; মিশকাত হা/৫৮৬৮।

প্রভু ব্যতীত কেউ জানে না' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩১)*। আর একারণেই হাযারো প্রস্তুতি নিয়েও অবশেষে কুফরীর ঝাণ্ডা অবনমিত হয় ও তাওহীদের ঝাণ্ডা সমুন্নত হয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন যারা আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল' *(নাহল ১৬/১২৮)*।

অতিরঞ্জিত কাহিনী (المغالاة في قصة الهجرة) :

হিজরতের কাহিনীতে বহু কিছু অতিরঞ্জিত বর্ণনা যুক্ত হয়েছে। যার কোন ভিত্তি নেই। যেমন, (ক) রাসূল (ছাঃ) ছওর গুহায় প্রবেশের পর আবুবকর (রাঃ) গুহাটি পরিষ্কার করলেন এবং নিজের পায়জামা ছিঁড়ে এর মধ্যেকার গর্তগুলি পূরণ করে দেন। কিন্তু দু'টি গর্ত পূরণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে তিনি ঐ দু'টি গর্তের মুখে পা দিয়ে রাখেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাঁর উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। একপর্যায়ে সাপ কিংবা বিচ্ছু আবুবকর (রাঃ)-এর পায়ে দংশন করে। এতে তিনি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) জেগে উঠবেন সেই ভয়ে নড়াচড়া করেননি। একপর্যায়ে বিষের তীব্র যন্ত্রণায় তার চোখের পানি রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে ঝরে পড়লে তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। তখন রাসূল (ছাঃ) নিজের মুখের লালা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে বিষের যন্ত্রণা দূর হয়ে যায়। পরবর্তীতে তার বিষের ব্যথা ফিরে আসে এবং এটাই ছিল তাঁর মৃত্যুর কারণ'।[৩০৮] আবুবকর ঐ সময় কাঁদছিলেন এবং বলছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিজের জন্য কাঁদছিনা, বরং আমি ভয় পাচ্ছি হে রাসূল! আপনার কি হবে? এছাড়া (খ) ছওর গুহার মুখে মাকড়সার জাল বোনা, (গ) একটি বৃক্ষের জন্ম হওয়া ও রাসূল (ছাঃ)-কে ঢেকে দেওয়া (ঘ) সেখানে এসে দু'টি কবুতরের বাসা বাঁধা ও তাতে ডিম পাড়া ইত্যাদি সবই বানোয়াট ও কল্পকাহিনী মাত্র।[৩০৯] বরং এটাই সঠিক যে, আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে তাঁদেরকে গায়েবী মদদ করেছিলেন এবং কুরায়েশদের প্রেরিত অনুসন্ধানী দলের দৃষ্টিকে আল্লাহ অন্যদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যা আবুবকর (রাঃ)-এর বক্তব্য থেকেই বুঝা যায়। পরবর্তীতে বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা পাঠিয়ে আল্লাহ একইভাবে গায়েবী মদদ করেন *(আনফাল ৮/৯)*। বস্তুতঃ এই সাহায্য নবী ও তাঁর সনিষ্ঠ অনুসারী মুমিনগণ সর্বদা পেয়ে থাকেন।[৩১০]

---

৩০৮. রাযীন, মিশকাত হা/৬০২৫; আর-রাহীক্ব ১৬৪-৬৫ পৃঃ। বর্ণনাটি 'মওযূ' বা জাল *(ঐ, তা'লীক্ব ১০৪-০৭)*।
৩০৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/১১২৮-২৯; মা শা-'আ ৮০ পৃঃ।
৩১০. আম্বিয়া ২১/৮৮; রূম ৩০/৪৭।

(১) জানা আবশ্যক যে, গুহা মুখে মাকড়সা সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা 'মুনকার' বা যঈফ। যেমন রাসূল (ছাঃ) আবুবকরকে বলছেন, جَزَى اللهُ عَزَّ وجلَّ العنكبوتَ عنا خيرًا، فإنها نَسَجَتْ عليَّ وعليكَ يا أبا بكرٍ في الغار، حتَّى لَمْ يَرَنا المشركونَ و لم يَصِلُوا إلينا 'আল্লাহ আমাদের পক্ষ হ'তে মাকড়সাকে উত্তম পুরস্কার দিন। কেননা সে আমার ও তোমার উপরে হে আবুবকর! গুহাতে জাল বুনেছে। ফলে মুশরিকরা আমাদের দেখতে পায়নি এবং আমাদের কাছে পৌঁছতে পারেনি' *(মুসনাদে*

Contents

আবুবকর পরিবারের অনন্য খিদমত (خدمات فريدة لأسرة أبي بكر) :

(১) হিজরতের প্রাক্কালে আসমা সফরের মাল-সামান ও খাদ্য-সামগ্রী বাঁধার জন্য রশিতে কম পড়ায় নিজের কোমরবন্দ খুলে তা ছিঁড়ে দু'টুকরা করে এক টুকরা দিয়ে থলির মুখ বাঁধেন ও বাকী টুকরা দিয়ে নিজের কোমরবন্দের কাজ সারেন। এ কারণে তিনি ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ বা দুই কোমরবন্দের অধিকারিণী উপাধিতে ভূষিত হন' *(বুখারী হা/২৯৭৯)*। উল্লেখ্য যে, আসমা (রাঃ) প্রতি রাতে তাঁদের জন্য খাবার রান্না করে নিয়ে যেতেন *(ইবনু হিশাম ১/৪৮৫)* বলে যা প্রসিদ্ধ আছে, তা সঠিক নয় *(মা শা-'আ ৭৮ পৃঃ)*।

(২) বাসায় রক্ষিত পাঁচ/ছয় হাযার মুদ্রার সবই পিতা আবুবকর যাবার সময় সাথে নিয়ে যান। তাঁরা চলে যাবার পর আসমার বৃদ্ধ ও অন্ধ দাদা আবু ক্বোহাফা এসে আসমাকে বললেন, বেটি! আমি মনে করি, আবুবকর তোমাদের দ্বিগুণ কষ্টে ফেলে গেল। সে নিজে চলে গেল এবং নগদ মুদ্রা সব নিয়ে গেল। একথা শুনে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে আসমা একটা পাথর কাপড়ে জড়িয়ে টাকা রাখার গর্তে রেখে এসে দাদাকে সেখানে নিয়ে গেল এবং দাদার হাত উক্ত গর্তের মধ্যে কাপড়ের গায়ে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এই দেখ দাদু! আব্বা সব মুদ্রা রেখে গেছেন'। অন্ধ দাদু তাতে মহা খুশী হয়ে বললেন, أَمَّا إِذَا تَرَكَ هَذَا فَنَعَمْ 'যাক! এগুলো ছেড়ে গিয়ে সে খুব ভাল কাজ করেছে' *(হাকেম হা/৪২৬৭ সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য যে, আবুবকর (রাঃ)-এর পিতা আবু ক্বোহাফা ঐ সময় কাফের ছিলেন। পরে তিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হন।

(৩) তাছাড়া আসমার ছোট বোন আয়েশা আসমার সাথে সকল কাজে সাহায্য করেন। (৪) তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ পিতার সাথে রাতে গুহায় কাটাতেন ও ভোর রাতে বাড়ি ফিরে আসতেন। অতঃপর শত্রুপক্ষের খবরাখবর নিয়ে রাতের বেলা পুনরায় গুহায় চলে যেতেন' *(বুখারী হা/৩৯০৫)*।

(৫) আবুবকরের মুক্তদাস 'আমের বিন ফুহায়রা ছওর পর্বতের পার্শ্ববর্তী ময়দানে দিনের বেলা ছাগল চরাতো। তারপর রাতের একাংশ অতিবাহিত হ'লে সে ছাগপাল নিয়ে ছওর পাহাড়ের পাদদেশে চলে আসত এবং রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকরকে দুধ পান করাত। তারপর সেখানে অবস্থান করে ভোর হবার আগেই ছাগপাল নিয়ে পুনরায় দূরে চলে যেত' *(বুখারী হা/৩৯০৫)*।

দায়লামী; সিলসিলা যঈফাহ হা/১১৮৯, ৩/৩৩৭ পৃঃ)। শায়খ আলবানী উপরোক্ত বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন, গুহার মাকড়সা ও দুই কবুতরের ডিম পাড়া সম্পর্কে যেসব লেখনী ও বক্তব্যসমূহ প্রচলিত রয়েছে, সেগুলির কিছুই সঠিক নয়' *(যঈফাহ ৩/৩৩৯; মা শা-'আ ৮৩ পৃঃ)*।

(২) প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূল (ছাঃ)-কে না পেয়ে কুরায়েশ নেতারা আলী (রাঃ)-এর উপর নির্যাতন করে *(আর-রাহীক্ব ১৬৫ পৃঃ, রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/৯৬)*। বর্ণনাটি সূত্র বিহীন। আরও প্রসিদ্ধ আছে যে, আবু জাহল আবুবকরকে না পেয়ে তার কন্যা আসমা (রাঃ)-এর মুখে থাপ্পড় মারেন *(আর-রাহীক্ব ১৬৫ পৃঃ)*। কিন্তু এর সনদ মুনক্বাতি' বা যঈফ *ঐ, তা'লীক্ব ১০৮-০৯; তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৫১৩*।

এইভাবে দেখা যায় যে, আবুবকর (রাঃ)-এর পুরো পরিবার হিজরতের প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, ছাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র আবুবকর (রাঃ) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর চার পুরুষ মুসলমান ও ছাহাবী ছিলেন। অর্থাৎ তিনি, তাঁর পিতা-মাতা, তাঁর সন্তানগণ এবং তাদের সন্তানগণ। তন্মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা ছিলেন তাঁর কন্যা আসমার পুত্র ও আয়েশার পালিত পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (১-৭৩ হিঃ)। যিনি ছিলেন হিজরতের পরপরই ক্বোবায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুহাজির সন্তান। তাঁর সহোদর ছোট ভাই উরওয়া বিন যুবায়ের (২৩-৯৪ হিঃ) ছিলেন রাসূল চরিত বর্ণনায় শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বস্ত রাবী এবং মদীনার শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ সপ্তকের অন্যতম *(সৈয়ূত্বী, ত্বাবাক্বাতুল হুফফায ক্রমিক ৪৯)*।

আল্লাহ বলেন, رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নে‘মত তুমি দান করেছ, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি আমাকে দাও! আর আমি যেন এমন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং আমার জন্য আমার সন্তানদের মধ্যে তুমি কল্যাণ দান কর। আমি তোমার দিকে ফিরে গেলাম এবং আমি তোমার একান্ত আজ্ঞাবহদের অন্তর্ভুক্ত’ *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত দো‘আটি আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) করেছিলেন, যখন তিনি ৪০ বছর বয়সে উপনীত হন। ফলে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যার সকল সন্তান ও পিতা-মাতা ইসলাম কবুল করেছিলেন’ *(কুরতুবী)*। উল্লেখ্য যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাইতে বয়সে দু’বছরের ছোট ছিলেন।

গুহা থেকে ইয়াছরিব (من الغار إلى يثرب) :

অনেক খোঁজাখুজির পর ব্যর্থ হয়ে কাফেররা একপ্রকার রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। আব্দুল্লাহ্র মাধ্যমে সব খবর জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবার ইয়াছরিব যাত্রার নির্দেশ দিলেন।

১লা রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর সোমবার প্রত্যূষে তাঁরা ছওর গিরিগুহা ছেড়ে মক্কার নিম্নভূমি দিয়ে ইয়াছরিব অভিমুখে রওয়ানা হন। একটি উটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) এবং অন্যটিতে মুক্তদাস ‘আমের বিন ফুহাইরা ও বনু দীল (الدِّيلِ) গোত্রের পথপ্রদর্শক (প্রসিদ্ধ মতে) আব্দুল্লাহ বিন উরাইক্বিত লায়ছী সওয়ার হয়, যে তখন কাফের ছিল।[৩১১]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় আবুবকর (রাঃ) দুঃখ করে বলেছিলেন, أَخْرَجُوْا نَبِيَّهُمْ لَيَهْلِكُنَّ ‘তারা তাদের নবীকে বের করে দিল।

৩১১. ফাৎহুল বারী হা/৩৯০৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এখন অবশ্যই তারা ধ্বংস হবে'। অতঃপর সূরা হজ্জ-এর ৩৯ আয়াতটি নাযিল হয়, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ- الَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ 'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হ'ল তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। বস্ত্ততঃ আল্লাহ তাদেরকে (যুদ্ধ ছাড়াই) সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম' *(৩৯)*। 'যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা 'আল্লাহ'। যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে নাছারাদের বিশেষ উপাসনালয়, সাধারণ উপাসনালয়, ইহূদীদের উপাসনালয় ও মুসলমানদের মসজিদসমূহ, যে সকল স্থানে আল্লাহ্র নাম অধিকহারে স্মরণ করা হয়, সবই ধ্বংস হয়ে যেত। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান ও পরাক্রমশালী' *(হজ্জ ২২/৩৯-৪০)*।[৩১২] বস্ত্ততঃ এটাই ছিল যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে নাযিল হওয়া প্রথম আয়াত।

হিজরতকালের কিছু ঘটনা (بعض الواقعات في طريق الهجرة)

(১) আবুবকর (রাঃ)-এর তাওরিয়া অবলম্বন (إتخاذ التورية لأبي بكر) : যাত্রাবস্থায় আবুবকর (রাঃ) সর্বদা সওয়ারীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে বসতেন। কেননা আবুবকরের মধ্যে বার্ধক্যের নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা-ছূরতে তখনো চাকচিক্য বজায় ছিল। তাই রাস্তায় লোকেরা কিছু জিজ্ঞেস করলে মুরববী ভেবে আবুবকরকেই করতো। সামনের লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বলতেন, هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِى السَّبِيلَ 'এ ব্যক্তি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন' *(বুখারী হা/৩৯১১)*। এর দ্বারা তিনি হেদায়াতের পথ বুঝাতেন। কিন্তু লোকেরা ভাবত রাস্তা দেখানো কোন লোক হবে। এর মাধ্যমে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর পরিচয় গোপন করতেন। আরবী অলংকার শাস্ত্রে এই দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্যকে 'তাওরিয়া' (التَّوْرِيَة) বলা হয়। যাতে একদিকে সত্য বলা হয়। অন্যদিকে শ্রোতাকেও বুঝানো যায়।

(২) উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে (فى خيمة أم معبد) : খোযা'আহ গোত্রের খ্যাতনাম্নী অতিথিপরায়ণ মহিলা উম্মে মা'বাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পানাহারের কিছু আছে কি? ঐ মহিলার অভ্যাস ছিল তাঁবুর বাইরে বসে থাকতেন মেহমানের অপেক্ষায়। মেহমান পেলে তাকে কিছু না খাইয়ে

---

৩১২. তিরমিযী হা/৩১৭১; নাসাঈ হা/৩০৮৫; আহমাদ হা/১৮৬৫; হাকেম হা/২৩৭৬।

ছাড়তেন না। কিন্তু এইদিন এমন হয়েছিল যে, বাড়ীতে পানাহারের মত কিছুই ছিল না। ঐ সময়টা ছিল ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সময়। বকরীগুলো সব মাঠে নিয়ে গেছেন স্বামী আবু মা'বাদ। একটা কৃশ দুর্বল বকরী যে মাঠে যাওয়ার মত শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, সেটা তাঁবুর এক কোণে বাঁধা ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটাকে দোহন করার অনুমতি চাইলেন। উম্মে মা'বাদ বললেন, ওর পালানে কিছু থাকলে তো আমিই আপনাদের দোহন করে দিতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বকরীটির বাঁটে 'বিসমিল্লাহ' বলে হাত রাখলেন ও বরকতের দো'আ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র ইচ্ছায় বকরীটির পালান দুধে পূর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি দোহন করতে থাকলেন। তাতে দ্রুত পাত্র পূর্ণ হয়ে গেল। প্রথমে বাড়ীওয়ালী উম্মে মা'বাদকে পান করালেন। তারপর সাথীদের এবং সবশেষে তিনি নিজে পান করলেন। এরপরে এক পাত্র পূর্ণ করে উম্মে মা'বাদের কাছে রেখে তাঁরা পুনরায় যাত্রা করলেন।

অল্পক্ষণ পরেই আবু মা'বাদ বাড়ীতে ফিরে সব ঘটনা শুনে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলেন- وَاللهِ هَذَا صَاحِبُ قُرَيْشٍ ... لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَصْحَبَهُ وَلَأَفْعَلَنَّ إِنْ وَجَدْتُ إِلَى ذَلِكَ سَبِيْلاً– 'আল্লাহ্র কসম! ইনিই কুরায়েশদের সেই মহান ব্যক্তি হবেন। যার সম্পর্কে লোকেরা নানা কথা বলে থাকে। ...আমার দৃঢ় ইচ্ছা আমি তাঁর সাহচর্য লাভ করি এবং সুযোগ পেলে আমি তা অবশ্যই করব'।

আসমা বিনতে আবুবকর বলেন, আমরা জানতাম না রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন পথে ইয়াছরিব গমন করেছেন। কিন্তু দেখা গেল যে, হঠাৎ মক্কার নিম্নভূমি থেকে জনৈক অদৃশ্য ব্যক্তি একটি কবিতা পাঠ করতে করতে এল এবং মানুষ তার পিছে পিছে চলছিল। তারা সবাই তার কবিতা শুনছিল। কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। এভাবে কবিতা বলতে বলতে মক্কার উচ্চভূমি দিয়ে আওয়াযটি বেরিয়ে চলে গেল। আর বারবার শোনা যাচ্ছিল لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا 'চিন্তিত হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন'। সেই সাথে পঠিত পাঁচ লাইন কবিতা শুনে আমরা বুঝেছিলাম যে, তিনি উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে অবতরণ করে ঐ পথ ধরে ইয়াছরিব গিয়েছেন। উক্ত বার্তায় কয়েক লাইন কবিতার প্রথম দু'টি লাইন ছিল নিম্নরূপ।-

جَزَى اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ خَيْرَ جَزَائِهِ + رَفِيقَيْنِ حَلاَّ خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدٍ

هُمَا نَزَلاَ بِالْبِرِّ وَارْتَحَلاَ بِهِ + وَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدِ

'আরশের মালিক আল্লাহ তার সর্বোত্তম বদলা দান করেছেন তাঁর দুই বন্ধুকে, যারা উম্মে মা'বাদের দুই তাঁবুতে অবতরণ করেছেন'।

‘তারা কল্যাণের সাথে অবতরণ করেছেন এবং কল্যাণের সাথে গমন করেছেন। তিনি সফলকাম হয়েছেন যিনি মুহাম্মাদের বন্ধু হয়েছেন’।[৩১৩] মূলতঃ আবুবকর পরিবারকে দুশ্চিন্তামুক্ত করার জন্য এটি ছিল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এলাহী বেতার বার্তা স্বরূপ। উম্মে মা‘বাদের তাঁবুতে অবতরণের ঘটনাটি ছিল সফরের দ্বিতীয় দিনের *(আর-রাহীক্ব ১৭০ পৃঃ)*।

(৩) সুরাক্বা বিন মালেকের পশ্চাদ্ধাবন (سراقة في أثر الرسول صـــ) : বনু মুদলিজ গোত্রের নেতা সুরাক্বা বিন মালেক বিন জু‘শুম আল-মুদলেজী জনৈক ব্যক্তির কাছে মুহাম্মাদ গমনের সংবাদ শুনে পুরস্কারের লোভে দ্রুতগামী ঘোড়া ও তীর-ধনুক নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর পিছে ধাওয়া করল। কিন্তু কাছে যেতেই ঘোড়ার পা দেবে গিয়ে সে চলন্ত ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ল। তখন তীর ছুঁড়তে গিয়ে তার পসন্দনীয় তীরটি খুঁজে পেল না। ইতিমধ্যে মুহাম্মাদী কাফেলা অনেক দূরে চলে গেল। সে পুনরায় ঘোড়া ছুটালো। কিন্তু এবারও একই অবস্থা হ’ল। কাছে পৌঁছতেই ঘোড়ার পা পেট পর্যন্ত মাটিতে এমনভাবে দেবে গেল যে, তা আর উঠাতে পারে না। আবার সে তীর বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু আগের মতই ব্যর্থ হ’ল। তার পসন্দনীয় তীরটি খুঁজে পেল না। তখনই তার মনে ভয় উপস্থিত হ’ল এবং এ বিশ্বাস দৃঢ় হ’ল যে, মুহাম্মাদকে নাগালে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে তখন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে নিরাপত্তা প্রার্থনা করল। এ আহ্বান শুনে মুহাম্মাদী কাফেলা থেমে গেল। সে কাছে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে কিছু খাদ্য-সামগ্রী ও আসবাবপত্র দিতে চাইল। রাসূল (ছাঃ) কিছুই গ্রহণ করলেন না। সুরাক্বা বলল, আমাকে একটি ‘নিরাপত্তা নামা’ (كِتَابُ أَمْنٍ) লিখে দিন। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর হুকুমে ‘আমের বিন ফুহায়রা একটি চামড়ার উপরে তা লিখে তার দিকে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর রওয়ানা হ’লেন।[৩১৪] লাভ হ’ল এই যে, ফেরার পথে সুরাক্বা অন্যান্যদের ফিরিয়ে নিয়ে গেল, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছু নিয়েছিল। এভাবে দিনের প্রথম ভাগে যে ছিল রক্ত পিপাসু দুশমন, দিনের শেষভাগে সেই হ’ল দেহরক্ষী বন্ধু।

বারা বিন ‘আযেব (রাঃ) স্বীয় পিতা হ’তে বর্ণনা করেন, একদিন আমি আবুবকরকে জিজ্ঞেস করলাম, হিজরতের রাতে আপনারা কিভাবে সফর করেছিলেন, আমাকে একটু বলুন। তখন তিনি বললেন, আমরা সারা রাত চলে পরদিন দুপুরে জনমানবহীন রাস্তার পাশে একটা লম্বা ও বড় পাথরের ছায়ায় রাসূল (ছাঃ)-কে শুইয়ে দিলাম। অতঃপর আমি চারিদিকে দেখতে লাগলাম। এমন সময় একটি মেষপাল আসতে দেখলাম। আমি মেষপালককে বললে সে দুগ্ধ দোহন করে দিল। অতঃপর আমরা উভয়ে দুধ পান করে তৃপ্ত হ’লাম। অতঃপর সূর্য ঢলে পড়লে আমরা রওয়ানা হ’লাম। ইতিমধ্যে দূর থেকে

---

৩১৩. যাদুল মা‘আদ ৩/৫১-৫২; হাকেম হা/৪২৭৪, ৩/৯-১০ পৃঃ, হাকেম ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন; হাকেমে ১৬ লাইনের কবিতা এসেছে। দ্বিতীয় লাইন থেকে কিছু শাব্দিক পরিবর্তন আছে। মিশকাত হা/৫৯৪৩ ‘ফাযায়েল’ অধ্যায় ‘মু‘জেযা সমূহ’ অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সীরাহ ১৬৮ পৃঃ, আলবানী ‘হাসান’ বলেছেন; সীরাহ ছহীহাহ ১/২১২-১৫।

৩১৪. বুখারী হা/৩৯০৬ ‘আনছারদের মর্যাদা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪৫; ইবনু হিশাম ১/৪৮৯-৯০।

দেখলাম সুরাক্বা বিন মালেক আমাদের পিছু নিয়েছে। তখন আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ‘চিন্তিত হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন’। অতঃপর কাছে আসতেই তার ঘোড়া পেট পর্যন্ত শক্ত মাটিতে দেবে গেল। সে বলল, আমি দেখলাম তোমরা আমার বিরুদ্ধে বদ দো‘আ করেছ। এক্ষণে আমার জন্য দো‘আ কর। আমি তোমাদের পক্ষে শত্রুদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তখন রাসূল (ছাঃ) তার জন্য দো‘আ করলেন এবং সে মুক্তি পেল। অতঃপর সে ফিরে যাওয়ার পথে পিছু ধাওয়াকারী লোকদের বলতে থাকে যে, ‘আমি তাকে খুঁজে ব্যর্থ হয়েছি। অতএব তোমরাও ফিরে চল। এভাবে সে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়’।[৩১৫] এতে বুঝা যায় যে, উক্ত সান্ত্বনা বাক্যটি কেবল ছওর গিরিগুহায় নয়, অন্যত্র সংকট কালেও তিনি বলেছেন। ছওর গুহা থেকে রওয়ানা হওয়ার তৃতীয় দিনে ঘটনাটি ঘটেছিল।

---

৩১৫. বুখারী হা/৩৬১৫; মুসলিম হা/২০০৯; মিশকাত হা/৫৮৬৯ ‘ফাযায়েল’ অধ্যায় ‘মু‘জেযা সমূহ’ অনুচ্ছেদ।
(ক) এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, সুরাক্বা বিন মালেক যখন তার রাবেগ এলাকায় ফিরে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমার অবস্থা তখন কেমন হবে, যখন তোমার হাতে কিসরার মূল্যবান কংকন পরানো হবে? এ বক্তব্যটির সনদ মুরসাল বা যঈফ *(মা শা-‘আ ৮৫ পৃঃ)*। বস্তুতঃ হোনায়েন যুদ্ধের পরে জি‘ইর্রানাতে এসে সুরাক্বাহ মুসলমান হন *(ইবনু হিশাম ১/৪৯০)*। অতঃপর ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ১৫ হিজরীতে যখন মাদায়েন বিজিত হয় এবং পারস্য সম্রাট কিসরার রাজমুকুট ও অমূল্য রত্নাদি তাঁর সম্মুখে হাযির করা হয়, তখন তিনি সুরাক্বাকে ডাকেন ও তার হাতে কিসরার কংকন পরিয়ে দেন। এ সময় ওমরের যবান দিয়ে বেরিয়ে যায়- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سِوَارَىْ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ فِى يَدِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ أَعْرَابِىٌّ مِنْ بَنِى مُدْلِجٍ– ‘আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা! আজ সম্রাট কিসরার কংকন বেদুইন সুরাক্বার হাতে শোভা পাচ্ছে’। এ বক্তব্যটির সনদ ‘মুরসাল’ বা যঈফ *(মা শা-‘আ ৮৫ পৃঃ)*। উক্ত বিষয়ে ছহীহ বর্ণনা সেটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।
(খ) আরও প্রসিদ্ধ আছে যে, পথিমধ্যে বুরাইদা আসলামীর কাফেলার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়। বুরাইদা ছিলেন একজন বীরপুরুষ ও নিজ সম্প্রদায়ের নেতা। তিনি মক্কাবাসীদের ঘোষিত পুরস্কারের লোভে মুহাম্মাদের মাথা নেওয়ার জন্য অনুসন্ধানে ছিলেন। কিন্তু শিকার হাতে পেয়ে তিনিই ফের শিকারে পরিণত হ’লেন। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কিছু কথাবার্তাতেই তার মনে দারুণ রেখাপাত করে এবং সেখানেই ৭০ জন সাথী সহ তিনি ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর মাথার পাগড়ী খুলে বর্শার মাথায় বেঁধে তাকে ঝাণ্ডা বানিয়ে ঘোষণা প্রচার করতে করতে চললেন, قَدْ جَاءَ مَلِكُ الْأَمْنِ وَالسَّلاَمِ، لَيَمْلَأُ الدُّنْيَا عَدْلاً وَقِسْطًا ‘শান্তি ও নিরাপত্তার বাদশাহ আগমন করেছেন। দুনিয়া এখন ইনছাফ ও ন্যায়বিচারে পূর্ণ হয়ে যাবে’ *(রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ১/৯০ পৃঃ; আর-রাহীক্ব ১৭০ পৃঃ)*। ঘটনাটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল *(ঐ, তা‘লীক্ব ১১৩-১১৬; আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৫০)*। এছাড়া মানছূরপুরী রাসূল (ছাঃ)-এর মু‘জেযা অধ্যায়ে বর্ণিত ২১টি ঘটনার মধ্যেও এটি আনেননি *(রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ৩/১৩৮-৬২ পৃঃ)*।
উল্লেখ্য যে, বুরাইদা আসলামী মক্কার বনু সাহম গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি হিজরতকালে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ৭০ অথবা ৮০জন সাথী সহ ইসলাম কবুল করেন। বদর অথবা ওহোদ যুদ্ধের পরে মদীনায় আগমন করেন। এরপর থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে প্রায় ১৬টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হোদায়বিয়ার সফরে বায়‘আতুর রিযওয়ানে শরীক ছিলেন। তিনি প্রথমে মদীনা ও পরে বছরার অধিবাসী ছিলেন। অতঃপর ইয়াযীদ বিন মু‘আবিয়ার খিলাফতকালে (৬০-৬৪ হিঃ) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে খোরাসান গমন করেন। অতঃপর সেখানে মারভ নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পুত্র সেখানেই থেকে যান *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৬৩২; আল-ইস্তী‘আব)*।

(৪) যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়ামের সাথে সাক্ষাৎ (لقاء الزبير مع الرسول صــ) : পরবর্তী পর্যায়ে ছাহাবী যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, যিনি মুসলমানদের একটি বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়া থেকে ইয়াছরিব ফিরছিলেন। ইনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-কে এক সেট করে সাদা কাপড় প্রদান করেন *(বুখারী হা/৩৯০৬)*। যুবায়ের ছিলেন হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর বড় জামাতা ও আসমা (রাঃ)-এর স্বামী এবং ‘আশারায়ে মুবাশ্শারাহ্র অন্যতম মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন মহাবীর ছাহাবী ও আয়েশা (রাঃ)-এর পালিতপুত্র আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের স্বনামধন্য পিতা।

ক্বোবায় অবতরণ ও মসজিদ স্থাপন (نزول قباء وبناء المسجد فيها)

একটানা আটদিন চলার পর ১৪ নববী বর্ষের ৮ই রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর সোমবার দুপুরে ক্বোবা উপশহরে শ্বেত-শুভ্র বসনে তাঁরা অবতরণ করেন।[৩১৬] প্রতিদিন অপেক্ষায় থাকলেও এদিন দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে না পাওয়ায় এবং সূর্য অধিক গরম হওয়ায় মুসলমানগণ স্ব স্ব বাড়ীতে ফিরে যান। এমন সময় জনৈক ইহূদী কোন কাজে একটি টিলার মাথায় উঠলে তাঁদের দেখতে পায় এবং সবাইকে খবর দেয় *(বুখারী হা/৩৯০৬)*। ক্বোবায় মানুষের ঢল নামে। হাযারো মানুষের অভ্যর্থনার মধ্যেও রাসূল (ছাঃ) ছিলেন চুপচাপ। তাঁর উপরে হযরত আবুবকর (রাঃ) চাদর দিয়ে ছায়া করলে লোকেরা রাসূল (ছাঃ)-কে চিনতে পারে। এ সময় তাঁর উপরে ‘অহি’ নাযিল হয়- فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ– ‘জেনে রেখ, আল্লাহ, জিব্রীল ও সৎকর্মশীল মুমিনগণ তার সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী’।[৩১৭]

ক্বোবায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু আমর বিন ‘আওফ গোত্রের কুলছূম বিন হিদমের (كُلْثُوْمُ بْنُ هِدْمٍ) বাড়ীতে অবস্থান করেন।[৩১৮] এদিকে হযরত আলীও মক্কায় তিনদিন অবস্থান করে গচ্ছিত আমানত সমূহ স্ব স্ব মালিককে ফেরত দানের পর মদীনায় চলে আসেন এবং

---

৩১৬. আর-রাহীক্ব পৃঃ ১৭০; ইবনু হিশাম ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার বলেছেন। টীকাকার সুহায়লী বলেন, বলা হয়েছে যে, এটি ছিল ৮ই রবীউল আউয়াল। যেমন বলা হয়েছে, তিনি গুহা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন ১লা রবীউল আউয়াল সোমবার *(ইবনু হিশাম ১/৪৯২, টীকা-৪)*। ছহীহ মুসলিমে ‘রাত্রি’র (فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ لَيْلاً) কথা এসেছে *(মুসলিম হা/২০০৯)*। এর ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার বলেন, তাঁরা রাত্রি শেষে অবতরণ করেন এবং দিনে শহরে প্রবেশ করেন *(ফাৎহুল বারী হা/৩৯০৬-এর আলোচনা)*। অর্থাৎ তিনি মক্কার ছওর গিরিগুহা থেকে সোমবারে প্রত্যুষে রওয়ানা দিয়ে পরবর্তী সোমবার দুপুরে ক্বোবায় পৌঁছেন মোট ৮ দিনে।

৩১৭. আর-রাহীক্ব পৃঃ ১৭১; তাহরীম ৬৬/৪, যাদুল মা‘আদ ৩/৫২।

৩১৮. ত্বাবারাণী হা/৯৯২২; ইবনু হিশাম ১/৪৯৩। সুহায়লী বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর মদীনা আগমনের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই কুলছূম বিন হিদম মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আনছার ছাহাবীদের মধ্যে প্রথম মৃত্যু বরণকারী। তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন পরে মৃত্যুবরণ করেন আস‘আদ বিন যুরারাহ *(ইবনু হিশাম ১/৪৯৩ টীকা-১)*; আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৭৪৪৯।

রাসূল (ছাঃ)-এর সাথেই অবস্থান করতে থাকেন। ক্বোবাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১৪ দিন অবস্থান করেন *(বুখারী হা/৪২৮)*। এতে মতভেদ থাকলেও এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, তিনি সোমবারে ক্বোবায় অবতরণ করেন এবং শুক্রবারে সেখান থেকে ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ সময়ে তিনি সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন ও সেখানে ছালাত আদায় করেন। এই মসজিদ সম্পর্কেই সূরা তওবা ১০৮ আয়াতে لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى 'তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ' বলে প্রশংসা করা হয়েছে। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মসজিদ। যার প্রথম উদ্যোগী ছিলেন 'আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)। তিনিই রাসূল (ছাঃ)-কে এদিকে ইঙ্গিত দেন। অতঃপর পাথরসমূহ জমা করেন। অতঃপর প্রথমে রাসূল (ছাঃ) ক্বিবলার দিকে একটি পাথর রাখেন। অতঃপর আবুবকর (রাঃ) একটি রাখেন। অতঃপর বাকী কাজ 'আম্মারের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়' *(ইবনু হিশাম ১/৪৯৪, ৪৯৮- টীকাসহ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইয়াছরিবে তাঁর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিবের মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারকে সংবাদ দেন। বনু নাজ্জার ছিল খাযরাজ গোত্রভুক্ত। তারা এসে সশস্ত্র প্রহরায় তাঁকে সাথে নিয়ে ইয়াছরিবের পথে যাত্রা করেন। ক্বোবা থেকে ইয়াছরিবের মসজিদে নববীর দূরত্ব হ'ল ১ ফারসাখ *(ফাৎহুল বারী হা/৩৯০৬-এর আলোচনা)* তথা ৩ মাইল বা ৫ কি.মি.।

বনু নাজ্জারকে রাসূল (ছাঃ)-এর মাতৃকুল বলার কারণ এই যে, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রপিতামহ হাশেম বিন 'আব্দে মানাফ এই গোত্রে বিবাহ করেছিলেন। সেকারণ মদীনাবাসীগণ মক্কার বনু হাশেমকে তাদের 'ভাগিনার গোষ্ঠী' (إِبْنُ أُخْتِنَا) বলে অভিহিত করতেন *(ইবনু হিশাম ১/১৩৭ টীকা -২)*।

১ম জুম'আ আদায় ও ইয়াছরিবে প্রবেশ (أداء الجمعة الأولى ودخول يثرب) :

ইয়াছরিবের উপকণ্ঠে পৌঁছে বনু সালেম বিন 'আওফ গোত্রের 'রানূনা' (رَانُونَاء) উপত্যকায় তিনি ১ম জুম'আর ছালাত আদায় করেন। যাতে একশত জন মুছল্লী শরীক হন।[৩১৯] এটাই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর আদায়কৃত ইসলামের ইতিহাসে প্রথম জুম'আ। কেননা হিজরতের পূর্বে মদীনার আনছারগণ আপোষে পরামর্শক্রমে ইহূদী ও নাছারাদের সাপ্তাহিক ইবাদতের দিনের বিপরীতে নিজেদের জন্য একটি ইবাদতের দিন ধার্য করেন ও সেমতে আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মদীনার বনু বায়াযাহ গোত্রের 'নাক্বী'উল খাযেমাত' (نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ) নামক স্থানের 'নাবীত' (هَزْمُ النَّبِيْتِ) সমতল

---

৩১৯. ইবনু হিশাম ১/৪৯৪; আল-বিদায়াহ ২/২১১।
উল্লেখ্য যে, ইবনু ইসহাক এখানে পরপর দু'টি খুৎবা উল্লেখ করেছেন *(ইবনু হিশাম ১/৫০০-০১; বায়হাক্বী দালায়েল ২/৫২৪-২৫; যাদুল মা'আদ ১/৩৬২-৬৩ টীকাসহ)*। বর্ণনা দু'টির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ *(তাহক্বীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৫৩৬, ৫৩৭)*। খুৎবা দু'টি বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তকে এবং খুৎবার কিতাবসমূহে প্রচলিত আছে। কিন্তু তা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়।

ভূমিতে সর্বপ্রথম জুম‘আর ছালাত চালু হয়। যেখানে চল্লিশ জন মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন।[৩২০]

জুম‘আ পড়ে রাসূল (ছাঃ) পুনরায় যাত্রা করে দক্ষিণ দিক থেকে ইয়াছরিবে প্রবেশ করেন। এদিন ছিল ১২ই রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার *(আর-রাহীক্ব ১৮৪ পৃঃ)*। ইয়াছরিবের শত শত মানুষ তাকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানায়। বহু পুরুষ ও নারী বাড়ী-ঘরের ছাদের উপরে আরোহন করেন। এমনকি ছোট্ট শিশু-কিশোররা বলতে থাকে, هَذَا رَسُولُ اللهِ قَدْ جَاءَ (এই যে, আল্লাহ্র রাসূল এসে গেছেন *(বুখারী হা/৪৯৪১ ‘তাফসীর’ অধ্যায়)*। جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ (এই যে, আল্লাহ্র নবী এসে গেছেন *(বুখারী হা/৩৯১১)*। يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللهِ (হে মুহাম্মাদ! হে আল্লাহ্র রাসূল!-*মুসলিম হা/২০০৯)*। প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবী বারা বিন ‘আযেব আনছারী (রাঃ) বলেন, فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ‘রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনে আমি মদীনাবাসীকে যত খুশী হ’তে দেখেছি, এত খুশী তাদের কখনো হ’তে দেখিনি’ *(বুখারী হা/৩৯২৫)*। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-এর আগমনের দিনের চেয়ে অধিক সুন্দর ও হাস্যোজ্জ্বল দিন আর কখনো দেখিনি।[৩২১] আনন্দে উচ্ছ্বসিত মানুষ ঐদিন থেকে তাদের শহরের নাম পরিবর্তন করে রাখে ‘মদীনাতুর রাসূল’ (রাসূলের শহর) বা সংক্ষেপে ‘মদীনা’।[৩২২]

---

৩২০. ইবনু মাজাহ হা/১০৮২; আবুদাঊদ হা/১০৬৯ সনদ ‘হাসান’। ইবনু হিশাম ১/৪৩৫; যাদুল মা‘আদ ১/৩৬১; মির‘আত ৪/৪২০।

৩২১. আহমাদ হা/১২২৫৬, সনদ ছহীহ। প্রসিদ্ধ আছে যে, এই সময় মদীনার ছোট ছোট মেয়েরা রাসূল (ছাঃ)-কে স্বাগত জানিয়ে নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করে। বর্ণনাটির সনদ মু‘যাল বা যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯৮)*। কবিতাটি ছিল নিম্নরূপ:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا + مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا + مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعِ

أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِيْنَا + جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ

‘ছানিয়াতুল বিদা টিলা সমূহ হ’তে আমাদের উপরে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়েছে’। ‘আমাদের উপরে শুকরিয়া ওয়াজিব হয়েছে এজন্য যে, আহ্বানকারী (রাসূল) আল্লাহ্র জন্য (আমাদেরকে) আহ্বান করেছেন’। ‘হে আমাদের মধ্যে (আল্লাহ্র) প্রেরিত পুরুষ! আপনি এসেছেন অনুসরণীয় বিষয়বস্তু (ইসলাম) নিয়ে’ *(আর-রাহীক্ব ১৭২, ৪৩৬ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ৫/২৩)*।

কবিতাটি প্রথম জীবনীকার মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৮৫-১৫১ হি.) উল্লেখ করেননি। পরবর্তীতে প্রায় সকল জীবনীকার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি ছহীহ সনদে প্রমাণিত নয় *(মা শা-‘আ ৮৭-৯০)*। এ সময় মেয়েরা ‘দফ’ বাজিয়ে উক্ত গান গেয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে অভ্যর্থনা জানিয়ে ছিল বলে যা বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(আলবানী, দিফা‘ আনিল হাদীছ ২৪ পৃঃ)*।

‘ছানিয়াহ’ (ثَنِيَّة) অর্থ টিলা। মদীনার লোকেরা তাদের মেহমানদেরকে নিকটবর্তী এই টিলা পর্যন্ত এসে বিদায় জানাতো। এজন্য এই টিলা ‘ছানিয়াতুল বিদা’ বা বিদায় দানের টিলা নামে পরিচিত হয়।

ইয়াছরিবে প্রবেশের পর প্রত্যেক বাড়ীওয়ালা তার বাড়ীতে রাসূল (ছাঃ)-কে মেহমান হিসাবে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেকে উটের লাগাম ধরে টানতে থাকে। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) বলতে থাকেন, তোমরা ওকে ছাড়। কেননা সে আদেশপ্রাপ্ত' (دَعُوهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ)। অতঃপর উষ্ট্রী নিজের গতিতে চলে বর্তমানের মসজিদে নববীর দরজার স্থানে গিয়ে বসে পড়ে। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) নামেননি। পরে উষ্ট্রী পুনরায় উঠে কিছু দূর গিয়ে আবার পূর্বের স্থানে ফিরে এসে বসে পড়ে। এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারের মহল্লা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চেয়েছিলেন এখানে অবতরণ করে তার মাতুল বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে। আল্লাহ তার সে আশা পূরণ করে দেন। এখন বনু নাজ্জার গোত্রের লোকদের মধ্যে হিড়িক পড়ে গেল কে রাসূলকে আগে তার বাড়ীতে নিবে। আবু আইয়ূব আনছারী উষ্ট্রীর পিঠ থেকে পালান উঠিয়ে নিজ বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ওদিকে আক্বাবাহ্র প্রথম বায়'আতকারী আস'আদ বিন যুরারাহ উটের লাগাম ধরে রইলেন। কেউ দাবী ছাড়তে চান না।[৩২৩]

আবু আইয়ূবের বাড়ীতে অবতরণ (نزول فى بيت أبي أيوب الأنصارى) :

অবশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কার বাড়ী নিকটে? আবু আইয়ূব বললেন, هَذِهِ دَارِى وَهَذَا بَابِى 'এই তো আমার বাড়ী, এইতো আমার দরজা'। তখন রাসূল (ছাঃ) তার বাড়ীতে গেলেন। আবুবকরও তাঁর সাথে গেলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ

অধিকাংশ জীবনীকার এটিকে হিজরতকালে মদীনায় উপস্থিতির সময়ের ঘটনা বলেছেন। ইবনুল ক্বাইয়িম প্রমুখ বিদ্বানগণ এটিকে তাবূক অভিযান থেকে মদীনায় উপস্থিতির সময়ের ঘটনা বলেছেন। তারা বলেন, কোন কোন বর্ণনাকারী এটাকে হিজরতকালীন ঘটনা বলেছেন। এটি স্পষ্টভাবে ধারণা মাত্র। কেননা 'ছানিয়াতুল বিদা' হ'ল মদীনা থেকে শামমুখী রাস্তায়, মক্কা থেকে মদীনায় আগমনকারী ব্যক্তি তা দেখতে পাবে না। এটা কেবল ঐ ব্যক্তি অতিক্রম করবে, যে শাম থেকে মদীনায় আসবে *(যাদুল মা'আদ ৩/৪৮২)*।

বায়হাক্বী বলেন, আমাদের বিদ্বানগণ এটিকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকালীন সময়ের কথা বলেছেন, তাবূক থেকে ফেরার সময় নয়' *(আল-বিদায়াহ ৫/২৩)*। জীবনীকার আলী আল-হালাবী (৯৭৫-১০৪৪ হি.) বলেন, ولا مانع من تعدد ذلك 'এটি একাধিক বার হওয়ায় কোন বাধা নেই' *(সীরাহ হালাবিইয়াহ ৩/২০৪)*। তাছাড়া 'ছানিয়াহ' বা টিলা দু'দিকে হওয়াটা অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে প্রমাণিত সেটুকুই যা ছহীহ হাদীছ সমূহে উপরে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে কবিতা পাঠের কথা নেই।

৩২২. আর-রাহীক্ব ১৭২ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ২/৩০৯; বুখারী হা/১৮৭১; মুসলিম হা/১৩৮২।

৩২৩. আর-রাহীক্ব ১৭৩ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ৩/২০২; যাদুল মা'আদ ১/৯৯- টীকা; ইবনু হিশাম ১/৪৯৪। লোকদের সকলের দাবীর মুখে রাসূল (ছাঃ) তাদের বলেন, তোমরা উষ্ট্রীকে ছেড়ে দাও, সে আদেশপ্রাপ্ত'(خَلُّوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ)। অতঃপর সে বর্তমান মসজিদে নববীর দরজার সামনে বসে পড়ে *(ইবনু হিশাম ১/৪৯৫)*। বর্ণনাটি যঈফ। তবে বহু সূত্রে এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের সূত্রে আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের কারণে এটি 'হাসান লিগায়রিহি' স্তরে উন্নীত হয়েছে' *(সীরাহ ছহীহাহ ১/২১৯-টীকা)*। অবশ্য তিনি যে সেখানেই অবতরণ করেছিলেন, তা মুসলিম (হা/২০৫৩ (১৭১) ও বুখারী (হা/৩৯১১) দ্বারা প্রমাণিত।

করেন, قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ 'আল্লাহ্র রহমতের উপরে তোমরা দু'জন (রাসূল ও আবুবকর) দাঁড়িয়ে যাও' *(বুখারী হা/৩৯১১)*। এর মাধ্যমে তিনি সেখানে অবস্থান করার কথা ঘোষণা দেন। আবু আইয়ূবের বাড়ীটি ছিল দোতলা।

আবু আইয়ূব (রাঃ) বলেন, তিনি তাঁকে দোতলায় থাকতে অনুরোধ করেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) বললেন, নীচতলাটাই সহজতর (السُّفْلُ أَرْفَقُ) হবে। ফলে আবু আইয়ূব দোতলায় এক পাশে থেকে রাত্রি যাপন করতে থাকেন। এক রাতে তিনি চিন্তা করলেন, রাসূল (ছাঃ) নীচে থাকবেন, আর আমরা তাঁর মাথার উপরে চলাফেরা করব, এটা কিভাবে সম্ভব? পরে তিনি এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে নীচে রেখে আমরা মাথার উপরে থাকতে পারব না। তখন রাসূল (ছাঃ) দোতলায় উঠেন। আবু আইয়ূব (রাঃ) নীচ থেকে তাঁর জন্য খাবার রান্না করে উপরে পরিবেশন করতে থাকেন। খাওয়ার পর পাত্রে কিছু বাকী থাকলে আবু আইয়ূব ও তাঁর স্ত্রী তা (বরকতের আশায়) খেয়ে নিতেন'।[৩২৪]

নবী পরিবারের আগমন (قدوم أهل بيت النبى صـــ) :

কয়েক দিনের মধ্যেই নবীপত্নী হযরত সওদা বিনতে যাম'আহ এবং নবীকন্যা উম্মে কুলছূম ও ফাতেমা এবং উসামা বিন যায়েদ ও তার মা রাসূল (ছাঃ)-এর মুক্তদাসী উম্মে আয়মন মদীনায় পৌঁছে যান। এদের সকলকে আব্দুল্লাহ বিন আবুবকর তার পারিবারিক কাফেলার সাথে নিয়ে এসেছিলেন। যাদের মধ্যে হযরত আয়েশাও ছিলেন। কেবল নবীকন্যা যয়নব তার স্বামী আবুল 'আছের সঙ্গে রয়ে গেলেন। যিনি বদর যুদ্ধের পরে আসেন (*ইবনু হিশাম ১/৪৯৮*)।

নবীগৃহ নির্মাণ (بناء البيت للنبى صـــ) :

এই সময় মসজিদের পাশে মাটি ও পাথর দিয়ে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর স্ত্রীদের জন্য নয়টি গৃহ নির্মাণ করা হয়। প্রত্যেকটি ছিল খেজুর পাতার ছাউনী। বাড়ীগুলির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আবু আইয়ূবের বাড়ী ছেড়ে সপরিবারে এখানে চলে আসেন। তিনি সেখানে সাত মাস ছিলেন' *(সীরাহ ছহীহাহ ১/২২০)*। উল্লেখ্য যে, তাঁদের মৃত্যুর পর উক্ত গৃহসমূহ ভেঙ্গে মসজিদের মধ্যে শামিল করে নেওয়া হয়। খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের সময় (৬৫-৮৬ হিঃ/৬৮৫-৭০৫ খৃঃ) যখন উক্ত মর্মে নির্দেশনামা এসে পৌঁছে, তখন মদীনাবাসীগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। যেমন তারা কেঁদেছিল রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর দিন *(ইবনু হিশাম ১/৪৯৮ টীকা-২)*।

---

৩২৪. মুসলিম হা/২০৫৩ (১৭১); ছহীহ মুসলিমের উক্ত বর্ণনার সঙ্গে ইবনু হিশামের বর্ণনায় কিছুটা গরমিল রয়েছে। কেননা সেখানে রাসূল (ছাঃ) নীচতলাতেই অবস্থান করেন' বলা হয়েছে *(ইবনু হিশাম ১/৪৯৮)*।

মদীনার আবহাওয়া (جوّ المدينة) :

মদীনায় নতুন আবহাওয়ায় এসে মুহাজিরগণের অনেকে অসুখে পড়েন। আবুবকর (রাঃ) কঠিন জ্বরে কাতর হয়ে কবিতা পাঠ করেন,

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِى أَهْلِهِ + وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

'প্রত্যেক মানুষকে তার পরিবারে 'সুপ্রভাত' বলে সম্ভাষণ জানানো হয়। অথচ মৃত্যু সর্বদা জুতার ফিতার চাইতে নিকটবর্তী'। বেলালও অনুরূপ বিলাপ করে কবিতা পাঠ করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) এসব কথা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে তুলে ধরেন। তখন তিনি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেন,

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى صَاعِنَا، وَفِى مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ-

'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকটে মদীনাকে প্রিয় করে দাও, যেমন মক্কা আমাদের প্রিয় ছিল; বরং তার চাইতে বেশী। এখানকার খাদ্য-শস্যে বরকত দাও এবং মদীনাকে স্বাস্থ্যকর করে দাও এবং এর জ্বরসমূহকে (দূরে) জোহফায় সরিয়ে দাও'।[৩২৫] ফলে আল্লাহ্র ইচ্ছায় মদীনার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী হয়।

আনছারগণের অপূর্ব ত্যাগ (الإيثار الرائع للأنصار) :

আল্লাহপাক ঈমানের বরকতে আনছারগণের মধ্যে এমন মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, মুহাজিরগণকে ভাই হিসাবে পাওয়ার জন্য প্রত্যেকে লালায়িত ছিলেন। যদিও তাদের মধ্যে সচ্ছলতা ছিল না। কিন্তু তারা ছিলেন ঈমানী প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা। সবাই মুহাজিরগণকে স্ব স্ব পরিবারে পেতে চান। ফলে মুহাজিরগণকে আনছারদের সাথে ভাই ভাই হিসাবে ঈমানী বন্ধনে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। তারা তাদের জমি, ব্যবসা ও বাড়ীতে তাদেরকে অংশীদার করে নেন। এমনকি যাদের দু'জন স্ত্রী ছিল, তারা একজনকে তালাক দিয়ে স্ত্রীহারা মুহাজির ভাইকে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। রাসূল (ছাঃ) ও মুহাজিরগণের প্রতি এইরূপ অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য তাঁরা ইতিহাসে 'আনছার' (সাহায্যকারী) নামে অভিহিত হয়েছেন।[৩২৬] যাদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন,

---

৩২৫. বুখারী হা/১৮৮৯, ৫৬৭৭।

৩২৬. আজকাল অনেক বাঙ্গালী মুসলমানকে তাদের নামের শেষে 'কুরায়শী' ও 'আনছারী' লিখতে দেখা যায়। অথচ এ লকব স্রেফ কুরায়েশ বংশীয়দের জন্য এবং মদীনার আনছারদের জন্য খাছ। অন্যদের জন্য নয়। এখন এসব 'লকব' ব্যবহার করা স্রেফ রিয়া ও অহংকারের পর্যায়ভুক্ত হবে। যাকে হাদীছে 'জাহেলিয়াতের

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ‘আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে (মদীনায়) বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা (আনছাররা) তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) ভালবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে কোনরূপ আকাংখা পোষণ করে না। আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তারা নিজেরা ছিল অভাবগ্রস্ত। বস্তুতঃ যারা মনের সংকীর্ণতা হ’তে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারে, তারাই হ’ল সফলকাম’ *(হাশর ৫৯/৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের প্রশংসায় বলেন, لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ ‘যদি হিজরতের বিষয়টি না থাকত, তাহ’লে আমি আনছারদের একজন হিসাবে গণ্য হ’তাম’ *(বুখারী হা/৭২৪৫)*। لَوْ سَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِىَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ ‘যদি আনছারগণ কোন উপত্যকা বা ঘাঁটিতে অবতরণ করে, তাহ’লে আমিও তাদের সেই উপত্যকা বা ঘাঁটিতে অবতরণ করব’ *(বুখারী হা/৩৭৭৮)*। আর হিজরতকারী ও সাহায্যকারী উভয়দলের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ‘মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং (পরবর্তীতে) যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ’ল মহা সফলতা’ *(তওবাহ ৯/১০০)*।

[বিস্তারিত ‘মাদানী জীবন’-এর ‘আনছার ও মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন’ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

অহংকার’ (عُبِّيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ) বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/৩৯৫৫; মিশকাত হা/৪৮৯৯)*। এগুলিকে রাসূল (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন পায়ের তলে (كُلُّ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ) পিষ্ট করেছেন’ *(মুসলিম হা/১২১৮)*। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ‘নেতা হবে কুরায়েশদের মধ্য হ’তে’ *(ছহীহুল জামে‘ হা/২৭৫৭)*। এটি ছিল সে সময় খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে, (ক্বিয়ামত পর্যন্ত) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নয় *(ইরওয়া হা/৫২০-এর আলোচনা)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা সে সময় মদীনার মুহাজির কুরায়েশ নেতা আবুবকর, ওমর প্রমুখদের বুঝানো হয়েছিল। সাধারণ কুরায়েশদের নয়। কেননা আবু জাহল-আবু লাহাবরাও কুরায়েশ নেতা ছিলেন। কিন্তু তারা মুসলমানদের নেতা ছিলেন না। অতএব এসব লকব থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

হিজরতের গুরুত্ব (أهمية الهجرة) :

(১) বিশ্বাসগত পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সেখানে কোন বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। সেকারণ সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন মক্কায় সেরূপ পরিবেশ তৈরী হয়নি, তখন ইয়াছরিবে পরিবেশ তৈরী হওয়ায় সেখানে হিজরতের নির্দেশ আসে। সেকারণ হিজরত ছিল ইসলামের ইতিহাসে মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা।

(২) ঈমানী বন্ধন দুনিয়াবী বন্ধনের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী। যেমন রক্তের বন্ধন হিসাবে চাচা আবু তালেব-এর নেতৃত্বে বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সার্বিক সহযোগিতা করলেও তা টেকসই হয়নি। অবশেষে ঈমানী বন্ধনের আকর্ষণে রাসূল (ছাঃ)-কে সুদূর ইয়াছরিবে হিজরত করতে হয় এবং সেখানে গিয়ে তিনি নতুন ঈমানী সমাজের গোড়াপত্তন করেন।

(৩) জনমত গঠন হ'ল ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার আবশ্যিক পূর্বশর্ত। তাই মক্কার জনমত বিরুদ্ধে থাকায় আল্লাহ্র রাসূলকে মদীনায় হিজরত করতে হয়। অতঃপর অনুকূল জনমতের কারণে শত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মুনাফেকীর মধ্য দিয়েও তিনি সেখানে ইসলামী খেলাফত কায়েমে সক্ষম হন। আজও তা সম্ভব, যদি নবীগণের তরীকায় আমরা পরিচালিত হই।

(৪) হিজরত হয়েছিল বলেই ইসলামী বিধানসমূহের প্রতিষ্ঠা দান সম্ভব হয়েছিল। এমনকি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জ তিনটিই ফরয হয়েছিল মদীনায় হিজরতের পর।

(৫) ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধান সমূহ মদীনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যা হিজরতের কারণেই সম্ভব হয়েছিল।

(৬) ওমর (রাঃ) হিজরতকে 'হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী' বলে আখ্যায়িত করেন। অতঃপর এর গুরুত্বকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য স্বীয় খেলাফতকালে হিজরী বর্ষ গণনার নিয়ম জারি করেন। যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

মদীনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করেন, اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِى هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ছাহাবীদের হিজরত জারী রাখ এবং তাদেরকে পিছনে ফিরিয়ে দিয়ো না' *(বুখারী হা/১২৯৫)*। ফলে মুহাজিরগণ নতুন পরিবেশে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সেটাকে মেনে নেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনের হেফাযত ও দাওয়াতের স্বার্থে মুমিনের জন্য হিজরত করা ওয়াজিব। মাওয়ার্দী বলেন, কাফিরের দেশে যদি দ্বীনের দাওয়াত বাধাহীন হয় এবং কোন ফিৎনার আশংকা না থাকে, তবে তাদের সেখানেই থাকা উত্তম হবে হিজরত করার চাইতে। কেননা তাতে অন্যদের ইসলাম কবুলের সম্ভাবনা থাকে'।[৩২৭]

৩২৭. বুখারী ফাৎহসহ হা/৩৯০০-এর আলোচনা।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -১৮ (العبر –١٨) :

(১) স্রেফ দ্বীন বাঁচানোর স্বার্থে হিজরত করাই হ'ল প্রকৃত হিজরত।

(২) রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে উক্ত হিজরত প্রকৃত হিজরত নয় এবং সে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করেননি।

(৩) যাবতীয় দুনিয়াবী কৌশল ও উপায়-উপাদান ব্যবহার করার পরেই কেবল আল্লাহ্র বিশেষ রহমত নেমে আসে, যদি উদ্দেশ্য স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা হয়। হিজরতের পথে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে যেসব গায়েবী মদদ এসেছিল, সেগুলি আল্লাহ্র সেই বিশেষ রহমতেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

হিজরী সনের প্রবর্তন (بدء السنة الهجرية)

ওমর ফারূক (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে (১৩-২৩ হিঃ) হিজরী সন প্রবর্তন করেন এবং রবীউল আউয়াল মাসের বদলে মুহাররম মাসকে ১ম মাস হিসাবে নির্ধারণ করেন। কারণ হজ্জ পালন শেষে মুহাররম মাসে সবাই দেশে ফিরে যায়। তাছাড়া যিলহাজ্জ মাসে বায়'আতে কুবরা সম্পন্ন হওয়ার পর মুহাররম মাসে হিজরতের সংকল্প করা হয়।

ঘটনা ছিল এই যে, আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) খলীফা ওমর (রাঃ)-কে লেখেন যে, আপনি আমাদের নিকটে যেসব চিঠি পাঠান তাতে কোন তারিখ থাকে না। যাতে সমস্যা সৃষ্টি হয়। তখন ওমর (রাঃ) পরামর্শ সভা ডাকেন। সেখানে তিনি হিজরতকে হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী বলে আখ্যায়িত করেন এবং মুহাররম মাস থেকে বর্ষ গণনার প্রস্তাব করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর সকলে তা মেনে নেন। ঘটনাটি ছিল ১৭ হিজরী সনে।[৩২৮]

মাক্কী জীবন থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -১৯ (العبر –١٩) :

(১) কা'বাগৃহ ও মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণকারী কুরায়েশ নেতার গৃহে জন্মগ্রহণকারী বিশ্বনবীকে তার বংশের লোকেরাই নবী হিসাবে মেনে নেননি। কারণ তারা এর মধ্যে তাদের নেতৃত্বের অবসান ও দুনিয়াবী স্বার্থের ক্ষতি বুঝতে পেরেছিলেন। সেকারণ আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়েও তারা মুমিন হ'তে পারেননি' *(বাক্বারাহ ২/৮)*।

(২) নবী বংশের লোক হওয়া, আল্লাহ্র ঘর তৈরী করা ও তার সেবক হওয়া পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সার্বিক জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা এবং আল্লাহ্র বিধান মেনে চলা ও তা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোই হ'ল আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হওয়ার পূর্বশর্ত' *(তওবাহ ৯/১৯-২০)*।

---

৩২৮. বুখারী ফৎহসহ হা/৩৯৩৪-এর আলোচনা; সীরাহ ছহীহাহ ১/২২৩।

(৩) আক্বীদায় পরিবর্তন না আনা পর্যন্ত সমাজের কোন মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নবী হওয়ার পূর্বে তরুণ বয়সে ‘হিলফুল ফুযূল’ নামক ‘কল্যাণ সংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন ও তাঁর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমের জন্য সকলের প্রশংসাভাজন হন। তিনি ‘আল-আমীন’ উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু তাতে সার্বিকভাবে সমাজের ও নেতৃত্বের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি।

(৪) সমাজের সত্যিকারের কল্যাণকামী ব্যক্তি নিজের চিন্তায় ও প্রচেষ্টায় যখন কোন কুল-কিনারা করতে পারেন না, তখন তিনি আল্লাহ্র নিকটে হেদায়াত প্রার্থনা করেন ও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপরে সমর্পণ করে দেন। অতঃপর আল্লাহ্র দেখানো পথেই তিনি অগ্রসর হন। হেরা গুহায় দিন-রাত আল্লাহ্র সাহায্য কামনায় রত মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্র মধ্যে আমরা সেই নিদর্শন দেখতে পাই। বর্তমান যুগে আর ‘অহি’ নাযিল হবে না। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও সুন্নাহ মুমিনকে সর্বদা জান্নাতের পথ দেখাবে।

(৫) রক্ত, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল প্রভৃতি জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান হ’লেও মূল উপাদান নয়। বরং ধর্মবিশ্বাস হ’ল জাতি গঠনের মূল উপাদান। আর সেকারণেই একই বংশের হওয়া সত্ত্বেও আবু লাহাব ও আবু জাহল হয়েছিল রাসূল (ছাঃ)-এর রক্তপিপাসু দুশমন। অথচ ভিনদেশী ও ভিন রক্ত-বর্ণ ও অঞ্চলের লোক হওয়া সত্ত্বেও ছুহায়েব রূমী ও বেলাল হাবশী হয়েছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর বন্ধু। সেকারণ মযবুত সংগঠনে ও জাতি গঠনে আক্বীদাই হ’ল সবচেয়ে বড় উপাদান।

(৬) আল্লাহ্র পথের পথিকগণ শত নির্যাতনেও আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হন না। জান্নাতের বিনিময়ে তারা দুনিয়াবী কষ্ট ও দুঃখকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। মক্কার নির্যাতিত অসহায় মুসলমানদের অবস্থা বিশেষ করে বেলাল, খাব্বাব ও ইয়াসির পরিবারের লোমহর্ষক নির্যাতনের কাহিনী যেকোন মানুষকে তাড়িত করে।

(৭) ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপর ভরসা করেন এবং ইসলামের স্বার্থে প্রয়োজন বোধ করলে আল্লাহ তাদের রক্ষা করেন। যেমন হিজরতের পথে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে রক্ষা করেন। আল্লাহ বলেন, মুমিনদের রক্ষা করাই তাঁর কর্তব্য’ *(রূম ৩০/৪৭; ইউনুস ১০/১০৩)*।

(৮) কায়েমী স্বার্থবাদী নেতৃত্ব কখনোই সংস্কারের বাণীকে সহ্য করতে পারে না। তারা অহংকারে ফেটে পড়ে এবং নিজেদের চালু করা মনগড়া রীতি-নীতির উপরে যিদ ও হঠকারিতা করে’ *(বাক্বারাহ ২/২০৬)*। যেমন ইতিপূর্বে মূসার বিরুদ্ধে ফেরাঊন তার লোকদের বলেছিল, ‘আমি তোমাদেরকে কেবল কল্যাণের পথই দেখিয়ে থাকি’ *(মুমিন/গাফের ৪০/২৯)*। অথচ তা ছিল জাহান্নামের পথ এবং মূসার পথ ছিল জান্নাতের পথ।

॥ মাক্কী জীবন সমাপ্ত ॥

تمت الحياة المكية بالخير

الجزء الثاني

২য় ভাগ

الحيــــاة المدنيـــــــة

মাদানী জীবন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন,

أَمِينٌ مُصْطَفًى لِلْخَيْرِ يَدْعُوْ + كَضَوْءِ الْبَدْرِ زَايَلَهُ الظَّلاَمُ

বিশ্বস্ত ও মনোনীত, যিনি কল্যাণের দিকে আহ্বান করেন।
পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতির ন্যায় যা থেকে অন্ধকার দূরে চলে যায়'।

(বায়হাক্বী দালায়েল ১/৩০১)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় কবি হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ) বলেন,

وَضَمَّ الإِلَهُ اِسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اِسْمِهِ + إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ

وَشَــقَّ لَهُ مِنَ اسْــمِهِ لِيُجِلَّهُ + فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُــودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ

আল্লাহ নিজের নামের সাথে তাঁর নবীর নামকে মিলিয়েছেন,
যখন মুওয়াযযিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আযানে 'আশহাদু' বলে।

তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ নিজের নাম থেকে তার নাম বের করে এনেছেন।
তাই আরশের মালিক হ'লেন মাহমূদ এবং ইনি হ'লেন 'মুহাম্মাদ'।

(দীওয়ানু হাসসান ১/৪২)।

২য় ভাগ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাদানী জীবন

(الحيـــاة المدنيـــــة للرسول صـــ)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাদানী জীবনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।-

এক. ১ম হিজরী সনের ১২ই রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর সোমবার হ'তে ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত প্রায় ছয় বছর। এই সময় কাফের ও মুনাফিকদের মাধ্যমে ভিতরে ও বাইরের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ও সশস্ত্র হামলা সমূহ সংঘটিত হয়। ইসলামকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য এ সময়ের মধ্যে সর্বমোট ৫০টি ছোট-বড় যুদ্ধ ও অভিযান সমূহ পরিচালিত হয়।

দুই. মক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধি চলাকালীন সময়। যার মেয়াদকাল ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ হ'তে ৮ম হিজরীর রামাযান মাসে মক্কা বিজয় পর্যন্ত প্রায় দু'বছর। এই সময়ে প্রধানতঃ ইহূদী ও তাদের মিত্রদের সাথে বড়-ছোট ২২টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

তিন. ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর হ'তে ১১ হিজরীতে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এই সময়ে দলে দলে লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। চারদিক থেকে গোত্রনেতারা প্রতিনিধিদল নিয়ে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদেশী রাজন্যবর্গের নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দূত মারফত পত্র প্রেরণ করেন। এ সময় হোবল, লাত, মানাত, 'উযযা, সুওয়া' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মূর্তিগুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সময়ে হোনায়েন যুদ্ধ এবং রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে তাবূক যুদ্ধে গমন ও সর্বশেষ সারিইয়া উসামা প্রেরণ সহ মোট ১৮টি মিলে মাদানী জীবনের ১০ বছরে ছোট-বড় প্রায় ৯০টি যুদ্ধ ও অভিযানসমূহ পরিচালিত হয়। অবশেষে সব বাধা অতিক্রম করে ইসলাম রাষ্ট্রীয় রূপ পরিগ্রহ করে এবং তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তি সমূহকে চ্যালেঞ্জ করে টিকে থাকার মত শক্তিশালী অবস্থানে উপনীত হয়।

এক্ষণে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিজরত কালীন সময়ে মদীনার সামাজিক অবস্থা ও সে প্রেক্ষিতে রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ একে একে আলোচনা করব।-

মদীনার সামাজিক অবস্থা (الحالة الإجتماعية فى المدينة)

খ্রিষ্টীয় ৭০ সালে প্রথমবার এবং ১৩২-৩৫ সালে দ্বিতীয়বার খ্রিষ্টান রোমকদের হামলায় বায়তুল মুক্বাদ্দাস অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়ে ইহূদীরা ইয়াছরিব ও হিজায অঞ্চলে হিজরত করে *(সীরাহ ছহীহাহ ১/২২৭)*। মিষ্ট পানি, উর্বর অঞ্চল এবং শামের দিকে ব্যবসায়ী পথের গুরুত্বের কারণে ইহূদী বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা গোত্রদ্বয় ইয়াছরিবের পূর্ব অংশ হাররাহ (حَرَّة) এলাকায় বসতি স্থাপন করে। তাদের অপর গোত্র বনু ক্বায়নুক্বা ইয়াছরিবের নিম্নভূমিতে বসতি স্থাপন করে। বনু ক্বায়নুক্বার শাখা গোত্রসমূহের আরবী নাম দেখে তাদেরকে আরব থেকে ধর্মান্তরিত ইহূদী বলে ঐতিহাসিকগণের অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। যেমন বনু ইকরিমা, বনু মু'আবিয়া, বনু 'আওফ, বনু ছা'লাবাহ প্রভৃতি নাম সমূহ। উপরোক্ত তিনটি প্রধান গোত্র ছাড়াও ছোট ছোট বিশটির অধিক ইহূদী শাখা গোত্রসমূহ ইয়াছরিবের বিভিন্ন অঞ্চলে এ সময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

অন্যদিকে আউস ও খাযরাজ, যারা ইসমাঈল-পুত্র নাবেত (نَابِت)-এর বংশধর ছিল এবং ইয়ামনের আযদ (الْأَزْدُ) গোত্রের দিকে সম্পর্কিত ছিল, তারা খ্রিষ্টীয় ২০৭ সালের দিকে ইয়ামন থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন সময়ে ইয়াছরিবে হিজরত করে। সেখানে পূর্ব থেকেই অবস্থানরত ইহূদীরা তাদেরকে ইয়াছরিবের অনুর্বর ও পরিত্যক্ত এলাকায় বসবাস করতে বাধ্য করে। আউসরা বনু নাযীর ও বনু কুরায়যার প্রতিবেশী হয় এবং খাযরাজরা বনু ক্বায়নুক্বার প্রতিবেশী হয়। আউসদের এলাকা খাযরাজদের এলাকার চাইতে অধিকতর উর্বর ছিল। ফলে তাদের মধ্যে নিয়মিত হানাহানি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের এটাও একটা কারণ ছিল। ইহূদীরা উভয় গোত্রের উপর কর্তৃত্ব করত। তারা উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দিত। আবার উভয় দলের মধ্যে সন্ধি করে দিত। তাদের মধ্যকার সবচেয়ে বড় ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছিল হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে সংঘটিত বু'আছ যুদ্ধ। যাতে আউসরা খাযরাজদের উপর জয়লাভ করে। কিন্তু উভয় গোত্র সর্বদা পুনরায় পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের আশংকা করত। ফলে তারা নিজেদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করে এবং উভয় গোত্রের ঐক্যমতে আব্দুল্লাহ বিন উবাই খাযরাজীকে তাদের নেতা নির্বাচন করে। এমতাবস্থায় আখেরী নবীর শুভাগমনে তারা উৎফুল্ল হয় এবং নিজেদের মধ্যকার সব তিক্ততা ভুলে শেষনবী (ছাঃ)-কে স্বাগত জানাবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, বু'আছ যুদ্ধের দিনটিকে আল্লাহ তাঁর রাসূলের আগমনের এবং 'ইয়াছরিব বাসীদের ইসলামে প্রবেশের অগ্রিম দিবস' (يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ صـــ فِى دُخُولِهِمْ فِى الإِسْلاَمِ) হিসাবে নির্ধারণ করেছিলেন।[৩২৯]

৩২৯. বুখারী হা/৩৭৭৭; সীরাহ ছহীহাহ ১/২২৭-৩১।

উল্লেখ্য যে, আউস ও খাযরাজ ছিলেন আপন দুই ভাই এবং ইসমাঈল-পুত্র নাবেত-এর বংশধর। যারা উত্তর হেজায শাসন করতেন। কিন্তু মালেক বিন ‘আজলান খাযরাজীর গোলাম হুর বিন সুমাইরকে হত্যার কারণে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। যা প্রায় ১২০ বছর যাবৎ চলে। পরে তারা ইয়াছরিবে হিজরত করেন। সেখানে তাদের মধ্যে সর্বশেষ বু‘আছ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যার পাঁচ বছর পর রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরতের মাধ্যমে ইসলামের বরকতে উভয় দলের মধ্যে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত হয় এবং তারা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যায়। যে বিষয়ে সূরা আলে ইমরান ১০৩ আয়াত নাযিল হয় *(তাফসীর ত্বাবারী হা/১৪৭৩, ৭৫৮৯; তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

২০৭ খ্রিষ্টাব্দে একই সময় বনু খোযা‘আহ গোত্র ইয়ামন থেকে হিজরত করে মক্কার নিকটবর্তী মার্রুয যাহরানে বসতি স্থাপন করে। যারা পরবর্তীকালে মক্কার শাসন ক্ষমতা লাভ করে এবং দীর্ঘদিন উক্ত ক্ষমতায় থাকে। অবশেষে তাদের জামাতা কুরায়েশ নেতা কুছাই বিন কিলাব মক্কার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। জামাতার বংশ হিসাবে বনু খোযা‘আহ সর্বদা বনু হাশেমকে সহযোগিতা করেছে। যা মক্কা বিজয় ও তার পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল।[৩৩০]

মক্কা ও মদীনার সামাজিক অবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল এই যে, মক্কার সমাজ ব্যবস্থাপনায় কুরায়েশদের একক প্রভুত্ব ছিল। ধর্মীয় দিক দিয়ে তাদের অধিকাংশ মূর্তিপূজারী ছিল। যদিও সবাই আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী ছিল। হজ্জ ও ওমরাহ করত। ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের উপরে কায়েম আছে বলে তারা নিজেদেরকে ‘হানীফ’ (حَنِيْفٌ) বা ‘আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ’ বলে দাবী করত। বিগত নেককার লোকদের মূর্তির অসীলায় তারা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করত। এই অসীলাপূজার কারণেই তারা মুশরিক জাতিতে পরিণত হয়েছিল এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য হয়েছিল। তারাও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রচারিত নির্ভেজাল তাওহীদকে তাদের কপট ধর্ম বিশ্বাস ও দুনিয়াবী স্বার্থের বিরোধী সাব্যস্ত করে রাসূল (ছাঃ)-এর ও মুসলমানদের রক্তকে হালাল গণ্য করেছিল। মক্কায় মুসলমানরা ছিল দুর্বল ও মযলূম এবং বিরোধী কুরায়েশ নেতারা ছিল প্রবল ও পরাক্রমশালী।

পক্ষান্তরে মদীনায় সমাজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কারু একক নেতৃত্ব ছিল না। ধর্মীয় দিক দিয়েও তারা এক ছিল না বা বংশধারার দিক দিয়েও এক ছিল না। সর্বশেষ বু‘আছের যুদ্ধে বিপর্যস্ত আউস ও খাযরাজ প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করেন। এর দ্বারা মদীনাবাসীদের আন্তরিক কামনা ছিল যে, তাঁর আগমনের মাধ্যমে তাদের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান ঘটবে। ফলে এখানে রাসূল (ছাঃ) ও মুহাজিরগণ ছিলেন শুরু থেকেই কর্তৃত্বের অধিকারী।

---

৩৩০. ইবনু হিশাম ১/৯১, ১১৭; সীরাহ ছহীহাহ ১/২২৯।

মদীনার দল ও উপদলসমূহ (الأحزاب والفرق فى المدينة) :

হিজরতকালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইয়াছরিবে মূলতঃ দু'দল লোক বসবাস করত। একদল ছিল ইয়াছরিবের পৌত্তলিক মুশরিক সম্প্রদায়। যারা প্রধানতঃ আউস ও খাযরাজ দু'গোত্রে বিভক্ত ছিল। আউসদের নেতা ছিলেন সা'দ বিন মু'আয ও খাযরাজদের নেতা ছিলেন সা'দ বিন ওবাদাহ। মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সুলূল ছিলেন খাযরাজ গোত্রভুক্ত। এরা ছিল বিশুদ্ধ আরবী ভাষী। রাসূল (ছাঃ)-এর দাদার মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারও ছিল এই গোত্রভুক্ত।

দ্বিতীয় ছিল ইহূদী সম্প্রদায়। খ্রিষ্টানরা যাদেরকে ফিলিস্তীন ও সিরিয়া অঞ্চল থেকে উৎখাত করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপর দখল কায়েম করেছিল। ইহূদীরা শেষনবীর আগমনের অপেক্ষায় এবং তাঁর নেতৃত্বে তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের আশায় ইয়াছরিবে হিজরত করে এসেছিল বহুদিন পূর্বে। এরা ছিল হিব্রুভাষী। কিন্তু পরে আরবীভাষী হয়। এদের প্রধান তিনটি গোত্র বনু ক্বায়নুক্বা', বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা মদীনার উপকণ্ঠে তাদের তৈরী স্ব স্ব দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহে বসবাস করত। দক্ষ ব্যবসায়ী ও সূদী কারবারী হওয়ার কারণে এরা ছিল সর্বাধিক সচ্ছল। চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও কূট কৌশলের মাধ্যমে এরা আউস ও খাযরাজের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধাবস্থা জিইয়ে রাখতো এবং 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' নীতির মাধ্যমে উভয় গোত্রের উপরে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতো। এই সূক্ষ্ম পলিসির কারণে তাদের বনু ক্বায়নুক্বা' গোষ্ঠী খাযরাজদের মিত্র ছিল এবং বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা গোষ্ঠী আউসদের মিত্র ছিল। আসলে তারা উভয়েরই শত্রু ছিল। তাদেরকে তারা সূদী কারবার ও অস্ত্র ব্যবসার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করত। তারা এভাবে আরবদের শোষণ করত। এজন্য তাদের মূর্খতার প্রতি তাচ্ছিল্য করে তারা বলত, لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّيْنَ سَبِيْلٌ 'মূর্খদের ব্যাপারে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই' *(আলে ইমরান ৩/৭৫)*। অর্থাৎ মূর্খদের সম্পদ হরণ করায় ও তাদের অধিকার নষ্ট করায় আমাদের কোন পাপ নেই। সেই সময় ইয়াছরিবে পৌত্তলিক ও ইহূদীদের বাইরে কিছু সংখ্যক খ্রিষ্টানও বসবাস করত। যারা ইহূদীদের ন্যায় ইয়াছরিবে হিজরত করে এসেছিল শেষনবীর আগমন প্রত্যাশায়।

বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তিগুলি গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের শ্লোগানের আড়ালে উন্নয়নশীল ও বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে তাদের শোষণ-নির্যাতন, সূদী কারবার ও অস্ত্র ব্যবসা পূর্বের ন্যায় বজায় রেখে চলেছে। মুসলমানদের সম্পদ হরণ করায় ও তাদের অধিকার বিনষ্ট করায় কোন পাপ নেই বলে আজও তাদের আচরণে প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূগর্ভের তৈল লুট করার জন্য তারা ভূপৃষ্ঠের মানুষের রক্ত পান করছে গোগ্রাসে। কিন্তু এই রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ারদের রক্ত নেশা মিটছে না মোটেই। এজন্যেই এরা 'মাগযূব' (অভিশপ্ত) ও 'যোওয়াল্লীন' (পথভ্রষ্ট) বলে কুরআনে অভিহিত হয়েছে।[৩৩১]

---

৩৩১. সূরা ফাতিহা ৭ আয়াত; তিরমিযী হা/২৯৫৪; ছহীহুল জামে' হা/৮২০২।

Contents

ইহূদীরা ভেবেছিল, শেষনবী হযরত ইসহাকের বংশে হবেন এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবেন। তারা ইয়াছরিবের লোকদের হুমকি দিত এই বলে যে, سَيَخْرُجُ نَبِيٌّ آخِرِ الزَّمَانِ فَنَتَّبِعُهُ وَنَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَ 'আখেরী যামানার নবী সত্বর আগমন করবেন। আমরা তাঁর অনুসারী হব এবং তোমাদের হত্যা করব (বিগত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি) 'আদ ও ইরামের ন্যায়'।[৩৩২] কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে শেষনবীর আগমন ঘটায় এবং তিনি হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ) উভয়ের সত্যায়ন করায় ইহূদীরা তাঁর শত্রু হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে তৃতীয় দল খ্রিষ্টানরা ভেবেছিল যে, শেষনবী এসে তাদের লালিত বিশ্বাস অনুযায়ী কথিত ত্রিত্ববাদ, ঈসার পুত্রত্ববাদ, প্রায়শ্চিত্ববাদ, সন্ন্যাসবাদ ও পোপের ঐশী নেতৃত্ববাদ সমর্থন করবেন। কিন্তু এসবের বিপরীত হওয়ায় তারাও রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধী হয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, ইহূদী ও নাছারা কারু মধ্যে তাদের ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে কোনরূপ সংগ্রামী চেতনা ছিল না। ধর্মের প্রতিপাদ্য তাদের মধ্যে যা লক্ষ্য করা যেত, সেটা ছিল কেবল জাদু-টোনা, ঝাড়-ফুঁক, শুভাশুভ লক্ষণ নির্ধারণ ও অনুরূপ কিছু ক্রিয়া-কর্ম। এ সকল কাজের জন্যই তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী-গুণী এবং আধ্যাত্মিক গুরু ও নেতা মনে করত।

চতুর্থ আরেকটি উপদল গড়ে উঠেছিল খাযরাজ গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সুলূলের নেতৃত্বে। বু'আছ যুদ্ধের পর আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র মিলে তাকে নেতা নির্বাচিত করে। এজন্য তারা বহু মূল্যবান রাজমুকুট তৈরী করে এবং এই প্রথমবারের মত উভয় গোত্র একত্রিত হয়ে তাকে রাজ আসনে বসাতে যাচ্ছিল। এমনি সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে এবং উভয় গোত্র তাকে ছেড়ে রাসূল (ছাঃ)-কে নেতারূপে বরণ করে। এতে আব্দুল্লাহ ও তার অনুসারীরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয় এবং তাদের সকল ক্ষোভ গিয়ে পড়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে। কিন্তু অবস্থা অনুকূল না দেখে তারা চুপ থাকে এবং বছর দেড়েক পরে বদর যুদ্ধের পর হতাশ হয়ে অবশেষে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেয়। তবে আদি বাসিন্দা আউস ও খাযরাজদের অনেকে পূর্বেই ইসলাম কবুল করায় এবং তারাই রাসূল (ছাঃ)-কে ও মুহাজিরগণকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আশ্রয় দেওয়ায় অন্যেরা সবাই চুপ থাকে এবং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্ব মেনে নেয়।

উপরোক্ত চারটি দল তথা (১) পৌত্তলিক আউস ও খাযরাজ (২) ইহূদী। বনু ক্বায়নুক্বা, বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা। (৩) নাছারা। যারা প্রধানতঃ নাবিত্ব বাজার (سوق النبط) এলাকায় বসবাস করত। তবে সমাজে তাদের তেমন কোন প্রভাব ছিল না। (৪) খাযরাজ গোত্রের আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের গ্রুপ। যারা গোপন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে সর্বদা তৎপর ছিল।

৩৩২. ইবনু হিশাম ১/৪২৯; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ১৪৬, সনদ হাসান।

www.ahlehadeethbd.org

এতদ্ব্যতীত (৫) মুহাজির মুসলমানদের নানাবিধ সমস্যা মুকাবিলা করা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য বলতে গেলে জ্বলন্ত সমস্যা ছিল। তবে মুহাজিরদের সমস্যা আনছাররাই মিটিয়ে দিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের পরস্পরে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। মক্কা থেকে কোন মুহাজির এলেই তারা তাকে সাদরে বরণ করে নিত। ফলে মুহাজিরগণের সমস্যা ছিল পজেটিভ। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের সমস্যা ছিল নেগেটিভ। যা সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-কে চিন্তাগ্রস্ত করে রাখতো।

উপরোক্ত সমস্যাবলীর সাথে যোগ হয়েছিল আরেকটি কঠিন সমস্যা। সেটা ছিল (৬) মক্কার মুশরিকদের অপতৎপরতা। তারা মুহাজিরদের ফেলে আসা বাড়ী-ঘর ও ধন-সম্পত্তি জবরদখল করে নিল। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বন্দী ও নির্যাতন করতে লাগল। অধিকন্তু তাদের ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক নেতৃত্বের প্রভাব খাটিয়ে আরব উপদ্বীপের অন্যান্য ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকদের উস্কানি দিতে লাগল, যাতে মদীনায় খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ তারা বন্ধ করে দেয়। ফলে মদীনায় পণ্য আমদানী হ্রাস পেতে থাকল। যা মক্কার মুশরিকদের সাথে মদীনার মুসলমানদের মধ্যে ক্রমে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরী করে ফেলল।

মাক্কী ও মাদানী জীবনের প্রধান পার্থক্য সমূহ (الفروق الرئيسية بين الحياة المكية والمدنية) :

মাক্কী ও মাদানী জীবনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিল এই যে, মক্কায় জন্মস্থান হ'লেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানগণ সেখানে ছিলেন দুনিয়াবী শক্তির দিক দিয়ে দুর্বল ও নির্যাতিত। পক্ষান্তরে মাদানী জীবনের প্রথম থেকেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বাগডোর ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের হাতে। এখানে বিরোধীরা স্থানীয় হ'লেও তারা ছিল নিষ্প্রভ। ফলে মদীনার অনুকূল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে ইসলামকে পূর্ণতা দানের সুযোগ আসে। আর সেকারণেই ইসলামের যাবতীয় হারাম-হালাল ও আর্থ-সামাজিক বিধি-বিধান একে একে মাদানী জীবনে অবতীর্ণ হয় ও তা বাস্তবায়িত হয়। অতঃপর বিদায় হজ্জের সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে পূর্ণতার সনদ হিসাবে আয়াত নাযিল হয়- اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا 'আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপরে আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করে দিলাম ও তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। বিদায় হজ্জের সময় ১০ম হিজরীর ৯ই যিলহাজ্জ শুক্রবার মাগরিবের পূর্বে মক্কায় আরাফা ময়দানে অবস্থানকালে এ আয়াত নাযিল হয়। এর মাত্র ৮৩ দিন পর ১১ হিজরীর ১লা রবীউল আউয়াল সোমবার মদীনায় রাসূল (ছাঃ) মৃত্যু বরণ করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াত নাযিলের পর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। তবে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন মূলক কয়েকটি

মাত্র আয়াত নাযিল হয়। এভাবে আদি পিতা আদম (আঃ) থেকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে সত্য দ্বীন নাযিল হওয়ার যে সিলসিলা জারী হয়েছিল, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে মদীনায় তার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং আল্লাহ প্রেরিত ইলাহী বিধানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।*

ইহূদীদের কপট চরিত্র (النفاق الطبيعى لليهود) :

হিজরতের পূর্ব থেকেই ইহূদীরা মক্কায় রাসূল (ছাঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে জানত। এখন যখন তিনি মদীনায় হিজরত করে এলেন এবং মানুষের পারস্পরিক ব্যবহার, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতার পথ অবলম্বন করলেন। যার ফলে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ও হিংসা-হানাহানিতে বিপর্যস্ত ইয়াছরিবের গোত্র সমূহের মধ্যকার শীতল সম্পর্ক ক্রমেই উষ্ণ, মধুর ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল, তখন তা ইহূদীদের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তাদের আশংকা হ'ল যে, এইভাবে যদি সবাই মুসলমান হয়ে যায় ও আপোষে ভাই ভাই হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহ'লে তাদের 'বিভক্ত কর ও শোষণ কর' নীতি মাঠে মারা যাবে। এর ফলে তাদের সামাজিক নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। সাথে সাথে ইসলামে সূদ হারাম হওয়ার কারণে তাদের রক্তচোষা সূদী কারবার একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে, যা তাদের পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ধ্বস নামাবে। এমনকি চক্রবৃদ্ধি হারে ফেঁপে ওঠা সূদের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে অত্যাচারমূলক চুক্তির ফলে ইয়াছরিব বাসীদের যে বিপুল ধন-সম্পদ তারা কুক্ষিগত করেছিল, তার সবই তাদেরকে ফেরৎ দিতে বাধ্য হ'তে হবে। ফলে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে গোপনে শত্রুতা শুরু করে দেয়। পরে যা প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে। তাদের কপট চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ রাসূল (ছাঃ)-এর মদীনায় পদার্পণের প্রথম দিনেই ঘটে। নিম্নের দু'টি ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।-

দু'টি দৃষ্টান্ত (نظيران للنفاق) :

(১) আবু ইয়াসির বিন আখত্বাব-এর আগমন (قدوم ياسر بن أخطب) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় আগমনের পর প্রথম তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বনু নাযীর গোত্রের অন্যতম নেতা আবু ইয়াসির বিন আখত্বাব। তিনি তার লোকদের নিকট ফিরে গিয়ে বলেন, أَطِيْعُوْنِىْ فَإِنَّ هَذَا هُوَ النَّبِىُّ الَّذِىْ كُنَّا نَنْتَظِرُ 'তোমরা আমার আনুগত্য কর। কেননা ইনিই সেই নবী আমরা যার অপেক্ষায় ছিলাম'। কিন্তু হুয়াই বিন আখত্বাব, যিনি তার ভাই ও গোত্রের নেতা ছিলেন, তার বিরোধিতার কারণে সাধারণ ইহূদীরা ইসলাম কবুল করা হ'তে বিরত থাকে।[৩৩৩]

৩৩৩. বুখারী ফৎহসহ হা/৩৯৩৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ৭/২৭৫ পৃঃ। উল্লেখ্য যে, ইহূদী নেতা হুয়াই বিন আখত্বাব সম্পর্কে তার কন্যা ছাফিইয়াহ, যিনি পরবর্তীতে রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী হয়ে উম্মুল মুমেনীন রূপে

উল্লেখ্য যে, ইহূদী আলেম ও সমাজনেতাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, لَوْ آمَنَ بِىْ عَشْرَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لَآمَنَ بِى الْيَهُوْدُ– ‘যদি আমার উপরে দশজন ইহূদী নেতা ঈমান আনত, তাহ’লে গোটা ইহূদী সম্প্রদায় আমার উপরে ঈমান আনতো’।[৩৩৪] এতে বুঝা যায় যে, সমাজনেতা ও আলেমগণের দায়িত্ব সর্বাধিক। অতএব তাদের সাবধান হওয়া কর্তব্য।

(২) আব্দুল্লাহ বিন সালাম-এর ইসলাম গ্রহণে প্রতিক্রিয়া (رجعية من إسلام عبد الله بن سلام) :

ক্বোবার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ইয়াছরিবে তাঁর দাদার মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জার গোত্রে অবতরণ করেন, তখন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ’লেন ইহূদীদের সবচেয়ে বড় আলেম আব্দুল্লাহ বিন সালাম। তিনি ছিলেন বনু ক্বায়নুক্বা‘ ইহূদী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত *(আবুদাঊদ হা/৩০০৫)*। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে এমন কিছু প্রশ্ন করলেন, যার উত্তর নবী ব্যতীত কারু পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। সব প্রশ্নের সঠিক জবাব পেয়ে তিনি সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে সাবধান করে দিলেন এই বলে যে, إِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ بُهُتٌ إِنْ عَلِمُوْا بِإِسْلاَمِى قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُوْنِى عِنْدَكَ، ‘ইহূদীরা হ’ল মিথ্যা অপবাদ দানকারী এক ঘৃণিত সম্প্রদায়। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করার আগেই যদি তারা আমার ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি জেনে ফেলে, তাহ’লে তারা আপনার নিকটে আমার সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিবে’। তখন তিনি আব্দুল্লাহকে পাশেই আত্মগোপন করতে বলে ইহূদীদের ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তিনি তাদের নিকটে

বরিত হন, তিনি বলেন, আমি আমার বাপ-চাচাদের নিকটে তাদের সকল সন্তানের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ছিলাম এবং সকলের আগেই আমাকে কোলে তুলে নিয়ে তারা আদর করতেন। যেদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথম ইয়াছরিবে আগমন করেন ও ক্বোবায় বনু ‘আমর বিন ‘আওফের গোত্রে অবতরণ করেন, সেদিন অতি প্রত্যুষে আমার পিতা ও চাচা রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। অতঃপর সন্ধ্যার দিকে তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। আমি ছুটে তাদের কাছে গেলাম। কিন্তু আল্লাহ্র কসম তারা এত চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন যে, আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না। এ সময় আমি আমার চাচাকে বলতে শুনলাম তিনি আমার আব্বাকে বলছেন, أَهُوَ هُوَ؟ ‘ইনিই কি তিনি? আব্বা বললেন, نَعَمْ وَاللهِ ‘আল্লাহ্র কসম, ইনিই তিনি’। চাচা বললেন, فَمَا فِي نَفْسِكَ مِنْهُ؟ ‘এখন তাঁর সম্পর্কে আপনার চিন্তা কী’? আব্বা বললেন, عَدَاوَتُهُ وَاللهِ مَا بَقِيتُ ‘স্রেফ শত্রুতা। আল্লাহ্র কসম! যতদিন আমি বেঁচে থাকব’ *(ইবনু হিশাম ১/৫১৯; আল-বিদায়াহ ৩/২১২, আর-রাহীক্ব ১৮১ পৃঃ)*। বর্ণনাটির সনদ মুনক্বাতি‘ বা যঈফ *(ঐ, তা‘লীক্ব ১২২ পৃঃ)*।

অবশ্য মুসলমানদের প্রতি ইহূদীদের হিংসা ও শত্রুতা প্রমাণের জন্য এইরূপ যঈফ বর্ণনার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এজন্য পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারায় বর্ণিত ১০৯, ৮৯, ১৪৬, ১২০ ও সূরা মায়েদাহ ৫১ আয়াতগুলিই যথেষ্ট।

৩৩৪. বুখারী হা/৩৯৪১, ‘আনছারদের মর্যাদা’ অধ্যায় ৫২ অনুচ্ছেদ।

আব্দুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তারা বলল, سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا، خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا 'আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার পুত্র। আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا 'আমাদের মধ্যে সেরা জ্ঞানী ও সেরা জ্ঞানীর পুত্র' *(বুখারী হা/৩৯১১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ؟ 'আচ্ছা যদি আব্দুল্লাহ মুসলমান হয়ে যায়'? জবাবে তারা দু'বার বা তিনবার বলল, أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ 'আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করুন'! অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন সালাম গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এসে উচ্চকণ্ঠে কালেমা শাহাদাত পাঠ করলেন। এটা শোনামাত্র ইহূদীরা বলে উঠলো, شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا 'আমাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ও নিকৃষ্ট ব্যক্তির পুত্র'।[৩৩৫] আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) তখন তাদেরকে বললেন, يَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ اتَّقُوا اللهَ فَوَ اللهِ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقٍّ– 'হে ইহূদী সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ্র কসম, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তোমরা ভালভাবেই জানো যে, ইনি আল্লাহ্র রাসূল এবং ইনি সত্যসহ আগমন করেছেন'। জবাবে তারা বলল, كَذَبْتَ 'তুমি মিথ্যা বলছ'।[৩৩৬] বলা বাহুল্য এটাই ছিল ইহূদীদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথম তিক্ত অভিজ্ঞতা, যা তিনি মদীনায় পদার্পণের শুরুতেই অর্জন করেন।

আজকেও ইহূদী-নাছারাদের উক্ত বদস্বভাব অব্যাহত আছে। তাদের মিডিয়াগুলি রাসূল (ছাঃ) ও ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বদা লাগামহীনভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। সেদিন যেমন মদীনার মুনাফিকরা ইহূদীদের দোসর ছিল, আজও তেমনি মুসলিম নামধারী বস্তুবাদীরা তাদের দোসর হিসাবে কাজ করছে।

---

৩৩৫. বুখারী হা/৩৩২৯; মিশকাত হা/৫৮৭০, 'রাসূল (ছাঃ)-এর ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'মু'জিযা' অনুচ্ছেদ-৭।

৩৩৬. বুখারী হা/৩৯১১ 'আনছারদের মর্যাদা' অধ্যায়, ৪৫ অনুচ্ছেদ।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন

(تأسيس المجتمع الإسلامى فى المدينة)

পূর্বোক্ত সামগ্রিক অবস্থা সম্মুখে রেখে এক্ষণে আমরা মদীনায় নতুন সমাজ ব্যবস্থার রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সংশোধন ও বাইরের অবস্থা সামাল দিয়ে চলতে হয়েছে। নতুন জাতি গঠনের প্রধান ভিত্তি হ'ল আধ্যাত্মিক কেন্দ্র স্থাপন। সেজন্য তিনি ক্বোবায় প্রথম মসজিদ নির্মাণের পর এবার মদীনায় প্রধান মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন।

মসজিদে নববী নির্মাণ (بناء المسجد النبوى) :

মদীনায় প্রবেশ করে রাসূল (ছাঃ)-এর উটনী যে স্থানে প্রথম বসে পড়েছিল, সেই স্থানটিই হ'ল পরবর্তীতে মসজিদে নববীর দরজার স্থান। স্থানটির মালিক ছিল দু'জন ইয়াতীম বালক সাহল ও সোহায়েল বিন রাফে' বিন 'আমর। এটি তখন তাদের খেজুর শুকানোর চাতাল ছিল *(ইবনু হিশাম ১/৪৯৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দশ দীনার মূল্যে স্থানটি খরীদ করলেন। আবুবকর (রাঃ) মূল্য পরিশোধ করলেন।[৩৩৭] অতঃপর তার আশপাশের মুশরিকদের কবরগুলি উঠিয়ে ফেলা হয় এবং ভগ্নস্তূপগুলি সরিয়ে স্থানটি সমতল করা হয়। গারক্বাদের খেজুর গাছগুলি উঠিয়ে সেগুলিকে ক্বিবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে পুঁতে দেওয়া হয়' *(বুখারী হা/৪২৮)*। অতঃপর খেজুর গাছ ও তার পাতা দিয়ে মসজিদ তৈরী হয়। চার বছর পর এটি কাঁচা ইট দিয়ে নির্মাণ করা হয়।[৩৩৮] ঐ সময় আল্লাহ্র হুকুমে ক্বিবলা ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস, যা ছিল ইহূদীদের ক্বিবলা এবং মদীনা থেকে উত্তর দিকে। মসজিদের ভিত ছিল প্রায় তিন হাত উঁচু। দরজা ছিল তিনটি। যার দু'বাহুর স্তম্ভগুলি ছিল পাথরের, মধ্যের খাম্বাগুলি খেজুর বৃক্ষের, দেওয়াল কাঁচা ইটের, ছাদ খেজুর পাতার এবং বালু ও ছোট কংকর বিছানো মেঝে- এই নিয়ে তৈরী হ'ল মসজিদে নববী, যা তখন ছিল ৭০×৬০×৫ হাত মোট ৪২০০ বর্গ হাত আয়তন বিশিষ্ট। যেখানে বর্ষায় বৃষ্টি পড়ত। ১৬ বা ১৭ মাস পরে ক্বিবলা পরিবর্তিত হ'লে উত্তর দেওয়ালের বদলে দক্ষিণ দেওয়ালের দিকে ক্বিবলা ঘুরে যায়। ফলে পিছনে একমাত্র দরজাটিই এখন ক্বিবলা হয়েছে।[৩৩৯] কেননা মক্কা হ'ল মদীনা থেকে দক্ষিণ দিকে।

'উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) বলেন, আনছারগণ মাল জমা করে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এদিয়ে আপনি মসজিদটি আরও সুন্দরভাবে

---

৩৩৭. আর-রাহীক্ব ১৮৪ পৃঃ; বুখারী ফৎহসহ হা/৩৯০৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৩৩৮. বুখারী ফৎহসহ হা/৩৯০৬ ও ৩৫৩৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৩৩৯. মুহাম্মাদ ইলিয়াস আব্দুল গণী, তারীখুল মাসজিদিন নববী আশ-শারীফ (মদীনা : ১ম সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৬ খৃ.) ৪১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নির্মাণ করুন। কতদিন আমরা এই ছাপড়ার নীচে ছালাত আদায় করব? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا بِيْ رَغْبَةٌ عن أخِي موسى، عَرِيْشٌ كَعَرِيشِ مُوسى ‘আমার ভাই মূসার ছাপড়ার ন্যায় ছাপড়া থেকে ফিরে আসতে আমার কোন আগ্রহ নেই’।[৩৪০]

নির্মাণ কাজে রাসূল (ছাঃ) (مشاركة الرسول صـــ فى بناء المسجد النبوى) :

মসজিদ নির্মাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সশরীরে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নিজ হাতে ইট ও পাথর বহন করেন। এ সময় তিনি সাথীদের উৎসাহিত করে বলতেন, اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْآخِرَه + فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ– ‘হে আল্লাহ! আখেরাতের আরাম ব্যতীত কোন আরাম নেই। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা কর’ *(বুখারী হা/৪২৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الْآخِرَهْ + فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ ‘হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ নেই। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের সাহায্য কর’ *(বুখারী হা/৩৯৩২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ + فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ ‘হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই পুরস্কার হ’ল আখেরাতের পুরস্কার। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের প্রতি অনুগ্রহ কর’ *(বুখারী হা/৩৯০৬)*।

মসজিদ নির্মাণের বরকতমণ্ডিত কাজের প্রতি উজ্জীবিত করার জন্য তিনি বলেন, هَذَا الْحِمَالُ لاَ حِمَالَ خَيْبَرْ + هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ– ‘এই বোঝা খায়বরের বোঝা নয়। হে আমাদের প্রভু! একাজ অতীব পুণ্যময় ও পবিত্র’ *(বুখারী হা/৩৯০৬)*। রাসূল (ছাঃ)-এর নিজ হাতে কাজ করায় উৎসাহিত হয়ে ছাহাবীগণ গেয়ে ওঠেন- لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ + لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ– ‘যদি আমরা বসে থাকি, আর নবী কাজ করেন, তবে সেটা আমাদের পক্ষ থেকে হবে নিতান্তই ভ্রান্ত কাজ’ *(বুখারী ফৎহসহ হা/৩৯০৬)*।

আযানের প্রবর্তন (بدء الأذان) :

মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর মুছল্লীদের পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে আহ্বানের জন্য পরামর্শসভা বসে। ছাহাবীগণ বিভিন্ন পরামর্শ দেন। কিন্তু কোনরূপ সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক স্থগিত হয়ে যায়। পরদিন আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন ‘আব্দে রব্বিহী (রাঃ) প্রথমে এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বর্তমান আযানের শব্দ সমূহ সহ স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনালে তিনি তার সত্যায়ন করেন। অতঃপর উচ্চকণ্ঠের অধিকারী বেলালকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। আযানের ধ্বনি শুনে কাপড় ঘেঁষতে ঘেঁষতে ওমর (রাঃ) দৌড়ে এসে বললেন ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! যিনি

৩৪০. বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ২/৪১৩; মুরসাল ছহীহ, ছহীহাহ হা/৬১৬।

আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, সেই আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমিও একই স্বপ্ন দেখেছি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, *ফালিল্লা-হিল হামদ* 'আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা'।[৩৪১] একটি বর্ণনা মতে ঐ রাতে ১১ জন ছাহাবী একই আযানের স্বপ্ন দেখেন'।[৩৪২] উল্লেখ্য যে, ওমর ফারূক (রাঃ) ২০ দিন পূর্বে উক্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আগেই বলেছে দেখে লজ্জায় তিনি নিজের কথা প্রকাশ করেননি।[৩৪৩]

বলা বাহুল্য, এই আযান কেবল ধ্বনি মাত্র ছিল না। বরং এ ছিল শিরকের অমানিশা ভেদকারী আপোষহীন তাওহীদের এক দ্ব্যর্থহীন আহ্বান। যা কেবল সে যুগে মদীনার মুশরিক ও ইহূদী-নাছারাদের হৃদয়কে ভীত-কম্পিত করেনি, বরং যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত শিরকী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ ছিল তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ বিপ্লবের উদাত্ত ঘোষণা। এ আযান যুগে যুগে প্রত্যেক আল্লাহপ্রেমীর হৃদয়ে এনে দেয় এক অনন্য প্রেমের অনবদ্য মূর্ছনা। যার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুমিন পাগলপারা হয়ে ছুটে চলে মসজিদের পানে। লুটিয়ে পড়ে সিজদায় স্বীয় প্রভুর সকাশে। তনুমন ঢেলে দিয়ে প্রার্থনা নিবেদন করে আল্লাহ্র দরবারে। বাংলার কবি কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১ খৃ.) তাই কত সুন্দরই না গেয়েছেন-

কে ঐ শুনালো মোরে আযানের ধ্বনি
মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর
আকুল হইল প্রাণ নাচিল ধমনী
কে ঐ শুনালো মোরে আযানের ধ্বনি'।-

ইহূদীদের বাঁশি, নাছারাদের ঘণ্টাধ্বনি ও পৌত্তলিকদের বাদ্য-বাজনার বিপরীতে মুসলমানদের আযান ধ্বনির মধ্যেকার পার্থক্য আসমান ও যমীনের পার্থক্যের ন্যায়। আযানের মধ্যে রয়েছে ধ্বনির সাথে বাণী, রয়েছে হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, রয়েছে তাওহীদের বিচ্ছুরণ এবং রয়েছে আত্মনিবেদন ও আত্মকল্যাণের এক হৃদয়ভেদী অনুরণন। এমন বহুমুখী অর্থবহ মর্মস্পর্শী ও সুউচ্চ আহ্বানধ্বনি পৃথিবীর কোন ধর্মে বা কোন জাতির মধ্যে নেই। ১ম হিজরী সনে আযান চালু হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি তা প্রতি মুহূর্তে ধ্বনিত হচ্ছে পৃথিবীর দিকে দিকে অবিরামভাবে অপ্রতিহত গতিতে। আহ্নিক গতির কারণে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর প্রতি স্থানে সর্বদা ছালাতের সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে। সেই সাথে পরিবর্তন হচ্ছে আযানের সময়ের। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র সর্বদা প্রতিটি মিনিটে ও সেকেণ্ডে আযান উচ্চারিত হচ্ছে। আর সেই সাথে ধ্বনিত হচ্ছে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যবাণী এবং উচ্চকিত হচ্ছে সর্বত্র আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও বড়ত্বের অনন্য ধ্বনি। যার সাক্ষী

৩৪১. আবুদাঊদ হা/৪৯৯, সনদ হাসান ছহীহ; মিশকাত হা/৬৫০।
৩৪২. মিরক্বাত শরহ মিশকাত 'আযান' অনুচ্ছেদ ২/১৪৯ পৃঃ।
৩৪৩. আবুদাঊদ (আওনুল মা'বূদ সহ) হা/৪৯৪ 'আযানের সূচনা' অনুচ্ছেদ।

হচ্ছে প্রতিটি সজীব ও নির্জীব বস্তু ও প্রাণী। এমনকি পানির মধ্যে বিচরণকারী মৎস্যকুল। মানুষ যদি কখনো এ আহ্বানের মর্ম বুঝে এগিয়ে আসে, তবে পৃথিবী থেকে দূর হয়ে যাবে সকল প্রকার শিরকী জাহেলিয়াতের গাঢ় অমানিশা। টুটে যাবে মানুষের প্রতি মানুষের দাসত্ব নিগড়। প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহ্র গোলামীর অধীনে সকল মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা। শৃংখলমুক্ত হবে সত্য, ন্যায় ও মানবতা। আযান তাই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিরংকুশ উলূহিয়াতের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা। বিশ্বমানবতার একক চেতনা ও কল্যাণের হৃদয়স্রাবী দ্যোতনা।

আহলে ছুফফাহ (أهل الصفة) :

মক্কা থেকে আগত মুহাজিরগণ মদীনায় এসে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতেন। অতঃপর মসজিদে নববী নির্মাণ শেষে তার পিছনে একটি ছাপড়া দেওয়া হয়। যেখানে নিরাশ্রয় মুহাজিরগণ এসে বসবাস করতেন। ‘ছুফফাহ’ অর্থ ছাপড়া। যা দিয়ে ছায়া করা হয়। এভাবে মুহাজিরগণই ছিলেন আহলে ছুফফার প্রথম দল। যাঁদেরকে صُفَّةُ الْمُهَاجِرِينَ বলা হ’ত *(আবুদাঊদ হা/৪০০৩)*। এছাড়া অন্যান্য স্থান হ’তেও অসহায় মুসলমানরা এসে এখানে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিতেন *(আহমাদ হা/১৬০৩১)*। পরবর্তীতে কোন ব্যবস্থা হয়ে গেলে তারা সেখানে চলে যেতেন। এখানে সাময়িক আশ্রয় গ্রহণকারীগণ ইতিহাসে ‘আহলে ছুফফাহ’ বা ’আছহাবে ছুফফাহ’ নামে খ্যাতি লাভ করেন। বিখ্যাত হাদীছবেত্তা ছাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এখানকার অন্যতম সদস্য ও দায়িত্বশীল ছিলেন। যিনি ওমর (রাঃ)-এর যুগে বাহরায়েন এবং মু‘আবিয়া (রাঃ) ও মারওয়ানের সময় একাধিকবার মদীনার গবর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি ৫৭ হিজরীতে ৭৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৪৪]

---

৩৪৪. তাহযীবুত তাহযীব, ক্রমিক সংখ্যা ১২১৬, ১২/২৮৮ পৃঃ; মুসলিম হা/৮৭৭; মিশকাত হা/৮৩৯। যে সকল বিদ্বান আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে ‘গায়ের ফক্বীহ’ বলেন, তারা বিষয়টি লক্ষ্য করুন। কেননা ঐরূপ কোন ব্যক্তি গবর্ণরের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আসীন হ’তে পারেন না। যেমন হানাফী উছূলে ফিক্বহ বা ব্যবহারিক আইন সূত্রে বলা হয়েছে, الرَّاوِى إن عُرِفَ بالفقه والتَّقَدُّم فى الإجتهاد كالخلفاء الراشدين والعَبَادِلَة كان حديثُهُ حُجَّةً يُتْرَكُ به القياسُ... وإن عُرِفَ بالعَدَالَةِ والضَّبْطِ دُون الفقه كأنس وأبى هريرة، إِنْ وَافَقَ حديثُهُ القياسَ عُمِلَ به وإن خالفه لم يُتْرَكْ الا بالضَّرُورة– ‘রাবী যদি ফিক্বহ ও ইজতিহাদে অগ্রগামী হওয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হন, যেমন চার খলীফা ও চার আব্দুল্লাহ, তাহ’লে তাঁর হাদীছ দলীল হিসাবে গণ্য হবে এবং সে অবস্থায় ক্বিয়াস পরিত্যক্ত হবে।... আর যদি ফিক্বহ ব্যতীত কেবল ন্যায়নিষ্ঠা ও তীক্ষ্ণ স্মৃতির ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হন, যেমন আনাস ও আবু হুরায়রা; যদি তাঁর হাদীছ ক্বিয়াসের অনুকূলে হয়, তাহ’লে তার উপরে আমল করা যাবে। আর যদি তার বিপরীত হয়, তাহ’লে তা পরিত্যাগ করা যাবে না বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত’ *(আহমাদ মোল্লা জিয়ূন (মৃ. ১১৩০ হি.), নূরুল আনওয়ার (দেউবন্দ মাকতাবা থানবী, ইউপি, ভারত : এপ্রিল ১৯৮৩) ‘রাবীদের প্রকারভেদ’ অধ্যায়, ‘রাবীর অবস্থা সমূহ’ অনুচ্ছেদ ১৮২-৮৩ পৃঃ)*। এ কথার প্রতিবাদ করেন হেদায়ার ভাষ্যকার প্রখ্যাত

অনেক সময় মদীনার ছাহাবীগণও ‘যুহ্দ’ ও দুনিয়াত্যাগী জীবন যাপনের জন্য তাদের মধ্যে এসে বসবাস করতেন। যেমন কা‘ব বিন মালেক আনছারী, হানযালা বিন আবু ‘আমের ‘গাসীলুল মালায়েকাহ’, হারেছাহ বিন নু‘মান আনছারী প্রমুখ। চাতালটি যথেষ্ট বড় ছিল। কেননা এখানে যয়নব বিনতে জাহশের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহের ওয়ালীমা খানায় প্রায় তিনশ’র মত মানুষ (كَانُوا زُهَاءَ ثَلاَثِمِائَةٍ) জমা হয়েছিলেন।[৩৪৫] তাদের সংখ্যা কম-বেশী হ’ত। তবে সাধারণতঃ সর্বদা ৭০ জনের মত থাকতেন। কখনো অনেক বেড়ে যেত। খাযরাজ নেতা সা‘দ বিন ওবাদাহ (রাঃ) একবার তাদের মধ্যে থেকে একাই আশি জনকে মেহমানদারী করেছিলেন।

সংখ্যা (عدد أهل الصفة) : আবু নু‘আইম তাঁর ‘হিলইয়াতুল আউলিয়া’ গ্রন্থে আছহাবে ছুফফাহ্র একশ’র অধিক নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। যাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন, হযরত আবু হুরায়রা দাওসী, আবু যার গিফারী আনছারী, যিনি স্বেচ্ছায় সেখানে অবস্থান করতেন। ওয়াছেলা বিন আসক্বা‘, কা‘ব বিন মালেক, সালমান ফারেসী, হানযালা বিন আবু ‘আমের, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, রিফা‘আহ আবু লুবাবাহ আনছারী, আব্দুল্লাহ যুল-বাজাদাইন, খাব্বাব ইবনুল আরাত, আব্দুল্লাহ বিন মাস‘ঊদ, ছুহায়েব বিন সিনান রূমী, রাসূল (ছাঃ)-এর মুক্তদাস শুক্বরান, সাফীনাহ ও ছাওবান। বেলাল বিন রাবাহ, ইরবায বিন সারিয়াহ, আবু সাঈদ খুদরী প্রমুখ।

আছহাবে ছুফফাহ্র সদস্যগণ অধিকাংশ সময় ই‘তিকাফ, ইবাদত ও তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকতেন। একে অপরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন ও লেখা-পড়া শিখাতেন। তাদের কেউ কেউ বিভিন্ন বিষয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। যেমন আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে এবং হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ফিৎনা সম্পর্কিত হাদীছসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে।

হানাফী ফক্বীহ কামাল ইবনুল হুমাম (৭৯০-৮৬১ হি.)। তিনি বলেন, كَيْفَ؟ وهو لا يَعْمَلُ بِفَتْوَى غيره وكان يُفْتِى فى زمان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكان يُعَارِضُ أَجِلَّةَ الصحابة كإبن عباس... ‘এটা কিভাবে হ’তে পারে? অথচ তিনি অন্যের ফাৎওয়ার উপর আমল করতেন না। তিনি ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় ফাৎওয়া দিতেন এবং তিনি ইবনু আব্বাসের ন্যায় বড় বড় ছাহাবীর ফাৎওয়ার বিরোধিতা করতেন... *(ঐ, পৃঃ ১৮৩ টীকা -৪)*।

উল্লেখ্য যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন সর্বাধিক হাদীছবেত্তা ছাহাবী। অতএব ফাৎওয়া দেওয়ার অধিকার তাঁরই সবচেয়ে বেশী হওয়া উচিত। তিনি ছিলেন হাদীছ মুখস্থ করা বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষ দো‘আ প্রাপ্ত ছাহাবী *(বুখারী হা/১১৯)*। যাঁর মুখস্থকৃত হাদীছের সংখ্যা ছিল ৫৩৭৪। তিনি সহ ৭জন শ্রেষ্ঠ হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী হ’লেন যথাক্রমে আব্দুল্লাহ বিন ওমর ২৬৩০, আনাস বিন মালিক ২২৮৬, আয়েশা (রাঃ) ২২১০, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ১৬৬০, জাবের বিন আব্দুল্লাহ ১৫৪০ এবং আবু সাঈদ খুদরী ১১৭০। বাকী ছাহাবীগণ এরপরের।

৩৪৫. ইবনু আবী হাতেম হা/১৭৭৫৯, তাফসীর সূরা আহযাব ৫৩-৫৪ আয়াত; ইবনু কাছীর, তাফসীর ঐ।

অধিকাংশ সময় সমাজ থেকে দূরে থাকলেও তাদের কেউ কেউ বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। এমনকি শহীদ হয়েছেন। যেমন বদরে শহীদদের মধ্যে ছিলেন ছাফওয়ান বিন বায়যা, খুরাইম বিন ফাতেক আসাদী, খোবায়েব বিন ইয়াসাফ, সালেম বিন উমায়ের প্রমুখ। ওহোদের শহীদদের মধ্যে ছিলেন হানযালা ‘গাসীলুল মালায়েকাহ’। কেউ হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে উপস্থিত ছিলেন। যেমন জারহাদ বিন খুওয়াইলিদ, আবু সারীহাহ গিফারী। তাদের মধ্যে কেউ খায়বরে শহীদ হয়েছিলেন। যেমন ছাক্বফ বিন আমর। কেউ তাবূকে শহীদ হয়েছিলেন। যেমন আব্দুল্লাহ যুল বিজাদায়েন। কেউ ভণ্ডনবীদের বিরুদ্ধে ইয়ামামাহ্র যুদ্ধে শহীদ হন। যেমন আবু হুযায়ফাহ্র মুক্তদাস সালেম ও যায়েদ ইবনুল খাত্ত্বাব *(রাযিয়াল্লাহু ‘আনহুম)*। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা ছিলেন রাতের বেলা ইবাদত গুযার ও দিনের বেলায় ঘোড় সওয়ার।

তাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে কুরআনে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। যেমন সূরা বাক্বারাহ ২৭৩ আয়াত ও সূরা তওবাহ ৯১ আয়াত। তাঁদের সম্পর্কে ওয়াক্বেদী, ইবনু সা‘দ, আবু নাঈম, তাক্বিউদ্দীন সুবকী, সামহূদী প্রমুখ বিদ্বানগণ পৃথক পৃথক গ্রন্থ সংকলন করেছেন *(সীরাহ ছহীহাহ ১/২৫৭-৭১)*। আয়াত দু’টি নিম্নরূপ :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ– ‘তোমরা ব্যয় কর ঐসব অভাবীদের জন্য, যারা আল্লাহ্র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে, যারা ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণে সক্ষম নয়। না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের কাছে নাছোড়বান্দার মত প্রার্থী হয় না। আর তোমরা উত্তম মাল হ’তে যা কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা সম্যকভাবে অবহিত’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৩)*।

দ্বিতীয় আয়াতটি হ’ল,

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ– ‘কোন অভিযোগ নেই দুর্বলদের উপর, রোগীদের উপর ও ব্যয়ভার বহনে অক্ষমদের উপর, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি খালেছ ঈমান রাখে। বস্ত্ততঃ সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(তওবাহ ৯/৯১)*।

আনছার ও মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন (المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনাস বিন মালেকের গৃহে আনছার ও মুহাজিরদের নেতৃস্থানীয় ৯০ জন ব্যক্তির এক আনুষ্ঠানিক বৈঠক আহবান করেন। যেখানে উভয় দলের অর্ধেক অর্ধেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন'।[৩৪৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের পরস্পর দু'জনের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের (اَلْمُؤَاخَاةُ الْإِسْلاَمِيَّةُ) বন্ধন স্থাপন করেন এই শর্তে যে, 'তারা একে অপরের দুঃখ-বেদনার সাথী হবেন এবং মৃত্যুর পরে পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন'। তবে উত্তরাধিকার লাভের শর্তটি ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পর অবতীর্ণ আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়ে যায়। যেখানে বলা হয়, وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ– 'রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়গণ আল্লাহ্র কিতাবে পরস্পরের অধিক হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে অধিক জ্ঞাত' *(আনফাল ৮/৭৫)*। এর ফলে উত্তরাধিকার লাভের বিষয়টি রহিত হ'লেও তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল অটুট এবং অনন্য। বিশ্ব ইতিহাসে যার কোন তুলনা নেই। ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের এই ঘটনা ১ম হিজরী সনেই ঘটেছিল মসজিদে নববী নির্মাণকালে অথবা নির্মাণ শেষে। তবে ঠিক কোন তারিখে ঘটেছিল, সেটা সঠিকভাবে জানা যায় না। ইবনু আব্দিল বার্র এটিকে হিজরতের ৫ মাস পরে বলেছেন। ইবনু সা'দ এটিকে হিজরতের পরে এবং বদর যুদ্ধের পূর্বে বলেছেন *(সীরাহ ছহীহাহ ১/২৪৩)*। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

ভ্রাতৃত্বের নমুনা (أمثلة المؤاخاة) :

(১) আব্দুর রহমান বিন 'আওফ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহাজির আব্দুর রহমান বিন 'আওফকে আনছার সা'দ বিন রবী'-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন। অতঃপর সা'দ তার মুহাজির ভাইকে বললেন, 'আনছারদের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা ধনী। আপনি আমার সম্পদের অর্ধেক গ্রহণ করুন এবং আমার দু'জন স্ত্রীর মধ্যে যাকে আপনি পসন্দ করেন, তাকে আমি তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দত শেষে আপনি তাকে বিবাহ করবেন'। আব্দুর রহমান বিন 'আওফ তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে দো'আ করলেন, بَارَكَ اللهُ لَكَ فِى أَهْلِكَ وَمَالِكَ 'আল্লাহ আপনার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দান করুন'! আপনি আমাকে আপনাদের বাজার দেখিয়ে দিন। অতঃপর তাঁকে বনু ক্বায়নুক্বা-র বাজার দেখিয়ে দেওয়া হ'ল। তিনি সেখানে গিয়ে পনীর ও ঘি-এর ব্যবসা শুরু করলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে সচ্ছলতা লাভ করলেন। এক সময় তিনি বিয়ে-শাদীও করলেন।[৩৪৭]

---

৩৪৬. যাদুল মা'আদ ৩/৫৬; বুখারী হা/৭৩৪০; সীরাহ ছহীহাহ ১/২৪৪।
৩৪৭. বুখারী হা/৩৭৮০-৮১ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অধ্যায়, ৩৩ অনুচ্ছেদ ও হা/২৬৩০ 'হেবা' অধ্যায়, ৩৫ অনুচ্ছেদ।

(২) খেজুর বাগান ভাগ করে দেবার প্রস্তাব : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আনছারগণ একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে আবেদন করলেন যে, আপনি আমাদের খেজুর বাগানগুলি আমাদের ও মুহাজির ভাইগণের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দিন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তখন তারা বললেন, তবে এমন করুন যে, মুহাজির ভাইগণ আমাদের কাজ করে দিবেন এবং আমরা তাদের ফলের অংশ দিব'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতে সম্মত হ'লেন *(বুখারী হা/৩৭৮২)*।

(৩) জমি বণ্টনের প্রস্তাব : বাহরায়েন এলাকা বিজিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানকার পতিত জমিগুলি আনছারদের অনুকূলে বরাদ্দ দিতে চাইলে তারা আপত্তি করে বললেন, আমাদের মুহাজির ভাইদের উক্ত পরিমাণ জমি দেওয়ার পরে আমাদের দিবেন। তার পূর্বে নয়।[৩৪৮] আনছারদের এই অসাধারণ ত্যাগ ও মহত্ত্বের প্রশংসা করে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন *(হাশর ৫৯/৯)*। যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

নবতর জাতীয়তা (القومية الجديدة) :

মুহাজির ভাইদের জন্য আনছারগণের সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যার মাধ্যমে বংশ, বর্ণ, অঞ্চল, ভাষা প্রভৃতি আরবের চিরাচরিত বন্ধন সমূহের উপরে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক নবতর এক জাতীয়তার বন্ধন স্থাপিত হয়। যা পরবর্তীতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম দেয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকার ভিত্তিক ইসলামী খেলাফতের দৃঢ় ভিত্তি। উপ্ত হয় প্রকৃত অর্থে এক অসাম্প্রদায়িক ও উদারনৈতিক ইসলামী সমাজের বীজ।

'আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান'- এই মহান সাম্যের বাণী ও তার বাস্তব প্রতিফলন দেখে আজীবন মানুষের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ মযলূম জনতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিগৃহীত ও শোষিত মানবতা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো। জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতায় সর্বোত্তমরূপে বিকশিত মানবতা মদীনার আদি বাসিন্দাদের চমকিত করল। যা তাদের স্বার্থান্ধ জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। নোংরা দুনিয়াপূজা হ'তে মুখ ফিরিয়ে আখেরাতমুখী মানুষের বিজয় মিছিল এগিয়ে চলল। কাফির-মুশরিক, ইহূদী-নাছারা ও মুনাফিকদের যাবতীয় অপচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করল বিশ্বজয়ী ইসলামী খেলাফত। যা কয়েক বছরের মধ্যেই তৎকালীন বিশ্বের সকল পরাশক্তিকে দমিত করে অপরাজেয় বিশ্বশক্তিরূপে আবির্ভূত হ'ল। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

---

৩৪৮. বুখারী হা/২৩৭৬ 'জমি সেচ করা' অধ্যায়, ১৪ অনুচ্ছেদ।

বস্তুতঃ আনছার ও মুহাজিরগণের মধ্যে যদি এইরূপ নিখাদ ভালবাসা ও ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি না হ'ত এবং স্থানীয় ও বহিরাগত দ্বন্দ্বের ফাটল দেখা দিত, তাহ'লে মদীনায় মুসলমানদের উঠতি শক্তি অংকুরেই বিনাশ হয়ে যেত। পরিণামে তাদেরকে চিরকাল ইহূদীদের শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হ'তে হ'ত। যেভাবে ইতিপূর্বে মক্কায় কুরায়েশ নেতাদের হাতে তারা পর্যুদস্ত হয়েছিল।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২০ (العبر – ٢٠) :

(১) সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার ও আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে কর্মীদল সৃষ্টি হ'লেও তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করা এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত কর্মীদের পাঠিয়ে বাস্তবতা যাচাই শেষে পদক্ষেপ নেওয়াই দূরদর্শী নেতার কর্তব্য। ১ম বায়'আতের পর মুছ'আবকে পাঠিয়ে হিজরতের জন্য দীর্ঘ তিন বছর অপেক্ষা করার মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর সেই কর্মনীতি আমরা দেখতে পাই।

(২) নেতৃবৃন্দের অকপট আশ্বাস ও সাধারণ জনমত পক্ষে থাকলেও নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সর্বদা কিছু শত্রু ও দ্বিমুখী চরিত্রের লোক অবশ্যই থাকবে, সংস্কারবাদী নেতাকে সর্বদা সে চিন্তা মাথায় রাখতে হবে এবং সে হিসাবেই পদক্ষেপ নিতে হবে। মাদানী জীবনের প্রথম থেকেই কিছু ইহূদী নেতার বিরুদ্ধাচরণ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের দ্বি-মুখী আচরণ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(৩) সমাজদরদী নেতা সাধ্যমত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গঠনে সচেষ্ট থাকবেন। সাথে সাথে শত্রুপক্ষের চক্রান্ত সম্পর্কেও হুঁশিয়ার থাকবেন ও যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিবেন।

যুদ্ধের অনুমতি (إذن الجهاد)

কুরায়েশদের সন্ত্রাসমূলক অপতৎপরতা ও প্রকাশ্য হামলাসমূহ মুকাবিলার জন্য মুসলমানদেরকে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে ইতিপূর্বে হিজরতকালে সূরা হজ্জ ৩৯ ও ৪০ আয়াত নাযিল হয়[৩৪৯], যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটাই প্রথম আয়াত, যা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে হিজরতকালে নাযিল হয়।[৩৫০] আর জিহাদের উদ্দেশ্য হ'ল সমাজ থেকে যুলুম ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা। যা উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

অন্যত্র আল্লাহ তালূত কর্তৃক অত্যাচারী বাদশাহ জালূতের ধ্বংস প্রসঙ্গে বলেন, وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـــكِنَّ اللهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ- 'যদি আল্লাহ একজনকে আরেকজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই করুণাময়' *(বাক্বারাহ ২/২৫১)*।

ইসলামে জিহাদ বিধান (حكم الجهاد فى الإسلام) :

'জিহাদ' অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। শারঈ পরিভাষায় 'জিহাদ' হ'ল সমাজে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্র রাস্তায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা যার চূড়ান্ত রূপ। জিহাদের উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরিয়ে আনা এবং মানুষে মানুষে সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

(ক) মাক্কী জীবনে কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি ছিল না। বলা হয়েছিল, كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ 'তোমরা হস্ত সংযত রাখ এবং ছালাত আদায় কর ও যাকাত প্রদান কর'... *(নিসা ৪/৭৭)*। এই নীতি সর্বদা প্রযোজ্য। যখন কুফরী শক্তি প্রবল হবে এবং ইসলামী শক্তি তার তুলনায় দুর্বল থাকবে।

(খ) অতঃপর দেশ থেকে বা গৃহ থেকে বিতাড়িত হওয়ার মত চূড়ান্ত যুলুমের অবস্থায় সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয় দ্বীন ও জীবন রক্ষার্থে। বলা হয়, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ- 'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হ'ল তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে (যুদ্ধ ছাড়াই) সাহায্য করতে সক্ষম' *(হাজ্জ ২২/৩৯)*।

---

৩৪৯. তিরমিযী হা/৩১৭১; আহমাদ হা/১৮৬৫।
৩৫০. তিরমিযী হা/৩১৭১; নাসাঈ হা/৩০৮৫ 'জিহাদ' অধ্যায়।

(গ) এ সময় কেবল যুদ্ধকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ- ‘আর তোমরা লড়াই কর আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে, যারা লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে এবং এতে বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না’ *(বাক্বারাহ ২/১৯০)*। অর্থাৎ স্রেফ পরকালীন স্বার্থেই জিহাদ হবে, দুনিয়াবী কোন স্বার্থে নয় এবং যারা যুদ্ধ করে কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবে।

(ঘ) যুদ্ধকালে নির্দেশ দেওয়া হয়, اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِى سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلاَ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ- ‘তোমরা আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে। যুদ্ধ কর, কিন্তু গণীমতের মালে খেয়ানত করো না। চুক্তি ভঙ্গ করো না। শত্রুর অঙ্গহানি করো না। শিশুদের ও উপাসনাকারীদের হত্যা করো না’।[৩৫১]

(ঙ) অতঃপর কুফরী শক্তির সর্বব্যাপী হামলা থেকে দ্বীন ও জীবন রক্ষার্থে মৌলিক নির্দেশনা জারী করা হয়, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ- ‘আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেৎনার (কুফরীর) অবসান হয় এবং আনুগত্য স্রেফ আল্লাহ্‌র জন্য হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে যালেমদের ব্যতীত অন্যদের প্রতি কোন প্রতিশোধ নেই’ *(বাক্বারাহ ২/১৯৩; আনফাল ৮/৩৯)*।

(চ) সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় ‘তাওহীদের ঝাণ্ডা উঁচু থাকবে ও শিরকের ঝাণ্ডা অবনমিত হবে’ মর্মে জিহাদের চিরন্তন নীতিমালা ঘোষণা করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- ‘এবং তিনি কাফেরদের (শিরকের) ঝাণ্ডা অবনত করে দিলেন ও আল্লাহ্‌র (তাওহীদের) ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়’ *(তওবা ৯/৪০)*।

(ছ) যারা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, সেইসব কাফের অপশক্তির বিরুদ্ধে ইসলামকে বিজয়ী করাই ছিল যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্যও ছিল তাই। যেমন আল্লাহ বলেন, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا

---

৩৫১. মুসলিম হা/১৭৩১; আহমাদ হা/২৭২৮; মিশকাত হা/৩৯২৯।

نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ- 'তারা চায় তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে। অথচ আল্লাহ স্বীয় জ্যোতিকে (ইসলামকে) পূর্ণতা দান করবেন। যদিও অবিশ্বাসীরা তা পসন্দ করে না'। 'তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি উক্ত দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা পসন্দ করে না' *(ছফ ৬১/৮-৯; তওবাহ ৯/৩২)*।

(জ) কোন মুসলিম যদি কুফরী শক্তির দোসর হিসাবে কাজ করে, তাহ'লে তার বিরুদ্ধে 'কঠোর' হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 'হে নবী! তুমি জিহাদ কর কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের উপরে কঠোর হও। ওদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর কতইনা মন্দ ঠিকানা সেটি' *(তওবা ৯/৭৩; তাহরীম ৬৬/৯)*। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে অস্ত্রের দ্বারা এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে যবান দ্বারা এবং অন্যান্য পন্থায় কঠোরতা অবলম্বনের দ্বারা'।[৩৫২] মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে সকল নষ্টের মূল জেনেও রাসূল (ছাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেননি তার বাহ্যিক ইসলামের কারণে।

(ঝ) মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ।[৩৫৩] কোন কারণে যুদ্ধ লাগলে অন্যদের দায়িত্ব হবে উভয় পক্ষকে থামানো এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া' *(হুজুরাত ৪৯/৯)*। নইলে বিরত থাকা। এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, يَمْنَعُنِى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِى 'আমাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে এ বিষয়টি যে, আল্লাহ আমার উপর আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন'। লোকেরা বলল, আল্লাহ কি বলেননি, وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّهِ 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না ফিৎনা অবশিষ্ট থাকে এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্য হয়ে যায়' *(বাক্বারাহ ২/১৯৩)*। জবাবে তিনি বলেন, قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، وَكَانَ الدِّينُ لِلّهِ، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللهِ 'আমরা যুদ্ধ করেছি যাতে ফিৎনা (শিরক ও কুফর) না থাকে এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্য হয়ে যায়। আর তোমরা যুদ্ধ করছ যাতে ফিৎনা (বিপর্যয়) সৃষ্টি হয় এবং দ্বীন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের

---

৩৫২. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তওবা ৭৩ আয়াত।
৩৫৩. মুসলিম হা/২৫৬৪; বুখারী হা/৪৮; মুসলিম হা/৬৪ (১১৬); মিশকাত হা/৪৮১৪।

(শত্রুর) জন্য হয়ে যায়' *(বুখারী হা/৪৫১৩)*। তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, هَلْ تَدْرِى مَا الْفِتْنَةُ؟ كَانَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ 'তুমি কি জানো ফিৎনা কি? মুহাম্মাদ (ছাঃ) যুদ্ধ করতেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে। আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটাই ছিল ফিৎনা। তোমাদের মত শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য যুদ্ধ নয়' *(বুখারী হা/৪৬৫১, ৭০৯৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سَتَكُونُ فِتَنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى ... وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ 'সত্বর তোমাদের মধ্যে ফিৎনাসমূহ সৃষ্টি হবে। তখন তোমাদের মধ্যেকার বসা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে এবং বসা ব্যক্তি হাঁটা ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। আর হাঁটা ব্যক্তি দৌড়ানো ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। যদি কেউ আশ্রয়স্থল বা বাঁচার কোন স্থান পায়, তবে সে যেন সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়'।[৩৫৪] ফিৎনার সময় করণীয় প্রসঙ্গে হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যখন আমাকে হত্যার জন্য আমার ঘরে ঢুকে কেউ আমার দিকে হাত বাড়াবে, তখন আমি কি করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, كُنْ كَابْنِ آدَمَ 'তুমি আদমের পুত্রের মত হও' (অর্থাৎ হাবীলের মত মৃত্যুকে বরণ কর)। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মায়েদাহ ২৮ আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন'। যেখানে হত্যাকারী ক্বাবীলের বিরুদ্ধে হাবীলের উক্তি উদ্ধৃত করে আল্লাহ বলেন, لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 'যদি তুমি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তোমার হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যার জন্য আমার হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি' *(মায়েদাহ ৫/২৮)*।[৩৫৫] আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, যখন তোমাদের কারু গৃহে ফেৎনা প্রবেশ করবে, তখন সে যেন আদমের দুই পুত্রের উত্তমটির মত হয় (فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَىْ آدَمَ)।[৩৫৬]

বিশ্বজয়ী লক্ষ্য (هدف الفتح العالمى) : বিশ্বব্যাপী কুফরী শক্তিকে অবনত করে তাওহীদকে সমুন্নত করা ও মানুষকে শয়তানী শাসন ও যুলুমের শৃংখলমুক্ত করে আল্লাহ্র বিধানের অনুগত করাই হ'ল জিহাদের বিশ্বজয়ী লক্ষ্য। যদিও এটি কষ্টকর। কিন্তু এটি আল্লাহ মুসলমানের উপর ফরয করেছেন মানবতার মুক্তির জন্য এবং বিশ্বে শান্তি ও

---

৩৫৪. বুখারী হা/৩৬০১; মুসলিম হা/২৮৮৬ (১০); মিশকাত হা/৫৩৮৪।
৩৫৫. আহমাদ হা/১৬০৯; আবুদাঊদ হা/৪২৫৭ 'ফিতান' অধ্যায়, সনদ ছহীহ।
৩৫৬. আবুদাঊদ হা/৪২৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬১ সনদ ছহীহ।

শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ বলেন, قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ– 'তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবদের মধ্যকার ঐসব লোকের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করেনা ও সত্য দ্বীন (ইসলাম) কবুল করেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বিনীত হয়ে করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৬; তওবাহ ৯/২৯)*।

অবশ্যই এ জিহাদ কেবল অস্ত্রশক্তি দিয়ে নয়। বরং তা হবে মূলতঃ দ্বীনের শক্তি দিয়ে। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ ও যুক্তিপূর্ণ দলীল দ্বারা আক্বীদা পরিবর্তনের মাধ্যমে। যাকে 'চিন্তার যুদ্ধ' (الْغَزْوُ الْفِكْرِىُّ) বলা হয়। আর এটাই হ'ল দ্রুত ও স্থায়ীভাবে কার্যকর। আর এর মাধ্যমেই আসে সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লব। ইসলামী জিহাদের এটাই হ'ল চূড়ান্ত লক্ষ্য।

জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। জিহাদকে ইসলামের চূড়া (ذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ) বলা হয়েছে'।[৩৫৭] আর চূড়া না থাকলে ঘর থাকেনা। যে ব্যক্তি কুফরী আদর্শের সঙ্গে আপোষ করে এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের আকাংখাও হৃদয়ে পোষণ করে না, সে ব্যক্তি মুনাফেকী হালতে মৃত্যুবরণ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ 'যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ জিহাদ করল না। এমনকি জিহাদের কথা মনেও আনলো না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল'।[৩৫৮] সেকারণ জিহাদের গুরুত্ব সর্বাধিক। এতে যুদ্ধের ময়দানে এমনকি বিছানায় মরলেও সে শহীদ হবে'।[৩৫৯] জিহাদ ব্যতীত মুসলমান তার জান-মাল ও ইয্যত নিয়ে দুনিয়ায় সম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে পারে না এবং আখেরাতেও মুক্তি পেতে পারে না।

বস্তুতঃ জিহাদ হয়ে থাকে সন্ত্রাস দমনের জন্য এবং সমাজে আল্লাহ্র বিধান কায়েমের মাধ্যমে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ– 'আখিরাতের ঐ গৃহ আমরা প্রস্তুত করেছি তাদের জন্য, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও বিশৃংখলা কামনা করেনা। আর

৩৫৭. তিরমিযী হা/২৬১৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩; মিশকাত হা/২৯; ছহীহাহ হা/১১২২।
৩৫৮. মুসলিম হা/১৯১০; মিশকাত হা/৩৮১৩ 'জিহাদ' অধ্যায়।
৩৫৯. মুসলিম হা/১৯১৫; মিশকাত হা/৩৮১১।

Contents

শুভ পরিণাম হ'ল আল্লাহভীরুদের জন্য' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*। বাস্তবিক পক্ষে জিহাদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার চাবিকাঠি। যেখানে আল্লাহ বলেছেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ– 'তোমরাই হ'লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে' *(আলে-ইমরান ৩/১১০)*।

বস্তুতঃ আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার-এর দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই মুসলমান বিশ্বজয়ী শক্তিতে পরিণত হবে। যা তরবারীর জোরে নয় বরং প্রতিষ্ঠিত হবে তার অন্তর্নিহিত তাওহীদী চেতনার অজেয় শক্তির জোরে। একদিন যা পৃথিবীর সকল প্রান্তে মাটির ঘরে ও গরীবের পর্ণকুটিরেও প্রবেশ করবে। সম্মানিত ব্যক্তির ঘরে (ইসলাম কবুলের মাধ্যমে) সম্মানের সাথে অথবা অসম্মানিত ব্যক্তির ঘরে (জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে) অসম্মানের সাথে'।[৩৬০] *(বিস্তারিত পাঠ করুন 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই)*।

অনুমতি দানের কারণ সমূহ (أسباب الإذن بالقتال) :

মদীনায় হিজরতের পর সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি দানের কারণ ছিল তিনটি।-

(১) মুসলমানেরা ছিল মযলূম এবং হামলাকারীরা ছিল যালেম।

(২) মুহাজিরগণ ছিলেন নিজেদের জন্মস্থান ও আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত এবং তাদের মাল-সম্পদ ছিল লুণ্ঠিত। তারা ছিলেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত, স্রেফ তাওহীদী আক্বীদার কারণে। দুনিয়াবী কোন স্বার্থের কারণে নয় *(হজ্জ ২২/৪০)*।

(৩) মদীনা ও আশপাশের গোত্রসমূহের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর সন্ধি চুক্তি ছিল। যাতে পরস্পরের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছিল। এক্ষণে মুসলমান হওয়ার কারণে অথবা মুসলমানদের সহযোগী হওয়ার কারণে যদি তাদের উপরে হামলা করা হয়, তাহ'লে সন্ধিচুক্তি রক্ষার স্বার্থে তাদের জান-মালের হেফাযতের জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে যালেমদের হামলা প্রতিরোধে এগিয়ে যাওয়াটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল।

জিহাদের অনুমতি লাভের পর ১ম হিজরীর রামাযান মাস থেকে কুরায়েশদের হামলা প্রতিরোধে মদীনার বাইরে নিয়মিত সশস্ত্র টহল অভিযান সমূহ প্রেরিত হ'তে থাকে। অতঃপর ২য় হিজরীর রজব মাসে নাখলা যুদ্ধের পর বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে নিয়মিতভাবে জিহাদ ফরয করা হয় এবং উক্ত মর্মে সূরা বাক্বারাহ ১৯০-১৯৩ এবং সূরা মুহাম্মাদ ৪-৭ ও ২০ আয়াত সমূহ নাযিল হয়।

---

৩৬০. আহমাদ হা/১৬৯৯৮; ছহীহাহ হা/৩; মিশকাত হা/৪২।

অভিযান ও যুদ্ধ সমূহ (السرايا والغزوات)

যুদ্ধের অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত নাযিলের পর কুরায়েশ বাহিনীর মুকাবিলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখী রাস্তাগুলিতে নিয়মিত টহল অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় বাইরের বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর কৃত সন্ধি চুক্তিসমূহ খুবই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। যার এলাকাসমূহ মদীনা হ'তে মক্কার দিকে তিন মনযিল অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এইসব অভিযানের যেগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং অংশ গ্রহণ করতেন, সেগুলিকে 'গাযওয়াহ' (غَزْوَةٌ) এবং যেগুলিতে নিজে যেতেন না, বরং অন্যদের পাঠাতেন, সেগুলিকে সারিইয়াহ (سَرِيَّةٌ) বলা হয়। এইসব অভিযানে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে বের হ'লেও বলতে গেলে কোনটাতেই যুদ্ধ হয়নি। তবে মক্কায় খবর হয়ে গিয়েছিল যে, কুরায়েশদের হুমকিতে মুহাজিরগণ ভীত নন, বরং তারা সদা প্রস্তুত।

উল্লেখ্য যে, সকল অভিযানেই পতাকা থাকতো সাদা রংয়ের এবং পতাকাবাহী সেনাপতি থাকতেন পৃথক ব্যক্তি। এক্ষণে এই সময়ের মধ্যে প্রেরিত অভিযান সমূহ বিবৃত হ'ল, যা নিম্নরূপ।-

১. সারিইয়া সায়ফুল বাহ্র (سرية سيف البحر) বা সমুদ্রোপকূলে প্রেরিত বাহিনী : ১ম হিজরী সনের রামাযান মাস (মার্চ ৬২৩ খৃ.)। হযরত হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের নেতৃত্বে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট এই মুহাজির বাহিনী প্রেরিত হয় সিরিয়া হ'তে আবু জাহলের নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তনকারী ৩০০ সদস্যের কুরায়েশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। উভয় বাহিনী মদীনা থেকে ২৫০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত সাগরের তীরবর্তী 'ঈছ' (العِيْص) নামক স্থানে মুখোমুখি হয়। কিন্তু জুহায়না গোত্রের নেতা মাজদী বিন আমর, যিনি ছিলেন উভয় দলের মিত্র, তাঁর কারণে যুদ্ধ হয়নি। এ যুদ্ধে পতাকা বাহক ছিলেন আবু মারছাদ আল-গানাভী (রাঃ)।[৩৬১]

২. সারিইয়া রাবেগ (سرية رابغ) : ১ম হিজরীর শাওয়াল মাস। ওবায়দাহ ইবনুল হারেছ বিন মুত্ত্বালিব-এর নেতৃত্বে ৬০ জনের এই মুহাজির বাহিনী প্রেরিত হয়। মদীনা থেকে দক্ষিণে এবং জেদ্দা থেকে ১৪০ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত 'রাবেগ' অঞ্চলটি বর্তমানে মক্কা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই অভিযানে রাবেগ উপত্যকায় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ২০০ জনের এক বাহিনীর মুখোমুখি হ'লে উভয় পক্ষে কিছু তীর নিক্ষেপ ব্যতীত তেমন কিছু ঘটেনি। তবে মাক্কী বাহিনী থেকে দু'জন দল ত্যাগ করে মুসলিম বাহিনীতে চলে আসেন। যারা গোপনে মুসলমান ছিলেন। যাদের একজন হ'লেন মিক্বদাদ বিন 'আমর

৩৬১. আর-রাহীক্ব ১৯৭ পৃঃ; ইবনু হিশাম ১/৫৯৫; আল-বিদায়াহ ৩/২৪৪।

এবং অন্যজন হ'লেন উৎবাহ বিন গাযওয়ান। এই যুদ্ধে হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ) কাফেরদের প্রতি সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেন। সেকারণ তিনি أَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ 'আরবদের মধ্যে আল্লাহ্র রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপকারী' হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৩৬২] রাসূল (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করেছিলেন, اللَّهُمَّ سَدِّدْ سَهْمَهُ وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ 'হে আল্লাহ! তুমি তার তীরকে লক্ষ্যভেদী কর এবং তার দো'আ কবুল কর'।[৩৬৩] এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন মিসত্বাহ বিন আছাছাহ বিন মুত্ত্বালিব (রাঃ)।[৩৬৪]

৩. সারিইয়া খাররার (سرية الخرّار) : ১ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাস। সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ২০ জনের এই মুহাজির দল প্রেরিত হয় কুরায়েশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। তারা জুহফার নিকটবর্তী 'খাররার' উপত্যকা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন। কেননা মক্কার কাফেলা এখান থেকে একদিন আগেই চলে গিয়েছিল। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন মিক্বদাদ বিন 'আমর (রাঃ)।[৩৬৫]

৪. গাযওয়া ওয়াদ্দান (غزوة ودّان أو الأبواء) : ২য় হিজরীর ছফর মাস (আগষ্ট ৬২৩ খৃঃ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম এই অভিযানে নিজেই নেতৃত্ব দেন, যাতে ৭০ জন মুহাজির ছিলেন। মদীনা থেকে ২৫০ কি.মি. দক্ষিণে এই অভিযানে তিনি ১৫ দিন মদীনার বাইরে ছিলেন এবং যাওয়ার সময় খাযরাজ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহ (রাঃ)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে যান। এই অভিযানেরও উদ্দেশ্য ছিল কুরায়েশ কাফেলার পথ রোধ করা। কিন্তু বাস্তবে তাদের দেখা মেলেনি। তবে এই সফরে লাভ হয় এই যে, তিনি স্থানীয় বনু যামরাহ (بَنُو ضَمْرَةَ) গোত্রের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনে সমর্থ হন *(ইবনু হিশাম ১/৫৯১)*। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)।[৩৬৬]

৫. গাযওয়া বুওয়াত্ব (غزوة بواط) : ২য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস (সেপ্টেম্বর ৬২৩ খৃঃ)। ২০০ ছাহাবীকে নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং এ অভিযানে বের হন। মদীনা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ১০০ কি.মি. দূরে এটি অবস্থিত। উমাইয়া বিন খালাফের নেতৃত্বে ১০০ জনের কুরায়েশ কাফেলার গতিরোধ করাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন সংঘর্ষ হয়নি। এই অভিযানে বের হওয়ার সময় তিনি আউস নেতা সা'দ বিন

৩৬২. বুখারী হা/৩৭২৮; আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৩১৯৬।
৩৬৩. আর-রাহীক্ব ১৯৮ পৃঃ; হাকেম হা/৪৩১৪, হাদীছ ছহীহ; আল-বিদায়াহ ৮/৭৬।
৩৬৪. যাদুল মা'আদ ৩/১৪৬; ইবনু হিশাম ১/৫৯১; আল-বিদায়াহ ৩/২৩৪; হাকেম হা/৪৮৬১।
৩৬৫. ওয়াক্বেদী, মাগাযী ১/১১; আর-রাহীক্ব ১৯৮ পৃঃ।
৩৬৬. আর-রাহীক্ব ১৯৮ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ৩/২৪৩।

মু'আয (রাঃ)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে যান। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ)।[৩৬৭]

৬. গাযওয়া সাফওয়ান (غزوة سفوان) : একই মাসে মক্কার নেতা কুরয বিন জাবের আল-ফিহরী মদীনার চারণভূমি থেকে গবাদিপশু লুট করে নিয়ে গেলে ৭০ জন ছাহাবীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং বদর প্রান্তরের কাছাকাছি সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত ধাওয়া করেন। কিন্তু লুটেরাদের ধরতে ব্যর্থ হন। এই অভিযানকে অনেকে গাযওয়া বদরে ঊলা (غَزْوَةُ بَدْرٍ الْأُولَى) বা বদরের প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। এই সময় মদীনার আমীর ছিলেন যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ)। উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল মদীনার উপকণ্ঠে কুরায়েশদের প্রথম হামলা। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন আলী ইবনু আবু ত্বালিব (রাঃ)।[৩৬৮]

৭. গাযওয়া যুল-'উশাইরাহ (غزوة ذى العُشيرة) : ২য় হিজরীর জুমাদাল ঊলা ও আখেরাহ মোতাবেক ৬২৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস। ১৫০ বা ২০০ ছাহাবীর একটি দল নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি মূল্যবান রসদবাহী কুরায়েশ কাফেলার গতিরোধে বের হন। কিন্তু ইয়াম্বু'-এর পার্শ্ববর্তী যুল-'উশায়রা পর্যন্ত গিয়েও তাদের ধরতে ব্যর্থ হন। এ সময় মদীনার আমীর ছিলেন আবু সালামাহ (রাঃ)। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এই কুরায়েশ কাফেলাটি বহাল তবিয়তে মক্কায় ফিরে যায় এবং এর ফলেই বদর যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরী হয়। এই অভিযানকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু মুদলিজ ও তাদের মিত্রদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)।[৩৬৯]

৮. সারিইয়া নাখলা (سرية نخلة) : ২য় হিজরীর রজব মাস (জানুয়ারী ৬২৪ খৃঃ)। আব্দুল্লাহ বিন জাহশের নেতৃত্বে ৮ বা ১২ জন মুহাজির ছাহাবীর একটি ক্ষুদ্র দল প্রেরিত হয়। এ যুদ্ধে প্রেরণের সময় রাসূল (ছাঃ) তার হাতে একটি পত্র দেন এবং বলেন, দু'দিন পথ চলার আগ পর্যন্ত যেন পত্রটি না খোলা হয়। দু'দিন চলার পর তিনি পত্র খোলেন এবং পাঠ করার পর সবাইকে বলেন, আমাদেরকে ত্বায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী নাখলায় অবতরণ করতে বলা হয়েছে এবং সেখানে গিয়ে কুরায়েশ কাফেলার অপেক্ষায় থাকতে বলা হয়েছে। অতএব যিনি শহীদ হ'তে চান কেবল তিনিই আমার সাথে যাবেন। অথবা ইচ্ছা করলে ফিরে যাবেন। এ ব্যাপারে আমি কাউকে চাপ দিব না তবে

---

৩৬৭. আর-রাহীক্ব ১৯৯ পৃঃ; ইবনু হিশাম ১/৫৯৮; ইবনু সা'দ, ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ২/৫।
৩৬৮. আর-রাহীক্ব ১৯৯ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ৩/২৪৭।
৩৬৯. আর-রাহীক্ব ১৯৯ পৃঃ; ইবনু হিশাম ১/৫৯৮-৫৯৯; ফাৎহুল বারী 'মাগাযী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১, ৭/২৮০; বুখারী হা/৩৯৪৯।

আমি যেতে প্রস্তুত'। তখন সাথী মুহাজিরগণের সবাই তাঁর সঙ্গে থাকলেন, কেউই ফিরে আসলেন না। উক্ত মুহাজিরগণের মধ্যে ছিলেন আমীর আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ছাড়াও সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ, আবু হুযায়ফা বিন উৎবা বিন রাবী'আহ, উক্কাশা বিন মিহছান, উৎবা বিন গাযওয়ান, ওয়াক্বিদ বিন আব্দুল্লাহ, খালেদ বিন বুকাইর ও সোহায়েল বিন বায়যা' প্রমুখ *(ইবনু হিশাম ১/৬০১-০২)*।

অতঃপর তাঁরা নাখলা উপত্যকায় পৌঁছে একটি কুরায়েশ কাফেলাকে আক্রমণ করেন ও তাদের নেতা আমর ইবনুল হাযরামীকে হত্যা করে দু'জন বন্দী সহ গণীমতের মাল নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গণীমত লাভ এবং প্রথম নিহত হওয়ার ঘটনা ও প্রথম দু'ব্যক্তি বন্দী হওয়ার ঘটনা। ঘটনাটি ঘটে রজব মাসের শেষ দিনে। কেননা তারা দেখলেন যদি আমরা যুদ্ধ না করি, তাহ'লে শত্রু পালিয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বন্দীদের মুক্তি দেন ও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের রক্তমূল্য দেন। এ সময় মুসলমানেরা হারাম মাসের বিধান লংঘন করেছে বলে মুশরিকদের রটনার জবাবে সূরা বাক্বারাহ ২১৭ আয়াতটি নাযিল হয়। তাতে বলা হয়,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-

'লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করছে নিষিদ্ধ মাস ও তার মধ্যে যুদ্ধ করা সম্পর্কে। তুমি বল, এ মাসে যুদ্ধ করা মহাপাপ। তবে আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করা ও তাঁর সাথে কুফরী করা এবং মাসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়া ও তার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকটে আরও বড় পাপ। আর ফিৎনা (কুফরী) করা যুদ্ধ করার চাইতে বড় পাপ। বস্তুতঃ যদি তারা সক্ষম হয়, তবে তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরাতে পারে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ করবে, অতঃপর কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কর্ম নিষ্ফল হবে। তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে এবং সেখানেই চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/২১৭)*।[৩৭০] অর্থাৎ মুসলমানদের এই কাজের তুলনায় মুশরিকদের অপকর্মসমূহ ছিল বহু গুণ বেশী অপরাধজনক। এই যুদ্ধে নিহতের বদলা নিতেই আবু জাহল বদরে যুদ্ধ করতে এসেছিল। এই অভিযান শেষে শা'বান মাসে মুসলমানদের উপরে জিহাদ ফরয হয় *(বাক্বারাহ ২/১৯০-৯৩; মুহাম্মাদ ৪৭/৪-৭, ২০)*।

---

৩৭০. আর-রাহীক্ব ২০০-০১ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/১৫০; ইবনু হিশাম ১/৬০১-০৫।

ক্বিবলা পরিবর্তন (تحويل القبلة) :

নাখলা অভিযান শেষ হবার পর ২য় হিজরীর শা'বান মাসে (ফেব্রুয়ারী ৬২৪ খৃ.) ক্বিবলা পরিবর্তনের আদেশ সূচক আয়াতটি *(বাক্বারাহ ২/১৪৪)* নাযিল হয়। যাতে ১৬/১৭ মাস পরে বায়তুল মুক্বাদ্দাস হ'তে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়।[৩৭১] এই হুকুম নাযিলের মাধ্যমে কপট ইহূদীদের মুখোশ খুলে যায়। যারা মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়েছিল স্রেফ ফাটল ধরানো ও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য। এখন তারা তাদের নিজস্ব অবস্থানে ফিরে গেল এবং মুসলমানেরাও তাদের কপটতা ও খেয়ানত থেকে বেঁচে গেল। একই সময়ে রামাযানের ছিয়াম ও যাকাতুল ফিৎর ফরয করা হয়।[৩৭২]

সূক্ষ্ম ইঙ্গিত (الإشارة السرية لبداية الدور الجديد) : এর মধ্যে মুসলমানদের জন্য সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল যে, এখন থেকে একটি নতুন যুগের সূচনা হ'তে যাচ্ছে, যা ফেলে আসা ক্বিবলা কা'বাগৃহের উপরে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। একই সময়ে সূরা বাক্বারাহ ১৯০-১৯৩ আয়াত নাযিল হয়। যাতে বলা হয় وَأَخْرِجُوْهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ 'যে স্থান হ'তে তারা তোমাদের বহিষ্কার করেছে, সে স্থান হ'তে তোমরাও তাদের বহিষ্কার কর'। অতঃপর যুদ্ধের নিয়মবিধি নাযিল হয় সূরা মুহাম্মাদ ৪-৭ আয়াতে। অতঃপর যুদ্ধ ভয়ে ভীতু কাপুরুষদের নিন্দা করে একই সূরার ২০ আয়াতটি নাযিল হয়। একই সময়ে পরপর এসব আয়াত নাযিলের মাধ্যমে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, হক ও বাতিলের মধ্যে একটা চূড়ান্ত বুঝাপড়ার সময়কাল অত্যাসন্ন। কেননা আল্লাহ কখনোই চান না যে, তাঁর পবিত্র গৃহ নাপাক মুশরিক ও পৌত্তলিকদের দখলীভুক্ত হয়ে থাকুক। বলা বাহুল্য ক্বিবলা পরিবর্তনের হুকুম নাযিলের পর রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যে এবং সাধারণভাবে সকল মুসলমানের মধ্যে আশা ও আনন্দের ঢেউ জেগে ওঠে এবং তাদের অন্তরে মক্কায় ফিরে যাওয়ার আকাংখা ও উদ্দীপনা তীব্র হয়ে ওঠে, যা উক্ত ঘটনার দেড় মাস পরে বদর যুদ্ধে তাদেরকে বিজয়ী হ'তে সাহায্য করে।

নাখলা যুদ্ধের ফলাফল (نتيجة سرية نخلة) : নাখলা অভিযানের ফলে কুরায়েশদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। তারা নিশ্চিত হয় যে, অবশেষে তাদের আশংকাই সত্যে পরিণত হ'তে যাচ্ছে এবং মদীনা এখন তাদের জন্য বিপদসংকুল এলাকায় পরিণত হয়েছে। তারা এটাও বুঝে নিল যে, যেকোন সময় মুহাজিরগণ মক্কা আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের হঠকারিতা ও উদ্ধত আচরণ থেকে তারা বিরত হ'ল না। তারা সন্ধির পথে না গিয়ে যুদ্ধের পথ বেছে নিল এবং মদীনায় হামলা করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার উদ্দেশ্যে বদর যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। নাখলা যুদ্ধে আমর ইবনুল হাযরামী হত্যার প্রতিশোধ নেওয়াটা ছিল একটি অজুহাত মাত্র।

---

৩৭১. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৪৪ আয়াত; বুখারী হা/৪০; মুসলিম হা/৫২৫; ইবনু হিশাম ১/৬০৬।
৩৭২. ইবনু কাছীর, আল-ফুছূল ফী সীরাতির রাসূল (ছাঃ); তাহকীক : মুহাম্মাদ আলী হালাবী আল-আছারী (শারজাহ : দারুল ফাৎহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৬ খৃ.) ৪৩ পৃঃ।

৯. বদর যুদ্ধ (غزوة البدر الكبرى)

হিজরতের অনধিক ১৯ মাস পর ২য় হিজরীর ১৭ই রামাযান শুক্রবার সকালে (৬২৪ খৃ. ১১ই মার্চ) ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৩৭৩] এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনছারসহ মোট ১৪ জন শহীদ হন। কাফের পক্ষে ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বন্দী হয় *(আর-রাহীক্ব ২২৪ পৃঃ)*। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ।-

বদর হ'ল মদীনা থেকে ১৬০ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম। যেখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। এখানেই সংঘটিত হয় ইসলামের ইতিহাসে তাওহীদ ও শিরকের মধ্যকার প্রথম সশস্ত্র মুকাবিলা। ১৯ মাসের এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কুরায়েশরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মদীনা থেকে বের করে দেবার জন্য নানাবিধ অপচেষ্টা চালায়। যেমনভাবে তারা ইতিপূর্বে হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানদের সেখান থেকে বের করে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু সেখানে তারা ব্যর্থ হয়েছিল প্রধানতঃ তিনটি কারণে। (১) সেখানে ছিল একজন ধর্মপরায়ণ খ্রিষ্টান বাদশাহ আছহামা নাজাশীর রাজত্ব। যিনি নিজে ইনজীলে পণ্ডিত ছিলেন এবং সেকারণে আখেরী নবী হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। (২) মক্কা ও হাবশার মধ্যখানে ছিল আরব সাগরের একটি প্রশস্ত শাখা। যা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে হামলা করা সম্ভব ছিল না। (৩) হাবশার লোকেরা ছিল হিব্রুভাষী। তাদের সাথে কুরায়েশদের ভাষাগত মিল ছিল না এবং কোনরূপ আত্মীয়তা বা পূর্ব পরিচয় ছিল না। ধর্ম ও অঞ্চলগত মিলও ছিল না।

পক্ষান্তরে ইয়াছরিব ছিল কুরায়েশদের খুবই পরিচিত এলাকা। যার উপর দিয়ে তারা নিয়মিতভাবে সিরিয়াতে ব্যবসার জন্য যাতায়াত করত। তাছাড়া তাদের সঙ্গে ভাষাগত মিল এবং আত্মীয়তাও ছিল। অধিকন্তু রাস্তা ছিল স্থলপথ, যেখানে নদী-নালার কোন বাধা নেই। দূরত্ব বর্তমানের হিসাবে প্রায় ৪৬০ কিলোমিটার হ'লেও সেখানে যাতায়াতে তারা অভ্যস্ত ছিল। এক্ষণে আমরা বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরোক্ষ কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করব ।-

পরোক্ষ কারণ সমূহ (الأسباب الضمنية لغزوة بدر) :

মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নিকটে কুরায়েশ নেতাদের পত্র প্রেরণ। উল্লেখ্য যে, আব্দুল্লাহ তখনও ইসলাম কবুল করেননি। রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনের কারণে ইয়াছরিবের নেতৃত্ব লাভের মোক্ষম সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় তিনি

---

৩৭৩. ওয়াক্বেদী, মাগাযী ১/২; ইবনু সা'দ ২/৮; ইবনু হিশাম ১/২৪০, ৬২৬; আর-রাহীক্ব ২১২ পৃঃ; মানছূরপুরী ১৭ই রমাযান মঙ্গলবার মোতাবেক ৩রা মার্চ ৬২৪ খ্রিঃ বলেছেন *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/৩৬৮ নকশা)*।

ছিলেন মনে মনে দারুণভাবে ক্ষুব্ধ। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি তার এই ক্ষোভটাকেই কুরায়েশরা কাজে লাগায় এবং নিম্নোক্ত ভাষায় কঠোর হুমকি দিয়ে তার নিকটে চিঠি পাঠায়।-

إِنَّكُمْ آوَيْتُمْ صَاحِبَنَا وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ أَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ أَوْ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ-

‘তোমরা আমাদের লোকটিকে (মুহাম্মাদকে) আশ্রয় দিয়েছ। এজন্য আমরা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, হয় তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ও তাকে বের করে দিবে নতুবা আমরা তোমাদের উপরে সর্বশক্তি নিয়ে হামলা করব। তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করব ও নারীদের হালাল করব’।[৩৭৪]

এই পত্র পেয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই দ্রুত তার সমমনাদের সাথে গোপন বৈঠকে বসে গেল। কিন্তু সংবাদ রাসূল (ছাঃ)-এর কানে পৌঁছে গেল। তিনি সরাসরি তাদের বৈঠকে এসে হাযির হ’লেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি দেখছি কুরায়েশদের হুমকিকে তোমরা দারুণভাবে গ্রহণ করেছ। অথচ এর মাধ্যমে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে যে পরিমাণ ক্ষতির মুখে ঠেলে দিতে যাচ্ছ, কুরায়েশরা তোমাদের সেই পরিমাণ ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। أَتُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ ‘তোমরা কি তোমাদের সন্তান ও ভাইদের সাথে (অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে) যুদ্ধ করতে চাও’? রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে এ বক্তব্য শুনে বৈঠক ভেঙ্গে গেল ও দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।[৩৭৫] যদিও আব্দুল্লাহ্র অন্তরে হিংসার আগুন জ্বলতে থাকল। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুনাফিক ও ইহূদীদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতে থাকেন। যাতে হিংসার আগুন জ্বলে না ওঠে।

(২) আউস গোত্রের নেতা সা‘দ বিন মু‘আয (রাঃ) ওমরাহ করার জন্য মক্কায় যান ও কুরায়েশ নেতা উমাইয়া বিন খালাফের অতিথি হন। উমাইয়ার ব্যবস্থাপনায় দুপুরে নিরিবিলি ত্বাওয়াফ করতে দেখে আবু জাহল তাকে ধমকের সুরে বলেন, أَلاَ أَرَاكَ تَطُوفُ بِمَكَّةَ آمِنًا، وَقَدْ أَوَيْتُمُ الصُّبَاةَ؟ ‘তোমাকে দেখছি মক্কায় বড় নিরাপদে ত্বাওয়াফ করছ। অথচ তোমরা ধর্মত্যাগী লোকগুলোকে আশ্রয় দিয়েছ! ... আল্লাহ্র কসম! যদি তুমি আবু ছাফওয়ানের (উমাইয়া বিন খালাফের) সাথে না থাকতে, তবে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না’। একথা শুনে সা‘দ চীৎকার দিয়ে বলে ওঠেন, তুমি আমাকে এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমি তোমার জন্য এর চেয়ে কঠিন বাধা হয়ে দাঁড়াবো। আর তাতে মদীনা হয়ে তোমাদের ব্যবসায়ের রাস্তা বন্ধ হবে’।[৩৭৬]

---

৩৭৪. আবুদাঊদ হা/৩০০৪ ‘খারাজ’ অধ্যায় ‘বনু নাযীর-এর বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ-২৩।
৩৭৫. আবুদাঊদ হা/৩০০৪; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/৯৭৩৩, সনদ ছহীহ।
৩৭৬. বুখারী হা/৩৯৫০ ‘মাগাযী’ অধ্যায় ২ পরিচ্ছেদ।

(৩) কুরায়েশ নেতারা ও তাদের দোসররা হর-হামেশা তৎপর ছিল মুহাজিরগণের সর্বনাশ করার জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রায়ই বিনিদ্র রজনী কাটাতেন। এক রাতে তিনি বললেন, لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِى يَحْرِسُنِى اللَّيْلَةَ، 'যদি আমার ছাহাবীগণের মধ্যে যোগ্য কেউ এসে আমাকে রাতে পাহারা দিত'! আয়েশা (রাঃ) বলেন, এমন সময় হঠাৎ অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, কে? জবাব এল, আমি সা'দ ইবনু আবী ওয়াকক্বাছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কি উদ্দেশ্যে আগমন? সা'দ বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে আমার অন্তরে ভয় উপস্থিত হ'ল। তাই এসেছি তাঁকে পাহারা দেবার জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন ও ঘুমিয়ে গেলেন। এমনকি আমরা তাঁর নাক ডাকানোর শব্দ শুনতে পেলাম'।[৩৭৭] এরপর থেকে এরূপ পাহারাদারীর ব্যবস্থা নিয়মিত চলতে থাকে। যতক্ষণ না নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়- وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 'আল্লাহ তোমাকে লোকদের হামলা থেকে রক্ষা করবেন' *(মায়েদাহ ৫/৬৭)*। উক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْصَرِفُوْا عَنِّى فَقَدْ عَصَمَنِى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، 'হে লোক সকল! তোমরা ফিরে যাও! মহান আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন'।[৩৭৮] কুরায়েশদের অপতৎপরতা কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধেই ছিল না; বরং সাধারণ মুহাজির মুসলমানের বিরুদ্ধেও ছিল। আর এটাই স্বাভাবিক।

বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ (الأسباب المباشرة لغزوة بدر) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিরিয়া ফেরত মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও তাদের পুরা খবরাখবর সংগ্রহের জন্য তালহা বিন উবায়দুল্লাহ ও সাঈদ বিন যায়েদকে প্রেরণ করেন। তারা 'হাওরা' (الْحَوْرَاء) নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারেন যে, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বিরাট এক ব্যবসায়ী কাফেলা মক্কার পথে সত্বর ঐ স্থান অতিক্রম করবে। যাদেরকে ইতিপূর্বে যুল-'উশায়রা পর্যন্ত গিয়েও ধরা যায়নি। যে কাফেলায় রয়েছে এক হাযার উট বোঝাই কমপক্ষে ৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রার মাল-সম্পদ এবং তাদের প্রহরায় রয়েছে আমর ইবনুল 'আছ সহ ৩০ থেকে ৪০ জন সশস্ত্র জোয়ান। উল্লেখ্য যে, এই বাণিজ্যে মক্কার সকল নারী-পুরুষ অংশীদার ছিল। তারা দ্রুত মদীনায় ফিরে এসে রাসূল (ছাঃ)-কে এই খবর দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিন্তা করলেন, এই বিপুল সম্পদ মক্কায় পৌঁছে গেলে তার প্রায় সবই ব্যবহার করা হবে মদীনায় মুহাজিরগণকে ধ্বংস

---

৩৭৭. বুখারী হা/৭২৩১; মুসলিম হা/২৪১০ (৪০); মিশকাত হা/৬১০৫।
৩৭৮. তিরমিযী হা/৩০৪৬, সনদ হাসান 'তাফসীর' অধ্যায়।

করার কাজে। অতএব আর মোটেই কালক্ষেপণ না করে তিনি তখনই বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন ওই কাফেলাকে আটকানোর জন্য।[৩৭৯]

বদর যুদ্ধের বিবরণ (قصة غزوة بدر) :

বিগত অভিযানগুলির ন্যায় এ অভিযানেরও উদ্দেশ্য ছিল কুরায়েশ কাফেলাকে আটকানো। তাই অন্যান্য অভিযানের মতই এটাকে ভাবা হয়েছিল। ফলে কেউ যোগ দিয়েছিল, কেউ দেয়নি এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাউকে অভিযানে যেতে বাধ্য করেননি। অবশেষে ৮ই রামাযান সোমবার অথবা ১২ই রামাযান শনিবার ৩১৩, ১৪ বা ১৭ জনের একটি কাফেলা নিয়ে সাধারণ প্রস্তুতি সহ তিনি রওয়ানা হ'লেন। যার মধ্যে ৮২, ৮৩ অথবা ৮৬ জন ছিলেন মুহাজির এবং বাকীগণ ছিলেন আনছার। আনছারগণের মধ্যে ৬১ জন ছিলেন আউস এবং ১৭০ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের।[৩৮০] বি'রে সুক্বইয়া নামক স্থানে এসে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ক্বায়েস বিন আবু ছা'ছা'আহকে সংখ্যা গণনা করতে বললেন। পরে সংখ্যা জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং বললেন, তালূতের সৈন্য সংখ্যাও তাই ছিল'।[৩৮১] তিন শতাধিক লোকের এই বাহিনীতে মাত্র ২টি ঘোড়া ছিল যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম ও মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদের এবং ৭০টি উট ছিল। যাতে দু'তিন জন করে পালাক্রমে সওয়ার হয়ে চলতে হ'ত। রাসূল (ছাঃ), আলী ও আবু লুবাবাহ এবং পরবর্তীতে তার বদলে মারছাদ বিন আবু মারছাদ গানাভীর জন্য একটি উট বরাদ্দ ছিল। যাতে পায়ে হাঁটার পালা আসলে রাসূল (ছাঃ) নিজেও হাঁটতেন। এ সময় মদীনার আমীর নিযুক্ত হন অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)।

মাদানী বাহিনীর অবস্থান ও পরামর্শ সভা (موقف الجيش المدني وجلسة الاستشار) :

আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার নিরাপদে নিষ্ক্রমন এবং আবু জাহলের নেতৃত্বে মাক্কী বাহিনীর দ্রুত ধেয়ে আসা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাফরানে (ذَفِرَان) অবস্থানকালেই অবহিত হন। এই অনাকাংখিত পরিস্থিতি এবং অবশ্যম্ভাবী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মুকাবিলা কিভাবে করা যায়, এ নিয়ে তিনি মদীনা থেকে ৬৮ কি. মি. দক্ষিণে 'রাওহা' (الرَّوْحَاء)-তে অবতরণ করে উচ্চ পর্যায়ের পরামর্শ বৈঠক আহ্বান করলেন' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আনফাল ৭ আয়াত)*। কেননা তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা থেকে বের হননি।

---

৩৭৯. ইবনু হিশাম ১/৬০৬, আর-রাহীক্ব ২০৪ পৃঃ, ওয়াক্বেদী, মাগাযী ১/২০০।
৩৮০. ইবনু হিশাম ২/৬১২; ইবনু সা'দ ২/৮; আর-রাহীক্ব ২০৪-০৫ পৃঃ।
৩৮১. বুখারী হা/৩৯৫৯; মুসলিম হা/১৭৬৩; বায়হাক্বী-দালায়েল, ৩/৭৩; কুরতুবী হা/৩১৮৮।
ইবনু ইসহাক বলেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৪ জন। তন্মধ্যে মুহাজির ছিলেন ৮৩ জন। বাকী আনছারগণের মধ্যে আউস গোত্রের ৬১ জন ও খাযরাজ গোত্রের ১৭০ জন *(ইবনু হিশাম ১/৭০৬)*।

মুহাজিরগণের মধ্যে হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ) তাদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করলেন। অতঃপর মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) দাঁড়িয়ে ওজস্বিনী ভাষায় বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ، امْضِ لِمَا أَرَاكَ اللهُ فَنَحْنُ مَعَكَ، واللهِ لاَ نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلاَ، إِنَّا هَاهُنا قاعِدُونَ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র দেখানো পথে আপনি এগিয়ে চলুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আল্লাহ্র কসম! আমরা আপনাকে ঐরূপ বলব না, যেরূপ বনু ইস্রাঈল তাদের নবী মূসাকে বলেছিল যে, 'তুমি ও তোমার রব যাও গিয়ে যুদ্ধ কর! আমরা এখানে বসে রইলাম' *(মায়েদাহ ৫/২৪)*। বরং আমরা বলব,اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ، 'আপনি ও আপনার রব যান ও যুদ্ধ করুন, আমরা আপনাদের সাথে যুদ্ধরত থাকব'। فَوَ الَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بِرْكِ الْغِمَادِ لَجَالَدْنَا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ حَتَّى تَبْلُغَهُ، 'সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে 'বারকুল গিমাদ'[৩৮২] পর্যন্ত চলে যান, তবে আমরা অবশ্যই আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সেই পর্যন্ত পৌঁছে যাব'। মিক্বদাদের এই জোরালো বক্তব্য শুনে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুবই প্রীত হ'লেন এবং তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন' (دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ)।[৩৮৩]

সংখ্যালঘু মুহাজিরগণের উপরোক্ত তিন নেতার বক্তব্য শোনার পর সংখ্যাগুরু আনছারদের পরামর্শ চাইলে আউস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি হয়ত আশংকা করছেন যে, আমাদের সঙ্গে আপনার চুক্তি অনুযায়ী আনছারগণ কেবল (মদীনা) শহরে অবস্থান করেই আপনাদের সাহায্য করা কর্তব্য মনে করে। জেনে রাখুন, আমি আনছারদের পক্ষ থেকেই বলছি, যেখানে চান সেখানে আপনি আমাদের নিয়ে চলুন। যার সঙ্গে চান আপনি সন্ধি করুন বা ছিন্ন করুন- সর্বাবস্থায় আমরা আপনার সাথে আছি। যদি আপনি অগ্রসর হয়ে 'বারকুল গিমাদ' পর্যন্ত চলে যান, তবুও আমরা আপনার সাথেই থাকব। لَوْ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ 'যদি আমাদেরকে নিয়ে আপনি এই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তবে আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব'। مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَسِرْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ 'আমাদের একজন লোকও পিছিয়ে থাকবে না। অতএব আপনি আমাদের নিয়ে আল্লাহ্র নামে এগিয়ে চলুন'। সা'দের উক্ত কথা শুনে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুবই খুশী হ'লেন ও

---

৩৮২. বারকুল গিমাদ : এটির অবস্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, স্থানটি ইয়ামন সীমান্তে অবস্থিত। কেউ বলেছেন, হিজরের শেষ প্রান্তে। তবে সুহায়লী বলেন, আমি কোন একটি তাফসীরের কিতাবে দেখেছি যে, এটি হাবশার একটি শহর *(ইবনু হিশাম ১/৬১৫, টীকা-১)*। তাফসীর ইবনু কাছীর সূরা আনফাল ৮ আয়াতের টীকায় বলা হয়েছে, এটি হল মক্কার আগে পাঁচ দিনের দূরত্বে সাগরের তীরবর্তী স্থান।

৩৮৩. আহমাদ হা/১৮৮৪৭; ছহীহাহ হা/৩৩৪০।

উদ্দীপিত হয়ে বললেন, سِيرُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، واللهِ لَكَأَنِّي الْآنَ أَنْظُرُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ، 'আল্লাহ্‌র রহমতের উপর তোমরা বেরিয়ে পড়ো এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাকে দু'টি দলের কোন একটির বিজয় সম্পর্কে ওয়াদা দান করেছেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এখন ওদের বধ্যভূমিগুলো দেখতে পাচ্ছি'।[৩৮৪]

একথাটি কুরআনে এসেছে এভাবে,

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ- لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ- (الأنفال ٧-٨)-

'আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে। আর তোমরা কামনা করছিলে যে, যাতে কোনরূপ কণ্টক নেই, সেটাই তোমাদের ভাগে আসুক (অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে তোমরা জয়ী হও)। অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে (প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে) সত্যে পরিণত করতে এবং কাফিরদের মূল কর্তন করে দিতে'। 'যাতে তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপাচারীরা এটাকে অপসন্দ করে' *(আনফাল ৮/৭-৮)*।

পরামর্শ সভায় আবু আইয়ূব আনছারীসহ কিছু ছাহাবী বাস্তব অবস্থার বিবেচনায় এবং এই অপ্রস্তুত অবস্থায় যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কেননা তাঁরা এসেছিলেন বাণিজ্য কাফেলা আটকানোর জন্য, বড় ধরনের কোন যুদ্ধ করার জন্য নয়। কিন্তু আল্লাহ এতে নাখোশ হয়ে আয়াত নাযিল করেন,

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ- يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ- (الأنفال ٥-٦)-

'যেমনভাবে তোমাকে তোমার গৃহ থেকে তোমার পালনকর্তা বের করে এনেছেন সত্য সহকারে। অথচ মুমিনদের একটি দল তাতে অনীহ ছিল'। 'তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য বিষয়টি (অর্থাৎ যুদ্ধ) প্রকাশিত হওয়ার পর। তাদেরকে যেন মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তারা যেন তা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে'।[৩৮৫] অর্থাৎ অসত্যকে প্রতিহত করার জন্য ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নবীকে তার পালনকর্তা

---

৩৮৪. ইবনু হিশাম ১/৬১৫; আহমাদ হা/১৮৮৪৭; ছহীহাহ হা/৩৩৪০; তাফসীর ত্বাবারী হা/১৫৭২০ সনদ ছহীহ; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আনফাল ৮ আয়াত; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৫৯ পৃঃ।

৩৮৫. আনফাল ৮/৫-৬; ঐ, তাফসীর ইবনে কাছীর; ফাৎহুল বারী হা/৩৭৩৬ 'তাফসীর' অধ্যায়; হায়ছামী বলেন, ত্বাবারাণী বলেছেন, সনদ হাসান।

যেভাবে মদীনার গৃহ থেকে বের করে এনেছেন, তেমনিভাবে তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য এখন যা কিছু করছেন, সবই আল্লাহ্র হুকুমে করছেন। অতএব তোমাদের উচিত তাকে পূর্ণ সহযোগিতা করা। এভাবে আল্লাহ কোনরূপ পূর্ব ঘোষণা ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়াই উভয় বাহিনীকে মুখোমুখি করে দিলেন। যার মধ্যে ছিল তাঁর একটি অত্যন্ত দূরদর্শী পরিকল্পনা। যেমন আল্লাহ বলেন, إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ– ‘স্মরণ কর, যখন তোমরা (মদীনার) নিকট প্রান্তে ছিলে এবং কাফের বাহিনী ছিল দূরপ্রান্তে। আর (আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী) কাফেলা ছিল তোমাদের নিম্নভূমিতে। যদি তোমরা উভয় দল আগে থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ হ’তে, তাহ’লে (সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে) তোমরা সে ওয়াদা রক্ষায় মতবিরোধ করতে। কিন্তু আল্লাহ (উভয় দলকে যুদ্ধে সমবেত করার) এমন একটি কাজ সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন, যা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। এটা এজন্য যাতে যে ধ্বংস হয় সে যেন (ইসলামের) সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং যে বেঁচে থাকে সে যেন সত্য প্রতিষ্ঠার পর বেঁচে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী’ *(আনফাল ৮/৪২)*।

পরামর্শ সভায় সবধরনের মতামত আসতে পারে। এটা কোন দোষের ছিল না। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদার সঙ্গে এই সামান্যতম ভীরুতাকেও আল্লাহ পসন্দ করেননি। তাই উপরোক্ত ধমকিপূর্ণ আয়াত নাযিল হয়। যা ছাহাবায়ে কেরামের ঈমান শতগুণে বৃদ্ধি করে। তিরমিযী, হাকেম, আহমাদ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, বদর যুদ্ধে কাফেররা পরাজিত হবার পর রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হ’ল যে, আমাদের কেবল বাণিজ্য কাফেলার বিষয়ে বলা হয়েছিল। এর বেশী কিছু নয়। তখন ঐ ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে আব্বাস বলেন, (তখন তিনি বন্দী ছিলেন), আল্লাহ তাঁকে ওয়াদা করেছিলেন দু’টি দলের একটি সম্পর্কে *(আনফাল ৭)* এবং সেটি আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ঠিক বলেছ’।[৩৮৬]

পরামর্শ সভায় যুদ্ধে অগ্রগমনের সিদ্ধান্ত হওয়ার পর আবু লুবাবাহ ইবনু আব্দিল মুনযিরকে ‘আমীর’ নিযুক্ত করে মদীনায় ফেরৎ পাঠানো হয়। অতঃপর কাফেলার মূল পতাকা বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয় মদীনায় প্রথম দাঈ মুছ‘আব বিন ওমায়ের (রাঃ)-কে। ইতিপূর্বেকার সকল পতাকার ন্যায় আজকের এ পতাকাও ছিল শ্বেত বর্ণের। ডান

---

৩৮৬. তিরমিযী হা/৩০৮০; হাকেম হা/৩২৬১; আহমাদ হা/২০২২; আরনাঊত্ব বলেন, ইকরিমা থেকে সিমাক-এর বর্ণনায় ‘ইযতিরাব’ রয়েছে। এতদসত্ত্বেও হাদীছটি ইমাম তিরমিযী ‘হাসান ছহীহ’ বলেছেন। হাকেম ‘ছহীহ’ বলেছেন। যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। ইবনু কাছীর ‘জাইয়িদ’ বলেছেন। তবে আলবানী সনদ ‘যঈফ’ বলেছেন। সনদ যঈফ হ’লেও ঘটনা ছিল বাস্তব। আর তা ছিল এই যে, কাফের পক্ষ পরাজিত হয়েছিল।

www.ahlehadeethbd.org

বাহুর সেনাপতি নিযুক্ত হন যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম এবং বাম বাহুর জন্য মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ)। পুরা বাহিনীতে এ দু’জনেরই মাত্র দু’টি ঘোড়া ছিল। পশ্চাদ্ভাগের সেনাপতি নিযুক্ত হন ক্বায়েস বিন আবু ছা‘ছা‘আহ (রাঃ)। এতদ্ব্যতীত মুহাজিরগণের পতাকা বাহক হন আলী (রাঃ) এবং আনছারগণের সা‘দ ইবনু মু‘আয (রাঃ) অথবা হুবাব ইবনুল মুনযির। উভয় পতাকাই ছিল কালো রংয়ের। আর সার্বিক কমান্ডের দায়িত্বে থাকেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)।[৩৮৭]

কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলার অবস্থা (حالة عير قريش) :

কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ান অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পথ চলছিলেন। যাকেই পেতেন, তাকেই মদীনা বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। তিনি একটি সূত্রে জানতে পারলেন যে, কাফেলার উপরে হামলা করার জন্য মুহাম্মাদ নির্দেশ দিয়েছেন। এ সংবাদে ভীত হয়ে তিনি যামযাম বিন আমর আল-গিফারী (ضَمْضَم بن عمرو)-কে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন, যাতে দ্রুত সাহায্যকারী বাহিনী পৌঁছে যায়। এরপর বদর প্রান্তর অতিক্রম করার আগেই তিনি কাফেলা থামিয়ে দিয়ে নিজে অগ্রসর হন এবং মাজদী বিন আমর (مَجْدِى بن عمرو)-এর কাছে মদীনা বাহিনীর খবর নেন। তার কাছে জানতে পারেন যে, দু’জন উষ্ট্রারোহীকে তারা দেখেছিল, যারা টিলার পাশে তাদের উট বসিয়ে মশকে পানি ভরে নিয়ে চলে গেছে। সুচতুর আবু সুফিয়ান সঙ্গে সঙ্গে টিলার পাশে গিয়ে উটের গোবর থেকে খেজুরের আঁটি খুঁজে বের করে বুঝে নেন যে, এটি মদীনার উটের গোবর। ব্যস! তখনই ফিরে এসে কাফেলাকে নিয়ে বদরকে বামে রেখে মূল রাস্তা ছেড়ে ডাইনে পশ্চিম দিকে উপকূলের পথ ধরে দ্রুত চলে গেলেন। এভাবে তিনি স্বীয় কাফেলাকে মদীনা বাহিনীর কবল থেকে বাঁচিয়ে নিতে সক্ষম হ’লেন। অতঃপর তিনি নিরাপদে পার হয়ে আসার খবর মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। যাতে ইতিপূর্বে পাঠানো খবরের কারণে তারা অহেতুক যুদ্ধে বের না হয়।[৩৮৮]

মাক্কী বাহিনীর অগ্রযাত্রা (مسيرة الجيش المكى) :

আবু সুফিয়ানের প্রথম পত্র পেয়ে বাণিজ্য কাফেলা উদ্ধারের জন্য ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আবু জাহলের নেতৃত্বে ১৩০০ মাক্কী ফৌজ রওয়ানা হয়ে যায়। অতঃপর রাবেগ-এর পূর্ব দিকে জুহফা নামক স্থানে পৌঁছলে পত্রবাহকের

---

৩৮৭. আর-রাহীক্ব ২০৪-০৫ পৃঃ; ইবনু হিশাম ১/৬১২-১৩; আল-বিদায়াহ ৩/২৬০; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৫৬।
৩৮৮. আর-রাহীক্ব ২০৭ পৃঃ; ইবনু হিশাম ১/৬১৮।
এখানে রাসূল (ছাঃ)-এর ফুফু আতেকাহ বিনতে আব্দুল মুত্ত্বালিব ও জুহাইম বিন ছালতের দু’টি স্বপ্ন সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে বদর যুদ্ধে কুরায়েশ বাহিনীর সাক্ষাৎ পরাজয় ও তাদের নেতাদের নিহত হওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে। আবু জাহল এগুলিকে বনু মুত্ত্বালিবের মিথ্যা রটনা বলে উড়িয়ে দেন। ঘটনা দু’টি বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয় *(মা শা-‘আ ১০৪ পৃঃ)*।

মাধ্যমে আবু সুফিয়ানের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের খবর পেয়ে বাহিনীর সবাই মক্কায় ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু আবু জাহলের দম্ভের সামনে কারু মতামত গ্রাহ্য হ'ল না। তবু তার আদেশ অমান্য করে আখনাস বিন শারীক্ব আছ-ছাক্বাফী (الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ الثَّقَفِيُّ)-এর নেতৃত্বে বনু যোহরা (بَنُو زُهْرَةَ) গোত্রের ৩০০ লোক মক্কায় ফিরে গেল। আখনাস ছিলেন ত্বায়েফের ছাক্বীফ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তিনি ছিলেন বনু যোহরা গোত্রের মিত্র ও নেতা। তাঁর এই দূরদর্শিতার কারণে তিনি উক্ত গোত্রে আজীবন সম্মানিত নেতা হিসাবে বরিত ছিলেন। বনু হাশেমও ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু মুহাম্মাদ-এর স্বগোত্র হওয়ায় তাদের উপরে আবু জাহলের কঠোরতা ছিল অন্যদের চেয়ে বেশী। ফলে তারা ক্ষান্ত হন।

উল্লেখ্য যে, আলী (রাঃ)-এর বড় ভাই ত্বালিব বিন আবু ত্বালিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও জনৈক কুরায়েশ নেতার সাথে বাদানুবাদের প্রেক্ষিতে প্রত্যাবর্তনকারীদের সাথে মক্কায় ফিরে যান *(ইবনু হিশাম ১/৬১৯)*।

অতঃপর আবু জাহল বদর অভিমুখে রওয়ানা হন এবং দর্পভরে বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা বদরে যাব ও সেখানে তিনদিন থাকব ও আমোদ-ফূর্তি করে পান ভোজন করব। এর ফলে সমগ্র আরব জাতির উপরে আমাদের শক্তি প্রকাশিত হবে ও সকলে ভীত হবে। এই সময় সব মিলিয়ে মাক্কী বাহিনীতে এক হাযার ফৌজ ছিল। তন্মধ্যে দু'শো অশ্বারোহী, ছয়শো লৌহবর্ম ধারী এবং গায়িকা বাঁদী দল তাদের বাদ্যযন্ত্রাদি সহ ছিল। প্রতি মনযিলে খাদ্যের জন্য তারা ৯টি বা ১০টি করে উট যবেহ করত।

উল্লেখ্য যে, আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলায় সকল গোত্রের লোকদের মালামাল ছিল। তাছাড়া মাক্কী বাহিনীতে বনু 'আদী ব্যতীত কুরায়েশদের সকল গোত্রের লোক বা তাদের প্রতিনিধি যোগদান করেছিল। অথবা যোগদানে বাধ্য করা হয়েছিল। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস, হযরত আলীর দু'ভাই ত্বালেব ও 'আক্বীল। রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা আবুল 'আছ সহ বনু হাশেমের লোকেরা। তারা আসতে অনিচ্ছুক ছিলেন। নেতাদের মধ্যে কেবল আবু লাহাব যাননি। তিনি তার বদলে তার কাছে ঋণগ্রস্ত একজন ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন।[৩৮৯]

রওয়ানাকালে আবু জাহল (أبو جهل عند المسير) :

আবু জাহল মক্কা থেকে রওয়ানার সময় দলবল নিয়ে কা'বাগৃহের গেলাফ ধরে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছিল, اللَّهُمَّ انْصُرْ أَقْرَانَا لِلضَّيْفِ وَأَوْصَلَنَا لِلرَّحِمِ وَأَفَكَّنَا لِلْعَانِي، إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ عَلَى حَقٍّ فَانْصُرْهُ وَإِنْ كُنَّا عَلَى حَقٍّ فَانْصُرْنَا، وَرُوِيَ أَنَّهُمْ قَالُوْا : اللهُمَّ انْصُرْ أَعْلَى الْجُنْدَيْنِ وَأَهْدَى الْفِئَتَيْنِ وَأَكْرَمَ الْحِزْبَيْنِ– 'হে আল্লাহ! তুমি সাহায্য কর আমাদের

৩৮৯. ইবনু হিশাম ১/৬১৮-১৯; আল-বিদায়াহ ৩/২৬০।

Contents

মধ্যেকার সর্বাধিক অতিথি আপ্যায়নকারী, সর্বাধিক আত্মীয়তা রক্ষাকারী ও বন্দী মুক্তি দানকারী দলকে'। 'হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ যদি সত্যের উপরে থাকে, তবে তুমি তাকে সাহায্য কর। আর যদি আমরা সত্যের উপর থাকি, তবে আমাদেরকে সাহায্য কর'। 'হে আল্লাহ! তুমি সাহায্য কর আমাদের দু'দলের মধ্যকার সেরা সেনাদলকে, সেরা হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সেরা সম্মানিত দলকে'।[৩৯০]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবু জাহল আল্লাহকে সর্বশক্তিমান হিসাবে বিশ্বাস করত। যাকে 'তওহীদে রুবূবিয়াত' বলা হয়। এর ফলে কেউ মুসলমান হ'তে পারে না। কেননা মুসলিম হওয়ার জন্য 'তওহীদে ইবাদত'-এর উপর ঈমান আনা যরূরী। যার মাধ্যমে মানুষ সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব করতে স্বীকৃত হয়। সেই সাথে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর ঈমান ও তাঁর আনীত শরী'আতের বিধানসমূহ পালন করা অপরিহার্য।

অতঃপর রওয়ানা হওয়ার সময় তাদের মনে পড়ল বনু বকর গোত্রের কথা। যাদের সঙ্গে তাদের শত্রুতা ছিল। পথিমধ্যে তারা হামলা করতে পারে। ফলে মাক্কী বাহিনী দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। কিন্তু শয়তানী প্ররোচনায় গর্বোদ্ধত হয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল। উক্ত প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 'আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের ঘর (মক্কা) থেকে বের হয়েছিল দর্পভরে ও লোক দেখিয়ে এবং যারা আল্লাহ্র পথ থেকে লোকদের বাধা দিত। অথচ আল্লাহ তাদের সকল কাজ পরিবেষ্টন করে আছেন' *(আনফাল ৮/৪৭)*। এভাবে শয়তান মানুষের অন্তরে ধোঁকা সৃষ্টি করে। যাতে তার স্বাভাবিক বোধশক্তি লুপ্ত হয় এবং সে পথভ্রষ্ট হয়। যেমন বদরের যুদ্ধে শয়তানের ভূমিকা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ- 'আর যখন শয়তান (বদরের দিন) কাফেরদের নিকট তাদের কাজগুলিকে শোভনীয় করে দেখিয়েছিল এবং বলেছিল আজ লোকদের মধ্যে তোমাদের উপর বিজয়ী হবার মত কেউ নেই। আর আমি তোমাদের সাথে আছি। কিন্তু যখন দু'দল মুখোমুখী হ'ল, তখন সে পিছন ফিরে পালালো এবং বলল, আমি তোমাদের থেকে মুক্ত। আমি যা দেখেছি তোমরা তা দেখোনি। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' *(আনফাল ৮/৪৮)*।

৩৯০. তাফসীর কাশশাফ, বাহরুল মুহীত্ব, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আনফাল ১৯ আয়াত; ইবনু হিশাম ১/৬৬৮; বায়হাক্বী, দালায়েল ৩/৭৪ টীকা-৪ (৩); যাদুল মা'আদ ৩/১৬০; আল-বিদায়াহ ৩/২৮২।

www.ahlehadeethbd.org

শয়তানের দোসর মুনাফিকদের সম্পর্কেও আল্লাহ অনুরূপ বলেন, إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاَءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 'যেদিন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ ছিল, তারা বলেছিল, এদের দ্বীন এদেরকে (মুসলমানদেরকে) প্রতারিত করেছে (অর্থাৎ ধর্মান্ধ করেছে)। অথচ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে (আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট)। কেননা আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(আনফাল ৮/৪৯)*। অতঃপর মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের চিরন্তন রীতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ- فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ- '(মুনাফিকরা) শয়তানের মত। যে মানুষকে কাফের হ'তে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে, আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি বিশ্বপালক আল্লাহকে ভয় করি'। 'অতঃপর উভয়ের পরিণতি হয় এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। আর এটাই হ'ল যালেমদের শাস্তি' *(হাশর ৫৯/১৬-১৭)*।[৩৯১] বস্তুতঃ আবু জাহল শয়তানের ধোঁকায় পড়েই রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রওয়ানা হয়েছিল। অতঃপর কুরায়েশ বাহিনী যথারীতি দ্রুতবেগে এসে বদর উপত্যকার শেষপ্রান্তে টিলার অপর পার্শ্বে শিবির সন্নিবেশ করে।

মাদানী বাহিনীর বদরে উপস্থিতি (وصول الجيش المدنى فى بدر) :

রাওহাতে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) 'বদর' অভিমুখে রওয়ানা হন। অতঃপর 'ছাফরা' টিলা সমূহ অতিক্রম করে বদর প্রান্তরের নিকটবর্তী স্থানে অবতরণ করেন। সেখান থেকে তিনি বাসবাস বিন আমর আল-জুহানী এবং 'আদী বিন আবুয যাগবা আল-জুহানীকে বদরের খবরাখবর নেবার জন্য পাঠান' *(মুসলিম হা/১৯০১)*।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী, যুবায়ের ও সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছের নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা দল পাঠান শত্রুপক্ষের আরও তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য। তারা গিয়ে দেখেন যে, দু'জন লোক বদরের ঝর্ণাধারা থেকে পানির মশক ভরছে। তাঁরা তাদের পাকড়াও করে নিয়ে এলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসাবাদে ও সামান্য পিটুনী দেওয়ার পরে জানতে পারলেন যে, এরা আবু সুফিয়ানের লোক নয়। বরং তারা কুরায়েশ বাহিনীর লোক। কুরায়েশ বাহিনী উপত্যকার শেষপ্রান্তে টিলার অপর পার্শ্বে শিবির গেড়েছে। তাদের জন্য সে

৩৯১. প্রসিদ্ধ আছে যে, ইবলীস এ সময় বনু কিনানাহ গোত্রের নেতা সুরাক্বাহ বিন মালেক বিন জু'শুম আল-মুদলিজীর রূপ ধারণ করে এসে বলল, 'আমি তোমাদের বন্ধু' (أَنَا لَكُمْ جَارٌ)। আমি তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছি। এই আশ্বাস পাওয়ার পর কুরায়েশগণ মদীনা অভিমুখে খুব দ্রুতবেগে বদর প্রান্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায় *(আর-রাহীক্ব ২০৬ পৃঃ; ইবনু হিশাম ১/৬১২)*। বর্ণনাটি 'মুরসাল' বা যঈফ *(মা শা-'আ ১০৮ পৃঃ)*।

Contents

উটের পিঠে করে পানি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে'।[৩৯২] তারপর ওদের নেতৃবর্গের নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি আবু জাহল, উৎবা, শায়বা, উমাইয়া বিন খালাফ প্রমুখ মক্কার সেরা ব্যক্তিবর্গের নামগুলি জানতে পারেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এইটি অমুকের নিহত হওয়ার স্থান, এইটি অমুকের নিহত হওয়ার স্থান'। রাবী আনাস (রাঃ) বলেন, 'তাদের নিহতদের কেউই উক্ত ইশারার স্থান থেকে দূরে যেতে পারেনি'।[৩৯৩] তবে তারা সঠিক সংখ্যা বলতে পারল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, দৈনিক কয়টা উট যবহ করা হয়? তারা বলল, নয়টা অথবা দশটা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে ওদের সংখ্যা নয়শত অথবা হাযার-এর মধ্যে হবে। কেননা একটি উট ১০০ জনের বা তার কাছাকাছিদের জন্য।[৩৯৪]

এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে মুসলিম বাহিনী দ্রুত গিয়ে এশার সময় বদরের উপরে দখল নিল, যা ছিল ঝর্ণাধারার পাশেই। অতঃপর আউস নেতা সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)-এর প্রস্তাবক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে একটি উঁচু টিলার উপরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য তাঁবুর (عَرِيْشٌ) ব্যবস্থা করা হ'ল। সেখানে তাঁর সাথে কেবল আবুবকর (রাঃ) রইলেন এবং পাহারায় রইলেন সা'দ বিন মু'আয-এর নেতৃত্বে একদল আনছার যুবক। সা'দ সেখানে বিশেষ সওয়ারীও প্রস্তুত রাখলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, যদি আমরা যুদ্ধে পরাজিত হই, তাহ'লে আপনি এই সওয়ারীতে করে দ্রুত মদীনায় চলে যাবেন। কেননা فَقَدْ تَخَلَّفَ عَنْكَ أَقْوَامٌ، يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا نَحْنُ بِأَشَدَّ لَكَ حُبًّا مِنْهُمْ ... يَمْنَعُكَ اللهُ بِهِمْ، يُنَاصِحُونَكَ وَيُجَاهِدُونَ مَعَكَ 'সেখানে রয়েছে হে আল্লাহ্র নবী! আপনার জন্য আমাদের চাইতে অধিক জীবন উৎসর্গকারী একদল ভাই। আপনাকে ভালোবাসায় আমরা তাদের চাইতে অধিকতর অগ্রগামী নই। যারা যুদ্ধে কখনোই আপনার থেকে পিছনে থাকবে না। আল্লাহ তাদের মাধ্যমে আপনাকে হেফাযত করবেন।

---

৩৯২. ইবনু হিশাম ১/৬১৬; যাদুল মা'আদ ৩/১৫৬।
৩৯৩. মুসলিম হা/১৭৭৯; আবুদাঊদ হা/২৬৮১।
৩৯৪. আহমাদ হা/৯৪৮, সনদ ছহীহ; ইবনু হিশাম ১/৬১৬-১৭।

(১) প্রসিদ্ধ আছে যে, এ সময়ে রাসূল (ছাঃ) বলে ওঠে –هَذِهِ مَكَّةُ قَدْ أَلْقَتْ إِلَيْكُمْ أَفْلاَذَ كَبِدِهَا 'এই যে মক্কা তার কলিজার টুকরাগুলোকে তোমাদের কাছে নিক্ষেপ করেছে' বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' *(আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ২২২ পৃঃ; মা শা-'আ ১০৬ পৃঃ)*।

(২) আরও প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদরে পৌঁছে শত্রুবাহিনীর তথ্য জানার জন্য পায়ে হেঁটে নিজেই রওয়ানা হন আবুবকর (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে। সেখানে এক বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি তার কাছে উভয় বাহিনী সম্পর্কে জানতে চান। বৃদ্ধ তাদেরকে তারা কোন বাহিনীর লোক সেকথা জানানোর শর্তে তথ্য দিল যে, আমি রওয়ানা হবার যে সংবাদ পেয়েছি, তাতে মুহাম্মাদের বাহিনী আজকে অমুক স্থানে রয়েছে এবং কুরায়েশ বাহিনী অমুক স্থানে রয়েছে। বৃদ্ধের অনুমান সঠিক ছিল। এবার শর্তানুযায়ী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জবাব দিলেন, نَحْنُ مِنْ مَاءٍ 'আমরা একই পানি হ'তে' (অর্থাৎ একই বংশের)। রাসূল (ছাঃ)-এর এই ইঙ্গিতপূর্ণ জবাবে বৃদ্ধ কিছুই বুঝতে না পেরে বিড় বিড় করতে করতে চলে গেল *(ইবনু হিশাম ১/৬১৬; আর-রাহীক্ব ২১০ পৃঃ)*। বর্ণনাটির সনদ মুনক্বাতি' (যঈফ), মা শা-'আ ১০৫ পৃঃ।

তারা আপনার শুভাকাংখী এবং তারা আপনার সঙ্গে থেকে জিহাদ করবে'। সা'দের এ বীরত্বব্যঞ্জক কথায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত প্রীত হ'লেন ও তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন (دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ)।[৩৯৫]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুদ্ধ কৌশল অনুযায়ী সেনাদলকে বিন্যস্ত করেন এবং সুষ্ঠুভাবে শিবির সন্নিবেশ করেন।

বর্ষাস্নাত রাত্রি ও গভীর নিদ্রা (الليل الممطر والرقاد الطويل) :

বদর যুদ্ধের পূর্বরাত। সৈন্যদের শ্রেণীবিন্যাস শেষ হয়েছে। সবাই ক্লান্ত-শ্রান্ত। হঠাৎ সামান্য বৃষ্টি এলো। মুসলিম বাহিনী কেউ গাছের নীচে কেউ ঢালের নীচে ঘুমে এলিয়ে পড়ল। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন বাহিনীর সকল ক্লান্তি দূর হয়ে গেল এবং যুদ্ধের জন্য দেহমন প্রস্তুত হয়ে গেল। বালু-কংকর সব জমে দৃঢ় হয়ে গেল। ফলে চলাফেরায় স্বাচ্ছন্দ্য এল। সেই সাথে অধিকহারে বৃষ্টির পানি সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ- 'স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং তোমাদের উপরে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এর মাধ্যমে তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূরীভূত করার জন্য, তোমাদের হৃদয়গুলি পরস্পরে আবদ্ধ করার জন্য এবং তোমাদের পাগুলিকে দৃঢ় রাখার জন্য' *(আনফাল ৮/১১)*।

---

৩৯৫. ইবনু হিশাম ১/৬২০-২১; আর-রাহীক্ব ২১১-১২ পৃঃ; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৬২।
প্রসিদ্ধ আছে যে, এ সময় সামরিক বিষয়ে দক্ষ ছাহাবী হুবাব ইবনুল মুনযির ইবনুল জামূহ (حُباب بن المنذر ابن الجموح) বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এখানে কি আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে অবতরণ করলেন, না-কি যুদ্ধকৌশল হিসাবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যুদ্ধকৌশল মনে করে'। তখন তিনি বললেন, 'এটি উপযুক্ত স্থান নয়। কেননা এখান থেকে আগে বা পিছে যাবার কোন সুযোগ নেই'। অতএব আরো এগিয়ে কুরায়েশ শিবিরের নিকটবর্তী প্রস্রবণটি আমাদের দখলে নিতে হবে এবং সবগুলি ঝর্ণাস্রোত ঘুরিয়ে এক জায়গায় এনে পানি এক স্থানে সঞ্চয় করতে হবে। কুরায়েশরা টিলার মাথায় উচ্চভূমিতে অবস্থান করছে। যুদ্ধ শুরু হ'লে পানির প্রয়োজনে ওরা নীচে এসে আর পানি পাবে না। তখন পানির সঞ্চয়টি থাকবে আমাদের দখলে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং এগিয়ে গিয়ে কুরায়েশ বাহিনীর নিকটবর্তী পানির প্রস্রবণটি দখলে নিলেন। তারপর অন্যান্য সব ব্যবস্থা শেষ করলেন *(ইবনু হিশাম ১/৬২০; আর-রাহীক্ব ২১১ পৃঃ; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৬০)*। হুবাবের পরামর্শদানের পর জিব্রীল অবতরণ করেন ও রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, আল্লাহ আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, হুবাবের উক্ত রায় সঠিক' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আনফাল ৭ আয়াত)*। উক্ত মর্মের বর্ণনাগুলির সনদ 'মুনকার' ও যঈফ *(আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ২২৪ পৃঃ; মা শা-'আ ১১০ পৃঃ)*। বরং ছহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা এটাই প্রমাণিত যে, রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শক্রমেই যুদ্ধকৌশল নির্ধারণ করেছিলেন। 'অহি' বহির্ভূত সকল বিষয়ে তিনি এভাবেই সিদ্ধান্ত নিতেন।

শয়তানের কুমন্ত্রণা এই যে, সে যেন দুর্বলচিত্ত মুসলমানদের মধ্যে এই প্রশ্ন ঢুকিয়ে দেবার সুযোগ না পায় যে, আমরা যদি ন্যায় ও সত্যের পথে থাকব এবং আমরা যদি আল্লাহ্‌র বন্ধু হই, তাহ'লে আমরা এই নিম্নভূমিতে ধূলি-কাদার মধ্যে কেন থাকব? এটি নিঃসন্দেহে আমাদের পরাজয়ের লক্ষণ। অথচ কুরায়েশরা কাফের হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ ভূমিতে আছে। তারা উট যবেহ করে খাচ্ছে আর ফূর্তি করছে। এটা নিশ্চয়ই তাদের জন্য বিজয়ের লক্ষণ। সকালেই যেখানে যুদ্ধের সম্মুখীন হ'তে হবে, সেখানে রাতেই যদি সংখ্যালঘু মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এ ধরনের বিভ্রান্তি ঢুকে যায়, তাহ'লে সেটা সমূহ ক্ষতির কারণ হবে। সেকারণ আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে দিলেন। ফলে ঘুম থেকে উঠে প্রফুল্লচিত্তে সবাই যুদ্ধে জয়ের জন্য একাট্টা হয়ে দ্রুত প্রস্তুত হয়ে গেল।

আলী (রাঃ) বলেন যে, বদর যুদ্ধের রাতে এমন কেউ বাকী ছিল না যে, যিনি ঘুমাননি। কেবল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত। তিনি সারা রাত জেগে ছালাতে রত থাকেন। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বারবার স্বীয় প্রভুর নিকট দো'আ করতে থাকেন, اَللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لاَ تُعْبَدْ فِى الأَرْضِ أَبَداً 'হে আল্লাহ! যদি তুমি এই দলকে ধ্বংস করে দাও, তাহ'লে জনপদে তোমার ইবাদত করার আর কেউ থাকবে না'। অতঃপর সকাল হলে তিনি সবাইকে ডাকেন, الصَّلاَةَ عِبَادَ اللهِ 'আল্লাহ্‌র বান্দারা! ছালাত'। অতঃপর সবাই জমা হ'লে তিনি ফজরের জামা'আত শেষে সবাইকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেন'।[৩৯৬]

আলী (রাঃ) বলেন, لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْساً 'বদরের যুদ্ধের দিন আমরা সকলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তিনি আমাদের মধ্যে শত্রুর সর্বাধিক নিকটবর্তী ছিলেন এবং আমাদের সকলের চাইতে সর্বাধিক বড় যোদ্ধা ছিলেন' *(আহমাদ হা/৬৫৪, সনদ ছহীহ)*।

মাক্কী বাহিনীর দিশাহারা অবস্থা (الحالة المتحيرة للجيش المكى) :

প্রত্যুষে কুরায়েশ বাহিনী পাহাড় থেকে নীচে অবতরণ করে হতবাক হয়ে গেল। পানির উৎসের উপরে রাতারাতি মুসলিম বাহিনীর দখল কায়েম হয়ে গেছে। হাকীম বিন হেযাম সহ অতি উৎসাহী কয়েকজন কুরায়েশ সেনা সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর টিলার সম্মুখস্থ পানির হাউযের দিকে অগ্রসর হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। ফলে যারা সেখান থেকে পানি পান করল, তারা সবাই পরে যুদ্ধে নিহত হ'ল।

---

৩৯৬. আহমাদ হা/২০৮, ৯৪৮; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৬০ পৃঃ।

একমাত্র হাকীম পান করেননি। তিনি বেঁচে যান। পরে তিনি পাক্কা মুসলিম হয়ে যান। এ ঘটনাকে স্মরণ করে হাকীম বিন হেযাম শপথ করার সময় সর্বদা বলতেন لاَ وَالَّذِي نَجَّانِي يَوْمَ بَدْرٍ ‘ঐ সত্তার কসম! যিনি আমাকে বদরের দিন রক্ষা করেছেন’। ঘটনাটি বহু পূর্বেকার তালূত বাহিনীর ঘটনার সাথে তুলনীয়। সেদিন যারা নদীর পানি পান করেছিল, তাদের কেউই তালূতের সাথে জালূতের বিরুদ্ধে জিহাদে শরীক হ’তে পারেনি’।[৩৯৭]

কুরায়েশ নেতারা অবস্থার ভয়াবহতা বুঝতে পারল এবং নিজেদের বোকামিতে দুঃখে-ক্ষোভে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। তারা মুসলিম বাহিনীর অবস্থা ও সংখ্যা নিরূপণের জন্য ওমায়ের বিন ওয়াহাব আল-জুমাহী নামক একজন অশ্বারোহীকে প্রেরণ করল। সে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর চারদিক প্রদক্ষিণ করে এসে বলল, তিন শো বা তার কিছু কমবেশী হবে’। তবে আরেকটু সময় দাও, আমি দেখে আসি, ওদের পিছনে কোন সাহায্যকারী সেনাদল আছে কি-না। সে আবার ছুটলো এবং বহু দূর ঘুরে এসে বলল, ওদের পিছনে কাউকে দেখলাম না। তবে সে বলল, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ: اَلْبَلاَيَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا ... لَيْسَ مَعَهُمْ مَنَعَةٌ وَلاَ مَلْجَأٌ إلاَّ سُيُوفُهُمْ– ‘হে কুরায়েশগণ, বিপদ এসেছে মৃত্যুকে সাথে নিয়ে। ... তাদের সাথে কোন শক্তি নেই বা কোন আশ্রয় নেই কেবল তাদের তরবারি ছাড়া’। অতএব واللهِ مَا أَرَى أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى يَقْتُلَ رَجُلاً مِنْكُمْ ... فَرُوا رَأْيَكُمْ– ‘আল্লাহ্র কসম, তোমাদের একজন নিহত না হওয়া পর্যন্ত তাদের একজন নিহত হবে না’। ... অতএব তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর’।[৩৯৮] তার এ রিপোর্ট শুনে হাকীম বিন হেযাম বয়োজ্যেষ্ঠ কুরায়েশ নেতা উৎবা বিন রাবী‘আহ্র কাছে এসে যুদ্ধ না করে ফিরে যাবার ব্যাপারে বুঝাতে লাগলেন। তিনি রাযী হ’লেন। এমনকি ইতিপূর্বে নাখলা যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে রজবের শেষ দিনে হারাম মাসে নিহত আমর ইবনুল হাযরামীর রক্তমূল্য তিনি নিজ থেকে দিতে চাইলেন। উৎবা বললেন, সমস্যা হ’ল ইবনুল হানযালিয়াহকে নিয়ে (আবু জাহলের মায়ের নাম ছিল হানযালিয়াহ)। তুমি তার কাছে যাও।

অতঃপর উৎবা দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, হে কুরায়েশগণ! মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের সঙ্গে যুদ্ধ করায় তোমাদের কোন গৌরব নেই। কেননা তাতে তোমরা তোমাদের চাচাতো ভাই বা খালাতো ভাই বা মামাতো ভাইয়ের বা নিজ গোত্রের লোকদের রক্তাক্ত চেহারা দেখবে, যা তোমাদের কাছে মোটেই পসন্দনীয় হবে না। فَارْجِعُوا وَخَلُّوا بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَبَيْنَ سَائِرِ الْعَرَبِ ‘অতএব তোমরা ফিরে চল এবং মুহাম্মাদ

৩৯৭. ইবনু হিশাম ১/৬২২; আল-বিদায়াহ ৩/২৬৮; সূরা বাক্বারাহ ২/২৪৯ আয়াত।
৩৯৮. ইবনু হিশাম ১/৬২২; সনদ জাইয়িদ; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৫৯ পৃঃ।

ও গোটা আরব দুনিয়াকে ছেড়ে দাও। যদি তারা তাকে মেরে ফেলে, তবে সেটা তাই-ই হবে, যা তোমরা চেয়েছিলে। আর যদি তা না হয়, তাহ'লে সে তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এজন্য যে, তোমরা তার সাথে সেরূপ ব্যবহার করোনি, যেরূপ তোমরা চেয়েছিলে'।

এদিকে হাকীম বিন হেযাম আবু জাহলের কাছে গিয়ে নিজের ও উৎবার মতামত ব্যক্ত করে মক্কায় ফিরে যাবার জন্য তাকে অনুরোধ করলেন। এতে আবু জাহল ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠলেন, انتفخَ والله سَحْرُهُ 'আল্লাহ্র কসম! উৎবার উপরে মুহাম্মাদের জাদু কার্যকর হয়েছে'। كَلاَّ والله لاَ نَرْجِعُ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ– 'কখনোই না। আল্লাহ্র কসম! আমরা ফিরে যাব না, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের ও মুহাম্মাদের মাঝে একটা ফায়ছালা করে দেন'। তিনি বললেন, 'এতক্ষণে বুঝলাম যে, উৎবার পুত্র আবু হুযায়ফা যে মুসলমান হয়ে হিজরত করে আগে থেকেই মুহাম্মাদের দলে রয়েছে এবং যুদ্ধ বাধলে সে নিহত হবে, সেই ভয়ে উৎবা যুদ্ধ না করেই ফিরে যেতে চাচ্ছে'।

হাকীমের কাছ থেকে আবু জাহলের এইসব কথা শুনে উৎবার বিচারবুদ্ধি লোপ পেল। তার সুপ্ত পৌরুষ জেগে উঠলো। ক্ষুব্ধ চিৎকারে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে চললেন। ওদিকে আবু জাহল 'আমের ইবনুল হাযরামীকে গিয়ে বললেন, দেখছ কি! তোমার ভাই আমরের রক্তের প্রতিশোধ আর নেওয়া হ'ল না। ঐ দেখ কাপুরুষ উৎবা পালাচ্ছে। শীঘ্র উঠে আর্তনাদ শুরু কর'। একথা শোনা মাত্র 'আমের তার সারা দেহে ধুলো-বালি মাখতে মাখতে এবং গায়ের কাপড় ছিঁড়তে ছিঁড়তে নাখলা যুদ্ধে নিহত ভাই 'আমর ইবনুল হাযরামীর নামে واعَمْراه واعَمْراه (হায় আমর! হায় আমর!) বলে আর্তনাদ করে বেড়াতে লাগল। আর যায় কোথায়। মুহূর্তের মধ্যে মুশরিক শিবিরে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল। রণোন্মত্ত কুরায়েশ বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে ছুটে চলল।[৩৯৯] হাকীম বিন হেযামের সকল প্রচেষ্টা ভণ্ডুল হয়ে গেল কেবলমাত্র আবু জাহলের হঠকারিতা ও ধূর্তামির কারণে।[৪০০]

এ সময় রাসূল (ছাঃ) লাল উটের উপরে সওয়ার উৎবা বিন রাবী'আহ্র দিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, إنْ يُطِيْعُوهُ يَرْشُدُوْا 'যদি তার দল তার আনুগত্য করত, তাহ'লে তারা সঠিক পথে থাকতো' *(ইবনু হিশাম ১/৬২১)*। অর্থাৎ যদি তারা উৎবাহ্র কথামত মক্কায় ফিরে যেত, তাহ'লে তাদের মঙ্গল হ'ত। এর মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর শান্তিবাদী নীতি ফুটে ওঠে।

---

৩৯৯. ইবনু হিশাম ১/৬২৩; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/২৬৯।
৪০০. তারীখু ত্বাবারী ২/৪৪৩, ৪২৪-২৫; সনদ হাসান; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৫৯ পৃঃ।

আবু জাহলের দো‘আ (دعاء أبي جهل) :

মাক্কী বাহিনী যখন মাদানী বাহিনীর নিকটবর্তী হ’ল, তখন আবু জাহল আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করে বললেন, اَللَّهُمَّ أَقْطَعُنَا لِلرَّحِمِ وَآتَانَا بِمَا لاَ نَعْرِفُ فَأَحِنْهُ الْغَدَاةَ اي فأهلكه– ‘হে আল্লাহ! আমাদের উভয়দলের মধ্যে যে দল অধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং আমাদের নিকট এমন বস্তু (কুরআন) আনয়নকারী যা আমরা জানি না, তুমি তাকে ধ্বংস করে দাও’![৪০১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, যুদ্ধের শুরুতে তিনি বলেছিলেন, اللَّهُمَّ أَيُّنَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ وَأَرْضَى عِنْدَكَ فَانْصُرْهُ الْيَوْمَ اَللَّهُمَّ اَوْلاَنَا بِالْحَقِّ فَانْصُرْهُ الْيَوْمَ– ‘হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে তোমার নিকটে সর্বাধিক প্রিয় ও তুমি যার প্রতি সর্বাধিক সন্তুষ্ট, আজ তুমি তাকে সাহায্য কর। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে দল সর্বাধিক হক-এর উপরে আছে, তুমি আজ তাকে সাহায্য কর’।[৪০২]

এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ– ‘যদি তোমরা ফায়ছালা চাও, তবে সেটাতো তোমাদের সামনে এসেই গেছে। আর যদি ক্ষান্ত হও, তবে সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম। কিন্তু যদি তোমরা ফের আগে বাড়ো, তাহ’লে আমরাও ফিরে আসব। (মনে রেখ) তোমাদের দল যত বড়ই হৌক, তা তোমাদের কোন কাজে আসবেনা। বস্তুতঃ আল্লাহ মুমিনদের সাথেই থাকেন’ (*আনফাল* ৮/১৯)।

মুসলিম বাহিনী সারিবদ্ধ হ’ল (اصطف الجيش الإسلامى) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের বাহিনীকে দ্রুত প্রস্তুত ও সারিবদ্ধ করে ফেললেন। এরি মধ্যে জনৈক সাউয়াদ ইবনু গাযিইয়াহ (سَوَّادُ بنُ غَزِيَّةَ) সারি থেকে কিছুটা আগে বেড়ে এল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পেটে তীর দিয়ে টোকা মেরে পিছিয়ে যাবার ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, اِسْتَوِ يَا سَوَّادُ ‘সমান হয়ে যাও হে সাউয়াদ!’ সাথে সাথে সে বলে উঠলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। বদলা দিন! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন নিজের পেট আলগা করে দেন ও বদলা নিতে বলেন। তখন সে ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে পেটে চুমু খেতে লাগলো’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, কিজন্য তুমি এরূপ করলে? সে বলল, আমাদের সামনে যে অবস্থা আসছে তাতো আপনি দেখছেন। সেজন্য আমি চেয়েছিলাম যে, আপনার সাথে আমার শেষ আদান-প্রদান যেন এটাই হয় যে, আমার

৪০১. হাকেম হা/৩২৬৪, ২/৩২৮; সনদ ছহীহ; ইবনু হিশাম ১/৬২৮; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৩৭৮২৯; তাফসীর কাশশাফ প্রভৃতি।

৪০২. যাদুল মা‘আদ ৩/১৬৫; সীরাহ হালাবিইয়াহ ২/৪১৮; আর-রাহীক্ব পৃঃ ২১৬।

দেহচর্ম আপনার দেহচর্মকে স্পর্শ করুক'। তার এ মর্মস্পর্শী কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন (دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ)।[৪০৩] রাসূল (ছাঃ)-এর এ কাজের মধ্যে মানবিক সাম্যের এক উত্তম নমুনা রয়েছে, যা নিঃসন্দেহে এক ঈর্ষণীয় বিষয়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, চূড়ান্ত নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কেউ যুদ্ধ শুরু করবে না। ব্যাপকহারে তীরবৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কেউ তীর ছুঁড়বে না এবং তোমাদের উপরে তরবারি ছেয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তরবারি চালাবে না'। তিনি আরও বলেন, বনু হাশেমকে জোর করে যুদ্ধে আনা হয়েছে। তাদের সাথে আমাদের কোন যুদ্ধ নয়। অতএব তাদের কোন ব্যক্তি সামনে পড়ে গেলে তাকে যেন কেউ আঘাত না করে। আব্বাসকে যেন হত্যা না করা হয়। অনুরূপভাবে আবুল বাখতারী বিন হেশামকেও হত্যা করো না। কেননা এরা মক্কায় আমাদের কোনরূপ কষ্ট দিত না। বরং সাহায্যকারী ছিল।

উল্লেখ্য যে, বনু হাশিমের বিরুদ্ধে কুরায়েশদের বয়কটনামা যারা ছিঁড়ে ফেলেছিল, তাদের একজন ছিলেন আবুল বাখতারী। কিন্তু যুদ্ধে আবুল বাখতারী নিহত হয়েছিলেন তার নিজস্ব হঠকারিতার জন্য। তিনি তার সঙ্গী কাফের বন্ধুকে ছাড়তে চাননি। ফলে যুদ্ধে তারা উভয়ে নিহত হয়।[৪০৪] অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) টিলার উপরে সামিয়ানার নীচে নিজ স্থানে চলে যান।

যুদ্ধ শুরু (بدء المعركة) :

২য় হিজরীর ১৭ই রামাযান শুক্রবার সকালে যুদ্ধ শুরু হয় (*ইবনু হিশাম* ১/৬২৬)। ইতিমধ্যে কুরায়েশ পক্ষের জনৈক হঠকারী আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ আল-মাখযূমী দৌড়ে এসে বলল, আমি এই হাউয থেকে পানি পান করব অথবা একে ভেঙ্গে ফেলব অথবা এখানেই মরব'। তখন হামযা (রাঃ) এসে তার পায়ে আঘাত করলেন। এমতাবস্থায় সে পা ঘেঁষতে ঘেঁষতে হাউযের দিকে এগোতে লাগল। হামযা তাকে দ্বিতীয় বার আঘাত করলে সে হাউযেই মরে পড়ল ও তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'ল। এরপর যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলো এবং সে যুগের নিয়ম অনুযায়ী কুরায়েশ পক্ষ মুসলিম পক্ষের বীর যোদ্ধাদের দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করল। তাদের একই পরিবারের তিনজন সেরা অশ্বারোহী বীর উৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী'আহ এবং অলীদ বিন উৎবা এগিয়ে এল। জবাবে মুসলিম পক্ষ হ'তে মু'আয ও মু'আব্বিয বিন 'আফরা কিশোর দুই ভাই এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাসহ তিনজন আনছার তরুণ বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কুরায়েশ পক্ষ বলে উঠলো হে মুহাম্মাদ! আমাদের স্বগোত্রীয় সমকক্ষদের পাঠাও'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে ওবায়দাহ, হে হামযাহ, হে আলী তোমরা যাও। অতঃপর আলী তার প্রতিপক্ষ অলীদ বিন উৎবাহকে, হামযাহ তার প্রতিপক্ষ শায়বাহ বিন রাবী'আহকে এক

৪০৩. ইবনু হিশাম ১/৬২৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৩৫; আল-বিদায়াহ ৩/২৭০-৭১।
৪০৪. ইবনু হিশাম ১/৬২৮-৩০; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৬৭ পৃঃ।

নিমিষেই খতম করে ফেললেন। ওদিকে বৃদ্ধ ওবায়দাহ ইবনুল হারেছ তার প্রতিপক্ষ উৎবা বিন রাবী'আহর সঙ্গে যুদ্ধে আহত হ'লেন। তখন আলী ও হামযাহ তার সাহায্যে এগিয়ে এসে উৎবাহকে শেষ করে দেন ও ওবায়দাহকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। কিন্তু অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের ফলে যুদ্ধশেষে মদীনায় ফেরার পথে ৪র্থ বা ৫ম দিন ওবায়দাহ শাহাদাত বরণ করেন।[৪০৫]

প্রথম আঘাতেই সেরা তিনজন বীর যোদ্ধা ও গোত্র নেতাকে হারিয়ে কুরায়েশ পক্ষ মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ সময় রাসূল (ছাঃ) শত্রুদের যথাসম্ভব দূরে রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন, إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ 'যখন তারা তোমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন তোমরা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ কর এবং এর মাধ্যমে প্রতিযোগিতা কর' *(বুখারী হা/৩৯৮৪)*। অতঃপর তিনি এক মুষ্টি বালু হাতে নিয়ে শত্রুবাহিনীর দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, شَاهَتِ الْوُجُوهُ 'চেহারাগুলো বিকৃত হৌক'। ফলে শত্রুবাহিনীর মুশরিকদের এমন কেউ থাকলো না, যার চোখে ঐ বালু প্রবেশ করেনি। নিঃসন্দেহে এটি ছিল ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্য। তাই আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ اللهَ رَمَى 'তুমি যখন বালু নিক্ষেপ করেছিলে, প্রকৃতপক্ষে তা তুমি নিক্ষেপ করোনি, বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন'।[৪০৬]

নিঃসন্দেহে এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর একটি মু'জেযা ও অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা তিনি হোনায়েন যুদ্ধেও করেছিলেন।[৪০৭] ফারসী কবি বলেন,

محمد عربی کابروئے ہردو سراست
کسے کہ خاک درش نیست خاک بر سر او

'মুহাম্মাদ আরাবী হ'লেন দুনিয়া ও আখেরাতের মর্যাদার উৎস। কেউ যদি তার পায়ের ধূলা হ'তে না পারে, তার মাথা ধূলি ধূসরিত হৌক!'

মুসলিম নামধারী একদল মুশরিক মা'রেফতী পীর-ফকীর এই ঘটনা দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ বানিয়ে ফেলেছে এবং তারা নিজেদেরকে 'আল্লাহ্‌র অংশ' বলে থাকে। তাদের দাবী, 'যত কল্লা তত আল্লা'। তারা সূতায় অথবা পাতায় ফুঁক দিলে এবং তা দেহে বাঁধলে বা পকেটে রাখলে শত্রু তাকে দেখতে পাবে না বলে মিথ্যা ধারণা প্রচার

---

৪০৫. আবুদাঊদ হা/২৬৬৫; আহমাদ হা/৯৪৮; মিশকাত হা/৩৯৫৭ সনদ ছহীহ; আল-বিদায়াহ ৩/২৭২।

৪০৬. ইবনু হিশাম ১/৬৬৮; আনফাল ৮/১৭; হাদীছটির সনদ 'মুরসাল'। কিন্তু ইবনু কাছীর বলেন, আয়াতটি যে বদর যুদ্ধের ঘটনায় নাযিল হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। বিদ্বানগণের নিকট যা মোটেই গোপন নয়। ঐ, তাফসীর সূরা আনফাল ১৭ আয়াত; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৬৩।

৪০৭. মুসলিম হা/১৭৭৭; মিশকাত হা/৫৮৯১; তাফসীর ত্বাবারী হা/১৫৮২৩, সনদ 'মুরসাল'; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আনফাল ১৭ আয়াত।

করে। এভাবে তারা সরলমনা ও ভক্ত জনগণের ঈমান নষ্ট করে ও সেই সাথে ভক্তির চোরাগলি দিয়ে ভক্তের পকেট ছাফ করে।

বালু নিক্ষেপের পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় বাহিনীকে নির্দেশ দেন, قُوْمُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 'তোমরা এগিয়ে চলো জান্নাতের পানে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত' *(মুসলিম হা/১৯০১)*। রাসূল (ছাঃ)-এর এই আহ্বান মুসলমানদের দেহমনে ঈমানী বিদ্যুতের চমক এনে দিল। অতঃপর তিনি বললেন, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ– 'যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তার কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি আজকে দৃঢ়পদে নেকীর উদ্দেশ্যে লড়াই করবে, পিছপা হবে না, সর্বদা সম্মুখে অগ্রসর হবে, অতঃপর যদি সে নিহত হয়, তবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'।[৪০৮]

যুদ্ধের প্রতীক চিহ্ন (شعار المسلمين ببدر) :

বিভিন্ন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করতেন। যেমন (১) বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রতীক চিহ্ন ছিল, أَحَدٌ أَحَدٌ (আহাদ, আহাদ)।[৪০৯] (২) ওহোদ যুদ্ধে ও সারিইয়া গালিব বিন লায়ছীর প্রতীক চিহ্ন ছিল, أَمِتْ أَمِتْ (মেরে ফেল, মেরে ফেল)।[৪১০] (৩) খন্দক ও বনু কুরায়যা যুদ্ধে ছিল, حم، لاَ يُنْصَرُوْنَ (হা-মীম। তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না')।[৪১১] (৪) বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে প্রতীক চিহ্ন ছিল, يَا مَنْصُوْرُ، أَمِتْ أَمِتْ (হে বিজয়ী! মেরে ফেল, মেরে ফেল')।[৪১২] (৫) মক্কা বিজয়, হোনায়েন এবং ত্বায়েফ যুদ্ধে মুহাজিরদের প্রতীক ছিল يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ 'হে বনু আব্দুর রহমান'! খাযরাজদের প্রতীক ছিল يَا بَنِي عَبْدِ اللهِ 'হে বনু আব্দুল্লাহ'! এবং আউসদের প্রতীক ছিল يَا بَنِي عُبَيْدِ اللهِ 'হে বনু ওবায়দুল্লাহ'![৪১৩]

---

৪০৮. ইবনু হিশাম ১/৬২৭; হাদীছ ছহীহ *(তাহক্বীক্ব ইবনু হিশাম ক্রমিক ৭৪৯)*; আহমাদ হা/৮০৬১।
৪০৯. ইবনু হিশাম ১/৬৩৪। বর্ণনাটির সনদ যঈফ *(তাহক্বীক্ব ইবনু হিশাম ক্রমিক ৭৬৪)*।
৪১০. ইবনু হিশাম ২/৬৮, ৬১১; খবর ছহীহ *(তাহক্বীক্ব ইবনু হিশাম ক্রমিক ১০৯৭)*; আবুবকর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধেও একই প্রতীক চিহ্ন ছিল *(হাকেম হা/২৫১৬, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/৩৯৫০)*। এছাড়া অন্যান্য যুদ্ধেও বিশেষ প্রতীক চিহ্নসমূহ ছিল।
৪১১. ইবনু হিশাম ২/২২৬; ছহীহুল জামে' হা/২৩০৮; মিশকাত হা/৩৯৪৮।
৪১২. ইবনু হিশাম ২/২৯৪; সনদ হাসান *(তাহক্বীক্ব ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৪৭৯)*।
৪১৩. ইবনু হিশাম ২/৪০৯ *(তাহক্বীক্ব ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৬৭৫)*।

এতে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধের প্রধান পতাকা ছাড়াও অন্যান্য দলের বিশেষ পতাকা ছিল। এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, পরিচিতির জন্য বিশেষ প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা যায়। যাকে ‘ব্যাজ’ (Badge) কিংবা মনোগ্রাম (Monogram) ইত্যাদি বলা হয়।

জান্নাত পাগল মুমিন মৃত্যুকে পায়ে দলে শতগুণ শক্তি নিয়ে সম্মুখে আগুয়ান হ’ল ও তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এমন সময় জনৈক আনছার ছাহাবী উমায়ের বিন হোমাম (عُمَيْرُ بْنُ حُمَامٍ) ‘বাখ বাখ’ (بَخٍ بَخٍ) বলে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি জান্নাতবাসী হ’তে চাই’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا ‘নিশ্চয়ই তুমি তার অধিবাসী’। একথা শুনে ছাহাবী থলি হ’তে কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। কিন্তু দ্রুত তিনি বলে উঠলেন, لَئِنْ أَنَا حَيِيْتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ، ‘যদি আমি এই খেজুরগুলি খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে সেটাতো দীর্ঘ জীবন হয়ে যাবে’ বলেই সমস্ত খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ও বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন’।[৪১৪]

এ সময় রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র নিকটে আকুলভাবে নিম্নোক্ত প্রার্থনা করেন,

اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِى مَا وَعَدْتَنِى اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ... اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لاَ تُعْبَدْ فِى الأَرْضِ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا–

‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে ওয়াদা করেছ তা পূর্ণ কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অঙ্গীকার ও ওয়াদা পূরণের প্রার্থনা জানাচ্ছি। ... হে আল্লাহ! যদি এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহ’লে আজকের দিনের পর তোমার ইবাদত করার মত কেউ যমীনে আর থাকবে না’। তিনি প্রার্থনায় এমন আত্মভোলা ও বিনয়ী হয়ে ভেঙ্গে পড়লেন যে, তার স্কন্ধ হ’তে চাদর পড়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে আবুবকর ছুটে এসে চাদর উঠিয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ– ‘যথেষ্ট হয়েছে হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার পালনকর্তার নিকটে আপনি চূড়ান্ত প্রার্থনা করেছেন’।[৪১৫]

৪১৪. মুসলিম হা/১৯০১; মিশকাত হা/৩৮১০ ‘জিহাদ’ অধ্যায়।
৪১৫. বুখারী হা/৪৮৭৫, মিশকাত হা/৫৮৭২।

ফেরেশতাগণের অবতরণ (نزول الملائكة) :

এ সময় আয়াত নাযিল হ'ল- إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ- 'যখন তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকটে কাতর প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের দো'আ কবুল করলেন এই মর্মে যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাযার ফেরেশতা দিয়ে, যারা ধারাবাহিকভাবে অবতরণ করবে' *(আনফাল ৮/৯)*।[৪১৬] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধে ফেরেশতারা যোগদান করেননি *(ইবনু কাছীর)*। উল্লেখ্য যে, সূরা আনফাল ৯ আয়াতে 'এক হাযার', আলে ইমরান ১২৪ ও ১২৫ আয়াতে যথাক্রমে 'তিন হাযার' ও 'পাঁচ হাযার' ফেরেশতা অবতরণের কথা বলা হয়েছে'। এর ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'এক হাযার' সংখ্যাটি তিন হাযার বা তার অধিক সংখ্যাকে নিষেধ করে না। কেননা উক্ত আয়াতের শেষে مُرْدِفِيْنَ শব্দ এসেছে। যার অর্থ 'ধারাবাহিকভাবে আগত'। অতএব আল্লাহ্র হুকুমে যত হাযার প্রয়োজন, তত হাযার ফেরেশতা নাযিল হবে'।[৪১৭] বস্তুতঃ সংখ্যায় বেশী বলার উদ্দেশ্য মুসলিম বাহিনীকে অধিক উৎসাহিত করা এবং বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত অবস্থায় এক সময় সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি জেগে উঠে বললেন, أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرٍ أَتَاكَ نَصْرُ اللهِ، هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يَقُودُهُ عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقْعُ 'সুসংবাদ গ্রহণ কর হে আবুবকর! তোমার কাছে আল্লাহ্র সাহায্য এসে গেছে। এই যে জিব্রীল, তার ঘোড়ার লাগাম ধরে ধূলি উড়িয়ে এগিয়ে আসছেন'।[৪১৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ 'ঐ যে জিব্রীল যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন'। অতঃপর তিনি তাঁবুর বাইরে এসে বললেন, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ('সত্বর দলটি পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে'-ক্বামার ৫৪/৪৫)।[৪১৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বাইরে এসে আঙ্গুলের ইশারা করে করে বলেন, هَذَا مَصْرَعُ

---

৪১৬. তাফসীর সূরা আনফাল ৯ আয়াত; বুখারী হা/৪৮৭৫; তিরমিযী হা/৩০৮১, সনদ হাসান।

৪১৭. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আলে ইমরান ১২৫ আয়াত।

৪১৮. আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ২২৫ পৃঃ, সনদ হাসান; ইবনু হিশাম ১/৬২৬-২৭, সনদ 'মুরসাল' *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৭৪৭)*।

৪১৯. ইবনু হিশাম ১/৬২৭; বুখারী হা/৩৯৫৩, ৩৯৯৫; মিশকাত হা/৫৮৭২-৭৩ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, মু'জেযা অনুচ্ছেদ-৭ ; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৬৫ পৃঃ।

Contents

فُلاَنٍ 'এটি অমুকের বধ্যভূমি'। এটি অমুকের, ওটি অমুকের'। রাবী আনাস (রাঃ) বলেন, তাদের কেউ ঐ স্থান অতিক্রম করতে পারেনি, যেখানে যেখানে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ইশারা করেছিলেন।[৪২০]

ফেরেশতাগণের যুদ্ধে যোগদান (قدوم الملائكة فى المعركة) :

মুসলিম বাহিনীর এই হামলার প্রচণ্ডতার সাথে সাথে যোগ হয় ফেরেশতাগণের আগমন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ- ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ- 'যখন তোমাদের পালনকর্তা ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন যে, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। অতএব তোমরা ঈমানদারগণের চিত্তকে দৃঢ় রাখো। আমি সত্বর অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেব। কাজেই তোমরা গর্দানের উপর আঘাত হানো এবং তাদের প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় মারো'। 'এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ (তার জন্য) কঠিন শাস্তিদাতা' (*আনফাল ৮/১২-১৩*)। ইকরিমা বিন আবু জাহল (যিনি ঐ যুদ্ধে পিতার সাথে শরীক ছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের পরে মুসলমান হন) বলেন, ঐদিন আমাদের লোকদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যেত, অথচ দেখা যেতো না কে মারলো (*তাবাক্বাত ইবনু সা'দ*)। আবুদাঊদ আল-মাযেনী বলেন, আমি একজন মুশরিক সৈন্যকে মারতে উদ্যত হব। ইতিমধ্যে তার ছিন্ন মস্তক আমার সামনে এসে পড়ল। আমি বুঝতেই পারলাম না, কে ওকে মারল'। রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস যিনি বাহ্যিকভাবে মুশরিক বাহিনীতে ছিলেন, জনৈক আনছার তাকে বন্দী করে আনলে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমাকে এ ব্যক্তি বন্দী করেনি। বরং যে ব্যক্তি বন্দী করেছে, তাকে এখন দেখতে পাচ্ছি না। তিনি একজন চুল বিহীন মাথাওয়ালা ও সুন্দর চেহারার মানুষ এবং বিচিত্র বর্ণের একটি সুন্দর ঘোড়ায় তিনি সওয়ার ছিলেন। আনছার যোদ্ধা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমিই এনাকে বন্দী করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত আনছারকে বললেন, اسْكُتْ فَقَدْ أَيَّدَكَ اللهُ بِمَلَكٍ كَرِيمٍ 'চুপ কর। আল্লাহ এক সম্মানিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছেন' (*আহমাদ হা/৯৪৮*)। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, ফেরেশতারা কোন মুশরিকের উপরে আক্রমণ করার ইচ্ছা করতেই আপনা-আপনি তার মস্তক দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।[৪২১] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঐ দিন একজন মুসলিম সেনা তার সম্মুখের মুশরিককে মারতে গেলে শাণিত তরবারির ও

৪২০. মুসলিম হা/১৭৭৯ (৮৩); মিশকাত হা/৫৮৭১।
৪২১. আহমাদ হা/৯৪৮, সনদ ছহীহ; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৬৬৭৯।

www.ahlehadeethbd.org

ঘোড়ার আওয়ায শোনেন। তিনি ফেরেশতার আওয়ায শুনেছেন যে, তিনি বলছেন أَقْدِمْ حَيْزُوْمُ 'হায়যূম আগে বাড়ো' ('হায়যূম' হ'ল ফেরেশতার ঘোড়ার নাম)। অতঃপর ঐ মুশরিক সেনাকে তিনি সামনে চিৎ হয়ে পড়ে যেতে দেখেন। তিনি দেখলেন যে, তরবারির আঘাতের ন্যায় তার নাক ও মুখমণ্ডল বিভক্ত হয়ে গেছে। উক্ত আনছার ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বলেন, صَدَقْتَ، ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ 'তুমি সত্য বলেছ। ওটি তৃতীয় আসমান থেকে সরাসরি সাহায্যের অংশ'।[৪২২] কেউ কতক ফেরেশতাকে সরাসরি দেখেছেন। ঐদিন ফেরেশতাদের মাথার পাগড়ী ছিল সাদা। যা তাদের পিঠ পর্যন্ত ঝুলে ছিল। তবে জিব্রীলের মাথার পাগড়ী ছিল হলুদ বর্ণের।[৪২৩]

উপরোক্ত ঘটনাবলী এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে ফেরেশতাগণ মুসলমানদের আশ্বস্ত করেছেন যে, তারাও যেন যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন।

ফেরেশতা নাযিলের উদ্দেশ্য (غرض نزول الملائكة) :

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ– '(তোমাদের নিকটে ফেরেশতা প্রেরণের বিষয়টি ছিল) কেবল তোমাদের জন্য সুসংবাদ হিসাবে এবং যাতে তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। বস্তুতঃ সাহায্য কেবলমাত্র মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ হ'তেই এসে থাকে' *(আলে ইমরান ৩/১২৬)*।

এর দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, মুসলিম বাহিনী যেন এ বিশ্বাস দৃঢ় রাখে যে, ফেরেশতারা তাদের সাহায্যার্থে প্রস্তুত হয়ে পাশেই আছে। সেজন্য আল্লাহ্র হুকুমে তারা যৎসামান্য সাহায্য করছে। প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মনোবলকে বর্ধিত করা, ফেরেশতাদের দ্বারা যুদ্ধ করানো নয়। কেননা তারা সরাসরি জিহাদ করলে মুমিনদের কোন ছওয়াব থাকে না। তাছাড়া সেটা হ'লে তো এক হাযার *(আনফাল ৮/৯)*,

৪২২. মুসলিম হা/১৭৬৩ (৫৮); মিশকাত হা/৫৮৭৪।
৪২৩. ইবনু হিশাম ১/৬৩৩।
প্রসিদ্ধ আছে যে, ইবলীস স্বয়ং বনু কিনানাহ্র নেতা সুরাক্বা বিন মালেক বিন জু'শুম আল-মুদলেজীর রূপ ধারণ করে যুদ্ধে উপস্থিত থেকে আবু জাহলকে সর্বদা উৎসাহিত করেছে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সর্বদা প্ররোচিত করেছে। কিন্তু এখন যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতাদের দেখতে পেয়ে সে ভয়ে পালাতে থাকে। হারেছ বিন হেশাম তাকে সুরাক্বা ভেবে আটকাতে চাইলে সে তার বুকে জোরে এক ঘুষি মেরে দ্রুত দৌড়ে গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিয়ে হারিয়ে যায় *(আর-রাহীক্ব ২১৯ পৃঃ)*। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ *(মা শা-'আ ১০৯ পৃঃ)*। মূলতঃ শয়তান কারু রূপ ধরে নয়, বরং অন্তরে খটকা সৃষ্টির মাধ্যমে আবু জাহল ও তার সাথীদের প্ররোচিত করেছিল। যা সূরা আনফাল ৪৮-৪৯ এবং সূরা হাশর ১৬-১৭ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

তিন হাযার বা পাঁচ হাযার *(আলে ইমরান ৩/১২৪-২৫)* কেন, একজন ফেরেশতাই যথেষ্ট ছিল কুরায়েশ বাহিনীকে খতম করার জন্য। যেভাবে জিব্রীল (আঃ) একাই লূতের কওমকে তাদের নগরীসহ শূন্যে তুলে উপুড় করে ফেলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন আল্লাহ্র হুকুমে *(হূদ ১১/৮২; হিজর ১৫/৭৩-৭৪)*।

এ জগতে যুদ্ধ ও জিহাদের দায়িত্ব মানুষকে অর্পণ করা হয়েছে। যাতে তারা তার ছওয়াব ও উচ্চ মর্যাদা লাভে ধন্য হয়। ফেরেশতা বাহিনী দ্বারা যদি দেশ জয় করা বা ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহ্র ইচ্ছা হ'ত, তাহ'লে পৃথিবীতে কাফেরদের রাষ্ট্র দূরে থাক, তাদের অস্তিত্বই থাকতো না। বরং আল্লাহ্র বিধান এই যে, দুনিয়াতে কুফর ও ঈমানের সংঘর্ষ চলতেই থাকবে। ঈমানদারগণ সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য পাবেন। তারা ইহকালে ও পরকালে মর্যাদামণ্ডিত হবেন। কিন্তু কাফেররা আল্লাহ্র সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে এবং ইহকালে ও পরকালে তারা ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হবে। নমরূদ ও ইবরাহীম, ফেরাঊন ও মূসা কি এর বাস্তব উদাহরণ নয়? আজও ফেরাঊন ও মূসার দ্বন্দ্ব চলছে এবং ক্বিয়ামত অবধি তা চলবে।

মাক্কী বাহিনীর পলায়ন (فرار الجيش المكى) :

মুসলিম বাহিনীর দুর্ধর্ষ আক্রমণে পর্যুদস্ত মুশরিক বাহিনী প্রাণভয়ে পালাতে থাকল। এ দৃশ্য দেখে তাদের ধরে রাখার জন্য আবু জাহল তার লোকদের উদ্দেশ্যে জোরালো ভাষণ দিয়ে বলেন, সোরাক্বার পলায়নে তোমরা ভেঙ্গে পড়ো না। সে আগে থেকেই মুহাম্মাদের চর ছিল। ওৎবা, শায়বা ও অলীদের মৃত্যুতেও ভীত হওয়ার কারণ নেই। কেননা তাড়াহুড়োর মধ্যে তারা মারা পড়েছেন। লাত ও 'উযযার শপথ করে বলছি, ওদেরকে শক্ত করে রশি দিয়ে বেঁধে না ফেলা পর্যন্ত আমরা ফিরে যাব না। অতএব তোমরা ওদেরকে মেরো না। বরং ধরো এবং বেঁধে ফেল'।

কিন্তু আবু জাহলের এই তর্জন-গর্জন অসার প্রমাণিত হ'ল। বর্ষিয়ান ছাহাবী আব্দুর রহমান বিন 'আওফকে আনছারদের বনু সালামাহ গোত্রের কিশোর দু'ভাই মু'আয ও মু'আউভিয বিন 'আফরা পৃথকভাবে এসে জিজ্ঞেস করল يَا عَمِّ أَرِنِى أَبَا جَهْلٍ! أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– 'চাচাজী! আবু জাহল-কে দেখিয়ে দিন। সে নাকি আমাদের রাসূলকে গালি দেয়'? তারা প্রত্যেকে পৃথকভাবে গোপনে এসে চাচাজীর কানে কানে একই কথা বলল। আব্দুর রহমান বিন 'আওফ বলেন, আমি ওদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা। ফলে বাধ্য হয়ে দেখিয়ে দিলাম। তখন ওরা দু'জন তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং মু'আয প্রথম আঘাতেই আবু জাহলের পা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। এ সময় তার কাঁধে ইকরিমা বিন আবু জাহলের তরবারির আঘাতে মু'আযের একটি হাত কেটে ঝুলতে থাকলে সে নিজের পা দিয়ে চেপে ধরে হেঁচকা টানে সেটাকে নিজ দেহ

থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। তারপর ছোট ভাই মু'আউভিয়ের আঘাতে আবু জাহল ধরাশায়ী হ'লে তারা উভয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে গর্বভরে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আবু জাহলকে আমি হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের তরবারি মুছে ফেলেছ কি? তারা বলল, না। তারপর উভয়ের তরবারি পরীক্ষা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, كِلاَكُمَا قَتَلَهُ ‘তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছ’।[৪২৪] অবশ্য এই যুদ্ধে মু'আউভিয় বিন ‘আফরা পরে শহীদ হন এবং মু'আয বিন ‘আফরা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকাল (২৩-৩৫ হি.) পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।[৪২৫]

পরে আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ গিয়ে দেখেন যে, আবু জাহলের তখনও নিঃশ্বাস চলছে। তিনি তার দাড়ি ধরে মাথা কেটে নেবার জন্য ঘাড়ে পা রাখলে সে বলে ওঠে, وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ ‘তোমরা কি এই ব্যক্তির চাইতে বড় কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পেরেছ?’ فَلَوْ غَيْرَ أَكَّارٍ قَتَلَنِي! ‘ওহ্! আমাকে যদি (মদীনার) ঐ চাষাদের বদলে অন্য কেউ হত্যা করতো’![৪২৬] উল্লেখ্য যে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মক্কায় ওক্ববা বিন আবু মু'আইত্বের বকরীর রাখাল ছিলেন *(আল-বিদায়াহ ৬/১০২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ইবনু মাসঊদ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, أَخْزَاكَ اللهُ يَا عَدُوَّ اللهِ ‘আল্লাহ তোকে লাঞ্ছিত করুন রে আল্লাহ্র দুশমন!’ জবাবে আবু জাহল বলে ওঠে, وَبِمَاذَا أَخْزَانِي؟ هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ ‘কেন তিনি আমাকে লাঞ্ছিত করবেন? আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তিকে তোমরা হত্যা

---

৪২৪. বুখারী হা/৩১৪১; মুসলিম হা/১৭৫২; মিশকাত হা/৪০২৮।

৪২৫. উল্লেখ্য যে, মু'আয ও মু'আউভিয উভয়ে তাদের বীরমাতা বনু নাজ্জারের ‘আফরা’ বিনতে ওবায়েদ বিন ছা'লাবাহ-র দিকে সম্বন্ধিত হয়ে ইবনু ‘আফরা (ابْنَا عَفْرَاءَ) নামে পরিচিত ছিলেন *(ইবনু হিশাম ১/৬৩৫ টীকা-৫)*। পিতা ছিলেন বনু নাজ্জার-এর হারেছ বিন রিফা'আহ বিন সাওয়াদ *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৮১৬৮)*। ‘আফরা-র মোট ৭ ছেলের প্রত্যেকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সবাই তাদের মায়ের নামে ইবনু ‘আফরা (ابن عفراء) নামে পরিচিত ছিলেন। ‘আফরার প্রথম স্বামী হারেছ-এর ঔরসে মু'আয ও মু'আউভিয জন্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর তালাকপ্রাপ্তা হয়ে তিনি মক্কায় গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি বুকায়ের বিন ‘আব্দে ইয়ালীল লায়ছী-এর সাথে বিবাহিতা হন। তার ঔরসে ৪ পুত্র খালেদ, ইয়াস, ‘আক্বেল ও ‘আমের জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তালাকপ্রাপ্তা হ'লে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন এবং পুনরায় পূর্ব স্বামী হারেছ-এর সাথে বিবাহিতা হন। তার ঔরসে ‘আওফ জন্মগ্রহণ করেন। এইভাবে তিনি মোট ৭টি পুত্র সন্তানের মা হন। যারা প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যন্ত বীর ও বদরী ছাহাবী *(ইবনু সা'দ, আল-ইছাবাহ, উসদুল গাবাহ)*। মু'আয বিন ‘আফরার পিতা প্রখ্যাত আনছার নেতা ল্যাংড়া ছাহাবী ‘আমর ইবনুল জামূহ ছিলেন *(আল-ইছাবাহ মু'আয ক্রমিক ৮০৫৭; ইবনু হিশাম ১/৬৩৪, ৭১০)* কথাটি সঠিক নয়। কেননা ঐ নামে বীর মাতা ‘আফরা বিনতে উবায়েদ-এর কোন স্বামী ছিলেন না *(আল-ইছাবাহ ‘আফরা ক্রমিক ১১৪৮১)*। সুহায়লী বলেন, এ ব্যাপারে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হ'ল এই যে, তারা উভয়ে ছিলেন ‘আফরার পুত্র। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ ‘আফরার পুত্রদ্বয় তাকে হত্যা করেছে’ *(মুসলিম হা/১৮০০; ইবনু হিশাম ১/৬৩৫ টীকা-৫)*।

৪২৬. বুখারী হা/৪০২০; মুসলিম হা/১৮০০; মিশকাত হা/৪০২৯ ‘জিহাদ’ অধ্যায় ৭ অনুচ্ছেদ।

করেছ কি?’[৪২৭] এখন বল, لِمَنِ الدَّائِرَةُ الْيَوْمَ ‘আজ কারা জিতলো’। ইবনু মাসঊদ বললেন, لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ‘আজকের জয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর জন্য’। বলেই তার মাথাটা কেটে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে হাযির হ’লেন এবং বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَذَا رَأْسُ عَدُوِّ اللهِ أَبِي جَهْلٍ ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা হ’ল আল্লাহ্‌র দুশমন আবু জাহলের মাথা। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে ওঠেন, آللهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ ‘আল্লাহ্‌র কসম? যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই’। আমি বললাম, হ্যাঁ। আল্লাহ্‌র কসম! যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই’। অতঃপর আমি তাঁর সামনে মাথাটি রেখে দিলাম তখন তিনি ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বললেন।[৪২৮] এভাবে মক্কার বড় ত্বাগূতটা শেষ হয়।

জয়-পরাজয় (النصر والخسارة) :

এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনছার মোট ১৪জন শহীদ হন। কাফের পক্ষে ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বন্দী হন। তাদের বড় বড় ২৪ জন নেতাকে বদরের একটি পরিত্যক্ত কূয়ায় (القَلِيب) নিক্ষেপ করা হয়।[৪২৯] যাদের মধ্যে হিজরতের প্রাক্কালে রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী আবু জাহলসহ ১৪জন নেতার ১১ জন ছিল। বাকী তিনজন আবু সুফিয়ান (মৃ. মদীনায় ৩০ অথবা ৩৪ হি.), জুবায়ের বিন মুত্ব‘ইম (মৃ. ৫৭ হি.) ও হাকীম বিন হেযাম (মৃ. ৫৪ হি.) মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হন এবং তাদের ইসলাম আমৃত্যু সুন্দর ছিল।

উল্লেখ্য যে, আবু সুফিয়ান, জুবায়ের বিন মুত্ব‘ইম ও আবু লাহাব বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। আবু লাহাব বদর যুদ্ধের সপ্তাহকাল পরে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

---

৪২৭. ইবনু হিশাম ১/৬৩৫; বুখারী হা/৩৯৬১; মুসলিম হা/১৮০০।
৪২৮. ইবনু হিশাম ১/৬৩৫-৩৬।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার মৃতদেহ দেখার পর বলেন, يَرْحَمُ اللهُ ابْنَيْ عَفْرَاءَ، فَهُمَا شُرَكَاءُ فِي قَتْلِ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ‘আল্লাহ আফরার দুই পুত্রের উপর রহম করুন! তারা এই উম্মতের ফেরাঊনকে হত্যায় অংশীদার ছিল। আর ছিল ফেরেশতা এবং ইবনু মাসঊদ’ *(আল-বিদায়াহ ৩/২৮৯)*। বর্ণনাটির সনদ মুনক্বাতি‘ বা যঈফ। একইভাবে এ সময় রাসূল (ছাঃ) খুশীতে দু’রাক‘আত শুকরিয়ার ছালাত আদায় করেছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটিও যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৯১)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, সিজদায়ে শুক্র ওয়াজিব নয় এবং মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারেও কথা রয়েছে’ *(মজমূ‘ ফাতাওয়া ২১/২৯৩; মা শা-‘আ ১১৩-১৪ পৃঃ)*।

৪২৯. আল-বিদায়াহ ৩/২৯৩; আর-রাহীক্ব ২২৪-২৫ পৃঃ। মানছূরপুরী মুসলিম পক্ষে ২২ জন শহীদ বলেছেন *(রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ২/১৮৭)*।

শুহাদায়ে বদর (شهداء بدر) :

বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর যে ১৪ জন শহীদ হয়েছিলেন, তন্মধ্যে মুহাজির ছয় জন হ'লেন, (১) মিহজা' (مِهْجَعٌ), যিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের মুক্তদাস ছিলেন এবং তিনি ছিলেন মুসলিম বাহিনীর প্রথম শহীদ। (২) বনু আব্দিল মুত্ত্বালিব থেকে উবায়দাহ ইবনুল হারিছ বিন মুত্ত্বালিব। শত্রু পক্ষের নেতা উৎবাহ বিন রাবী'আহ তাঁর পা কেটে দেন। পরে 'ছাফরা' গিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (৩) বনু যোহরা থেকে উমায়ের বিন আবু ওয়াককাছ। যিনি সা'দ বিন আবু ওয়াককাছের ভাই ছিলেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সের তরুণ হওয়ায় রাসূল (ছাঃ) তাকে ফিরে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি কাঁদতে থাকেন। ফলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি শহীদ হয়ে যান *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৬০৬১)*। (৪) মুহাজিরগণের মিত্র যুশ-শিমালাইন বিন 'আব্দে আমর আল-খুযাঈ। (৫) বনু 'আদীর মিত্র 'আক্বেল বিন বুকায়ের। (৬) বনুল হারেছ বিন ফিহর থেকে ছাফওয়ান বিন বায়যা।

অতঃপর আনছারদের মধ্যেকার আট জন হ'লেন, (১) বনু নাজ্জার থেকে হারিছাহ বিন সুরাক্বাহ। (২-৩) বনু গানাম থেকে 'আফরার দুই পুত্র 'আওফ ও মু'আউভিয। (৪) বনুল হারেছ বিন খাযরাজ থেকে ইয়াযীদ বিন হারেছ। (৫) বনু সালামাহ থেকে উমায়ের বিন হুমাম। (৬) বনু হাবীব থেকে রাফে' বিন মু'আল্লা। (৭) বনু 'আমর বিন 'আওফ থেকে সা'দ বিন খায়ছামা এবং (৮) মুবাশশির বিন আব্দুল মুনযির *(ইবনু হিশাম ১/৭০৬-০৮)*।

নিহত কুরায়েশ নেতৃবৃন্দের কয়েকজন (بعض المقتولين من سادات قريش) :

বদর যুদ্ধে কুরায়েশ পক্ষের ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দী হন *(ইবনু হিশাম ১/৭১৪)*। নিহতদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হ'লেন, (১-৫) বনু 'আব্দে শামস গোত্রের উৎবাহ ও তার পুত্র অলীদ এবং ভাই শায়বাহ বিন রাবী'আহ, হানযালা বিন আবু সুফিয়ান এবং উক্ববা বিন আবু মু'আইত্ব। যাকে পরে হত্যা করা হয়। (৬) বনু মাখযূম গোত্রের আবু জাহল 'আমর ইবনু হিশাম। (৭-৮) বনু জুমাহ গোত্রের উমাইয়া বিন খালাফ জুমাহী ও তার পুত্র আলী। (৯) বনু আসাদ গোত্রের আবুল বাখতারী 'আছ বিন হিশাম ও (১০) নওফাল বিন খুওয়াইলিদ বিন আসাদ (কুরাইশের শয়তানদের অন্যতম)। (১১) বনু নওফাল গোত্রের তু'আইমা বিন 'আদী। জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম-এর চাচা। (১২) বনু 'আব্দিদ্দার গোত্রের নযর বিন হারেছ। যাকে পরে হত্যা করা হয়। (১৩-১৪) বনু সাহম গোত্রের নুবাইহ ও মুনাব্বিহ ইবনুল হাজ্জাজ দুই ভাই *(ইবনু হিশাম ১/৭০৮-১৩)*।

প্রসিদ্ধ কুরায়েশ বন্দীদের কয়েকজন (بعض الأسارى من سادات قريش) :

(১) বনু হাশেম গোত্র থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব। (২) চাচাতো ভাই 'আক্বীল বিন আবু ত্বালিব (৩) নওফাল বিন হারেছ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (৪) বনু 'আব্দে শাম্স গোত্রের আমর বিন আবু সুফিয়ান (৫) রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা

‘আব্দে শামস গোত্রের আবুল ‘আছ বিন রবী‘। ইনি যয়নাবের স্বামী ছিলেন। তার বিনিময় মূল্য হিসাবে বিবাহকালে খাদীজা (রাঃ)-এর দেওয়া কণ্ঠহার দেখে রাসূল (ছাঃ) অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে যয়নাবকে ফেরত দেওয়ার শর্তে কোনরূপ বিনিময় মূল্য ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হয় *(ইবনু হিশাম ১/৬৫২-৫৩)*। (৬) বনু জুমাহ গোত্রের আমর বিন উবাই বিন খালাফ *(ইবনু হিশাম ২/৩-৮)*। ইবনু হিশাম তার তালিকায় আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের নাম দেননি। কারণ তিনি আগে থেকেই ‘মুসলিম’ ছিলেন। কিন্তু সম্প্রদায়ের ভয়ে তাঁর ইসলাম গোপন রেখেছিলেন *(ইবনু হিশাম ২/৩-টীকা)*।

বদর যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী (بعض الوقائع فى غزوة بدر) :

(১) বদর যুদ্ধে যাত্রা পথে দু’তিন জন করে পালাক্রমে সওয়ার হয়ে চলতে হ’ত। রাসূল (ছাঃ), আলী ও আবু লুবাবা ইবনুল মুনযির এবং পরবর্তীতে তার বদলে মারছাদ বিন আবু মারছাদ গানাভীর জন্য একটি উট বরাদ্দ ছিল। যাতে পায়ে হাঁটার পালা আসলে রাসূল (ছাঃ) নিজেও হাঁটতেন। এসময় সাথীগণ নিজেরা হেঁটে তাঁকে উটে সওয়ার থাকার অনুরোধ করেন। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّى وَلاَ أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الأَجْرِ مِنْكُمَا ‘তোমরা দু’জন আমার চাইতে শক্তিশালী নও এবং আমিও নেকী পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে কম মুখাপেক্ষী নই’।[৪৩০]

(২) বেলাল (রাঃ)-কে নির্যাতনকারী মনিব এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মুখে ও পিছনে নিন্দাকারী নরাধম উমাইয়া বিন খালাফ-এর সাথে আব্দুর রহমান বিন ‘আওফ (রাঃ)-এর জাহেলী যুগে চুক্তি ছিল যে, তিনি মক্কায় তার লোকদের রক্ষা করবেন এবং আব্দুর রহমান মদীনায় উমাইয়ার লোকদের রক্ষা করবেন। সেকারণ যুদ্ধ শেষে তিনি উমাইয়া ও তার ছেলেকে পাহাড়ের একটি গুহায় লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু যেভাবেই হোক সেটি বেলালের নযরে পড়ে যায়। ফলে তিনি একদল আনছারের সামনে গিয়ে চীৎকার দিয়ে বলে উঠেন, ওহে আল্লাহ্র সাহায্যকারীগণ! শীর্ষ কাফের উমাইয়া এখানে। হয় আমি থাকব, নয় সে থাকবে’। তার ডাকের সাথে সাথে চারদিক থেকে সবাই এসে তাকে ঘিরে ফেলল। আব্দুর রহমান শত চেষ্টা করেও তাকে রক্ষা করতে পারলেন না। ফলে পিতা-পুত্র দু’জনেই সেখানে নিহত হ’ল। এতে আব্দুর রহমান-এর পা যখমী হয়।[৪৩১]

---

৪৩০. আহমাদ হা/৩৯০১; হাকেম হা/৪২৯৯; মিশকাত হা/৩৯১৫, সনদ হাসান।

৪৩১. বুখারী হা/২৩০১ ‘দায়িত্ব অর্পণ’ (الوكالة) অধ্যায়-৪০ অনুচ্ছেদ-২।

এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, (১) যুদ্ধ শুরুর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, অনেক লোককে আবু জাহল যবরদস্তি করে যুদ্ধে এনেছে। অথচ তারা মোটেই যুদ্ধে ইচ্ছুক ছিল না। অতএব তোমরা বনু হাশেমের কাউকে এবং বিশেষ করে আব্বাসকে কোনভাবেই আঘাত করবে না। অনুরূপভাবে আবুল বাখতারী বিন হেশামকে যেন হত্যা করো না। পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানতে পারেন যে, কুরায়েশ নেতা উৎবাহ বিন রাবী‘আহ্র পুত্র আবু হুযায়ফা, যিনি আগেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেন

(৩) তিনদিন অবস্থানের পর বিদায়কালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার মৃত নেতাদের উদ্দেশ্যে কূয়ার পাশে দাঁড়িয়ে একে একে পিতা সহ তাদের নাম ধরে ডেকে বলেন,

يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ، أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لاَ أَرْوَاحَ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم – وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ. قَالَ قَتَادَةُ أَحْيَاهُمُ اللهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنَقِيمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا–

‘হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন বুঝতে পারছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে তোমরা আজ খুশী হ’তে? নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে (বিজয়ের) ওয়াদা দিয়েছিলেন, আমরা তা সত্যরূপে পেয়েছি। তোমরা কি তা সত্যরূপে পেয়েছ যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে (আযাবের) ওয়াদা করেছিলেন? এ সময় ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এমন দেহগুলির সাথে কথা বলছেন, যাদের মধ্যে রূহ নাই। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা তাদের চাইতে অধিক শ্রবণকারী নও, যা আমি বলছি’।

এবং বদরের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি বলেছেন যে, আমরা আমাদের পিতা ও ভাইদের হত্যা করব, আর আব্বাসকে ছেড়ে দেব? তা হ’তে পারে না। আল্লাহ্র কসম! আমার সামনে পড়ে গেলে আমি অবশ্যই আব্বাসকে হত্যা করব’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন ওমর (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, হে আবু হাফ্ছ! রাসূলের চাচার মুখের উপর তরবারির আঘাত করা হবে? জবাবে ওমর (রাঃ) বলেন, আমাকে ছাড়ুন, আমি এখুনি ওর গর্দান উড়িয়ে দিয়ে আসি’। পরে আবু হুযায়ফা এতে অনুতপ্ত হন। তিনি বলতেন যে, ঐদিন মুখ ফসকে যে কথাটি বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই থেকে আমি কোনদিন মনে স্বস্তি পাইনি। সর্বদা ভাবতাম, শাহাদাত লাভই এর একমাত্র কাফফারা হ’তে পারে। পরে তিনি আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ভণ্ডনবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে ইয়ামামাহ্র যুদ্ধে শহীদ হন *(আর-রাহীক্ব ২২২ পৃঃ; হাকেম হা/৪৯৮৮; ইবনু হিশাম ১/৬২৯)*। বক্তব্যটির সনদ যঈফ। যাহাবী বলেন, ‘সনদ দুর্বল হওয়া ছাড়াও প্রথম দিকের ছাহাবীদের পক্ষে এমনকি পরবর্তীদের পক্ষেও এরূপ আচরণ অতীব দূরতম বিষয়’ *(মা শা-‘আ ১১২ পৃঃ)*। (২) এই যুদ্ধে আবুবকর (রাঃ) তার পুত্র আব্দুর রহমানকে ‘হে খবীছ! আমার মাল কোথায়? বলে ধমক দেন’ *(ইবনু হিশাম ১/৬৩৮; আর-রাহীক্ব ২২৩ পৃঃ)*। বর্ণনাটির সনদ মু‘যাল বা যঈফ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৭৭২)*। (৩) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) তার মামু ‘আছ বিন হিশাম বিন মুগীরাহকে হত্যা করেন’ *(আর-রাহীক্ব ২২৩ পৃঃ, সূত্র বিহীন)*। (৪) মুছ‘আব বিন উমায়ের (রাঃ) তার ভাই আবু আযীয বিন উমায়েরকে উদ্দেশ্য করে তাকে বন্দীকারী আনছার ছাহাবীকে বলেন, ওকে ভালোভাবে বেঁধে নিয়ে যাও। ওর মা বড় একজন ধনী মহিলা। অনেক রক্তমূল্য পাবে। অতঃপর ভাইকে উদ্দেশ্য করে উক্ত ছাহাবীর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, إِنَّهُ أَخِي دُونَكَ ‘উনিই আমার ভাই, তুমি নও’ *(আর-রাহীক্ব ২২৪ পৃঃ; ইবনু হিশাম ১/৬৪৬)*। বর্ণনাগুলি বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। বরং ‘মুরসাল’ বা যঈফ *(তালীক্ব, আর-রাহীক্ব ১৩৩ পৃঃ; মা শা-‘আ ১১৮ পৃঃ)*।

এর ব্যাখ্যায় ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাদেরকে (সাময়িকভাবে) জীবিত করেন, যাতে তারা নবীর ধিক্কারবাণীগুলি শুনতে পায় ও লজ্জিত হয়' *(বুখারী হা/৩৯৭৬)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ওমর (রাঃ) বলেন, يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا 'ওরা কিভাবে শুনবে এবং ওরা কিভাবে জওয়াব দিবে। অথচ ওরা মরে পচে গেছে'। জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা ওদের চাইতে অধিক শ্রবণকারী নও, যা আমি বলছি'। কিন্তু ওরা জওয়াব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না'।[৪৩২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, يَا رَسُولَ اللهِ أَتُنَادِيهِمْ بَعْدَ ثَلاَثٍ وَهَلْ يَسْمَعُونَ؟ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى). فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا– 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিন দিন পরে আপনি ওদের ডাকছেন। ওরা কি শুনতে পাবে? অথচ আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃতকে' *(নামল ২৭/৮০; রূম ৩০/৫২)*। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা তাদের চাইতে অধিক শ্রবণকারী নও, যা আমি বলছি'। কিন্তু ওরা জওয়াব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না' *(আহমাদ হা/১৪০৯৬, সনদ ছহীহ)*।

উক্ত বিষয়ে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ক্বাতাদাহ (রাঃ) ঐসব ব্যক্তিগণের প্রতিবাদে উপরোক্ত কথা বলেছেন, যারা বদরে মৃত কাফিরদের রাসূল (ছাঃ)-এর আহ্বান শুনতে পাওয়াকে অস্বীকার করে' *(ফাৎহুল বারী হা/৩৯৭৬-এর ব্যাখ্যা)*। ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, ক্বাতাদাহ (রাঃ)-এর ব্যাখ্যায় বুঝা যায় যে, ঐ সময় তাদেরকে জীবিত করার বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য 'খাছ' ছিল। কিন্তু এটি জমহূর বিদ্বানগণের মতামতের বিরোধী *(মিরক্বাত)*।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আয়েশা (রাঃ) বলেন, وَالنَّاسُ يَقُولُونَ لَقَدْ سَمِعُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ عَلِمُوا 'লোকেরা বলে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তারা অবশ্যই শুনেছে যা তুমি তাদের বলছ। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, নিশ্চয়ই তারা জানতে পারবে' *(আহমাদ হা/২৬৪০৪ সনদ হাসান)*। তিনি বলেন, مَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ إِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ. ثُمَّ قَرَأَتْ (إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى)، (وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُورِ). تَقُولُ: حِينَ تَبَوَّءُوا

---

৪৩২. বুখারী হা/৩৯৭৬; মুসলিম হা/২৮৭৪; মিশকাত হা/৩৯৬৭, 'জিহাদ' অধ্যায়-১৯, 'বন্দীদের হুকুম' অনুচ্ছেদ-৫।

Contents

مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ– ‘রাসূল (ছাঃ) বলেননি, যা আমি বলছি তা অবশ্যই তারা শুনছে। বরং তিনি বলেছিলেন, অবশ্যই তারা এখুনি জানতে পারবে, যা আমি তাদেরকে বলতাম (কবরের আযাব বিষয়ে), তা সত্য। অতঃপর তিনি আয়াত দু’টি পাঠ করেন *(নমল ২৭/৮০)* এবং *(ফাত্বির ৩৫/২২)*। তিনি বলেন, (তারা জানবে) যখন তাদেরকে জাহান্নামে তাদের ঠিকানায় পৌছানো হবে’।[৪৩৩] মূলতঃ জীবিতদের শোনানোই ছিল মূল উদ্দেশ্য। যাতে যুগ যুগ ধরে কাফির-মুনাফিকরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

(৪) আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, হারেছাহ বিন সুরাক্বা আনছারী তরুণ বয়সে বদর যুদ্ধে নিহত হন। তার মা এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন, ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি

---

৪৩৩. বুখারী হা/৩৯৭৯; মুসলিম হা/৯৩২।

(১) এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীছটি প্রসিদ্ধ আছে, যা ছহীহ নয়।- يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ بِئْسَ عَشِيرَةُ النَّبِيِّ كُنْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ كَذَّبْتُمُونِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ وَأَخْرَجْتُمُونِي وَآوَانِي النَّاسُ وَقَاتَلْتُمُونِي وَنَصَرَنِي النَّاسُ ثُمَّ قَالَ: هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ ‘হে কূয়ার অধিবাসীরা! কতইনা মন্দ আত্মীয় ছিলে তোমরা তোমাদের নবীর জন্য। তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিলে, আর লোকেরা আমাকে সত্যবাদী বলেছিল। তোমরা আমাকে বের করে দিয়েছিলে, আর লোকেরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। তোমরা আমার সাথে লড়াই করেছ, অথচ লোকেরা আমাকে সাহায্য করেছে’। অতঃপর তিনি বলেন, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা কি তোমরা সত্যরূপে পেয়েছ? আর-রাহীক্ব ২২৪-২৫; ইবনু হিশাম ১/৬৩৯; আলবানী বলেন, এর সনদ মু‘যাল (যঈফ); মুসনাদে আহমাদ-এর বর্ণনায় এসেছে, جَزَاكُمُ اللهُ شَرًّا مِنْ قَوْمِ نَبِيٍّ ‘আল্লাহ তোমাদের মত নবীর কওমকে মন্দ প্রতিফল দিন!’ *(আহমাদ হা/২৫৪১১ সনদ মুনক্বাতি‘ বা ছিন্ন সূত্র; মা শা-‘আ ১১৫ পৃঃ)*।

(২) আরও প্রসিদ্ধ আছে যে, মুশরিক নেতাদের মৃতদেহগুলি কূয়ায় নিক্ষেপকালে উৎবা বিন রাবী‘আহ্র লাশ টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে তার পুত্র আবু হুযায়ফা-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘হে আবু হুযায়ফা! তোমার পিতার এ অবস্থা দেখে নিশ্চয়ই তোমার অন্তরে খারাব লাগছে’? জবাবে আবু হুযায়ফা বললেন, ‘আল্লাহ্র কসম তা নয় হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা ও তার নিহত হওয়ার ব্যাপারে আমার মনে কোন ভাবান্তর নেই। তবে আমি জানতাম যে, আমার পিতার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, দূরদর্শিতা ও কল্যাণময়তা রয়েছে। আমি আশা করতাম এগুলি তাঁকে ইসলামের দিকে পথ দেখাবে। কিন্তু এখন তার কুফরী হালতে মৃত্যু দেখে দুঃখিত হয়েছি’। এ জবাব শুনে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার জন্য কল্যাণের দো‘আ করলেন এবং তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করলেন *(আর-রাহীক্ব ২২৪ পৃঃ; হাদীছ যঈফ, ঐ, তা‘লীক্ব ১৩৩ পৃঃ)*।

(৩) একদিন উক্কাশা বিন মিহছান তার ভাঙ্গা তরবারি নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন। তখন তিনি তাকে একটি কাঠের টুকরা দিয়ে বলেন, তুমি এটা দিয়ে যুদ্ধ কর। অতঃপর যখন তিনি সেটি হাতে নিয়ে নড়াচড়া করেন তখন সেটি লম্বা, শক্ত ও ধবধবে সাদা তরবারিতে পরিণত হয়ে যায়। অতঃপর সেটি নিয়ে তিনি যুদ্ধ করেন। যতক্ষণ না আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করেন। সেদিন থেকে উক্ত তরবারিটির নাম হয় আল-‘আওন (الْعَوْنُ) বা সাহায্যকারী। এরপর থেকে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সকল যুদ্ধে উক্ত তরবারি নিয়ে যোগদান করেন। এমনকি আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে রিদ্দার যুদ্ধে উক্ত তরবারি নিয়েই তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং শহীদ হন। তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ আল-আসাদী তাঁকে হত্যা করেন’ *(আর-রাহীক্ব ২২৪ পৃঃ; ইবনু হিশাম ১/৬৩৭)*। ইবনু ইসহাক এটি বিনা সনদে উল্লেখ করেছেন। সেকারণ এটি যঈফ *(তা‘লীক্ব, আর-রাহীক্ব ১৩২ পৃঃ; মা শা-‘আ ১১৬ পৃঃ)*।

ইবনু হাজার বলেন, উক্কাশা ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবী। তাঁকে হত্যাকারী তুলায়হা ‘মুরতাদ’ ছিল। পরে সে ইসলামে ফিরে আসে। *রাযিয়াল্লাহু ‘আনহুম (আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৫৬৪৮)*।

আমাকে হারেছার অবস্থান সম্পর্কে বলবেন কি? যদি সে জান্নাতে থাকে, তাহ'লে আমি ছবর করব এবং ছবরের বিনিময়ে ছওয়াব কামনা করব। আর যদি অন্য কিছু হয়, তাহ'লে বলুন আমি কি করব? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, কি বলছ তুমি? জান্নাত কি কেবল একটা? বহু জান্নাত রয়েছে। আর তোমার সন্তান রয়েছে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফেরদৌসে' *(বুখারী হা/২৮০৯, ৩৯৮২)*।

মক্কায় পরাজয়ের খবর ও তার প্রতিক্রিয়া (وصول نبأ الهزيمة فى مكة ورد فعلها) :

হায়সুমান বিন আব্দুল্লাহ আল-খুযাঈ সর্বপ্রথম মক্কায় পরাজয়ের খবর পৌঁছে দেয়। এ খবর তাদের উপরে এমন মন্দ প্রভাব ফেলল যে, তারা শোকে-দুঃখে পাথর হয়ে গেল এবং সকলকে বিলাপ করতে নিষেধাজ্ঞা জারী করল। যাতে মুসলমানেরা তাদের দুঃখ দেখে আনন্দিত হবার সুযোগ না পায়। যুদ্ধ ফেরত ভাতিজা আবু সুফিয়ান বিন হারেছ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবকে দেখে আবু লাহাব সাগ্রহে যুদ্ধের খবর কি জানতে চাইলে তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা এমন একটা দলের মুকাবিলা করেছি, যাদেরকে আমরা আমাদের কাঁধগুলি পেতে দিয়েছি। আর তারা ইচ্ছামত হত্যা করেছে ও বন্দী করেছে। এতদসত্ত্বেও আমি আমাদের লোকদের তিরস্কার করছিনা এ কারণে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের মুকাবিলা এমন কিছু শুভ্রবসন লোকের সঙ্গে হয়েছিল, যারা আসমান ও যমীনের মাঝখানে সাদা-কালো মিশ্রিত (خَيْلٌ بُلْقٌ) ঘোড়ার উপরে সওয়ার ছিল। আল্লাহ্র কসম! না তারা কোন কিছুকে ছেড়ে দিচ্ছিল, না কেউ তাদের মুকাবিলায় দাঁড়াতে পারছিল' (وَاللهِ مَا تُلِيقُ شَيْئًا وَلاَ يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ)। একথা শুনে পাশেই দাঁড়ানো আবু রাফে', যিনি আব্বাস-এর গোলাম ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, তিনি বলে ওঠেন, تِلْكَ وَاللهِ الْمَلاَئِكَةُ 'আল্লাহ্র কসম! ওঁরা ফেরেশতা'। একথা শুনে ক্ষুব্ধ নেতা আবু লাহাব তার গালে ভীষণ জোরে এক চড় বসিয়ে দিল। তখন উভয়ে লড়াই শুরু হয়ে গেল। আবু লাহাব আবু রাফে'-কে মাটিতে ফেলে দিয়ে মারতে লাগল। তখন আব্বাস-এর স্ত্রী উম্মুল ফযল (রাঃ) এসে তাঁবুর একটা খুঁটি নিয়ে আবু লাহাবকে ভীষণ জোরে মার দিয়ে বললেন, اسْتَضْعَفْتَهُ أَنْ غَابَ عَنْهُ سَيِّدُهُ 'ওর মনিব বাড়ী নেই বলে তুমি ওকে দুর্বল ভেবেছ?' এতে লজ্জিত হয়ে আবু লাহাব উঠে গেল। এর মাত্র সাতদিনের মধ্যেই আল্লাহ্র হুকুমে সে আদাসাহ (عَدَسَة) নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে সারা দেহ পচে গলে মারা গেল। গুটি বসন্তের ন্যায় এই রোগকে সেযুগে মানুষ কু-লক্ষণ ও সংক্রামক ব্যাধি বলে জানত। ফলে পরিবারের লোকেরা তাকে ছেড়ে যায় এবং সে নিঃসঙ্গভাবে মৃত্যুবরণ করে। এ অবস্থায় তিনদিন লাশ পড়ে থাকলেও কেউ তার কাছে যায়নি। অবশেষে একজন লোকের সহায়তায় তার দুই ছেলে তার লাশ পাহাড়ের মাথায় নিয়ে

একটা লাঠি দিয়ে ঠেলে গর্তে ফেলে তার উপর মাটি ও পাথর ছুঁড়ে পুঁতে দিল দুর্গন্ধের ভয়ে।[৪৩৪] এইভাবে এই দুরাচার দুনিয়া থেকে বিদায় হ'ল। ছাফা পাহাড়ের ভাষণের দিন রাসূল (ছাঃ)-কে تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ 'সর্বদা তুমি ধ্বংস হও' *(বুখারী হা/৪৭৭০)* বলার ১৫ বছর পরে তার এই পরিণতি হয়।

মদীনায় বিজয়ের খবর (وصول نبأ الفتح فى المدينة) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা আনছারীকে মদীনার উচ্চ ভূমিতে এবং যায়েদ বিন হারেছাহকে নিম্নভূমিতে পাঠিয়ে দেন মদীনায় দ্রুত বিজয়ের খবর পৌঁছানোর জন্য। ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা ও হযরত ওছমানের স্ত্রী রুক্বাইয়া (রাঃ)-কে দাফন করে মাটি সমান করা হচ্ছিল। যার অসুখের কারণে রাসূল (ছাঃ) ওছমান ও উসামা বিন যায়েদকে মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন তার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য।[৪৩৫]

অন্য দিকে ইহূদী ও মুনাফিকরা রাসূল (ছাঃ)-এর পরাজয় এমনকি তাঁর নিহত হবার খবর আগেই রটিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর নিশ্চিত খবর জানতে পেরে মুহাজির ও আনছার ছাহাবীগণ *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* ও *আল্লাহু আকবার* ধ্বনিতে মদীনা মুখরিত করে তোলেন এবং রাসূল (ছাঃ)-কে অভ্যর্থনার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন *(আর-রাহীক্ব ২২৭ পৃঃ)*।

গণীমত বণ্টন (قسمة الغنائم من بدر) :

যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদরে তিনদিন অবস্থান করেন। উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) বলেন যে, এরি মধ্যে গণীমতের মাল নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়, যা এক সময়ে চরমে ওঠে। যারা শত্রুদের পিছু ধাওয়া করেছিল ও কাউকে হত্যা ও কাউকে বন্দী করেছিল, তারা তার সব মাল দাবী করল। আরেক দল যারা গণীমত জমা করেছিল, তারা সব মাল তাদের বলে দাবী করল। আরেক দল যারা রাসূল (ছাঃ)-কে পাহারা দিয়ে তাঁকে হেফাযত করেছিল, তারাও সব নিজেদের বলে দাবী করল। এ সময় সূরা আনফাল ১ম আয়াত নাযিল হয়।- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'লোকেরা

---

(৪) এছাড়াও একটি মু'জেযা প্রসিদ্ধ আছে যে, রেফা'আহ বিন রাফে' বিন মালেক বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন আমি তীরের আঘাতপ্রাপ্ত হই। ফলে আমার চোখ বেরিয়ে যায়। তখন রাসূল (ছাঃ) সেখানে থুথু লাগিয়ে দেন এবং আমার জন্য দো'আ করেন। ফলে আমি পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাই' *(হাকেম হা/৫০২৪; বায়হাক্বী দালায়েল ৩/১০০)*। বর্ণনাটি যঈফ *(মা শা-'আ ১২২ পৃঃ)*।

৪৩৪. হাকেম হা/৫৪০৩, যাহাবী চুপ থেকেছেন; ইবনু হিশাম ১/৬৪৭।

৪৩৫. ইবনু হিশাম ১/৬৪২; বায়হাক্বী হা/১৮৩৬৬; হাকেম হা/৪৯৫৯, যাহাবী চুপ থেকেছেন।

Contents

তোমাকে প্রশ্ন করছে যুদ্ধলব্ধ গণীমতের মাল বণ্টন সম্পর্কে। বলে দাও, গণীমতের মাল সবই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পরে মীমাংসা করে নাও। আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক' *(আনফাল ৮/১)*। অতঃপর সেমতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব মাল তার নিকটে জমা করতে বলেন।

যুদ্ধবন্দী হত্যা (قتل الأسارى) :

অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বদর থেকে রওয়ানা দিয়ে 'ছাফরা' (الصَّفْرَاء) গিরি সংকট অতিক্রম করে একটি টিলার উপরে গিয়ে বিশ্রাম করেন এবং সেখানে বসে গণীমতের সমস্ত মালের এক পঞ্চমাংশ বের করে নিয়ে বাকী মাল সৈন্যদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দেন।[৪৩৬] এর পূর্বে ছাফরা গিরিসংকটে কুরায়েশ বাহিনীর পতাকাবাহী দুষ্টমতি নযর বিন হারিছকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশক্রমে হযরত আলী (রাঃ) হত্যা করেন। এই শয়তান ইরাকের 'হীরা' থেকে নাচগানে পারদর্শী সুন্দরী নর্তকীদের খরীদ করে এনে মক্কাবাসীদের বিভ্রান্ত করত। যাতে কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর কথা না শোনে ও কুরআন না শোনে। এরপর 'ইরকুয যাবিয়াহ' (عِرْقُ الظَّبْيَةِ) নামক স্থানে পৌঁছে আরেক শয়তানের শিখণ্ডী উক্ববা বিন আবু মু'আইত্বকে হত্যার নির্দেশ দেন'।[৪৩৭] যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে কা'বাগৃহে ছালাতরত অবস্থায় গলায় চাদর পেঁচিয়ে এবং পরে মাথায় উটের ভুঁড়ি চাপিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছিল *(বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৬৩৭৮, ৫২০)*। একে মারেন আছেম বিন ছাবিত আনছারী (রাঃ)। মতান্তরে হযরত আলী (রাঃ)। এই দু'জন ব্যক্তি বন্দীর মর্যাদা পাবার যোগ্য ছিল না। কেননা তারা ছিল আধুনিক পরিভাষায় শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী (مِنْ أَكَابِرِ مُجْرِمِي الْحَرْبِ)।

মদীনায় অভ্যর্থনা (استقبال الجيش الإسلامى فى المدينة) :

বিজয়ী কাফেলা রাওহা (الرَّوْحَاء) পৌঁছলে মদীনা থেকে আগমনকারী অগ্রবর্তী অভ্যর্থনাকারী দলের সাথে প্রথম মুলাকাত হয় *(ইবনু হিশাম ১/৬৪৩)*। তারা বিপুল উৎসাহে বিজয়ী রাসূলকে অভ্যর্থনা জানায়। তাদের উচ্ছ্বাস দেখে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী ছাহাবী সালামা বিন সালামাহ (سَلَمَةُ بْنُ سَلاَمَةَ) বলেন, مَا الَّذِي تُهَنِّئُونَنَا بِهِ. وَاللهِ إِنْ لَقِينَا إِلاَّ عَجَائِزَ صُلْعًا كَالْبُدْنِ الْمُعَقَّلَةِ، فَنَحَرْنَاهَا– 'তোমরা কিজন্য আমাদের মুবারকবাদ দিচ্ছ'? 'আল্লাহ্র কসম! আমরা তো কিছু টেকো মাথা বুড়োদের মুকাবিলা করেছি মাত্র,

---

৪৩৬. ইবনু হিশাম ১/৬৪৩; আহমাদ হা/২২৮১৪, হাসান লিগায়রিহী; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ২৩৪ পৃঃ সনদ ছহীহ।
৪৩৭. ইবনু হিশাম ১/৬৪৪; আল-বিদায়াহ ৩/৩০৫।

যারা ছিল বাঁধা উটের মত, যাদেরকে আমরা যবহ করেছি’। তার কথা বলার ঢং দেখে রাসূল (ছাঃ) মুচকি হেসে বললেন, يَا ابْنَ أَخِي أُولَئِكَ الْمَلَأُ الأَكْبَرُ ‘হে ভাতিজা! ওরাই তো বড় বড় নেতা’।[৪৩৮] এ সময় ছাহাবী উসায়েদ বিন হুযায়ের আনছারী (أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ) যিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন না, তিনি সাক্ষাৎ করে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আপনাকে বিজয় দান করেছেন ও আপনার চক্ষুকে শীতল করেছেন। আল্লাহ্র কসম! আমি একথা ভেবে বদরে গমন হ’তে পিছনে থাকিনি যে, আপনার মুকাবিলা শত্রুদের সাথে হবে। ظَنَنْتُ أَنَّهَا عِيرٌ وَلَوْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ عَدُوٌّ مَا تَخَلَّفْتُ ‘আমি তো ভেবেছিলাম এটা স্রেফ বাণিজ্য কাফেলা আটকানোর বিষয়। যদি বুঝতাম যে, এটা শত্রুদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা, তাহ’লে আমি কখনো পিছনে থাকতাম না’। রাসূল (ছাঃ) বললেন, (صَدَقْتَ) ‘তুমি সত্য বলেছ’ *(আল-বিদায়াহ ৩/৩০৫)*। পরের বছর ওহোদ যুদ্ধে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে আনছার বাহিনীর মধ্যে আউসদের পতাকাবাহী নিযুক্ত করেন। অতঃপর একদিকে কন্যা হারানোর বেদনা অন্যদিকে যুদ্ধ বিজয়ের আনন্দ এরি মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় প্রবেশ করেন।

যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে ফায়ছালা (الحكم فى أسارى بدر) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমনের একদিন পরে বন্দীদের কাফেলা মদীনায় পৌঁছে। রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে ছাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তাঁর আদেশ যথাযথভাবে পালিত হয় এবং ছাহাবীগণ নিজেরা খেজুর খেয়ে বন্দীদের রুটি খাওয়ান *(ইবনু হিশাম ১/৬৪৪-৪৫)*। কেননা ঐ সময় মদীনায় খেজুর ছিল সাধারণ খাদ্য এবং রুটি ছিল মূল্যবান খাদ্য। অতঃপর তিনি ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেন। আবুবকর (রাঃ) তাদেরকে রক্তমূল্য নিয়ে ছেড়ে দিতে বলেন। কেননা এর ফলে কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের হেদায়াত নছীব করতে পারেন এবং তারা আমাদের জন্য সাহায্যকারী হ’তে পারে। কিন্তু ওমর ফারূক (রাঃ) স্ব স্ব আত্মীয়কে স্ব স্ব হস্তে হত্যা করার পরামর্শ দেন। দয়ার নবী আবুবকরের পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং অধিকাংশ বন্দীকে রক্তমূল্য নিয়ে ছেড়ে দিলেন। জামাতা আবুল ‘আছ সহ কয়েকজনকে রক্তমূল্য ছাড়াই মুক্তি দেন। আবুল ‘আছ ছিলেন খাদীজার সহোদর বোনের ছেলে এবং রাসূল-কন্যা যয়নবের স্বামী। ফিদইয়া দিতে অক্ষম কয়েকজনকে মাথা প্রতি ১০ জনকে লেখাপড়া শিখানোর বিনিময়ে মদীনাতেই রেখে দেন। তাদের মেয়াদ ছিল উত্তম রূপে পড়া ও লেখা শিক্ষা দান করা

৪৩৮. ইবনু হিশাম ১/৬৪৩-৪৪; ত্বাবারাণী, মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১৬৪৪৫; হাকেম হা/৫৭৬৭, সনদ ‘ছহীহ মুরসাল’; যঈফাহ হা/২২৩৫।

Contents

পর্যন্ত। এর দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর আকুল আগ্রহের প্রমাণ মেলে। যা কোন যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের ইতিহাসে ছিল নযীরবিহীন। ওছমান (রাঃ)সহ নয় জন ছাহাবীকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও গণীমতের অংশ দেন তাদের যথার্থ ওযর ও অন্যান্য সহযোগিতার কারণে।

উল্লেখ্য যে, ঐ সময় রাসূল-কন্যা রুক্বাইয়া মৃত্যু শয্যায় থাকার কারণে ওছমান গণী (রাঃ) ও উসামা বিন যায়েদ-কে রাসূল (ছাঃ) মদীনায় থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন' *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৭০)*। রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা আবুল 'আছ বিন রবী'-এর রক্তমূল্য বাবদ তাঁর কন্যা যয়নবের যে কণ্ঠহারটি পেশ করা হয়, তা ছিল হযরত খাদীজার দেওয়া। তা দেখে রাসূল (ছাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِى لَهَا 'যদি তোমরা যয়নাবের জন্য তার বন্দীকে মুক্তি দিতে এবং তার কণ্ঠহারটিকে তার কাছে ফেরৎ দিতে'! তখন সবাই বলল, হ্যাঁ। অতঃপর কন্যা যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়ার শর্ত করা হয়। অতঃপর বদর যুদ্ধের কাছাকাছি এক মাস পর যায়েদ বিন হারেছাহ ও একজন আনছার ছাহাবীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁকে মদীনায় ফিরিয়ে আনা হয়।[৪৩৯] উক্ত কণ্ঠহার বিষয়ে 'অনন্য কণ্ঠহার' (الْعِقْدُ الْفَرِيدُ) নামে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত আরবী নিবন্ধ বাংলাদেশের সরকারী ডিগ্রী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হিসাবে রয়েছে।

হিজরতকালে হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ বিন মুত্ত্বালিব (هَبَّارُ بْنُ الْأَسْوَدِ) যয়নাবকে তার হাওদায় বর্শা দিয়ে আঘাত করে। তাতে তিনি উটের পিঠ থেকে একটি পাথরের উপর পতিত হ'লে তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায়। যাতে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যায় ও প্রচুর রক্তক্ষরণ হ'তে থাকে। এসময় আবু সুফিয়ান দলবল নিয়ে এসে উটচালক তাঁর দেবর কেনানাহ বিন রবী'-কে বললেন, মুহাম্মাদের আহত মেয়েটিকে নিয়ে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে যাওয়াটা আমাদের জন্য হীনকর। তাকে আটকিয়ে রাখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তুমি ওকে নিয়ে ফেরৎ যাও। অতঃপর রাতের বেলা গোপনে গিয়ে তার বাপের হাতে মেয়েকে পৌঁছে দাও। তার কথামতে কিনানাহ ফিরে যান এবং কয়েকদিন মক্কায় অবস্থান শেষে একটু সুস্থ হ'লে রাতের বেলা তাকে নিয়ে যায়েদ বিন হারেছাহ্র নিকট পৌঁছে দেন। এভাবে ইসলামের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে যয়নব মদীনায় পিতৃগৃহে এবং আবুল 'আছ মক্কায় বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে থাকেন। এ মর্মান্তিক ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেছিলেন, هِيَ أَفْضَلُ بَنَاتِي أُصِيبَتْ فِيَّ 'সে আমার সেরা মেয়ে। আমার জন্য সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে'।[৪৪০]

---

৪৩৯. আহমাদ হা/২৬৪০৫; আবুদাঊদ হা/২৬৯২; মিশকাত হা/৩৯৭০; সনদ হাসান।
৪৪০. হাকেম হা/৬৮৩৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৭১; আল-বিদায়াহ ৩/৩৩১।

পরবর্তীতে ৮ম হিজরীর রামাযান মাসে মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে আবুল 'আছ মুসলমান হয়ে মদীনায় এলে যয়নবকে ছয় বছর পরে তার স্বামীর কাছে ন্যস্ত করা হয় এবং তাদের পূর্ব বিবাহ বহাল রাখা হয়।[৪৪১] যয়নব ৮ হিজরীর প্রথম দিকে এবং আবুল 'আছ ১২ হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৪২]

উল্লেখ্য যে, হাব্বার মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ক্ষমা করে দেন *(যাদুল মা'আদ ৩/৩৬২)*।

বন্দীমুক্তির পরের দিনই সূরা আনফালের ৬৭ ও ৬৮ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শের প্রতি আল্লাহ্‌র সমর্থন প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) ক্রন্দন করতে থাকেন। উক্ত আয়াতে বলা হয়,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيْدُ الْآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ- لَوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-

'দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ আর আল্লাহ চান আখেরাতের কল্যাণ। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়'। 'আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তজ্জন্য তোমাদেরকে ভয়ংকর শাস্তি পাকড়াও করত' *(আনফাল ৮/৬৭-৬৮)*।

উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত পূর্ব বিধানটি ছিল নিম্নরূপ :

فَإِذا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا-

'অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মার। অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর, তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ নাও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না শত্রু অস্ত্র সমর্পণ করে.. *(মুহাম্মাদ ৪৭/৪)*।

---

৪৪১. ইবনু হিশাম ১/৬৫৭-৫৯; তিরমিযী হা/১১৪৩; আবুদাঊদ হা/২২৪০; ইবনু মাজাহ হা/২০০৯, সনদ ছহীহ। যে হাদীছে নতুন বিবাহ ও নতুন মোহরের কথা এসেছে, সেটি যঈফ *(তিরমিযী হা/১১৪২; ইবনু মাজাহ হা/২০১০)*। অন্য বর্ণনায় 'দুই বছর' পরের কথা এসেছে *(আবুদাঊদ হা/২২৪০ সনদ ছহীহ)*। তার অর্থ হ'ল ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধির পর কাফির ও মুসলিমে বিবাহ ছিন্ন হওয়ার যে নির্দেশ আসে, তার দু'বছর পরে *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা মুমতাহিনা ১০ আয়াত)*।

৪৪২. আল-ইছাবাহ, যয়নব ক্রমিক ১১২১৭; ঐ, আবুল 'আছ ক্রমিক ১০১৭৬।

উল্লেখ্য যে, নাখলা যুদ্ধের পরে ও বদর যুদ্ধের পূর্বে শা'বান মাসে যুদ্ধ ফরয করে সূরা মুহাম্মাদ ৪-৭ ও ২০ আয়াত সমূহ নাযিল হয়। যাতে যুদ্ধের বিধি-বিধান সমূহ বর্ণিত হয়। এজন্য এ সূরাকে 'সূরা ক্বিতাল' (سُوْرَةُ الْقِتَالِ) বলা হয়। তবে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে সূরা হজ্জের ৩৯ আয়াতটি নাযিল হয় হিজরতের সময়কালে, কুরায়েশদের অব্যাহত সন্ত্রাস ও হামলা মুকাবিলার জন্য।

উক্ত সূরা মুহাম্মাদ ৪ আয়াতে অনুগ্রহ অথবা মুক্তিপণের কথা বলা হয়েছে। সেই বিধান মতেই বন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সূরা আনফালে বর্ণিত ধমকির আয়াত দু'টি (৬৭-৬৮) সঙ্গে সঙ্গে নাযিল না হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে নাযিল হওয়ার মধ্যে আল্লাহ্র অশেষ করুণা নিহিত ছিল। যাতে বনু হাশেম সহ মুসলমানদের অনেক হিতাকাংখী বন্দী মুক্তি পান ও পরে তারা প্রকাশ্যে মুসলমান হয়ে যান। এই সময় বন্দী বিনিময়ের ঘটনাও ঘটে। যেমন হযরত সা'দ বিন নু'মান (রাঃ) ওমরাহ করার জন্য মক্কায় গেলে আবু সুফিয়ান তাকে আটকে দেন। পরে বদর যুদ্ধে বন্দী তার পুত্র আমর বিন আবু সুফিয়ানকে মুক্তি দেওয়ার বিনিময়ে তাকে মুক্ত করা হয়।[৪৪৩]

---

৪৪৩. ইবনু হিশাম ১/৬৫০-৫৩।

(১) প্রসিদ্ধ আছে যে, বদর যুদ্ধে 'খত্বীবু কুরায়েশ' বলে খ্যাত বন্দী সুহায়েল বিন 'আমরকে মুক্ত করার জন্য কুরায়েশরা যখন লোক পাঠায়, তখন ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ছেড়ে দিন, আমি সুহায়েল-এর দু'টি দাঁত উপড়ে ফেলি এবং জিহ্বা টেনে বের করে ফেলি। যাতে সে আপনার বিরুদ্ধে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে কখনো বক্তৃতা করতে না পারে। জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি কখনোই তার অঙ্গহানি করব না। তাহ'লে আল্লাহ আমার অঙ্গহানি করবেন। যদিও আমি নবী'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি ওমরকে এ কথাও বলেন, সত্তর সে এমন স্থানে দাঁড়াবে যে, তুমি তাকে তিরস্কার করবে না' (*ইবনু হিশাম ১/৬৪৯*)। বর্ণনাটি মু'যাল বা যঈফ (*মা শা-'আ ১১৭ পৃঃ*)। উল্লেখ্য যে, সুহায়েল ও রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা শেষে হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম কবুল করেন। বলা হয়েছে যে, তিনি ১৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

(২) বদর যুদ্ধের কয়েক দিন পরে মক্কার নেতা ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার কুপরামর্শে দুষ্টমতি ওমায়ের বিন ওয়াহাব আল-জুমাহী (عُمَيْرُ بن وَهْبٍ الْجُمَحِي) তীব্র বিষ মিশ্রিত তরবারি নিয়ে মদীনায় আগমন করে। তখন তার পুত্র ওয়াহাব বিন ওমায়ের মদীনায় বদর যুদ্ধে বন্দী হিসাবে ছিল। ছাফওয়ান তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, মুহাম্মাদকে হত্যা করতে পারলে সে তার সকল ঋণ পরিশোধ করে দিবে এবং তার সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করবে। অতঃপর সে মদীনায় আসে এবং রাসূল (ছাঃ)-কে জাহেলী যুগের রীতি অনুযায়ী أَنْعِمُوْا صَبَاحًا (সুপ্রভাত) বলে অভিবাদন করে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, আল্লাহ আমাদেরকে তোমার চাইতে সুন্দর জান্নাতবাসীদের পারস্পরিক অভিবাদন السَّلاَم (সালাম) দ্বারা সম্মানিত করেছেন। অতঃপর সে তার ছেলের প্রতি সহনুভূতি দেখানোর অনুরোধ জানায়। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার কাঁধে তরবারি কেন? জবাবে সে আসল উদ্দেশ্য লুকাতে চাইল। তখন রাসূল (ছাঃ) তার নিকট মক্কায় বসে ছাফওয়ান ও তার মধ্যকার গোপন পরামর্শ এবং তাঁকে হত্যা পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দেন। এতে সে হতবাক ও ভীত হয়ে আত্মসমর্পণ করে ও মুসলমান হয়ে যায়। পরে মক্কায় ফিরে গিয়ে তার দাওয়াতে বহু লোক ইসলাম কবুল করে' (*ইবনু হিশাম ১/৬৬১; আল-বিদায়াহ ৩/৩১৩; আর-রাহীক্ব ২৩৫-৩৬ পৃঃ*)। ঘটনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ (*তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৮২৬*)।

১ম ঈদুল ফিৎর (أول عيد الفطر) :

ইবনু ইসহাক বলেন, রামাযানের শেষে বা শাওয়াল মাসে রাসূল (ছাঃ) বদর যুদ্ধ থেকে ফারেগ হন *(ইবনু হিশাম ২/৪৩)*। অতঃপর এমাসেই অর্থাৎ ২য় হিজরী সনে রামাযানের ছিয়াম ও যাকাতুল ফিৎর ফরয করা হয়। যাতে যাকাতের নিছাবসমূহ বর্ণিত হয় *(মির'আত ৬/৩৯৯, ৩)*। এটি আশ্রিত ও দুস্থ মুসলমানদের জন্য আশীর্বাদ হিসাবে দেখা দেয়। অতঃপর এ বছর ১লা শাওয়াল প্রথম ঈদুল ফিৎরের উৎসব পালিত হয়, যা মুসলমানদের নিকটে সত্যিকারের বিজয়োৎসবে পরিণত হয় *(আর-রাহীক্ব ২৩১-৩২ পৃঃ)*।

কুরআনী বর্ণনা (القرآن فى قصة بدر) :

বদর যুদ্ধ বিষয়ে সূরা আনফাল নাযিল হয়। যার মধ্যে ১-৪৯ পর্যন্ত আয়াতগুলি কেবল বদর যুদ্ধ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। উক্ত সূরার ১ ও ৪১ আয়াতে গণীমত বণ্টনের নীতিমালা বর্ণিত হয়। তাছাড়া সেখানে মুসলমানদের দুর্বলতা এবং আল্লাহ্র গায়েবী মদদের কথা যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি উক্ত যুদ্ধের মহৎ উদ্দেশ্যের কথাও বর্ণিত হয়েছে। যার দ্বারা জাহেলী যুগের যুদ্ধের সাথে এ যুদ্ধের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। সেখানে যুদ্ধবন্দী বিষয়ক নীতি, চুক্তিবদ্ধ গোষ্ঠী ও চুক্তি বহির্ভূত মুমিনদের সাথে ব্যবহার বিধি যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি ইসলাম যে কেবল একটি বিশ্বাসের নাম নয়, বরং একটি বাস্তব রীতি-নীতি সমৃদ্ধ সমাজ দর্শনের নাম, সেটাও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উক্ত সূরায় আল্লাহ মুসলমানদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

وَاذْكُرُوْا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُوْنَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ- (الأنفال ٢٦)-

'আর স্মরণ কর যখন তোমরা ছিলে সংখ্যায় অল্প ও পৃথিবীতে তোমরা দুর্বল বলে গণ্য হ'তে। আর তোমরা আশংকা করতে যে, লোকেরা তোমাদের যেকোন সময়ে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের আশ্রয় দেন ও তোমাদেরকে নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। আর তোমাদেরকে উত্তম বস্তু সমূহ জীবিকারূপে দান করেন, যাতে তোমরা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হও' *(আনফাল ৮/২৬)*।

বদর যুদ্ধ পর্যালোচনা (المراجعة فى غزوة بدر) :

এই যুদ্ধ পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না। বরং আল্লাহ্র দূরদর্শী পরিকল্পনায় ও বিশেষ ব্যবস্থাপনায় সুনিপুণভাবে সংঘটিত হয় ও বিজয় লাভ হয়। যা পরবর্তী ইসলামী বিজয়ের ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। কারণ ঐদিন মুসলমানরা ছিল নিতান্তই দুর্বল ও কাফেররা ছিল সবল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُوْنَ– ‘আর আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন বদরের যুদ্ধে। যেদিন তোমরা দুর্বল ছিলে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হ’তে পার’ *(আলে ইমরান ৩/১২৩)*। এমনকি মুসলমানরা যুদ্ধ করবে, না মদীনায় ফিরে যাবে, এ বিষয়েও ছিল পরামর্শ সভায় মতভেদ। পরে আল্লাহ্র নির্দেশে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ও তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে এ যুদ্ধে বিজয় লাভ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ– ‘স্মরণ কর, যখন তোমরা (মদীনার) নিকট প্রান্তে ছিলে এবং কাফের বাহিনী ছিল দূরপ্রান্তে। আর (আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী) কাফেলা ছিল তোমাদের নিম্ন ভূমিতে। যদি তোমরা আগে থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইতে, তাহ’লে (সংখ্যায় অল্প হওয়ার কারণে) তোমরা সে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় মতবিরোধ করতে। কিন্তু আল্লাহ (উভয় দলকে যুদ্ধে সমবেত করার) এমন একটি কাজ সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন, যা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। এটা এজন্য যাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন (ইসলামের) সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং যে বেঁচে থাকবে, সে যেন সত্য প্রতিষ্ঠার পর বেঁচে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(আনফাল ৮/৪২)*।

উক্ত আয়াতে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বদরের যুদ্ধ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কোন পরিকল্পিত বিজয়াভিযান ছিল না।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে প্রায় সকল যুদ্ধই ছিল আত্মরক্ষামূলক কিংবা প্রতিরোধমূলক। কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের অবিরাম ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও হামলা মুকাবিলা করতে গিয়েই তাঁকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল।

বদর যুদ্ধের গুরুত্ব (أهمية غزوة بدر) :

(১) এটাই ছিল মুসলমানদের সাথে মুশরিকদের সর্বপ্রথম ব্যাপকভিত্তিক সশস্ত্র সংঘর্ষ। (২) এটি ছিল ইসলামের টিকে থাকা না থাকার ফায়ছালাকারী যুদ্ধ (৩) এটি ছিল হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী। সেকারণ এ যুদ্ধের দিনটিকে পবিত্র কুরআনে ‘ইয়াওমুল ফুরক্বান’ (يَوْمُ الْفُرْقَانِ) বা কুফর ও ইসলামের মধ্যে ‘ফায়ছালাকারী দিন’ *(আনফাল ৮/৪১)* বলে অভিহিত করা হয়েছে। (৪) বদরের এ দিনটিকে আল্লাহ স্মরণীয় হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন বদরের যুদ্ধে। অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। অতএব

আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/১২৩)*। উল্লেখ্য যে, 'বদর' নামটি কুরআনে মাত্র একটি স্থানেই উল্লেখিত হয়েছে।

(৫) এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে হাদীছে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। এমনকি মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে গোপন কথা ফাঁস করে মক্কায় প্রেরিত হাতেব বিন আবু বালতা'আহ-এর পত্র ধরা পড়ার পর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করার অপরাধে ওমর (রাঃ) তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে বলেছেন, اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ 'তোমরা যা খুশী কর। তোমাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে'। এ কথা শুনে ওমর (রাঃ) কাঁদতে থাকেন' *(বুখারী হা/৬২৫৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না' বলে জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করলে তার উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) বলেন, كَذَبْتَ لاَ يَدْخُلُهَا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ 'তুমি মিথ্যা বললে। সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। কেননা সে বদরে ও হুদায়বিয়াতে অংশগ্রহণ করেছে'।[৪৪৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ 'কখনোই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না ঐ ব্যক্তি যে বদরে ও হুদায়বিয়াতে অংশগ্রহণ করেছে'।[৪৪৫]

ফলাফল (ثمرة غزوة بدر) :

(১) বদরের যুদ্ধ ছিল কাফেরদের মূল কর্তনকারী ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা দানকারী।

এ যুদ্ধের পরে কাফের সমাজে এমন আতংক প্রবেশ করে যে, তারা আর কখনো বিজয়ের মুখ দেখেনি। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُّحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ- لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ- 'আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোনরূপ কণ্টক ছাড়াই সেটা তোমাদের হাতে আসে। অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় সাহায্যের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে'। 'যাতে করে তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপীরা তাতে নাখোশ হয়' *(আনফাল ৮/৭-৮)*।

---

৪৪৪. মুসলিম হা/২৪৯৫; মিশকাত হা/৬২৪৩।
৪৪৫. আহমাদ হা/১৫২৯৭; ছহীহাহ হা/২১৬০।

(২) এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে মুসলমানদের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পায়। দলে দলে লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এমনকি মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই খাযরাজী ও তার সাথীরা প্রকাশ্যে ইসলাম কবুলে বাধ্য হয় এবং শত্রুরা ভীত হয়ে চুপসে যায়।

(৩) বদরের যুদ্ধে বিজয় ছিল মক্কা বিজয়ের সোপান স্বরূপ। এর কিছু দিন পূর্বে শা'বান মাস থেকে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তিত হয় এবং বদর যুদ্ধের মাত্র ছয় বছর পরেই ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান তারিখে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে যা পূর্ণতা লাভ করে।

(৪) যুদ্ধটি ছিল অভাবনীয়। কেননা বদর যুদ্ধ পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না *(আনফাল ৮/৪২)*। তেমনি বিজয়টিও ছিল অভাবনীয়। যা স্রেফ আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে সাধিত হয়। যুগে যুগে ইসলামী বিজয় এভাবেই হয়ে থাকে।

(৫) বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অভূতপূর্ব বিজয়ে ৪টি পক্ষ দারুণভাবে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়। মক্কার কুরায়েশরা, মদীনার ইহূদী ও মুনাফিকরা এবং মদীনার আশপাশের নাজদ প্রভৃতি এলাকার বেদুঈনরা। যারা ছিল স্রেফ দস্যুশ্রেণীর লোক। ঈমান ও কুফর কোনটির প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ ছিল না। উপরোক্ত চারটি শ্রেণীর প্রত্যেকেই নিশ্চিত ছিল যে, মদীনায় ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হ'লে তা অবশ্যই তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। সেকারণ তারা সাধ্যমত সকল উপায়ে মদীনায় একটি স্থিতিশীল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করতে থাকে।

(৬) এ যুদ্ধের ফলে ইহূদী গোত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী গোত্র বনু ক্বাইনুক্বা' ভীষণভাবে ভীত ও ক্রুদ্ধ হয়। তাদের ষড়যন্ত্র তুঙ্গে উঠে। ফলে মদীনা থেকে তাদের বহিষ্কার অবশ্যম্ভাবী হয়। বদর যুদ্ধের পরেই ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে যা কার্যকর হয়।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২১ (العبر – ٢١) :

(১) মক্কায় সামাজিক পরিবেশ প্রতিকূলে থাকায় সেখানে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে মদীনায় পরিবেশ অনুকূলে থাকায় এবং এখানে সবাই রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্ব মেনে নিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ায় রাসূল (ছাঃ)-কে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। এতে বুঝা যায় যে, বিজয়ের সম্ভাবনা ও পরিবেশ না থাকলে যুদ্ধের ঝুঁকি না নিয়ে ছবর করতে হবে। যেমনটি মাক্কী জীবনে করা হয়েছিল।

(২) বদরের যুদ্ধ ছিল মূলতঃ আত্মরক্ষামূলক। আবু জাহলকে বদরে মুকাবিলা না করলে সে সরাসরি মদীনায় হামলা করার দুঃসাহস দেখাত। যা ইতিপূর্বে তাদের একজন নেতা কুরয বিন জাবের আল-ফিহরী সরাসরি মদীনার উপকণ্ঠে হামলা করে গবাদিপশু লুট করে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে জানিয়ে গিয়েছিল। এতে বুঝা যায় যে, আত্মরক্ষা এবং ইসলামের স্বার্থ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি নেই।

(৩) সংখ্যা ও যুদ্ধ সরঞ্জামের আধিক্য বিজয়ের মাপকাঠি নয়। বরং দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহ্র উপরে একান্ত নির্ভরশীলতাই হ'ল বিজয়ের মূল হাতিয়ার। পরামর্শ সভায় কয়েকজন ছাহাবী বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে যুদ্ধ না করে ফিরে যাবার পরামর্শ দিলে আল্লাহ ধমক দিয়ে আয়াত নাযিল করেন *(আনফাল ৮/৫-৬)*। এতে বুঝা যায়, আল্লাহ্র গায়েবী মদদ লাভই হ'ল বড় বিষয়।

(৪) যুদ্ধের উদ্দেশ্য হ'তে হবে জান্নাত লাভ। যেটা যুদ্ধ শুরুর প্রথম নির্দেশেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। অতএব চিন্তাক্ষেত্রের যুদ্ধ হৌক বা ময়দানের সশস্ত্র মুকাবিলা হৌক ইসলামের সৈনিকদের একমাত্র লক্ষ্য থাকতে হবে আখেরাত। কোন অবস্থাতেই দুনিয়া হাছিলের জন্য মুসলমানের চিন্তাশক্তি বা অস্ত্রশক্তি ব্যয়িত হবে না।

(৫) স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধে নামলে আল্লাহ স্বীয় ফেরেশতামণ্ডলী পাঠিয়ে সাহায্য করে থাকেন। যেমন বদর যুদ্ধে করা হয়েছিল *(আনফাল ৮/৯)*।

(৬) যুদ্ধে গণীমত লাভের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জিত হ'লেও তা কখনোই মুখ্য হবে না। বরং সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমীরের অনুগত থাকতে হবে। বদর যুদ্ধে গণীমত বণ্টন নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হ'লেও তা সাথে সাথে নিষ্পত্তি হয়ে যায় রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে *(আনফাল ৮/১)*।

(৭) কাফিররা মূলতঃ মুসলমানদের ঈমানী শক্তিকে ভয় পায়। এ কারণেই পরবর্তী ওহোদের যুদ্ধে তারা মহিলাদের সাথে করে এনেছিল। যাতে পুরুষেরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে না যায়।

(৮) বদর যুদ্ধের বড় শিক্ষা এই যে, কুফর ও ইসলামের মুকাবিলায় মুসলমান নিজের সীমিত শক্তি নিয়ে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর এভাবেই চিরকাল ঈমানদার সংখ্যালঘু শক্তি বেঈমান সংখ্যাগুরু শক্তির উপরে বিজয়ী হয়ে থাকে *(বাক্বারাহ ২/২৪৯)*। এ ধারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে *ইনশাআল্লাহ*।

বদর পরবর্তী অভিযানসমূহ

(السرايا والغزوات بعد بدر)

১০. সারিইয়া ওমায়ের বিন 'আদী আল-খিত্বমী (سرية عمير بن عدي الخطمي) : ২য় হিজরীর ২৫শে রামাযান। একাকী স্বীয় সম্পর্কিত বোন 'আছমা (عَصْمَاء) বিনতে মারোয়ান খিত্বমিয়াকে হত্যা করেন। কেননা মহিলাটি সর্বদা তার গোত্রকে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচনা দিত। সে ইসলাম ও ইসলামের নবী (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা গেয়ে কবিতা বলত। ওমায়ের ছিলেন তার গোত্রের প্রধান এবং সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী। তার পিতা 'আদী বিন খারশাহ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কবি। ওমায়ের অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাত্রির অন্ধকারে একাকী ঐ মহিলার বাড়ীতে গিয়ে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় এক আঘাতে শেষ করে দেন। ফিরে এসে ফজরের ছালাত শেষে তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে উক্ত খবর দেন। তিনি তার জন্য দো'আ করেন ও 'আল-বাছীর' বলে আখ্যায়িত করেন। এরপর থেকে ওমায়ের 'আয-যারীর'-এর বদলে 'আল-বাছীর' নামে প্রসিদ্ধ হন। আয-যারীর (الضرير) অর্থ অন্ধ এবং আল-বাছীর (البصير) অর্থ দৃষ্টি সম্পন্ন।[৪৪৬]

১১. সারিইয়া সালেম বিন ওমায়ের আনছারী (سرية سالم بن عمير) : ২য় হিজরীর শাওয়াল মাস। তিনি একাকী ১২০ বছরের বৃদ্ধ ইহূদী কবি আবু 'আফাক (أبو عَفَك)-কে হত্যা করেন। কারণ সে সর্বদা ইহূদীদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কবিতার মাধ্যমে যুদ্ধের উস্কানী দিত। সালেম বিন ওমায়ের (রাঃ) তাকে হত্যা করার মানত করেন। তিনি বদর, ওহোদ ও খন্দকসহ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সকল যুদ্ধে শরীক ছিলেন। এছাড়া তাবূক যুদ্ধে যানবাহনের অভাবে যেতে না পারায় 'ক্রন্দনকারীদের' (وَهُوَ أَحَدُ الْبَكَّاءِين) অন্যতম ছিলেন। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৪৭]

---

৪৪৬. ওয়াক্বেদী, মাগাযী ১/২-৩; ইবনু সা'দ ২/২০-২১; আল-ইছাবাহ, উমায়ের ক্রমিক ৬০৪৭; আল-ইস্তী'আব; মানছূরপুরী এটা ধরেছেন। মুবারকপুরী ধরেননি।

৪৪৭. ওয়াক্বেদী, মাগাযী ১/৩; ইবনু সা'দ ২/২১; আল-ইছাবাহ, সালেম ক্রমিক ৩০৪৮; রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/১৮৭। মুবারকপুরী এটা ধরেননি।

ইবনু হিশাম এখানে সারিইয়া সালেম বিন ওমায়েরকে আগে এনেছেন। তিনি বলেন, হারেছ বিন সুওয়াইদ বিন ছামেতকে হত্যা করার পর আবু 'আফাক-এর মুনাফেকী স্পষ্ট হয়ে যায় এবং সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা গেয়ে কবিতা বলে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে হত্যার আদেশ দেন *(ইবনু হিশাম ২/৬৩৫-৩৬)*। অতঃপর আবু 'আফাক-এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'আছমা বিনতে মারওয়ান আল-খিত্বমিয়াহ মুনাফিক

১২. গাযওয়া বনু সুলায়েম (غزوة بني سليم) : ২য় হিজরীর শাওয়াল মাস। বদর যুদ্ধ হ'তে প্রত্যাবর্তনের মাত্র সাতদিন পরে এটি সংঘটিত হয়। বনু গাত্বফান গোত্রের শাখা বনু সুলায়েম মদীনায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে জানতে পেরে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং ২০০ উষ্ট্রারোহীকে নিয়ে মক্কা ও সিরিয়ার বাণিজ্যপথে 'কুদ্র' (اَلْكُدْرُ) নামক ঝর্ণাধারার নিকটে পৌঁছে তাদের উপরে আকস্মিক হামলা চালান। তারা হতবুদ্ধি হয়ে ৫০০ উট রেখে পালিয়ে যায়। ইয়াসার (يسار) নামে একটি গোলাম আটক হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে মুক্ত করে দেন। অতঃপর তিনি সেখানে তিনদিন অবস্থান করে মদীনায় ফিরে আসেন। এই সময় মদীনার দায়িত্বে ছিলেন সিবা' বিন উরফুত্বাহ আল-গিফারী অথবা আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)।[৪৪৮]

১৩. সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী (سرية غالب بن عبد الله الليثي) : ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে আগ্রাসী বনু সুলায়েম বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে তিন দিন অবস্থান শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় ফিরে আসেন। পরে শত্রুরা পুনরায় সংগঠিত হয়েছিল। তখন তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান প্রেরিত হয়। যাতে শত্রুপক্ষের কয়েকজন এবং মুসলিম পক্ষের তিন জন মারা যায়।[৪৪৯]

১৪. গাযওয়া বনু ক্বায়নুক্বা (غزوة بني قينقاع) : ২য় হিজরীর ১৫ই শাওয়াল শনিবার থেকে ১৫ দিন অবরোধ করে রাখার পর এই বিশ্বাসঘাতক ও সমৃদ্ধিশালী ইহূদী গোত্রটি ১লা যিলক্বা'দ আত্মসমর্পণ করে। এরা ছিল খাযরাজ গোত্রের মিত্র। ফলে মাত্র একমাস পূর্বে ইসলাম কবুলকারী খাযরাজ গোত্রভুক্ত মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের একান্ত অনুরোধে ও পীড়াপীড়িতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের প্রাণদণ্ড মওকুফ করে মদীনা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। এদের মধ্যে ৭০০ জন ছিল সশস্ত্র যোদ্ধা এবং মদীনার সেরা ইহূদী বীর। এরা সবকিছু ফেলে সিরিয়ার দিকে চলে যায় এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাদের অধিকাংশ সেখানে মৃত্যুবরণ করে। মানছূরপুরী বলেন, তারা খায়বরে যেয়ে বসতি স্থাপন করে।[৪৫০]

হয়ে যান এবং ইসলাম ও ইসলামের নবী (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা গেয়ে কবিতা বলেন। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে ওমায়ের বিন 'আদী তাকে হত্যা করেন *(ইবনু হিশাম ২/৬৩৬-৩৭)*।

৪৪৮. ইবনু হিশাম ২/৪৩; আল-বিদায়াহ ৩/৩৪৪; যাদুল মা'আদ ৩/১৬৯; আর-রাহীক্ব ২৩৪ পৃঃ।

৪৪৯. রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/১৮৮। এটি অন্য কেউ ধরেননি।

৪৫০. যাদুল মা'আদ ৩/১৭০; ইবনু হিশাম ২/৪৭-৪৯; ইবনু সা'দ ২/২১-২২; আর-রাহীক্ব ২৩৬ পৃঃ; রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/১৩০, ২/১৮৭।

(১) প্রসিদ্ধ আছে যে, বনু ক্বায়নুক্বার শাস বিন ক্বায়েস (شَاسُ بْنُ قَيْسٍ) নামক জনৈক বৃদ্ধ ইহূদী মুসলমানদের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করত। একদিন সে ছাহাবায়ে কেরামের একটি মজলিসের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, যেখানে আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের ছাহাবী ছিলেন। দুই গোত্রের লোকদের মধ্যকার এই প্রীতিপূর্ণ বৈঠক তার নিকটে অসহ্য ছিল। কেননা উভয় গোত্রের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা টিকিয়ে রেখে উভয়

১৫. গাযওয়া সাভীক্ব (غزوة سويق) : ২য় হিজরীর ৫ই যিলহাজ্জ রবিবার। বদর যুদ্ধে লজ্জাকর পরাজয়ে কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান শপথ করেছিলেন যে, মুহাম্মাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তার মস্তক নাপাকীর গোসলের পানি স্পর্শ করবে না। সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য তিনি ২০০ উষ্ট্রারোহী নিয়ে রাতের বেলায় গোপনে মদীনায় এসে ইহূদী গোত্র বনু নাযীর নেতা ও তাদের কোষাধ্যক্ষ সাল্লাম বিন মিশকামের সঙ্গে শলা পরামর্শ শেষে রাতেই মক্কায় রওয়ানা হয়ে যান। কিন্তু যাওয়ার আগে একটি দল পাঠিয়ে দেন। যারা মদীনার উপকণ্ঠে ‘উরাইয’ (العُرَيض) নামক স্থানে

গোত্রের নিকটে অস্ত্র বিক্রি ও সূদ ভিত্তিক ঋণদান ব্যবসা চালিয়ে আসছিল তারা দীর্ঘদিন ধরে। ইসলাম আসার পর এসব বন্ধ হয়েছে এবং তারা পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেছে। যাতে দারুণ আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়ে যায় মদীনার কুসিদজীবী ইহূদী গোত্রগুলি।

ঐ বৃদ্ধ একজন যুবক ইহূদীকে উক্ত মজলিসে পাঠাল এই নির্দেশ দিয়ে যে, সে যেন সেখানে গিয়ে উভয় গোত্রের মধ্যে পাঁচ বছর পূর্বে সংঘটিত বু‘আছ (بعاث) যুদ্ধ ও তার পূর্ববর্তী অবস্থা আলোচনা করে এবং ঐ সময়ে উভয় পক্ষ হ’তে যেসব বিদ্বেষমূলক ও আক্রমণাত্মক কবিতা সমূহ পঠিত হ’ত, তা থেকে কিছু কিছু পাঠ করে শুনিয়ে দেয়। যুবকটি যথারীতি তাই-ই করল এবং উভয় গোত্রের মুসলমানদের মধ্যে লড়াইয়ের অবস্থা তৈরী হয়ে গেল। এমনকি উভয় পক্ষ ‘হার্রাহ’ (الْحَرَّةُ) নামক স্থানের দিকে ‘অস্ত্র অস্ত্র’ (السِّلاَحَ السِّلاَح) বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

এ খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কয়েকজন মুহাজির ছাহাবীকে সাথে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ’লেন এবং সবাইকে শান্ত করলেন। তখন সবাই বুঝলেন যে, এটা শয়তানী প্ররোচনা (نَزْغَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ) ব্যতীত কিছুই নয়। তারা তওবা করলেন ও পরস্পরে বুক মিলিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এভাবে শাস বিন ক্বায়েস ইহূদী শয়তানের জ্বালানো আগুন দ্রুত নিভে গেল। উক্ত ঘটনা উপলক্ষ্যে আলে ইমরান ৯৮-১০০ আয়াতগুলি নাযিল হয়’ *(ইবনু হিশাম ১/৫৫৫-৫৫৭)*। ঘটনাটি ইবনু ইসহাক বিনা সনদে উল্লেখ করেছেন। ফলে এর সনদ ‘মু‘যাল’ বা যঈফ *(মা শা-‘আ ১৩৫-৩৬ পৃঃ)*।

(২) প্রসিদ্ধ আছে যে, বদর যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন বনু ক্বায়নুক্বার বাজারে উপস্থিত হ’লেন ও তাদের ডেকে নানাভাবে উপদেশ দিলেন। অবশেষে বললেন, يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قُرَيْشًا– ‘হে ইহূদী সম্প্রদায়! তোমরা অনুগত হও কুরায়েশদের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার আগেই’। এতে তারা উত্তেজিত হয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি কিছু কুরায়েশকে হত্যা করে ধোঁকায় পড়ো না। ওরা আনাড়ী। ওরা যুদ্ধবিদ্যার কিছুই জানে না। যদি তুমি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তবে তুমি আমাদের মত কাউকে পাবে না’। উক্ত ঘটনা উপলক্ষ্যে আলে ইমরান ১২ আয়াতটি নাযিল হয়’ *(ইবনু হিশাম ১/৫৫২; আবুদাঊদ হা/৩০০১ সনদ যঈফ; মা শা-‘আ ১৩৪ পৃঃ)*।

(৩) আরও প্রসিদ্ধ আছে যে, একদিন জনৈকা মুসলিম মহিলা বনু ক্বায়নুক্বার বাজারে দুধ বিক্রি করে বিশেষ কোন প্রয়োজনে এক ইহূদী স্বর্ণকারের দোকানে গিয়ে বসেন। তখন কতগুলো দুষ্টমতি ইহূদী তার মুখের অবগুণ্ঠন খুলতে চায়। কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। তখন ঐ স্বর্ণকার ঐ মহিলার অগোচরে তার কাপড়ের এক প্রান্ত তার পিঠের দিকে গিরা দেয়। কাজ শেষে মহিলা উঠে দাঁড়াতেই কাপড়ে টান পড়ে বিবস্ত্র হয়ে পড়েন। দুর্বৃত্তরা তখন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। এতে মহিলাটি লজ্জায় ও ক্ষোভে চিৎকার করে ওঠেন। এমতাবস্থায় একজন মুসলমান ঐ স্বর্ণকারের উপরে লাফিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে ফেলেন। প্রত্যুত্তরে এক ইহূদী ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলমানটিকে হত্যা করে। ফলে সংঘাত বেধে যায়’ *(ইবনু হিশাম ২/৪৮)*। ঘটনাটির সনদ ‘যঈফ’। প্রকৃত প্রস্তাবে বনু ক্বাইনুক্বার বহিষ্কারের প্রত্যক্ষ কোন কারণ পাওয়া যায় না। বরং তাদের লাগাতার ষড়যন্ত্র থেকে নিস্কৃতি পাওয়াই ছিল এর মূল কারণ’ *(মা শা-‘আ ১৩৩-৩৪ পৃঃ)*।

একটি খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেয় এবং সেখানে দায়িত্বরত একজন আনছার ও তার এক মিত্রকে হত্যা করে ফিরে যায়।

এখবর জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্রুত গতিতে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। আবু সুফিয়ান ভয়ে এত দ্রুত পলায়ন করেন যে, বোঝা হালকা করার জন্য তাদের বহু রসদ সম্ভার এবং ছাতুর বস্তা রাস্তার পাশে ফেলে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বারক্বারাতুল কুদর (قَرْقَرَةُ الْكُدْرِ) পর্যন্ত ধাওয়া করে ফিরবার পথে তাদের ফেলে যাওয়া পাথেয় ও ছাতুর বস্তাগুলো নিয়ে আসেন। ছাতুকে আরবীতে 'সাভীক্ব' (السَّوِيق) বলা হয়। সেজন্য এই অভিযানটি 'গাযওয়া সাভীক্ব' বা ছাতুর যুদ্ধ নামে পরিচিত হয়েছে। এ সময় মদীনার দায়িত্বে ছিলেন আবু লুবাবাহ বাশীর বিন মুনযির (রাঃ)।[৪৫১]

১৬. গাযওয়া যী আমর (غزوة ذي أمر) : ৩য় হিজরীর ছফর মাস। উদ্দেশ্য নাজদের বনু গাত্বফান গোত্র। তাদের বনু ছা'লাবাহ ও বনু মুহারিব গোত্রদ্বয় বিরাট এক বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমন করবে মর্মে খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাড়ে চারশ' সৈন্য নিয়ে মুহাররম মাসেই তাদের মুকাবিলায় বের হন। পথিমধ্যে বনু ছা'লাবাহ গোত্রের জাব্বার (جَبَّار) নামক জনৈক ব্যক্তি গ্রেফতার হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে মুসলমান হয়ে যায় এবং মুসলিম বাহিনীর পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করে। শত্রুপক্ষ পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ঘাঁটি এলাকায় পৌঁছে যী আমর (ذي أمر) নামক ঝর্ণাধারার পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে পুরা ছফর মাস বা তার কাছাকাছি সময় অতিবাহিত করেন। যাতে মুসলিম শক্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তি শত্রুদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এ সময় মদীনার দায়িত্বে ছিলেন হযরত ওছমান বিন 'আফফান (রাঃ)।[৪৫২]

১৭. সারিইয়া মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (سرية محمد بن مسلمة فى قتل كعب بن الأشرف، (কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ড); হিজরতের ২৫ মাস পরে ৩য় হিজরীর ১৪ই রবীউল আউয়াল) :

মদীনার নামকরা ইহূদী পুঁজিপতি ও কবি কা'ব বিন আশরাফ সর্বদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহূদীদেরকে যুদ্ধে প্ররোচনা দিত। তার পিতা ছিল বনু ত্বাঈ গোত্রের এবং মা ছিল মদীনার ইহূদী বনু নাযীর গোত্রের। বদর যুদ্ধে পরাজয়ের পর সে মক্কায় গিয়ে কুরায়েশ নেতাদের পুনরায় যুদ্ধে উস্কে দেয়। তারপর মদীনায় ফিরে এসে ছাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীদের নামে কুৎসা গেয়ে কবিতা বলতে থাকে। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্র

৪৫১. ইবনু সা'দ ২/২২-২৩; ইবনু হিশাম ২/৪৪-৪৫; যাদুল মা'আদ ৩/১৬৯-৭০; আর-রাহীক্ব ২৪০ পৃঃ।
৪৫২. ইবনু হিশাম ২/৪৬; আর-রাহীক্ব ২৪১ পৃঃ।

রাসূল (ছাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। সেমতে আউস গোত্রের মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্র নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি দল ১৪ই রবীউল আউয়াল চাঁদনী রাতে তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে হত্যা করে।[৪৫৩] এই ঘটনার পর ইহূদীরা সম্পূর্ণরূপে হিম্মত হারিয়ে ফেলে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সন্ধিচুক্তি করে *(আবুদাঊদ হা/৩০০০)*। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আভ্যন্তরীণ গোলযোগের আশংকা হ'তে মুক্ত হন এবং বহিরাক্রমণ মুকাবিলার দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পান। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

কা'ব বিন আশরাফ ছিল একজন খ্যাতনামা ইহূদী পুঁজিপতি, কবি ও চরম মুসলিম বিদ্বেষী। তার দুর্গটি ছিল মদীনার পূর্ব-দক্ষিণে দু'মাইল দূরে বনু নাযীর গোত্রের পশ্চাদভূমিতে। বদর যুদ্ধে কুরায়েশ নেতাদের চরম পরাজয়ে সে রাগে-দুঃখে ফেটে পড়ে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে ও কুরায়েশ নেতাদের প্রশংসা করে সে কবিতা বলতে থাকে। কিন্তু তাতে তার ক্ষোভের আগুন প্রশমিত না হওয়ায় সে মক্কায় চলে যায় এবং কুরায়েশ নেতাদের কবিতার মাধ্যমে উত্তেজিত করতে থাকে। সে যুগে কবিতাই ছিল সাহিত্যের বাহন এবং কারু প্রশংসা বা ব্যঙ্গ করার প্রধান হাতিয়ার। কোন বংশে কোন কবি জন্মগ্রহণ করলে সে বংশ তাকে নিয়ে গর্ব করত এবং তাকে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করা হ'ত। আবু সুফিয়ান এবং মক্কার নেতারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, أَدِينُنَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَمْ دِينُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ وأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَهْدَى سَبِيلاً؟ 'আমাদের দ্বীন আল্লাহ্র নিকটে অধিক প্রিয় না মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের দ্বীন? আর এ দু'টি দলের মধ্যে কোন দলটি অধিক সুপথপ্রাপ্ত? সে বলল, أَنْتُمْ أَهْدَى مِنْهُمْ سَبِيلاً 'তোমরাই তাদের চাইতে অধিক সুপথপ্রাপ্ত'।[৪৫৪]

উক্ত প্রসঙ্গে সূরা নিসা ৫১-৫২ আয়াত দু'টি নাযিল হয়। যেখানে বলা হয়, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاَءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً– أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا 'তুমি কি তাদের (ইহূদীদের) দেখোনি, যাদেরকে ইলাহী কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে। যারা প্রতিমা ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং (মক্কার) কাফিরদের বলে যে, তারাই মুমিনদের চাইতে অধিক সুপথপ্রাপ্ত'। 'এদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেছেন। আর আল্লাহ যাকে অভিসম্পাৎ করেন, তুমি তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নিসা ৫১-৫২ আয়াত)*।

---

৪৫৩. ইবনু সা'দ ২/২৪; ইবনু হিশাম ২/৫১; বুখারী হা/৪০৩৭ 'কা'ব বিন আশরাফ হত্যাকাণ্ড' অনুচ্ছেদ।
৪৫৪. ইবনু কাছীর, সীরাহ নববিইয়াহ (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ ১৩৯৫/১৯৭৬ খৃ.) ৩/১২।

এরপর সে মদীনায় ফিরে এসে একই রূপ আচরণ করতে থাকে। এমনকি ছাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীদের নামে কুৎসা রটনা করতে থাকে ও নানাবিধ ব্যঙ্গাত্মক কবিতা বলতে থাকে। এতে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ– ‘কা‘ব বিন আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে আছ? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে’। তখন আউস গোত্রের মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি চান আমি তাকে হত্যা করি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন মুহাম্মাদ বললেন, আমাকে কিছু উল্টা-পাল্টা কথা বলার অনুমতি দিন’। রাসূল (ছাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর তার নেতৃত্বে ‘আব্বাদ বিন বিশর ও কা‘ব বিন আশরাফের দুধভাই আবু নায়েলাহ সহ পাঁচ জন প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সে মোতাবেক প্রথমে মুহাম্মাদ ও পরে আবু নায়েলাহ কা‘বের কাছে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে অনেক কথার মধ্যে একথাও বলেন যে, এ ব্যক্তি আমাদের কাছে ছাদাক্বা চাচ্ছে। এ লোক আমাদেরকে দারুণ কষ্টের মধ্যে ফেলেছে। অতএব আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের কষ্ট নিবারণের জন্য আপনার নিকটে কিছু খাদ্য-শস্য কামনা করছি। কা‘ব কিছু বন্ধকের বিনিময়ে দিতে রাযী হ’ল। প্রথমে নারী বন্ধক, অতঃপর পুত্র বন্ধক, অবশেষে অস্ত্র বন্ধকের ব্যাপারে নিষ্পত্তি হ’ল। আবু নায়েলাহ বলল, আমারই মত কষ্টে আমার কয়েকজন বন্ধু আছে। আমি তাদেরকেও আপনার কাছে নিয়ে আসব। আপনি তাদেরও কিছু খাদ্য-শস্য দিয়ে অনুগ্রহ করুন। অতঃপর পূর্ব সিদ্ধান্ত মতে (৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখের) চাঁদনী রাতে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ তার দলবল নিয়ে কা‘বের বাড়ীতে গেলেন *(বুখারী হা/৪০৩৭, জাবের (রাঃ) হ’তে)*। কা‘ব বিন মালেক (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) আউস নেতা সা‘দ বিন মু‘আযকে তার বিরুদ্ধে একদল লোক পাঠাতে বললেন, যেন তারা তাকে হত্যা করে। তখন তিনি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহকে পাঠালেন *(আবুদাঊদ হা/৩০০০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বাকী‘ গারক্বাদ পর্যন্ত এগিয়ে দেন এবং বলেন, انْطَلِقُوا عَلَى اسْمِ اللهِ وَقَالَ: اللهُمَّ أَعِنْهُمْ ‘তোমরা আল্লাহ্র নামে অগ্রসর হও। হে আল্লাহ তুমি এদের সাহায্য কর’ *(আহমাদ হা/২৩৯১)*।

দুধভাই আবু নায়েলাহ কা‘বের দুর্গদ্বারে দাঁড়িয়ে ডাক দিল। এ সময় কা‘বের নববধূ তাকে বাধা দিয়ে বলল, أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ ‘আমি এমন এক ডাক শুনলাম, মনে হ’ল তা থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে’। কিন্তু কা‘ব কোনরূপ সন্দেহ না করে বলল, এরা তো আমার ভাই। তাছাড়া إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِىَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لأَجَابَ ‘সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাত্রিতে যদি তরবারির দিকেও আহূত হন, তথাপি তিনি তাতে সাড়া দিয়ে থাকেন’।

মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ অপর দু'জনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন, যখন সে আসবে তখন আমি তার মাথার চুল ধরে শুঁকতে থাকব। যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়িয়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করবে।

অতঃপর কা'ব চাদর গায়ে দিয়ে নীচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন মুহাম্মাদ বললেন, আজকের মতো এত উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। উত্তরে কা'ব বলল, আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধি ব্যবহারকারী মহিলা আছে। তখন মুহাম্মাদ বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুঁকতে অনুমতি দিবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তার মাথা শুঁকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে শুঁকালেন। তারপর তিনি আবার বললেন, 'আমাকে আর একবার শুঁকবার অনুমতি দিবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ফেলে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা একে হত্যা করো। তারা তাকে হত্যা করলেন এবং রাসূল (ছাঃ)-কে খবর দিলেন'।[৪৫৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ সময় রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে দো'আ করে বলেন, أَفْلَحَتِ الوجوهُ 'তোমাদের চেহারাগুলি সফল থাকুক' *(হাকেম হা/৫৮৪০, সনদ ছহীহ)*।

কা'ব বিন আশরাফকে গোপনে হত্যা করায় প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের স্বার্থে এরূপ দুশমনকে গুপ্তহত্যা করা চলে। দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী ও অপপ্রচারকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড *(তাওবাহ ৯/৬৫-৬৬)*। মুসলিম মহিলাদের ইয্যত নিয়ে কুৎসা রটনাকারীদের জন্য একই শাস্তি নির্ধারিত। এই ধরনের দুশমন নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন বোধে যেকোন কৌশলের আশ্রয় নেয়া যাবে। তবে এর জন্য সর্বোচ্চ সরকারী নির্দেশ আবশ্যিক হবে। এককভাবে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের জন্য এরূপ করা সিদ্ধ নয়। কেননা এখানে রাসূল (ছাঃ) ছিলেন সর্বোচ্চ নির্দেশদাতা।

---

৪৫৫. বুখারী হা/৪০৩৭, 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' অধ্যায় ১৫ অনুচ্ছেদ; আহমাদ হা/২৩৯১; আবুদাঊদ হা/২৭৬৮; ইরওয়া হা/১১৯১ সনদ ছহীহ; ইবনু হিশাম ২/৫১-৫৭; যাদুল মা'আদ ৩/১৭১; আর-রাহীক্ব ২৪২-৪৫ পৃঃ।
প্রসিদ্ধ আছে যে, কাজ সেরে তার মাথা নিয়ে বাক্বী' গারক্বাদে ফিরে এসে তারা জোরে তাকবীর ধ্বনি করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাকবীর ধ্বনি করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং খুশী হয়ে বলেন, أَفْلَحَتِ الوجوهُ 'তোমাদের চেহারাগুলি সফল থাকুক'। তারাও বললেন, وَوَجْهُكَ يا رسولَ الله 'এবং আপনার চেহারাও হে আল্লাহ্র রাসূল'! এ সময় ঐ দুষ্টের কাটা মাথাটা তার সামনে রাখা হ'লে তিনি 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করেন *(আর-রাহীক্ব ২৪৪-৪৫ পৃঃ)*। ঘটনাটি ওয়াক্বেদী ও ইবনু সা'দ স্ব স্ব গ্রন্থে বিনা সনদে উল্লেখ করেছেন। অতএব তা গ্রহণযোগ্য নয়।

মদীনার সনদ (ميثاق المدينة)

মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ আউস ও খাযরাজ নেতাগণ আগেই ইসলাম কবুল করায় এবং আউস ও খাযরাজ দুই প্রধান গোত্রের আমন্ত্রণ থাকায় তাদের সাথে সন্ধিচুক্তির কোন প্রশ্নই ছিল না। খাযরাজ গোত্রের আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নেতৃত্বের অভিলাষী থাকলেও গোত্রের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রকাশ্যে কিছু করার ক্ষমতা তার ছিল না। বদর যুদ্ধের পর সে এবং তার অনুসারীরা প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করে। তবে সেসময় মদীনার সংখ্যালঘু ইহূদী সম্প্রদায় মুসলমানদের নবতর জীবনধারার প্রতি এবং বিশেষভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত থাকলেও অতি ধূর্ত হওয়ার কারণে প্রকাশ্য বিরোধিতায় লিপ্ত হয়নি। সমস্যা ছিল কেবল কুরায়েশদের নিয়ে। তারা পত্র প্রেরণ ও অন্যান্য অপতৎপরতার মাধ্যমে মুনাফিক ও ইহূদীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাসূল (ছাঃ) ও তার সাথীদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে থাকে। একাজে তারা যাতে সফল না হয় সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের সাথে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

সেকারণ তিনি পার্শ্ববর্তী নিকট ও দূরের এলাকাসমূহের বিভিন্ন গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। যেমন, (১) ২য় হিজরীর ছফর মাসে মদীনা হ'তে ২৯ মাইল দূরবর্তী ওয়াদ্দান (ودَّان) এলাকায় এক অভিযানে গেলে রাসূল (ছাঃ) সেখানকার বনু যামরাহ (بَنُو ضَمْرَة) গোত্রের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন। (২) অতঃপর ২য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে বুওয়াত্ব (بُواط) এলাকায় এক অভিযানে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) তাদের সাথেও সন্ধিচুক্তি করেন। (৩) একই বছরের জুমাদাল আখেরাহ মাসে ইয়াম্বু‘ ও মদীনার মধ্যবর্তী যুল-‘উশায়রা (ذُو الْعُشَيْرَة) এলাকায় গিয়ে তিনি বনু মুদলিজ (بَنُو مُدْلِج) গোত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। এভাবে রাসূল (ছাঃ) চেয়েছিলেন, যেন যুদ্ধাশংকা দূর হয় এবং সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এসময় মদীনায় ইহূদী চক্রান্ত চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। যার নেতৃত্বে ছিল তাদের ধনশালী নেতা ও ব্যঙ্গ কবি কা‘ব বিন আশরাফ। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে কটূক্তি করাই ছিল তার বদস্বভাব।

এ বিষয়ে ছহীহ সনদে কা‘ব বিন মালেক আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, ইহূদী নেতা কা‘ব বিন আশরাফ রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা বলত এবং কাফের কুরায়েশদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে উস্কানী দিত। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) যখন মদীনায় আসেন, তখন এখানে মিশ্রিত বাসিন্দারা ছিল। তাদের মধ্যে মুসলমানেরা ছিল। মুশরিকরা ছিল, যারা মূর্তিপূজা করত। ইহূদীরা ছিল, যারা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের কষ্ট দিত। এমতাবস্থায় আল্লাহ স্বীয় নবীকে ছবর ও মার্জনার আদেশ দিয়ে

আয়াত নাযিল করেন, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 'অবশ্যই তোমরা পরীক্ষায় পতিত হবে তোমাদের ধন-সম্পদে ও তোমাদের নিজেদের জীবনে। আর তোমরা অবশ্যই শুনবে তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ও মুশরিকদের কাছ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। যদি তোমরা তাতে ধৈর্য ধারণ কর এবং আল্লাহভীরুতা অবলম্বন কর, তবে সেটাই হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ' *(আলে ইমরান ৩/১৮৬)*। অতঃপর যখন কা'ব বিন আশরাফ রাসূল (ছাঃ)-কে কষ্টদানে বিরত থাকতে অস্বীকার করল, তখন রাসূল (ছাঃ) আউস নেতা সা'দ বিন মু'আযকে তার বিরুদ্ধে একদল লোক পাঠাতে বললেন, যেন তারা তাকে হত্যা করে। তখন তিনি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহকে পাঠালেন। অতঃপর তিনি (রাবী) তার হত্যার কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এ ঘটনায় ইহূদী ও মুশরিকরা ভীত হয়ে পড়ে। ফলে পরদিন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে হাযির হয়ে বলল, আমাদের নেতাকে রাতের বেলায় তার বাড়ীতে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে তার ব্যঙ্গ কবিতার কথা বললেন। অতঃপর তিনি তাদের বললেন তাঁর ও তাদের মধ্যে একটা লিখিত চুক্তি সম্পাদন করতে। যাতে তারা যেসব গালি ও কষ্ট দেয়, তা থেকে বিরত হয়। অতঃপর নবী (ছাঃ) তাঁর ও তাদের মধ্যে এবং মুসলমানদের মধ্যে একটা চুক্তিনামা (صَحِيفَةً) লিখে দিলেন'।[৪৫৬]

অত্র হাদীছ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, চুক্তি লিখনের এই বিষয়টি হিজরতের পরেই নয়, বরং ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ডের পরে হয়েছিল। যা অধিকাংশ জীবনীকার ও ইতিহাসবিদগণের বক্তব্যের বিরোধী। যেমন মুবারকপুরী বলেন, 'মদীনায় হিজরতের পরপরই নবগঠিত ইসলামী সমাজের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য' রাসূল (ছাঃ) মদীনার সনদ রচনা করেন *(আর-রাহীক্ব ১৯২ পৃঃ)*। অথচ বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক বর্ণনার চাইতে ছহীহ হাদীছের গুরুত্ব সর্বাধিক।

জীবনীকারগণ উপরোক্ত ছহীহ হাদীছের জওয়াবে বলেন, এটি '১ম চুক্তির নবায়ন'(تَجْدِيْدٌ لِلْمَوْثِقِ الْأَوَّلِ) হ'তে পারে।[৪৫৭] চুক্তিটি বিস্তারিতভাবে এসেছে ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় সনদবিহীনভাবে *(ইবনু হিশাম ১/৫০১-০৪ পৃঃ)*। শায়খ আলবানী বলেন, এভাবে ইবনু ইসহাক সনদ ছাড়াই এটি বর্ণনা করেছেন। অতএব বর্ণনাটি মু'যাল (যঈফ)। ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.) তাঁর বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ যাদুল মা'আদে

৪৫৬. আবুদাঊদ হা/৩০০০, 'খারাজ ও ফাই' অধ্যায়, 'কিভাবে মদীনা থেকে ইহূদীদের বহিষ্কার করা হয়' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ।
৪৫৭. সীরাহ ছহীহাহ ১/২৭৮ পৃঃ; মা শা-'আ ৯৯ পৃঃ।

Contents

কেবল এটুকু লিখেছেন, وَوَادَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الْيَهُودِ وَكَتَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় অবস্থানকারী ইহূদীদের সাথে চুক্তি করেন এবং তিনি তাঁর ও তাদের মধ্যে একটি দলীল লিপিবদ্ধ করেন’ *(যাদুল মা‘আদ ৩/৫৮ পৃঃ)*। এতটুকু ব্যতীত আগে-পিছে কোন বক্তব্য বা মন্তব্য নেই। ইবনু কাছীর (৭০১-৭৪ হি.) কোনরূপ মন্তব্য ছাড়াই ইবনু ইসহাকের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন *(আল-বিদায়াহ ৩/২২৪-২৬)*। যেটি তাঁর স্বভাব বিরোধী। এতদ্ব্যতীত ইমাম আহমাদ (হা/২৪৪৩), ইবনু আবী খায়ছামাহ, আবু ওবায়েদ ক্বাসেম বিন সাল্লাম, বায়হাক্বী, ইবনু আবী হাতেম, ইবনু হাযম প্রমুখ যারাই উক্ত চুক্তি সংক্ষেপে বা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন, কোনটাই বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। সম্ভবতঃ একারণেই বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিক ইমাম যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) তাঁর ‘তারীখুল ইসলাম’ গ্রন্থে এবং ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.) স্বীয় ‘তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত’ গ্রন্থে বিভিন্ন হিজরী সনে ‘প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী’র তালিকায় এটি আনেননি। এ চুক্তিনামা সঠিক হ’লে তিনি তা ১ম হিজরী সনের ঘটনাবলীর মধ্যে অবশ্যই আনতেন। অতএব ঘটনাটি প্রসিদ্ধ হ’লেও বিশুদ্ধ নয় *(মা শা-‘আ ৯১-৯৮ পৃঃ)*।

ছহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী কেবল এটুকুই পাওয়া যায় যে, ৩য় হিজরী সনে তিনি ইহূদীদের ও অন্যান্যদের মধ্যে একটা ‘চুক্তিনামা’ লিখে দিয়েছিলেন। সেটিই ‘মদীনার সনদ’ নামে খ্যাত। তবে সেখানে তখনকার সময়ে প্রয়োজনীয় সবকিছুই লেখা ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। তাতে কি লেখা ছিল, তা জানা যায় না।

মদীনার সনদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে ড. আকরাম যিয়া উমারী (জন্ম : ১৯৪২ খৃ.) বলেন, আমার নিকট অগ্রগণ্য এই যে, চুক্তিনামা ছিল দু’টি। প্রথমটি ছিল ইহূদীদের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর মদীনায় আগমনের পর এবং দ্বিতীয়টি ছিল মুহাজির ও আনছারদের মাঝে বদর যুদ্ধের পর’। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ দু’টি চুক্তি একত্রিত করেছেন’ *(সীরাহ ছহীহাহ ১/২৮১)*।

আকরাম যিয়া উমারী যে উক্ত চুক্তিটিকে দুই সময়ে দুইভাগে ভাগ করেছেন, তার পিছনে কোন প্রমাণ নেই। কেননা তাঁর ও সকল জীবনীকারের এ বিষয়ে বর্ণনার ভিত্তি হ’ল ইবনু ইসহাক (৮৫-১৫১ হি.)-এর সনদবিহীন বর্ণনা। যা তিনি একবারেই এবং একসাথে বর্ণনা করেছেন *(ইবনু হিশাম ১/৫০১-০৪)*। আকরাম যিয়া উক্ত দীর্ঘ বর্ণনার বাক্যগুলিকে ৪৭টি ধারায় পরিণত করেছেন মাত্র *(সীরাহ ছহীহাহ ১/২৮২-৮৫)*।

তিনি হাদীছ ও ইতিহাসের বর্ণনাগুলির সমন্বয় করতে গিয়ে বলেছেন, উভয়ের মধ্যে হাদীছের বর্ণনা ইতিহাসের বর্ণনাসমূহের চাইতে অধিক শক্তিশালী। কিন্তু সেজন্য ইতিহাসের বর্ণনাসমূহকে নাকচ করার কোন কারণ নেই। কেননা কা‘ব বিন আশরাফের হত্যার পরে আগের চুক্তিটির তাকীদ কিংবা নবায়ন হিসাবে পুনরায় চুক্তি করায় কোন বাধা নেই’ *(সীরাহ ছহীহাহ ১/২৭৮)*।

বস্তুতঃ এগুলি স্রেফ ধারণা ও কল্পনা মাত্র। অতএব আমরা ছহীহ হাদীছের আলোকে কেবল এটুকুই বলব যে, ইহূদীরা তাদের নেতা কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ডে ভীত হয়েই চুক্তিতে রাযী হয়েছিল এবং যা ছিল ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের পরের ঘটনা। নিঃসন্দেহে সে চুক্তিটি ছিল পারস্পরিক সন্ধিচুক্তি। কিন্তু চুক্তিটি কি ছিল, তার ভাষা কি ছিল, সেখানে কয়টি ধারা ছিল, কিছুই সঠিকভাবে বলার উপায় নেই।[৪৫৮]

---

৪৫৮. পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আমরা মুহাম্মাদ বিন ইসহাক-এর ধারাবিহীন ও সনদবিহীনভাবে বর্ণিত চুক্তিনামাটি ড. আকরাম যিয়াকৃত ধারা অনুযায়ী বিন্যস্ত করে অনুবাদসহ উল্লেখ করলাম। বর্ণনার মধ্যে ভুলক্রমে একটি বাক্য দু'বার আনা সত্ত্বেও তাকে ২৪ ও ৩৮ দু'টি ধারা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে *(সীরাহ ছহীহাহ ১/২৮৪)*। ধারা বিন্যাসে তিনি কিছু আগ-পিছ করেছেন। আমরা ইবনু হিশামের বর্ণনার অনুসরণ করেছি এবং একই বক্তব্য বারবার থাকায় আমরা মতনে ও অনুবাদে ৪-১১ ধারাগুলি সংক্ষিপ্ত করেছি।-

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَادَعَ فِيهِ يَهُودَ وَعَاهَدَهُمْ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَشَرَطَ لَهُمْ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ:

(١) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ، فَلَحِقَ بِهِمْ، وَجَاهَدَ مَعَهُمْ، (٢) إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ، (٣) الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ، بَيْنَهُمْ، وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، (٤) وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ ... (٥) وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ ... (٦) وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ ... (٧) وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى ... (٨) وَبَنُو النَّجَّارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ ... (٩) وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ ... (١٠) وَبَنُو النَّبِيتِ عَلَى ... (١١) وَبَنُو الْأَوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ ... (١٢) وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ. وَأَنْ لاَ يُحَالِفَ مُؤْمِنٌ مَوْلَى مُؤْمِنٍ دُونَهُ، (١٣) وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ، أَوْ ابْتَغَى دَسِيعَةَ ظُلْمٍ، أَوْ إِثْمٍ، أَوْ عُدْوَانٍ، أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا، وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ، (١٤) وَلاَ يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ، وَلاَ يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ، (١٥) وَإِنَّ ذِمَّةَ اللهِ وَاحِدَةٌ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ، (١٦) وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأُسْوَةَ، غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلاَ مُتَنَاصَرِينَ عَلَيْهِمْ، (١٧) وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ، لاَ يُسَالَمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلاَّ عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ، (١٨) وَإِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ مَعَنَا يُعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، (١٩) وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُبِيءُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا نَالَ دِمَاءَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، (٢٠) وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَمِهِ، وَإِنَّهُ لاَ يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالاً لقريش وَلاَ نفسا، وَلاَ يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ، (٢١) وَإِنَّهُ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةٌ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ إِلاَّ قِيَامٌ عَلَيْهِ، (٢٢) وَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقَرَّ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَآمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلاَ يُؤْوِيهِ، وَأَنَّهُ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ

www.ahlehadeethbd.org

لَعْنَةَ اللهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، **(٢٣)** وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، **(٢٤)** وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ، **(٢٥)** وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ، وَلِلْمُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ، مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ، إلاَّ مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ، فَإِنَّهُ لاَ يُوتِغُ إلاَّ نَفْسَهُ، وَأَهْلَ بَيْتِهِ، **(٢٦)** وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، **(٢٧)** وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، **(٢٨)** وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، **(٢٩)** وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي جُشَمٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، **(٣٠)** وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، **(٣١)** وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ، فَإِنَّهُ لَا يُوتِغُ إلاَّ نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ، **(٣٢)** وَإِنَّ جَفْنَةَ بَطْنٌ مِنْ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ، **(٣٣)** وَإِنَّ لِبَنِي الشَّطِيبَةِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، **(٣٤)** وَإِنَّ مَوَالِيَ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ، **(٣٥)** وَإِنَّ بِطَانَةَ يَهُودَ كَأَنْفُسِهِمْ، **(٣٦)** وَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إلاَّ بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّهُ لاَ يُنْحَجَزُ عَلَى ثَأْرٍ جُرْحٌ، وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ فَتَكَ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، إلاَّ مِنْ ظَلَمَ، وَإِنَّ اللهَ عَلَى أَبَرِّ هَذَا، **(٣٧)** وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ، وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النُّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ، وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَأْثَمْ امْرُؤٌ بِحَلِيفِهِ، وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ، **(٣٨-مكرر)** وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ، **(٣٩)** وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، **(٤٠)** وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَلاَ آثِمٌ، **(٤١)** وَإِنَّهُ لاَ تُجَارُ حُرْمَةٌ إلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا، **(٤٢)** وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ، فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ اللهَ عَلَى أَتْقَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ، **(٤٣)** وَإِنَّهُ لاَ تُجَارُ قُرَيْشٌ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا، **(٤٤)** وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ، **(٤٥)** وَإِذَا دُعُوا إِلَى صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ، فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ، وَإِنَّهُمْ إذَا دُعُوا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، إلاَّ مَنْ حَارَبَ فِي الدِّينِ، عَلَى كُلِّ أُنَاسٍ حِصَّتُهُمْ مِنْ جَانِبِهِمْ الَّذِي قِبَلَهُمْ، **(٤٦)** وَإِنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ، مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ، عَلَى مِثْلِ مَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. مَعَ الْبِرِّ الْمَحْضِ؟ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: مَعَ الْبِرِّ الْمُحْسِنُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، لاَ يَكْسِبُ كَاسِبٌ إلاَّ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنَّ اللهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ، **(٤٧)** وَإِنَّهُ لاَ يَحُولُ هَذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ وَآثِمٍ، وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ، وَمَنْ قَعَدَ آمِنٌ بِالْمَدِينَةِ، إلاَّ مَنْ ظَلَمَ أَوْ أَثِمَ، وَإِنَّ اللهَ جَارٌ لِمَنْ بَرَّ وَاتَّقَى، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- السيرة التبوية لابن هشام ١/٥٠١-٥٠٤، السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري ١/٢٨٢-٢٨٥-

(১) এটি লিখিত হচ্ছে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে মুমিন ও মুসলমানদের মধ্যে যারা কুরায়শী ও ইয়াছরেবী এবং তাদের অনুগামী, যারা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করে থাকে। (২)

www.ahlehadeethbd.org

এরা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র একটি জাতি হিসাবে গণ্য হবে। (৩) কুরায়েশ মুহাজিরগণ তাদের নিজ অবস্থায় থাকবে। তারা তাদের বন্দী বিনিময়ে মুমিনদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফিদইয়া দিবে। একইভাবে (৪) বনু 'আওফ, (৫) বনু সা'এদাহ, (৬) বনুল হারেছ, (৭) বনু জুশাম, (৮) বনু নাজ্জার, (৯) বনু 'আমর বিন 'আওফ, (১০) বনু নাবীত, (১১) বনু আউস সবাই স্ব স্ব পূর্বের অবস্থায় থাকবে এবং তাদের স্ব স্ব গোত্র ও শাখাসমূহ বন্দী বিনিময়ে মুমিনদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফিদইয়া দিবে। (১২) মুমিনগণ তাদের মধ্যকার কোন ঋণগ্রস্ত বা অভাবগ্রস্ত পরিবারকে ছেড়ে যাবে না, ন্যায়সঙ্গতভাবে তাকে ফিদইয়া বা রক্তমূল্য না দেয়া পর্যন্ত। কোন মুমিন কোন মুমিনের গোলামের সাথে কোনরূপ চুক্তি করবে না। (১৩) মুমিন-মুত্তাক্বীগণ তাদের মধ্যে কেউ বিদ্রোহ করলে বা বড় কোন যুলুম করলে, পাপ করলে, শত্রুতা করলে কিংবা মুমিনদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করলে তার বিরোধিতা করবে এবং সকলে তার বিরুদ্ধে একত্রিত হবে। যদিও ঐ ব্যক্তি তাদের কোন একজনের সন্তান হয়। (১৪) কোন মুমিন কাফিরের বিনিময়ে কোন মুমিনকে হত্যা করবে না এবং মুমিনের বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করবে না। (১৫) আল্লাহ্র যিম্মা এক। তারা তাদের অধীনস্তদের আশ্রয় দিবে। আর মুমিনগণ একে অপরের বন্ধু অন্যদের থেকে। (১৬) যেসব ইহূদী আমাদের অনুসারী হবে তাদের জন্য থাকবে সাহায্য ও উত্তম আচরণ। তারা অত্যাচারিত হবে না এবং তাদের উপরে কেউ প্রতিশোধ নিতে পারবে না। (১৭) মুমিনদের সন্ধিচুক্তি একই। কোন মুমিন আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধের সময় মুমিন ব্যতীত অন্যের সাথে সন্ধি করবে না, নিজেদের মধ্যে সমভাবে বা ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যতীত। (১৮) প্রত্যেক যুদ্ধ যা আমাদের সাথে হবে, সেখানে একে অপরের পিছে আসবে। (১৯) মুমিনগণ একে অপরকে রক্ষা করবে, যখন আল্লাহ্র রাস্তায় তাদের রক্ত প্রবাহিত হবে। (২০) মুমিন-মুত্তাক্বীগণ সুন্দর ও সরল পথে থাকবে। কোন মুশরিক কোন কুরায়েশ-এর জান ও মালের হেফাযত করবে না এবং মুমিনের বিরুদ্ধে বাধা হবে না। (২১) যদি কেউ কোন মুমিনকে বিনা দোষে হত্যা করে এবং তার প্রমাণ থাকে, তাহ'লে সে তার বদলা নেবে। তবে যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ ক্ষমা করে দেয় (রক্ত মূল্যের বিনিময়ে)। সকল মুমিন এ চুক্তির উপরে থাকবে। এর উপরে দৃঢ় থাকা ব্যতীত তাদের জন্য অন্য কিছু সিদ্ধ হবে না। (২২) আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী যে মুমিন এই চুক্তিতে স্বীকৃত হবে, তার জন্য সিদ্ধ হবে না কোন বিদ'আতীকে সাহায্য করা বা আশ্রয় দেওয়া। যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দিবে, কিয়ামতের দিন তার উপরে আল্লাহ্র লা'নত ও গযব থাকবে। তার থেকে কোনরূপ বিনিময় কবুল করা হবে না। (২৩) যখনই তোমরা এতে মতভেদ করবে, তখনই সেটা আল্লাহ ও মুহাম্মাদের দিকে ফিরে যাবে। (২৪) ইহূদীরা মুমিনদের সাথে খরচ বহন করবে, যতক্ষণ তারা একত্রে যুদ্ধ করবে। (২৫) বনু 'আওফের ইহূদীগণ মুসলমানদের সাথে একই জাতিরূপে গণ্য হবে। ইহূদীদের জন্য তাদের দ্বীন এবং মুসলমানদের জন্য তাদের দ্বীন। এটা তাদের দাস-দাসীদের জন্য এবং তাদের নিজেদের জন্য সমভাবে গণ্য হবে। একইভাবে বনু 'আওফ ব্যতীত অন্য ইহূদীদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হবে। তবে যে যুলুম করবে ও পাপ করবে, সে নিজেকে ও তার পরিবারকে ছাড়া কাউকে ধ্বংস করবে না। (২৬) আর বনু নাজ্জার, (২৭) বনুল হারেছ, (২৮) বনু সা'এদাহ, (২৯) বনু জুশাম, (৩০) বনুল আউস, (৩১) বনু ছা'লাবাহ্র ইহূদীদের জন্য ঐরূপ চুক্তি যেরূপ থাকবে বনু 'আওফের ইহূদীদের জন্য। তবে যে ব্যক্তি যুলুম করবে ও পাপ করবে, সে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে ছাড়া কাউকে ধ্বংস করবে না। (৩২) ছা'লাবাহ্র জাফনাহ গোত্রটি তাদের মতই গণ্য হবে। (৩৩) বনু শুত্বাঈবাহ্র জন্য বনু 'আওফের ইহূদীদের মতই চুক্তি থাকবে। কেবল সদ্ব্যবহার থাকবে, অন্যায় নয়। (৩৪) ছা'লাবাহ্র দাস-দাসীগণ তাদের মতই গণ্য হবে। (৩৫) ইহূদীদের মিত্রগণ ইহূদীদের মতই গণ্য হবে। (৩৬) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুমতি ব্যতীত তাদের কেউ বাইরে যেতে পারবে না। কোন যখমের বদলা নিতে বিরত থাকবে না। যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, সে তার নিজের উপর ও নিজ পরিবারের উপর বাড়াবাড়ি করে। তবে যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হয়, আল্লাহ তার ব্যাপারে খুশী থাকেন। (৩৭) ইহূদীদের উপর তাদের ব্যয় এবং মুসলমানদের উপর তাদের ব্যয়। যারা এই চুক্তিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাদের বিরুদ্ধে তারা পরস্পরকে সাহায্য করবে। তারা পরস্পরের প্রতি সুধারণা রাখবে, উপদেশ দিবে ও সদাচরণ করবে। অন্যায় করবে না। মিত্রের অন্যায়ের কারণে ব্যক্তি দায়ী হবে না। মযলূমকে সাহায্য করা হবে। (৩৮-পুনরুক্ত) ইহূদীরা মুমিনদের সাথে খরচ

পার্শ্ববর্তী নিকট ও দূরের গোত্রসমূহের সাথে সন্ধিচুক্তিসমূহ সম্পাদনের পর ইহূদীদের সাথে অত্র চুক্তি সম্পাদনের ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামী খিলাফতের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং মদীনা তার রাজধানীতে পরিণত হয়। অতএব বলা চলে যে, মদীনার সনদ ছিল একটি আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক চুক্তি, যার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ স্বার্থে ও একক লক্ষ্যে একটি উম্মাহ বা জাতি গঠিত হয়। আধুনিক পরিভাষায় যাকে 'রাষ্ট্র' বলা হয়। এই সনদ ছিল আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সর্বপ্রথম ভিত্তি স্বরূপ।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২২ (العبر –٢٢) :

(১) বংশীয়, গোত্রীয় এবং ধর্মীয় পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেও বৃহত্তর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা যায়, রাসূল (ছাঃ)-এর মাদানী জীবনের কর্মনীতি তার বাস্তব সাক্ষী।

(২) ইসলামী বিধানের অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব, মদীনার সনদ তার বাস্তব দলীল।

বহন করবে, যতক্ষণ তারা একত্রে যুদ্ধ করবে (এটিতে ধারা ২৪-এর পুনরুক্তি হয়েছে)। (৩৯) চুক্তিভুক্ত সকলের জন্য ইয়াছরিবের অভ্যন্তরভাগ হারাম অর্থাৎ নিরাপদ এলাকা হিসাবে গণ্য হবে। (৪০) প্রতিবেশীগণ চুক্তিবদ্ধ পক্ষের ন্যায় গণ্য হবে। যদি সে ক্ষতিকারী ও অন্যায়কারী না হয়। (৪১) কোন নারীকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না, তার পরিবারের অনুমতি ব্যতীত। (৪২) চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর মধ্যে কোন সমস্যা ও ঝগড়ার সৃষ্টি হ'লে এবং তাতে বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দিলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকটে পেশ করা হবে। এই চুক্তিনামায় যা আছে, আল্লাহ তার উপর সর্বাধিক সতর্কতা ও সন্তুষ্টিতে আছেন। (৪৩) কুরায়েশ ও তাদের সহায়তাকারীদের আশ্রয় দেওয়া হবে না। (৪৪) ইয়াছরিবের উপরে কেউ হামলা চালালে সম্মিলিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। (৪৫) যখন তারা কোন সন্ধির দিকে আহুত হবে, যেখানে তারা পরস্পরে মীমাংসা করবে ও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তা কবুল করবে, তারা সেটাতে সাড়া দিবে। মুমিনদের উপর এটা প্রযোজ্য হবে। তবে যারা ধর্মের কারণে যুদ্ধ করে, তাদের উপর নয়। প্রত্যেকের জন্য তার নিজ পক্ষের অংশ নির্ধারিত হবে। (৪৬) আউসের (মিত্র) ইহূদীদের নিজেদের ও তাদের দাস-দাসীদের উপর অনুরূপ প্রযোজ্য হবে, যেরূপ অত্র চুক্তিকারীদের উপর প্রযোজ্য হবে। (আর তা হ'ল) স্রেফ সদাচরণ এই চুক্তিকারীদের পক্ষ হ'তে। ইবনু ইসহাক বলেন, সদাচরণ সেটাই যাতে পাপ নেই। অর্জনকারী কেবল নিজের জন্যই তা অর্জন করে থাকে। এই চুক্তিনামায় যা আছে, আল্লাহ তার উপর সর্বাধিক সত্যতা ও সন্তুষ্টিতে আছেন। (৪৭) কোন অত্যাচারী ও পাপীর জন্য এ চুক্তিনামা কোনরূপ সহায়ক হবে না। যে ব্যক্তি বের হয়ে যাবে, সে নিরাপদ থাকবে এবং যে ব্যক্তি বসে থাকবে, সে ও মদীনায় নিরাপদ থাকবে। ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে যুলুম ও অন্যায় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তির সাথী, যে সদাচরণ করে ও আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করে। আর মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহ্র রাসূল *ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম'*। *(ইবনু হিশাম ১/৫০১-০৪; সীরাহ নববীইয়াহ ছহীহাহ ১/২৮২-৮৫; আল- বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/২২৪ পৃঃ)।*

১৮. গাযওয়া বাহরান (غزوة بحران) : ৩য় হিজরীর রবীউল আখের। একটি কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলাকে আটকানোর জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ৩০০ সৈন্য নিয়ে হেজাযের ‘ফুরু‘ (الفُرُع) সীমান্তের ‘বাহরান’ অঞ্চলে গমন করেন। সেখানে তিনি রবীউল আখের ও জুমাদাল উলা দু’মাস অবস্থান করেন। কিন্তু কোন যুদ্ধ হয়নি। এ সময় মদীনার দায়িত্বে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)।[৪৫৯]

১৯. সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ (سرية زيد بن حارثة) : ৩য় হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ। মদীনার পথে ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতার কথা ভেবে কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলা মদীনার পূর্বদিক দিয়ে দীর্ঘ পথ ঘুরে সম্পূর্ণ অজানা পথে নাজদ হয়ে সিরিয়া যাবার মনস্থ করে। এ খবর মদীনায় পৌঁছে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যায়েদ বিন হারেছাহ্র নেতৃত্বে ১০০ জনের একটি অশ্বারোহী দল প্রেরণ করেন। তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে অগ্রসর হয়ে ‘ক্বারদাহ’ (قَرْدَة) নামক প্রস্রবণের কাছে পৌঁছে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতর্কিতে এই হামলার মুকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে কাফেলা নেতা ছাফওয়ান বিন উমাইয়া সবকিছু ফেলে পালিয়ে যান। মজুরীর বিনিময়ে নেওয়া কুরায়েশদের পথ প্রদর্শক ফুরাত বিন হাইয়ান (فُرَاتُ بنُ حَيَّانَ) এবং বলা হয়েছে যে, আরও অন্য দু’জন বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হয়। অতঃপর তারা রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে বায়‘আত করে ইসলাম কবুল করেন। এই সফরে বড় বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। যাদের মধ্যে কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান ইবনু হারবের নিকটেই ছিল সর্বাধিক রৌপ্য ও রৌপ্য সামগ্রীসমূহ। ফলে আনুমানিক এক লক্ষ দেরহামের রৌপ্য সহ বিপুল পরিমাণ গণীমতের মাল হস্তগত হয়। এই পরাজয়ে কুরায়েশরা হতাশ হয়ে পড়ে। এখন তাদের সামনে মাত্র দু’টি পথই খোলা রইল। যিদ ও অহংকার পরিত্যাগ করে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করা অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা। বলা বাহুল্য, তারা শেষটাই গ্রহণ করে এবং যা ওহোদ যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। সোজাপথে না গিয়ে পালানো পথে সিরিয়া গমনের কাপুরুষতাকে কটাক্ষ করে রাসূল (ছাঃ)-এর সভাকবি হাসসান বিন ছাবেত আনছারী (রাঃ) কুরায়েশ নেতাদের বিরুদ্ধে এ সময় কবিতা পাঠ করেন।[৪৬০]

---

৪৫৯. যাদুল মা‘আদ ৩/১৭০; ইবনু হিশাম ২/৪৬; ইবনু সা‘দ ২/২৭; আর-রাহীক্ব ২৪৫ পৃঃ। মানছূরপুরী এটা ধরেননি।

৪৬০. ইবনু সা‘দ ২/২৭; ইবনু হিশাম ২/৫০।

২০. ওহোদ যুদ্ধ (غزوة أحد)

(৩য় হিজরীর ৭ই শাওয়াল শনিবার সকাল)

কুরায়েশরা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্যের সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে মদীনার তিন মাইল উত্তরে ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে শিবির সন্নিবেশ করে। এই বাহিনীর সাথে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওৎবার নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি মহিলা দল ছিল, যারা নেচে-গেয়ে ও উত্তেজক কবিতা পাঠ করে তাদের সৈন্যদের উত্তেজিত করে। এই যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্বে প্রায় ৭০০ সৈন্য ছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ শেষে একটি ভুলের জন্য মুসলমানদের সাক্ষাৎ বিজয় অবশেষে বিপর্যয়ে পরিণত হয়। মুসলিম পক্ষে ৭০ জন শহীদ ও ৪০ জন আহত হন। তার মধ্যে মুহাজির ৪ জন, আনছার ৬৫ জন। যাদের মধ্যে আউস ২৪, খাযরাজ ৪১ এবং ইহূদী ১ জন। কুরায়েশ পক্ষে ৩৭ জন নিহত হয়। তবে এই হিসাব চূড়ান্ত নয়। বরং কুরায়েশ পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী *(‘জয়-পরাজয় পর্যালোচনা’ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)*।

এই যুদ্ধে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হ’লেও কুরায়েশরা বিজয়ী হয়নি। বরং তারা ভীত হয়ে ফিরে যায়। এ যুদ্ধ প্রসঙ্গে সূরা আলে ইমরানের ১২১-১৭৯ পর্যন্ত ৬০টি আয়াত নাযিল হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

ওহোদ-এর পরিচয় (تعارف أحد) : মদীনার ওহোদ পাহাড়ের নামে এই যুদ্ধের নামকরণ হয়েছে। পাহাড়টি অন্য পাহাড়ের সাথে যুক্ত না থেকে ‘একক’ হওয়ায় এর নাম ওহোদ (أُحُدٌ) হয়েছে। যার পর থেকে ত্বায়েফের পাহাড় (جَبَلُ الطائف) শুরু হয়েছে। এটি মসজিদে নববীর ‘মাজীদী দরজা’ (باب الْمَجِيدى) থেকে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। এই পাহাড়ের কতগুলি চূড়া রয়েছে। এর সরাসরি দক্ষিণে ছোট্ট পাহাড়টির নাম ‘আয়নায়েন’ (عَيْنَين), যা পরবর্তীতে ‘জাবালুর রুমাত’ (جَبَلُ الرُّمَاة) বা তীরন্দাযদের পাহাড় বলে পরিচিত হয়। এ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী বৃহৎ উপত্যকার নাম ‘কুনাত’ (وَادِى قُنَاة)। যেখানে ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধের প্রায় ১১ মাস পরে’ *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৭৮)*।

যুদ্ধের কারণ (سبب المعركة) : মক্কা থেকে শামে কুরায়েশদের ব্যবসায়ের পথ নিরংকুশ ও নিরাপদ করাই ছিল তাদের এই যুদ্ধের মূল কারণ।

অতঃপর প্রত্যক্ষ কারণ ছিল, বদর যুদ্ধে কুরায়েশদের শোচনীয় পরাজয়, ‘সাভীক্ব’ যুদ্ধে ছাতুর বস্তাসহ অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম ফেলে আবু সুফিয়ানের পালিয়ে আসার গ্লানিকর অভিজ্ঞতা এবং সবশেষে ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার নেতৃত্বে মদীনার সোজা পথ ছেড়ে

নাজদের ঘোরা পথ ধরে সিরিয়া গমনকারী কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলা মুসলিম বাহিনী কর্তৃক লুট হওয়া এবং দলনেতা ছাফওয়ানের কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসার লজ্জাকর ঘটনা। যার প্রেক্ষাপটে কুরায়েশ নেতারা মুসলমানদের সাথে কালবিলম্ব না করে একটা চূড়ান্ত ফায়ছালাকারী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সঙ্গত কারণেই এ ব্যাপারে বদর যুদ্ধে নিহত নেতা আবু জাহলের পুত্র ইকরিমা, উৎবাহ্র ভাই আব্দুল্লাহ ও সাভীক যুদ্ধে পালিয়ে আসা আবু সুফিয়ান এবং সর্বশেষ বাণিজ্য কাফেলা ফেলে পালিয়ে আসা ছাফওয়ান বিন উমাইয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

যুদ্ধের পুঁজি (رأسمال لقريش فى الحرب) : বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে বিবেচিত কুরাইশের যে বাণিজ্য কাফেলা আবু সুফিয়ান স্বীয় বুদ্ধিবলে মুসলিম বাহিনীর কবল থেকে বাঁচিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই বাণিজ্য সম্ভারের সবটুকুই মালিকদের সম্মতিক্রমে ওহোদ যুদ্ধের পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হয়' *(ইবনু হিশাম ২/৬০)*।[৪৬১]

মাক্কীদের যুদ্ধ প্রস্তুতি (استعداد قريش للحرب) : মুসলিম শক্তিকে সমূলে উৎখাত করার জন্য তারা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি জারী করে দিল যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক বেদুঈন, কেনানা ও তেহামার অধিবাসীদের মধ্যকার যেকোন ব্যক্তি যেন এই যুদ্ধে কুরায়েশ বাহিনীতে শরীক হয়। লোকদের উত্তেজিত ও উৎসাহিত করার জন্য দু'জন কবি আবু 'আযযাহ (أَبُو عَزَّةَ) এবং মুসাফে' বিন 'আব্দে মানাফ আল-জুমাহী (مُسَافِعُ بْنُ عَبْدِ مَنَافِ الْجُمَحِيُّ)-কে কাজে লাগানো হয়। প্রথমজন বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল। পরে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধিতা করবে না, এই শর্তে কোনরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই সে মুক্তি পায়। তাকে গোত্রনেতা ছাফওয়ান বিন উমাইয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধ থেকে নিরাপদে ফিরে আসলে তাকে ধনশালী করে দিবেন। আর নিহত হ'লে তার কন্যাদের লালন-পালনের দায়িত্ব নেবেন'। ফলে উক্ত দুই কবি অর্থ-সম্পদের লোভে সর্বত্র যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে উঠলো। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে আসতেই মক্কায় তিন হাযার সুসজ্জিত সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দার নেতৃত্বে ১৫ জন মহিলাকেও সঙ্গে নেওয়া হ'ল, যাতে

---

৪৬১. মুবারকপুরী লিখেছেন, যার পরিমাণ ছিল ১,০০০ উট ও ৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা *(ইবনু সা'দ ২/২৮; আর-রাহীক্ব ২৪৮ পৃঃ)*। কিন্তু এ হিসাবের কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে সূরা আনফাল ৩৬ আয়াতটি নাযিল হয়েছে বলে ইবনু সা'দ যা বলেছেন, সেটিও বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। যাতে বলা হয়, إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ– 'আল্লাহ্র রাস্তা হ'তে লোকদের ফিরানোর জন্য কাফেররা যত ধন-সম্পদ ব্যয় করুক না কেন, সবই ওদের মনস্তাপের কারণ হবে। ওরা পরাভূত হবে। অতঃপর কাফেররা জাহান্নামে একত্রিত হবে' *(আনফাল ৮/৩৬)*। বরং সকল যুগের কাফের-মুনাফিকরা তাদের মাল-সম্পদ সর্বদা ইসলামের বিজয় ও অগ্রগতির বিরুদ্ধে ব্যয় করবে এটাই স্বাভাবিক।

তাদের দেওয়া উৎসাহে সৈন্যরা অধিক উৎসাহিত হয় এবং তাদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে সৈন্যরা জীবনপণ লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ হয়।

যুদ্ধ সম্ভারের মধ্যে ছিল বাহন হিসাবে ৩০০০ উট, ২০০ যুদ্ধাশ্ব এবং ৭০০ লৌহবর্ম। খালেদ ইবনু অলীদ ও ইকরিমা বিন আবু জাহলকে অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়ক করা হয়। আবু সুফিয়ান হ'লেন পুরা বাহিনীর অধিনায়ক এবং যুদ্ধের পতাকা অর্পণ করা হয় প্রথা অনুযায়ী বনু 'আব্দিদ্দার গোত্রের হাতে।[৪৬২]

মদীনায় সংবাদ প্রাপ্তি (وصول خبر الاستعداد فى المدينة) :

কুরায়েশ নেতাদের এই ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (যিনি তখনো প্রকাশ্যে মুসলমান হননি) একজন বিশ্বস্ত পত্রবাহকের মাধ্যমে দ্রুত মদীনায় পাঠিয়ে দেন এবং তাতে তিনি সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে দেন। ৪৬০ কিলোমিটার রাস্তা মাত্র তিনদিনে অতিক্রম করে পত্রবাহক সরাসরি গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে পত্রটি পৌঁছে দেয়। তিনি তখন ক্বোবায় অবস্থান করছিলেন। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) পত্রটি রাসূল (ছাঃ)-কে পাঠ করে শুনান। তিনি উবাইকে পত্র প্রাপ্তির বিষয়টি গোপন রাখতে বলেন ও দ্রুত মদীনায় এসে মুহাজির ও আনছার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ বৈঠকে বসেন। অন্যদিকে মদীনার চারপাশে পাহারা দাঁড় করানো হ'ল। স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর দ্বাররক্ষী হিসাবে রাত্রি জেগে পাহারা দেবার জন্য আউস নেতা সা'দ বিন মু'আয, খাযরাজ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহ এবং উসায়েদ বিন হুযায়ের প্রমুখ আনছার নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে নিয়োজিত করলেন। চারদিকে গোয়েন্দা প্রেরণ করা হ'ল মাক্কী বাহিনীর অগ্রযাত্রার খবর নেওয়ার জন্য। গোয়েন্দাগণ নিয়মিতভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে তাদের খবর পৌঁছে দিতে থাকেন।

পরামর্শ বৈঠকের বিবরণ (تقرير مجلس الاستشارى للرسول صـــ) : মুহাজির ও আনছার নেতৃবৃন্দের উক্ত পরামর্শ বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমে নিজের দেখা একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন,

رَأَيْتُ كَأَنِّى فِى دِرْعٍ حَصِينَةٍ وَرَأَيْتُ بَقَراً مُنَحَّرَةً فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْحَصِينَةَ الْمَدِينَةُ وَأَنَّ الْبَقَرَ هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ. قَالَ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيهَا فِى الإِسْلاَمِ قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ فَقَالَ شَأْنَكُمْ إِذاً. قَالَ فَلَبِسَ لأْمَتَهُ قَالَ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ رَدَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– رَأْيَهُ فَجَاءُوا فَقَالُوا يَا نَبِىَّ اللهِ شَأْنَكَ إِذاً. فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِىٍّ إِذَا لَبِسَ لأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ–

৪৬২. ওয়াক্বেদী, মাগাযী ১/২০৮; আর-রাহীক্ব ২৪৯ পৃঃ।

‘আমি নিজেকে দেখলাম একটি সুরক্ষিত বর্মের মধ্যে এবং একটি গাভীকে দেখলাম যবহকৃত অবস্থায়। আমি এর ব্যাখ্যা করছি, বর্ম হ’ল ‘সুরক্ষিত মদীনা’। আর গাভী আল্লাহ্র কসম! এটি মঙ্গল (অর্থ ‘কিছু ছাহাবী নিহত হবে’ -ফাৎহুল বারী)। অতঃপর তিনি বললেন, যদি আমরা মদীনায় থেকেই যুদ্ধ করতাম! তাহ’লে যদি তারা আমাদের উপর হামলা করে, তবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে এখান থেকেই যুদ্ধ করতে পারতাম’। তখন ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কসম! জাহেলী যুগে এখানে কেউ প্রবেশ করতে পারেনি। তাহ’লে ইসলামী যুগে কিভাবে তারা আমাদের উপর প্রবেশ করবে? রাবী ‘আফফান বলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এখন তোমাদের ইচ্ছা। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বর্ম ও অস্ত্র সজ্জিত হ’লেন। তিনি বলেন, তখন আনছারগণ বললেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছি। অতঃপর তারা এসে বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি যেটা বললেন সেটাই হৌক। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, কোন নবীর জন্য এটা সঙ্গত নয় যে, যুদ্ধের পোষাক পরিধানের পর তিনি তা খুলে ফেলেন, যুদ্ধ না করা পর্যন্ত’।[৪৬৩] ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) তাঁর ‘যুলফিক্বার’ তরবারির মাথা স্বপ্নে ভাঙ্গা দেখতে পান। তিনি বলেন, আমি এর ব্যাখ্যা করছি এই যে, তোমাদের মধ্যে (অর্থাৎ আমার পরিবারের মধ্যে) কেউ নিহত হবে। আমি দেখলাম যে, আমি একটি দুম্বার পিছনে আছি। আমি দুম্বার ব্যাখ্যা করছি ‘মুসলিম সেনাবাহিনী’...।[৪৬৪] আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, رَأَيْتُ فِى رُؤْيَاىَ أَنِّى هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ اللهُ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ ‘আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একটি তরবারি ঝাঁকুনি দিচ্ছি। তাতে তার মাথা ভেঙ্গে গেল। আর সেটি হ’ল, মুসলমানরা ওহোদের দিন যে বিপদগ্রস্ত হয়েছিল সেটা। অতঃপর আমি পুনরায় ঝাঁকুনি দিলাম। তখন তরবারিটি সুন্দর অবস্থায় ফিরে এল। সেটি হ’ল আল্লাহ যে বিজয় দান করেছেন এবং মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন সেটা। আমি সেখানে দেখলাম একটি গাভীকে। আল্লাহ্র কসম! সেটি মঙ্গল। আর সেটি হ’ল ওহোদের দিনের (বিপদগ্রস্ত) মুসলমানেরা’।[৪৬৫]

---

৪৬৩. আহমাদ হা/১৪৮২৯, সনদ ছহীহ লেগায়রিহী-আরনাউত্ব; ফাৎহুল বারী হা/৭০৩৫-এর আলোচনা।

৪৬৪. আহমাদ হা/২৪৪৫, সনদ হাসান; হাকেম হা/২৫৮৮; ছহীহাহ হা/১১০০।

এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সাথীরা এবং একদল ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে মদীনায় থেকে যুদ্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। অন্যেরা বিশেষ করে হামযা (রাঃ) সহ যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, তারা বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে চাপ সৃষ্টি করেন’ *(সীরাহ হালাবিইয়াহ ২/২৯৮; ইবনু হিশাম ২/৬৩; আর-রাহীক্ব ২৫১-৫২ পৃঃ)*। কথাগুলি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। ইবনু ইসহাক এগুলি বিনা সনদে বর্ণনা করেছেন। সনদ ‘মুরসাল’ *(তাহকীক ইবনু হিশাম, ক্রমিক ১০৮৪)*।

৪৬৫. বুখারী হা/৪০৮১; মুসলিম হা/২২৭২ (২০)।

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার থেকে তাঁর চাচা হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব উক্ত যুদ্ধে শহীদ হন।

উপরোক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, বৈষয়িক ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ ও তা মেনে নেওয়া আমীরের জন্য সঙ্গত। কিন্তু তাঁকে বাধ্য করা যাবে না। বরং তাঁর সিদ্ধান্ত সকলকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। তবে বিধানগত বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের বাইরে অধিকাংশের রায় মেনে নেওয়া বৈধ নয়' *(আন'আম ৬/১১৫-১১৬)*।

মাক্কী বাহিনীর অবস্থান ও শ্রেণীবিন্যাস (موقف الجيش المكى وتنسيقهم) :

মাক্কী বাহিনী ৩য় হিজরীর ৬ই শাওয়াল শুক্রবার মদীনার উত্তরে ওহোদ পাহাড়ের কাছাকাছি 'আয়নায়েন' (عَيْنَيْن) টীলার নিকটবর্তী স্থানে শিবির সন্নিবেশ করে।[৪৬৬] তাদের ডান বাহুর অধিনায়ক ছিলেন খালেদ বিন অলীদ এবং বাম বাহুর অধিনায়ক ছিলেন ইকরিমা বিন আবু জাহল। তীরন্দায বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু রাবী'আহ এবং পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন ছাফওয়ান বিন উমাইয়া। আবু সুফিয়ান ছিলেন সর্বাধিনায়ক এবং তিনি মধ্যভাগে অবস্থান নেন' *(আর-রাহীক্ব ২৫০-৫১ পৃঃ)*।

ইসলামী বাহিনীর বিন্যাস ও অগ্রযাত্রা (تنسيق الجيش الإسلامى ومسيرهم) :

দক্ষ গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে মাক্কী বাহিনীর যাবতীয় খবর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছে যায়। তিনি তাদেরকে বিশ্রামের সুযোগ না দিয়ে ত্বরিৎ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন এবং ৬ই শাওয়াল শুক্রবার বাদ আছর রওয়ানা হন। ইতিপূর্বে তিনি জুম'আর খুৎবায় লোকদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ়তার উপদেশ দেন এবং তার বিনিময়ে জান্নাত লাভের সুসংবাদ শুনান। অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে তিনি মদীনার দায়িত্বে রেখে যান, যাতে তিনি মসজিদে ছালাতের ইমামতি করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর এক হাযার ফৌজকে মুহাজির, আউস ও খাযরাজ- তিন বাহিনীতে ভাগ করেন। এ সময় যুদ্ধের প্রধান পতাকা ছিল কালো রংয়ের এবং ছোট পতাকা ছিল সাদা রংয়ের।[৪৬৭] তিনি মুহাজির বাহিনীর পতাকা দেন মুছ'আব বিন ওমায়ের-এর হাতে। তিনি শহীদ হবার পর দেন আলী (রাঃ)-এর হাতে। আউসদের পতাকা দেন উসায়েদ বিন হুযায়ের-এর হাতে এবং খাযরাজদের পতাকা দেন হুবাব ইবনুল মুনযির-এর হাতে' *(আর-রাহীক্ব ২৫২ পৃঃ)*। তবে এই বিন্যাস বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয় *(ঐ, তা'লীক্ব ১৪৪ পৃঃ)*। এক হাযারের মধ্যে

---

৪৬৬. মুবারকপুরী এখানে সূত্রবিহীনভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আসার পথে 'আবওয়া' (اَلْأَبْوَاء) নামক স্থানে পৌঁছলে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবাহ রাসূল (ছাঃ)-এর আম্মা বিবি আমেনার কবর উৎপাটন করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বাহিনীর নেতৃবৃন্দ তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এর ভয়ংকর পরিণতির কথা চিন্তা করে' *(আর-রাহীক্ব ২৫০ পৃঃ)*। ঘটনাটি সূত্রবিহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে' *(আলী বিন ইবরাহীম, সীরাহ হালাবিইয়াহ (বৈরূত : ২য় সংস্করণ ১৪২৭ হিঃ) ২/২৯৭ পৃঃ)*। অতএব বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। 'আবওয়া' মদীনা থেকে মক্কার পথে ২৫০ কি. মি. দূরে অবস্থিত একটি শহরের নাম।

৪৬৭. তিরমিযী হা/১৬৮১; ইবনু মাজাহ হা/২৮১৮; মিশকাত হা/৩৮৮৭।

১০০ ছিলেন বর্ম পরিহিত। রাসূল (ছাঃ) উপরে ও নীচে দু'টি লৌহবর্ম পরিধান করেন *(আবুদাঊদ হা/২৫৯০)*। অশ্বারোহী কেউ ছিলেন কি-না সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

আল্লাহ তাঁকে শত্রু থেকে রক্ষা করবেন *(মায়েদাহ ৫/৬৭)*, এটা জেনেও রাসূল (ছাঃ) নিজের জন্য দ্বিগুণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন স্বীয় উম্মতকে এটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, সকল কাজে দুনিয়াবী রক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা করতে হবে। আর সর্বোচ্চ নেতার জন্য সর্বোচ্চ রক্ষাব্যবস্থা রাখতে হবে। আর এটি আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয়।

মদীনা থেকে বাদ আছর আউস ও খাযরাজ নেতা দুই সা'দকে সামনে নিয়ে রওয়ানা দিয়ে 'শায়খান' (الشَّيْخَان) নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় বাহিনী পরিদর্শন করেন। বয়সে ১৫ বছরের কম ও অনুপযুক্ত বিবেচনা করে তিনি কয়েকজনকে বাদ দেন। ইবনু হিশাম ও ইবনু সাইয়িদিন নাস-এর হিসাব মতে এরা ছিলেন ১৩ জন। তারা হ'লেন, (১) উসামাহ বিন যায়েদ, (২) আব্দুল্লাহ বিন ওমর, (৩) যায়েদ বিন ছাবেত, (৪) উসায়েদ বিন যুহায়ের (أُسَيد بْن ظُهَير), (৫) 'উরাবাহ বিন আউস (عُرابة بن أوس), (৬) বারা বিন 'আযেব, (৭) আবু সাঈদ খুদরী, (৮) যায়েদ বিন আরক্বাম, (৯) সা'দ বিন উক্বায়েব (سَعْد بن عُقَيْب), (১০) সা'দ ইবনু জাবতাহ (سَعْد بن جَبْتَة), (১১) যায়েদ বিন জারীয়াহ আনছারী (ইনি যায়েদ বিন হারেছাহ নন), (১২) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (১৩) 'আমর ইবনু হাযম।

১৫ বছর বয়স না হওয়া সত্ত্বেও রাফে' বিন খাদীজ ও সামুরাহ বিন জুনদুবকে নেওয়া হয়। এর কারণ ছিল এই যে, দক্ষ তীরন্দায হিসাবে রাফে' বিন খাদীজকে নিলে সামুরাহ বলে উঠেন যে, আমি রাফে' অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। আমি তাকে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সুযোগ দিলে সত্য সত্যই তিনি কুস্তিতে জিতে যান। ফলে দু'জনেই যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি পান।[৪৬৮] এর মাধ্যমে জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি মুসলিম তরুণদের আগ্রহ পরিমাপ করা যায় এবং এটাও প্রমাণিত হয় যে, জিহাদের জন্য কেবল আকাংখাই যথেষ্ট নয়, বরং দৈহিক শক্তি ও যোগ্যতা এবং আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি আবশ্যক।[৪৬৯]

---

৪৬৮. ইবনু সাইয়িদিন নাস, উয়ূনুল আছার ২/১১-১৩ পৃঃ; ইবনু হিশাম ২/৬৬। সনদ যঈফ *(তাহকীক ইবনু হিশাম, ক্রমিক ১০৯১)*। আকরাম যিয়া উমারী ইবনু সাইয়িদিন নাস-এর বরাতে ১৪ জন বালকের কথা বলেছেন *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৮৩)*। কিন্তু আমরা সেখানে ১২ জনের নাম পেয়েছি। বাড়তি আরেকজন 'আমর ইবনু হাযম-এর নাম ইবনু হিশাম উল্লেখ করেছেন *(ইবনু হিশাম ২/৬৬)*।

৪৬৯. মুবারকপুরী (রহঃ) এখানে লিখেছেন যে, ছানিয়াতুল বিদা' (ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ) পৌঁছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত একটি বাহিনী দেখতে পেয়ে তাদের সম্পর্কে জানতে চান। সাথীরা বললেন যে, ওরা আমাদের পক্ষে যুদ্ধে যাবার জন্য বেরিয়েছে। ওরা খাযরাজ গোত্রের মিত্র বনু ক্বায়নুক্বার ইহূদী। তখন

'শায়খানে' সন্ধ্যা নেমে আসায় আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সেখানেই রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করেন। অতঃপর মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্‌র নেতৃত্বে পঞ্চাশ জনকে পাহারায় রেখে বাকী সবাই ঘুমিয়ে যান। এ সময় যাকওয়ান বিন 'আব্দে ক্বায়েসকে খাছভাবে কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর পাহারায় নিযুক্ত করা হয়' *(আর-রাহীক্ব ২৫৩ পৃঃ)*। শেষ রাতে ফজরের কিছু পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাহিনীসহ আবার চলতে শুরু করেন এবং শাওত্ব (الشوط) নামক স্থানে পৌঁছে ফজর ছালাত আদায় করেন। এখান থেকে মাক্কী বাহিনীকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বিশাল কুরায়েশ বাহিনীকে দেখে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই তার তিনশ' অর্থাৎ প্রায় এক তৃতীয়াংশ সেনাদলকে ফিরিয়ে নিয়ে এই কথা বলতে বলতে চলে গেল যে, مَا نَدْرِي عَلاَمَ نَقْتُلُ أَنْفُسَنَا 'জানি না আমরা কিসের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে যাচ্ছি'? তারপর সে এ যুক্তি পেশ করল যে, إن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ رَأْيَهُ وَأَطَاعَ غَيْرَهُ 'রাসূল (ছাঃ) তাঁর সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেছেন ও অন্যদের কথা মেনে নিয়েছেন' *(আর-রাহীক্ব ২৫৩ পৃঃ)*। অর্থাৎ তিনি আমাদের মূল্যায়ন করেননি। অথচ এখানে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীতে ফাটল ধরানো। যাতে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মক্কার আগ্রাসী বিশাল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীরা ধ্বংস হয়ে যায়। তাতে তার নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী খতম হয়ে যাবে ও তার জন্য পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইসলামী সংগঠনে ফাটল সৃষ্টিকারী কপট ও সুবিধাবাদী নেতাদের চরিত্র সকল যুগে প্রায় একই রূপ।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার দলের পশ্চাদপসরণ দেখে আউস গোত্রের বনু হারেছাহ এবং খাযরাজ গোত্রের বনু সালামারও পদস্খলন ঘটবার উপক্রম হয়েছিল এবং তারাও মদীনায় ফিরে যাবার চিন্তা করছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে তাদের চিত্ত চাঞ্চল্য দূরীভূত হয় এবং তারা যুদ্ধের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়। এ দু'টি দলের প্রতি ইঙ্গিত করেই নাযিল হয়,- إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ- 'যখন তোমাদের মধ্যকার দু'টি দল সাহস হারাবার উপক্রম করেছিল, অথচ আল্লাহ ছিলেন তাদের অভিভাবক। অতএব আল্লাহ্‌র উপরেই যেন বিশ্বাসীগণ ভরসা করে' *(আলে ইমরান ৩/১২২)*। এ সময় মুনাফিকদের ফিরানোর জন্য জাবিরের পিতা আব্দুল্লাহ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুশরিকদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য নিতে অস্বীকার করলেন (فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك) *(আর-রাহীক্ব ২৫৩ পৃঃ)*। জানা আবশ্যক যে, বদর যুদ্ধের পরে বনু ক্বায়নুক্বার ইহূদীদেরকে মদীনা থেকে শামের দিকে বহিষ্কার করা হয়। অতএব ইসলাম গ্রহণ ছাড়াই এবং রাসূল (ছাঃ)-এর অনুমতি ছাড়াই ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে তাদের যোগদানের বিষয়টি অযৌক্তিক এবং অকল্পনীয় বটে।

www.ahlehadeethbd.org

বিন হারাম তাদের পিছে পিছে চলতে থাকেন ও বলতে থাকেন যে, تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا ‘এসো আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর’। কিন্তু তারা বলল, لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكُمْ تُقَاتِلُونَ لَمْ نَرْجِعْ ‘যদি আমরা জানতাম যে, তোমরা প্রকৃতই যুদ্ধ করবে, তাহ’লে আমরা ফিরে যেতাম না’। একথা শুনে আব্দুল্লাহ তাদের বলেন, أَبْعَدَكُمْ اللهُ أَعْدَاءَ اللهِ، فَسَيُغْنِي اللهُ عَنْكُمْ نَبِيَّهُ– ‘দূর হ আল্লাহ্র শত্রুরা। সত্বর আল্লাহ তাঁর নবীকে তোদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন করবেন’। এ প্রসঙ্গেই নাযিল হয়, وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوا، ‘এর দ্বারা তিনি মুমিনদের বাস্তবে জেনে নেন’ ‘এবং মুনাফিকদেরও জেনে নেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৬৬-৬৭)*। অর্থাৎ মুনাফিকদের উক্ত জওয়াব ছিল কেবল মুখের। ওটা তাদের অন্তরের কথা ছিল না। এভাবেই আল্লাহ মুসলিম সেনাদলকে ইহূদী ও মুনাফিক থেকে মুক্ত করে নেন এবং অবশিষ্ট প্রায় ৭০০ সেনাদল নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ওহোদের দিকে অগ্রসর হন।[৪৭০]

ইসলামী বাহিনীর শিবির সন্নিবেশ ও শ্রেণীবিন্যাস (موقف الجيش الإسلامى وتصافّهم) :

অতঃপর অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করেন ও সেখানে শিবির স্থাপন করেন। শত্রুসেনারা যাতে পিছন দিক থেকে হামলা করতে না পারে, সেজন্য তিনি দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ১৫০ মিটার দূরে সংকীর্ণ ও স্বল্পোচ্চ গিরিপথে আউস গোত্রের বদরী ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু জুবায়ের আনছারীর নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি তীরন্দায দলকে নিযুক্ত করেন’ *(আর-রাহীক্ব ২৫৫ পৃঃ)*। যে স্থানটি এখন ‘জাবালুর রুমাত’ (جَبَلُ الرُّمَاةِ) বা ‘তীরন্দাযদের পাহাড়’ বলে পরিচিত। তাদেরকে বলে দেওয়া হয় যে, জয় বা পরাজয় যাই-ই হৌক, তারা যেন পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ঐ স্থান ত্যাগ না করে এবং শত্রুপক্ষ যেন কোনভাবেই এপথ দিয়ে প্রবেশ করতে না পারে। তিনি বলেন, إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ، فَلاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ ‘এমনকি তোমরা যদি আমাদের মৃত লাশে পক্ষীকুলকে ছোঁ মারতে দেখ, তথাপি আমি তোমাদের কাছে

---

৪৭০. এ সময় এক অন্ধ মুনাফিক মিরবা‘ বিন ক্বাইযী (مِرْبَع بن قَيْظي)-এর বাগানের মধ্য দিয়ে যেতে গেলে সে মুসলিম বাহিনীর মুখের দিকে ধূলো ছুঁড়ে মেরে রাসূল (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্যে বলে, তুমি যদি সত্যিকারের রাসূল হও, তবে তোমার জন্য আমার এ বাগানে প্রবেশ করার অনুমতি নেই’। মুসলিম সেনারা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হ’লে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করে বলেন, ওকে হত্যা করো না। فَهَذَا أَعْمَى الْقَلْبِ، أَعْمَى الْبَصَرِ ‘সে হৃদয়ে অন্ধ, চোখেও অন্ধ’ *(যাদুল মা‘আদ ৩/১৭২; ইবনু হিশাম ২/৬৫; আর-রাহীক্ব ২৫৫ পৃঃ)*। বক্তব্যটি ‘মুরসাল’ বা যঈফ *(তাহকীক ইবনু হিশাম, ক্রমিক ১০৮৮)*।

কাউকে না পাঠানো পর্যন্ত তোমরা উক্ত স্থান ছেড়ে আসবে না। যদি তোমরা দেখ যে, আমরা তাদেরকে পরাজিত করেছি এবং তাদের পদদলিত করছি, তথাপি তোমরা উক্ত স্থান ছেড়ে আসবে না। যতক্ষণ না আমি তোমাদের কাছে কাউকে পাঠাই'।[৪৭১] কেননা শত্রুপক্ষ পরাজিত হ'লে কেবলমাত্র এপথেই তাদের পুনরায় হামলা করার আশংকা ছিল। দূরদর্শী সেনানায়ক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটা বুঝতে পেরেই তাদেরকে এমন কঠোর হুঁশিয়ারী প্রদান করেন। তিনি পাহাড়কে আড়াল করে পিছন ও দক্ষিণ বাহুকে নিরাপদ করেন। আর যে গিরিপথ দিয়ে শত্রুপক্ষের প্রবেশের আশংকা ছিল, সেপথটি তীরন্দাযদের মাধ্যমে সুরক্ষিত করে নেন। অতঃপর শিবির স্থাপনের জন্য একটি উঁচু জায়গা নির্বাচন করেন। যাতে পরাজিত হ'লেও শত্রুপক্ষ সেখানে পৌঁছতে না পারে এবং তেমন কোন ক্ষতি করতে না পারে। এভাবে তিনি অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে শিবির সন্নিবেশ করেন। অতঃপর তিনি মুনযির বিন 'আমরকে ডান বাহুর এবং যুবায়ের ইবনুল 'আওয়ামকে বাম বাহুর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদকে তার সহকারী নিয়োগ করেন। বাম বাহুর প্রধান দায়িত্ব ছিল কুরায়েশ অশ্বারোহী বাহিনী ও তাদের অধিনায়ক খালেদ বিন অলীদকে ঠেকানো। তিনি বড় বড় যোদ্ধাদের সম্মুখ বাহিনীতে রাখেন' *(আর-রাহীক্ব ২৫৬ পৃঃ)*। অতঃপর নয়জন দেহরক্ষী নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিছনে অবস্থান নেন ও যুদ্ধ পরিস্থিতি অবলোকন করতে থাকেন, যাদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন আনছার ও ২ জন ছিলেন মুহাজির'।[৪৭২]

কুরায়েশদের রাজনৈতিক চাল (الخداع السياسى لقريش) :

(১) যুদ্ধ শুরুর কিছু পূর্বে আবু সুফিয়ান আনছারদের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠান যে, তোমরা আমাদের ও আমাদের স্বগোত্রীয়দের মাঝখান থেকে সরে দাঁড়াও। আমরা তোমাদের থেকে সরে আসব। তোমাদের সাথে আমাদের যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই'। কিন্তু আনছারগণ তাদের কূটচাল বুঝতে পেরে তাদেরকে ভীষণভাবে তিরস্কার করে বিদায় দেন।

(২) প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে কুরায়েশ পক্ষ দ্বিতীয় পন্থা গ্রহণ করল। ইসলামের পূর্বে আউস গোত্রের অন্যতম নেতা ও পুরোহিত ছিলেন আবু 'আমের আর-রাহেব'। আউস গোত্র ইসলাম কবুল করলে তিনি মক্কায় চলে যান এবং কুরায়েশদের সঙ্গে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কুরায়েশদের ধারণা ছিল যে, তিনি ময়দানে উপস্থিত হ'লে আনছাররা ফিরে যাবে। সেমতে তিনি ময়দানে এসে আনছারদের উচ্চকণ্ঠে ডাক দেন ও তাদেরকে ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হ'ল না *(যাদুল মা'আদ ৩/১৭৫)*। সংখ্যার আধিক্য ও সরঞ্জামের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের ব্যাপারে কুরায়েশরা কিরূপ ভীত ছিল, উপরোক্ত ঘটনায় তার কিছুটা আঁচ করা যায়।

---

৪৭১. বুখারী হা/৩০৩৯, 'জিহাদ' অধ্যায় ১/৪২৬; ফাৎহুল বারী ৭/৪০৩।
৪৭২. মুসলিম হা/১৭৮৯ (১০০); আর-রাহীক্ব ২৬৪ পৃঃ।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের দিন থেকে হোনায়েন যুদ্ধ পর্যন্ত বড় বড় সকল রণাঙ্গনে আবু 'আমের আর-রাহেব মুসলমানদের বিরুদ্ধে অংশ নেয়। সেই-ই ওহোদের যুদ্ধে গোপনে গর্ত খুঁড়ে রাখে। যাতে পড়ে গিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আহত হন এবং তিনি মারা গেছেন বলে রটিয়ে দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালানো হয়। তারই চক্রান্তে ক্বোবায় 'মসজিদে যেরার' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারই প্ররোচনায় রোম সম্রাট সরাসরি মদীনায় হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেন। যা প্রতিরোধ করার জন্য প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষাবস্থার মধ্যেও রাসূল (ছাঃ)-কে রোম সীমান্ত অভিমুখে ৯ম হিজরীতে 'তাবূক' অভিযান করতে হয়। অবশেষে সে খ্রিষ্টানদের কেন্দ্রস্থল সিরিয়ার ক্বিন্নাসরীন এলাকায় আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। অথচ তার পুত্র হানযালা ছিলেন বিখ্যাত ছাহাবী এবং ওহোদ যুদ্ধের খ্যাতিমান শহীদ 'গাসীলুল মালায়েকাহ'। আবু 'আমের-এর ক্ষোভের কারণ ছিল তার ধর্মীয় নেতৃত্ব হারানো। যেমন ইবনু উবাইয়ের ক্ষোভের কারণ ছিল তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব হারানো।

ইতিমধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবাহ্র নেতৃত্বে কুরায়েশ মহিলারা বাদ্য বাজিয়ে নেচে গেয়ে নিজেদের সৈন্যদের উত্তেজিত করে তুলল। এক পর্যায়ে তারা গেয়ে উঠল,

إنْ تُقْبِلوا نُعانِقْ + ونَفْرِشُ النَّمارِقْ

او تُدْبِروا نُفارِقْ + فِراقَ غيرَ وَامِقْ

'যদি তোমরা অগ্রসর হও, তবে আমরা তোমাদের আলিঙ্গন করব ও তোমাদের জন্য শয্যা রচনা করব'। 'আর যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো, তবে আমরা পৃথক হয়ে যাব তোমাদের থেকে চিরদিনের মত'।[৪৭৩] এ কবিতা শুনে তাদের সবাই একযোগে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রতীক চিহ্ন (شعار الجيش الإسلامى) : ওহোদের দিন মুসলিম বাহিনীর সম্মিলিত প্রতীক চিহ্ন ছিল يا مَنْصُورُ أَمِتْ 'হে বিজয়ী! মেরে ফেল'। মুহাজিরদের প্রতীক চিহ্ন ছিল يا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ 'হে বনু আব্দুর রাহমান'। খাযরাজদের প্রতীক চিহ্ন ছিল يا بَنِي عَبْدِ اللهِ 'হে বনু আব্দুল্লাহ'। আউসদের প্রতীক চিহ্ন ছিল يا بَنِي عُبَيْدِ اللهِ 'হে বনু ওবায়দুল্লাহ' *(ইবনু সা'দ ২/১০)*।

যুদ্ধ শুরু (بدء القتال) : ৩য় হিজরীর ৭ই শাওয়াল শনিবার সকালে যুদ্ধ শুরু হয়। সে যুগের রীতি অনুযায়ী কুরায়েশ বাহিনীর পতাকাবাহী এবং তাদের সেরা অশ্বারোহী বীরদের অন্যতম তালহা বিন আবু তালহা আব্দুল্লাহ আল-আবদারী উটে সওয়ার হয়ে

৪৭৩. ইবনু হিশাম ২/৬৭-৬৮; আর-রাহীক্ব ২৫৮ পৃঃ।

এসে প্রথমে দ্বৈরথ যুদ্ধে মুকাবিলার আহ্বান জানান। মুসলিম বাহিনীর বামবাহুর প্রধান যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম (রাঃ) তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এগিয়ে যান এবং সিংহের ন্যায় এক লাফে উটের পিঠে উঠে তাকে সেখান থেকে মাটিতে ফেলে যবেহ করে হত্যা করেন। এ অভাবনীয় দৃশ্য দেখে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ খুশীতে তাকবীর ধ্বনি করেন।[৪৭৪]

প্রধান পতাকাবাহীর পতনের পর তার পরিবারের আরও পাঁচ জন পরপর নিহত হয় এবং এভাবে দশ/বারো জন পতাকাবাহী মুসলিম বাহিনীর হাতে খতম হয়। যার মধ্যে একা কুযমান ৪ জনকে এবং আলী (রাঃ) ৮ জনকে হত্যা করেন। আউস গোত্রের বনু যাফর (بنو ظَفَر) বংশের কুযমান (قُزْمَان) ইবনুল হারেছ ছিল একজন মুনাফিক। সে এসেছিল নিজ বংশের গৌরব রক্ষার্থে, ইসলামের স্বার্থে নয়।

মাক্কী বাহিনীর পতাকাবাহীরা একে একে নিহত হওয়ার পর মুসলিম সেনাদল বীরদর্পে এগিয়ে যান ও মুশরিকদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে যায়। এই সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলকে আহ্বান করে বলেন, مَنْ يَأْخُذُ مِنِّى هَذَا؟ ‘কে আছ আমার এই তরবারি গ্রহণ করবে’? তখন সকলে আমি আমি বলে একযোগে এগিয়ে এলেন তরবারি নেবার জন্য। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ ‘কে এটির হক সহ গ্রহণ করবে’? তখন লোকেরা ভিড় করল। এ সময় আবু দুজানাহ সিমাক বিন খারাশাহ (أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ) বলে উঠলেন, أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ ‘আমি একে তার হক সহ গ্রহণ করব’। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে তরবারিটি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি মুশরিকদের মাথা বিদীর্ণ করতে লাগলেন’।[৪৭৫]

---

৪৭৪. আর-রাহীক্ব ২৫৯ পৃঃ। মুবারকপুরী বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুবায়েরের প্রশংসায় বলেন, إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ ‘নিশ্চয়ই প্রত্যেক নবীর একজন নিকট সহচর থাকেন। আমার সহচর হ’ল যুবায়ের’। এই কথাটি রাসূল (ছাঃ) খন্দকের যুদ্ধে বনু কুরায়যা কুরায়েশদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছে কি না, তার খবর সংগ্রহের কাজে তাকে নিযুক্তিকালে বলেছিলেন’ *(বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৪১১৩)*, ওহোদের যুদ্ধে নয়।

৪৭৫. মুসলিম হা/২৪৭০; ইবনু হিশাম ২/৬৬।

প্রসিদ্ধ আছে যে, এ সময় আবু দুজানাহ বলেন, وَمَا حَقُّهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ হে আল্লাহ্র রাসূল! এ তরবারির হক কি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَنْ تَشْرَبَ بِهِ الْعَدُوَّ حَتَّى يَنْحَنِي ‘তুমি এর দ্বারা শত্রু খতম করবে, যাতে ওরা দূরে সরে যায়’। তখন আবু দুজানাহ বললেন, أَنَا آخُذُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بِحَقِّهِ ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এর হক সহ গ্রহণ করব। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে তরবারি প্রদান করলেন’ *(ইবনু হিশাম ২/৬৬; আর-রাহীক্ব ২৫৬ পৃঃ)*। ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন যে, এ সময় আবু দুজানার গর্বিত পদক্ষেপ দেখে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّهَا لَمِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ إِلاَّ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ ‘নিশ্চয়ই

এই যুদ্ধে হযরত হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের বীরত্ব ছিল কিংবদন্তীতুল্য। প্রতিপক্ষের মধ্যভাগে প্রবেশ করে তিনি সিংহ বিক্রমে লড়াই করছিলেন। তাঁর অস্ত্রচালনার সামনে শত্রুপক্ষের কেউ টিকতে না পেরে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ্র এই সিংহকে কাপুরুষের মত গোপন হত্যার মাধ্যমে শহীদ করা হয়। তাকে হত্যাকারী ওয়াহ্শী বিন হারব ছিল মক্কার নেতা জুবায়ের বিন মুত্ব'ইমের হাবশী গোলাম। যার চাচা তু'আইমা বিন 'আদী বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। ওয়াহ্শী ছিল বর্শা নিক্ষেপে পারদর্শী, যা সাধারণতঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ত না। মনিব তাকে বলেছিল, তুমি আমার চাচা হত্যার বিনিময়ে যদি মুহাম্মাদের চাচা হামযাকে হত্যা করতে পার, তাহ'লে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে'। ওয়াহশী বলেন যে, আমি কেবল আমার নিজের মুক্তির স্বার্থেই যুদ্ধে আসি এবং সর্বক্ষণ কেবল হামযার পিছনে লেগে থাকি। আমি একটি বৃক্ষ বা একটি পাথরের পিছনে ওঁৎ পেতে ছিলাম। ইতিমধ্যে যখন তিনি আমার সম্মুখে জনৈক মুশরিক সেনাকে এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন এবং তাকে আমার আওতার মধ্যে পেয়ে যাই, তখনই আমি তাঁর অগোচরে তাঁর দিকে বর্শাটি ছুঁড়ে মারি, যা তাঁর নাভীর নীচ থেকে ভেদ করে

এরূপ চলনকে আল্লাহ অপসন্দ করেন। কিন্তু এইরূপ স্থান ব্যতীত' *(ইবনু হিশাম ২/৬৭; আর-রহীক্ব ২৫৭)*। এটি সহ উপরের বর্ণনাটি 'মুরসাল' ও 'মুনক্বাতি' বা যঈফ *(মা শা-'আ ১৫৩ পৃঃ)*। এক্ষেত্রে সঠিক অতটুকুই যা উপরে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর তরবারি চেয়েও না পাওয়াতে আমি দুঃখিত ছিলাম। আমি রাসূল (ছাঃ)-এর ফুফু ছাফিয়ার পুত্র এবং কুরায়েশ বংশীয়। তাছাড়া আমি তার পূর্বেই তরবারিটি চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি ওটি তাকে দিলেন, আমাকে দিলেন না। অতএব আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই দেখব সে তরবারিটি নিয়ে কি করে? অতঃপর আমি তার পিছু নিলাম। দেখলাম সে লাল পাগড়ীটি বের করল এবং মাথায় বাঁধল। তখন আনছাররা বলল, আবু দুজানাহ এবার মৃত্যুর পাগড়ী (عِصَابَةُ الْمَوْتِ) বের করল। এভাবেই তারা বলত, যখন সে ঐ পাগড়ী বাঁধত। অতঃপর সে নিম্নোক্ত কবিতা পড়তে পড়তে বের হ'ল।-

أَنَا الَّذِي عَاهَدَنِي خَلِيلِي + وَنَحْنُ بِالسَّفْحِ لَدَى النَّخِيلِ
أَلاَّ أَقُوْمَ الدَّهْرَ فِي الْكَيُّولِ + أَضْرِبُ بِسَيْفِ اللهِ وَالرَّسُولِ

'আমি সেই ব্যক্তি যার নিকট থেকে আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অঙ্গীকার নিয়েছেন, যখন আমরা খেজুর বাগানের প্রান্তে ছিলাম'। এই মর্মে যে, 'কখনোই আমি পিছনের সারিতে থাকবো না। বরং সর্বদা সম্মুখ সারিতে থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরবারি দ্বারা প্রতিপক্ষকে মারব'। অতঃপর সে শত্রুপক্ষের যাকেই পেল, তাকেই শেষ করে ফেলল। এভাবে দেখলাম একজন মুশরিক তাকে মারতে উদ্যত হ'ল। তখন আবু দুজানাহ তাকে পাল্টা মার দিয়ে শেষ করে দিল। অতঃপর দেখলাম হিন্দ বিনতে উৎবার মাথার উপরে সে তরবারি উঠালো। অতঃপর ফিরিয়ে নিল। আবু দুজানাহ বলেন, আমি মানুষের ভিড়ে একজনের উপরে তরবারি উঠালে সে হায়! হায়! করে ওঠে। বুঝলাম সে একজন নারী। তখন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর তরবারির সম্মানে তাকে মারা থেকে বিরত হই' *(ইবনু হিশাম ২/৬৮-৬৯; আর-রাহীক্ব ২৬০-৬১ পৃঃ)*। বর্ণনাগুলি সনদবিহীন বা 'যঈফ' *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১০৯৮-৯৯, ১১০০)*।

উক্ত নারী ছিলেন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবাহ। বদর যুদ্ধে তার পিতা উৎবাহ, চাচা শায়বাহ, ভাই অলীদ ও পুত্র হানযালা বিন আবু সুফিয়ান নিহত হয় এবং যার প্রতিশোধ নিতেই তিনি ওহোদ যুদ্ধে এসেছিলেন ও নর্তকী দলের নেতৃত্ব দিয়ে নিজ দলের সৈন্যদের উত্তেজিত করছিলেন *(ইবনু হিশাম ২/৬৮; আর-রাহীক্ব ২৫৮ পৃঃ)*।

ওপারে চলে যায়। তিনি আমার দিকে তেড়ে আসেন। কিন্তু পড়ে যান ও কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আমি তাঁর দেহ থেকে বর্শাটি বের করে নিয়ে চলে আসি। এরপর মক্কায় ফিরে গেলে আমাকে আযাদ করে দেওয়া হয়।[৪৭৬]

উল্লেখ্য যে, মক্কা বিজয়ের পর ওয়াহ্শী ত্বায়েফে পালিয়ে যান। অতঃপর সেখানকার প্রতিনিধি দলের সাথে ৯ম হিজরী সনে মদীনায় এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ইসলাম কবুল করেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে ভবিষ্যতে পুনরায় সামনে আসতে নিষেধ করেন। ফলে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আর কখনো মদীনায় আসেননি। আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ভণ্ডনবী মুসায়লামা কাযযাবকে ইয়ামামার যুদ্ধে ঐ বর্শা দিয়েই তিনি হত্যা করেন এবং বলেন, فَإِنْ كُنْتُ قَتَلْتُهُ، فَقَدْ قَتَلْتُ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ قَتَلْتُ شَرَّ النَّاسِ، 'যদি আমি তাকে হত্যা করে থাকি, তবে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পরে শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে হত্যা করেছিলাম। আর এখন আমি নিকৃষ্টতম মানুষটিকে হত্যা করলাম'।[৪৭৭] রোমকদের বিরুদ্ধে ইয়ারমূকের যুদ্ধেও তিনি শরীক হন। তিনি ওছমান (রাঃ) অথবা আমীর মু'আবিয়ার খেলাফতকালে ইরাকের হিমছে বসবাস করেন ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন' *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক সংখ্যা ৯১১৫)*।

'সাইয়িদুশ শুহাদা' হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত ওহোদ যুদ্ধে তিনি একাই ৩০ জনের অধিক শত্রুসেনাকে হত্যা করেন।[৪৭৮] কেবল আবু দুজানা ও হামযা নন, অন্যান্য বীরকেশরী ছাহাবীগণের অতুলনীয় বীরত্বের সম্মুখে কাফির বাহিনী কচুকাটা হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এমনকি তারা তাদের সেনা শিবির ছেড়ে সবকিছু ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাতে থাকে। বারা ইবনু 'আযেব (রাঃ) বলেন, মুশরিক বাহিনীর মধ্যে পালানোর হিড়িক পড়ে গেল। তাদের নারীরা পায়ের গোছা বের করে ছুটতে লাগল। মুসলিম বাহিনী তাদের পিছনে তরবারি নিয়ে ধাওয়া করল। অতঃপর সবাই তাদের পরিত্যক্ত গণীমতের মাল জমা করতে শুরু করল' *(বুখারী হা/৪০৪৩)*।

তীরন্দাযদের ভুল ও তার খেসারত (خطأ الرماة وخسارته) :

কাফিরদের পলায়ন ও মুসলিম বাহিনীর গণীমত জমা করার হিড়িক দেখে গিরিপথ রক্ষী তীরন্দায দল ভাবল যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। অতএব আর এখানে থাকার কি প্রয়োজন? গণীমতের মাল ও দুনিয়ার লোভরূপী শয়তান সাময়িকভাবে তাদের মাথায় চেপে বসল। 'গণীমত' 'গণীমত' (الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ) বলতে বলতে তারা ময়দানের দিকে

৪৭৬. বুখারী হা/৪০৭২; ইবনু হিশাম ২/৭১-৭২।
৪৭৭. ইবনু হিশাম ২/৭২-৭৩; বায়হাক্বী হা/১৭৯৬৭, ৯/৯৭-৯৮; ফাৎহুল বারী হা/৪০৭২-এর আলোচনা।
৪৭৮. আল-ইছাবাহ, হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব, ক্রমিক ১৮২৮।

ছুটে চলল'। দলপতি আব্দুল্লাহ ইবনু জুবায়ের আনছারী (রাঃ) তাদেরকে বলেন, أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- قَالُوا وَاللهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ 'তোমরা কি ভুলে গেলে রাসূল (ছাঃ) তোমাদেরকে কি বলেছিলেন? জবাবে তারা বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা অবশ্যই লোকদের সঙ্গে গণীমত কুড়াব' *(বুখারী হা/৩০৩৯)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি ও তাঁর সাথী একদল শহীদ হয়ে যান।[৪৭৯] ওয়াক্বেদী বলেন, তাদের সংখ্যা অনধিক দশ জন ছিল *(ওয়াক্বেদী ১/২৩০)*।

শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী বাহিনীর ধুরন্ধর সেনাপতি খালেদ বিন অলীদ সুযোগ বুঝে নক্ষত্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ঐ ক্ষুদ্র বাহিনীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আব্দুল্লাহ ইবনু জুবায়ের ও তাঁর সাথীগণ সকলে প্রাণপণ লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। অতঃপর খালেদ ও তার পশ্চাদবর্তী কুরায়েশ সেনাদল অতর্কিতে এসে অপ্রস্তুত মুসলিম বাহিনীর উপরে হামলা করল। ঐ সময় 'আমরাহ বিনতে 'আলক্বামা (عَمْرَةُ بِنْتُ عَلْقَمَةَ الحارِثِيَّةُ) নাম্মী জনৈকা কুরায়েশ মহিলা তাদের ভূলুণ্ঠিত পতাকা তুলে ধরলে চারদিক থেকে মাক্কী বাহিনী পুনরায় ময়দানে ছুটে আসে এবং অগ্র-পশ্চাৎ সবদিক থেকে মুসলিম বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। শুরু হয় মহা পরীক্ষা। নেমে আসে মহা বিপর্যয়। এই সময় রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন মাত্র ১২জন ছাহাবী *(বুখারী হা/৩০৩৯)*। পতাকাবাহী মুছ'আব বিন ওমায়ের শহীদ হন। তার শাহাদাতের পর রাসূল (ছাঃ) যুদ্ধের পতাকা আলী (রাঃ)-এর হাতে তুলে দেন *(ইবনু হিশাম ২/৭৩)*। অতঃপর তিনি সুকৌশলে স্বীয় বাহিনীকে উচ্চভূমিতে তাঁর ঘাঁটিতে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হন। তীরন্দাযদের ভুলের কারণে মুসলিম বাহিনীর নিশ্চিত বিজয় এভাবে বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

জয়-পরাজয় পর্যালোচনা (مراجعة الغلبة والهزيمة) :

ওহোদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী প্রথম দিকে বিজয়ী হয় এবং শত্রুবাহিনী ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু তীরন্দাযগণের মারাত্মক ভুলের কারণে অরক্ষিত গিরিসংকট দিয়ে শত্রুবাহিনী অতর্কিতে ময়দানে ঢুকে পড়ে। যাতে মুসলিম বাহিনী চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে আহত হন। তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয়। এছাড়া মুসলিম বাহিনীর সর্বমোট ৭০ জন শাহাদাত বরণ করেন। যার মধ্যে মুহাজির ৪ জন, ইহূদী ১ জন, বাকী ৬৫ জন আনছারের মধ্যে আউস গোত্রের ২৪ জন ও খাযরাজ গোত্রের ৪১ জন ছিলেন। কুরায়েশ বাহিনীর নিহতের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন ২২ জন, কেউ বলেছেন ৩৭ জন। কিন্তু এ হিসাব মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তারাই বলছেন যে, একা হামযা (রাঃ) ৩০ জনের অধিক শত্রুসৈন্য খতম করেছেন'। তাছাড়া আলী (রাঃ) হত্যা করেছেন ৮ জনকে,

৪৭৯. সুহায়লী, আর-রাউযুল উনুফ ৩/৩০৩; ইবনু হিশাম ২/১১৩ টীকা-১।

কুযমান ৭ অথবা ৮ জনকে। এতদ্ব্যতীত যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম, মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আবু দুজানা, আবুবকর, ওমর, আছেম বিন ছাবেত, হাতেব বিন আবু বালতা‘আহ, আবু তালহা, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, মুছ‘আব বিন উমায়ের, উসায়েদ বিন হুযায়ের, হুবাব ইবনুল মুনযির, সা‘দ বিন মু‘আয, সা‘দ বিন ওবাদাহ, সা‘দ ইবনু আবী ওয়াকক্বাছ, সা‘দ বিন রাবী‘, নযর বিন আনাস, আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ, হানযালাহ, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ও তাঁর পিতা ইয়ামান, আবু সাঈদ খুদরীর পিতা মালিক ইবনু সিনান, জাবের-এর পিতা আব্দুল্লাহ বিন হারাম, হারিছ ইবনু ছিম্মাহ, উছায়রিম, মুখাইরীক্ব, আব্দুল্লাহ বিন জাহ্‌শ, রাফে‘ বিন খাদীজ, সামুরাহ বিন জুনদুব, মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ, ক্বাতাদাহ বিন নু‘মান, আনাস বিন নাযার, ছাবিত বিন দাহদাহ ও তার সঙ্গীরা, আব্দুর রহমান বিন ‘আওফ, সাহল বিন হুনাইফ প্রমুখ বীর যোদ্ধাদের হাতে কত শত্রুসৈন্য খতম হয়েছে, তার হিসাব কোথায়? তিন হাযারের দুর্ধর্ষ কুরায়েশ বাহিনী কোনরূপ চরম মূল্য না দিয়েই কি ময়দান ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছিল? অতএব মুসলিম বীরদের হাতে তাদের যে অগণিত সৈন্য হতাহত হয়েছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকার কথা নয়।

দ্বিতীয়তঃ কুরায়েশ বাহিনী বিজয়ী হ’লে মুসলিম বাহিনীর ঘাঁটি দখল করল না কেন? তাদের মালামাল লুট করল না কেন? তারা মদীনার উপরে চড়াও হ’ল না কেন? সে যুগের প্রথানুযায়ী বিজয়ী দল হিসাবে তারা সেখানে ৩ দিন অবস্থান করল না কেন? কেন একজন মুসলিম সৈন্যও তাদের হাতে বন্দী হ’ল না? অথচ কাফের বাহিনীর দু’জন কবির অন্যতম আবু ‘আযযাহ মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয় এবং ইতিপূর্বে বদরের যুদ্ধে বন্দী হওয়ার পর মুক্তিপণ হিসাবে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অতএব এটাকে ‘অমীমাংসিত যুদ্ধ’ বলা চলে। তবে আখেরাতের হিসাবে মুসলমানেরাই বিজয়ী এবং সর্বদা লাভবান তারাই। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَهِنُوْا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللهِ مَا لاَ يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْماً حَكِيْمًا– ‘শত্রুদলের পশ্চাদ্ধাবনে তোমরা শৈথিল্য প্রদর্শন করো না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাক, তবে তারাও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে যেমন তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছ। (পার্থক্য এই যে,) তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে (জান্নাত) আশা কর, যা তারা করে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়’ *(নিসা ৪/১০৪)*।

তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত (الرماة الخطّؤون مغفورون) : আল্লাহ তীরন্দাযদের সাময়িক পদস্খলনকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ– ‘তোমাদের মধ্যে যারা (ওহোদের যুদ্ধে) দু’দলের মুখোমুখি হবার দিন ঘাঁটি

থেকে ফিরে গিয়েছিল, তাদের নিজেদের কিছু কৃতকর্মের দরুন শয়তান তাদের প্রতারিত করেছিল, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল’ *(আলে ইমরান ৩/১৫৫)*।

সেই সাথে তাদেরকে সাবধান করে দেওয়া হ’ল যে, উম্মতের সামষ্টিক স্বার্থ জড়িত কোন কাজে শরীক হ’লে কেউ যেন আমীরের অনুমতি ছাড়া চলে না যায়। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- (نور ٦٢)-

‘মুমিন তো কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যখন তারা তার সঙ্গে কোন সমষ্টিগত গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাথী হয়, তখন যেন তারা চলে না যায় তার কাছ থেকে অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত। নিশ্চয়ই যারা তোমার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী। অতএব তারা তাদের কোন কাজে তোমার নিকট অনুমতি চাইলে তাদেরকে তুমি অনুমতি দাও যাকে চাও। আর তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(নূর ২৪/৬২)*।

‘হামরাউল আসাদ’ (حمراء الأسد) : মদীনা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে মক্কার দিকে ৮ মাইল বা ১২ কি. মি. দূরে অবস্থিত। কুরায়েশ বাহিনী পুনরায় হামলা করতে পারে এই আশংকায় ওহোদ যুদ্ধের পরদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৮ই শাওয়াল রবিবার তাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য পুনরায় যুদ্ধ যাত্রা করেন কেবলমাত্র ঐসব সেনাদের নিয়ে যারা আগের দিন ওহোদ যুদ্ধে শরীক ছিলেন। যাদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন। পরে যোগদানকারী ছাহাবীগণ সহ মোট সংখ্যা দাড়ায় ৬৩০ জন।[৪৮০] আয়েশা (রাঃ) আলে ইমরান ১৭২ আয়াত নাযিলের কারণ হিসাবে ভাগিনা উরওয়া বিন যুবায়েরকে বলেন, তোমার পিতা যুবায়ের ও নানা আবুবকর ঐ দলের মধ্যে ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওহোদের দিন বিপদগ্রস্ত হ’লেন এবং মুশরিকরা ফিরে গেল, তখন তিনি আশংকা করলেন যে, ওরা ফিরে আসতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, কারা ওদের পিছু ধাওয়া করবে? অতঃপর তিনি লোকদের মধ্য থেকে সত্তর জনকে বাছাই করলেন। উরওয়া বলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন, আবুবকর ও যুবায়ের’ *(বুখারী হা/৪০৭৭)*। অর্থাৎ তোমার পিতা ও আমার পিতা। ইবনু কাছীর বলেন, এটি ছিল হামরাউল আসাদ-এর দিন’। আয়াতটি ছিল, الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا

৪৮০. আল-বিদায়াহ ৪/৪৮-৪৯; ইবনু সা’দ ২/৩৭-৩৮; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৯৭।

Contents

مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ- الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ- 'যারা নিজেরা যখমপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিল, তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে ও আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মহান পুরস্কার'। 'যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, নিশ্চয়ই তারা (কুরায়েশ বাহিনী) তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। অতএব তোমরা তাদের থেকে ভীত হও। একথা শুনে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় এবং তারা বলে 'আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক!' *(আলে ইমরান ৩/১৭২-৭৩)*।[৪৮১] মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই অনুমতি চেয়েও ব্যর্থ হয়। তবে সঙ্গত কারণে রাসূল (ছাঃ) জাবের বিন আব্দুল্লাহকে অনুমতি দেন এবং ৮ মাইল দূরে 'হামরাউল আসাদ' (حَمْرَاءِ الْأَسَدِ) নামক স্থানে গিয়ে শিবির সন্নিবেশ করেন। অতঃপর চারদিন সেখানে অবস্থান শেষে ১২ই শাওয়াল মদীনায় ফিরে আসেন।

ঘটনা ছিল এই যে, হামরাউল আসাদ পৌঁছে মা'বাদ বিন আবু মা'বাদ আল-খুযাঈ নামক জনৈক ব্যক্তি মুসলমান হন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর হিতাকাংখী ছিলেন। তাছাড়া বনু হাশেম ও বনু খুযা'আহ্র মধ্যে জাহেলী যুগ থেকেই মৈত্রীচুক্তি ছিল। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আবু সুফিয়ানের নিকট গমন করেন। আবু সুফিয়ানের বাহিনী তখন মদীনা থেকে ৬৮ কি. মি. দক্ষিণে 'রাওহা' (الروحاء)-তে অবতরণ করেছে। সে সময় সাথীদের চাপে আবু সুফিয়ান পুনরায় মদীনায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় মা'বাদ সেখানে পৌঁছে যান এবং আবু সুফিয়ানকে রাসূল (ছাঃ)-এর পশ্চাদ্ধাবন বিষয়ে অবহিত করেন। অতঃপর তাকে দারুণভাবে ভীত করে ফেলেন। এমনকি এ কথাও বলেন যে, মুহাম্মাদের বিশাল বাহিনী টিলার পিছনে এসে গেছে। তোমরা এখুনি পালাও। আবু সুফিয়ান তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতেন না। ফলে তার কথায় বিশ্বাস করে দ্রুত মক্কায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে মা'বাদকে বলে দিলেন তুমি মুহাম্মাদকে জানিয়ে দিয়ো যে, আমরা অতি সত্বর পুনরায় তাদের উপর হামলা করব এবং তাকে ও তার সাথীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলব'। মা'বাদ রাযী হলেন। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে উক্ত খবর জানালে মুসলিম বাহিনীর ঈমানী তেজ আরো বেড়ে যায় এবং তারা বলে ওঠেন, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 'আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট'। আর তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক'। এর মাধ্যমে দুই ঈমানী কণ্ঠের মিল হয়ে যায়। (প্রায় আড়াই হাযার বছর পূর্বে) নমরূদের আগুনে নিক্ষেপকালে পিতা ইবরাহীম (আঃ) একই কথা বলেছিলেন।

---

৪৮১. ইবনু কাছীর, তাফসীর আলে ইমরান ১৭২-৭৩ আয়াত।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَ أُلْقِىَ فِى النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ- صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ '*হাসবুনাল্লাহ...* কথাটি ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন যখন তিনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হন। আর একই কথা মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছিলেন যখন লোকেরা তাঁকে বলল যে, শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হচ্ছে। অতএব তাদেরকে তোমরা ভয় কর। একথা তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি করে দেয় এবং তারা বলে ওঠে *হাসবুনাল্লাহ* 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি কতইনা সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক'।[৪৮২] বস্তুতঃ সকল যুগের ঈমানদারগণ চূড়ান্ত বিপদে সর্বদা একই কথা বলে থাকেন।

৪৮২. বুখারী হা/৪৫৬৩; ইবনু হিশাম ২/১০৩।

(১) প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী ইবনু আবী ত্বালেবকে মুশরিক বাহিনীর পিছু ধাওয়া করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, দেখ তারা কি করছে? যদি তারা ঘোড়া একপাশ করে বা উট প্রস্তুত করে, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, ওরা মক্কায় ফিরে যাবে। আর যদি ওরা ঘোড়ায় সওয়ার হয় ও উট হাঁকায়, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, ওরা মদীনা মুখে যাবে। যার হাতে আমার জীবন, তার কসম! করে বলছি, যদি তারা মদীনার সংকল্প করে, তাহ'লে আমি অবশ্যই তাদের প্রতি সৈন্য পরিচালনা করব এবং অবশ্যই তাদের মুকাবিলা করব'। আলী বললেন, অতঃপর আমি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলাম এবং দেখলাম যে, তারা মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হ'ল' *(ইবনু হিশাম ২/৯৪; আর-রাহীক্ব ২৭৯ পৃঃ)*।

ইবনু ইসহাক এটি বিনা সনদে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার পিছু ধাওয়াকারীর নাম বলেছেন, সা'দ ইবনু আবী ওয়াকক্বাছ। এটি ওয়াক্বেদী স্বীয় মাগাযীতে উল্লেখ করেছেন। ইবনু আবী হাতেম, ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন মুশরিকরা ওহোদ থেকে ফিরে যায়, তখন তারা বলেছিল, না মুহাম্মাদকে তোমরা হত্যা করতে পারলে, না তাদের নারীদের তোমরা হালাল করতে পারলে? কত মন্দ কাজই না তোমরা করলে? ফিরে চল! এ কথা রাসূল (ছাঃ) শুনতে পেলেন। অতঃপর তিনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করলেন। তখন তারা এতে সাড়া দিয়ে পিছু ধাওয়া করল এবং হামরাউল আসাদ অথবা আবু উয়াইনার কূয়ার নিকটে (রাবী সুফিয়ানের সন্দেহ) পৌঁছে গেল। তখন মুশরিকরা বলল, আমরা আগামী বছর পুনরায় আসব। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ফিরে এলেন। সেকারণ এটিকে 'গাযওয়া' হিসাবে গণ্য করা হয়। অতঃপর উক্ত উপলক্ষ্যে আল্লাহ আলে ইমরান ১৭২ আয়াত নাযিল করেন *(ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত)*। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ *(মা শা-'আ ১৫৫-৫৬ পৃঃ)*।

(২) এখানে আরও একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, ওহোদ যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান যখন মক্কার দিকে ফিরে যান, তখন রাসূল (ছাঃ) মু'আবিয়া বিন মুগীরা ইবনুল 'আছ এবং আবু 'আযযাহ আল-জুমাহীকে গ্রেফতার করেন। এ দু'জন ব্যক্তি ইতিপূর্বে বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের উপরে অনুকম্পা দেখান এবং আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেনা বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তারা মক্কায় ফিরে গিয়ে কাফিরদের সঙ্গে মিশে যায় এবং ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যোগদান করে। অতঃপর বন্দী হয়ে তারা আগের মতই বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদেরকে আশ্রয় দিন। তখন রাসূল (ছাঃ) আবু 'আযযাহকে বলেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি এরপরে মক্কায় গিয়ে তোমার দুই ভ্রূতে হাত দিয়ে আর বলতে পারবে না যে, আমি মুহাম্মাদকে দু'বার ধোঁকা দিয়েছি। হে যুবায়ের! ওর গর্দান উড়িয়ে দাও। অতঃপর তিনি তার গর্দান উড়িয়ে দিলেন'। ইবনু হিশাম বলেন, আমার কাছে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে খবর পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) অতঃপর বলেন, لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ 'নিশ্চয়ই মুমিন এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না'। হে 'আছেম বিন ছাবিত! ওর গর্দান

অন্য দিকে আবু সুফিয়ানের গুপ্তচর মু'আবিয়া বিন মুগীরাহ বিন আবুল 'আছ যে ব্যক্তি উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নানা ছিল, মদীনায় পৌঁছে তার চাচাতো ভাই ওছমান (রাঃ)-এর নিকটে আশ্রয় নেয়। ওছমানের আবেদনক্রমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তিন দিনের জন্য অনুমতি দেন এবং বলেন, এর পরে পাওয়া গেলে তাকে হত্যা করা হবে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মদীনা ছেড়ে গেলে সে গোপন সংবাদ সংগ্রহে লিপ্ত হয় এবং ৪ দিন পর রাসূল (ছাঃ) ফিরে আসার সাথে সাথে পালিয়ে যায়। তখন তিনি যায়েদ বিন হারেছাহ ও 'আম্মার বিন ইয়াসিরকে পাঠান এবং তার পিছু ধাওয়া করে তাকে পাকড়াও করে হত্যা করেন *(ইবনু হিশাম ২/১০৪)*। এভাবে ওহোদ যুদ্ধের পরবর্তী চক্রান্ত সমূহ শেষ করে দিয়ে রাসূল (ছাঃ) নিশ্চিন্ত হন।

ওহোদ যুদ্ধের বিষয়ে কুরআন ও বিপর্যয়ের রহস্য (القرآن فى غزوة أحد وسر النكبة) :

ওহোদ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের ১২১ হ'তে ১৭৯ পর্যন্ত পরপর ৬০টি আয়াত নাযিল হয়। যার মধ্যে যুদ্ধের এক একটি পর্বের আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর ঐসব কারণগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলির ফলে মুসলিম বাহিনী মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সেখানে মুনাফিকদের অপতৎপরতার কথাও উল্লেখিত হয়েছে। অতঃপর যুদ্ধের ফলাফল ও এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের উপরে আলোকপাত করে বলা হয়েছে, مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ– 'অপবিত্রকে পবিত্র হ'তে পৃথক করে না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ এমন নন যে, ঈমানদারগণকে সে অবস্থাতেই ছেড়ে দিবেন, যে অবস্থায় তোমরা আছ। আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদেরকে গায়েবের খবর জানাবেন...' *(আলে ইমরান ৩/১৭৯)*।

অর্থাৎ মুনাফিকদের পৃথক করা ও মুমিনদের ঈমানের দৃঢ়তা পরখ করা ছিল এ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। আর একথাগুলি অহীর মাধ্যমে না জানিয়ে বাস্তব প্রমাণের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়াই ছিল ওহোদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের অন্যতম রহস্য।

উড়িয়ে দাও। অতঃপর তিনি তার গর্দান উড়িয়ে দিলেন' *(ইবনু হিশাম ২/১০৪)*। বর্ণনাটি সনদবিহীন। অতএব যঈফ *(মা শা-'আ ১৫৭-৫৮)*। তবে 'মুমিন এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না' হাদীছটি 'ছহীহ' *(বুখারী হা/৬১৩৩; মুসলিম হা/২৯৯৮; মিশকাত হা/৫০৫৩)*।

(৩) আরও প্রসিদ্ধ আছে যে, ওহোদ যুদ্ধের পরদিন সকালে রাসূল (ছাঃ) লোকদের মধ্যে ঘোষণা জারী করে দেন যে, لاَ يَخْرُجْ مَعَنَا إلاَّ مَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ 'আমাদের সঙ্গে কেউ বের হবে না কেবল তারা ব্যতীত, যারা (গতকাল) যুদ্ধে যোগদান করেছিল'। তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই বললেন, আমাকে আপনার সাথে নিন'। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, না'। ... পরে জাবের বিন আব্দুল্লাহ তাঁর নিকটে অনুমতি চাইলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি চাই আপনার সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি'...। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন' *(আর-রাহীক্ব ২৮৪ পৃঃ)*। বর্ণনাটি 'মুরসাল' *(ঐ, তা'লীক্ব ১৫৫ পৃঃ)*।

Contents

ইবনু হাজার বলেন, বিদ্বানগণ বলেন যে, ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের মধ্যে আল্লাহ্র বিশেষ তাৎপর্য সমূহ নিহিত ছিল। যেমন- (১) রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতার পরিণাম সম্পর্কে মুসলমানদের হুঁশিয়ার করা। কেননা তীরন্দাযগণের অবাধ্যতার ফলে আকস্মিক এই বিপর্যয় নেমে আসে (২) রাসূলগণের জন্য সাধারণ নিয়ম এই যে, তারা প্রথমে বিপদগ্রস্ত হন এবং শেষে বিজয়ী হন। কেননা যদি তাঁরা সর্বদা কেবল বিজয়ী হ'তে থাকেন, তাহ'লে মুমিনদের মধ্যে এমন লোকও ঢুকে পড়বে, যারা তাদের নয়। আবার যদি তারা কেবল পরাজিত হ'তেই থাকেন, তাহ'লে রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যই হাছিল হবে না। সেকারণ জয় ও পরাজয় দু'টিই একত্রে রাখা হয়, যাতে প্রকৃত বিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। (৩) কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাহায্য দেরীতে আসলে মুমিনদের হৃদয়ে অধিক নম্রতার সৃষ্টি হয় এবং অহংকার চূর্ণ হয়। তারা অধিক ধৈর্যশীল হয়। পক্ষান্তরে মুনাফিকগণ দিশেহারা হয়। (৪) আল্লাহ মুমিন বান্দাদের জন্য জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার এমন স্তরসমূহ নির্ধারণ করেছেন, যেখানে পৌঁছানোর জন্য কেবল তাদের আমলসমূহ যথেষ্ট হয় না। তখন আল্লাহ তাদের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা ও বিপদাপদ সমূহ নির্ধারণ করেন। যাতে তারা সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হন। (৫) আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণের জন্য সবচেয়ে বড় মর্যাদা হ'ল শাহাদাত লাভ করা। সেকারণ আল্লাহ তাদের নিকটে সে সুযোগ পৌঁছে দেন। (৬) আল্লাহ তার শত্রুদের ধ্বংস করতে চান। সেকারণ তিনি এমন কার্যকারণ সমূহ নির্ধারণ করে থাকেন, যা তাদের কুফরী, সীমালংঘন ও আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে রূপ লাভ করে। এর দ্বারা তিনি মুমিনদের গোনাহ সমূহ দূর করে দেন ও কাফির-মুনাফিকদের সংকুচিত ও ধ্বংস করেন।[৪৮৩]

বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত রহস্য ও তাৎপর্য সমূহ কেবল ওহোদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুমিনগণের জন্যই নয়, বরং যুগে যুগে আল্লাহ্র পথে জীবন উৎসর্গকারী সকল মুমিনের জন্য প্রযোজ্য।

ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আক্বীদা (العقيدة الصحيحة فى الصحابة رضـــ) :

ছাহাবায়ে কেরাম নিষ্পাপ মা'ছূম ছিলেন না। শয়তান সাময়িকভাবে হ'লেও তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে' *(আলে ইমরান ৩/১৫৫)*। সেজন্য আল্লাহ পাক মাঝে-মধ্যে পরীক্ষায় ফেলে তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দেন, যেমন ওহোদের যুদ্ধে করেছেন। তবে আল্লাহ তাদের মাফ করে দিয়েছেন *(আলে ইমরান ৩/১৫২)* এবং তাদের উপরে সন্তুষ্ট হয়েছেন *(তওবা ৯/১০০)*। তাদের বিশাল সৎকর্ম সমূহ ছোট-খাট গোনাহ সমূহকে ধুয়ে-মুছে ছাফ করে নিয়ে গেছে *(হূদ ১১/১১৪)*। রাসূল (ছাঃ)-এর

৪৮৩. যাদুল মা'আদ ২/৯৯-১০৮; ফাৎহুল বারী হা/৪০৪০-এর পরে 'ওহোদ যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভাষায়–فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ ‘যদি তোমাদের কেউ ওহোদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তথাপি তা ছাহাবীদের কোন একজনের (সৎকর্মের) সিকি ছা‘ সমপরিমাণ দানের বা তার অর্ধেকেরও সমতুল্য হবে না’।[৪৮৪] ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, শাম বিজয় কালে সেখানকার নাছারাগণ ছাহাবীগণকে দেখে বলেছিল, ‘আল্লাহর কসম! এঁরা আমাদের হাওয়ারীদের চাইতে উত্তম’ (هَؤُلاَءِ خَيْرٌ مِن الْحَوَارِيِّيْن)। ইবনু কাছীর বলেন, তারা সত্য কথাই বলেছিল। কেননা ছাহাবীগণ সম্পর্কে বিগত এলাহী কিতাব সমূহেও বর্ণনা রয়েছে’।[৪৮৫]

ওহোদ যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ

(الأمور المتميزة فى غزوة أحد)

১. ‘আব্দুল্লাহ’ নামের কাফেরগণ (الكفار باسم عبد الله) :

(ক) কুরায়েশ বাহিনীর পতাকাবাহী বনু ‘আব্দিদ্দার-এর নিহত ১০জন পতাকাবাহীর প্রথম ৬ জনের সকলেই ছিল আব্দুল্লাহ বিন ওছমান ইবনু ‘আব্দিদ্দারের পুত্র অথবা পৌত্র।

(খ) কুরায়েশ তীরন্দায বাহিনীর অধিনায়ক ছিল বদর যুদ্ধে নিহত উৎবাহ্র ভাই আব্দুল্লাহ বিন রাবী‘আহ।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে সরাসরি আঘাতকারী তিনজন কাফের সৈন্যের দ্বিতীয় জন ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব যুহরী, যার আঘাতে রাসূল (ছাঃ)-এর ললাট রক্তাক্ত হয়। ইনি ছিলেন পরবর্তীকালে বিখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব যুহরী (৫০-১২৪ হি.)-এর দাদা *(আল-ইছাবাহ, ক্রমিক ৪৭৫৫)*। তৃতীয় জন ছিল আব্দুল্লাহ বিন ক্বামিআহ লায়ছী, যার আঘাতে শিরস্ত্রাণের দু’টি কড়া রাসূল (ছাঃ)-এর চোখের নীচে হাঁড়ের মধ্যে ঢুকে যায়। শেষোক্ত ব্যক্তি একই সময়ে মুহাজিরগণের পতাকাবাহী মুছ‘আব বিন ওমায়েরকে হত্যা করে এবং চেহারায় মিল থাকার কারণে তাকেই রাসূল ভেবে ‘মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন’ বলে সে সর্বত্র রটিয়ে দেয়। মুছ‘আব শহীদ হওয়ার পরে রাসূল (ছাঃ) যুদ্ধের পতাকা হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে অর্পণ করেন।

(ঘ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন তাঁর সৈন্যদের শিবিরে ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন, তখন তাঁর উপরে হামলাকারী প্রথম কাফের সৈন্যটির নাম ছিল ওছমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুগীরাহ। দ্বিতীয় কাফির সৈন্যটির নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন জাবের। প্রথমজন হারেছ ইবনুছ ছিম্মাহ্র

৪৮৪. বুখারী হা/৩৬৭৩; মুসলিম হা/২৫৪০; মিশকাত হা/৫৯৯৮।
৪৮৫. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ফাৎহ ২৯ আয়াত।

আঘাতে এবং দ্বিতীয় জন আবু দুজানার হাতে নিহত হয়। এইসব আব্দুল্লাহগণ আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও এরা আল্লাহ্র বিধান মানতে ও রিসালাত-এর উপরে ঈমান আনতে রাযী ছিল না। এক কথায় তারা তাওহীদে রুবূবিয়াতে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তওহীদে ইবাদতে বিশ্বাসী ছিল না। মুমিন হওয়ার জন্য যা অপরিহার্য শর্ত। এ যুগেও এমন আব্দুল্লাহদের অভাব নেই।

২. পিতা ও পুত্র পরস্পরের বিপক্ষে (الوالد والولد معارض للآخر) :

হিজরতের পূর্বে মদীনার আউস গোত্রের সর্দার ও ধর্মযাজক ছিলেন আবু ‘আমের আর-রাহেব’। হিজরতের পরে তিনি মক্কায় চলে যান এবং কুরায়েশদের পক্ষে ওহোদ যুদ্ধে যোগদান করেন। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) তার লকব দেন আবু ‘আমের আল-ফাসেক্ব’। পক্ষান্তরে তার পুত্র ‘হানযালা’ ছিলেন মুসলিম বাহিনীর সেই তরুণ সৈন্য যিনি সবেমাত্র বিয়ে করে বাসর যাপন করছিলেন। অতঃপর যুদ্ধের ঘোষণা শুনেই নাপাক অবস্থায় ময়দানে চলে আসেন এবং ভীষণ তেজে যুদ্ধ করে শহীদ হন। ফেরেশতাগণ তাকে গোসল দেন। এজন্য তাঁকে ‘গাসীলুল মালায়েকাহ’ বলা হয়’।[৪৮৬]

৩. দুই ভাই পরস্পরের বিপক্ষে (الإخوان خصم للآخر) :

ওহোদ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে হামলাকারী তিন জনের প্রথম জন ছিল উৎবাহ বিন আবু ওয়াককাছ। তার নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতেই রাসূল (ছাঃ)-এর ডান দিকের নীচের রুবাঈ দাঁত ভেঙ্গে যায়। এই উৎবাহর ভাই ছিলেন ‘ইসলামে প্রথম রক্ত প্রবাহিতকারী’ এবং মুসলিম বাহিনীর খ্যাতনামা বীর ও পরবর্তীকালে ইরাক বিজেতা সেনাপতি হযরত সা‘দ বিন আবু ওয়াককাছ (রাঃ)।[৪৮৭]

৪৮৬. ইবনু হিশাম ২/৭৫; যাদুল মা‘আদ ৩/১৭২; আর-রাহীক্ব ২৮১ পৃঃ।

৪৮৭. সা‘দ বিন আবু ওয়াককাছ ১৯ বছর বয়সে মক্কায় ৭ম ব্যক্তি হিসাবে ইসলাম কবুল করেন। তিনি ৪র্থ নববী বর্ষে মক্কায় আল্লাহ্র পথে কাফেরদের বিরুদ্ধে উটের চোয়ালের শুকনা হাড্ডি নিক্ষেপ করে রক্ত প্রবাহিত করেন। এজন্য তাঁকে ‘ইসলামে প্রথম রক্ত প্রবাহিতকারী’ (أَوَّلَ دَمٍ هُرِيقَ فِي الْإِسْلاَمِ) বলা হয়’ *(ইবনু হিশাম ১/২৬৩; আল-ইছাবাহ ৩১৯৬)*। এ সময় তিনি তার সাথীদের নিয়ে মক্কার একটি সংকীর্ণ স্থানে গোপনে ছালাত আদায় করছিলেন। তখন কাফেররা তাদের উপর হামলা করে। ফলে তিনি তাদের প্রতি উক্ত আঘাত করেন এবং তারা ফিরে যায়। ১ম হিজরীর শাওয়াল মাসে শত্রুদের বিরুদ্ধে ‘রাবেগ’ অভিযানে সর্বপ্রথম তিনিই আল্লাহ্র রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করেন। এজন্য তাঁকে ‘ইসলামে প্রথম তীর নিক্ষেপকারী’ (أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) বলা হয় *(আল-ইছাবাহ ৩১৯৬)*। তিনি জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন ছাহাবীর (আশারায়ে মুবাশশারাহ) অন্যতম ছিলেন। তিনি বদর, ওহোদ, হোদায়বিয়াহ সহ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যাদের দো‘আ কবুল হয় (مُسْتَجَابُ الدَّعْوَةِ), তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। রাসূল (ছাঃ) তাঁর সম্পর্কে দো‘আ করেন اللَّهُمَّ سَدِّدْ سَهْمَهُ وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ ‘হে আল্লাহ তুমি তার তীরকে লক্ষ্যভেদী কর এবং তার দো‘আ কবুল কর’। আলী

৪. ওহোদ যুদ্ধে কুরায়েশ মহিলাদের তৎপরতা (نشاطات نساء قريش فى الحرب) :

(ক) কুরায়েশ পক্ষে প্রধান সেনাপতি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবাহ ১৫ জনের মহিলা দলের নেতৃত্ব দেন। তারা নেচে গেয়ে তাদের সৈন্যদের উত্তেজিত করেন। যুদ্ধে আবু দুজানার তরবারির হাত থেকে হিন্দা বেঁচে যান তার হায় হায় শব্দে তাকে নারী হিসাবে চিনতে পারার কারণে।[৪৮৮] (খ) পলায়নপর কুরায়েশ বাহিনী যখন পুনরায় অরক্ষিত গিরিপথ দিয়ে ময়দানে আবির্ভূত হয়, তখন কুরায়েশ বাহিনীর ভূলুণ্ঠিত যুদ্ধ পতাকা ‘আমরাহ বিনতে ‘আলক্বামাহ নাম্মী এক কুরায়েশ মহিলা অসীম বীরত্বের সাথে দ্রুত উঁচু করে তুলে ধরেন। যা দেখে বিক্ষিপ্ত ও ভীত-সন্ত্রস্ত কুরায়েশ বাহিনী পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসে ও গণীমত কুড়ানোয় ব্যস্ত মুসলিম বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে’ *(আর-রাহীক্ব ২৬৪ পৃঃ)*।

৫. ওহোদ যুদ্ধে মুসলিম মহিলাদের ভূমিকা (دور النساء المسلمات فى الحرب) :

(ক) যুদ্ধ শেষে কিছু মুসলিম মহিলা ময়দানে আগমন করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা বিনতে আবুবকর (রাঃ), আনাস (রাঃ)-এর মা উম্মে সুলায়েম (أم سُلَيم), আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর মা উম্মে সুলাইত্ব (أم سُلَيط), মুছ‘আব বিন উমায়ের (রাঃ)-এর স্ত্রী হামনাহ বিনতে জাহশ আল-আসাদিইয়াহ প্রমুখ ছিলেন। যারা পিঠে পানির মশক বহন করে এনে আহত সৈনিকদের পানি পান করান ও চিকিৎসা সেবা দান করেন।[৪৮৯]

(রাঃ) বলেন, ওহোদের যুদ্ধে তিনি বলেছিলেন, يَا سَعْدُ إِرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ‘হে সা‘দ! তুমি তীর নিক্ষেপ কর। তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত হৌন’! এরূপ কথা তিনি অন্য কারু জন্য বলেছেন বলে আমি শুনিনি’ *(বুখারী হা/৪০৫৯; মুসলিম হা/২৪১১; মিশকাত হা/৬১০৩)*। তিনি ওমর (রাঃ) কর্তৃক নির্বাচিত ৬ সদস্য বিশিষ্ট খেলাফত বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তিনি ওমর (রাঃ)-এর সময় কূফার গবর্ণর ছিলেন। অতঃপর ৫৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। *-ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ক্রমিক সংখ্যা ৩১৯৬; ঐ, অন্য মুদ্রণে ৩১৮৭, ৪/১৬০-৬৪ পৃঃ; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তী‘আব ক্রমিক সংখ্যা ৯৬৩; আল-ইছাবাহ সহ ৪/১৭০-৭১ পৃঃ*।

৪৮৮. ইবনু হিশাম ২/৬৯; আর-রাহীক্ব ২৬১ পৃঃ।

৪৮৯. বুখারী হা/৪০৬৪, ২৮৮১; ত্বাবারাণী, সনদ হাসান, মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১৫৪২৪।

প্রসিদ্ধ আছে যে, উম্মে আয়মন এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যখন তিনি দেখলেন যে, কুরায়েশ বাহিনীর শেষোক্ত হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে মুসলিম বাহিনীর কেউ কেউ মদীনায় ঢুকে পড়ছে, তখন তিনি তাদের চেহারায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলেন ও বলতে লাগলেন هَاكَ الْمِغْزَلُ فَاغْزِلْ بِهِ وَهَلُمَّ سَيْفَكَ ‘তোমরা এই সূতা কাটার চরকা নাও এবং আমাদেরকে তরবারি দাও’। এই বলে তিনি দ্রুতগতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছেন এবং আহতদের পানি পান করাতে শুরু করেন। তার উপরে জনৈক শত্রুসৈন্য তীর চালিয়ে দিলে তিনি পড়ে যান ও বিবস্ত্র হয়ে যান’। এ দেখে আল্লাহ্র শত্রু হো হো করে হেসে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন সা‘দ বিন আবু ওয়াকক্বাছকে একটি পালকবিহীন তীর দিয়ে বলেন, এটা ওর উপরে চালাও’। সা‘দ ওটা চালিয়ে দিলে ঐ শত্রুটির গলায় বিদ্ধ হয় ও চিৎ হয়ে পড়ে বিবস্ত্র হয়ে যায়। তাতে রাসূল (ছাঃ) হেসে ওঠেন’ *(আর-রাহীক্ব ২৭৭ পৃঃ; ওয়াক্বেদী, মাগাযী ১/২৭৮; বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ৩/৩১১)*।

(খ) যুদ্ধ শেষে ঘাঁটিতে স্থিতিশীল হওয়ার পর কন্যা ফাতেমা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যখম ধুয়ে ছাফ করেন এবং জামাতা আলী তার ঢালে করে পানি এনে তাতে ঢেলে দেন। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, তাতে রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। তখন ফাতেমা (রাঃ) চাটাইয়ের একটা অংশ জ্বালিয়ে তার ভস্ম ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেন। তাতে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।[৪৯০] এতে প্রমাণিত হয় যে, চিকিৎসা গ্রহণ করা নবীগণের মর্যাদার বিরোধী নয় এবং এটি আল্লাহ্র উপরে ভরসা করারও বিরোধী নয়। তাছাড়া এটাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মানুষ নবী ছিলেন, নূরের নবী নন। এটাও প্রমাণিত হয় যে, মেয়েরা চিকিৎসক হ'তে পারে। যদি তা তাদের পর্দা ও মর্যাদার খেলাফ না হয়।

৬. ফেরেশতারা যাঁকে গোসল দিলেন (غسيل الملائكة) :

যুদ্ধে যাওয়ার ঘোষণা শুনেই বাসর ঘর ছেড়ে ত্বরিৎ গতিতে যুদ্ধের ময়দানে এসে শত্রুদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন সদ্য বিবাহিত যুবক হানযালা বিন আবু ‘আমের আর-রাহেব। অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে তিনি শত্রু বাহিনীর সারিগুলি তছনছ করে মধ্যভাগে পৌঁছে যান। অতঃপর কুরায়েশ সেনাপতি আবু সুফিয়ানের মাথার উপরে তরবারি উত্তোলন করেন তাকে খতম করে দেবার জন্য। কিন্তু সেই মুহূর্তে শত্রুপক্ষের শাদ্দাদ বিন আউসের আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হন ও শাহাদাত বরণ করেন।

ঘটনাটি ওয়াক্বেদী বিনা সনদে বর্ণনা করেছেন। বিদ্বানগণের নিকটে ওয়াক্বেদী পরিত্যক্ত (مَتْرُوك)। বায়হাক্বীও তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার উম্মে আয়মানের জীবনীতে এ বিষয়ে কিছুই বলেননি। তিনি ওয়াক্বেদীর বরাতে কেবল এতটুকু বলেছেন যে, حَضَرَتْ أُمُّ أَيْمَنَ أُحُدًا وَكَانَتْ تَسْقِي الْمَاءَ وَتُدَاوِي الْجَرْحَى- ‘উম্মে আয়মান ওহোদ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সৈন্যদের পানি পান করাতেন ও আহতদের সেবা দিতেন’ *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক সংখ্যা ১১৮৯৮)*। অতএব বিষয়টি আদৌ প্রমাণিত নয় এবং এটি তাঁর মর্যাদার উপযোগীও নয়। ছহীহ হাদীছে যুদ্ধের ময়দানে সেবা দানে যেসব মহিলার নাম পাওয়া যায়, সেখানে উম্মে আয়মানের উল্লেখ নেই।

৪৯০. বুখারী হা/৪০৭৫।

প্রসিদ্ধ আছে যে, উম্মে ‘উমারাহ নুসাইবাহ বিনতে কা‘ব, যিনি ১৩ নববী বর্ষে মক্কায় অনুষ্ঠিত আক্বাবায়ে কুবরায় শরীক ছিলেন, তিনি অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে আহতদের সেবা-শুশ্রূষায় রত ছিলেন। যখন শুনলেন যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কাফেরদের মধ্যে ঘেরাও হয়েছেন তখন ছুটে এসে বীর বিক্রমে কাফেরদের প্রতি তীর বর্ষণ শুরু করেন। ইবনু সা‘দ ওয়াক্বেদী সূত্রে বলেন, এই সময় রাসূল (ছাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘তুমি যা পারছ তা কে পারবে হে উম্মে ‘উমারাহ! তিনি আরও বলেন, ‘আমি ডাইনে-বামে যেদিকে তাকাই, সেদিকেই কেবল উম্মে ‘উমারাহকে দেখি, সে আমার জন্য লড়াই করছে’ *(তাবাক্বাত ইবনু সা‘দ ৮/৪১৪-১৫)*। রাসূল (ছাঃ)-কে আঘাতকারী ইবনু ক্বামিআহকে তিনি তরবারি দ্বারা কয়েকবার আঘাত করেন। কিন্তু লৌহ বর্মধারী হওয়ায় সে বেঁচে যায়। পাল্টা তার আঘাতে উম্মে ‘উমারাহর স্কন্ধে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়’ *(ইবনু হিশাম ২/৮১-৮২; আর-রাহীক্ব ২৭২ পৃঃ; সনদ মুনক্বাতি‘ (মা শা-‘আ ১৬০; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৯০)*।

মুবারকপুরী উক্ত ১২টি যখম ওহোদের যুদ্ধে লেগেছিল বলেছেন *(আর-রাহীক্ব ২৭২ পৃঃ)*, যা ঠিক নয়। বরং এটি ছিল আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ১১-১২ হিজরীতে সংঘটিত ভণ্ডনবীদের বিরুদ্ধে ইয়ামামাহ্র যুদ্ধের ঘটনা, যেখানে উম্মে ‘উমারাহ সশরীরে যোগদান করেছিলেন ও ১২টি যখম দ্বারা গুরুতর আহত হয়েছিলেন’ *(ইবনু হিশাম ১/৪৬৭)*।

যুদ্ধশেষে হানযালার মৃত দেহ অদৃশ্য ছিল। অনেক সন্ধানের পর এক স্থানে এমন অবস্থায় পাওয়া গেল যে, যমীন হ'তে উপরে রয়েছে এবং ওটা হ'তে টপটপ করে পানি পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'ফেরেশতারা তাকে গোসল দিচ্ছে'। পরে তার স্ত্রীর কাছে প্রকৃত ব্যাপারটি জানা যায় যে, তিনি নাপাকীর গোসল ছাড়াই যুদ্ধের ময়দানে ছুটে এসেছিলেন। ফলে তখন থেকে হানযালা 'গাসীলুল মালায়েকাহ' (غَسِيلُ الْمَلاَئِكَةِ) বা 'ফেরেশতাগণ কর্তৃক গোসলকৃত' বলে অভিহিত হন।[৪৯১] অপর হাদীছ থেকে জানা যায় রাসূল (ছাঃ) হামযা (রাঃ) ও হানযালা (রাঃ) উভয়কেই ফেরেশতা কর্তৃক গোসল দিতে দেখেছিলেন, কেননা তারা উভয়েই নাপাক ছিলেন।[৪৯২]

৭. নিজেদের হাতে নিজেদের মৃত্যু (اقتتال بالخطأ بين المسلمين) :

খালেদ বিন ওয়ালীদের অতর্কিত হামলায় দিশেহারা মুসলিম বাহিনীর মধ্যে দু'ধরনের লোকের সৃষ্টি হয়। একদল কাফিরদের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে জান বাঁচানোর জন্য পালিয়ে গিয়ে মদীনায় ঢুকে পড়ে এবং কেউ পাহাড়ের মাথায় উঠে পড়ে। অন্যদল শত্রুসেনাদের মধ্যে মিশে যায়। এ বিষয়ে মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন মুশরিকরা পরাজিত হয়। এরপর ইবলীস ডাক দিয়ে বলে, أَىْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ 'ওহে আল্লাহ্‌র বান্দারা পিছনে' (অর্থাৎ পিছন দিক থেকে আক্রমণ কর)'। তার কথায় সামনের সারির সৈন্যরা পিছন দিকে ফিরে আসে এবং পিছনের সারির সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হুযায়ফা (রাঃ) দেখেন যে, তাঁর পিতা ইয়ামানের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। তিনি তখন বলে ওঠেন, أَىْ عِبَادَ اللهِ أَبِى أَبِى 'হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! উনি আমার পিতা, উনি আমার পিতা'। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! (মুসলিম) সৈন্যরা আক্রমণ হ'তে বিরত হ'ল না। অতঃপর তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলল। তখন হুযায়ফা বললেন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন! উরওয়া বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! হুযায়ফা-র মধ্যে সর্বদা কল্যাণ বিরাজমান ছিল। অবশেষে তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হন' *(বুখারী হা/৪০৬৫)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তখন হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 'আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন! তিনি শ্রেষ্ঠ দয়াশীল'। রাসূল (ছাঃ) তাকে তার পিতার রক্তমূল্য দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা না নিয়ে মাফ করে দেন।[৪৯৩]

---

৪৯১. হাকেম হা/৪৯১৭; ছহীহাহ হা/৩২৬ সনদ হাসান।

৪৯২. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১২০৯৪; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/৫৬, সনদ ছহীহ।

৪৯৩. ইবনু হিশাম ২/৮৭-৮৮; বর্ণনাটির সনদ ছহীহ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১১৪৬)*; হাকেম হা/৪৯০৯, ৩/২০২ পৃঃ।

৮. মুশরিকদের বেষ্টনীতে রাসূল (ছাঃ); সাথী মাত্র নয়জন জান কোরবান ছাহাবী (الرسول صـــ في إحاطة المشركين مع تسعة من الصحابة المخلصة) :

যুদ্ধ চলা অবস্থায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সাত জন আনছার ও দু'জন মুহাজির সহ মোট নয় জন সাথী নিয়ে সেনাবাহিনীর পিছনে থেকে সৈন্য পরিচালনা করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পান যে, সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে খালেদ বিন অলীদ সসৈন্যে তীরবেগে ঢুকে পড়ছেন। তখন তিনি সাক্ষাৎ বিপদ বুঝতে পেরে চীৎকার দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে ডাক দিলেন 'হে আল্লাহ্র বান্দারা এদিকে এসো' (إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ، إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ) বলে। এতে মুশরিক বাহিনী তাঁর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে চারদিক থেকে এসে তাঁকে ঘিরে ফেলে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِى فِى الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি আমাদের থেকে ওদের হটিয়ে দেবে তার জন্য জান্নাত'। অথবা তিনি বলেন, সে ব্যক্তি আমার সাথে জান্নাতে থাকবে' *(মুসলিম হা/১৭৮৯)*। তখন তাঁকে বাঁচানোর জন্য সাথী সাত জন আনছার ছাহাবীর সকলে জীবন দিলেন। বাকী রইলেন দু'জন মুহাজির ছাহাবী হযরত ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ এবং সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ)।[৪৯৪] তাদের অতুলনীয় বীরত্বের মুখে কাফের বাহিনী এগিয়ে আসতে বাধাগ্রস্ত হয়। এ বিষয়ে কুরআন বলেছে, إِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلاَ تَلْوُوْنَ عَلَى أحَدٍ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْ أُخْرَاكُمْ 'যখন তোমরা (ভয়ে পাহাড়ের) উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পিছন দিকে কারু প্রতি ফিরে তাকাচ্ছিলে না, অথচ রাসূল তোমাদের ডাকছিলেন তোমাদের পিছন থেকে... *(আলে ইমরান ৩/১৫৩)*।

---

৪৯৪. মুসলিম হা/২৪১৪ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অধ্যায় ৬ অনুচ্ছেদ।

ওয়াক্বেদী আনছার ও মুহাজির থেকে ১৪ জনের কথা বর্ণনা করেছেন। সেখানে আনছারদের মধ্যকার ৭ জন হ'লেন, (১) হুবাব ইবনুল মুনযির (২) আবু দুজানাহ (৩) 'আছেম বিন ছাবেত (৪) হারেছ ইবনুছ ছিম্মাহ (৫) সাহল বিন হুনাইফ (৬) উসায়েদ বিন হুযায়ের এবং (৭) সা'দ বিন মু'আয। মুহাজিরদের মধ্যকার ৭ জন হ'লেন, (১) আবুবকর (২) আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (৩) আলী বিন আবু ত্বালেব (৪) সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (৫) ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (৬) আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ এবং (৭) যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম *(ওয়াক্বেদী, মাগাযী ১/২৪০)*।

তবে ছহীহ বুখারীর বর্ণনায় মুহাজিরদের মধ্যে ত্বালহা ও সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ) ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না বলা হয়েছে' *(বুখারী হা/৪০৬০)*। কোন কোন বর্ণনায় আনছারদের মধ্যে সর্বশেষ যিয়াদ অথবা 'উমারাহ ইবনুস সাকান (রাঃ)-এর নাম এসেছে' *(ফাৎহুলবারী হা/৪০৬০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। ওয়াক্বেদীর উক্ত তালিকা মেনে নিতে গেলে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ সাত জন আনছার ছাহাবীর সকলেই ঐ সময় শহীদ হন। কিন্তু তাঁদের জীবনীতে দেখা যায় যে, তাঁদের একজনও ঐ সময় শহীদ হননি। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোন জীবনীকার ঐ সাত জনের তালিকা দেননি। কোন হাদীছেও তাঁদের নাম পাওয়া যায় না। অতএব ঐ সাত জন শহীদ কে কে ছিলেন, তা অজ্ঞাত রইল।

৯. রাসূল (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হ'ল (أصيبت رباعية الرسول صـــ) :

ত্বালহা ও সা'দ ব্যতীত যখন রাসূল (ছাঃ)-এর পাশে কেউ নেই,[৪৯৫] তখন এই সুযোগে তাঁকে হত্যা করার জন্য কাফেররা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। প্রথমে সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছের ভাই উৎবাহ বিন আবু ওয়াকক্বাছ রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা লক্ষ্য করে সজোরে পাথর নিক্ষেপ করে। তাতে রাসূল (ছাঃ)-এর ডান দিকের নীচের রুবাঈ দাঁতটি ভেঙ্গে যায় ও নীচের ঠোঁটটি আহত হয়। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব যুহরী এগিয়ে এসে তাঁর ললাটে তরবারির আঘাত করে যখম করে দেয়। এরপর আব্দুল্লাহ বিন ক্বামিআহ নামক এক দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী এসে তার কাঁধের উপরে ভীষণ জোরে তরবারির আঘাত করে। যা তাঁর লৌহবর্ম ভেদ করতে না পারলেও তার ব্যথা ও কষ্ট তিনি এক মাসের অধিক সময় অনুভব করেন। তারপর সে দ্বিতীয় বার আঘাত করে। যাতে তাঁর শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া তাঁর চোখের নীচের হাড়ের মধ্যে ঢুকে থেকে যায়'।[৪৯৬]

---

৪৯৫. বুখারী হা/৪০৬০ 'যুদ্ধ বিগ্রহ' অধ্যায় ১৮ অনুচ্ছেদ।

৪৯৬. ফাৎহুল বারী হা/৪০৬৮-এর আলোচনা; আর-রাহীক্ব ২৬৮ পৃঃ; ইবনু হিশাম ২/৮০; যাদুল মা'আদ ৩/১৭৬।

আঘাতকারী তিন জনের পরিণতি : (১) মুবারকপুরী রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে হামলাকারীদের পরিণতি হিসাবে বর্ণনা করেন যে, প্রথম হামলাকারী উৎবাহ বিন আবু ওয়াক্বক্বাছ যার নিক্ষিপ্ত পাথরে রাসূল (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়। তার ভাই সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ) তার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই হাতেব বিন আবু বালতা'আহ তার পিছে ধাওয়া করে এক আঘাতেই তার মস্তক দেহচ্যুত করে ফেলেন এবং তার ঘোড়া ও তরবারি দখল করে নেন' *(আর-রাহীক্ব ২৭১-৭২ পৃঃ)*। বর্ণনাটি সঠিক নয়। কেননা হাতেব বিন আবু বালতা'আহ ওহোদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। বরং তিনি বদর যুদ্ধে যোগদান করেন এবং হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে উপস্থিত ছিলেন' *(আল-ইছাবাহ,* হাতেব বিন আবু বালতা'আহ ক্রমিক *১৫৪০)*। উৎবাকে তিনি মেরেছিলেন বলে হাকেম যে বর্ণনা করেছেন, তা আদৌ সঠিক নয় বলে ইবনু হাজার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, সঠিক কথা এই যে, তিনি আরও এক বছর বেঁচে থেকে কুফরী হালতে মৃত্যুবরণ করেন' *(আল-ইছাবাহ, উৎবাহ বিন আবু ওয়াকক্বাছ ক্রমিক ৬৭৫৫)*।

প্রসিদ্ধ আছে যে, এ সময় রাসূল (ছাঃ) উৎবাহ বিন আবু ওয়াকক্বাছ-এর বিরুদ্ধে বদদো'আ করে বলেন, اللَّهمَّ لا يحول عَلَيْهِ الْحَوْلُ حَتَّى يَمُوتَ كَافِرًا فَمَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ حَتَّى مَاتَ كَافِرًا إِلَى النَّارِ 'হে আল্লাহ! তুমি একে এক বছরও যেতে দিয়োনা, যেন সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর এক বছরের মধ্যেই সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে ও জাহান্নামে চলে যায়' কথাটি প্রমাণিত নয় *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৯৬৪৯; সনদ 'মুরসাল' ও মুনকাত্বি'; মা শা-'আ ১৩৯ পৃঃ)*।

(২) দ্বিতীয় আঘাতকারী আব্দুল্লাহ বিন শিহাব যুহরী, যিনি খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু শিহাব যুহরী (৫০-১২৪ হিঃ)-এর দাদা ছিলেন। তিনি পরে ইসলাম কবুল করেন এবং বালাযুরীর বর্ণনা মতে ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে (২৩-৩৫ হিঃ) মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৪৭৫৫)*।

(৩) তৃতীয় আঘাতকারী আব্দুল্লাহ বিন ক্বামিআহ, যার তরবারির আঘাতে রাসূল (ছাঃ)-এর শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া তাঁর চক্ষুর নীচের হাড়ের মধ্যে ঢুকে যায়। প্রসিদ্ধ আছে যে, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাচ্ছিল্য করে আব্দুল্লাহ বলেছিল, خُذْهَا وَأَنَا بنُ قَمِئَةَ 'এটা নাও। আমি ক্বামিআহ্‌র (টুকরাকারিণীর) বেটা'। জবাবে রাসূল (ছাঃ) মুখের রক্ত মুছতে মুছতে তাকে বদ দো'আ করে বলেন, أَقْمَأَكَ اللهُ 'আল্লাহ

Contents

১০. রাসূল (ছাঃ)-এর পায়ের উপরে মাথা রেখে প্রাণ দিলেন যিনি (وفاة الصحابى على قدم الرسول صـ) :

কাফেরদের বেষ্টনীতে পড়ে গেলে সেই সংকট মুহূর্তে তরুণ আনছার ছাহাবী যিয়াদ ইবনুস সাকান আল-আশহালী, কারু মতে ‘উমারাহ বিন ইয়াযীদ ইবনুস সাকান (রাঃ) তাঁর পাঁচ জন আনছার সাথীকে নিয়ে এগিয়ে আসেন। অতঃপর একে একে সবাই শহীদ হয়ে যান। সবশেষে যিয়াদ ইবনুস সাকান যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে লুটিয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে অন্যান্য ছাহাবীগণ এসে পড়েন ও কাফেরদের হটিয়ে দেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَدْنُوهُ مِنِّي ‘তোমরা ওকে আমার কাছে নিয়ে এস’। তখন তাঁরা তাকে উঠিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে নিয়ে যান। রাসূল (ছাঃ) তার মুখমণ্ডল নিজের পায়ের উপরে রাখেন। অতঃপর তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়’।[৪৯৭] এটাই যেন ছিল তার মনের বাসনা যে, ‘প্রাণ যেন নির্গত হয় আপনার পদচুম্বনে’। এই ঘটনায় উর্দু কবি গেয়েছেন,

سر بوقت ذبح اپنا اس کے زیر پائے ہے
یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

‘যবহের সময় নিজের মাথা
রাসূলের পায়ের উপর
দুনিয়া হ’তে বিদায়কালে ‘আল্লাহু আকবর’
কতই না বড় সৌভাগ্য তার’! *(রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ১/১১১)*।

১১. রাসূল (ছাঃ)-এর দুঃখপূর্ণ দো‘আ (الدعاء الحزين للرسول صـ) :

আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, দান্দান মুবারক শহীদ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ ‘ঐ জাতি কিভাবে সফলকাম হবে, যারা তাদের নবীর মুখমণ্ডল আহত করেছে এবং তাঁর দাঁত

তোকে টুকরা টুকরা করুন!’ *(আর-রাহীক্ব ২৬৮ পৃঃ)*। বর্ণনাটি যঈফ *(আর-রাহীক্ব, তা‘লীক্ব ১৪৬ পৃঃ)*। তার পরিণতি হিসাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূল-এর দো‘আ কবুল করেন এবং তার উপরে তার বকরীদের বিজয়ী করে দেন। ঘটনা ছিল এই যে, যুদ্ধ থেকে মক্কায় ফিরে সে তার বকরী পালের খোঁজে পাহাড়ের দিকে যায় এবং তার বকরীগুলিকে পাহাড়ের চূড়ায় দেখতে পায়। অতঃপর সে সেখানে উঠে বকরী খেদিয়ে আনতে গেলে হঠাৎ শক্তিশালী পাঁঠা ছাগলটি শিংয়ের প্রচণ্ড গুঁতা মেরে তাকে ফেলে দেয়। অতঃপর তাকে পাহাড় থেকে নীচে ফেলতে ফেলতে এবং শিংয়ের গুঁতা মারতে মারতে টুকরা টুকরা করে ফেলে’ *(আর-রাহীক্ব ২৬৮ পৃঃ)*। ঘটনাটির সনদ যঈফ’ *(ঐ, তা‘লীক্ব ১৪৬ পৃঃ)*।

৪৯৭. ইবনু হিশাম ২/৮১; আর-রাহীক্ব ২৬৭ পৃঃ; আল-ইছাবাহ, যিয়াদ বিন সাকান ২৮৫৬; আল-ইস্তী‘আব।

Contents

ভেঙ্গে দিয়েছে। অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করছেন'।[৪৯৮] ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, এ সময় তিনি বলেন, اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ رَسُوْلِهِ 'আল্লাহ্র কঠিন গযব নাযিল হৌক ঐ জাতির উপরে যারা তাঁর রাসূলের চেহারাকে রক্তাক্ত করেছে' *(আহমাদ হা/২৬০৯, সনদ হাসান)*।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, এ সময় তিনি বিগত এক নির্যাতিত নবীর বর্ণনা দিয়ে জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করে বলেন, رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার কওমকে হেদায়াত কর। কেননা তারা (আমাকে) জানে না'।[৪৯৯] আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, إِنِّى لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً 'আমি লা'নতকারী হিসাবে প্রেরিত হইনি। বরং আমি প্রেরিত হয়েছি রহমত হিসাবে।[৫০০]

একইরূপ কথা তিনি বলেন ঘাঁটিতে স্থিতি লাভের পর।[৫০১] তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়, لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ 'আল্লাহ তাদের

---

৪৯৮. মুসলিম হা/১৭৯১; মিশকাত হা/৫৮৪৯। প্রসিদ্ধ আছে যে, (১) আব্দুল্লাহ বিন ক্বামিআর তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া রাসূল (ছাঃ)-এর চোখের নীচে হাঁড়ের মধ্যে ঢুকে যায়। যা বের করার জন্য হযরত আবুবকর (রাঃ) এগিয়ে গেলে আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) তাকে আল্লাহ্র দোহাই দেন ও নিজেই দাঁত দিয়ে কামড়ে ধীরে ধীরে টান দিয়ে একটা কড়া বের করে আনেন। এতে তাঁর উপরের সম্মুখ সারির একটি 'ছানিয়া' (ثَنِيَّةٌ) দাঁত ভেঙ্গে পড়ে যায়। দ্বিতীয়টির বেলায় আবুবকর (রাঃ) আবার এগিয়ে গেলেন। কিন্তু এবারেও তিনি আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দেন ও নিজেই সেটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধীরে ধীরে টেনে বের করেন। এতে তার আরেকটি 'ছানিয়া' দাঁত ভেঙ্গে পড়ে যায়। এখান থেকে তাঁর লকব হয়ে যায় 'দুই ছানিয়া দাঁত হারানো ব্যক্তি' (سَاقِطُ الثَّنِيَّتَيْنِ) হিসাবে' *(ইবনু হিশাম ২/৮০; যাদুল মা'আদ ৩/১৮৩; আর-রাহীক্ব ২৭০ পৃঃ; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৯৮০)*। বর্ণনাটির সনদ মুনক্বাতি' বা যঈফ' *(মা শা-'আ ১৪৩ পৃঃ)*।
(২) আরও প্রসিদ্ধ আছে যে, সূরা মুজাদালাহ ২২ আয়াতটি আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-এর উপলক্ষ্যে নাযিল হয় *(তাফসীর কুরতুবী, বায়হাক্বী সুনান)*। যখন তিনি ওহোদের যুদ্ধে কিংবা বদরের যুদ্ধে তার পিতাকে হত্যা করেন। বর্ণনাটির সনদ মুনক্বাতি' বা যঈফ *(মা শা-'আ ১২৪ পৃঃ)*।
জানা আবশ্যক যে, দু'জন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে তাদের স্ব স্ব পিতাকে হত্যা করার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে অনুমতি দেননি। একজন হ'লেন মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই-এর পুত্র আব্দুল্লাহ এবং অন্যজন হলেন আবু 'আমের আর-রাহেব-এর পুত্র হানযালা 'গাসীলুল মালায়িকাহ'। উভয়কে তিনি তাদের স্ব স্ব পিতার সঙ্গে সদাচরণ করতে বলেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২২৩; আল-ইছাবাহ, হানাযালাহ, ক্রমিক ১৮৬৫; মা শা-'আ ১২৬)*। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঈলা-র ঘটনার সময় ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) তাঁর কন্যা হাফছাহকে হত্যা করার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাকে নিষেধ করেন *(মুসলিম হা/১৪৭৯, 'তালাক' অধ্যায়)*।
৪৯৯. বুখারী হা/৩৪৭৭; মুসলিম হা/১৭৯২; মিশকাত হা/৫৩১৩।
৫০০. মুসলিম হা/২৫৯৯; মিশকাত হা/৫৮১২।
৫০১. ইবনু হিশাম ২/৮৬; বুখারী হা/৪০৭৩-৭৬।

ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন, সে বিষয়ে তোমার কিছুই করার নেই। কেননা তারা হ'ল যালেম' *(আলে ইমরান ৩/১২৮)*।[৫০২] এতে বুঝা যায় যে, যালেমদের শাস্তি দানের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। যখন চাইবেন তখন তিনি তাদের শাস্তি দিবেন। বান্দা কেবল দো'আ করতে পারে। কবুল করার মালিক আল্লাহ।

১২. চলমান শহীদ (الشهيد الماشى على الأرض) :

(ক) ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ : কাফিরদের বেষ্টনীতে পড়ার সংকটকালীন সময়ে রাসূল (ছাঃ)-কে রক্ষাকারী নয় জনের মধ্যে ৭ জন আনছার ছাহাবী শহীদ হওয়ার পর সর্বশেষ দু'জন মুহাজির ছাহাবী হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ ও ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ অতুলনীয় বীরত্বের সাথে লড়াই করে কাফিরদের ঠেকিয়ে রাখেন। দু'জনেই ছিলেন আরবের সেরা তীরন্দায। তাদের লক্ষ্যভেদী তীরের অবিরাম বর্ষণে কাফির সৈন্যরা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে ভিড়তে পারেনি। এই সময় রাসূল (ছাঃ) স্বীয় তূণ হ'তে তীর বের করে সা'দকে দেন ও বলেন ارْمِ فِدَاكَ أَبِى وَأُمِّى 'তীর চালাও! তোমার উপরে আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত হউন'। তার বীরত্বের প্রতি রাসূল (ছাঃ) কতবড় আস্থাশীল ছিলেন, একথাই তার প্রমাণ। কেননা আলী (রাঃ) বলেন, সা'দ ব্যতীত অন্য কারুর জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় পিতা-মাতা উৎসর্গীত হউন, এরূপ কথা বলেননি।[৫০৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি তার জন্য দো'আ করে বলেন, اَللَّهُمَّ سَدِّدْ رَمْيَتَهُ، وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ 'হে আল্লাহ! তুমি তার নিক্ষিপ্ত তীরকে লক্ষ্যভেদী কর এবং তার দো'আ কবুল কর'।[৫০৪]

দ্বিতীয় মুহাজির ছাহাবী হযরত ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ সম্পর্কে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, ঐদিন তিনি একাই এগারো জনের সঙ্গে লড়াই করেন। এইদিন তিনি ৩৫ বা ৩৯টি আঘাত পান। তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলী কেটে যায় ও পরে তা অবশ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সম্পর্কে বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى

---

৫০২. মুসলিম হা/১৭৯১।
প্রসিদ্ধ আছে যে, আবু সাঈদ খুদরীর পিতা মালেক ইবনু সিনান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ললাট হ'তে রক্ত চেটে খেয়ে ফেলেন। তখন তাকে নিজের রক্ত মুছতে বলা হ'লে তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি রক্ত মুছবো না। বলেই তিনি ময়দানে ছুটলেন ও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَسَّ دَمِي دَمَهُ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ 'আমার রক্ত যার রক্তকে স্পর্শ করেছে, তাকে জাহান্নাম স্পর্শ করবে না' *(ইবনু হিশাম ২/৮০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا 'যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখতে চায়, সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখে' *(যাদুল মা'আদ ৩/১৮৮; আর-রাহীক্ব ২৭২ পৃঃ; আল-ইছাবাহ ক্রমিক সংখ্যা ৭৬৪১)*। অতঃপর তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। বর্ণনাটির সনদ মুনক্বাতি' বা যঈফ *(মা শা-'আ ১৪০-৪২ পৃঃ)*।

৫০৩. ইবনু হিশাম ২/৮২; বুখারী হা/৪০৫৫; উল্লেখ্য যে, বুখারী হা/৪০৫৯ হাদীছে সা'দ বিন মালেক বলা হয়েছে। মূলতঃ সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ-এর মূল নাম হ'ল সা'দ বিন মালেক। আবু ওয়াক্কাছ হ'ল তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম। মুসলিম হা/২৪১১; মিশকাত হা/৬১০৩।

৫০৪. হাকেম হা/৪৩১৪, সনদ ছহীহ।

شَهِيدٍ يَمْشِى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ– 'যদি কেউ ভূপৃষ্ঠে চলমান কোন শহীদকে দেখতে চায়, তবে সে যেন ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহকে দেখে'।[৫০৫] বস্তুতঃ তিনি শহীদ হন হযরত আলীর খেলাফতকালে 'উটের যুদ্ধে'র দিন কুচক্রীদের হামলায়। আবুবকর (রাঃ) ওহোদ যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠলে বলতেন, ذَاكَ يَوْمٌ كُلُّهُ لِطَلْحَةَ 'ঐ দিনটি ছিল পুরোপুরি ত্বালহার' *(আল-বিদায়াহ ৪/২৯)*। অর্থাৎ নিঃসঙ্গ রাসূলকে বাঁচানোর জন্য সেদিন যে ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছিলেন, তা ছিল তুলনাহীন।

১৩. ফেরেশতা নাযিল হ'ল (نزول الملائكة) :

হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ) বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে দু'জন সাদা পোশাকধারী লোককে দেখি, যারা তাঁর পক্ষ হ'তে প্রচণ্ড বেগে লড়াই করছিলেন। যাঁদেরকে আমি এর পূর্বে বা পরে আর কখনো দেখিনি- অর্থাৎ জিব্রীল ও মীকাঈল।[৫০৬]

ফেরেশতাগণ সংকট মুহূর্তেই কেবল সহযোগিতা করেছেন, সর্বক্ষণের জন্য নয়। এই সহযোগিতা ছিল প্রেরণামূলক। যাতে রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানদের হিম্মত বৃদ্ধি পায়। নইলে একা জিব্রীলই যথেষ্ট ছিলেন কাফির বাহিনীকে নির্মূল করার জন্য।

১৪. যুদ্ধক্ষেত্রে তন্দ্রা (غشى النعاس فى مصافّ أحد) :

কাফিরদের বেষ্টনী থেকে মুসলিম বাহিনীকে মুক্ত করে যখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ধীরে ধীরে পাহাড়ের উচ্চভূমির ঘাঁটিতে ফিরে আসছিলেন, তখন হঠাৎ করে অনেকের মধ্যে তন্দ্রা নেমে আসে। বদর যুদ্ধের ন্যায় এটা ছিল তাদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত এক ধরনের প্রশান্তি। হযরত আবু ত্বালহা (রাঃ) বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন যারা তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েন, আমি ছিলাম তাদের অন্যতম। এমনকি এদিন আমার হাত থেকে কয়েকবার তরবারি পড়ে যায়। অবস্থা এমন ছিল যে, ওটা পড়ে যাচ্ছিল, আর আমি ধরে নিচ্ছিলাম। আবার পড়ে যাচ্ছিল, আবার ধরে নিচ্ছিলাম' *(বুখারী হা/৪৫৬২)*। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ

---

৫০৫. ইবনু হিশাম ২/৮০; তিরমিযী হা/৩৭৩৯, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬১১৩। প্রসিদ্ধ আছে যে, এই সময় রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, دُونَكُمْ أَخَاكُمْ فَقَدْ أَوْجَبَ 'তোমাদের ভাইকে ধর, সে জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিয়েছে' *(আর-রাহীক্ব ২৭০ পৃঃ)*। কথাটি যঈফ। মুশরিক বাহিনী কর্তৃক ঘেরাওকালীন সংকট মুহূর্তে সর্বপ্রথম আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসেছিলেন বলে আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ ছহীহ ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনাটিও *(আর-রাহীক্ব ২৭০ পৃঃ)* 'যঈফ' *(ঐ, তা'লীক্ব ১৪৭ পৃঃ)*। তবে أَوْجَبَ طَلْحَةُ ('ত্বালহা জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিয়েছে') কথাটি 'ছহীহ' *(আলবানী, ছহীহাহ হা/৯৪৫)*।

৫০৬. বুখারী হা/৪০৫৪; মুসলিম হা/২৩০৬।

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ–
‘অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর দুঃখের পরে তন্দ্রার শান্তি নাযিল করলেন, যা তোমাদের একদলকে (দৃঢ়চেতাগণকে) আচ্ছন্ন করেছিল। আরেকদল (দুর্বলচেতাগণ) নিজেদের জান নিয়ে ভাবছিল। তারা আল্লাহ সম্পর্কে মূর্খদের মতো অন্যায় ধারণা করছিল। তারা বলছিল, এ বিষয়ে আমাদের কি কিছু করার আছে? তুমি বলে দাও যে, সকল কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র। ওরা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখে, যা ওরা তোমার নিকট প্রকাশ করে না। ওরা বলে, যদি আমাদের কোন কর্তৃত্ব থাকত, তাহ’লে এখানে আমরা নিহত হতাম না। তুমি বল, যদি তোমরা তোমাদের বাড়ীতে থাকতে, তবুও যাদের উপর হত্যা নির্ধারিত হয়ে গেছে, তারা অবশ্যই তাদের বধ্যভূমিতে উপস্থিত হ’ত। আর আল্লাহ এটা করেছেন, তোমাদের বুকের মধ্যে যা লুকানো আছে তা পরীক্ষা করার জন্য এবং অন্তরে যা আছে, তা নির্মল করার জন্য। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের বুকের মধ্যে লুকানো বিষয়ে সম্যক অবহিত’ *(আলে ইমরান ৩/১৫৪)*। আল্লাহ্‌র উক্ত বাণীর মধ্যে ওহোদ যুদ্ধের বিপর্যয়ে মুসলমানদের অনেকের মধ্যে যে দোদুল্যমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা প্রমাণিত হয়।

১৫. ত্বালহার কাঁধে রাসূল (ছাঃ) (الرسول صـــ على كتف طلحة) :

পাহাড়ের ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তনের পথে একটা টিলা পড়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) চেষ্টা করেও তার উপরে উঠতে সক্ষম হ’লেন না। তখন ৩৯টি আঘাতে জর্জরিত উৎসর্গীতপ্রাণ ছাহাবী ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ মাটিতে বসে রাসূল (ছাঃ)-কে কাঁধে উঠিয়ে নেন। অতঃপর টিলার উপরে চলে যান। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুশী হয়ে বলেন, أَوْجَبَ طَلْحَةُ أَيِ الْجَنَّةَ ‘ত্বালহা জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিল’।[৫০৭]

১৬. রাসূল (ছাঃ)-এর শহীদ হবার খবর ও তার প্রতিক্রিয়া (انتشار خبر استشهاد الرسول صـــ وأثره) :

মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী মদীনায় প্রেরিত ইসলামের প্রথম দাঈ বীরকেশরী মুছ‘আব বিন ওমায়ের শহীদ হবার পর তাঁকে আঘাতকারী আব্দুল্লাহ বিন ক্বামিআহ ফিরে গিয়ে সানন্দে ঘোষণা করে যে, إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ ‘মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে’। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারার সাথে মুছ‘আবের চেহারায় অনেকটা মিল ছিল। এই খবর উভয় শিবিরে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মুসলমানগণ ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে

৫০৭. ইবনু হিশাম ২/৮৬; তিরমিযী হা/৩৭৩৮; আহমাদ হা/১৪১৭; মিশকাত হা/৬১১২; ছহীহাহ হা/৯৪৫।

পড়েন। ফলে পরস্পরকে চিনতে ব্যর্থ হয়ে মুসলমানের হাতেই কোন কোন মুসলমান শহীদ হয়ে যান। এমনই অবস্থার শিকার হ'য়ে খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর বৃদ্ধ পিতা হযরত ইয়ামান (রাঃ) শহীদ হয়ে যান'।[৫০৮]

১৭. নাক-কান কাটা ভাগিনা ও মামা এক কবরে (الخال وابن أخته المجدّع فى قبر) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এর ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহশ (রাঃ) ও তার মামা রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)-কে একই কবরে দাফন করা হয়'।[৫০৯] আব্দুল্লাহ বিন জাহ্শ যুদ্ধে নামার আগের দিন দো'আ করেছিলেন, اَللَّهم ارْزُقْنِي غداً رجلاً شديدًا بأسُهُ شديدًا حَرْدُهُ، فأُقَاتِله فيك و يُقَاتِلُنِي ثم يَأْخُذُنِي فَيُجَدِّعُ أَنْفِي و أُذُنِي

৫০৮. বুখারী হা/৪০৬৫ 'যুদ্ধ বিগ্রহ' অধ্যায়-৬৪ অনুচ্ছেদ-১৮।

(১) মুবারকপুরী লিখেছেন যে, এ সময় একদল অস্ত্র ত্যাগ করলেন। এমনকি মদীনায় পলায়ন পর্যন্ত করলেন। কেউ পাহাড়ে উঠে গেলেন। অন্যদল কাফিরদের মধ্যে মিশে গেলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মাধ্যমে কাফের নেতা আবু সুফিয়ানের নিকটে সন্ধি প্রস্তাব পাঠানোর চিন্তাও করেন' *(আর-রাহীক্ব ২৬৫ পৃঃ)*। বক্তব্যগুলি ভিত্তিহীন।

(২) প্রসিদ্ধ আছে যে, ছাবিত বিন দাহদাহ তার কওমকে ডেকে বলেন, হে আনছারগণ! إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ قَدْ قُتِلَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، فَقَاتِلُوا عَنْ دِينِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ مُظْهِرُكُمْ وَنَاصِرُكُمْ- 'যদি মুহাম্মাদ নিহত হন, তাহ'লে আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি মরেন না। তোমরা তোমাদের দ্বীনের উপরে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং সাহায্য করবেন'। তখন তার সাথে একদল আনছার খালেদের অশ্বারোহী বাহিনীর উপরে হামলা করল। যুদ্ধ চলা অবস্থায় খালেদের বর্শা নিক্ষেপে তিনি ও তার সাথীরা নিহত হন' *(আর-রাহীক্ব ২৬৬ পৃঃ; সীরাহ হালাবিইয়াহ ২/৫০৩)*। বর্ণনাটি সনদবিহীন।

(৩) প্রসিদ্ধ আছে যে, এ সময় জনৈক মুহাজির একজন আনছার ছাহাবীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তার রক্ত ছাফ করছিলেন। তিনি তাকে বললেন, হে অমুক! তুমি কি জান, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন? আনছার বললেন, যদি মুহাম্মাদ নিহত হয়ে থাকেন, তাহ'লে তিনি দ্বীন পৌঁছে দিয়ে গেছেন। অতএব তোমরা তোমাদের দ্বীনের উপরে যুদ্ধ কর' *(আর-রাহীক্ব ২৬৬ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/১৮৬)*। বর্ণনাটি 'মুরসাল' *(আর-রাহীক্ব, তা'লীক্ব ১৪৬ পৃঃ)*।

(৪) প্রসিদ্ধ আছে যে, বিপর্যয়ের পর রাসূল (ছাঃ) নিজ সেনাদলের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকেন। তখন ছাহাবী কা'ব বিন মালেক আনছারী (রাঃ) তাঁকে সর্বপ্রথম চিনতে পারেন ও খুশীতে চিৎকার করে বলে ওঠেন, يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَبْشِرُوا هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'হে মুসলিমগণ! সুসংবাদ গ্রহণ কর। এইতো আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করেন। যাতে মুশরিকরা তাঁর অবস্থান বুঝতে না পারে। কিন্তু তার আওয়ায মুসলিম বাহিনীর কানে ঠিকই পৌঁছে গিয়েছিল এবং দ্রুত সেখানে ৩০ জনের মত ছাহাবী জমা হয়ে গেলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) সবাইকে নিয়ে ঘাঁটির দিকে যেতে শুরু করেন ও সেখানে গিয়ে স্থির হন' *(আর-রাহীক্ব ২৭৩ পৃঃ; ইবনু হিশাম ২/৮৩; আল-বিদায়াহ ৪/৩৫; যাদুল মা'আদ ৩/১৭২)*। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' *(তাহকীক ইবনু হিশাম, ক্রমিক ১১৩৩)*।

৫০৯. আর-রাহীক্ব ২৮১ পৃঃ। মুবারকপুরী এখানে আব্দুল্লাহ বিন জাহশকে রাসূল (ছাঃ)-এর দুধ ভাই বলেছেন। যা প্রমাণিত নয়। কেবলমাত্র সুহায়লী 'বলা হয়ে থাকে' (يقال) মর্মে সনদ বিহীনভাবে কথাটি উল্লেখ করেছেন *(ইবনু হিশাম ১/১৬১ টীকা-৬; আর-রওযুল উনুফ ১/২৮৩)*। এটি মেনে নিলে তার আপন বোন যয়নাব বিনতে জাহশকে বিবাহ করা রাসূল (ছাঃ)-এর উপর হারাম হয়ে যেত। কারণ তখন তিনি হ'তেন রাসূল (ছাঃ)-এর দুধ বোন।

فإذا لَقِيتُكَ غدًا قلتَ : يا عبدَ الله فِيْمَ جُدِّعَ أَنْفُكَ و أُذُنُكَ؟ فأقولُ فِيْكَ و فِي رسولِكَ فيقولُ : صَدَقْتَ– 'হে আল্লাহ! আগামীকাল আমাকে এমন একজন বীর ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধার মুখোমুখি কর, যে আমাকে প্রচণ্ড লড়াই শেষে হত্যা করবে এবং আমার নাক ও কান কেটে দেবে। তারপর আমি তোমার সামনে হাযির হ'লে তুমি বলবে, হে আব্দুল্লাহ! তোমার নাক-কান কাটা কেন? আমি বলব, হে আল্লাহ! তোমার জন্য ও তোমার রাসূলের জন্য (فِيكَ وَفِي رَسُولِكَ)। তখন তুমি বলবে, صَدَقْتَ 'তুমি সত্য বলেছ' *(হাকেম হা/২৪০৯, হাদীছ ছহীহ)*। এ দো'আর সত্যায়ন করে হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ) বলেন, আমার চেয়ে তার দো'আ উত্তম ছিল এবং সেভাবেই তিনি শাহাদাত লাভে ধন্য হয়েছেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজে হামযা ও আব্দুল্লাহ দু'জনকে একই কবরে দাফন করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৪০-এর কিছু বেশী। যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ বিন জাহশকে 'আল্লাহ্র পথে নাক-কান কাটা' (الْمُجَدَّعُ فِي اللهِ) বলে অভিহিত করা হয়। যেটা ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর করা হয়েছিল।[৫১০]

---

৫১০. আল-ইছাবাহ, আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ক্রমিক ৪৫৮৬; বায়হাক্বী, হাকেম হা/২৪০৯; হাকেম ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৮৮।

(১) এখানে মু'জিযা হিসাবে প্রসিদ্ধ আছে যে, যুবায়ের (রাঃ) বলেন, একদিন আব্দুল্লাহ বিন জাহ্শ এলেন এমতাবস্থায় যে, তার তরবারি ভেঙ্গে গিয়েছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে একটি খেজুরের শুকনা ডাল দিলেন। অতঃপর সেটি আব্দুল্লাহ্র হাতে তরবারিতে পরিণত হ'ল' *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৪৫৮৬; আল-ইস্তী'আব)*। যাহাবী বলেন, বর্ণনাটি 'মুরসাল' *(যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ১৮৬ পৃঃ ; মা শা-'আ ১৬০পৃঃ)*।

(২) আরও প্রসিদ্ধ আছে যে, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবাহ, নিহত হামযার কলিজা বের করে চিবিয়েছিলেন এবং তার নাক-কান কেটে কণ্ঠহার বানিয়েছিলেন *(আর-রাহীক্ব ২৭৬ পৃঃ; ইবনু হিশাম ২/৯৫)*। বর্ণনাটির সনদ 'মু'যাল' বা যঈফ *(তাহকীক ইবনু হিশাম, ক্রমিক ১১৫৫; আর-রাহীক্ব, তা'লীক্ব ১৫২ পৃঃ)*।

(৩) এছাড়াও বলা হয়েছে যে, উক্ত প্রসঙ্গে সূরা নাহ্ল ১২৬ আয়াতটি নাযিল হয়। যেখানে আল্লাহ বলেন, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ 'যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদের সাথে করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্য নিশ্চয়ই সেটি উত্তম' *(নাহল ১৬/১২৬)*। ফলে রাসূল (ছাঃ) ধৈর্য ধারণ করেন ও নিহত ব্যক্তিদের অঙ্গহানি করতে নিষেধ করেন বলে ইবনু ইসহাক কর্তৃক সনদবিহীন যে বর্ণনা *(ইবনু হিশাম ২/৯৬)* এসেছে, সেটি 'যঈফ'। ইবনু কাছীর স্বীয় আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (৯/১২০) গ্রন্থে উক্ত ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আয়াতটি হ'ল মাক্কী আর যুদ্ধ হ'ল মদীনায় হিজরতের তৃতীয় বছরে। কিভাবে এ ঘটনার সাথে এটি মিলানো যেতে পারে? (৪) আরও বলা হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যদি আল্লাহ আমাকে কুরায়েশদের উপরে একদিনের জন্যও বিজয়ী করেন, তাহ'লে আমি তাদের ৩০ জন নিহত ব্যক্তির অঙ্গহানি করব' *(ইবনু হিশাম ২/৯৫-৯৬)*। অন্য বর্ণনায় ৭০ জনের কথা এসেছে। একথা শুনে জিব্রীল সূরা নাহল ১২৬ আয়াতটি নিয়ে অবতরণ করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) উক্ত কসমের কাফফারা দেন এবং বিরত হন' *(হাকেম হা/৪৮৯৪, যাহাবী বলেন, অন্যতম রাবী ছালেহ একজন বাজে লোক (واهٍ); বায়হাক্বী শো'আব হা/৯৭০৩)*।

১৮. আবু সুফিয়ানের প্রতি নাখোশ তার সেনাপতি (غضب على أبي سفيان قائده) :

উবাইশ গোত্রের নেতা (سَيِّدُ الْأُبَيْشِ) হুলাইস বিন যাব্বান (حُلَيْسُ بْنُ زَبَّان) যুদ্ধশেষে আবু সুফিয়ানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় আবু সুফিয়ান নিহত হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের চোয়ালে বর্শা দিয়ে খোঁচা মারছিলেন আর বলছিলেন, ذُقْ عُقَقْ অর্থাৎ ذُقْ يَا عَاقُّ 'মজা চাখো হে অবাধ্য! এ দৃশ্য দেখে হুলাইস বলে উঠলেন, হে বনু কিনানাহ! ইনি হ'লেন কুরাইশের নেতা। দেখ তিনি তার ভাতিজার মৃত লাশের সাথে কিরূপ আচরণ করছেন? তখন আবু সুফিয়ান লজ্জিত হয়ে বলে উঠলেন, وَيْحَكَ! اُكْتُمْهَا عَنِّي، فَإِنَّهَا كَانَتْ زَلَّةً 'তোমার ধ্বংস হৌক! চুপ থাক। এটা একটা পদস্খলন' *(ইবনু হিশাম ২/৯৩)*।

---

(৫) আরেক বর্ণনায় এসেছে যে, হামযার কলিজা চিবানো লাশ দেখে রাসূল (ছাঃ) বলেন, সে কি এখান থেকে কিছু খেয়েছে? তারা বললেন, না। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ হামযার দেহের কোন অংশকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন না' *(আহমাদ হা/৪৪১৪)*। অত্র হাদীছে হিন্দা জাহান্নামী হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। অথচ তিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন। আর ইসলাম বিগত সকল গোনাহ ধ্বসিয়ে দেয়' *(মুসলিম হা/১২১; মিশকাত হা/২৮)*। (৬) অন্য বর্ণনায় এসেছে, যদি (তার বোন) ছাফিয়া দুঃখ না পেত, তাহ'লে আমি হামযাহকে এখানেই ছেড়ে যেতাম। অতঃপর আল্লাহ তাকে জন্তু-জানোয়ার ও পক্ষীকুলের পেট থেকে পুনরুত্থান ঘটাতেন' *(হাকেম হা/৪৮৮৭)*। উপরে বর্ণিত সকল বর্ণনাই 'যঈফ' *(মা শা-'আ ১৪৭-৪৮)*।

তবে কাফেররা যে কারু কারু অঙ্গহানি করেছিল, সেটা নিশ্চিত। যেমন যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান মুসলিম নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِى الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِى 'তোমরা তোমাদের কিছু নিহত ব্যক্তির অঙ্গহানি পাবে। এবিষয়ে আমি কোন নির্দেশ দেইনি এবং এটা আমাকে ব্যথিতও করেনি' *(বুখারী হা/৩০৩৯)*।

উল্লেখ্য যে, আবু সুফিয়ান ও তাঁর স্ত্রী হিন্দা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হন। হিন্দা যদি হামযার কলিজা চিবানোর মত নিকৃষ্ট কর্ম করতেন, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) নিশ্চয়ই তার রক্ত বৃথা ঘোষণা করতেন। যেমন কয়েকজন নারী-পুরুষের রক্ত বৃথা ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে মক্কা বিজয়ের দিন হত্যা করা হয়েছিল *(ইবনু হিশাম ২/৪১০-১১;* ফাৎহুল বারী হা/৪২৮০-এর আলোচনা*)*। তাছাড়া বনু হাশেম কখনো আবু সুফিয়ানকে ছাড়তেন না। আর আবু সুফিয়ান ছিলেন বনু 'আব্দে শামস গোত্রের। যদিও সকলেই ছিলেন কুরায়েশ বংশের অন্তর্ভুক্ত।

(৭) আরও প্রসিদ্ধ আছে যে, হামযার লাশের সামনে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার মত বিপদগ্রস্ত কেউ কখনো হয়নি এবং তোমার এই দৃশ্যের চাইতে কোন দৃশ্য আমাকে এত ক্রুদ্ধ করেনি। অতঃপর তিনি বলেন, جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَكْتُوبٌ فِي أَهْلِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ: حَمْزَةُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَسَدُ اللهِ، وَأَسَدُ رَسُولِهِ 'আমার নিকটে জিব্রীল এসেছেন ও খবর দিয়েছেন যে, হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব সপ্ত আকাশের অধিবাসীদের নিকটে লিখিত আছেন এই মর্মে যে, হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব 'আসাদুল্লাহ' ও 'আসাদু রাসূলিহী' অর্থাৎ 'আল্লাহ্র সিংহ' এবং তাঁর 'রাসূলের সিংহ' *(ইবনু হিশাম ২/৯৬; হাকেম হা/৪৮৯৮)*। হাদীছটি 'মুনকার' বা যঈফ *(যঈফাহ হা/৬৩৫৫)*। তবে 'সাইয়িদুশ শুহাদা' লকবটি 'ছহীহ হাদীছ' দ্বারা প্রমাণিত' *(হাকেম হা/৪৮৮৪; ছহীহাহ হা/৩৭৪; ছহীহুল জামে' ৫৪৬৯)*।

উল্লেখ্য যে, হামযাহ, রাসূল (ছাঃ) ও আবু সালামাহ পরস্পরে দুধ ভাই ছিলেন। যারা শিশুকালে আবু লাহাবের দাসী ছুওয়াইবার দুধ পান করেছিলেন' *(আল-ইছাবাহ, ছুওয়াইবাহ ক্রমিক ১০৯৬৪; ইবনু হিশাম ২/৯৬)*।

১৯. রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য ঢাল হ'লেন যাঁরা (الذين جعلوا أنفسهم أتراسا للرسول) :

আনাস (রাঃ) বলেন, ওহোদের দিন সংকট মুহূর্তে লোকেরা যখন এদিক-ওদিক ছুটছে, তখন আবু ত্বালহা স্বীয় ঢাল নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে দাঁড়িয়ে যান। রাসূল (ছাঃ) এবং তিনি একই ঢালের আড়ালে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু ত্বালহার নিক্ষিপ্ত তীর কোথায় পড়ছে, দেখার জন্য একটু মাথা উঁচু করলেই আবু ত্বালহা বলে উঠতেন, يَا نَبِىَّ اللهِ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى، لاَ تُشْرِفْ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرِى دُونَ نَحْرِكَ– 'হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হৌন- আপনি মাথা উঁচু করবেন না। তাহ'লে ওদের নিক্ষিপ্ত তীর আপনার গায়ে লেগে যাবে। আমার বুক হৌক আপনার বুক'।[৫১১] আবু ত্বালহা ছিলেন একজন দক্ষ তীরন্দায। এইদিন তিনি দু'টি বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গেছিলেন। শত্রুর দিক থেকে তীর এলেই তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বাঁচানোর জন্য নিজের বুক উঁচু করে ধরতেন। রাসূল (ছাঃ) তার তীর চালনায় খুশী হয়ে বলেন, لَصَوْتُ أَبِى طَلْحَةَ فِى الْجَيْشِ أَشَدُّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ فِئَةٍ 'যুদ্ধে আবু ত্বালহার কণ্ঠস্বর মুশরিকদের উপরে একটি দলের হামলার চাইতে ভয়ংকর ছিল' *(আহমাদ হা/১৩১২৭, সনদ ছহীহ)*।

২০. প্রাণ নিয়ে খেললেন যারা (الذين لعبوا أنفسهم بالموت للرسول صـــ) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হওয়ার পর সেই কঠিন মুহূর্তে মুষ্টিমেয় যে কয়জন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ছুটে এসে তাঁকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের জীবন নিয়ে খেলতে থাকেন, তাঁরা ছিলেন হযরত আবু দুজানা, মুছ'আব বিন ওমায়ের, আলী ইবনু আবী ত্বালেব, সাহ্‌ল বিন হুনায়েফ, মালেক ইবনু সিনান (আবু সাঈদ খুদরীর পিতা), উম্মে 'উমারাহ নুসাইবাহ বিনতে কা'ব আল-মাযেনিয়াহ, ক্বাতাদাহ বিন নু'মান, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব এবং আবু ত্বালহা *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)*। এঁদের মধ্যে মুছ'আব বিন উমায়ের এবং মালেক ইবনু সিনান শহীদ হয়ে যান' *(আর-রাহীক্ব ২৭০ পৃঃ)*।

২১. দুই বৃদ্ধের শাহাদাত লাভ (استشهاد الشيخين) :

দুইজন অতি বৃদ্ধ ছাহাবী হযরত ইয়ামান ও ছাবিত বিন ওয়াক্বশ (ثابت بن وَقْش)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘাঁটিতে রেখে এসেছিলেন প্রহরা ও ছোটখাট কাজের জন্য। কিন্তু বিপর্যয়কালে তাঁরা শাহাদাত লাভের আকাংখায় ময়দানে ছুটে যান এবং প্রথমজন ভুলক্রমে মুসলমানের হাতে এবং দ্বিতীয় জন কাফিরের হাতে শহীদ হন।[৫১২]

---

৫১১. বুখারী হা/৩৮১১; মুসলিম হা/১৮১১।

৫১২. ইবনু হিশাম ২/৮৭; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৮৯; হাকেম হা/৪৯০৯। বর্ণনাটির সনদ ছহীহ *(তাহকীক ইবনু হিশাম, ক্রমিক ১১৪৬)*।

২২. মু'জেযাসমূহ, যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয় (معجزات غير ثابتة) :

(১) প্রসিদ্ধ আছে যে, ওহোদ যুদ্ধের দিন হযরত ক্বাতাদাহ বিন নু'মানের একটি চোখ যখমী হওয়ায় তা বেরিয়ে ঝুলে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে ওটাকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দেন। তাতে চোখ ঠিক হয়ে যায় এবং তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় ও দৃষ্টি শক্তি আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ হয়।[৫১৩]

(২) ঘাঁটিতে পৌঁছে রাসূল (ছাঃ)-কে হামলাকারী উবাই বিন খালাফকে মারার জন্য রাসূল (ছাঃ) হারেছ ইবনুছ ছিম্মাহ্‌র কাছ থেকে নিয়ে যে বর্শাটি নিক্ষেপ করেছিলেন, তাতে তার গলায় কেবল আঁচড় কেটে গিয়েছিল। যাতে রক্তপাত পর্যন্ত হয়নি। অথচ তাতেই সে ওহোদ থেকে ফেরার পথে কয়েকদিন পর মক্কায় পৌঁছার আগেই 'সারিফ' নামক স্থানে মারা পড়ল।[৫১৪]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘাঁটিতে অবস্থানকালে আবু সুফিয়ান ও খালেদ বিন অলীদের নেতৃত্বে যে দলটি তাঁকে হামলা করার জন্য পাহাড়ে উঠে যায়, তারা যাতে নিকটে পৌঁছতে না পারে, সেজন্য রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্‌র নিকটে দো'আ করেন, اَللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْلُونَا 'হে আল্লাহ! তাদের জন্য এটা উচিৎ হবে না যে, তারা আমাদের নিকট উপরে উঠে আসে'। অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ও একদল মুহাজির তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাহাড় থেকে নামিয়ে দিলেন'।[৫১৫] ইবনু ইসহাক এটি

---

৫১৩. ইবনু হিশাম ২/৮২; আর-রাহীক্ব ২৭২ পৃঃ; হাকেম হা/৫২৮১; যাদুল মা'আদ ৩/১৭৭। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল'। তাছাড়া ঘটনাটি ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে 'বদরের দিন' বায়হাক্বীর বর্ণনায় এসেছে ওহোদের দিন'। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, বলা হয়েছে যে, এটি খন্দকের দিন' *(মা শা-'আ ১২০-২১ পৃঃ)*।

আরও প্রসিদ্ধ আছে যে, ওহোদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় ধনুক দ্বারা এত অধিক তীর চালিয়েছিলেন যে, ধনুকের প্রান্তদেশ ভেঙ্গে যায়'। পরে ঐ ধনুকটি ক্বাতাদাহ নিয়ে নেন এবং তার কাছেই রেখে দেন' *(ইবনু হিশাম ২/৮২)*। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ *(তাহকীক ইবনু হিশাম, ক্রমিক ১১২৮)*।

৫১৪. আর-রাহীক্ব ২৭৫ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/১৭৮; ইবনু হিশাম ২/৮৪। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' *(তাহকীক ইবনু হিশাম, ক্রমিক ১১৩৪)*। আকরাম যিয়া উমারী বলেন, ঘটনাটি সীরাতের কিতাব সমূহে ব্যাপকভাবে বর্ণিত। তাছাড়া সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব-এর 'মুরসাল' বর্ণনা সমূহ শক্তিশালী *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৯২ টীকা-১)*। উক্ত মর্মে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(হাকেম হা/৩২৬৩; হাকেম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন)*।
উল্লেখ্য যে, যে সকল বিদ্বান এই ঘটনা মেনে নিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)। তিনি বলেন, وَلَمْ يَقْتُلْ بِيَدِهِ إِلاَّ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ، قَتَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ يَقْتُلْ بِيَدِهِ أَحَدًا لاَ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا 'রাসূল (ছাঃ) নিজ হাতে কাউকে হত্যা করেননি ওহোদের দিন উবাই বিন খালাফকে ব্যতীত। তার পূর্বে বা পরে তিনি আর কখনোই কাউকে হত্যা করেননি' *(মিনহাজুস সুন্নাহ (রিয়াদ : জামে'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ আল-ইসলামিইয়াহ, ১ম সংস্করণ১৪০৬/১৯৮৬ খৃ.) ৮/৭৮)*।

৫১৫. ইবনু হিশাম ২/৮৬; আর-রাহীক্ব ২৭৬ পৃঃ।

সনদবিহীনভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীছে এটি اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَعْلُونَا মর্মে এসেছে।[৫১৬] কিন্তু সেখানে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও মুহাজিরদের একটি দল তাদের নামিয়ে দেন, এ মর্মে কিছুই বলা হয়নি। বরং ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশক্রমে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের কথোপকথন প্রমাণিত আছে।

(৪) একই সময়ে রাসূল (ছাঃ) সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছকে বলেন, أُجْنُبْهُمْ او يَقُولُ أُرْدُدْهُمْ 'ওদেরকে দুর্বল করে দাও। অথবা বললেন, ওদেরকে ফিরিয়ে দাও'। তখন সা'দ বললেন, كَيْفَ أَجْنُبُهُمْ وَحْدِي 'কিভাবে আমি একা ওদের দুর্বল করে দেব'? অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে তিনবার একই নির্দেশ দিলে তিনি নিজের তূণ থেকে একটা তীর বের করে নিক্ষেপ করেন। তাতে শত্রুপক্ষের একজন নিহত হয়। তিনি বলেন, অতঃপর আমি ঐ তীর নিয়ে নিলাম এবং দ্বিতীয় আরেক শত্রুকে মারলাম। সেও নিহত হ'ল। আমি আবার ঐ তীর নিয়ে নিলাম ও তৃতীয় আরেক শত্রুকে মারলাম। তাতে সেও মারা পড়ে। এর ফলে শত্রুরা ভয়ে নীচে নামতে লাগল। আমি ঐ তীর এনে আমার তূণের মধ্যে রেখে দিলাম। আমি বললাম, هَذَا سَهْمٌ مُبَارَكٌ 'এটা বরকতপূর্ণ তীর'। এই তীরটি সা'দের নিকটে আমৃত্যু ছিল এবং তাঁর পরে তাঁর সন্তানদের কাছে ছিল *(যাদুল মা'আদ ৩/১৮৪)*। অতঃপর হযরত ওমর ও মুহাজিরগণের একটি দল ধাওয়া করে তাদেরকে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নামিয়ে দেয় *(আর-রাহীক্ব ২৭৬ পৃঃ)*।[৫১৭]

২৩. আবু সুফিয়ান ও হযরত ওমরের কথোপকথন (مكالمة أبي سفيان وعمر) :

যুদ্ধ শেষে মাক্কী বাহিনী প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ শেষ করে প্রধান সেনাপতি আবু সুফিয়ান ওহোদ পাহাড়ে উঠে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, أَفِيكُمْ مُحَمَّدٌ؟ 'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ আছে কি'? أَفِيكُمْ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ 'তোমাদের মধ্যে আবু কুহাফার বেটা (আবুবকর) আছে কি'? أَفِيكُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟ 'তোমাদের মধ্যে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব আছে কি'? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা তার কথার জবাব দিয়ো না। তিনবার করে বলার পর জবাব না পেয়ে সে বলে উঠল, নিশ্চয়ই তারা নিহত হয়েছে। বেঁচে থাকলে তারা জবাব দিত। তখন ওমর নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি

---

৫১৬. আহমাদ হা/২৬০৯; হাকেম হা/৩১৬৩, সনদ হাসান।

৫১৭. বর্ণনাটি 'যঈফ'। কেননা ইবনু আবিদ্দুনিয়া এটি সনদসহ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে অজ্ঞাত (مجهول) রাবী আছেন *(ইবনু আবিদ্দুনিয়া, 'মাকারিমুল আখলাক্ব' হা/১৮১)*।
প্রসিদ্ধ আছে যে, ওহোদ যুদ্ধ শেষে ঘাঁটিতে যোহরের ছালাতের সময় হ'লে যখমের কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসে ছালাত আদায় করেন। ছাহাবায়ে কেরামও তাঁর পিছনে বসে ছালাত আদায় করেন *(ইবনু হিশাম ২/৮৭; আর-রাহীক্ব ২৭৮ পৃঃ)*। বর্ণনাটির সনদ 'যঈফ' *(তাহকীক ইবনু হিশাম, ক্রমিক ১১৪৪)*।

(উচ্চৈঃস্বরে) বললেন, — كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ ، أَبْقَى اللهُ عَلَيْكَ مَا يُخْزِيكَ 'রে আল্লাহ্‌র দুশমন! তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করার উৎস সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছেন'। জবাবে আবু সুফিয়ান বলে উঠলেন, أُعْلُ هُبَلُ 'হোবল দেবতার জয় হৌক'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা ওর কথার জবাব দাও। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা কি বলব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা বল, اللهُ أَعْلَى وأَجَلُّ 'আল্লাহ সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে সম্মানিত'। আবু সুফিয়ান বললেন, لَنَا عُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ 'আমাদের জন্য 'উযযা দেবী রয়েছে, তোমাদের 'উযযা নেই'। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা বল, اللهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ 'আল্লাহ আমাদের অভিভাবক। আর তোমাদের কোন অভিভাবক নেই'। তখন আবু সুফিয়ান বললেন, يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ 'আজকের দিনটি বদরের দিনের প্রতিশোধ। নিশ্চয়ই যুদ্ধ হ'ল বালতির ন্যায়'। অর্থাৎ যুদ্ধে কখনো একদল জয়ী হয়, কখনো অন্যদল। যেমন বালতি একবার একজনে টেনে তোলে, আরেকবার অন্যজনে *(বুখারী হা/৩০৩৯, ৪০৪৩)*। জবাবে ওমর (রাঃ) বললেন, لاَ سَوَاءٌ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَكُمْ فِي النَّارِ 'না সমান নয়। আমাদের নিহতেরা জান্নাতে, আর তোমাদের নিহতেরা জাহান্নামে'। অতঃপর আবু সুফিয়ান (সম্ভবতঃ নিজের পাপবোধ থেকে কৈফিয়তের সুরে) বললেন, أَمَا إِنَّكُمْ سَوْفَ تَجِدُونَ فِى قَتْلاَكُمْ مُثْلاً وَلَمْ يَكُنْ ذَاكَ عَنْ رَأْىِ سَرَاتِنَا. قَالَ ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ ذَاكَ وَلَمْ نَكْرَهْهُ 'তবে তোমরা সত্বর তোমাদের নিহতদের মধ্যে অনেকের অঙ্গহানি দেখতে পাবে। যাতে আমাদের নেতাদের নির্দেশ ছিল না'। রাবী বলেন, এ কথা বলার পরে তাকে জাহেলিয়াতের উত্তেজনা গ্রাস করে। অতঃপর তিনি বলেন, হ্যাঁ এটা হয়েছে। তবে আমরা এটাকে অপসন্দ করিনি' *(আহমাদ হা/২৬০৯, সনদ হাসান)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَاللهِ مَا رَضِيتُ، وَمَا سَخِطْتُ، وَمَا نَهَيْتُ، وَمَا أَمَرْتُ 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি এতে খুশী নই, নাখোশও নই। আমি এতে নিষেধ করিনি, নির্দেশও দেইনি'।

এরপর আবু সুফিয়ান ওমর (রাঃ)-কে কাছে ডাকলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন। কাছে গেলে আবু সুফিয়ান বললেন, أَنْشُدُكَ اللهَ يَا عُمَرُ، أَقَتَلْنَا مُحَمَّدًا؟ 'আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলছি হে ওমর! আমরা কি মুহাম্মাদকে হত্যা করেছি'? ওমর বললেন, اللَّهُمَّ لاَ 'আল্লাহ্‌র কসম! না। وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ كَلاَمَكَ الْآنَ 'তিনি এখন তোমার কথা শুনছেন'। জবাবে আবু সুফিয়ান বললেন, أَنْتَ عِنْدِي أَصْدَقُ مِنَ ابْنِ قَمِئَةَ وَأَبَرُّ

‘তুমি আমার নিকটে ইবনু ক্বামিআহ্র চাইতে অধিক সত্যবাদী ও অধিক সৎ’।[৫১৮] কেননা তিনি ধারণা করতেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ক্বামিআহ লায়ছী রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যা করেছে।

২৪. জান্নাতের সুগন্ধি লাভ (نيل ريح الجنة) :

(ক) আনাস বিন নাযার : ইনি আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর চাচা ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে না পারায় দুঃখিত ছিলেন এবং ওহোদ যুদ্ধে যোগদান করেন। অতঃপর যুদ্ধের দ্বিতীয় ভাগে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়কালে তিনি বলেন, اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ– ‘হে আল্লাহ এই লোকগুলি অর্থাৎ (তীরন্দায) মুসলমানেরা যা করেছে সেজন্য আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং ওরা অর্থাৎ মুশরিকেরা যা করছে, তা হ’তে আমি নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করছি’। একথা বলে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হ’লে আউস নেতা সা‘দ বিন মু‘আয (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে বললেন, أَيْنَ يَا سَعْدُ إِنِّى أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ ‘কোথায় যাচ্ছ হে সা‘দ! আমি ওহোদের পিছন থেকে জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি’।

অতঃপর তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন ও প্রাণপণ যুদ্ধ করে শহীদ হ’লেন। ঐদিন বর্শা, তীর ও তরবারির ৮০টির অধিক যখম লেগে তার দেহ ঝাঝরা হয়ে গিয়েছিল। কেবল আঙ্গুলের মাথাগুলি দেখে তার ভগ্নী রবী‘ বিনতে নযর তাকে চিনতে পারেন। কাফেররা তার বিভিন্ন অঙ্গ কর্তন করেছিল। রাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা ধারণা করতাম যে, সূরা আহযাব ২৩ আয়াতটি তাঁর বা তাঁর মতো অন্যদের কারণেই নাযিল হয়েছে।[৫১৯]

---

৫১৮. ইবনু হিশাম ২/৯৪, আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ২৬০, সনদ ছহীহ। এখানে ওমর বলার অর্থ তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনে বলেছেন। যেমন পরবর্তীতে হোদায়বিয়া সন্ধিকালে তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে একইভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন, أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ؟ ‘আমাদের নিহতেরা কি জান্নাতে নয়? এবং তাদের নিহতেরা জাহান্নামে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ *(বুখারী হা/৩১৮২; মুসলিম হা/১৭৮৫ (৯৪)*।

এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, আবু সুফিয়ান ও তার সাথীরা যখন ফিরে যান, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলেন, إِنَّ مَوْعِدَكُمْ بَدْرٌ لِلْعَامِ الْقَابِلِ ‘তোমাদের সঙ্গে আগামী বছর বদরে ওয়াদা রইল’। তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁর সাথীদের একজনকে বললেন, قُلْ: نَعَمْ، هُوَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مَوْعِدٌ ‘বল! হ্যাঁ। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ওটাই ওয়াদা রইল’ *(ইবনু হিশাম ২/৯৪)*। বর্ণনাটি সনদবিহীন *(মা শা-‘আ ১৬১ পৃঃ)*।

৫১৯. বুখারী হা/২৮০৫, ৪৭৮৩।

এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, এ সময় বসে থাকা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ওমর, ত্বালহা সহ মুহাজির ও আনছারদের একদল ছাহাবীকে দেখে তিনি বলেন, مَا يُجْلِسُكُمْ؟ ‘কিসের জন্য বসে আছেন? তারা বললেন, قُتِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিহত হয়েছেন’। আনাস বললেন, مَا تَصْنَعُونَ بِالْحَيَاةِ

যেখানে বলা হয়েছে, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً– 'মুমিনদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি আছে যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি' *(আহযাব ৩৩/২৩)*। বিশেষ কোন প্রেক্ষিতে নাযিল হ'লেও অত্র আয়াত সকল যুগের সকল মুজাহিদের জন্য প্রযোজ্য।

(খ) সা'দ বিন রবী' : যুদ্ধ শেষে আহত ও নিহতদের সন্ধানকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যায়েদ বিন ছাবিতকে পাঠান সা'দ বিন রবী'-এর সন্ধানে। বলে দিলেন যদি তাকে জীবিত পাও, তবে আমার সালাম বলো এবং আমার কথা বলবে যে, আল্লাহ্র রাসূল তোমাকে বলেছেন, كَيْفَ تَجِدُكَ؟ 'তুমি নিজেকে কেমন পাচ্ছ? যায়েদ বলেন, আমি তাকে যখন পেলাম, তখন তাঁর মৃত্যুক্ষণ এসে গিয়েছে। তিনি ৭০-এর অধিক যখম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আমি তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সালাম জানিয়ে তাঁর কথাটি জানিয়ে দিলাম। তখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিতে বললেন এবং বললেন, তুমি তাঁকে বলো, يَا رَسُولَ اللهِ أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি'। অতঃপর আমার কওম আনছারদের বলো, তাদের একজনও বেঁচে থাকতে যদি শত্রুরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে আল্লাহ্র নিকটে তাদের কোন কৈফিয়ত চলবে না'। পরক্ষণেই তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হ'ল।[৫২০] ইনি ছিলেন ১৩ নববী বর্ষে মক্কায় অনুষ্ঠিত বায়'আতে কুবরার দিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিযুক্ত ১২ জন নক্বীবের অন্যতম এবং খাযরাজ গোত্রের অন্যতম নেতা।

بَعْدَهُ؟ فَقُومُوا فَمُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– 'তাঁর পরে বেঁচে থেকে আপনারা কি করবেন? উঠুন, যার উপরে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জীবন দিয়েছেন, তার উপরে আপনারাও জীবন দিন'। অতঃপর তিনি এগিয়ে যান ও যুদ্ধ করে নিহত হন' *(ইবনু হিশাম ২/৮৩; যাদুল মা'আদ ৩/১৭৭; আর-রাহীক্ব ২৬৫-৬৬ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ৪/৩৪)*। বর্ণনাটি 'মুরসাল' বা যঈফ *(মা শা-'আ ১৪৫ পৃঃ)*। সঠিক সেটাই যা উপরে ছহীহ হাদীছসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া এটা কিভাবে সঠিক হ'তে পারে যে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)-এর মত জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর নিহত হওয়ার খবর শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে থাকবেন? বরং ছহীহ বর্ণনার সাথে এগুলি যোগ করা হয়েছে মাত্র। এমনকি মুবারকপুরী বাড়তি লিখেছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নিহত হওয়ার খবর শুনে ছাহাবীদের অনেকের আত্মা দোদুল্যমান হয়ে যায়। কেউ যুদ্ধ থেকে বিরত হয়। কেউ অস্ত্র ফেলে দিয়ে বসে যায়। আবার অনেকে মুনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তার মাধ্যমে আবু সুফিয়ানের নিকট থেকে তাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনার চিন্তা করতে থাকে *(আর-রাহীক্ব ২৬৫ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ৪/২৩)*। অথচ এ কথাগুলি সনদবিহীনভাবে বলা হয়েছে। ছাহাবীগণ সম্পর্কে ঐ সংকটকালে এরূপ চিন্তা করাও কষ্টকর বৈ-কি!

৫২০. হাকেম হা/৪৯০৬, হাদীছ ছহীহ; যাদুল মা'আদ ২/৯৬; আর-রাহীক্ব ২৮০ পৃঃ।

প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, একদিন হযরত আবুবকর (রাঃ) সা'দের ছোট্ট মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে বলেন, এটি সা'দের মেয়ে। যিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তিনি ক্বিয়ামতের দিন নুক্বাবায়ে মুহাম্মাদীর মধ্যে শামিল হবেন *(হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৫৭০৪, সনদ যঈফ)*।

২৫. এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় না করেও জান্নাতী হ'লেন যারা (أهل الجنة بدون صلاة) :

(১) আউস গোত্রের বনু 'আব্দিল আশহাল শাখার 'আমর বিন ছাবিত আল-উছায়রিম (عَمْرو بن ثابت الْأُصَيْرِم)-কে আহতদের মধ্যে দেখতে পেয়ে হতাহতদের সন্ধানকারী মুসলিম বাহিনী হতবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, مَا الَّذِي جَاءَ بِكَ؟ أَحَدَبٌ عَلَى قَوْمِكَ أَمْ رَغْبَةٌ فِي الْإِسْلَامِ؟ 'কোন বস্তু তোমাকে এখানে এনেছে? নিজ সম্প্রদায়কে সাহায্য করার উত্তেজনা, না-কি ইসলামের আকর্ষণ? উত্তরে তিনি বললেন, بَلْ رَغْبَةٌ فِي الْإِسْلَامِ آمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ قَاتَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصَابَنِي مَا تَرَوْنَ– 'বরং ইসলামের আকর্ষণ। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে ঈমান এনেছি। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করেছি। অতঃপর যে অবস্থায় উপনীত হয়েছি, তাতো তোমরা দেখছই'। এরপরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হ'লে তিনি বলেন, إِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ 'নিশ্চয়ই সে জান্নাতবাসী'।[৫২১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيرًا 'কম আমল করল এবং পুরস্কার বেশী পেল'।[৫২২] আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, وَلَمْ يُصَلِّ لِلَّهِ صَلاَةً قَطُّ 'অথচ তিনি আল্লাহ্র জন্য এক রাক'আত ছালাতও কখনো আদায় করেননি'।[৫২৩]

উল্লেখ্য যে, দ্বাদশ নববী বর্ষে মক্কায় অনুষ্ঠিত ২য় বায়'আতের পর ১২ জন মুসলমানের সাথে ইসলামের প্রথম দাঈ হযরত মুছ'আব বিন ওমায়েরকে মদীনায় পাঠানো হ'লে তাঁর দাওয়াতে আউস নেতা সা'দ বিন মু'আয ইসলাম কবুল করেন এবং স্বীয় গোত্রের সকলকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে সন্ধ্যার মধ্যেই ইসলাম কবুলের আহ্বান জানান। নইলে তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলা হারাম ঘোষণা করেন। এমতাবস্থায় সন্ধ্যার মধ্যে সবাই ইসলাম কবুল করে। কেবলমাত্র উছায়রিম বাকী থাকে। উক্ত ঘটনার চার বছর পরে ওহোদ যুদ্ধের দিন তিনি স্বেচ্ছায় ইসলামের কালেমা পাঠ করে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে যান এবং শহীদ হয়ে যান।[৫২৪]

(২) আমর ইবনু উক্বাইশ (عَمْرو بن أُقَيْش) : জাহেলী যুগে তার সূদের টাকা পাওনা ছিল। সেগুলি আদায়ের আগ পর্যন্ত তিনি ইসলাম কবুলে অনাগ্রহী ছিলেন। পরে তিনি

---

৫২১. যাদুল মা'আদ ৩/১৮০; ইবনু হিশাম ২/৯০; আহমাদ হা/২৩৬৮৪, সনদ হাসান।
৫২২. যাদুল মা'আদ ৩/৪২; বুখারী ফৎহসহ হা/২৮০৮, ৬/২৫ পৃঃ।
৫২৩. আহমাদ হা/২৩৬৮৪, সনদ হাসান; যাদুল মা'আদ ৩/১৮০. আর-রাহীক্ব পৃঃ ২৮০, ১৪৬।
৫২৪. ইবনু হিশাম ১/৪৩৭, ২/৯০; যাদুল মা'আদ ৩/১৮০; আর-রাহীক্ব পৃঃ ১৪৬, ২৮০।

ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। অতঃপর তিনি ওহোদের দিন চলে আসেন এবং গোত্র নেতা সা'দ বিন মু'আয ও তার গোত্রীয় ভাইদের খোঁজ করেন। তিনি জানতে পারেন যে, তারা সবাই ওহোদের যুদ্ধে চলে গেছেন। তখন তিনি পোশাক পরে যুদ্ধের ময়দানে চলে যান। তাকে এ অবস্থায় দেখে মুসলমানরা নিষেধ করল। কিন্তু তিনি বললেন, 'আমি ঈমান এনেছি'। অতঃপর তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং আহত অবস্থায় মদীনায় নীত হন। তখন সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) তার কাছে গিয়ে তার বোনকে বলেন, তুমি ওকে জিজ্ঞেস কর তুমি কি তোমার গোত্রীয় উত্তেজনায় গিয়েছিলে, নাকি আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসার টানে গিয়েছিলে? জবাবে তিনি বললেন, بَلْ غَضَبًا لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ فَمَاتَ. فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّى لِلّٰهِ صَلاَةً 'বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতের টানে'। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন ও জান্নাতে প্রবেশ করেন। অথচ তিনি আল্লাহ্র জন্য এক ওয়াক্ত ছালাতও আদায় করেননি'।[৫২৫]

২৬. ইসলামের পক্ষে লড়াই করেও জাহান্নামী হ'ল যারা (أهل النار مع القتال للإسلام) :

(১) মদীনার বনু যাফর (بنو ظفر) গোত্রের 'কুযমান' (قُزمان) ওহোদ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছিল। সে একাই কুরায়েশ বাহিনীর ৪ জন পতাকাবাহীসহ ৭/৮ জন শত্রুসৈন্য খতম করেছিল। যুদ্ধের ময়দানে তাকে আহত অবস্থায় পাওয়া গেলে মুসলিম সেনারা তাকে উঠিয়ে মদীনায় তার মহল্লায় নিয়ে যান এবং জান্নাতের সুসংবাদ শুনান। তখন সে বলল, وَاللهِ إِنْ قَاتَلْتُ إِلاَّ عَنْ أَحْسَابِ قَوْمِي، وَلَوْلاَ ذَلِكَ مَا قَاتَلْتُ– 'আল্লাহ্র কসম! আমি যুদ্ধ করেছি আমার বংশের গৌরব রক্ষার জন্য। যদি এটা না থাকত, তাহ'লে আমি যুদ্ধই করতাম না'। অতঃপর যখন তার যখমের যন্ত্রণা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল, তখন সহ্য করতে না পেরে সে নিজের তীর দিয়ে নিজেকে হত্যা করে ফেলল। তার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ 'নিশ্চয়ই সে জাহান্নামী'। প্রকৃত অর্থে সে ছিল একজন মুনাফিক।[৫২৬] বংশ গৌরবের উত্তেজনাই তাকে যুদ্ধে টেনে এনেছিল। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ السَّيْفَ لاَ يَمْحُو النِّفَاقَ 'তরবারি নিফাককে দূরীভূত করে না'।[৫২৭] অর্থাৎ জিহাদে নিহত হ'লেও মুনাফেকীর পাপের কারণে সে জাহান্নামী হয়।

৫২৫. আবুদাঊদ হা/২৫৩৭; হাকেম হা/২৫৩৩, সনদ ছহীহ। ইবনু হাজার উছায়রিম ও 'আমরকে একই ব্যক্তি বলেছেন। ইনি প্রখ্যাত ছাহাবী হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামানের বোনের পুত্র ছিলেন। উছায়রিম ছিল 'আমর বিন উক্বাইশের লক্বব *(আল-ইছাবাহ, 'আমর বিন ছাবেত বিন উক্বাইশ ক্রমিক ৫৭৮৯)*।

৫২৬. ইবনু হিশাম ২/৮৮; সনদ 'মুরসাল' *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১১৪৮)*।

৫২৭. দারেমী হা/২৪১১; মিশকাত হা/৩৮৫৯ 'জিহাদ' অধ্যায়, সনদ ছহীহ।

(২) হারেছ বিন সুওয়াইদ বিন ছামেত আনছারী : এ ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে মুসলমান ছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে মুনাফিক ছিল। মুসলমানদের পক্ষে সে ওহোদ যুদ্ধে যোগদান করে। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে সে তার স্বপক্ষীয় মুজাযযার বিন যিয়াদ আল-বালাওয়া (مُجَذَّر بن زياد البَلَوى) আনছারীকে হত্যা করে মক্কায় পালিয়ে যায়। সে তাকে মেরে কুফরী অবস্থায় আউস ও খাযরাজের মধ্যকার কোন এক যুদ্ধে তার পিতা সুওয়াইদকে হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল। আর এজন্য সে যুদ্ধের ময়দানকে সুযোগ হিসাবে বেছে নিয়েছিল।[৫২৮]

এতে স্পষ্ট হয় যে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র কালেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে যুদ্ধকারীর পরিণতি জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নয়। রাসূল (ছাঃ)-এর পতাকাতলে জিহাদে শরীক হয়েও উক্ত ব্যক্তিদ্বয় জান্নাত থেকে মাহরূম হয়ে গেল নিয়তে ত্রুটি থাকার কারণে। অথচ উছায়রিম ও 'আমর বিন উক্বাইশ (রাঃ) এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় না করেও কেবল আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার খালেছ নিয়তের কারণে জান্নাতী হ'লেন। এজন্যেই হাদীছে বলা হয়েছে, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল'।[৫২৯]

২৭. উত্তম ইহূদী (خير يهود) :

ওহোদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নিহতদের মধ্যে মুখাইরীক্ব (مُخَيْرِيقٌ) নামের এক ইহূদী আলেমকে পাওয়া গেল। যিনি বনু নাযীর ইহূদী গোত্রের বনু ছা'লাবাহ শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি খেজুর বাগিচাসহ বহু মাল-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর গুণাবলী সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি সর্বদা অনুরক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে ওহোদের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ দিন ছিল শনিবার। যুদ্ধ চলাকালে তিনি স্বীয় গোত্রকে বলেন, يَا مَعْشَرَ يَهُودَ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ نَصْرَ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُمْ لَحَقٌّ– 'হে ইহূদীগণ! তোমরা জান যে, মুহাম্মাদকে সাহায্য করা তোমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য'। তারা বলল, اَلْيَوْمُ يَوْمُ السَّبْتِ 'আজকে যে শনিবার'। তিনি বললেন, لاَ سَبْتَ لَكُمْ 'তোমাদের জন্য কোন শনিবার নেই'। এই বলে তিনি তরবারি ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জামাদি উঠিয়ে নিয়ে বলেন, إِنْ أُصِبْتُ فَمَالِي لِمُحَمَّدٍ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَآءَ 'যদি আমি আজকে নিহত হই, তাহ'লে আমার মালামাল সব মুহাম্মাদের হবে। তিনি তা নিয়ে যা খুশী করবেন, যা আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিবেন'। এরপর তিনি যুদ্ধে গিয়ে নিহত হন।

---

৫২৮. ইবনু সা'দ ৩/৪১৭; ইবনু হিশাম ২/৮৯, সনদ 'মুরসাল' *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১১৪৯)*।
৫২৯. বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১।

তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مُخَيْرِيقُ خَيْرُ يَهُودَ ‘মুখাইরীক্ব একজন উত্তম ইহূদী’।[৫৩০] অর্থাৎ ইহূদী থেকে মুসলমান হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ দিন যারা যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে তিনি উত্তম ছিলেন। নইলে ইতিপূর্বে ইসলাম কবুলকারী বিখ্যাত ইহূদী আলেম আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) ছিলেন সর্বোত্তম ও স্বীয় জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবী’ *(বুখারী হা/৩৮১২-১৩)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু নাযীর গোত্রে তার পরিত্যক্ত সাতটি খেজুর বাগান আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াফক করে দেন এবং এটাই ছিল মদীনার প্রথম ওয়াকফ ভূমি।[৫৩১]

২৮. শহীদের রক্ত মিশকের ন্যায় সুগন্ধিময় (دم الشهيد كريح المسك) :

ওহোদ যুদ্ধে নিহত শহীদগণের লাশ পরিদর্শনকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ ‘আমি এদের উপরে সাক্ষী থাকব’। অতঃপর তিনি বলেন, لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِى سَبِيلِ اللهِ– وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِى سَبِيلِهِ– إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ ‘কেউ আল্লাহ্র রাস্তায় আহত হ’লে, আর আল্লাহ ভালো জানেন কে তার রাস্তায় আহত হয়েছে, ক্বিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার ক্ষতস্থান হ’তে রক্ত ঝরতে থাকবে। যার রং হবে রক্তের ন্যায়, কিন্তু সুগন্ধি হবে মিশকের ন্যায়’।[৫৩২]

২৯. ল্যাংড়া শহীদ (الشهيد الأعرج) :

‘আমর ইবনুল জামূহ ল্যাংড়া ছিলেন বিধায় তার ব্যাঘ্রসম চার পুত্র জিহাদে যান ও পিতাকে যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে এসে বললেন, আমি যদি এই ল্যাংড়া পায়ে যুদ্ধ করে নিহত হই, তাহ’লে কি জান্নাত পাব? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ পাবে। কিন্তু তোমার জন্য যুদ্ধ মাফ। তখন তিনি বলে উঠলেন, فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَطَأَ بِعَرْجَتِي هَذِهِ فِي الْجَنَّةِ ‘আল্লাহ্র কসম! এই ল্যাংড়া পা নিয়েই আজ আমি জান্নাত মাড়াব। তখন রাসূল (ছাঃ) তার ছেলেদের উদ্দেশ্যে বললেন, مَا عَلَيْكُمْ أَنْ

---

৫৩০. ইবনু হিশাম ১/৫১৮; ২/৮৮-৮৯; আর-রাহীক্ব ২৮০ পৃঃ। ইবনু ইসহাক এটি বিনা সনদে বর্ণনা করেছেন। ভাষ্যকার সুহায়লী বলেন, মুখাইরীক্ব মুসলিম ছিলেন। এজন্য তাঁকে خَيْرُ يَهُودَ ‘উত্তম ইহূদী’ বলা হয়েছে, خَيْرُ الْيَهُودِ ‘ইহূদীদের মধ্যে উত্তম’ বলা হয়নি *(ইবনু হিশাম ১/৫১৮-টীকা; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৪/৩৭; মা শা-‘আ ১৫৯ পৃঃ)*। ইবনু হাজার তাঁকে ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(আল-ইছাবাহ, মুখাইরীক্ব ক্রমিক ৭৮৫৫; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৮৯)*।

৫৩১. মুসলিম, শরহ নববী হা/১৭৫৯ (৫৪); ইবনু হিশাম ১/৫১৮; সনদ ‘মুরসাল’ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১১৪৯)*।

৫৩২. বুখারী হা/২৮০৩; মুসলিম হা/১৮৭৬; মিশকাত হা/৩৮০২ ‘জিহাদ’ অধ্যায়।

لاَ تَمْنَعُوهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةَ ‘তোমরা তাকে নিষেধ করো না। আল্লাহ হয়ত এর মাধ্যমে তাঁকে শাহাদাত দান করবেন’। অতঃপর তিনি যুদ্ধে নামেন ও শহীদ হয়ে যান।[৫৩৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তার লাশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْكَ تَمْشِى بِرِجْلِكَ هَذِهِ صَحِيحَةً فِى الْجَنَّةِ ‘আমি যেন তোমাকে দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি সুস্থ পা নিয়ে জান্নাতে বিচরণ করছ’ *(আহমাদ হা/২২৬০৬, সনদ ‘হাসান’)*।

৩০. শুহাদা কবরস্থান (مقبرة الشهداء) :

অনেকে শহীদদের লাশ মদীনায় স্ব স্ব বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব লাশ ফেরত আনার নির্দেশ দেন। অতঃপর বিনা গোসলে তাদের পরিহিত যুদ্ধ পোষাকে (বর্তমান শুহাদা কবরস্থানে) এক একটি কবরে দু’তিনজনকে দাফন করা হয়। একটি কাপড়ে দু’জনকে কাফন পরানো হয়। অতঃপর ‘লাহদ’ বা পাশখুলি কবর খোড়া হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করেন, أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ এদের মধ্যে সর্বাধিক কুরআন জানতেন কে’? লোকেরা ইঙ্গিত দিলে তিনি তাকেই আগে কবরে নামাতেন। জাবের (রাঃ)-এর পিতা আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর বিন হারাম এবং ‘আমর ইবনুল জামূহকে তিনি এক কবরে রাখেন। কেননা তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল’ *(ইবনু হিশাম ২/৯৮)*।

অনুরূপ হযরত হামযা (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ বিন জাহ্শকে একই কবরে রাখা হয়। কেননা তিনি ছিলেন মামা-ভাগিনা।[৫৩৪] তাঁদের উভয়েরই অঙ্গহানি করা হয়েছিল। তবে তাদের কলিজা বের করা হয়নি *(ইবনু হিশাম ২/৯৭)*। তাদের জন্য কাফনের কাপড় যথেষ্ট না হওয়ায় মাথা ঢেকে দিয়ে পায়ের উপরে ‘ইযখির’ (الإذخر) ঘাস দেওয়া হয়।[৫৩৫] মুছ‘আব বিন ওমায়ের-এর সাথে কেবল একটি চাদর ছিল। তাতে কাফনের কাপড়ে কমতি হ’লে তাঁরও ইযখির ঘাস দিয়ে পা ঢাকা হয় *(বুখারী হা/১২৭৬)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, হামযার জন্য দো‘আ করার সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এত কেঁদেছিলেন যে, তাঁর স্বর উঁচু হয়ে যায় এবং আমরা তাঁকে এত কাঁদতে কখনো দেখিনি’ *(সীরাহ হালাবিইয়াহ ২/৫৩৪)*। এখানেও শহীদদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘ক্বিয়ামতের দিন আমি এদের সকলের উপরে সাক্ষী হব’। তাদের গোসল দেওয়া হয়নি এবং কারু জানাযা হয়নি’।[৫৩৬]

---

৫৩৩. ইবনু হিশাম ২/৯০; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ২৬০ পৃঃ সনদ হাসান; যাদুল মা‘আদ ৩/১৮৭।
৫৩৪. আর-রাহীক্ব ২৮১ পৃঃ। মুবারকপুরী এখানে আব্দুল্লাহ বিন জাহশকে রাসূল (ছাঃ)-এর দুধ ভাই বলেছেন। যা প্রমাণিত নয় *(আল-ইছাবাহ, ছুওয়াইবাহ ক্রমিক ১০৯৬৪; ইবনু হিশাম ২/৯৬)*।
৫৩৫. আহমাদ হা/২৭২৬২; মিশকাত হা/১৬১৫।
৫৩৬. বুখারী হা/১৩৪৩, ৪০৭৯; মিশকাত হা/১৬৬৫; আহমাদ হা/২৩৭০৭; হাকেম ৩/২৩।

৩১. ভাইয়ের লাশ দেখতে মানা (المنع عن رؤية جثة الأخ) :

হযরত হামযার বোন ছাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্ত্বালিব ছুটে এসেছেন ভাইয়ের লাশ শেষবারের মত দেখার জন্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুত্র যুবায়েরকে বললেন, তিনি যেন তার মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু তিনি বাধা না মেনে বলেন, কেন বাধা দিচ্ছ। আমি শুনেছি, আমার ভাইয়ের নাক-কান কাটা হয়েছে। وَذَلِكَ فِي اللهِ 'আর তা হয়েছে আল্লাহ্র পথে'। তাতে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট রয়েছি। لَأَحْتَسِبَنَ وَلَأَصْبِرَنَ إِنْ شَآءَ اللهُ 'আল্লাহ চাহেন তো আমি এতে ছওয়াব কামনা করব এবং অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করব'। একথা শোনার পর রাসূল (ছাঃ) তাকে অনুমতি দেন। অতঃপর তিনি ভাইয়ের লাশের কাছে পৌঁছেন এবং তার জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[৫৩৭]

৩২. শহীদগণের জন্য বিদায়ী দো'আ (الدعاء الوداعى للشهداء) :

দাফন শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে পিছনে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে আল্লাহ্র প্রশংসা করেন ও তাঁর নিকটে প্রার্থনা করেন।[৫৩৮] উল্লেখ্য যে, শোহাদা কবরস্থানটি চারদিকে পাঁচিল দিয়ে বর্তমানে ঘেরা রয়েছে। নির্দিষ্টভাবে কোন কবরের চিহ্ন সেখানে নেই।

৩৩. মদীনা ফেরার পথে মহিলাদের আকুতিপূর্ণ ঘটনাবলী (أحداث متضرعة من النساء عند الرجوع إلى المدينة) :

(ক) হামনাহ বিনতে জাহশ : মদীনায় ফেরার সময় পথিমধ্যে হামনাহ বিনতে জাহ্শের সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তাকে প্রথমে তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহ্শ, অতঃপর মামু হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের শাহাদাতের খবর দেওয়া হয়। উভয় খবরে তিনি *ইন্নালিল্লাহ* পাঠ করেন ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এরপর তাঁকে তাঁর স্বামী মুছ'আব বিন ওমায়ের-এর শাহাদাতের খবর শুনানো হ'লে তিনি চীৎকার দিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন (فَصَاحَتْ وَوَلْوَلَتْ)।[৫৩৯] উল্লেখ্য যে, মুছ'আবকে রাসূল ভেবে হত্যা করেছিল আব্দুল্লাহ বিন ক্বামিআহ লায়ছী *(ইবনু হিশাম ২/৭৩)*।

(খ) বনু দীনার গোত্রের এক মহিলাকে তার স্বামী, ভাই ও পিতার শাহাদাতের খবর শুনানো হ'লে তিনি *ইন্নালিল্লাহ* পাঠ করেন ও তাদের জন্য ইস্তিগফার করেন। অতঃপর

---

৫৩৭. ইবনু হিশাম ২/৯৭; সনদ যঈফ *(তাহক্বীক ইবনু হিশাম ১১৭১)*; আল-বিদায়াহ ৪/৪২।
৫৩৮. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৪১, সনদ হাসান; আহমাদ হা/১৫৫৩১, ২২০০১; সনদ ছহীহ।
৫৩৯. প্রসিদ্ধ আছে যে, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ مِنْهَا لَبِمَكَانٍ 'নিশ্চয়ই স্বামীর জন্য স্ত্রীর নিকটে রয়েছে এক বিশেষ স্থান' *(ইবনু হিশাম ২/৯৮; আর-রাহীক্ব ২৮৩ পৃঃ; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৯৫)*। বর্ণনাটি 'যঈফ' *(আর-রাহীক্ব, তা'লীক্ব ১৫৫ পৃঃ)*।

তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর খবর কি? বলা হ'ল, তিনি ভাল আছেন যেমন তুমি চাচ্ছ হে অমুকের মা'। তখন তিনি অস্থির চিত্তে বলে উঠলেন, أَرُونِيهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ 'আমাকে দেখিয়ে দাও। যাতে আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে পারি'। তারপর তাকে দেখিয়ে দিতেই তিনি খুশী হয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ 'আপনাকে পাওয়ার পর সব বিপদই তুচ্ছ'। হিন্দ নাম্মী এই মহিলা ছিলেন ল্যাংড়া শহীদ 'আমর ইবনুল জামূহ আনছারী (রাঃ)-এর স্ত্রী।[৫৪০]

৩৪. কান্নার রোল নিষিদ্ধ (النهى عن النياح) :

(১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন 'আমর বলেন, আমার আব্বাকে অঙ্গহানি করা অবস্থায় কাপড়ে ঢেকে নিয়ে আসা হয়। তখন আমি বারবার কাপড় উঠিয়ে তাকে দেখছিলাম আর কাঁদছিলাম। লোকেরা এতে আমাকে নিষেধ করে। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) আমাকে নিষেধ করেননি। এসময় তিনি চিৎকার দানকারিণী কোন মহিলার কণ্ঠ শোনেন। তাঁকে বলা হ'ল, ইনি আমরের মেয়ে অথবা বোন (অর্থাৎ নিহত আব্দুল্লাহ্র বোন অথবা ফুফু)। তখন তিনি বলেন اِبْكُوهُ أَوْ لاَ تَبْكُوهُ مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى دَفَنْتُمُوهُ 'তোমরা কাঁদ বা না কাঁদ, ফেরেশতারা তাকে তাদের ডানা দিয়ে ছায়া করবে, যতক্ষণ না তোমরা তাকে দাফন করবে'।[৫৪১]

---

৫৪০. ইবনু হিশাম ২/৯৯, সনদ 'মুরসাল' ঐ, তাহকীক ক্রমিক ১১৮০; যুরক্বানী ৬/২৯০; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৯৫।

প্রসিদ্ধ আছে যে, এ সময় আউস গোত্রের নেতা সা'দ-এর মা দৌড়ে আসেন। তখন তার পুত্র সা'দ বিন মু'আয রাসূল (ছাঃ)-এর ঘোড়ার লাগাম ধরে চলছিলেন। কাছে এলে সা'দ বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল, ইনি আমার মা। রাসূল (ছাঃ) তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'মারহাবা'। অতঃপর তিনি থেমে যান এবং তাঁকে তার পুত্র 'আমর বিন মু'আযের শাহাদাতের জন্য সমবেদনা জানান ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন। তখন উম্মে সা'দ বলেন, أَمَّا إِذْ رَأَيْتُكَ سَالِمًا، فَقَدْ أَشْوَتِ الْمُصِيبَةُ 'যখন আমি আপনাকে নিরাপদ দেখেছি, তখন সকল মুছীবত নগণ্য হয়ে গেছে'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওহোদ যুদ্ধের সকল শহীদের জন্য দো'আ করেন এবং উম্মে সা'দকে উদ্দেশ্য করে বলেন, يَا أُمَّ سَعْدٍ، أَبْشِرِي وَبَشِّرِي أَهْلِيهِمْ أَنَّ قَتْلاَهُمْ قَدْ تَرَافَقُوا فِي الْجَنَّةِ جَمِيعًا وَشَفَعُوا فِي أَهْلِيهِمْ جَمِيعًا– 'হে উম্মে সা'দ! সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং শহীদ পরিবারগুলিকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাদের শহীদগণ সকলে জান্নাতে একত্রে রয়েছে এবং তাদের পরিবারবর্গের ব্যাপারে তাদের সবারই শাফা'আত কবুল করা হবে'। উম্মে সা'দ বললেন, رَضِينَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَبْكِي عَلَيْهِمْ بَعْدَ هَذَا؟ 'আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি হে আল্লাহ্র রাসূল! এরপরে আর কে তাদের জন্য কান্নাকাটি করবে? অতঃপর তিনি বললেন, اُدْعُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَنْ خُلِّفُوا 'হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য দো'আ করুন'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করলেন, اللَّهُمَّ أَذْهِبْ حُزْنَ قُلُوبِهِمْ وَاجْبُرْ مُصِيبَتَهُمْ، وَأَحْسِنِ الْخَلَفَ عَلَى مَنْ خُلِّفُوا– 'হে আল্লাহ! তুমি তাদের অন্তরের দুঃখ দূর করে দাও। তাদের বিপদ উত্তরণ করে দাও এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের উত্তমরূপে তদারকী কর' *(আর-রাহীক্ব পৃঃ ২৮৩; ওয়াক্বেদী, মাগাযী ১/৩১৫; সীরাহ হালাবিইয়াহ ২/৪৭)*। বর্ণনাটি সনদবিহীন।

৫৪১. মুসনাদে ত্বায়ালেসী হা/১৭১১, ১৮১৭; বুখারী হা/২৮১৬; মুসলিম হা/২৪৭১।

(২) ওহোদ থেকে ফেরার পথে রাসূল (ছাঃ) আনছারদের বনু আব্দিল আশহাল ও বনু যাফর গোত্রের মহিলাদের স্ব স্ব নিহতদের জন্য কান্নার রোল শুনতে পেলেন। তাতে তাঁর দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হ'ল এবং তিনি কাঁদতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, সবাই কাঁদছে। কিন্তু আজ হামযার জন্য কাঁদবার কেউ নেই (وَلَكِنَّ حَمْزَةَ لاَ بَوَاكِىَ لَهُ)। অতঃপর যখন গোত্রনেতা সা'দ বিন মু'আয ও উসায়েদ বিন হুযায়ের সেখানে এলেন, তারা মহিলাদের বললেন, রাসূলের চাচার শোকে কান্নার জন্য। সেমতে তারা সবাই কাঁদতে কাঁদতে রাসূল (ছাঃ)-এর বাসগৃহের সামনে এসে পৌঁছে গেল। তখন রাসূল (ছাঃ) বেরিয়ে এসে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, ارْجِعْنَ يَرْحَمُكُنَّ اللهُ 'তোমরা ফিরে যাও। আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন! এদিন থেকে কান্নার রোল (النَّوْحُ) নিষিদ্ধ করা হয়'।[৫৪২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ 'সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে (মৃতের শোকে) নিজের মুখ চাপড়ায়, জামা ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার দিয়ে কাঁদে'। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَا بَرِىءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ আমি দায়মুক্ত ঐ ব্যক্তি থেকে, যে শোকে মাথা মুণ্ডন করে, চিৎকার দিয়ে কাঁদে এবং কাপড় ছিঁড়ে'।[৫৪৩] উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগের এটা রীতি ছিল যে, যার মৃত্যুতে যত বেশী মহিলা কান্নাকাটি করবে, তিনি তত বেশী মর্যাদাবান বলে খ্যাত হবেন। তবে চিৎকার বিহীন সাধারণ কান্না নিষিদ্ধ নয়। যেমন ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর রাসূল (ছাঃ) তাকে চুমু খান। এ সময় তাঁর দু'চোখ দিয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল।[৫৪৪]

৩৫. ওহোদের শহীদগণের জন্য আল্লাহর সুসংবাদ (بشارة من الله لشهداء أحد) :

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِى جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِى إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِى ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا : مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِى الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلاَّ يَزْهَدُوا فِى الْجِهَادِ وَلاَ يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ : أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ. قَالَ : فَأَنْزَلَ اللهُ (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتً 'যখন তোমাদের ভাইয়েরা

৫৪২. ইবনু হিশাম ২/৯৯; ইবনু মাজাহ হা/১৫৯১, সনদ হাসান।
৫৪৩. বুখারী হা/১২৯৪; মুসলিম হা/১০৪; মিশকাত হা/১৭২৫-২৬ 'মৃতের জন্য ক্রন্দন' অনুচ্ছেদ।
৫৪৪. তিরমিযী হা/৯৮৯; মিশকাত হা/১৬২৩ 'জানাযা' অধ্যায়।

ওহোদ যুদ্ধে বিপদগ্রস্ত হয়, তখন আল্লাহ তাদের আত্মাগুলিকে সবুজ পাখির পেটে ভরে দেন। যারা জান্নাতের নদীসমূহের কিনারে অবতরণ করে। তারা সেখানে জান্নাতের ফলসমূহ ভক্ষণ করে এবং আরশের ছায়ার নীচে ঝুলন্ত স্বর্ণ নির্মিত লণ্ঠনসমূহে অবস্থান নেয়। এভাবে যখন তারা সেখানে সুন্দর খানা-পিনা ও বিশ্রামস্থল পেয়ে যায়, তখন তারা বলে, কে আমাদের ভাইদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে এ খবর পৌঁছে দিবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি। আমরা রূযী প্রাপ্ত হচ্ছি। যেন তারা জিহাদ থেকে দূরে না থাকে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত না হয়। তখন মহান আল্লাহ বললেন, আমিই তোমাদের পক্ষ থেকে পৌঁছে দিচ্ছি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি নাযিল করেন, وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ– ‘যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত ভেবো না। বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে জীবিকাপ্রাপ্ত হয়’।[৫৪৫]

আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ‘আল্লাহ তোমাদের নিকট (ওহোদ যুদ্ধে) দেওয়া (বিজয়ের) ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা (দিনের প্রথম ভাগে) ওদের কচুকাটা করছিলে তাঁর হুকুমে। অবশেষে (দিনের শেষভাগে) যখন তোমরা হতোদ্যম হয়ে পড়লে ও কর্তব্য নির্ধারণে ঝগড়ায় লিপ্ত হলে (যেটা তীরন্দাযরা করেছিল) আমি তোমাদেরকে (বিজয়) দেখানোর পর যা তোমরা কামনা করেছিলে, এ সময় তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া (গণীমত) কামনা করছিলে এবং কেউ আখেরাত কামনা করছিলে (অর্থাৎ দৃঢ় ছিলে)। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তাদের (উপর বিজয়ী হওয়া) থেকে ফিরিয়ে দিলেন যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা নিতে পারেন। অবশ্য আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল’ *(আলে ইমরান ৩/১৫২)*।

ওহোদ যুদ্ধের গুরুত্ব (أهمية غزوة أحد) :

১. বদর যুদ্ধে কাফেরদের গ্লানিকর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার এবং উঠতি মুসলিম শক্তিকে অংকুরে বিনাশ করার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

২. মাত্র ৭০০ মুসলিম সেনার কাছে সুসজ্জিত ৩০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর ন্যাক্কারজনক পিছু হটায় কুরায়েশ বাহিনী আদপেই হিম্মত হারিয়ে ফেলে। ফলে দু’বছর পর সম্মিলিত আরব বাহিনীর সাথে খন্দকের যুদ্ধে আগমনের আগে এককভাবে কুরায়েশ বাহিনী আর কখনো মদীনায় হামলা করেনি।

---

৫৪৫. আবুদাঊদ হা/২৫২০; হাকেম হা/২৪৪৪; আহমাদ হা/২৩৮৮, সনদ হাসান।

৩. ইহূদী ও মুনাফিকদের সার্বিক অপতৎপরতা ও যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে ৩০০ মুনাফিক বাহিনীর পৃষ্ঠপ্রদর্শনেও মুসলিম বাহিনী ফিরে না যাওয়ায় কাফের বাহিনী সবদিক দিয়ে নিরাশ হয়ে পড়ে।

৪. তীরন্দাযদের ভুল থেকে মুসলিম বাহিনী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কোন ভুল তারা আর করেনি।

৫. মুসলিম বাহিনীর শক্তি বিষয়ে বিরোধীদের মধ্যে সমীহ বোধ সৃষ্টি হয়। যা ভবিষ্যৎ বিজয়সমূহের সোপান হিসাবে বিবেচিত হয়।

ফলাফল (ثمرة غزوة أحد) :

১. এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী শেষ দিকে বিপর্যয়ে পড়লেও কাফের পক্ষ বিজয়ী হয়নি।

২. মুনাফিকরা চিহ্নিত হওয়ায় মুসলিম বাহিনী স্বস্তি লাভ করে এবং আরও শক্তিশালী হয়।

৩. শেষের দিকে বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও মদীনার উপর চড়াও না হওয়ায় এবং মুসলিম পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় কাফের বাহিনীতে হতাশা ও ফাটল সৃষ্টি হয়।

৪. পরদিন মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনে কাফের বাহিনী ফিরে দাঁড়ানোর বদলে দ্রুত মক্কায় পালিয়ে যায়।

৫. মুসলিম বাহিনীর ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কাফের বাহিনী হিম্মত হারিয়ে ফেলে।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২৩ (العبر –٢٣) :

(১) হক ও বাতিলের চূড়ান্ত পরীক্ষায় আমীর ও মামূরকে সর্বোচ্চ ভালোবাসা ও অটুট আনুগত্যের বন্ধনে দৃঢ় থাকতে হয়। জিহাদের ময়দানে ও সমাজ জীবনে এটি সমভাবে প্রযোজ্য।

(২) আল্লাহভীরু ও নির্লোভ আমীরের সাথে দুনিয়াদার ও লোভী কর্মী টিকে থাকতে পারে না। ইবনে উবাই ও তার সাথীদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

(৩) দুনিয়াবী লোভ সৎ ও বিশ্বস্ত কর্মীকেও সাময়িকভাবে প্রতারিত করে। যা সর্বোচ্চ ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। বিশ্বস্ত তীরন্দাযদের পদস্খলন তার বাস্তব প্রমাণ।

(৪) ভাল ও মন্দ বাছাইয়ের জন্য হকপন্থী সংগঠনের উপর মাঝে-মধ্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষা নেমে আসে। ওহোদের সাময়িক বিপর্যয় আমাদের সেই শিক্ষা দেয়।

(৫) জান্নাত পিয়াসী মোখলেছ নেতা-কর্মীরাই সর্বদা আখেরাতে বিজয়ী হয়ে থাকে। ওহোদের মত শত বাধা পেরিয়েও ইসলামের অগ্রযাত্রা তার বাস্তব প্রমাণ।

(৬) ইসলামী বিজয়ের জন্য আল্লাহ্র উপরে দৃঢ় নির্ভরশীলতা সর্বাপেক্ষা যরূরী।

(৭) বাতিলপন্থী যত শক্তিধরই হৌক, নৈতিক শক্তির কারণে ইসলামপন্থীদের সামনে তারা সর্বদা দুর্বল। আবু সুফিয়ানের নীরব পশ্চাদ্গমন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(৮) দুনিয়া ও আখেরাতে বিজয় কেবল আল্লাহভীরুদের জন্যই নির্ধারিত।

ওহোদ পরবর্তী যুদ্ধসমূহ (السرايا والغزوات بعد أحد)

২১. গাযওয়া হামরাউল আসাদ (غزوة حمراء الأسد) : ৩য় হিজরীর ৮ই শাওয়াল রবিবার। আবু সুফিয়ানের বাহিনী পুনরায় মদীনা আক্রমণ করতে পারে, এই আশংকায় রাসূল (ছাঃ) ওহোদ যুদ্ধের পরদিনই তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং মদীনা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে মক্কার দিকে ১২ কি. মি. দূরে হামরাউল আসাদে পৌঁছেন। তিনি সেখানে তিনদিন অবস্থান শেষে মদীনায় ফিরে আসেন। *(বিস্তারিত ৩৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)*।

২২. সারিইয়া আবু সালামাহ (سرية أبي سلمة) : ৪র্থ হিজরীর ১লা মুহাররম। ত্বালহা ও সালামা বিন খুওয়াইলিদ নামক কুখ্যাত ডাকাত দু'ভাই বনু আসাদ গোত্রকে মদীনা আক্রমণের প্ররোচনা দিচ্ছে মর্মে খবর পৌঁছলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় দুধভাই আবু সালামাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুহাজির ও আনছারদের ১৫০ জনের একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। বনু আসাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই তাদের 'ক্বাত্বান' (قَطَن) নামক ঘাঁটিতে অতর্কিত আক্রমণের ফলে তারা হতচকিত হয়ে পালিয়ে যায়। মুসলিম বাহিনী তাদের ফেলে যাওয়া উট ও বকরীর পাল ও গণীমতের মাল নিয়ে ফিরে আসে। এই যুদ্ধ থেকে ফিরে কিছু দিনের মধ্যে আবু সালামা মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তার বিধবা স্ত্রী উম্মে সালামা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহিতা হন। আবু সালামা ইতিপূর্বে ওহোদের যুদ্ধে যখমী হয়েছিলেন'।[৫৪৬]

২৩. সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন উনাইস (سرية عبد الله بن أنيس): ৪র্থ হিজরীর ৫ই মুহাররম সোমবার। মুসলমানদের উপরে হামলার জন্য নাখলা অথবা উরানাহ নামক স্থানে খালেদ বিন সুফিয়ান বিন নুবাইহ আল-হুযালী সৈন্য সংগ্রহ করছে মর্মে বলে সংবাদ পেয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ বিন উনাইস আল-জুহানী আনছারীকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে হত্যা করে মদীনায় ফিরে আসেন এবং রাসূল (ছাঃ)-কে তার নিহত হওয়ার সংবাদ প্রদান করেন।[৫৪৭]

---

৫৪৬. ইবনু সা'দ ২/৩৮; যাদুল মা'আদ ৩/২১৮; আল-বিদায়াহ ৪/৬১; আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৪৮০১; আর-রাহীক্ব ২৯০-৯১ পৃঃ; বর্ণনাটি যঈফ *(তা'লীক্ব পৃঃ ১৫৭)*।

৫৪৭. ইবনু সা'দ ২/৩৯; ইবনু হিশাম ২/৬১৯-২০। বর্ণনাটি যঈফ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ২০২৫)*। এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, আব্দুল্লাহ বিন উনাইস (রাঃ) ১৮ দিন পর মদীনায় ফিরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে খালেদের কাটা মাথা এনে রাখেন। এসময় রাসূল (ছাঃ) তাকে একটি লাঠি হাদিয়া দেন এবং বলেন, এটি ক্বিয়ামতের দিন তোমার ও আমার মাঝে নিদর্শন হবে। আব্দুল্লাহ উক্ত লাঠিটি আমৃত্যু সাথে রাখেন এবং অছিয়ত করেন যে, এটি আমার কাফনের সাথে দিয়ে দিয়ো। অতঃপর উক্ত লাঠি সহ তাকে দাফন করা হয় *(আর-রাহীক্ব ২৯১ পৃঃ; ইবনু হিশাম ২/৬২০; যাদুল মা'আদ ৩/২১৮)*। বর্ণনাটি যঈফ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ২০২৬)*। ১৮ দিন পর মাথা নিয়ে আসার কথা ইবনু হিশামে নেই। যাদুল মা'আদে আব্দুল মুমিন বিন খালাফ (মৃ. ৭০৫ হি.)-এর বরাতে লেখা হয়েছে। কিন্তু মুবারকপুরী এটি সরাসরি লিখেছেন। যা একেবারেই ভিত্তিহীন।

২৪. সারিইয়া বি'রে মাউনা (سرية بئر معونة) : ৪র্থ হিজরীর ছফর মাস। নাজদের নেতা আবু বারা 'আমের বিন মালেকের আমন্ত্রণক্রমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাজদবাসীদের কুরআন পড়ানোর জন্য ও দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য মুনযির বিন 'আমের (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৭০ জনের একটি মুবাল্লিগ দল প্রেরণ করেন। যাদের সকলে ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ক্বারী ও বিজ্ঞ আলেম। যারা দিনের বেলায় কাঠ কুড়াতেন এবং রাত্রি জেগে নফল ছালাত আদায় করতেন। তাঁরা মাউনা নামক কূয়ার নিকটে অবতরণ করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর পত্র নিয়ে হারাম বিন মিলহান গোত্রনেতা 'আমের বিন তুফায়েল-এর নিকটে গমন করেন। কিন্তু সে পত্রের প্রতি দৃকপাত না করে একজনকে ইঙ্গিত দেয় তাকে হত্যা করার জন্য। ফলে হত্যাকারী তাকে পিছন দিক থেকে বর্শা বিদ্ধ করে। এ সময় রক্ত দেখে হারাম বিন মিলহান বলে ওঠেন, اللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ 'আল্লাহু আকবর! কা'বার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি'। অতঃপর 'আমের বিন তুফায়েলের আবেদনক্রমে বনু সুলাইমের তিনটি গোত্র উছাইয়া, রে'ল ও যাকওয়ান (عُصَيَّة، رِعْل، ذَكْوَان) চতুর্দিক হ'তে তাদের উপরে আক্রমণ চালায় এবং সবাইকে হত্যা করে। একমাত্র 'আমর বিন উমাইয়া যামরী রক্ষা পান মুযার গোত্রের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে। এতদ্ব্যতীত বনু নাজ্জারের কা'ব বিন যায়েদ জীবিত ছিলেন। তাঁকে নিহতদের মধ্য থেকে যখমী অবস্থায় উঠিয়ে আনা হয়। পরে তিনি ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধের সময় একটি অজ্ঞাত তীরের আঘাতে শহীদ হন।[৫৪৮]

এসময় জিব্রীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে খবর দিয়ে বললেন, প্রেরিত দলটি তাদের রবের সাথে মিলিত হয়েছে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন। এ ঘটনার পর রাসূল (ছাঃ) তাদের বিরুদ্ধে ৪০ দিন অন্য বর্ণনায় এক মাস যাবত কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন।

হারাম বিন মিলহানের মৃত্যুকালীন শেষ বাক্যটি হত্যাকারী জাব্বার বিন সালমা (جَبَّارِ بن سَلْمَى)-এর অন্তরে এমনভাবে দাগ কাটে যে, পরে তিনি ইসলাম কবুল করেন' *(ইবনু হিশাম ২/১৮৬)*।

২৫. সারিইয়া রাজী' (سرية رجيع) : ৪র্থ হিজরীর ছফর মাস। কুরায়েশরা ষড়যন্ত্র করে 'আযাল ও ক্বাররাহ (عَضَلٌ وَالْقَارَّةُ) গোত্রের সাতজন লোককে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে পাঠায়। তারা গিয়ে আরয করে যে, আমাদের গোত্রের মধ্যে ইসলামের কিছু চর্চা রয়েছে। এক্ষণে তাদেরকে দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য ও কুরআন পড়ানোর জন্য কয়েকজন

---

৫৪৮. আল-ইছাবাহ, কা'ব বিন যায়েদ ক্রমিক ৭৪১৭; যাদুল মা'আদ ৩/২২২; ইবনু সা'দ ২/৩৯-৪০।

উঁচু মর্তবার ছাহাবীকে পাঠালে আমরা উপকৃত হ'তাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সরল বিশ্বাসে তাদের গোত্রে 'আছেম বিন ছাবিত (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৬জন মুহাজির ও ৪জন আনছারসহ ১০ জনের একটি মুবাল্লিগ দল প্রেরণ করেন।[৫৪৯] 'আছেম হযরত ওমরের শ্বশুর ছিলেন এবং 'আছেম বিন ওমরের নানা ছিলেন। তারা রাবেগ ও জেদ্দার মধ্যবর্তী রাজী' নামক ঝর্ণার নিকটে পৌঁছলে পূর্ব পরিকল্পনা মতে হুযায়েল গোত্রের শাখা বনু লেহিয়ানের ১০০ তীরন্দায তাদের উপর হামলা করে। যুদ্ধে 'আছেম সহ ৮জন শহীদ হন এবং দু'জনকে তারা মক্কায় নিয়ে বিক্রি করে দেয়। তারা হ'লেন হযরত খোবায়েব বিন 'আদী ও যায়েদ বিন দাছেনাহ (زيد بن الدَّثِنَة)।

সেখানে ওক্ববা বিন হারেছ বিন 'আমের খোবায়েবকে এবং ছাফওয়ান বিন উমাইয়া বিন খালাফ যায়েদকে হত্যা করে বদর যুদ্ধে তাদের স্ব স্ব পিতৃহত্যার বদলা নেয়। শূলে চড়ার আগে খোবায়েব দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করেন এবং বলেন, আমি ভীত হয়েছি, এই অপবাদ তোমরা না দিলে আমি দীর্ঘক্ষণ ছালাত আদায় করতাম। তিনিই প্রথম এই সুন্নাতের সূচনা করেন। অতঃপর কাফেরদের বদ দো'আ করেন এবং মর্মন্তুদ কবিতা বলেন, যা ছহীহ বুখারী সহ বিভিন্ন হাদীছ ও জীবনী গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। খোবায়েবের সেই বিখ্যাত দো'আটি ছিল নিম্নরূপ- اَللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا– 'হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে এক এক করে গুণে রাখ। তাদেরকে এক এক করে হত্যা কর এবং এদের একজনকেও অবশিষ্ট রেখো না'। অতঃপর তাঁর পঠিত সাত বা দশ লাইন কবিতার বিশেষ দু'টি লাইন ছিল নিম্নরূপ-

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا + عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ + يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

'আমি যখন মুসলিম হিসাবে নিহত হই তখন আমি কোন পরোয়া করি না যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমাকে কোন্ পার্শ্বে শোয়ানো হচ্ছে'। 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই আমার মৃত্যু হচ্ছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার খণ্ডিত টুকরা সমূহে বরকত দান করতে পারেন'।[৫৫০]

যায়েদ বিন দাছেনাকে হত্যার পূর্বে আবু সুফিয়ান তাকে বললেন, তুমি কি এটাতে খুশী হবে যে, তোমার স্থলে আমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করি এবং তুমি তোমার পরিবার সহ বেঁচে থাক? তিনি বলেন, لاَ وَاللهِ الْعَظِيمِ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْدِيَنِي بِشَوْكَةٍ يُشَاكُهَا فِي قَدَمِهِ

---

৫৪৯. অন্য বর্ণনায় এসেছে, মারছাদ বিন আবী মারছাদ আল-গানাভী-র নেতৃত্বে *(ইবনু হিশাম ২/১৬৯)*।
৫৫০. ইবনু হিশাম ২/১৭৬; বুখারী হা/৩০৪৫, ৩৯৮৯।

‘কখনোই না। মহান আল্লাহ্র কসম! আমি চাই না যে, আমার স্থলে তাঁর পায়ে একটি কাঁটারও আঘাত লাগুক’। একথা শুনে বিস্মিত আবু সুফিয়ান বললেন, مَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ أَحَدًا يُحِبُّ أَحَدًا كَحُبِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا ‘মুহাম্মাদের সাথীরা মুহাম্মাদকে যেরূপ ভালোবাসে সেরূপ কাউকে আমি দেখিনি’। হারাম এলাকা থেকে বের করে ৬ কি. মি. উত্তরে ‘তানঈম’ নামক স্থানে ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার গোলাম নিসতাস ইবনুদ দাছেনাকে হত্যা করে। অতঃপর একইদিনে খোবায়েবকে সেখানে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয় *(আল-বিদায়াহ ৪/৬৫-৬৬)*।

বীরে মা‘উনার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে বেঁচে যাওয়া একমাত্র ছাহাবী ‘আমর বিন উমাইয়া যামরী প্রহরীদের লুকিয়ে অতীব চতুরতার সাথে খোবায়েবের লাশ এনে সসম্মানে দাফন করেন *(আল-বিদায়াহ ৪/৬৬)*। অন্যদিকে দলনেতা ‘আছেম-এর লাশ আনার জন্য কুরায়েশ নেতারা লোক পাঠান। কিন্তু আল্লাহ তার লাশের হেফাযতের জন্য এক ঝাঁক ভীমরুল প্রেরণ করেন। ফলে মুশরিকরা তার লাশের নিকটে যেতে পারেনি। কেননা ‘আছেম আল্লাহ্র নিকটে অঙ্গীকার দিয়েছিলেন, لاَ يَمَسَّهُ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَمَسَّ مُشْرِكًا أَبَدًا فِي حَيَاتِهِ ‘যেন কোন মুশরিক তাকে স্পর্শ না করে এবং তিনিও কোন মুশরিককে তাঁর জীবদ্দশায় কখনো স্পর্শ না করেন’। পরে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, مَنَعَهُ اللهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، كَمَا امْتَنَعَ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ ‘আল্লাহ তাঁকে মুশরিকের স্পর্শ থেকে মৃত্যুর পরেও হেফাযত করেছেন, যেমন তাকে জীবিত অবস্থায় হেফাযত করেছিলেন’ *(ইবনু হিশাম ২/১৭১)*।

খোবায়েবকে হত্যার জন্য খরীদ করেন হুজায়ের বিন আবু ইহাব তামীমী, যিনি বদর যুদ্ধে নিহত হারেছ বিন ‘আমের-এর সহোদর ভাই ছিলেন। তার দাসী, যিনি পরে মুসলমান হন, তিনি বলেন যে, খোবায়েব আমার বাড়ীতে আটক ছিল। একদিন আমি তাকে বড় এক থোকা আঙ্গুর খেতে দেখি। অথচ তখন মক্কায় কোন আঙ্গুর ছিল না। তিনি বলেন, হত্যার সময় উপস্থিত হ’লে তিনি আমাকে বলেন, আমার জন্য একটা ক্ষুর পাঠিয়ে দিন, যাতে হত্যার পূর্বে আমি ক্ষৌরকর্ম করে পবিত্রতা অর্জন করতে পারি। তখন আমি আমার বাচ্চাকে দিয়ে তাঁকে একটা ক্ষুর পাঠিয়ে দিলাম। পরক্ষণে আমি বলে উঠলাম, হায়! আমি এটা কি করলাম? আল্লাহ্র কসম! লোকটি নিজের হত্যার বদলে আমার বাচ্চাকে হত্যা করবে। অতঃপর যখন সে বাচ্চার হাত থেকে ক্ষুরটি নিল, তখন বলল, তোমার জীবনের কসম! তোমার মা যেন আমার বিশ্বাসঘাতকতার ভয় না করেন, যখন তিনি তোমাকে এই ক্ষুরসহ আমার কাছে পাঠিয়েছেন। অতঃপর সে বাচ্চাকে ছেড়ে দিল’ *(ইবনু হিশাম ২/১৭২)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, কুরায়েশরা খোবায়েবকে হারেছ বিন ‘আমেরের বাড়ীতে কয়েকদিন বন্দী রাখে। এ সময় তাকে কোন খাদ্য বা পানীয় দেওয়া হয়নি। একদিন হঠাৎ হারেছ-এর ছোট্ট বাচ্চা ছেলেটি ধারালো ছুরি নিয়ে খেলতে খেলতে তার কাছে চলে আসে। তিনি তাকে আদর করে কোলে বসান। এ দৃশ্য দেখে বাচ্চার মা চিৎকার করে ওঠেন। তখন খোবায়েব বলেন, মুসলমান কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। মৃত্যুর পূর্বে খোবায়েবের শেষ বাক্য ছিল- اَللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ بَلَّغْنَا رِسَالَةَ رَسُولِكَ، فَبَلِّغْهُ الْغَدَاةَ مَا يُصْنَعُ بِنَا ‘হে আল্লাহ, আমরা তোমার রাসূলের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছি। এক্ষণে তুমি তাঁকে আমাদের সাথে যা করা হচ্ছে, সে খবরটি পৌঁছে দাও’।

ওমর (রাঃ)-এর গবর্ণর সাঈদ বিন ‘আমের (রাঃ) যিনি খোবায়েবের হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তিনি উক্ত মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণ করে মাঝে-মধ্যে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন। তিনি বলতেন, খোবায়েবের নিহত হবার দৃশ্য স্মরণ হ’লে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। আল্লাহ্‌র পথে কতবড় ধৈর্যশীল তিনি ছিলেন যে, একবার উহ্ পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। বন্দী অবস্থায় তাঁকে থোকা থোকা আঙ্গুর খেতে দেখা গেছে। অথচ ঐসময় মক্কায় কোন আঙ্গুর ছিল না’ *(ইবনু হিশাম ২/১৭২)*।

মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে পরপর দু’টি হৃদয় বিদারক ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দারুণভাবে ব্যথিত হন। অতঃপর তিনি বনু লেহিয়ান, রে‘ল ও যাকওয়ান এবং উছাইয়া গোত্র সমূহের বিরুদ্ধে এক মাস যাবত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে বদ দো‘আ করে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন।[৫৫১]

২৬. সারিইয়া ‘আমর বিন উমাইয়া যামরী (سرية عمرو بن أمية الضمري) : ৪র্থ

হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বি’রে মাঊনার মর্মান্তিক ঘটনায় বেঁচে যাওয়া একমাত্র ছাহাবী ‘আমর বিন উমাইয়া যামরী বি’রে মাঊনা হ’তে মদীনায় ফেরার পথে ক্বারক্বারা নামক বিশ্রাম স্থলে পৌঁছে বনু কেলাব গোত্রের দু’ব্যক্তিকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেন। এর মাধ্যমে তিনি সাথীদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত গোত্রের সঙ্গে যে রাসূল (ছাঃ)-এর সন্ধিচুক্তি ছিল, তা তিনি জানতেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বিনিময় স্বরূপ রক্তমূল্য প্রদান করেন। কিন্তু এই ঘটনা পরবর্তীতে বনু নাযীর যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৫৫২]

---

৫৫১. বুখারী হা/৪৫৬০; মুসলিম হা/৬৭৫; আবুদাঊদ হা/১৪৪২; নাসাঈ হা/১০৭৩; মিশকাত হা/১২৮৮-৯১ ‘বিতর’ অধ্যায়, ‘কুনূত’ অনুচ্ছেদ।

৫৫২. ইবনু হিশাম ২/১৮৬; আর-রাহীক্ব ২৯৪ পৃঃ।

২৭. বনু নাযীর যুদ্ধ (غزوة بني النضير)

(৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাস)

ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি চরম বিদ্বেষী মদীনার ইহূদী গোত্রগুলির অন্যতম ছিল বনু নাযীর (بَنُو النَّضِيرِ) গোত্র। এরা নিজেদেরকে হযরত হারূণ (আঃ)-এর বংশধর বলে দাবী করত। তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হবার পর মদীনায় হিজরত করেছিল। তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ছিল। তারা তওরাতে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ঠিকই চিনেছিল। কিন্তু তিনি বনু ইস্রাঈল বংশের না হয়ে বনু ইসমাঈল বংশের হওয়ায় তারা তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং সর্বপ্রকার শত্রুতায় লিপ্ত হয়। হুওয়াই বিন আখত্বাব, সাল্লাম বিন আবুল হুক্বাইক্ব, কিনানাহ বিন রবী‘, সাল্লাম বিন মিশকাম প্রমুখ ছিল এদের নেতা। অর্থ-বিত্তে ও অস্ত্র-শস্ত্রে সমৃদ্ধ হ’লেও তারা কখনো সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হ’ত না। ভীরু ও কাপুরুষ হওয়ার কারণে সর্বদা শঠতা-প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের কূট কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপতৎপরতায় লিপ্ত থাকতো। ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধের এক মাস পরে অন্যতম ইহূদী গোত্র বনু ক্বায়নুক্বার বিতাড়ন ও ৩য় হিজরীর মধ্য রবীউল আউয়ালে ইহূদী নেতা কা‘ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ডের ফলে তাদের মধ্যে সাময়িকভাবে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। সেকারণ তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেছিল। কিন্তু ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসে ওহোদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের ফলে তারা তা কার্যতঃ ভঙ্গ করে। তারা পুনরায় মদীনার মুনাফিক ও মক্কার মুশরিক নেতাদের সাহায্য করার মাধ্যমে চক্রান্তমূলক তৎপরতা শুরু করে দেয়। সব জানা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পূর্বের সন্ধিচুক্তির কারণে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সবকিছু হযম করতেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তারা খোদ রাসূল (ছাঃ)-কেই হত্যার ষড়যন্ত্র করে। ফলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

বনু নাযীর যুদ্ধের কারণ (سبب غزوة بنى نضير) :

(১) কুরায়েশ নেতারা বদর যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ বিন উবাই এবং মূর্তিপূজারী নেতাদের প্রতি নিম্নোক্ত কঠোর ভাষায় হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠায়।-

إِنَّكُمْ آوَيْتُمْ صَاحِبَنَا وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ أَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ أَوْ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ-

‘তোমরা আমাদের লোকটিকে (মুহাম্মাদকে) আশ্রয় দিয়েছ। এজন্য আমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, হয় তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ও তাকে বের করে দিবে নতুবা আমরা তোমাদের উপরে সর্বশক্তি নিয়ে হামলা করব। তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা

Contents

করব ও মহিলাদের হালাল করে নেব'।[৫৫৩] অতঃপর বদর যুদ্ধে কুরায়েশদের পরাজয়ে ভীত হয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সাথীরা প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করে। এমতাবস্থায় কুরায়েশ নেতারা ইহূদীদের কাছে পত্র লিখে যে, إِنَّكُمْ أَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُونِ وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا وَلاَ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمِ نِسَائِكُمْ شَىْءٌ 'তোমরা অস্ত্র ও দুর্গের মালিক। অবশ্যই তোমরা আমাদের লোকটির সাথে যুদ্ধ করবে। অথবা আমরা তোমাদের সাথে এই এই করব। আর তখন আমাদের মধ্যে ও তোমাদের নারীদের পায়ের অলংকারের মধ্যে কোন পর্দা থাকবে না'। তখন বনু নাযীর চুক্তি ভঙ্গের সংকল্প করে। সেমতে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে লোক পাঠায় এই বলে যে, আমাদের নিকট আপনার ত্রিশজন সাথীকে পাঠান। আমরাও তাদের নিকট আমাদের ত্রিশজন আলেমকে পাঠাব। অতঃপর আমরা একটি উপযুক্ত স্থানে বসব। সেখানে আপনি বক্তব্য রাখবেন। অতঃপর যদি তারা আপনার দ্বীন কবুল করে, তাহলে আমরাও তা কবুল করব' *(আবুদাঊদ হা/৩০০৪)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর যখন তারা উভয় দল একটি প্রকাশ্য স্থানে উপনীত হ'ল, তখন ইহূদীদের জনৈক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল, কিভাবে আমরা এত লোকের মধ্যে মুহাম্মাদের কাছাকাছি হব? অথচ তাঁর সঙ্গে থাকবে ত্রিশজন মানুষ। যারা প্রত্যেকেই নিজের জীবন শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর কাছে কাউকে পৌঁছতে দিবে না। তখন তারা প্রস্তাব পাঠালো এই মর্মে যে, ষাট জন লোক একত্রিত হ'লে আমাদের পরস্পরের কথা শুনতে ব্যাঘাত হবে। অতএব আপনি তিনজন সাথীকে নিয়ে আসুন। আমাদেরও তিনজন আলেম আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। যদি তারা আপনার উপর ঈমান আনে তাহ'লে আমরা আপনার অনুসারী হব। তখন তিনি তাই করলেন। অতঃপর ইহূদীরা তাদের ঐ তিনজন আলেমের সাথে গোপনে খঞ্জর (এক প্রকার দু'ধারী অস্ত্র) পাঠালো। এ খবর বনু নাযীরের জনৈকা মহিলা তার ভাই জনৈক আনছার মুসলিমের নিকটে পাঠান। তিনি এ খবর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছে দেন। তখন রাসূল (ছাঃ) সেখানে পৌছার পূর্বেই ফিরে আসেন এবং পরের দিন সকালেই তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেন ও সেদিনই তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে প্রস্তাব পাঠালেন যে, তোমরা আমাদের পক্ষ থেকে কখনোই নিরাপদ হবে না, যতক্ষণ না তোমরা আমাদের সাথে একটি চুক্তিতে উপনীত হবে। কিন্তু তারা চুক্তি করতে অস্বীকার করল। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদের সঙ্গে দিনভর যুদ্ধে রত হ'লেন।... পরের দিন তিনি পুনরায় শান্তিচুক্তির আহ্বান জানান। কিন্তু তারা অস্বীকার করে। ফলে আবার সারাদিন যুদ্ধ হয়। কারণ মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই গোপনে তাদের খবর পাঠিয়েছিল যে, তারা যুদ্ধ করলে আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকব।

৫৫৩. আবুদাঊদ হা/৩০০৪ 'খারাজ' অধ্যায় 'বনু নাযীর-এর বর্ণনা' অনুচ্ছেদ-২৩।

তোমাদের বের করে দিলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে বেরিয়ে যাব *(হাশর ৫৯/১১)*। কিন্তু দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরেও তাদের কোন সাহায্য না পেয়ে তারা নিরাশ হয়ে পড়ে। অবশেষে তারা চুক্তিতে বাধ্য হয় এবং সার্বিক বহিষ্কারে সম্মত হয়। এই শর্তে যে, অস্ত্র ব্যতীত উটে বহনযোগ্য সহায়-সম্পদ নিয়ে তারা চলে যাবে। ফলে তারা এমনকি তাদের ঘরের দরজা-জানালাসমূহ খুলে নিয়ে যায়। এভাবে তারা নিজেদের গড়া বাড়ি-ঘর নিজেদের হাতে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। তাদের এই বহিষ্কার ছিল 'শামের দিকে প্রথম বহিষ্কার' (أَوَّلُ حَشْرِ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ)।[৫৫৪] এই সময় মদীনার প্রশাসক ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) এবং যুদ্ধের পতাকাবাহী ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)।

ইবনু হাজার বলেন, অত্র হাদীছে ইবনুত তীনের প্রতিবাদ রয়েছে। যিনি ধারণা করেন যে, বনু নাযীর যুদ্ধের বিষয়ে ছহীহ সনদে কোন হাদীছ নেই। তিনি বলেন, আমি বলব যে, এটি অধিকতর শক্তিশালী ইবনু ইসহাকের বর্ণনার চাইতে। যেখানে তিনি বনু নাযীর যুদ্ধের কারণ হিসাবে বলেছেন যে, রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকটে দু'জন ব্যক্তির রক্তমূল্য আদায়ে সাহায্য নেয়ার জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ জীবনীকার ইবনু ইসহাকের উক্ত বর্ণনার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত'।[৫৫৫] এ ঘটনা উপলক্ষে সূরা হাশর নাযিল হয় *(বুখারী হা/৪৮৮২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) একে 'সূরা নাযীর' (سُورَةُ النَّضِيرِ) বলতেন *(বুখারী হা/৪৮৮৩)*।

বনু নাযীর-এর বহিষ্কার বিষয়ে ছহীহ হাদীছসমূহ রয়েছে'।[৫৫৬] তবে তাদের উপরে অবরোধ কতদিন আরোপিত ছিল, এবিষয়ে ইবনু কাছীর বলেন, ৬দিন এবং ওয়াক্বেদী ও ইবনু সা'দ বিনা সনদে ১০ দিনের কথা বলেছেন'।[৫৫৭] তাদের কিছু খেজুর গাছ কাটা হয়েছিল এবং কিছু ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটাও কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত'।[৫৫৮] যেমন আল্লাহ বলেন, مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ 'তোমরা যে কিছু খেজুর গাছ কেটে দিয়েছ এবং কিছু রেখে

---

৫৫৪. ইবনু মারদাবিয়াহ, সনদ ছহীহ; ফাৎহুল বারী 'বনু নাযীরের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ, ৭/৩৩১ পৃঃ; আবু দাঊদ হা/৩০০৪, সনদ ছহীহ; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৯৭৩৩; কুরতুবী, তাফসীর সূরা হাশর ২ আয়াত। বনু নাযীরের বহিষ্কার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূল (ছাঃ) তাদের কাছে বনু কেলাবের নিহত দুই ব্যক্তির রক্তমূল্য সংগ্রহের জন্য এলে তারা তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে শঠতার মাধ্যমে বসিয়ে রাখে। অতঃপর দেওয়ালের উপর থেকে পাথরের চাক্কি ফেলে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তখন সেখান থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দুর্গ অবরোধ করেন। অতঃপর ছয় বা পনের দিন অবরোধের পরে তারা আত্মসমর্পণ করলে তাদেরকে মদীনা থেকে চিরদিনের মত বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু ঘটনাটি বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়, বরং 'মুরসাল' *(ইবনু হিশাম ২/১৯০; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৮৬৬)*।

৫৫৫. ফাৎহুল বারী, 'মাগাযী' অধ্যায়, 'বনু নাযীর'-এর বৃত্তান্ত, অনুচ্ছেদ-১৪, ৭/৩৩২ পৃঃ।

৫৫৬. বুখারী হা/৪০৩১ প্রভৃতি; মুসলিম হা/১৭৪৬ (২৯); মিশকাত হা/৩৯৪৪।

৫৫৭. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা হাশর ৫ আয়াত; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩০৮-০৯।

৫৫৮. বুখারী হা/৪০৩২; মুসলিম হা/১৭৪৬ (৩০); মিশকাত হা/৩৯৪৪।

দিয়েছ, তা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই হয়েছে। যাতে তিনি পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করেন' *(হাশর ৫৯/৫)*।

ফাই-য়ের বিধান (حكم الفئ) : এই যুদ্ধে ফাই-য়ের বিধান নাযিল হয়। বিনা যুদ্ধে অর্জিত শত্রু সম্পত্তিগুলি রাসূল (ছাঃ)-এর মালিকানাধীন 'ফাই' হিসাবে গণ্য হয়। যে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, যার জন্য তোমরা ঘোড়ায় বা উটে সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করোনি। কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা করেন, স্বীয় রাসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করে থাকেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী' *(হাশর ৫৯/৬)*।

বনু নাযীরের পরিত্যক্ত সম্পত্তি গণীমত নয় বরং 'ফাই' হিসাবে গণ্য হয়। কেননা এখানে কোন যুদ্ধের প্রয়োজন হয়নি। ফলে তা বণ্টিত হয়নি। সবটাই রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসাবে সংরক্ষিত হয়। যা রাসূল (ছাঃ) পরবর্তী যুদ্ধ প্রস্তুতি ও অন্যান্য দান-ছাদাক্বাহ্র কাজে ব্যয় করেন। অবশ্য সেখান থেকে কিছু অংশ তিনি ব্যয় করেন নিজস্ব অধিকার বলে প্রথম দিকে হিজরতকারী ছাহাবীগণের মধ্যে। কিছু দেন অভাবগ্রস্ত আনছার ছাহাবী আবু দুজানা ও সাহল বিন হুনায়েফকে এবং কিছু রাখেন নিজ স্ত্রীগণের সংবৎসরের খোরাকির জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া বাকী সব মালামাল নিয়ে পরিবার-পরিজনসহ চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে তারা নিজেদের হাতে গড়া ঘরবাড়ি নিজেরা ভেঙ্গে দরজা-জানালা সহ ৬০০ উট বোঝাই করে নিয়ে চলে যায়। গোত্রনেতা হুয়াই বিন আখত্বাব, সাল্লাম বিন আবুল হুক্বাইক্ব সহ অধিকাংশ ইহূদী ৬০ মাইল দূরে খায়বরে চলে যায়। বাকী কিছু অংশ সিরিয়া চলে যায়। তবে তাদের মধ্যে ইয়ামীন বিন 'আমর ও আবু সা'দ বিন ওয়াহাব (يامين بن عمرو وأبو سعد بنُ وَهْب) নামক দু'জন ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেন। ফলে তাদের মালামাল সবই অক্ষত থাকে' *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৩১০)*।

মুনাফিক ও শয়তান (المنافق كمثل الشيطان) :

বনু নাযীরকে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে উসকে দেবার কাজে মুনাফিকদের প্ররোচনা দান, অতঃপর পিছিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে আল্লাহ পাক সরাসরি শয়তানের কাজের সঙ্গে তুলনা করে বলেন,

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ- فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِيْنَ-

'তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হ'তে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালক

আল্লাহকে ভয় করি'। 'অতঃপর তাদের পরিণতি হবে এই যে, তারা উভয়ে জাহান্নামে যাবে এবং সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। এটাই হ'ল যালেমদের যথাযোগ্য প্রতিফল' *(হাশর ৫৯/১৬-১৭)*।

এ বিষয়ে সূরা হাশর ৬-৭ আয়াতদ্বয় নাযিল হয়। তাদের এই নির্বাসনকে কুরআনে أَوَّلُ الْحَشْرِ বা 'প্রথম একত্রিত বহিষ্কার' *(হাশর ৫৯/২)* বলে অভিহিত করা হয়।

মূলতঃ এর দ্বারা আল্লাহ পাক আরব উপদ্বীপকে কাফেরমুক্ত করতে চেয়েছেন এবং সেটাই পরের বছর বাস্তবায়িত হয় সর্বশেষ ইহূদী গোত্র বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত শাস্তি ও সার্বিক বিতাড়নের মাধ্যমে। অতঃপর ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (১৩-২৩ হি.) এদের অবাধ্যতা ও চুক্তি ভঙ্গের কারণে তিনি খায়বর থেকে এদেরকে নাজদ ও আযরূ'আতে, মতান্তরে তায়মা ও আরীহা-তে নির্বাসিত করেন। ইতিহাসে যাকে '২য় হাশর' বলা হয়ে থাকে' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা হাশর ২ আয়াত)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ– (البقرة ٢٥٦)– 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ যবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। অতঃপর যে ব্যক্তি ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করবে ও আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে দৃঢ়মুষ্ঠিতে ধারণ করবে এমন এক সুদৃঢ় হাতল, যা ভাঙ্গবার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)* আয়াতটি মদীনার আনছারদের কারণে নাযিল হয়। যদিও এর হুকুম সর্বযুগে সকলের জন্য প্রযোজ্য। জনৈকা আনছার মহিলা যার কোন সন্তান বাঁচতো না, তিনি মানত করেন যে, যদি এবার তার কোন পুত্র সন্তান হয় ও বেঁচে থাকে, তাহ'লে তিনি তাকে ইহূদী বানাবেন। কিন্তু (৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে) যখন মদীনা থেকে বনু নাযীর ইহূদী গোত্রের উচ্ছেদের হুকুম হ'ল, তখন আনছারগণ বলে উঠলেন যে, আমরা আমাদের সন্তানদের ছাড়তে পারি না, যারা দুগ্ধপানের জন্য ইহূদী দুধমাতাদের কাছে রয়েছে। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়।[৫৫৯] যাতে বলা হয় যে, ধর্মের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। হক ও বাতিল স্পষ্ট হয়ে গেছে। অতএব আনছার সন্তানরা দুগ্ধপানের কারণে ইহূদী দুধমাতাদের কাছে থাকলেও তারা 'হক' বুঝে সময়মত ইসলামে ফিরে আসবে'।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, বনু নাযীরকে মদীনা থেকে বিতাড়নকালে আনছাররা যখন তাদের সন্তানদের ইহূদী দুধমাতাদের নিকট থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার আবেদন করল, তখন

---

৫৫৯. ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৫৬ আয়াত; আবুদাঊদ হা/২৬৮২; হাদীছ ছহীহ।

রাসূল (ছাঃ) চুপ থাকলেন। অতঃপর উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। অতঃপর তিনি বললেন, قَدْ خُيِّرَ أَصْحَابُكُمْ فَإِنِ اخْتَارُوكُمْ فَهُمْ مِنْكُمْ وَإِنِ اخْتَارُوهُمْ فَأَجْلُوهُمْ مَعَهُمْ 'সন্তানের অভিভাবকদের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। এক্ষণে যদি সন্তানেরা তোমাদের পসন্দ করে, তাহ'লে তারা তোমাদের মধ্যকার বলে গণ্য হবে। আর যদি তারা তাদেরকে (ইহূদীদেরকে) পসন্দ করে, তাহ'লে তাদের সাথে এদেরকেও বহিষ্কার কর'।[৫৬০]

ইমাম খাত্ত্বাবী (৩১৯-৩৮৮ হি.) বলেন, উক্ত হাদীছে দলীল রয়েছে যে, ইসলাম আসার পূর্বে শিরক ও কুফরী থেকে ইহূদী বা নাছারা ধর্মে গমন করা জায়েয ছিল। অতঃপর ইসলাম আসার পরে সেটি নিষিদ্ধ হয়' *('আওনুল মা'বূদ শরহ আবুদাঊদ হা/২৬৮২)*।

বনু নাযীর যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত বিধান সমূহ (الأحكام المستنبطة من غزوة بنى نضير)

১. ইসলাম আসার পূর্বে শিরক ও কুফরী থেকে ইহূদী বা নাছারা ধর্মে গমন করা জায়েয ছিল। কিন্তু ইসলাম আসার পরে সেটি নিষিদ্ধ হয়। এখন পৃথিবীতে কেবল ইসলামই আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত ধর্ম *(আলে ইমরান ৩/১৯)*।

২. জিহাদের প্রয়োজনে ফলদার বৃক্ষ ইত্যাদি কাটা যাবে' *(হাশর ৫৯/৫)*।[৫৬১]

৩. যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত নয়, বরং শত্রুপক্ষীয় কাফেরদের পরিত্যক্ত সকল সম্পদ ফাই (فَىْء)-এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যা পুরোপুরি রাষ্ট্রপ্রধানের এখতিয়ারে থাকবে। তিনি সেখান থেকে যেভাবে খুশী ব্যয় করবেন। অনুরূপভাবে খারাজ, জিযিয়া, বাণিজ্যিক ট্যাক্স প্রভৃতি আকারে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যা কিছু জমা হয়, সবই ফাই-য়ের অন্তর্ভুক্ত।

জাহেলী যুগে নিয়ম ছিল, এ ধরনের সকল সম্পদ কেবল বিত্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত। তাতে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে উক্ত সম্পদ নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে এবং পুঁজি যাতে কেবল ধনিক শ্রেণীর মধ্যে আবর্তিত না হয়, তার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে' *(হাশর ৫৯/৬-৭)*। সে মতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত ফাই কেবলমাত্র বিত্তহীন মুহাজির ও দু'জন বিত্তহীন আনছারের মধ্যে বণ্টন করেন। কিন্তু কোন বিত্তবানকে দেননি। এর উদ্দেশ্য ছিল সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

---

৫৬০. ইবনু জারীর হা/৫৮১৮; বাগাভী, মা'আলিমুত তানযীল, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৫৬ আয়াত; বায়হাক্বী হা/১৮৪২০ ৯/১৮৬ পৃঃ।

৫৬১. এর অর্থ এটা নয় যে, সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য গাছ কেটে গুঁড়ি ফেলে রাস্তা বন্ধ করা যাবে। এটি নিষিদ্ধ। বরং সরকার রাষ্ট্রীয় বা সামরিক প্রয়োজনে এটা করতে পারে। শো'আয়েব (আঃ)-এর কওম মাপ ও ওযনে কম দিত, রাস্তা বন্ধ করে রাহযানী করত ও জনগণকে কষ্ট দিত *(আ'রাফ ৭/৮৫-৮৬)*। সেকারণ তাদের উপর মেঘমালা আকারে আগুনের গযব নেমে আসে এবং এক নিমেষে সবাই জ্বলে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা শো'আরা ১৮৯ আয়াত; দ্রঃ নবীদের কাহিনী-১, ২৭১-৭৩ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, গণীমত হ'ল ঐ সম্পদ যা যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়। যার এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়। বাকী চার পঞ্চমাংশ ইসলামী সেনাবাহিনীর মধ্যে বণ্টিত হয়' *(আনফাল ৮/১, ৪১)*।

৪. ইসলামী এলাকায় ইহূদী-নাছারাদের বসবাস নিরাপদ নয়। সেকারণ রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে তাদেরকে বহিষ্কারাদেশ ও নির্বাসন দণ্ড দিতে পারে *(হাশর ৫৯/২)*।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২৪ (العبر – ٢٤) :

(১) ইহূদী-নাছারা নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের প্রতি সর্বদা বিদ্বেষপরায়ণ এবং মুসলমানদের সাথে কৃত সন্ধিচুক্তির প্রতি তারা কখনো শ্রদ্ধাশীল থাকে না' *(বাক্বারাহ ২/১২০; মায়েদাহ ৫/৫১)*।

(২) ইহূদীরা অর্থ-বিত্তে ও অস্ত্র-শস্ত্রে সমৃদ্ধ হ'লেও তারা সব সময় ভীরু ও কাপুরুষ। সেকারণ তারা সর্বদা শঠতা ও প্রতারণার মাধ্যমে মুসলিম শক্তির ধ্বংস কামনা করে' *(হাশর ৫৯/২, ১৪)*।

(৩) তারা সর্বদা শয়তানের তাবেদারী করে। কোনরূপ ধর্মীয় অনুভূতি বা এলাহী বাণী তাদেরকে শয়তানের আনুগত্য করা হ'তে ফিরাতে পারে না' *(হাশর ৫৯/১১-১২, ১৬)*।

বস্তুতঃ আল্লাহ্র গযবপ্রাপ্ত এই জাতি *(বাক্বারাহ ২/৬১)* পৃথিবীর কোথাও কোনকালে শান্তি ও স্বস্তির সাথে বসবাস করতে পারেনি এবং পারবেও না। ফিলিস্তিনী আরব মুসলমানদের তাদের আবাসভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে যে ইহূদী বসতি স্থাপন করা হয়েছে এবং ১৯৪৮ সাল থেকে যাকে 'ইসরাঈল রাষ্ট্র' নামকরণ করা হয়েছে, ওটা আসলে কোন রাষ্ট্র নয়। বরং মধ্যপ্রাচ্যের বুকে পরাশক্তিগুলির তৈরী একটি সামরিক কলোনী মাত্র। পাশ্চাত্যের দয়া ও সমর্থন ব্যতীত যার একদিনের জন্যও টিকে থাকা সম্ভব নয়। যতদিন দুনিয়ায় ইহূদীরা থাকবে, ততদিন তাদেরকে এভাবেই অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। কেননা এটাই আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারিত বিধান' *(আলে ইমরান ৩/১১২)*। এক্ষণে আল্লাহ্র গযব থেকে তাদের বাঁচার একটাই পথ রয়েছে- খালেছ তওবা করে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ইসলাম কবুল করা এবং আরব ও মুসলিম বিশ্বের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

২৮. গাযওয়া নাজদ (غزوة نجد) : ৪র্থ হিজরীর রবীউল আখের মাস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সংবাদ পেলেন যে, বনু গাত্বফানের দু'টি গোত্র বনু মুহারিব ও বনু ছা'লাবাহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বেদুঈন ও পল্লীবাসীদের মধ্য হ'তে সৈন্য সংগ্রহ করছে। এ খবর পাওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাজদ অভিমুখে যাত্রা করেন। এই আকস্মিক অভিযানে উদ্ধত বেদুঈনরা ভয়ে পালিয়ে যায় ও তাদের মদীনা আক্রমণের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এই সময় মদীনার দায়িত্বে ছিলেন ওছমান বিন 'আফফান (রাঃ)' *(আর-রাহীক্ব ২৯৭-৯৮ পৃঃ)*।

২৯. গাযওয়া বদর আখের (غزوة بدر الآخر) : ৪র্থ হিজরীর শা'বান মোতাবেক ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস। দেড় হাযার সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদর অভিমুখে রওয়ানা হন। গত বছর ওহোদ যুদ্ধ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান আগামী বছর পুনরায় মদীনা আক্রমণ করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন। তার হামলা মুকাবিলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আগে ভাগেই বদর প্রান্তরে উপস্থিত হন। ওদিকে আবু সুফিয়ান ২০০০ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে যথাসময়ে রওয়ানা হয়ে মার্রুয যাহরান পৌঁছে 'মাজিন্নাহ' (مَجِنَّة) ঝর্ণার নিকটে শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধ করার মনোবল হারিয়ে ফেলেন এবং বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে মক্কায় ফিরে যেতে চান। তাতে সৈন্যদের সকলে এক বাক্যে সায় দেয় এবং সেখান থেকেই তারা মক্কায় ফিরে যায়।

৮ দিন অপেক্ষার পর শত্রুপক্ষের দেখা না পেয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মদীনায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। এরি মধ্যে মুসলমানেরা সেখানে ব্যবসা করে দ্বিগুণ লাভবান হন। উল্লেখ্য যে, বদর ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র। সংঘর্ষ না হ'লেও এই অভিযানকে বদরে আখের বা বদরের শেষ যুদ্ধ বলা হয়। আবু সুফিয়ানের পশ্চাদপসারণের ঘটনায় সারা আরবে মুসলিম শক্তির প্রতি সকলের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। সাথে সাথে মুসলমানদের মনোবল দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়। এই যুদ্ধে যাওয়ার সময় মদীনার দায়িত্বে থাকেন আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রাঃ) এবং যুদ্ধের পতাকাবাহী ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)।[৫৬২]

৩০. গাযওয়া দূমাতুল জান্দাল (غزوة دومة الجندل) : ৫ম হিজরীর ২৫শে রবীউল আউয়াল। খবর এলো যে, সিরিয়ার নিকটবর্তী দূমাতুল জান্দাল শহরের একদল লোক সিরিয়া যাতায়াতকারী ব্যবসায়ী কাফেলা সমূহের উপরে ডাকাতি ও লুটপাট করে। তারা মদীনায় হামলার জন্য বিরাট এক বাহিনী প্রস্তুত করছে। রাসূল (ছাঃ) কালবিলম্ব না করে ১০০০ ফৌজ নিয়ে মদীনা হ'তে ১৫ রাত্রির পথ অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে কাউকে পেলেন না। শত্রুপক্ষ টের পেয়ে আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন ও চারদিকে ছোট ছোট সেনাদল প্রেরণ করেন। কিন্তু শত্রুদের কারু নাগাল পাওয়া যায়নি। অবশেষে কিছু গবাদিপশু নিয়ে তিনি ফিরে আসেন। এতে লাভ হয় এই যে, শত্রুরা আর মাথা চাড়া দেয়নি। তাতে ইসলাম প্রচারের শান্ত পরিবেশ তৈরী হয়। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু ফাযারাহ গোত্রের নেতা ওয়ায়না বিন হিছন-এর সাথে সন্ধিচুক্তি করেন। এ যুদ্ধের সময় মদীনার আমীর ছিলেন সিবা' বিন 'উরফুত্বাহ আল-গিফারী।[৫৬৩]

---

৫৬২. ইবনু হিশাম ২/২০৯, আর-রাহীক্ব ২৯৮-৯৯ পৃঃ।
৫৬৩. ইবনু হিশাম ২/২১৩; যাদুল মা'আদ ৩/২২৩।

৩১. খন্দক যুদ্ধ (غزوة الأحزاب)

৫ম হিজরীর শাওয়াল ও যুলক্বা'দাহ (মার্চ ৬২৬ খৃ.)

'খন্দক' অর্থ পরিখা। এই যুদ্ধে মদীনার প্রবেশপথে দীর্ঘ পরিখা খনন করা হয়েছিল বলে একে খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। 'আহযাব' অর্থ দলসমূহ। মদীনা রাষ্ট্রকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য কুরায়েশদের মিত্র দলসমূহ এক হয়েছিল বিধায় একে 'আহযাবের যুদ্ধ' বলা হয়।

মদীনা থেকে বনু নাযীর ইহূদী গোত্রটিকে খায়বরে নির্বাসনের মাত্র ৭ মাসের মাথায় খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খন্দকের এই যুদ্ধ ছিল মদীনার উপরে পুরা হিজাযব্যাপী শত্রু দলগুলির এক সর্বব্যাপী হামলা। যা ছিল প্রায় মাসব্যাপী কষ্টকর অবরোধের এক দুঃসহ অভিজ্ঞতাপূর্ণ অভিযান। এই যুদ্ধে শত্রু সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১০,০০০। যা ছিল মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মিলে মোট জনসংখ্যার চাইতে বেশী। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০০০। কিন্তু তারা যে অভিনব যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করেন, তা পুরা আরব সম্প্রদায়ের নিকটে ছিল অজ্ঞাত। ফলে তারা হতাশাগ্রস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে অবশেষে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধের নেপথ্যচারী ছিল মদীনা থেকে বিতাড়িত বনু নাযীর ইহূদী গোত্রের নেতারা। মদীনার শনৈঃশনৈঃ উন্নতি দেখে হিংসায় জর্জরিত খায়বরে বিতাড়িত বনু নাযীরের ইহূদী নেতারা ২০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মক্কার কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ এবং নাজদের বেদুঈন গোত্র বনু গাত্বফান ও অন্যান্য বড় বড় গোত্রের কাছে প্রেরণ করে। তারা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলের সাধারণ শত্রু মুসলিম শক্তিকে নির্মূল করার জন্য প্ররোচিত করে। ফলে সমস্ত আরবে মদীনার বিরুদ্ধে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। অতঃপর আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কেনানা ও তেহামা গোত্রের মিত্রবাহিনী মিলে ৪,০০০ এবং বনু সুলায়েম ও বনু গাত্বফানের বিভিন্ন গোত্রের ৬,০০০ মোট দশ হাযার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী সমুদ্র তরঙ্গের মত গিয়ে মদীনায় আপতিত হয়' *(আর-রাহীক্ব ৩০১-০৩, ৩০৬ পৃঃ)*।

অপরপক্ষে মদীনার হুঁশিয়ার নেতৃত্ব গোয়েন্দা রিপোর্টের মাধ্যমে আগেই সাবধান হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিরোধীদের খবর জানার জন্য যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ)-কে নিয়োগ করেন। তিনি বলেন, مَنْ يَأْتِينِى بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا. فَقَالَ النَّبِىُّ— صلى الله عليه وسلم— إِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوَارِيًّا، وَحَوَارِىَّ الزُّبَيْرُ 'শত্রুপক্ষের খবর আনার জন্য কে আছ? যুবায়ের বললেন, আমি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, প্রত্যেক নবীর জন্য একজন 'হাওয়ারী' (নিকট সহচর) থাকে। আমার হাওয়ারী হ'ল যুবায়ের' *(বুখারী হা/২৮৪৬)*। শত্রুপক্ষ বলতে এখানে বনু কুরায়যাকে বুঝানো হয়েছে। তারা কুরায়েশদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছে কি না, তার খবর সংগ্রহের জন্য যুবায়েরকে পাঠানো হয়। অতঃপর যুদ্ধ শেষে কুরায়েশ শিবিরের অবস্থা জানার জন্য হুযায়ফাকে পাঠানো হয় *(ফাৎহুল বারী হা/৪১১৩-এর আলোচনা)*।

Contents

অতঃপর অভিজ্ঞ ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ মোতাবেক রাসূল (ছাঃ) মদীনার উত্তর মুখে ওহোদের দিকে দীর্ঘ পরিখা খনন করেন এবং তার পিছনে ৩,০০০ সুদক্ষ সৈন্য মোতায়েন করেন।[৫৬৪] এর কারণ ছিল এই যে, তিনদিকে পাহাড় ও খেজুর বাগিচা

---

৫৬৪. আর-রাহীক্ব ৩০৫-০৬ পৃঃ।

এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, (১) পারস্য থেকে হিজরতকারী ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমে পরিখা খননের এই নতুন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করা হয়' *(আর-রাহীক্ব ৩০৩ পৃঃ)*। যা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। কেননা এটির খবর 'মুরসাল' *(মা শা-'আ ১৬২ পৃঃ)*। ইবনু হিশাম এটি বিনা সনদে উল্লেখ করে বলেন, يُقَالُ: إِنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ أَشَارَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'বলা হয়ে থাকে যে, সালমান ফারেসী এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন' *(ইবনু হিশাম ২/২২৪)*। অথচ ইবনু ইসহাক এব্যাপারে কিছু না বলেই বর্ণনা করেন যে, فَلَمَّا سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا أَجْمَعُوا لَهُ مِنَ الْأَمْرِ، ضَرَبَ الْخَنْدَقَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَعَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْغِيبًا لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْأَجْرِ– 'যখন রাসূল (ছাঃ) সম্মিলিত বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনলেন, তখন তিনি মদীনার প্রবেশ মুখে পরিখা খনন করতে বললেন। অতঃপর তিনি নিজে তাতে অংশগ্রহণ করেন উক্ত নেকীর কাজে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করার জন্য' *(ইবনু হিশাম ২/২১৬)*। অতএব এটাই সঠিক কথা যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র নির্দেশ *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)* মোতাবেক সকল বৈষয়িক বিষয়ে অভিজ্ঞ ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করতেন। সালমান ফারেসী (রাঃ) তাদের মধ্যে থাকাটা মোটেই অসম্ভব নয়।

সালমান ফারেসী (سلمان الفارسى) : আবু আব্দুল্লাহ সালমান পারস্যের রামহুরমুয অথবা ইস্ফাহান এলাকার অধিবাসী ছিলেন। মজূসী ধর্মনেতা পিতা তাকে অগ্নি প্রজ্বলন ও উপাসনার কাজে সারাক্ষণ বন্দী রাখতেন। তিনি বলেন, আমার পিতার একটি বড় শস্যক্ষেত ছিল। একদিন আমাকে তিনি সেখানে পাঠান। যাওয়ার পথে আমি একটি গীর্জা অতিক্রম করলাম। তখন তারা ছালাত আদায় করছিল। বিষয়টি আমার কাছে খুব ভাল লাগল এবং আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! এটি আমাদের দ্বীনের চাইতে উত্তম। এভাবে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কিন্তু আমি শস্যক্ষেতে গেলাম না। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গেলে আমি এই দ্বীন পাব? তারা বলল, শামে গেলে পাবেন। অতঃপর আমি পিতার নিকটে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, কোথায় ছিলে? শস্যক্ষেত্রে যাওনি কেন? আমি ঘটনা বললাম। তখন তিনি বললেন, ওদের দ্বীনের চাইতে তোমার ও তোমার বাপ-দাদার দ্বীন উত্তম। আমি বললাম, কখনই না। আল্লাহ্র কসম! ঐ দ্বীন আমাদের দ্বীনের চাইতে উত্তম। অতঃপর তিনি আমার পায়ে বেড়ী দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখলেন। তখন আমি খ্রিষ্টানদের গীর্জায় খবর পাঠালাম যে, শাম যাত্রী কোন কাফেলা এলে আমাকে খবর দিতে। বেশ কিছুদিন পর আমি উক্ত খবর পেয়ে লোহার বেড়ী খুলে গোপনে তাদের সাথী হয়ে গেলাম। অতঃপর শামে পৌঁছে শেষনবী সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে থাকি।... অবশেষে বহুদিন পর আমি ক্রীতদাস হিসাবে ইয়াছরিবে নীত হই। ইতিমধ্যে রাসূল (ছাঃ) হিজরত করে আসেন এবং খ্রিষ্টান পাদ্রীদের বর্ণিত আলামত সমূহ পরীক্ষা করে আমি তাঁর ব্যাপারে নিশ্চিত হই। অতঃপর আমি তাঁর নিকট ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করি। ইতিমধ্যে রাসূল (ছাঃ) বদর ও ওহোদ যুদ্ধ হ'তে ফারেগ হন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, হে সালমান! তুমি তোমার মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও। তখন আমি ৩০০ খেজুর গাছ লাগানো ও তাজা করা এবং ৪০ উক্বিয়ার বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হ'লাম। রাসূল (ছাঃ) সবাইকে বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের মুক্তিতে সাহায্য কর। তখন সবাই খেজুরের চারা দিয়ে আমাকে ৩০০ পূর্ণ করে দিলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্ব নির্দেশ মতে আমি তাঁকে ডেকে আনলাম এবং তিনি একটি চারা নিজ হাতে লাগালেন। যার হাতে আমার জীবন, তার কসম করে বলছি, এর ফলে একটি চারাও মরেনি এবং সবগুলি দ্রুত তাজা হয়ে ওঠে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ডিমের ন্যায় একটি সোনার টুকরা আমাকে দিলেন। যা ছিল ৪০ উক্বিয়ার সমান। অতঃপর আমি সেগুলি মনিবকে দিয়ে দাসত্ব হ'তে মুক্ত হই। এরপরে আমি খন্দকের যুদ্ধে যোগদান করি এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করি' *(আহমাদ হা/২৩৭৮৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৯৪)*।

বেষ্টিত মদীনা নগরী প্রাকৃতিক ভাবে সুরক্ষিত দুর্গের মত ছিল। কেবল উত্তর দিকেই মাত্র খোলা ছিল। যেদিক দিয়ে শত্রুদের হামলার আশংকা ছিল। এখানে পরিখা খনন করা হয়। যার দৈর্ঘ্য ছিল ৫০০০ হাত, প্রস্থ ৯ হাত ও গভীরতা ৭ থেকে ১০ হাত। প্রতি ১০ জনকে ৪০ হাত করে খননের দায়িত্ব দেওয়া হয়' *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪২০-২১)*। রাসূল (ছাঃ) মদীনার অভ্যন্তর ভাগের সালা' (سَلْع) পাহাড়কে পিছনে রেখে তাঁর সেনাবাহিনীকে খন্দকমুখী করে সন্নিবেশ করেন এবং নারী ও শিশুদেরকে বনু হারেছার ফারে' (فَارِع) দুর্গে রেখে দেন। যা ছিল মুসলমানদের সবচেয়ে মযবুত দুর্গ' *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪২৫)*।

মুসলিম বাহিনী তীর-ধনুক নিয়ে সদাপ্রস্তুত থাকেন, যাতে শত্রুরা পরিখা টপকে বা ভরাট করে কোনভাবেই মদীনায় ঢুকতে না পারে। মুসলিম বাহিনীর এই নতুন কৌশল দেখে কাফের বাহিনী হতচকিত হয়ে যায়। ফলে তারা যুদ্ধ করতে না পেরে যেমন ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে থাকে, তেমনি রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে আতংকিত হ'তে থাকে। মাঝে-মধ্যে পরিখা অতিক্রমের চেষ্টা করতে গিয়ে তাদের ১০ জন নিহত হয়। অমনিভাবে তাদের তীরের আঘাতে মুসলিম পক্ষে ৬ জন শহীদ হন'।[৫৬৫] উক্ত ৬জন

রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক মুক্ত হওয়ায় তিনি তাঁর 'মুক্তদাস' (مولى) হিসাবে গণ্য হ'তেন। তিনি ইনজীল ও কুরআনে পারদর্শী ছিলেন। এজন্য তাঁকে 'দুই কিতাবের পণ্ডিত' (صاحب الكتابين) বলা হ'ত। অত্যন্ত পরহেযগার ও দুনিয়াত্যাগী ছিলেন। পরবর্তীতে মাদায়েনের গবর্ণর হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে খেজুরের পাতা দিয়ে চাটাই বানিয়ে তার বিক্রয়লব্ধ আয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। ধনীর দুলাল হওয়া সত্ত্বেও স্রেফ শেষনবীর সন্ধানে ১০ থেকে ১৯ জন মনিবের ক্রীতদাস হ'তে হ'তে অবশেষে তিনি 'আল্লাহ্র দাস' হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, أنا سلمان ابن الإسلام من بني آدم 'আমি ইসলামের বেটা সালমান একজন আদম সন্তান'। তাঁর ইশারাতেই খন্দক যুদ্ধে পরিখা খনন করা হয় বলে প্রসিদ্ধি আছে। তিনি ২৫০ মতান্তরে ৩৫০ বছরের দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। ৩৫ অথবা ৩৬ হিজরীতে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন (আল-ইছাবাহ, সালমান আবু আব্দুল্লাহ ক্রমিক ৩৩৫৯; আল-ইস্তী'আব)।

(২) পরিখা খননের সময় মুহাজির ও আনছারগণ প্রত্যেকেই সালমান ফারেসীকে নিজেদের দলভুক্ত বলে দাবী করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ 'সালমান আমাদের পরিবারভুক্ত' *(হাকেম হা/৬৫৪১; ইবনু হিশাম ২/২২৪)*। বর্ণনাটির সনদ যঈফ। আলবানী বলেন, বরং খবরটি আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যা মওকূফ ছহীহ। বর্ণনাটি হ'ল, আলী (রাঃ)-কে বলা হ'ল, আমাদেরকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথীদের বিষয়ে বর্ণনা করুন। জবাবে তিনি বললেন, তাঁদের কার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাস করছ? তারা বলল, সালমান। তিনি বললেন, তিনি প্রথম যুগের এবং শেষ যুগের ইল্ম প্রাপ্ত হয়েছেন। যা এমন এক সমুদ্র, যার তলদেশ পাওয়া যায় না। তিনি আমাদের পরিবারভুক্ত' *(যঈফাহ হা/৩৭০৪-এর আলোচনা; মা শা-'আ ১৬৫ পৃঃ)*।

৫৬৫. আর-রাহীক্ব ৩০৭ পৃঃ; রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/১৯১।

লেখক মানছূরপুরী বলেন, এ যুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে আল্লাহ বলেন, أَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ- سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ 'কাফেররা বলে যে, আমরা আজ সবাই প্রতিশোধকামী'। 'কিন্তু দেখবে যে সত্বর ঐ সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হবে এবং তারা পিছন ফিরে পালিয়ে যাবে' *(ক্বামার ৫৩/৪৪-৪৫)*।

হ'লেন, আউস গোত্রের বনু আব্দিল আশহাল থেকে গোত্রনেতা সা'দ বিন মু'আয, আনাস বিন আউস ও আব্দুল্লাহ বিন সাহল। খাযরাজ গোত্রের বনু জুশাম থেকে তুফায়েল বিন নু'মান ও ছা'লাবাহ বিন গানমাহ। বনু নাজ্জার থেকে কা'ব বিন যায়েদ। যিনি একটি অজ্ঞাত তীরের মাধ্যমে শহীদ হন *(ইবনু হিশাম ২/২৫২-৫৩)*। এঁদের মধ্যে আহত সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) বনু কুরায়যা যুদ্ধের শেষে মারা যান *(ইবনু হিশাম ২/২২৭)*।

অতঃপর আল্লাহ্র সাহায্য নেমে আসে। একদিন রাতে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু এসে কাফেরদের সবকিছুকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। অতঃপর তারা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যখন তোমাদের নিকট এসেছিল সেনাদল সমূহ। অতঃপর আমরা তাদের উপরে প্রেরণ করলাম তীব্র ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সেনাবাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখনি। আর আল্লাহ তোমরা যা কর তা দেখেন' *(আহযাব ৩৩/৯)*।

এভাবে ফেরেশতা পাঠিয়ে আল্লাহ সরাসরি সাহায্য করেছেন হিজরতকালে যখন রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) দু'জনে ছওর গিরিগুহায় আত্মগোপন করেছিলেন' *(তওবা ৯/৪০)*, অতঃপর বদর যুদ্ধে *(আলে ইমরান ৩/১২৩-২৬)*, অতঃপর হোনায়েন যুদ্ধে *(তওবা ৯/২৫-২৬)*। এতদ্ব্যতীত তিনি ও ছাহাবায়ে কেরাম এবং যুগে যুগে তাঁর সনিষ্ঠ অনুসারী মুমিনগণ সর্বদা সাহায্য পেয়েছেন ও পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, খন্দকের দীর্ঘায়িত যুদ্ধের অসহনীয় কষ্টের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করতে বলেছিলেন, اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সংকট দূরীভূত কর এবং আমাদের ভীতি দূর কর' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০১৮)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আবী 'আওফা (রাঃ) বলেন, এদিন রাসূল (ছাঃ) মুশরিকদের বিরুদ্ধে দো'আ করে বলেছিলেন, اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ 'হে আল্লাহ! হে কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! সম্মিলিত সেনাদলকে তুমি পরাভূত কর। হে

উক্ত আয়াত নাযিলের ২৫ দিন পর যুদ্ধের শেষ দিকে হঠাৎ উত্তপ্ত বায়ুর প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় আল্লাহ্র গযব আকারে নেমে আসে। যা অবরোধকারী সেনাদলের তাঁবু সমূহ উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়' *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ৩/৩১৪-১৫ পৃঃ)*। উক্ত আয়াতটি মাক্কী সূরার অন্তর্ভুক্ত। যা রাসূল (ছাঃ) ২য় হিজরীতে সংঘটিত বদর যুদ্ধের দিন পাঠ করেছিলেন *(বুখারী হা/৩৯৫৩)*। অতএব এটি ৪র্থ হিজরীতে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধে নাযিল হওয়ার প্রশ্নই আসেনা।

আল্লাহ! তুমি ওদের পরাজিত কর ও ভীত-কম্পিত কর’।[৫৬৬] তাছাড়া নবীগণের বিজয় সাধারণতঃ এরূপ চূড়ান্ত পরীক্ষার পরেই এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ– ‘তোমরা কি ধারণা করেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের উপর এখনও তাদের মত অবস্থা আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে। নানাবিধ বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেছিল ও তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথী মুমিনগণ বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, কখন আল্লাহ্র সাহায্য আসবে? জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সাহায্য অতীব নিকটবর্তী’ *(বাক্বারাহ ২/২১৪)*। কুরতুবী বলেন, অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেন যে, অত্র আয়াতটি খন্দক যুদ্ধের সময় নাযিল হয়’ *(কুরতুবী, তাফসীর উক্ত আয়াত)*। অতএব এই বিজয় রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আ কবুলের প্রমাণ বৈ কি!

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, খন্দক যুদ্ধের শেষ রাতে যখন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু আসে এবং সবদিকে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তখন রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, কে আছ যে আমাকে শত্রু পক্ষের খবর এনে দিতে পারবে? সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে’। কথাটি রাসূল (ছাঃ) দু’বার বললেন। কিন্তু কেউ জবাব দিল না। অবশেষে তিনি আমার নাম ধরে বললেন, দাঁড়াও হে হুযায়ফা! আমাদের জন্য খবর নিয়ে এস এবং তাদেরকে যেন আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করো না। অতঃপর আমি উঠলাম এবং এমন আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে চলতে থাকলাম যেন তা গরম (অর্থাৎ ঠাণ্ডা বাতাস ও ঝড়ের কোন প্রকোপ ছিল না)। আমি চলতে থাকলাম এবং পৌঁছে গিয়ে দেখলাম যে, আবু সুফিয়ান আগুন জ্বালিয়ে দেহ গরম করছেন। আমি তীর তাক করলাম। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা স্মরণ হওয়ায় বিরত হ’লাম। অতঃপর ফিরে এসে সব খবর জানালাম। তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁর মস্তকাবরণ ‘আবা’-র একটি অংশ আমার গায়ের উপর দিলেন। তাতে আমি ঘুমিয়ে গেলাম। কিছু পরে তিনি আমাকে ডাকলেন, قُمْ يَا نَوْمَانُ ‘উঠ হে ঘুমন্ত! *(মুসলিম হা/১৭৮৮)*।

উল্লেখ্য যে, কাফের পক্ষের পরাজয়ের কারণ হিসাবে দু’টি বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা প্রসিদ্ধ হ’লেও বিশুদ্ধ নয়।[৫৬৭] আমরা মনে করি, আহযাব যুদ্ধে বিজয়ের জন্য কোনরূপ

---

৫৬৬. বুখারী হা/২৯৩৩; মুসলিম হা/১৭৪২ (২১); মিশকাত হা/২৪২৬।

৫৬৭. যেমন এ সময় রাসূল (ছাঃ) দু’টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। (১) মদীনার এক তৃতীয়াংশ উৎপন্ন ফসল দিয়ে শত্রুপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করা। (২) শত্রু সেনাদল সমূহের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে তাদের একে অপর থেকে পৃথক করে ফেলা *(আর-রাহীক্ব ৩১১ পৃঃ)*। প্রথম লক্ষ্য অর্জনে তিনি বনু গাত্বফানের দুই নেতা ওয়ায়না

বিন হিছন ও হারেছ বিন 'আওফের সঙ্গে সন্ধির চিন্তা করেন। যাতে তারা তাদের সেনাদল নিয়ে ফিরে যায়। অতঃপর তিনি উক্ত বিষয়ে দুই সা'দের মতামত জানতে চাইলেন। তারা বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَ اللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا فَسَمْعًا وَطَاعَةً وَإِنْ كَانَ شَيْئًا تَصْنَعُهُ لَنَا فَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আল্লাহ এ বিষয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেটা করুন। কিন্তু যদি আপনি এটা আমাদের স্বার্থে করতে চান, তবে এতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই'। কেননা যখন আমরা এবং এসব লোকেরা শিরক ও মূর্তিপূজার মধ্যে ছিলাম, তখন তারা আমাদের একটি শস্যদানারও লোভ করার সাহস করেনি। আর এখন তো আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন ও আপনার মাধ্যমে ইযযত প্রদান করেছেন। এখন কেন আমরা তাদেরকে আমাদের ধন-সম্পদ প্রদান করব'? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মতামতকে সঠিক গণ্য করেন ও বলেন, إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَصْنَعُهُ لَكُمْ لَمَّا رَأَيْتُ الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ 'সমগ্র আরব তোমাদের দিকে একই সাথে অস্ত্রসমূহ তাক করেছে দেখে শুধু তোমাদের স্বার্থেই আমি এরূপ করতে চেয়েছিলাম' *(আর-রাহীক্ব ৩১১ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/২৪৪; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৯৭৩৭; ইবনু হিশাম ২/২২৩।* বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ *(তাহকীক, ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৩৬১)*।

দ্বিতীয় লক্ষ্য অর্জনে তিনি জনৈক ব্যক্তিকে কাজে লাগান। যেমন বলা হয়েছে যে, বনু কুরায়যার চুক্তিভঙ্গে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রাসূলকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এলাহী ব্যবস্থা স্বরূপ আবির্ভূত হন শত্রুপক্ষের জনৈক ব্যক্তি বনু গাত্বফানের নু'আইম বিন মাসঊদ আশজাঈ। তিনি এসে ইসলাম কবুল করেন ও রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে যুদ্ধের জন্য নির্দেশ কামনা করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে ইহূদী বনু কুরায়যা ও কুরায়েশ বাহিনীর মধ্যকার সহযোগিতা চুক্তি বিনষ্ট করার জন্য কৌশলের আশ্রয় নেবার নির্দেশ দিয়ে বলেন, خَذِّلْ عَنَّا إِنِ اسْتَطَعْتَ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ 'যদি তুমি পার, তবে তুমি আমাদের পক্ষে ওদের মনোবল ভেঙ্গে দাও। কেননা যুদ্ধ হ'ল কৌশলের নাম' *(আর-রাহীক্ব ৩১২ পৃঃ)*। বর্ণনাটি সনদ বিহীন। তবে বর্ণনাটির শেষাংশ اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ 'যুদ্ধ হ'ল কৌশলের নাম' কথাটি 'ছহীহ' *(বুখারী হা/৩৬১১; মুসলিম হা/১০৬৬; মিশকাত হা/৩৯৩৯, ৫৪১৮)*।

উক্ত নির্দেশ পেয়ে নু'আইম বিন মাসঊদ শাওয়াল মাসের এক শনিবারে ইহূদীদের সাপ্তাহিক পবিত্র দিনে বনু কুরায়যার কাছে যান এবং বলেন, কুরায়েশ পক্ষকে আপনারা সাহায্য করবেন না। কেননা যুদ্ধে হার-জিত যাই-ই হৌক, তারা চলে যাবে। কিন্তু আপনারা এখানে থাকবেন। তখন মুসলমানেরা আপনাদের উপর প্রতিশোধ নিবে। অতএব কুরায়েশদের কিছু লোককে বন্ধক রাখার শর্ত করা ব্যতীত আপনারা তাদের সাহায্য করবেন না। এতে তারা রাযী হয়। অন্যদিকে কুরায়েশ পক্ষকে গিয়ে তিনি বলেন, মুহাম্মাদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করায় ইহূদীরা লজ্জিত। এক্ষণে তারা আপনাদের সাহায্য করবে না, যতক্ষণ না আপনারা তাদের কাছে আপনাদের কিছু লোককে বন্ধক রাখেন। পরে উভয় পক্ষ পরস্পরের কাছে গেলে একই কথা শোনে এবং তাদের মধ্যে পরস্পরে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ফলে সহযোগিতা চুক্তি ভেঙ্গে যায় এবং এভাবে নু'আইমের কূটনীতি সফল হয়' *(ইবনু হিশাম ২/২২৯-৩১)*। ইবনু ইসহাক ঘটনাটির সনদ উল্লেখ করেননি। ফলে বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ হ'লেও বিশুদ্ধ নয় *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৭৭৭; মা শা-'আ ১৭০ পৃঃ)*।

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ফাৎহুল বারীর মধ্যে নু'আইম বিন মাসঊদ-এর উপরোক্ত ঘটনাটি ইবনু ইসহাক-এর বরাতে বর্ণনা করে বলেন, নু'আইম একজন চোগলখোর (رَجُلاً نَمُومًا) ব্যক্তি ছিলেন। যিনি একজনের কথা অন্যজনকে লাগিয়ে কার্যসিদ্ধিতে পটু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে বলেন, ইহূদীরা আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে যে, কুরায়েশ ও গাত্বফানের কোন একজন নেতাকে তাদের নিকট বন্ধক রাখলে তারা তাদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করবে, নইলে নয়। তুমি এ কথাটি উভয় পক্ষকে গিয়ে বল'। তখন নু'আইম দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে ইহূদী বনু কুরায়যা ও কুরায়েশ উভয় পক্ষকে উক্ত কথা বলেন। ফলে তাদের মধ্যকার সন্ধি ভঙ্গ হয়ে যায়। আর এটাই ছিল তাদের পরাজয়ের কারণ' *(ফাৎহুল*

Contents

'যঈফ ও সনদবিহীন' বর্ণনার আশ্রয় নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বরং এ ব্যাপারে আল্লাহই পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, তিনি তীব্র ঝঞ্ঝাবায়ু এবং তাঁর অদৃশ্য সেনাবাহিনী অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাধ্যমে বিজয় দান করেছিলেন।

অতঃপর যুদ্ধ শেষে যুলক্বা'দাহ মাসের সাত দিন বাকী থাকতে বুধবার পূর্বাহ্নে রাসূল (ছাঃ) মদীনায় ফিরে আসেন'।[৫৬৮]

ফলাফল (ثمرة غزوة الخندق) :

খন্দক যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি তেমন না হ'লেও এটি ছিল একটি যুগান্তকারী যুদ্ধ। কেননা আরবদের সম্মিলিত বাহিনীর এই ন্যাক্কারজনক পরাজয়ে মদীনার উঠতি মুসলিম শক্তিকে তারা সমগ্র আরবে এক অদমনীয় ও অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। এতবড় বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করা বিরোধীদের পক্ষে আর কখনো সম্ভব হয়নি। সেদিকে ইঙ্গিত করেই শত্রুদের পলায়নের পর রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, اَلْآنَ نَغْزُوْهُمْ وَلاَ يَغْزُوْنَنَا نَحْنُ نَسِيْرُ إِلَيْهِمْ 'এখন থেকে আমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। আমরাই ওদের দিকে সৈন্য পরিচালনা করব'।[৫৬৯]

খন্দক যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য বিষয় সমূহ (بعض الوقائع فى غزوة الأحزاب)

১. ধূলি-ধূসরিত রাসূল (اغبر الرسول صــ) :

খন্দক যুদ্ধে প্রতি ১০ জনের জন্য ৪০ হাত করে পরিখা খননের দায়িত্ব ছিল। ছাহাবী বারা বিন 'আযেব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খন্দকের মাটি বহনরত অবস্থায় দেখেছি। যাতে তাঁর সারা দেহ বিশেষ করে পেটের চামড়া ধূলি-ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল' *(বুখারী হা/৪১০৪)*।

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে কাজ করেন (إنشاد الرسول صــ عند العمل) :

বারা বিন 'আযেব (রাঃ) বলেন, খন্দকের মাটি বহনকালে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে টান দিয়ে দিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কবিতার নিম্নোক্ত চরণগুলি আবৃত্তি করতে শুনেছি।-

---

বারী হা/৪১০৫-এর আলোচনা, ৭/৪০২ পৃঃ)। মূলতঃ উক্ত বর্ণনাটি ইবনু ইসহাকের নয়। বরং বায়হাক্বী দালায়েলুন নবুঅতের এবং সেটিও যঈফ *(দালায়েল ৩/৪৪৭ পৃঃ; মা শা-'আ ১৭০-৭২ পৃঃ)*।

ইহূদীদের উক্ত বদ স্বভাবের বিষয়ে দেখুন সূরা বাক্বারাহ ২/১২০, সূরা আনফাল ৮/৫৫-৫৬ প্রভৃতি। আধুনিক যুগে ফিলিস্তীন, ইরাক, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের সাথে ইহূদী-নাছারা ও কাফের চক্রের কপটাচরণ ও চুক্তিভঙ্গের অসংখ্য নযীর বিদ্যমান রয়েছে।

৫৬৮. ইবনু সা'দ ২/৫৪; আর-রাহীক্ব ৩১৩ পৃঃ।

৫৬৯. বুখারী হা/৪১১০; মিশকাত হা/৫৮৭৯ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯ 'মু'জেযা সমূহ' অনুচ্ছেদ-৪।

اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا + وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا + وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

إِنَّ الْأُوْلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا + إِذَا أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا-

'হে আল্লাহ! যদি তোমার অনুগ্রহ না থাকত, তাহ'লে আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হ'তাম না এবং আমরা ছাদাক্বাও দিতাম না, ছালাতও আদায় করতাম না'। 'অতএব আমাদের উপরে শান্তি বর্ষণ কর এবং কাফিরদের সঙ্গে যদি আমাদের মুকাবিলা হয়, তাহ'লে আমাদের পা গুলি দৃঢ় রাখ'। 'নিশ্চয়ই প্রথম পক্ষ আমাদের উপরে বাড়াবাড়ি করেছে। যদি তারা ফিৎনা সৃষ্টি করতে চায়, তাহ'লে আমরা তা অস্বীকার করব' *(বুখারী হা/২৮৩৭)*।

৩. কবিতা বলে প্রার্থনার সুরে উৎসাহ দিলেন রাসূল (ছাঃ) (تشجيع الرسول صـــ بالإنشاد الدعائى) :

ছাহাবী সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, আমরা খন্দকে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় আমরা পরিখা খনন করছিলাম ও কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম'। আনাস (রাঃ) বলেন, শীতের সকালে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর ছাহাবীগণ পরিখা খনন করছিলেন। এমন সময় রাসূল (ছাঃ) সেখানে আগমন করেন ও তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে প্রার্থনার সুরে গেয়ে ওঠেন,

اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْآخِرَهْ + فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

'হে আল্লাহ! নেই কোন আরাম পরকালের আরাম ব্যতীত। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা কর'।[৫৭০] জবাবে ছাহাবীগণ গেয়ে ওঠেন,

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا + عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا

'আমরা তারাই, যারা মুহাম্মাদের হাতে জিহাদের বায়'আত করেছি যতদিন আমরা বেঁচে থাকব' *(বুখারী হা/৪০৯৮-৯৯)*।

৪. নেতা ও কর্মী সকলে ক্ষুধার্ত (الأمير والمأمورون كلهم جياع) :

আবু ত্বালহা, জাবের ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণের বর্ণনায় প্রমাণিত হয় যে, খন্দকের যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ অধিকাংশ সময় ক্ষুধার্ত থাকতেন। এমনকি ক্ষুধার যন্ত্রণা হ্রাস করার জন্য তাঁরা পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন' *(ছহীহাহ হা/১৬১৫)*।

---

৫৭০. একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ + فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় আরাম হ'ল পরকালের আরাম। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা কর' *(বুখারী হা/২৮৩৪)*।

৫. পরিখা খননকালে মু'জিযাসমূহ (ظهور المعجزات عند حفر الخندق) :

(ক) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, খননকালে একটি বড় ও শক্ত পাথর সামনে পড়ে। যা ভাঙ্গা অসম্ভব হয়। রাসূল (ছাঃ)-কে বিষয়টি জানানো হ'লে তিনি এসে তাতে কোদাল দিয়ে আঘাত করলেন, যাতে তা ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে বালুর স্তূপের ন্যায় হয়ে গেল, যা হাতে ধরা যায় না। অথচ ঐসময় ক্ষুধার্ত রাসূল (ছাঃ)-এর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। আমরাও তিনদিন যাবৎ অভুক্ত ছিলাম' *(বুখারী হা/৪১০১)*।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্ষুধার ব্যাপারটি অবগত হয়ে ছাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করলেন এবং তাঁর স্ত্রী এক ছা' (আড়াই কেজি) যব পিষে আটা তৈরী করলেন। অতঃপর রান্না শেষে রাসূল (ছাঃ)-কে কয়েকজন ছাহাবী সহ গোপনে দাওয়াত দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন ঐ সময় পরিখা খননরত ১০০০ ছাহাবীর সবাইকে সাথে নিয়ে এলেন। অতঃপর সকলে তৃপ্তির সাথে খাওয়ার পরেও আগের পরিমাণ আটা ও গোশত অবশিষ্ট রয়ে গেল।[৫৭১]

(গ) 'আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) পরিখা খনন করছিলেন। এমন সময় রাসূল (ছাঃ) তাকে সুসংবাদ দিয়ে বলেন, أَبْشِرْ عَمَّارُ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ 'হে 'আম্মার! জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে' *(তিরমিযী হা/৩৮০০)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, পরিখা খননের সময় রাসূল (ছাঃ) 'আম্মার-এর মাথার ধূলি ঝেড়ে দিয়ে বলেন, بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ 'হে সুমাইয়ার পরিশ্রমী সন্তান! তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে' *(মুসলিম হা/২৯১৫ (৭০)*। উক্ত রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ইতিপূর্বে মসজিদে নববী নির্মাণের সময় অন্যদের ন্যায় মাথায় একটির বদলে দু'টি করে ইট বহন করছিলেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূল (ছাঃ) তার মাথার ধূলা ঝেড়ে দেন ও বলেন, তুমি অন্যদের মত না করে এভাবে করছ কেন? জবাবে তিনি বলেন, إِنِّى أُرِيدُ الأَجْرَ مِنَ اللهِ 'আমি আল্লাহ্র নিকট থেকে অধিক নেকী কামনা করি' *(আহমাদ হা/১১৮৭৯)*। তখন রাসূল (ছাঃ) তার উদ্দেশ্যে বলেন, وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ 'আম্মারের উপর আল্লাহ্র রহমত হৌক! তাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকবে। আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে'। উত্তরে 'আম্মার বলল, আমি ফিৎনা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাই'।[৫৭২] আবু ওয়ায়েল (রাঃ) বলেন, لَمَّا بَعَثَ عَلِىٌّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ إِلَى

---

৫৭১. বুখারী হা/৪১০২; মুসলিম হা/২০৩৯; মিশকাত হা/৫৮৭৭ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'মু'জেযা সমূহ' অনুচ্ছেদ-৭।

৫৭২. বুখারী হা/৪৪৭। আরনাঊত্ব বলেন, একই ভবিষ্যদ্বাণী মসজিদে নববী নির্মাণকালে এবং পরবর্তীতে খন্দক যুদ্ধে পরিখা খনন কালে হ'তে পারে *(আহমাদ হা/১১০২৪-এর তা'লীক্ব দ্রঃ)*।

الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ إِنِّى لأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَلَكِنَّ اللهَ ابْتَلاَكُمْ لِتَتَّبِعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا ‘(উটের যুদ্ধের প্রাক্কালে) যখন আলী (রাঃ) ‘আম্মার ও স্বীয় পুত্র হাসানকে কূফাবাসীদের নিকটে প্রেরণ করেন তাঁর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করার জন্য, তখন সেখানে গিয়ে ‘আম্মার লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি জানি যে তিনি (আয়েশা) দুনিয়া ও আখেরাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছেন তোমরা (বর্তমান অবস্থায়) আলীর অনুসরণ করবে, না তাঁর অনুসরণ করবে? *(বুখারী হা/৩৭৭২)*। এ প্রসঙ্গে উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, উটের পিঠ আমাকে আন্দোলিত করেনি, যখন থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর আহযাব ৩৩ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি আয়েশা (রাঃ), ত্বালহা ও যুবায়ের (রাঃ)-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন, আয়েশা (রাঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেছিলেন। তারা চেয়েছিলেন পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করতে এবং ওছমানের খুনীদের বদলা নিতে। অন্যদিকে আলী (রাঃ) চেয়েছিলেন সকলকে আনুগত্যের উপর একত্রিত করতে। পক্ষান্তরে নিহতের উত্তরাধিকারীগণ প্রকৃত হত্যাকারীদের নিকট থেকে ক্বিছাছ দাবী করছিলেন’ *(ফাৎহুল বারী হা/৩৭৭২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

বস্তুতঃ ‘আমীর’ হিসাবে আলী (রাঃ)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনই ছিল সকলের প্রথম কর্তব্য। কেননা শাসন ক্ষমতা সুসংহত না হওয়া পর্যন্ত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ‘আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) তাঁর ভাষণে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন।

অতঃপর ‘আম্মার (রাঃ) ৩৭ হিজরীতে আলী ও মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে সংঘটিত ছিফফীন যুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর পক্ষে যুদ্ধ করা অবস্থায় ৯৩ বছর বয়সে শহীদ হন’।[৫৭৩]

(ঘ) বারা বিন ‘আযেব (রাঃ) বলেন, আমাদের সামনে বড় একটা পাথর পড়ল। যাতে কোদাল মারলে ফিরে আসতে থাকে। তখন আমরা রাসূল (ছাঃ)-কে বিষয়টি জানালে তিনি এসে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে পাথরটিতে কোদাল দিয়ে আঘাত করেন। তাতে তার একাংশ ভেঙ্গে পড়ল। তখন তিনি বলে ওঠেন- *আল্লাহু আকবর!* আমাকে শামের চাবিসমূহ দান করা হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমি এখন তাদের লাল প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি’। অতঃপর দ্বিতীয়বার আঘাত করেন এবং বলে ওঠেন, *আল্লাহু আকবর!*

ইবনু হাজার বলেন, জান্নাতের দিকে আহ্বান অর্থ, জান্নাতে যাওয়ার কারণের দিকে আহ্বান। আর তা হ’ল ইমামের (খলীফার) আনুগত্য করা। ‘আম্মার লোকদের প্রতি আলী (রাঃ)-এর আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন সে সময়ের ইমাম। যার আনুগত্য করা ওয়াজিব ছিল। অন্যদিকে বিরোধী পক্ষ মু‘আবিয়া (রাঃ) ও তার সাথী ছাহাবীগণ তার বিপরীত দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তারা এ ব্যাপারে মা‘যূর (مَعْذُوْرُوْنَ) ছিলেন। কেননা তারা মুজতাহিদ ছিলেন, যারা তাদের ধারণার অনুসরণ করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোন তিরস্কার নেই (وَهُمْ مُجْتَهِدُونَ لاَ لَوْمَ عَلَيْهِمْ فِي اتِّبَاعِ ظُنُونِهِمْ) । *(ফাৎহুল বারী হা/৪৪৭-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

৫৭৩. আল-ইছাবাহ, ‘আম্মার ক্রমিক ৫৭০৮; আল-ইস্তী‘আব, ‘আম্মার ক্রমিক ১৮৬৩।

আমাকে পারস্যের সাম্রাজ্য দান করা হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমি এখন মাদায়েনের শ্বেত-শুভ্র প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তৃতীয়বার ‘বিসমিল্লাহ’ বলে আঘাত করলেন এবং পাথরটির বাকী অংশ ভেঙ্গে পড়ল। তখন তিনি বলে উঠলেন, *আল্লাহু আকবর!* আমাকে ইয়ামন রাজ্যের চাবিসমূহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমি এখান থেকে রাজধানী ছান‘আর দরজা সমূহ দেখতে পাচ্ছি’।[৫৭৪] বস্তুতঃ এগুলি ছিল ভবিষ্যৎ ইসলামী বিজয়ের অগ্রিম সুসংবাদ মাত্র। যা খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

এ বিষয়ে আরও কয়েকটি মু‘জিযা বর্ণিত হয়েছে, যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়।[৫৭৫]

৬. মুমিন ও মুনাফিকদের দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া (تأثران مضادان من المؤمنين والمنافقين) :

খন্দক যুদ্ধে বিশাল শত্রু সেনাদল দেখে মুনাফিক ও দুর্বলচেতা ভীরু মুসলমানরা বলে ওঠে, রাসূল (ছাঃ)-এর দেওয়া ওয়াদা প্রতারণা বৈ কিছু নয়। এমনকি খাযরাজ গোত্রের বনু সালামারও পদস্খলন ঘটতে যাচ্ছিল, যেমন ইতিপূর্বে ওহোদ যুদ্ধের সময় তাদের অবস্থা হয়েছিল। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ إِلاَّ غُرُوْرًا- وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيْدُوْنَ إِلاَّ فِرَاراً- (الأحزاب ١٢-١٣)-

‘আর মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল, তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা বৈ কিছু নয়’। ‘তাদের আরেক দল বলল, হে ইয়াছরিববাসীগণ! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল। তাদের মধ্যে আরেক দল নবীর কাছে অনুমতি চেয়ে বলল, আমাদের বাড়ী-ঘর

---

৫৭৪. নাসাঈ হা/৩১৭৬, হাদীছ হাসান; ছহীহাহ হা/৭৭২।

৫৭৫. প্রসিদ্ধ আছে যে, (১) নু‘মান বিন বাশীর (রাঃ)-এর বোন তার পিতা ও মামুর খাওয়ার জন্য একটা পাত্রে কিছু খেজুর নিয়ে এলো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার কাছ থেকে পাত্রটি নিয়ে খেজুরগুলি একটা কাপড়ের উপরে ছড়িয়ে দিলেন। অতঃপর পরিখা খননরত ছাহাবীদের সবাইকে দাওয়াত দিলেন এবং তাতে বরকতের দো‘আ করলেন। অতঃপর ছাহাবীগণ যতই খেতে থাকেন, ততই খেজুরের পরিমাণ বাড়তে থাকে। পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে সকলের খাওয়ার পরেও কাপড়ের উপর আগের পরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট রইল। এমনকি কাপড়ের বাইরেও কিছু পড়ে ছিল’ *(আর-রাহীক্ব ৩০৫ পৃঃ; ইবনু হিশাম ২/২১৮)*। বর্ণনাটির সনদ ‘মুনক্বাতি‘ বা যঈফ *(মা শা-‘আ ১৬৩ পৃঃ)*।
(২) পরিখা খননের সময় একটি স্থানের মাটি অত্যন্ত শক্ত পাওয়া যায়। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ’লে তিনি এক পাত্র পানি আনতে বলেন এবং তাতে দো‘আ পড়ে ফুঁক দেন। অতঃপর তিনি উক্ত পানি ঐ শক্ত মাটির উপরে ছিটিয়ে দেন। তখন খননরত ছাহাবীগণ বলেন, যে আল্লাহ তাঁকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম করে বলছি, ঐ মাটিগুলি বালুর ঢিবির মত সরল হয়ে যায়’ *(ইবনু হিশাম ২/২১৭)*। এটিরও সনদ ‘মুনক্বাতি‘।

অরক্ষিত। অথচ সেগুলি অরক্ষিত ছিল না। মূলতঃ পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য’ *(আহযাব ৩৩/১২-১৩)*।

অপর পক্ষে মুমিনগণ এটাকে পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। যেমন আল্লাহ্র ভাষায়-

إِذْ جَاؤُوْكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللهِ الظُّنُوْنَا (١٠) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْداً (١١)... وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْأَحْزَابَ قَالُوْا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيْمَاناً وَتَسْلِيْمًا- (الأحزاب ١٠-١١، ٢٢)-

‘যখন তারা তোমাদের উপর আপতিত হ’ল উচ্চভূমি থেকে ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন (ভয়ে) তোমাদের চক্ষু ছনাবড়া হয়ে গিয়েছিল ও প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল। আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানারূপ ধারণা করতে শুরু করেছিলে’ *(১০)*। ‘সে সময় মুমিনগণ পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে ভীত-কম্পিত হয়েছিল’ *(১১)*। ...‘অতঃপর যখন মুমিনরা শত্রু বাহিনীকে প্রত্যক্ষ করল, তখন তারা বলল, এতো সেটাই, যার ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এমতাবস্থায় তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ’ল’ *(আহযাব ৩৩/১০-১১, ২২)*।

৭. মুসলিম বাহিনীর প্রতীক চিহ্ন (شعار جيش المسلمين) **:** খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতীক চিহ্ন ছিল, حم -لَا يُنْصَرُوْنَ হা-মীম। তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না’।[৫৭৬] এটি যেকোন যুদ্ধের জন্য হ’তে পারে।

৮. বর্শা ফেলে পালালেন কুরায়েশ সেনাপতি (فرَّ قائدُ قريش تاركا رمحه) **:** যুদ্ধ ছাড়াই অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে এক সময় আবু জাহল পুত্র ও কুরায়েশ বাহিনীর অন্যতম দুর্ধর্ষ সেনাপতি ইকরিমা বিন আবু জাহল দু’জন সাথীকে নিয়ে দুঃসাহসে ভর করে একস্থান দিয়ে খন্দক পার হ’লেন। অমনি হযরত আলীর প্রচণ্ড হামলায় তার একজন সাথী নিহত হ’ল। এমতাবস্থায় ইকরিমা ও তার সাথী ভয়ে পালিয়ে আসেন এবং তিনি এতই ভীত হয়ে পড়েন যে, নিজের বর্শাটাও ফেলে আসেন’ *(আর-রাহীক্ব ৩০৬-০৭ পৃঃ)*।

৯. ছালাত ক্বাযা হ’ল যখন (قضت الصلوات الراتبة) **:** খন্দক যুদ্ধের সময় শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে অব্যাহত নযরদারি ও মুকাবিলার কারণে কোন কোন দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। একবার আছরের ছালাত ক্বাযা হয়। যা

---

৫৭৬. ইবনু হিশাম ২/২২৬; যাদুল মা‘আদ ৩/২৪৩; তিরমিযী হা/১৬৮২; আবুদাঊদ হা/২৫৯৭, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে‘ হা/২৩০৮; মিশকাত হা/৩৯৪৮ ‘জিহাদ’ অধ্যায়-১৯ অনুচ্ছেদ-৪; মিরক্বাত শরহ ঐ।

তারা মাগরিবের পরে প্রথমে আছর অতঃপর মাগরিবের ছালাত আদায় করেন’ *(বুখারী হা/৫৯৬)*। এ সময় রাসূল (ছাঃ) মুশরিকদের বিরুদ্ধে বদদো‘আ করে বলেন, مَلَأَ اللهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا ‘আল্লাহ ওদের বাড়ি ও কবরগুলিকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করে দিন’।[৫৭৭] একবার যোহর হ’তে এশা পর্যন্ত চার ওয়াক্ত ছালাত ক্বাযা হয়’।[৫৭৮] উল্লেখ্য যে, তখন পর্যন্ত ছালাতুল খাওফ-এর বিধান *(নিসা ৪/১০১-১০২)* নাযিল হয়নি। কেননা উক্ত বিধান নাযিল হয় ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলক্বা‘দ মাসে হোদায়বিয়ার সফর কালে।

১০. খন্দক যুদ্ধের বিষয়ে কুরআন (القرآن فى غزوة الأحزاب) :

খন্দক ও বনু কুরায়যার যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহপাক সূরা আহযাবে ৯ থেকে ২৭ পর্যন্ত ১৯টি আয়াত নাযিল করেন। যাতে এই দুই যুদ্ধের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২৫ (العبر –٢٥) :

(১) কুচক্রীদেরকে বিতাড়িত করার পরেও তাদের চক্রান্ত অব্যাহত থাকে।

(২) সম্মিলিত শক্তির সামনে বাহ্যতঃ দুর্বল অবস্থায় সর্বোচ্চ যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করা অতীব যরূরী।

(৩) ভিতরে-বাইরে প্রচণ্ড বাধার মধ্যেও কেবলমাত্র প্রবল আত্মশক্তি ও আল্লাহ্র উপর দৃঢ় নির্ভরশীলতা মুসলমানদেরকে যেকোন পরিস্থিতিতে বিজয়ী করে থাকে।

(৪) বিজয়ের জন্য আল্লাহপাক মুমিনের চূড়ান্ত ঈমানী পরীক্ষা নিয়ে থাকেন।

(৫) অবশেষে আল্লাহ্র গায়েবী মদদে বিজয় এসে থাকে।

---

৫৭৭. বুখারী হা/৪১১১, ৪১১২; মুসলিম হা/৬২৭; মিশকাত হা/৬৩৩।

৫৭৮. মুসলিম, শরহ নববী, হা/৬২৮-এর আলোচনা ‘আছরের ছালাতকে ‘মধ্যবর্তী ছালাত’ বলা হয়’ অনুচ্ছেদ, ৫/১৩০।

৩২. বনু কুরায়যা যুদ্ধ (غزوة بنى قريظة)

[৫ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ (মার্চ ও এপ্রিল ৬২৬ খৃ.)]

খন্দক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে উম্মে সালামার ঘরে যোহরের সময় যখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) গোসল করছিলেন, তখন জিব্রীল এসে বললেন, আপনি অস্ত্র নামিয়ে ফেলেছেন, অথচ ফেরেশতারা এখনো অস্ত্র নামায়নি। দ্রুত তাদের দিকে ধাবিত হউন! রাসূল (ছাঃ) বললেন, কোন দিকে? জবাবে তিনি বনু কুরায়যার দিকে ইশারা করলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) সেদিকে বেরিয়ে গেলেন' *(বুখারী হা/৪১১৭)*। বনু কুরায়যার দুর্গ ছিল মসজিদে নববী থেকে ৬ মাইল বা প্রায় ১০ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা প্রচার করে দিলেন, لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِى بَنِى قُرَيْظَةَ– 'কেউ যেন বনু কুরায়যায় পৌঁছানোর আগে আছর না পড়ে' *(বুখারী হা/৯৪৬)*। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের উপরে মদীনার প্রশাসন ভার অর্পণ করে ৩,০০০ সৈন্য নিয়ে তিনি বনু কুরায়যা অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। অবশ্য ছাহাবীদের কেউ রাস্তাতেই আছর পড়ে নেন। কেউ পৌঁছে গিয়ে আছর পড়েন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এজন্য কাউকে কিছু বলেননি *(ঐ)*। কেননা এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সকলের দ্রুত বের হওয়া। অতঃপর যথারীতি বনু কুরায়যার দুর্গ অবরোধ করা হয়, যা ২৫ দিন স্থায়ী হয়। অবশেষে তারা আত্মসমর্পণ করে এবং তাদের সাবালক ও সক্ষম পুরুষদের বন্দী করা হয়। এদের সম্পর্কে ফায়ছালার দায়িত্ব তাদের দাবী অনুযায়ী তাদের মিত্র আওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মু'আযকে অর্পণ করা হয়। তিনি তাদের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি স্বরূপ সবাইকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। সেমতে তাদের নেতা হুয়াই বিন আখত্বাব সহ সবাইকে হত্যা করা হয়' *(বুখারী হা/৪১২১)*।

নিহতদের সংখ্যা নিয়ে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। ইবনু ইসহাক ৬০০, ক্বাতাদাহ ৭০০ ও সুহায়লী ৮০০ থেকে ৯০০-এর মধ্যে বলেছেন। পক্ষান্তরে জাবের (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহে ৪০০ বর্ণিত হয়েছে *(তিরমিযী হা/১৫৮২ ও অন্যান্য)*। এর সমন্বয় করতে গিয়ে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, সম্ভবতঃ ৪০০ জন ছিল যোদ্ধা। বাকীরা ছিল তাদের সহযোগী' *(বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৪১২২-এর আলোচনা)*।

যদি তারা ফায়ছালার দায়িত্ব রাসূল (ছাঃ)-কে দিত, তাহ'লে হয়ত পূর্বেকার দুই গোত্রের ন্যায় তাদেরও নির্বাসন দণ্ড হ'ত। অতঃপর তাদের কয়েদী ও শিশুদের নাজদে নিয়ে বিক্রি করে তার বিনিময়ে ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্র খরীদ করা হয়। অবরোধ কালে মুসলিম পক্ষে খাল্লাদ বিন সুওয়াইদ (خَلاَّد بن سُوَيْد) শহীদ হন এবং উক্কাশার ভাই আবু সিনান বিন মিহছান (أبو سنان بن مِحْصَن) স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন। তাঁকে বনু কুরায়যার

গোরস্থানে দাফন করা হয়। উপর থেকে চাক্কি ফেলে খাল্লাদকে হত্যা করার অপরাধে বনু কুরায়যার একজন মহিলাকে হত্যা করা হয়। উক্ত মহিলা ব্যতীত কোন নারী বা শিশুকে হত্যা করা হয়নি।[৫৭৯]

সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)-এর ফায়ছালা অনুযায়ী বনু নাজ্জার-এর বিনতুল হারেছ-এর বাগানে কয়েকটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে খণ্ড খণ্ড দলে নিয়ে বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা করে মাটি চাপা দেওয়া হয়। যার উপরে এখন মদীনার মার্কেট তৈরী হয়েছে।[৫৮০]

বনু কুরায়যার আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের পূর্বেই তাদের কিছু লোক ইসলাম কবুল করেছিল। কেউ কেউ দুর্গ থেকে বেরিয়েও এসেছিল। তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকে। এতদ্ব্যতীত 'আত্বিয়া কুরাযীর (عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ) নাভির নিম্নদেশের লোম না গজানোর কারণে তিনি বেঁচে যান ও পরে ছাহাবী হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এভাবে কাছীর বিন সায়েবও বেঁচে যান।[৫৮১]

ছাবেত বিন ক্বায়েস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বৃদ্ধ ইহূদী নেতা যুবায়ের বিন বাত্বা আল-কুরাযী (الزُّبَيْرُ بْنُ بَاطَا الْقُرَظِيُّ) এবং তার পরিবার ও মাল-সম্পদ তাকে 'হেবা' করার জন্য আবেদন করেন। কারণ যুবায়ের ছাবেতের উপর জাহেলী যুগে কিছু অনুগ্রহ করেছিল। তখন ছাবেত বিন ক্বায়েস যুবায়েরকে বললেন, রাসূল (ছাঃ) তোমাকে তোমার পরিবার ও মাল-সম্পদসহ আমার জন্য 'হেবা' করেছেন। এখন এগুলি সবই তোমার। অতঃপর যখন যুবায়ের জানতে পারল যে, তার সম্প্রদায়ের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। তখন সে বলল, হে ছাবেত! তুমি আমাকে আমার বন্ধুদের সাথে মিলিয়ে দাও। তখন তাকে হত্যা করা হ'ল এবং তার নিহত ইহূদী বন্ধুদের সাথে তাকে মিলিয়ে দেওয়া হ'ল।[৫৮২] যুবায়ের-পুত্র আব্দুর রহমান নাবালক হওয়ার কারণে বেঁচে যান। অতঃপর তিনি ইসলাম কবুল করেন ও ছাহাবী হন।[৫৮৩]

---

৫৭৯. ইবনু হিশাম ২/২৪২; সনদ ছহীহ *(ঐ, তাহকীক ক্রমিক ১৩৯২)*।

৫৮০. ইবনু হিশাম ২/২৪০-৪১; সনদ 'মুরসাল' *(ঐ, তাহকীক ক্রমিক ১৩৯১)*।

৫৮১. আর-রাহীক্ব ৩১৭ পৃঃ; ইবনু হিশাম ২/২৪২-৪৩। বর্ণনাটি 'মুরসাল' বা যঈফ। বরং এটাই প্রমাণিত যে, বনু কুরায়যার ঐ সমস্ত পুরুষই কেবল হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যায়, যাদের গুপ্তাঙ্গে লোম গজায়নি *(ইবনু হিশাম ২/২৪৪; সনদ ছহীহ (ঐ, তাহকীক ক্রমিক ১৩৯৫)*। তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম কবুল করেন। যেমন কা'ব আল-কুরাযী, কাছীর বিন সায়েব, 'আত্বিয়া আল-কুরাযী, আব্দুর রহমান বিন যুবায়ের বিন বাত্বা প্রমুখ *(মা শা-'আ ১৭৫ পৃঃ)*।

৫৮২. আর-রাহীক্ব ৩১৭ পৃঃ; ইবনু হিশাম ২/২৪২-৪৩। বর্ণনাটি 'মুরসাল' বা যঈফ *(তাহকীক, ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৩৯৩)*।

৫৮৩. প্রসিদ্ধ আছে যে, অতি বৃদ্ধ ইহূদী নেতা যুবায়ের বিন বাত্বা, যিনি বু'আছ যুদ্ধের সময় ছাবিত বিন ক্বায়েস বিন শাম্মাস (রাঃ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন, তার নিকটে এসে নিজেকে তার নিহত ইহূদী বন্ধুদের মধ্যে শামিল করার জন্য অনুরোধ করেন এবং বলেন, ঐ সব বন্ধুদের মৃত্যুর পরে আমার দুনিয়াতে কোন আরাম-আয়েশ নেই।... অতঃপর ছাবিত তাকে এগিয়ে দেন এবং তাকে হত্যা করা হয়'। বর্ণনাটি ইবনু

অনুরূপভাবে বনু নাজ্জারের জনৈকা মহিলা উম্মুল মুনযির সালমা বিনতে ক্বায়েস-এর আবেদনক্রমে রেফা'আহ বিন সামাওয়াল (رِفَاعَةُ بْنُ سَمَوْأَلَ) কুরাযীকে তার জন্য 'হেবা' করা হয়। পরে রেফা'আহ ইসলাম কবুল করেন ও ছাহাবী হন।

এদিন রাসূল (ছাঃ) বনু কুরায়যার গণীমতের মাল এক পঞ্চমাংশ বের করে নিয়ে বাকীটা বণ্টন করে দেন। তিনি অশ্বারোহীদের তিন অংশ ও পদাতিকদের এক অংশ করে দেন। বন্দীদের সা'দ বিন যায়েদ আনছারীর নেতৃত্বে নাজদের বাজারে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তাদের বিক্রি করে ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্র খরীদ করেন। বন্দীনীদের মধ্যে রায়হানা বিনতে 'আমর বিন খানাক্বাহকে (رَيْحَانَةُ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ خَنَاقَةَ) রাসূল (ছাঃ) নিজের জন্য মনোনীত করেন। কালবীর বর্ণনা মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে তাকে মুক্তি দিয়ে রাসূল (ছাঃ) তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বিদায় হজ্জ শেষে রাসূল (ছাঃ) যখন মদীনায় ফিরে আসেন, তখন তাঁর মৃত্যু হয় এবং রাসূল (ছাঃ) তাকে বাক্বী' গোরস্থানে দাফন করেন'।[৫৮৪]

যুদ্ধের কারণ (سبب الغزوة) :

মদীনায় অবস্থিত তিনটি ইহূদী গোত্রের সর্বশেষ গোত্রটি ছিল বনু কুরায়যা। তারা ছিল আউস গোত্রের মিত্র। এদের সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর চুক্তি ছিল যে, তারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ কালে সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-কে সাহায্য করবে। গোত্রনেতা কা'ব বিন আসাদ আল-ক্বোরাযী নিজে উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তাদের বাসস্থান ছিল মুসলিম আবাসিক এলাকার পিছনে। মাসব্যাপী খন্দক যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তারা মুসলিম বাহিনীকে কোনরূপ সাহায্য করেনি। মুনাফিকদের ন্যায় তারাও যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছিল। ইতিমধ্যে বিতাড়িত বনু নাযীর ইহূদী গোত্রের নেতা হুয়াই বিন আখত্বাব খায়বর থেকে অতি সঙ্গোপনে বনু কুরায়যার দুর্গে আগমন করে এবং তাদেরকে নানাভাবে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে ফুসলাতে থাকে। সে তাদেরকে বুঝায় যে,

---

ইসহাক বিনা সনদে *(ইবনু হিশাম ২/২৪২-৪৩)* এবং বায়হাক্বী দালায়েলুন নবুঅত-এর মধ্যে (৪/২৩) ইবনু ইসহাকের বরাতে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি 'মুরসাল' *(মা শা- 'আ ১৭৪-৭৫ পৃঃ)*।

ইহূদী নেতাদের মধ্যে যুবায়ের বিন বাত্বা নিহত হওয়ার ঘটনা প্রমাণিত। কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনায় তার নিহত হওয়ার যে আগ্রহ বর্ণিত হয়েছে, তা সরাসরি কুরআনের বিরোধী। যেখানে আল্লাহ বলেন, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 'তুমি তাদেরকে দীর্ঘ জীবনের ব্যাপারে অন্যদের চাইতে অধিক আকাংখী পাবে এমনকি মুশরিকদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে যেন সে হাযার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। বস্তুতঃ তারা যা করে, সবই আল্লাহ দেখেন' *(বাক্বারাহ ২/৯৬)*।

৫৮৪. আর-রাহীক্ব ৩১৭ পৃঃ; বায়হাক্বী হা/১৭৮৮৮; আল-বিদায়াহ ৪/১২৬; ইবনু হিশাম ২/২৪৫। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ *(তাহক্বীক, ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৩৯৮)*।

কুরাইশের নেতৃত্বে সমস্ত আরবের দুর্ধর্ষ সেনাদল সাগরের জোয়ারের মত মদীনার উপকণ্ঠে সমবেত হয়েছে। তারা সবাই এই মর্মে আমার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে যে, قَدْ عَاهَدُونِي وَعَاقَدُونِي عَلَى أَنْ لاَ يَبْرَحُوا حَتَّى نَسْتَأْصِلَ مُحَمَّدًا وَمَنْ مَعَهُ– 'মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের উৎখাত না করা পর্যন্ত তারা ফিরে যাবে না'। কা'ব বিন আসাদ দুর্গের দরজা বন্ধ করে দেন ও বারবার তাকে ফিরে যেতে বলেন এবং মুহাম্মাদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। কিন্তু ধুরন্ধর হুয়াইয়ের অব্যাহত চাপ ও তোষামোদীতে অবশেষে তিনি কাবু হয়ে পড়েন। তখন একটি শর্তে তিনি রাযী হন যে, যদি কুরায়েশ ও গাত্বফানীরা ফিরে যায় এবং মুহাম্মাদকে কাবু করতে না পারে, তাহ'লে হুয়াই তাদের সঙ্গে তাদের দুর্গে থেকে যাবেন। হুয়াই এ শর্ত মেনে নেন এবং বনু কুরায়যা চুক্তিভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়। এখবর রাসূল (ছাঃ)-এর কর্ণগোচর হ'লে তিনি আউস ও খাযরাজ গোত্রের দু'নেতা সা'দ বিন মু'আয ও সা'দ বিন ওবাদাহ এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ও খাউয়াত বিন জুবায়েরকে (خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْر) পাঠান সঠিক তথ্য অনুসন্ধানের জন্য। তিনি তাদেরকে বলে দেন যে, চুক্তিভঙ্গের খবর সঠিক হ'লে তারা যেন তাকে এসে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় এবং অন্যের নিকটে প্রকাশ না করে। তারা সন্ধান নিয়ে এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, عَضَلٌ وَالْقَارَّةُ অর্থাৎ রাজী'-এর আযাল ও ক্বাররাহ গোত্রদ্বয়ের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা ঘটেছে'।[৫৮৫]

প্রথমে ২য় হিজরীর রামাযান মাসে বনু ক্বায়নুক্বা, অতঃপর ৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়ালে বনু নাযীর এবং সর্বশেষ ৫ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে তৃতীয় ও সর্বশেষ ইহূদী গোত্র বনু কুরায়যার নির্মূলের ফলে মদীনা ইহূদীমুক্ত হয় এবং মুসলিম শক্তি প্রতিবেশী কুচক্রীদের হাত থেকে রেহাই পায়। এক্ষণে আমরা বনু কুরায়যা যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ বিবৃত করব।

বনু কুরায়যা যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ (بعض الأمور المهمة فى غزوة بنى قريظة)

১. ইহূদী মহিলার হাতে শহীদ হ'লেন যিনি (استشهاد المسلم بيد يهودية) :

অবরোধকালে বনু কুরায়যার জনৈকা মহিলা যাঁতার পাট নিক্ষেপ করে ছাহাবী খাল্লাদ বিন সুওয়াইদকে হত্যা করে। এর বদলা স্বরূপ পরে উক্ত মহিলাকে হত্যা করা হয়। খাল্লাদ ছিলেন এই যুদ্ধে একমাত্র শহীদ। তিনি বদর, ওহোদ, খন্দক ও বনু কুরায়যার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার মাথা কঠিনভাবে চূর্ণ হওয়ার কারণে লোকেরা ধারণা করত যে,

---

৫৮৫. আর-রাহীক্ব ৩০৯ পৃঃ; ইবনু হিশাম ২/২২১-২২। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' (*তাহকীক, ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৩৫৮*)।

রাসূল (ছাঃ) তার সম্পর্কে বলেন, إِنَّ لَهُ لَأَجْرَ شَهِيدَيْنِ ‘তিনি দুই শহীদের সমান নেকী পাবেন’।[৫৮৬]

২. আহত সা'দ বিন মু'আযের প্রার্থনা (دعاء سعد بن معاذ الجريح) :

উভয় পক্ষে তীর নিক্ষেপের এক পর্যায়ে আউস নেতা সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) তীর বিদ্ধ হন। এতে তাঁর হাতের মূল শিরা কর্তিত হয়। যাতে প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে তিনি মৃত্যুর আশংকা করেন। ফলে তিনি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেন এই মর্মে যে, اَللَّهُمَّ .. فَإِنْ كَانَ بَقِى مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَىْءٌ، فَأَبْقِنِى لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا، وَاجْعَلْ مَوْتَتِى فِيهَا ‘হে আল্লাহ!... যদি কুরায়েশদের সঙ্গে যুদ্ধ এখনো বাকী থাকে, তাহ'লে তুমি আমাকে সে পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখো, যাতে আমি তোমার জন্য

---

৫৮৬. ইবনু হিশাম ২/২৫৪; সনদ ছহীহ *(ঐ, তাহকীক ক্রমিক ১৩৯২, ১৪১৯)*; বায়হাক্বী হা/১৭৮৮৮।

প্রসিদ্ধ আছে যে, খন্দকের যুদ্ধকালে মদীনার ফারে‘ (فارع) নামক দুর্গে রাসূল (ছাঃ)-এর সভাকবি ও খ্যাতনামা ছাহাবী হাসসান বিন ছাবেত (রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে মুসলিম মহিলা ও শিশুগণ অবস্থান করছিলেন। একদিন সেখানে চুক্তি ভঙ্গকারী বনু কুরায়যার জনৈক ইহূদীকে ঘুরাফেরা করতে দেখে রাসূল (ছাঃ)-এর ফুফু ছাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব রক্ষীপ্রধান হাসসানকে বলেন, আমাদের তত্ত্বাবধানে এখানে যে কোন সেনাদল নেই, সেকথা এই গুপ্তচর গিয়ে এখুনি তার গোত্রকে জানিয়ে দেবে। এই সুযোগে তারা আমাদের উপরে হামলা করতে পারে। এ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে কাউকে পাঠানোও সম্ভব নয়। অতএব আপনি এক্ষুণি গিয়ে ঐ গুপ্তচরটিকে খতম করে আসুন। জবাবে হাসসান বলেন, ‘আল্লাহ্র কসম! আপনি তো জানেন যে, আমি একাজের লোক নই’। তার একথা শুনে কালবিলম্ব না করে হযরত ছাফিয়া কোমর বেঁধে তাঁবুর একটা খুঁটি হাতে নিয়ে বের হয়ে যান এবং ইহূদীটির কাছে গিয়ে ভীষণ জোরে আঘাত করে তাকে শেষ করে দেন’ *(ইবনু হিশাম ২/২২৮)*।

সীরাতে ইবনু হিশামের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার আব্দুর রহমান সুহায়লী (মৃ. ৫৮১ হি.) বলেন, উক্ত হাদীছের বর্ণনায় বুঝা যায়, হাসসান অত্যন্ত কাপুরুষ ব্যক্তি ছিলেন। অনেক বিদ্বান এর বিরোধিতা করেছেন। কারণ হাদীছটির সনদ ‘মুনক্বাতি’। তাছাড়া যদি এটি সঠিক হ'ত, তাহ'লে তাঁর বিরুদ্ধে এজন্য ব্যঙ্গ কবিতা রচিত হ'ত। কেননা তিনি সমকালীন কবি যেরার (ضرار), ইবনুয যিবা'রা (ابْنُ الزِّبَعْرَى) ও অন্যান্য কবিদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা লিখতেন এবং তারাও তার প্রতিবাদে লিখতেন। কিন্তু কেউ তার কাপুরুষতার অভিযোগ করে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু লিখেননি। এটাই ইবনু ইসহাকের উক্ত বর্ণনার দুর্বলতার প্রমাণ বহন করে। আর যদি এটি ছহীহ হয়, তাহ'লে সম্ভবতঃ ঐ সময়ে তিনি অসুস্থ ছিলেন। যা তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখে। আর এটাই তার ব্যাপারে উত্তম ব্যাখ্যা’ *(ইবনু হিশাম ২/২২৮ পৃঃ, টীকা-৪)*।

উল্লেখ্য যে, কবি হাসসান ৪০ হিজরীতে প্রায় ১২০ বছর বয়সে মারা যান। সে হিসাবে খন্দকের সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৮৫ বছর *(ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ, হাসসান ক্রমিক সংখ্যা ১৭০৬)*। এটাও উল্লেখ্য যে, হাসসান বিন ছাবেত রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বদর, ওহোদ ও হোনায়েনসহ সকল যুদ্ধে যোগদান করেছেন। ভীরু হ'লে তা করতেন না। পক্ষান্তরে খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খনন ও মাঝে মধ্যে উভয় পক্ষের তীর বর্ষণ ব্যতীত কিছুই হয়নি। যাতে আউস নেতা সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) আহত হন। ফলে এখানে তার মত বৃদ্ধ ছাহাবীকে সম্ভবতঃ যুদ্ধে যোগদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি’ *(মা শা-'আ ১৬৬-৬৯ পৃঃ)*।

তাদের সাথে জিহাদ করতে পারি। আর যদি তুমি যুদ্ধ চালু রাখ, তা'হলে আমার এই যখম প্রবাহিত করে দাও এবং এতেই আমার মৃত্যু ঘটিয়ে দাও' *(বুখারী হা/৪১২২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, দো'আর শেষাংশে তিনি বলেন, اَللَّهُمَّ لاَ تُخْرِجْ نَفْسِى حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِى مِنْ بَنِى قُرَيْظَةَ. فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَيُسْتَحْيَى نِسَاؤُهُمْ يَسْتَعِينُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُونَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– «أَصَبْتَ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ». وَكَانُوا أَرْبَعَمِائَةً فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمُ انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জান বের করো না, যে পর্যন্ত না বনু কুরায়যার ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল হয়। ফলে তার রক্তস্রোত বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর একটি ফোঁটাও আর পড়েনি, যতক্ষণ না তারা সা'দ-এর ফায়ছালার উপরে রাযী হয়ে যায়। তখন রাসূল (ছাঃ) তার নিকটে এই খবর পাঠান। অতঃপর তিনি (এসে) সিদ্ধান্ত দেন যে, তাদের পুরুষদের হত্যা করা হবে এবং নারীদের বাঁচিয়ে রাখা হবে। যাদেরকে মুসলমানরা ব্যবহার করবে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তাদের মধ্যে আল্লাহ্র ফায়ছালা অনুযায়ী সঠিক ফায়ছালা করেছ। তারা ছিল ৪০০ জন। অতঃপর যখন তাদের হত্যা করা শেষ হয়ে গেল, তখন তার রক্তস্রোত প্রবাহিত হ'ল এবং তিনি মৃত্যুবরণ করলেন'।[৫৮৭]

৩. 'তোমরা তোমাদের (অসুস্থ) নেতাকে এগিয়ে আনো' (قوموا إلى سيدكم) :

বন্দী বনু কুরায়যার মিত্র আউস গোত্রের নেতারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বারবার অনুরোধ করতে লাগল যেন তাদের প্রতি বনু ক্বায়নুক্বার ইহূদীদের ন্যায় সদাচরণ করা হয়। অর্থাৎ সবকিছু নিয়ে মদীনা থেকে জীবিত বের হয়ে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়। বনু ক্বায়নুক্বা ছিল খাযরাজ গোত্রের মিত্র। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমাদেরই এক ব্যক্তি এ বিষয়ে ফায়ছালা করুন। তারা রাযী হ'ল। তখন তিনি আউস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মু'আযের উপরে এর দায়িত্ব দিলেন। তাতে তারা খুব খুশী হ'ল। অতঃপর সা'দ বিন মু'আযকে মদীনা থেকে গাধার পিঠে বসিয়ে সেখানে আনা হ'ল। তিনি খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। সেকারণ তিনি বনু কুরায়যার যুদ্ধে আসতে পারেননি। সা'দ কাছে এসে পৌঁছলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ 'তোমরা তোমাদের (অসুস্থ) নেতাকে এগিয়ে আনো'। অতঃপর তাঁকে গাধার পিঠ থেকে নামিয়ে আনা হ'ল। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, হে সা'দ! إِنَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ قَدْ نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِكَ 'ঐসব লোকেরা তোমার ফায়ছালার উপরে

---

৫৮৭. তিরমিযী হা/১৫৮২; আহমাদ হা/১৪৮১৫ সনদ ছহীহ; ইবনু হিশাম ২/২২৭।

নিজেদেরকে সমর্পণ করেছে'। সা'দ বললেন, وَحُكْمِي نَافِذٌ عَلَيْهِمْ؟ 'আমার ফায়ছালা কি তাদের উপরে প্রযোজ্য হবে? তারা বলল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে তাকালেন। তখন তিনিও বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি ফায়ছালা দেন এই মর্মে যে, এদের পুরুষদের হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদের বন্দী করা হবে এবং মাল-সম্পদ সব বন্টিত হবে'।[৫৮৮] এ ফায়ছালা শুনে রাসূল (ছাঃ) বলে ওঠেন, لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ أَوْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ 'নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্র ফায়ছালা অনুযায়ী অথবা ফেরেশতার ফায়ছালা অনুযায়ী ফায়ছালা করেছ'।[৫৮৯] এই ফায়ছালা যে কত বাস্তব সম্মত ছিল, তা পরে প্রমাণিত হয়। মদীনা থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা গোপনে তাদের দুর্গে ১৫০০ তরবারি, ২০০০ বর্শা, ৩০০ বর্ম, ৫০০ ঢাল মওজুদ করেছিল। যার সবটাই মুসলমানদের হস্তগত হয়' *(আর-রাহীক্ব ৩১৬ পৃঃ)*।

---

৫৮৮. যাদুল মা'আদ ৩/১২১; বুখারী হা/৩০৪৩; মুসলিম হা/১৭৬৮; মিশকাত হা/৩৯৬৩, ৪৬৯৫।

৫৮৯. বুখারী হা/৩৮০৪; মুসলিম হা/১৭৬৮; তবে অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আসমান সমূহের উপর থেকে' (مِنْ فَوْقِ السَّمَاوَاتِ) হাকেম হা/২৫৭০, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৪৫।

এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, অবরুদ্ধ বনু কুরায়যা গোত্র আত্মসমর্পণের পূর্বে পরামর্শের উদ্দেশ্যে ছাহাবী আবু লুবাবাহ বিন আব্দুল মুনযির (রাঃ)-কে তাদের নিকটে প্রেরণের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে প্রস্তাব পাঠায়। কেননা আবু লুবাবার বাগ-বাগিচা, সন্তান-সন্ততি এবং গোত্রীয় লোকেরা ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ায় তার সাথে তাদের সখ্যতা ছিল। অতঃপর আবু লুবাবাহ সেখানে উপস্থিত হ'লে পুরুষেরা ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসে। নারী ও শিশুরা করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করতে থাকে। এতে তার মধ্যে ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়। অতঃপর ইহূদীরা বলল, হে আবু লুবাবাহ! আপনি কি যুক্তিযুক্ত মনে করছেন যে, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আমরা মুহাম্মাদের নিকটে অস্ত্র সমর্পণ করি'। আবু লুবাবাহ বললেন, হ্যাঁ। বলেই তিনি নিজের কণ্ঠনালীর দিকে ইঙ্গিত করলেন। যার অর্থ ছিল 'হত্যা'। কিন্তু এতে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, একাজটি খেয়ানত হ'ল। তিনি ফিরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে না গিয়ে সরাসরি মসজিদে নববীতে গিয়ে খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে ফেলেন ও শপথ করেন যে, রাসূল (ছাঃ) নিজ হাতে তার বন্ধন না খোলা পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত করবেন না এবং আগামীতে কখনো বনু কুরায়যার মাটিতে পা দেবেন না'। ওদিকে তার বিলম্বের কারণ সন্ধান করে রাসূল (ছাঃ) যখন প্রকৃত বিষয় জানতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, যদি সে আমার কাছে আসত, তাহ'লে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। কিন্তু যেহেতু সে নিজেই একাজ করেছে, সেহেতু আল্লাহ তার তওবা কবুল না করা পর্যন্ত আমি তাকে বন্ধনমুক্ত করতে পারব না'।

আবু লুবাবাহ এভাবে ছয় দিন মসজিদে খুঁটির সাথে বাঁধা থাকেন। ছালাতের সময় তার স্ত্রী এসে বাঁধন খুলে দিতেন। পরে আবার নিজেকে বেঁধে নিতেন। এই সময় একদিন প্রত্যুষে তার তওবা কবুল হওয়া সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে অহী নাযিল হয়। তিনি তখন উম্মে সালামাহ্র ঘরে অবস্থান করছিলেন। আবু লুবাবাহ বলেন, এ সময় উম্মে সালামা নিজ কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, يَا أَبَا لُبَابَةَ! أَبْشِرْ فَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَيْكَ 'হে আবু লুবাবাহ, সুসংবাদ গ্রহণ করো! আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করেছেন'। একথা শুনে ছাহাবীগণ ছুটে এসে আমার বাঁধন খুলতে চাইল। কিন্তু আমি অস্বীকার করি। পরে ফজর ছালাতের জন্য বের হয়ে রাসূল (ছাঃ) এসে আমার বাঁধন খুলে দেন' *(ইবনু হিশাম ২/২৩৭; বায়হাক্বী হা/১৩৩০৭; আল-বিদায়াহ ৪/১১৯ সনদ 'মুরসাল'; তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৩৮১)*।

অতঃপর উক্ত বিষয়ে সূরা আনফালের ৫৫-৫৮ এবং সূরা আহযাবের ২৬ ও ২৭ আয়াত নাযিল হয় *(তাফসীর কুরতুবী)*। দুর্ভাগ্য একদল বিদ'আতী লোক قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ বাক্যটিকে মীলাদের মজলিসে রাসূল (ছাঃ)-এর রূহের আগমন কল্পনা করে তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে ক্বিয়াম করার পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকে। এমনকি অনেকে রূহের বসার জন্য একটা খালি চোখ রেখে দেন।

৪. যাঁর মৃত্যুতে আরশ কেঁপে ওঠে (الذى يهتزّ له العرش) :

বনু কুরায়যার ব্যাপারে ফায়ছালা শেষে আহত নেতা সা'দ বিন মু'আযের যখম বিদীর্ণ হয়ে যায়। তখন তিনি মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদেই তার চিকিৎসার জন্য তাঁবু স্থাপন করেন। অতঃপর ক্ষত স্থান দিয়ে রক্তস্রোত প্রবাহিত হওয়া অবস্থায় তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে খন্দক যুদ্ধকালে করা তাঁর পূর্বেকার শাহাদাত নছীব হওয়ার দো'আ কবুল হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ 'সা'দ বিন মু'আযের মৃত্যুতে আল্লাহ্র আরশ কেঁপে ওঠে'।[৫৯০] ফেরেশতাগণ তার লাশ উত্তোলন করে কবরে নিয়ে যান।[৫৯১] অর্থাৎ কবরে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর লাশ হালকা অনুভূত হওয়ায় মুনাফিকরা তাচ্ছিল্য করে বলে, তার লাশটি কতই না হালকা! এর দ্বারা তারা বনু কুরায়যার ব্যাপারে সা'দের কঠিন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যুলুম করার প্রতি ইঙ্গিত করে। এ খবর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছে গেলে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন *(তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী)*।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২৬ (العبر –٢٦) :

(১) কপট লোকদের পরামর্শ ও তাদের সংস্রব হ'তে দূরে থাকতে হবে। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং বিতাড়িত বনু নাযীর নেতা হুয়াই বিন আখত্বাবের কুপরামর্শ গ্রহণ করার ফলেই বনু কুরায়যাকে মর্মান্তিক পরিণতি বরণ করতে হয়।

(২) চুক্তি রক্ষা করা সবচেয়ে যরূরী বিষয়। চুক্তি ভঙ্গের কারণে ব্যক্তি ও জাতি ধ্বংস হয়।

(৩) নেতৃত্বের আমানত রক্ষা করা খুবই কঠিন বিষয়। বনু কুরায়যা নেতা কা'ব বিন আসাদ সেটা করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলেই গোটা সম্প্রদায়ের উপর নেমে আসে লোমহর্ষক পরিণতি।

---

৫৯০. বুখারী হা/৩৮০৩; মুসলিম হা/২৪৬৬; মিশকাত হা/৬১৯৭।
৫৯১. তিরমিযী হা/৩৮৪৯; মিশকাত হা/৬২২৮, সনদ ছহীহ।

খন্দক ও বনু কুরায়যা পরবর্তী যুদ্ধসমূহ

(السرايا والغزوات بعد الأحزاب)

৩৩. সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন আতীক আনছারী (سرية عبد الله بن عتيق الأنصارى) **:** ৫ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাস। বনু কুরায়যার শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার পর খায়বরের আবু রাফে' দুর্গের অধিপতি অন্যতম শীর্ষ দুষ্টমতি ইহূদী নেতা এবং মদীনা থেকে বিতাড়িত বনু নাযীর গোত্রের অন্যতম সর্দার সাল্লাম বিন আবুল হুক্বাইক্বকে হত্যার জন্য খাযরাজ গোত্রের বনু সালামাহ শাখার লোকেরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে দাবী করে। সাল্লামের উপনাম ছিল আবু রাফে'। সে ছিল কা'ব বিন আশরাফের ন্যায় প্রচণ্ড ইসলাম ও রাসূল বিদ্বেষী ইহূদী নেতা। মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বদা সে শত্রুপক্ষকে সাহায্য করত। ওহোদ যুদ্ধের দিন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্ররোচনায় আউস গোত্রের বনু হারেছাহ ও খাযরাজ গোত্রের বনু সালামাহ শাখার লোকেরা ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা যায়নি। এ সম্পর্কে সূরা আলে ইমরান ১২২ আয়াত নাযিল হয়। খন্দকের যুদ্ধের দিনও এরা মুনাফিকদের প্ররোচনায় যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে যেতে চেয়েছিল এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ওযর পেশ করেছিল *(আহযাব ৩৩/১২-১৩)*। সেই বদনামী দূর করার জন্য এবং ইতিপূর্বে ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে আউস গোত্রের লোকেরা মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্‌র নেতৃত্বে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে কা'ব বিন আশরাফকে রাতের বেলায় হত্যা করে যে প্রশংসা কুড়িয়েছিল, অনুরূপ একটি দুঃসাহসিক কাজ করার জন্য তারা রাসূল (ছাঃ)-এর অনুমতি প্রার্থনা করে।

অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুমতি নিয়ে আব্দুল্লাহ বিন আতীকের নেতৃত্বে তাদের পাঁচ সদস্যের একটি দল খায়বর অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং রাতের বেলা কৌশলে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আবু রাফে' সাল্লাম বিন আবুল হুক্বাইক্বকে হত্যা করে ফিরে আসে। বারা বিন 'আযেব (রাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আতীক বলেন, ঘুমন্ত অবস্থায় আবু রাফে'-এর পেটে তরবারি চালিয়ে হত্যা করার পর আমি দরজা খুলে বেরিয়ে আসি। তখন চাঁদনী রাতে সিঁড়ির শেষ মাথায় এসে পা ফসকে পড়ে যাই। এতে আমার পায়ের নলা ভেঙ্গে যায়। তখন আমি আমার পাগড়ী দিয়ে ওটা বেঁধে ফেলি। তারপর আমার সাথীদের নিকট চলে আসি। অতঃপর আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছে যাই এবং ঘটনা বলি। তখন তিনি আমাকে বলেন, اُبْسُطْ رِجْلَكَ 'তোমার পা বাড়িয়ে দাও'। আমি পা বাড়িয়ে দিলাম। তিনি তাতে হাত বুলিয়ে দিলেন। তখন আমার মনে হ'ল, এখানে কোনদিন কোন যখম ছিল না'।[৫৯২]

---

৫৯২. বুখারী হা/৪০৩৯; মিশকাত হা/৫৮৭৬, 'মু'জেযা সমূহ' অনুচ্ছেদ-৭; আর-রাহীক্ব ৩১৯-২০ পৃঃ।

৩৪. সারিইয়া মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (سرية محمد بن مسلمة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাস। মদীনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী নাজদের বনু বকর বিন কিলাব গোত্রের প্রতি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ আনছারীর নেতৃত্বে ৩০ জনের এই দলকে ১০ই মুহাররম তারিখে মদীনা থেকে প্রেরণ করা হয়। মুসলিম সেনাদল সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে তারা পালিয়ে যায়। তাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে আসার পথে ইয়ামামার হানীফা গোত্রের সরদার ছুমামাহ বিন আছাল হানাফী (ثُمامةُ بنُ آثَالٍ الْحَنَفِى) তাদের হাতে গ্রেফতার হয়। উক্ত ব্যক্তি ইয়ামামার নেতা মুসায়লামার নির্দেশ মতে ছদ্মবেশে মদীনায় যাচ্ছিল রাসূল (ছাঃ)-কে গোপনে হত্যা করার জন্য।

ছুমামাহ্র ইসলাম গ্রহণ (إسلام ثمامة) :

ছুমামাকে এনে মসজিদে নববীর খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ‘তোমার নিকটে কি আছে হে ছুমামাহ! সে বলল, عِنْدِى يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ ‘আমার নিকটে মঙ্গল আছে হে মুহাম্মাদ’! আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন, তাহ’লে এমন একজনকে হত্যা করবেন যার বদলায় রক্ত প্রবাহিত হবে। যদি অনুগ্রহ করেন, তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপরে অনুগ্রহ করবেন। আর যদি সম্পদ চান, তবে যা চাইবেন তাই আপনাকে দেওয়া হবে’।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছু না বলে ফিরে গেলেন। এভাবে তিনদিন একই প্রশ্নের একই উত্তর পাওয়ার পর তিনি তাঁকে মুক্তির নির্দেশ দেন। মুক্তি পেয়ে তিনি মসজিদের নিকটবর্তী বাক্বী‘ গারক্বাদের খেজুর বাগানে গেলেন ও গোসল করলেন। অতঃপর মসজিদে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে বায়‘আত গ্রহণের মাধ্যমে ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর বলেন, وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، وَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ دِينٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ وَقَدْ أَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الْأَدْيَانِ إِلَيَّ ‘আল্লাহ্র কসম! এ পৃথিবীতে আপনার চাইতে নিকৃষ্ট চেহারা আমার কাছে ছিলনা। কিন্তু এখন সেটি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় চেহারায় পরিণত হয়েছে। একইভাবে আল্লাহ্র কসম! এ পৃথিবীতে আপনার দ্বীনের চাইতে নিকৃষ্ট কোন দ্বীন আমার কাছে ছিলনা। কিন্তু এখন সেটি আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় দ্বীনে পরিণত হয়েছে’। অতঃপর ছুমামাহ মক্কায় গিয়ে ওমরাহ করেন। সেখানে কুরায়েশ নেতারা তাকে বলে, أَصَبَوْتَ؟ ‘তুমি কি ধর্মত্যাগী হয়ে গেছ?’ জবাবে তিনি

বলেন, لاَ وَاللهِ وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّد না। আল্লাহ্র কসম! আমি মুহাম্মাদের সাথে মুসলমান হয়েছি'। অতঃপর তিনি তাদের হুমকি দিয়ে বললেন, وَاللهِ لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ 'আল্লাহ্র কসম! ইয়ামামা থেকে তোমাদের জন্য গমের একটি দানাও আর আসবে না, যে পর্যন্ত না রাসূল (ছাঃ) অনুমতি দেন'।[৫৯৩] ঐ সময় ইয়ামামা ছিল মক্কাবাসীদের জন্য শস্যভাণ্ডার স্বরূপ। হুমকি মতে শস্য আগমন বন্ধ হয়ে গেলে মক্কাবাসীগণ বাধ্য হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে পত্র লেখে। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে পুনরায় শস্য রফতানী শুরু হয়'।[৫৯৪]

মুহাররম মাসের একদিন বাকী থাকতে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্র এই সেনাদল মদীনায় ফিরে আসে। এই অভিযান পরবর্তী সময়ের জন্য খুবই ফলদায়ক প্রমাণিত হয়।

৩৫. সারিইয়া উক্কাশা বিন মিহছান (سرية عكاشة بن محصن) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আউয়াল অথবা আখের। ৪০ জনের একটি সেনাদল বনু আসাদ গোত্রের গামর (ماء غَمْر) প্রস্রবণের দিকে উক্কাশার নেতৃত্বে প্রেরিত হয়। কেননা বনু আসাদ গোত্র মদীনায় হামলা করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছিল। মুসলিম বাহিনীর আকস্মিক উপস্থিতিতে তারা পালিয়ে যায়। পরে গণীমত হিসাবে ২০০ উট নিয়ে অত্র বাহিনী মদীনায় ফিরে আসে।[৫৯৫]

৩৬. সারিইয়া মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (سرية محمد بن مسلمة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আউয়াল অথবা আখের। ১০ সদস্যের একটি বিদ্বান দল মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্র নেতৃত্বে বনু ছা'লাবাহ অঞ্চলের যুল-ক্বাছছা (ذُو الْقَصَّة) নামক স্থানে প্রেরিত হয়। মানছূরপুরী বলেন, এঁরা সেখানে দ্বীনের দাওয়াত ও তা'লীমের জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় শত্রুদের প্রায় একশত লোক এসে তাদেরকে হত্যা করে। দলনেতা মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ আহত অবস্থায় ফিরে আসতে সক্ষম হন।[৫৯৬]

৩৭. সারিইয়া আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (سرية أبي عبيدة بن الجراح) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আখের। পূর্বের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ৪০ জনের এই দল যুল-ক্বাছছায় প্রেরিত হয়। কিন্তু বনু ছা'লাবাহ গোত্রের সবাই পালিয়ে যায়। একজন

৫৯৩. বুখারী হা/৪৩৭২; মুসলিম হা/১৭৬৪; ইবনু হিশাম ২/৬৩৮-৩৯; যাদুল মা'আদ ৩/২৪৮; আর-রাহীক্ব ৩২১ পৃঃ।
৫৯৪. ইবনু হিশাম ২/৬৩৮-৩৯; যাদুল মা'আদ ৩/২৪৮; আল-বিদায়াহ ৪/১৪৯।
৫৯৫. ওয়াক্বেদী, মাগাযী ২/৫৫০; যাদুল মা'আদ ৩/২৫০; আর-রাহীক্ব ৩২২ পৃঃ।
৫৯৬. আর-রাহীক্ব ৩২২ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/২৫১; আল-বিদায়াহ ৪/১৪৯।

গ্রেফতার হ'লে সে মুসলমান হয়ে যায়। ফলে তাদের পরিত্যক্ত গবাদিপশু নিয়ে তারা ফিরে আসেন।[৫৯৭]

৩৮. সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ (سرية زيد بن حارثة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আখের। যায়েদ বিন হারেছাহ্র নেতৃত্বে একটি সেনাদল মার্রুয যাহরানের বনু সুলায়েম গোত্রের 'জামূম' (ماء جَمُوم) ঝর্ণার দিকে প্রেরিত হয়। বনু সুলায়েমের কয়েকজন লোক বন্দী হয়। মুযাইনা গোত্রের হালীমা নাম্নী একজন বন্দী মহিলা সহ বাকী বন্দী ও গবাদিপশু নিয়ে যায়েদ মদীনায় ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বন্দীদের ছেড়ে দেন ও মহিলাকে মুক্ত করে বিবাহের ব্যবস্থা করে দেন।[৫৯৮]

৩৯. গাযওয়া বনু লেহিয়ান (غزوة بني لحيان) : ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল ঊলা মাস। ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে এই গোত্রের লোকেরা প্রতারণার মাধ্যমে ডেকে নিয়ে মক্কা সীমান্তে রাজী' নামক স্থানে ১০ জন নিরীহ ছাহাবীকে হত্যা করে। যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত খোবায়েব বিন 'আদী (রাঃ)। তাদের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য বনু কুরায়যাকে বহিষ্কারের ৬ মাস পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং ২০০ সৈন্য নিয়ে এই অভিযানে বের হন। আমাজ ও ওসফানের (بَيْنَ أَمَجَ وَعُسْفَانَ) মধ্যবর্তী রাজী' পৌঁছে 'গুরান' (غُرَانَ) উপত্যকার যে স্থানে ৮ জন ছাহাবীকে হত্যা করা হয়েছিল, সেখানে উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করুণাসিক্ত হয়ে পড়েন ও তাদের জন্য দো'আ করেন (فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ وَدَعَا لَهُمْ)। বনু লেহিয়ান গোত্রের লোকেরা পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে দু'দিন অবস্থান করেন। পরে তিনি মক্কার দিকে 'উসফান' ও 'কুরা'উল গামীম' এলাকায় ছোট ছোট দল প্রেরণ করেন। যাতে মক্কাবাসীরা এ খবর জানতে পারে। অবশেষে শত্রুপক্ষের কারু নাগাল না পেয়ে ১৪ দিন পরে মদীনায় ফিরে আসেন। এরপর থেকে তিনি বেদুঈন হামলা বন্ধের জন্য বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট অভিযান সমূহ প্রেরণ করতে থাকেন। এই অভিযানের সময় মদীনার দায়িত্বে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)।[৫৯৯]

৪০. সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ (سرية زيد بن حارثة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল ঊলা। ১৭০ জনের একটি দল নিয়ে তিনি শামের সমুদ্রোপকূলবর্তী সায়ফুল বাহর এলাকার 'ঈছ (الْعِيْص) অভিমুখে প্রেরিত হন। এখানে তখন মক্কা থেকে পলাতক নও

---

৫৯৭. আর-রাহীক্ব ৩২৩ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/২৫০।
৫৯৮. যাদুল মা'আদ ৩/২৫১; আর-রাহীক্ব ৩২৩ পৃঃ।
৫৯৯. যাদুল মা'আদ ৩/২৪৬-৪৭; ইবনু হিশাম ২/২৭৯; আর-রাহীক্ব ৩২২ পৃঃ ।

মুসলিম আবু জান্দাল, আবু বাছীর ও তাদের সাথীরা অবস্থান করতেন এবং কুরায়েশ কাফেলার উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন। ঐপথে তখন রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা আবুল 'আছ বিন রবী'-এর নেতৃত্বে একটি কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলা মক্কা অভিমুখে অতিক্রম করছিল। আবুল 'আছ লুকিয়ে দ্রুত মদীনায় এসে নবী তনয়া যয়নবের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাসূল (ছাঃ)-কে কাফেলার সব মালামাল ফেরত দানের অনুরোধ করেন। সেমতে তাকে সব মাল ফেরৎ দেওয়া হয়। আবুল 'আছ মক্কায় গিয়ে পাওনাদারদের মালামাল বুঝিয়ে দেন ও প্রকাশ্যে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেন। অতঃপর তিনি মদীনায় ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যয়নবকে পূর্বের বিবাহের উপরে তার স্বামীর নিকটে অর্পণ করেন। উল্লেখ্য যে, আবুল 'আছ ছিলেন যয়নবের আপন খালাতো ভাই এবং খালা খাদীজা (রাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাদের বিবাহ হয়।[৬০০]

ওয়াক্বেদীর বর্ণনা মতে ঘটনাটি ছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল ঊলা মাসের *(ওয়াক্বেদী ২/৫৫৩)*। কিন্তু মূসা বিন উক্ববা ধারণা করেন যে, ঘটনাটি ছিল হোদায়বিয়া সন্ধির পরের *(যাদুল মা'আদ ৩/২৫২)*। ইবনু ইসহাক এটাকে মক্কা বিজয়ের সামান্য পূর্বে (قُبَيْلَ الْفَتْحِ) বলেছেন *(ইবনু হিশাম ১/৬৫৭)*। সেটাই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা হাদীছে ৬ বছর পরে যয়নাবকে তার স্বামীর নিকটে সমর্পণের কথা এসেছে *(তিরমিযী হা/১১৪৩)*। অন্য বর্ণনায় 'দুই বছরের' কথা এসেছে *(আবুদাঊদ হা/২২৪০ সনদ ছহীহ)*। ইবনু কাছীর বলেন, তার অর্থ হ'ল ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধির পর কাফির ও মুসলিমে বিবাহ ছিন্ন হওয়ার যে আয়াত নাযিল হয়, তার দু'বছর পরে *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা মুমতাহিনা ১০ আয়াত)*।

৪১. সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ (سرية زيد بن حارثة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ। ১৫ সদস্যের একটি বাহিনীসহ তিনি মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে বনু ছা'লাবাহ গোত্রের 'তারাফ' (الطَّرَف) অথবা 'তুরুক্ব' (طُرُق) নামক স্থানে প্রেরিত হন। কিন্তু শত্রুপক্ষ পালিয়ে যায়। ৪ দিন অবস্থান শেষে গণীমতের ২০টি উট নিয়ে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন।[৬০১]

৪২. সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ (سرية زيد بن حارثة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রজব মাস।

১২ জনের একটি দল নিয়ে ওয়াদিল ক্বোরা (وادي الْقُرَى) এলাকায় প্রেরিত হন শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। কিন্তু এলাকাবাসী তাদের উপরে অতর্কিতে হামলা করে ৯ জনকে হত্যা করে। দলনেতা যায়েদসহ তিনজন কোন মতে রক্ষা পান *(আর-রাহীক্ব ৩২৩ পৃঃ)*।

---

৬০০. যাদুল মা'আদ ৩/২৫২; ওয়াক্বেদী, মাগাযী ২/৫৫৩; আর-রাহীক্ব ৩২৩ পৃঃ।
৬০১. ওয়াক্বেদী, মাগাযী ২/৫৫৫; যাদুল মা'আদ ৩/২৫১; আর-রাহীক্ব ৩২৩ পৃঃ।

৪৩. বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধ (غزوة بني المصطلق أو المريسيع)

(৬ষ্ঠ হিজরীর ৩রা শা'বান)

মদীনা থেকে একদিনের পথের দূরত্বে অবস্থিত *(যাদুল মা'আদ ৩/২২৯ টীকা-২)* মুরাইসী' নামক ঝর্ণাধারার নিকট উপনীত হওয়ার পর উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়। মুসলমানগণ সহজে বিজয় অর্জন করেন। কাফের পক্ষের ১০ জন নিহত ও ১৯ জন আহত হয়। মুসলিম পক্ষে একজন নিহত হন। জনৈক আনছার তাকে শত্রু ভেবে ভুলক্রমে হত্যা করেন। গোত্রনেতা হারেছ কন্যা জুওয়াইরিয়া (جُوَيْرِيَة)-এর সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহ হয়। ফলে শ্বশুর গোত্রের লোক হওয়ায় বিজিত দলের একশ' পরিবারকে মুক্তি দিলে তারা সবাই ইসলাম কবুল করে। ওহোদ যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম মুনাফিকদের একটি দলকে এই সময় রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তারা যথারীতি মুনাফেকী করে। যুদ্ধ হ'তে ফেরার পথে ইফকের ঘটনা ঘটে এবং এদেরই চক্রান্তে তাতে নানা ডালপালা বিস্তার করে। এই সময় সূরা মুনাফিকূন নাযিল হয় এবং পরে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতা বর্ণনায় সূরা নূর ১১-২০ পর্যন্ত ১০টি আয়াত নাযিল হয়।[৬০২] বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

যুদ্ধের কারণ (سبب الغزوة) : মদীনায় এ মর্মে খবর পৌঁছে যে, বনু মুছত্বালিক্ব গোত্রের সর্দার হারেছ বিন আবু যিরার (الحارث بنُ أبي ضِرَار) রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নিজ গোত্র এবং সমমনা অন্যান্য আরব বেদুঈনদের সাথে নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেছেন। বুরাইদা আসলামীকে পাঠিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উক্ত খবরের সত্যতা যাচাই করলেন। তিনি সরাসরি গোত্রনেতা হারেছ-এর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে উক্ত বিষয়ে অবহিত করেন। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ৩রা শা'বান তারিখে মদীনা হ'তে সসৈন্যে রওয়ানা হন। সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি। তবে ওহোদ যুদ্ধ থেকে পিছু হটার পর এ যুদ্ধেই প্রথম মুনাফিকদের একটি দল রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধে গমন করে। এ সময় মদীনার দায়িত্ব যায়েদ বিন হারেছাহ অথবা আবু যার গেফারী অথবা নামীলাহ বিন আব্দুল্লাহ লায়ছীর উপরে অর্পণ করা হয়।

যাত্রা পথে গোত্রনেতা হারেছ প্রেরিত একজন গুপ্তচর আটক হয় ও নিহত হয়। এ খবর জানতে পেরে হারেছ বাহিনীতে আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং তার সঙ্গে থাকা আরব বেদুঈনরা সব পালিয়ে যায়। ফলে বনু মুছত্বালিকের সাথে কুদাইদ (قُدَيْد)-এর সন্নিকটে সাগর তীরবর্তী মুরাইসী' নামক ঝর্ণার পার্শ্বে মুকাবিলা হয় এবং তাতে সহজ বিজয় অর্জিত হয়।

৬০২. ইবনু হিশাম ২/২৯৭; যাদুল মা'আদ ৩/২৩৭; আর-রাহীক্ব ৩২৫ পৃঃ।

উক্ত যুদ্ধ সম্পর্কে জীবনীকারগণের বক্তব্য উক্ত রূপ। তবে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন যে, উক্ত বর্ণনা ভ্রমাত্মক (وَهْمٌ)। কেননা প্রকৃত প্রস্তাবে বনু মুছত্বালিকের সাথে মুসলিম বাহিনীর কোন যুদ্ধই হয়নি। বরং মুসলিম বাহিনী তাদের উপরে আকস্মিক হামলা চালালে তারা সব পালিয়ে যায় ও তাদের নারী-শিশুসহ বহু লোক বন্দী হয়।[৬০৩]

বন্দীদের মধ্যে গোত্রনেতা হারেছ বিন যিরারের কন্যা জুওয়াইরিয়া (جُوَيْرِيَةُ) ছিলেন। যিনি ছাবেত বিন ক্বায়েস-এর ভাগে পড়েন। ছাবেত তাকে 'মুকাতিব' হিসাবে চুক্তিবদ্ধ করেন। মুকাতিব ঐ দাস বা দাসীকে বলা হ'ত, যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ স্বীয় মনিবকে দেয়ার শর্তে চুক্তি সম্পাদন করে এবং উক্ত অর্থ পরিশোধ করার পর সে স্বাধীন হয়ে যায়। নবী করীম (ছাঃ) তার পক্ষ থেকে চুক্তি পরিমাণ অর্থ প্রদান পূর্বক তাকে মুক্ত করেন এবং গোত্র নেতার কন্যা হিসাবে তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেন। এই বিবাহের ফলশ্রুতিতে মুসলমানগণ বনু মুছত্বালিক গোত্রের বন্দী একশত পরিবারের সবাইকে মুক্ত করে দেন এবং তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। এর ফলে তারা 'রাসূল (ছাঃ)-এর শ্বশুর গোত্রের লোক' (أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ) বলে পরিচিতি পায়' *(আবুদাঊদ হা/৩৯৩১, সনদ হাসান)*।

মুনাফিকদের অপতৎপরতা (الدور الشنيع للمنافقين) :

বদর, ওহোদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধের এবং সর্বোপরি মুনাফিকদের সবচেয়ে বড় সহযোগী ইহূদী গোত্রগুলিকে মদীনা থেকে বিতাড়নের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হয়ত ভেবেছিলেন যে, মুনাফিকদের স্বভাবে এখন পরিবর্তন আসবে। কিন্তু কারু অন্তরে একবার কপটতা দানা বাঁধলে তা থেকে নিস্তার পাওয়া যে নিতান্তই অবাস্তব ব্যাপার, মুনাফিকদের আচরণে আবারো তা প্রমাণিত হ'ল। বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে এসে মুনাফিকদের স্বভাবে কোন পরিবর্তন তো দেখাই যায়নি, বরং তা আরও নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়। নিম্নে আমরা তাদের পূর্বেকার আচরণ ও পরের আচরণ একই সাথে বর্ণনা করব।-

পূর্বেকার আচরণ (معاملتهم سابقا) :

কতগুলি ঘটনার সাহায্যে তুলে ধরাই উত্তম হবে। যেমন-

(১) আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র মিলিতভাবে তাদের নেতা হিসাবে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে বরণ করে নেবার জন্য যখন মণিমুক্তাখচিত মুকুট তৈরী করেছিল, সে সময় হিজরত সংঘটিত হওয়ার ফলে সকলে আব্দুল্লাহকে ছেড়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নেতৃত্বে বরণ করে নেয়। এতে রাসূলকেই সে তার নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য পরোক্ষভাবে

---

৬০৩. যাদুল মা'আদ ৩/২৩০-৩১; বুখারী হা/২৫৪১; ফাৎহুল বারী 'ইফকের ঘটনা' (بَابُ حَدِيثِ الْإِفْكِ)-এর পূর্বের অনুচ্ছেদ, ৭/৪৩১ পৃঃ।

Contents

দায়ী করে। ফলে শুরু থেকেই সে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে তার দলবল নিয়ে চক্রান্ত করতে থাকে। যেমন একদিন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খাযরাজ গোত্রের অসুস্থ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহকে দেখার জন্য গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলেন। তখন পথিপার্শ্বে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বসা আব্দুল্লাহ বিন উবাই নাকে কাপড় চাপা দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে তাচ্ছিল্য করে বলে ওঠে, لاَ تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا 'আমাদের উপরে ধূলোবালি উড়িয়ো না' *(বুখারী হা/৬২০৭)*।

(২) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন মজলিসে লোকদের কুরআন শুনাতেন, তখন সেখানে সে উপস্থিত হয়ে বলত, إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ، إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلاَ تُؤْذِينَا بِهِ فِى مَجْلِسِنَا، ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ 'তুমি যা বল তা সুন্দর নয়। যদি তা সত্য হয়, তবে তা দিয়ে তুমি এ মজলিসে আমাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। তুমি তোমার ঘরে চলে যাও। তোমার কাছে যে আসে, তার কাছে এসব কথা বল'।[৬০৪] এগুলি ছিল তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার আচরণ।

পরের আচরণ (معاملتهم من بعد) :

২য় হিজরীর ১৭ই রামাযান শুক্রবার বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অকল্পনীয় বিজয় লাভে সে ভীত হয়ে পড়ে এবং দলবল সহ দ্রুত এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ইসলাম কবুল করে। কিন্তু এটা ছিল বাহ্যিক। তার মনের ব্যাধি আগের মতই ছিল। ফলে তার প্রকাশভঙ্গীতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল। যেমন-

(১) জুম'আর দিন খুৎবা দানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে দণ্ডায়মান হওয়ার প্রাক্কালে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই উঠে দাঁড়িয়ে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বলত, هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، أَكْرَمَكُمُ اللهُ وَأَعَزَّكُمْ بِهِ، فَانْصُرُوهُ وَعَزِّرُوهُ، وَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا- 'ইনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তোমাদের মাঝে উপস্থিত। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন ও গৌরবান্বিত করেছেন। অতএব তোমরা তাঁকে সাহায্য কর ও তাঁকে শক্তিশালী কর। তোমরা তাঁর কথা শোন ও তাঁকে মেনে চল'। বলেই সে বসে পড়ত। তারপর রাসূল (ছাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন'।[৬০৫] এগুলি ছিল বদর থেকে ওহোদের মধ্যবর্তী সময়ের আচরণ।

(২) ৩য় হিজরীর ৭ই শাওয়াল শনিবার সকালে ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐদিন ফজরের সময় শাওত্ব (الشَّوط) নামক স্থান হ'তে যুদ্ধের ময়দানে রওয়ানাকালে সে তার

৬০৪. বুখারী হা/৪৫৬৬, মুসলিম হা/১৭৯৮, ইবনু হিশাম ১/৫৮৪, ৮৭।
৬০৫. ইবনু হিশাম ২/১০৫। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ *(তাহকীক, ইবনু হিশাম ক্রমিক ১১৯৩)*।

৩০০ সাথী নিয়ে পিছু হটে যায়। সে ভেবেছিল বাকীরাও তার পথ ধরবে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যুদস্ত হবেন। কিন্তু তা হয়নি। বরং কুরায়েশরা কেবল সাময়িক বিজয়ের সান্ত্বনা নিয়ে ফিরে যায় শূন্য হাতে। তাতে রাসূল (ছাঃ) ও মুসলিম বাহিনীর মনোবলে সামান্যতম চিড় ধরেনি। বরং যুদ্ধের পরের দিনই তারা কুরায়েশ বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়ে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করেন। খবর পেয়ে আবু সুফিয়ান ভয়ে তার বাহিনী নিয়ে দ্রুত মক্কা অভিমুখে পালিয়ে যান। এসব দেখে-শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই আবারো ভীত হয়ে পড়ে। ফলে পরবর্তী জুম'আর দিন সে পূর্বের ন্যায় উঠে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসাসহ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আহ্বান জানায়। কিন্তু এবার মুছল্লীগণ তাকে আর ছাড় দিল না। মসজিদের সকল প্রান্ত হ'তে আওয়ায উঠল اجْلِسْ أَيْ عَدُوَّ اللهِ، لَسْتَ لِذَلِكَ بِأَهْلٍ وَقَدْ صَنَعْتَ مَا صَنَعْتَ، 'বস হে আল্লাহ্‌র দুশমন! তুমি একাজের যোগ্য নও। তুমি যা করেছ তাতো করেছই'। লোকদের বিক্ষোভের মুখে সে বকবক করতে করতে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় বলতে থাকে, আমি যেন এখানে কোন অপরাধী এসেছি। আমি তাঁরই সমর্থনে বলার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম'। তখন বাইরে দাঁড়ানো জনৈক আনছার তাকে বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক! ফিরে চল। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। জবাবে সে বলল, وَاللهِ مَا أَبْتَغِي أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি চাই না যে তিনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন' *(ইবনু হিশাম ২/১০৫)*। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ- سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ- (المنافقون ٥-٦)-

'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা তাদের মাথা নাড়ে। আর তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে, অহংকার বশতঃ বিমুখ হয়ে চলে যেতে। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর, তাদের জন্য দু'টিই সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। অবশ্যই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মুনাফিক্বূন ৬৩/৫-৬)*।

(৩) ৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে বনু নাযীর ইহূদী গোত্রকে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ উস্কে দিয়ে বলেছিল, তোমরা মুহাম্মাদ-এর কথামত মদীনা থেকে বের হয়ে যেয়ো না। বরং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। আমার দু'হাযার সৈন্য রয়েছে, যারা তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করবে'।[৬০৬] এছাড়াও বনু কুরায়যা ও বনু গাত্বফানের লোকেরা সাহায্য করবে। আল্লাহ্‌র ভাষায়,

৬০৬. ইবনু সা'দ ২/৪৪; আর-রাহীক্ব ২৯৫ পৃঃ।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيْعُ فِيْكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ-

‘তুমি কি মুনাফিকদের দেখোনি যারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদের বলে, তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্যই বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনোই কারু কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করব। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী’ *(হাশর ৫৯/১১)*।

মুনাফিকদের উপরোক্ত উস্কানিতে বনু নাযীর সহজভাবে বেরিয়ে না গিয়ে যুদ্ধের ঘোষণা দিল। ফলে মুসলিম বাহিনীর অবরোধের মুখে পড়ে অবশেষে তারা চিরদিনের মত মদীনা থেকে নির্বাসিত হ’ল। অথচ মুনাফিকরা বা অন্য কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ- فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ‘(মুনাফিকরা) শয়তানের মত। যে মানুষকে কাফের হ’তে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে, আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি বিশ্ব পালক আল্লাহকে ভয় করি’। ‘অতঃপর উভয়ের পরিণতি হয় এই যে, তারা উভয়ে জাহান্নামে যাবে এবং সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। আর এটাই হ’ল যালেমদের শাস্তি’ *(হাশর ৫৯/১৬-১৭)*।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ কাফিরদেরকে মুনাফিকদের ‘ভাই’ বলেছেন। এতে পরিষ্কার যে, দু’জনের শাস্তি পরকালে একই।

(৪) ৫ম হিজরীর শাওয়াল ও যুলক্বা‘দাহ মাসে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা নানাবিধ কথা বলে সাধারণ মুসলমানদের মন ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করে। এমনকি খাযরাজ গোত্রের বনু সালামাহ্র লোকদের মন ভেঙ্গে যায় ও তারা ফিরে যাবার চিন্তা করতে থাকে। তারা এতদূর পর্যন্ত বলে ফেলে যে, রাসূল আমাদেরকে যেসব ওয়াদা দিয়েছেন, তা সবই প্রতারণা বৈ কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সূরা আহযাব ১২ হ’তে ২০ আয়াত পর্যন্ত নাযিল করে মুনাফিকদের মুখোশ খুলে দেন।

(৫) ৫ম হিজরীর যুলক্বা‘দাহ মাসে যখন যয়নব বিনতে জাহশের সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহ হয়, তখন উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ অত্যন্ত নগ্নভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র হননের চেষ্টা করে।

যায়েদ ছিল নবুঅত-পূর্বকাল থেকেই রাসূল (ছাঃ)-এর পোষ্যপুত্র। তাকে ‘মুহাম্মাদ পুত্র যায়েদ’ (زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) বলে ডাকা হ’ত *(ইবনু সা‘দ ৩/৩১)*। জাহেলী যুগে পোষ্যপুত্রের

স্ত্রী নিজ পুত্রের স্ত্রীর ন্যায় হারাম গণ্য হ'ত। এই অযৌক্তিক কুপ্রথা ভাঙ্গার জন্যই আল্লাহ্র হুকুমে এই বিবাহ হয় *(আহযাব ৩৩/৩৭)*। কিন্তু মুনাফিকরা উল্টা ব্যাখ্যা দিয়ে কুৎসা রটাতে থাকে। তাদের এই কুৎসা রটনা সাধারণ মুসলমানদের প্রভাবিত করে। যা আজও কিছু মুনাফিক ও দুর্বলচিত্ত কবি-সাহিত্যিক ও রাজনীতিকদের উপজীব্য হয়ে রয়েছে। যয়নবকে বিয়ে করার এই ঘটনার মধ্যে ইহূদী-নাছারাদেরও প্রতিবাদ ছিল। যারা নবী ওযায়ের ও ঈসাকে 'আল্লাহ্র পুত্র' বলত *(তওবাহ ৯/৩০)*। অথচ সৃষ্টি কখনো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পুত্র হ'তে পারে না। যেমন অপরের ঔরসজাত সন্তান কখনো নিজ সন্তান হ'তে পারে না। তৃতীয়তঃ ইসলামে চারটির অধিক স্ত্রী একত্রে রাখা নিষিদ্ধ। আর যয়নব ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর পঞ্চম স্ত্রী। অথচ এটি যে ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য 'খাছ' এবং বিশেষ কারণে বিশেষ অনুমতি *(আহযাব ৩৩/৫০)*, সেকথা তারা পরোয়া করত না। ফলে এটিও ছিল তাদের অপপ্রচারের অন্যতম সুযোগ। এসবই হচ্ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নেতৃত্বে।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি ছিল বনু মুছত্বালিক যুদ্ধের পূর্বেকার। এক্ষণে আমরা দেখব প্রথম বারের মত বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে যাবার অনুমতি পেয়ে এই মুনাফিকরা সেখানে গিয়ে কি ধরনের অপতৎপরতা চালিয়েছিল।-

(৬) ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধ হয়। এ সময় মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীরা প্রধানতঃ ২টি বাজে কাজ করে। এক- তার ভাষায় নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের অর্থাৎ মুহাজিরদের মদীনা থেকে বের করে দেবার হুমকি এবং দুই- হযরত আয়েশার চরিত্রে কালিমা লেপন করে কুৎসা রটনা, যা ইফকের ঘটনা হিসাবে প্রসিদ্ধ। প্রথমটির বিবরণ নিম্নরূপ :

(ক) মুহাজিরদের মদীনা থেকে বের করে দেবার হুমকি (تهديد إخراج المهاجرين من المدينة) : বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধ শেষে যখন রাসূল (ছাঃ) মুরাইসী' ঝর্ণার পাশে অবস্থান করছেন, এমন সময় কিছু লোক পানি নেওয়ার জন্য সেখানে আসে। আগতদের মধ্যে ওমর (রাঃ)-এর একজন কর্মচারী জাহজাহ আল-গেফারী (جَهْجَاهُ الْغِفَارِيُّ) ছিল। তার সঙ্গে সেনান বিন অবারাহ আল-জুহানী (سِنَانُ بنُ وَبَرَةَ الْجُهَنِيُّ) নামের জনৈক আনছার ব্যক্তির সাথে হঠাৎ ঝগড়া বেধে যায় এবং পরস্পরকে ঘুষি ও লাথি মারে। তখন জুহানী ব্যক্তিটি يَا لَلأَنْصَارِ 'হে আনছারগণ' এবং গেফারী ব্যক্তিটি يَا لَلْمُهَاجِرِينَ 'হে মুহাজিরগণ' বলে চিৎকার দিতে থাকে। চিৎকার শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে উঠলেন, مَا بَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ؟ 'একি, জাহেলিয়াতের আহ্বান? دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ 'ছাড়ো এসব। এসব হ'ল দুর্গন্ধ বস্তু' *(বুখারী হা/৪৯০৫)*।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, দলীয় বা গোত্রীয় পরিচয়ে অন্যায় কাজে প্ররোচনা দেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু উক্ত পরিচয়ে সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করা সিদ্ধ। সেকারণ জিহাদের ময়দানে শ্রেণীবিন্যাসের সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মুহাজির, আনছার এমনকি আনছারদের মধ্যে আউস ও খাযরাজদের জন্য পৃথক পতাকা ও পৃথক দলনেতা মনোনয়ন দিতেন *(দ্রঃ ওহোদের যুদ্ধ অধ্যায়)*।

যাইহোক উপরোক্ত ঘটনা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কর্ণগোচর হ'লে সে এটাকে সুযোগ হিসাবে নিল এবং ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠলো, কি আশ্চর্য! তারা এমন কাজ করেছে? আমাদের শহরে বসে তারা আমাদের তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে? ওরা আমাদের সমকক্ষ হ'তে চাচ্ছে? আমাদের ও তাদের মধ্যে কি তাহ'লে সেই প্রবাদ বাক্যটি কার্যকর হ'তে যাচ্ছে যে, سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ، 'তোমার কুত্তাকে খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট কর, সে তোমাকে খেয়ে ফেলবে'। অতঃপর সে বলল, أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، 'শোন! আল্লাহ্র কসম! যদি আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারি, তাহ'লে অবশ্যই সম্মানিত ব্যক্তিরা নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের সেখান থেকে বের করে দেবে'। অতঃপর উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, দেখো তোমরাই নিজেরা একাজ করেছ। তোমরাই তাদেরকে তোমাদের শহরে প্রবেশ করিয়েছ। তোমরাই তাদেরকে তোমাদের মাল-সম্পদ বণ্টন করে দিয়েছ। এক্ষণে তোমাদের হাতে যা কিছু আছে, তা যদি ওদের দেওয়া বন্ধ করে দাও, তাহ'লে অবশ্যই ওরা অন্য কোন এলাকায় চলে যাবে।

যায়েদ বিন আরক্বাম নামক এক তরুণ গিয়ে সবকথা রাসূল (ছাঃ)-কে জানিয়ে দিল। সেখানে উপস্থিত ওমর (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, مُرْ عَبَّادَ بنَ بِشْرٍ فَلْيَقْتُلْهُ 'আব্বাদ বিন বিশরকে হুকুম দিন, সে গিয়ে ওটাকে শেষ করে দিয়ে আসুক' *(ইবনু হিশাম ২/২৯১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ওমর (রাঃ) বলেন, يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِى أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ছাড়ুন! এই মুনাফিকটার গর্দান মেরে আসি' *(বুখারী হা/৪৯০৫)*। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَكَيْفَ يَا عُمَرُ إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ لاَ وَلَكِنْ أَذِّنْ بِالرَّحِيلِ- 'সেটা কেমন করে হয় ওমর! তখন লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথীদের হত্যা করছে। না। বরং এখনই রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দাও'।[৬০৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ 'ছাড় ওকে। লোকেরা যেন না বলে যে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথীদের

---

৬০৭. ইবনু হিশাম ২/২৯১; সনদ 'মুরসাল' *(ঐ, তাহকীক ক্রমিক ১৪৭২)*; তবে এ বিষয়ে বুখারী হা/৪৯০৫; মুসলিম হা/২৫৮৪ (৬৩); তিরমিযী হা/৩৩১৫ প্রভৃতিতে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত হাদীছসমূহ 'ছহীহ'।

হত্যা করছেন’ *(বুখারী হা/৪৯০৭)*। অথচ তখন রওয়ানা দেওয়ার সময় নয়। এটা তিনি এজন্য করলেন, যাতে মুনাফিকরা কোনরূপ জটলা করার সুযোগ না পায় এবং পরিস্থিতি আরও খারাবের দিকে না যায়। অতঃপর দীর্ঘ একদিন একরাত একটানা চলার পর রাসূল (ছাঃ) এক জায়গায় গিয়ে থামলেন বিশ্রামের জন্য। ক্লান্ত-শ্রান্ত সাথীগণ মাটিতে দেহ রাখতে না রাখতেই ঘুমে বিভোর হয়ে পড়ল। ফলে মুনাফিকরা আর ষড়যন্ত্র পাকানোর সুযোগ পেল না। গৃহবিবাদ এড়ানোর জন্য দ্রুত ও দীর্ঘ ভ্রমণ ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর একটি দূরদর্শী ও ফলপ্রসু সিদ্ধান্ত।

অতঃপর ইবনে উবাই যখন জানতে পারল যে, যায়েদ বিন আরক্বাম গিয়ে সব কথা বলে দিয়েছে, তখন সে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে আল্লাহ্র কসম করে বলল, مَا قُلْتُ مَا قَالَ، وَلاَ تَكَلَّمْتُ بِهِ، ‘আমি ঐসব কথা বলিনি, যা সে আপনাকে বলেছে এবং উক্ত বিষয়ে কোন আলোচনা করিনি’ *(ইবনু হিশাম ২/২৯১)*। তার সাথী লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! হ’তে পারে ছোট ছেলেটি ধারণা করে কিছু কথা বলেছে। অথবা সে সব কথা মনে রাখতে পারেনি যা মুরব্বী বলেছেন’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের কথা বিশ্বাস করলেন। যায়েদ বলেন, فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ ‘তাদের এসব কথায় আমি এমন দুঃখ পেয়েছিলাম, যা ইতিপূর্বে কখনো পাইনি’ *(বুখারী হা/৪৯০০)*। অতঃপর আমি মনোকষ্টে বাড়িতেই বসে রইলাম। ইতিমধ্যে সূরা মুনাফিকূন (৭-৮ আয়াত) নাযিল হ’ল। যেখানে বলা হয়, هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَ يَفْقَهُونَ- يَقُولُونَ لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ- ‘তারা বলে আল্লাহ্র রাসূলের সাথে যারা আছে, তাদের জন্য ব্যয় করোনা। যাতে তারা সরে পড়ে। অথচ আসমান ও যমীনের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্রই হাতে। কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না’। ‘আর তারা বলে যদি আমরা মদীনায় ফিরতে পারি, তাহ’লে সেখান থেকে সম্মানিত লোকেরা অবশ্যই নিকৃষ্টদের বের করে দিবে। অথচ সম্মান তো কেবল আল্লাহ, রাসূল ও মুমিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না’ *(মুনাফিকূন ৬৩/৭-৮)*। তখন রাসূল (ছাঃ) আমার নিকটে লোক পাঠিয়ে সূরাটি শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন, إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ ‘হে যায়েদ! আল্লাহ তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন’ *(বুখারী হা/৪৯০০)*।[৬০৮]

৬০৮. আল-বিদায়াহ ৪/১৫৭ পৃঃ, ইবনু ইসহাক এটি ‘মুরসাল’ সূত্রে বর্ণনা করেছেন; ইবনু হিশাম ২/২৯০-৯২; তবে ঘটনাটি সত্য। যা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে বুখারী হা/৪৯০০; মুসলিম হা/২৫৮৪; আহমাদ হা/১৪৬৭৩ প্রভৃতি হাদীছে।

ওদিকে মদীনার প্রবেশমুখে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ছেলে আব্দুল্লাহ, যিনি অত্যন্ত সৎ এবং মর্যাদাসম্পন্ন মুমিন ও তার পিতার বিপরীতমুখী চরিত্রের যুবক ছিলেন, তিনি উন্মুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে পিতাকে আটকে দিয়ে বললেন, لاَ تَنْقَلِبُ حَتَّى تُقِرَّ أَنَّكَ الذَّلِيلُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَزِيزُ- 'আপনি এখান থেকে আর পা বাড়তে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি স্বীকার করবেন যে, আপনিই নিকৃষ্ট এবং রাসূল (ছাঃ) সম্মানিত'। অতঃপর সে এ স্বীকৃতি প্রদান করলে তাকে পথ ছেড়ে দেওয়া হয়।[৬০৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এ সময় পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আপনি চান, তবে আমাকে নির্দেশ দিন। আল্লাহ্র কসম! আমি আপনাকে তার মাথা এনে দিব'। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ، وَلَكِنْ بِرَّ أَبَاكَ، وَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُ 'না। বরং তোমার পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং তার সাথে সদাচরণ কর'।[৬১০]

(খ) ইফকের ঘটনা (حديث الإفك) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়ম ছিল কোন যুদ্ধে যাওয়ার আগে স্ত্রীদের নামে লটারি করতেন। লটারিতে যার নাম উঠতো, তাকে সঙ্গে নিতেন। সে হিসাবে বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সফরসঙ্গিনী হন। যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে মদীনার নিকটবর্তী বিশ্রামস্থলে তাঁর গলার স্বর্ণহারটি হারিয়ে যায়। যা তিনি তাঁর বোন আসমার নিকট থেকে ধার হিসাবে এনেছিলেন। হাজত সারতে তিনি বাইরে গিয়েছিলেন। ফলে সেখানেই হারটি পড়ে গেছে মনে করে তিনি পুনরায় সেখানে গমন করেন ও হারটি সেখানে পেয়ে যান। ইতিমধ্যে কাফেলা যাত্রা শুরু করে এবং লোকেরা তাঁর হাওদা উঠিয়ে নিয়ে যায়। দায়িত্বশীল ব্যক্তি ভেবেছিলেন যে, তিনি হাওদার মধ্যেই আছেন। তিনি ছিলেন হালকা-পাতলা গড়নের। ফলে ঐ ব্যক্তির মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয়নি যে, তিনি হাওদার মধ্যে নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) দ্রুত নিজের বিশ্রামস্থলে ফিরে এসে দেখেন যে, সব ফাঁকা। 'সেখানে নেই কোন আহ্বানকারী, নেই কোন জবাবদাতা' (مَا فِيهِ مِنْ دَاعٍ وَلاَ مُجِيبٍ)। তখন তিনি নিজের স্থানে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, নিশ্চয়ই তাঁর খোঁজে এখুনি লোকেরা এসে যাবে।

প্রসিদ্ধ আছে যে, রওয়ানা হওয়ার পর রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে উসায়েদ বিন হুযায়ের (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হ'লে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, এই অসময়ে কেন রওয়ানা হচ্ছেন? জবাবে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, তোমার কাছে কি ঐ খবর পৌঁছেনি, যা তোমাদের ঐ ব্যক্তি বলেছেন? এর দ্বারা তিনি ইবনু উবাইয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন।... তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! তার প্রতি নরম হৌন! কেননা তার কওম তার মাথায় নেতৃত্বের মুকুট পরানোর জন্য প্রস্তুত ছিল। সেকারণ সে মনে করে যে, আপনি তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন' *(আর-রাহীক্ব ৩৩০ পৃঃ)*। বর্ণনাটি 'মুরসাল' বা যঈফ *(ঐ, তা'লীক্ব ১৬২ পৃঃ)*।

৬০৯. তিরমিযী হা/৩৩১৫ 'সূরা মুনাফিকূন' অনুচ্ছেদ।

৬১০. ইবনু হিশাম ২/২৯৩, ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪২৮; ছহীহাহ হা/৩২২৩।

ছাফওয়ান বিন মু'আত্ত্বাল (صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ) যিনি কোন কাজে পিছনে পড়েছিলেন, তিনি ত্রস্তপদে যেতে গিয়ে হঠাৎ মা আয়েশার প্রতি নযর পড়ায় জোরে *'ইন্না লিল্লাহ'* পাঠ করেন ও নিজের উটটি এনে তাঁর পাশে বসিয়ে দেন। আয়েশা (রাঃ) তার শব্দে সজাগ হন ও কোন কথা না বলে উটের পিঠে হাওদায় গিয়ে বসেন। অতঃপর ছাফওয়ান উটের লাগাম ধরে দ্রুত হাঁটতে থাকেন কাফেলা ধরার জন্য। পর্দার হুকুম নাযিলের আগে তিনি আয়েশাকে দেখেছিলেন বলেই তাঁকে সহজে চিনতে পেরেছিলেন। দু'জনের মধ্যে কোন কথাই হয়নি। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর সেনাদল যেখানে বিশ্রাম করছিল, পথপ্রদর্শক ব্যক্তি আমাকে নিয়ে সেখানে তাদের মধ্যে উপস্থিত হ'ল।[৬১১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, অন্য একটি সফর থেকে ফেরার পথে মদীনার নিকটবর্তী 'বায়দা' (الْبَيْدَاء) নামক বিশ্রামস্থলে পৌঁছলে আয়েশা (রাঃ)-এর গলার হার ছিঁড়ে পড়ে যায়। ফলে তা খুঁজতে কাফেলা দেরী হওয়ায় ফজরের ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে পানি না থাকায় তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয় *(মায়েদাহ ৬)*। ইতিমধ্যে উটের পেটের নীচ থেকে হার খুঁজে পাওয়া যায়। এ ঘটনায় উসায়েদ বিন হুযায়ের (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِى بَكْرٍ 'হে আবুবকর-পরিবার! এটি উম্মতের জন্য আপনাদের প্রথম অবদান নয়'।[৬১২]

সৎ ও সরল প্রকৃতির লোকেরা বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করলেন। কিন্তু বাঁকা অন্তরের লোকেরা এবং বিশেষ করে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এটাকে কুৎসা রটনার একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করল। মদীনায় ফিরে এসে তারা এই সামান্য ঘটনাকে নানা রঙ চড়িয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে জোটবদ্ধভাবে প্রচার করতে লাগল। তাতে হুজুগে লোকেরা তাদের ধোঁকার জালে আবদ্ধ হ'ল। এই অপবাদ ও অপপ্রচারের জবাব অহি-র মাধ্যমে পাবার আশায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সম্পূর্ণ চুপ রইলেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন অপেক্ষার পরেও এবিষয়ে কোনরূপ অহী নাযিল না হওয়ায় তিনি একদিন কয়েকজন ছাহাবীকে ডেকে পরামর্শ চাইলেন। তাতে হযরত আলী (রাঃ) ইশারা-ইঙ্গিতে তাঁকে পরামর্শ দিলেন আয়েশাকে তালাক দেবার জন্য। অপরপক্ষে উসামা ও অন্যান্যগণ তাঁকে রাখার এবং শত্রুদের কথায় কর্ণপাত না করার পরামর্শ দেন। এরপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অব্যাহত কুৎসা রটনার মনোকষ্ট হ'তে রেহাই পাবার জন্য একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করলেন। তখন আউস গোত্রের পক্ষে উসায়েদ বিন হুযায়ের (রাঃ) তাকে হত্যা করার অভিমত ব্যক্ত করেন। একথা শুনে

৬১১. ইবনু হিশাম ২/২৯৮; সনদ ছহীহ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৪৮৬)*; বুখারী হা/৪১৪১, ৪৭৫০; 'ইফকের কাহিনী অনুচ্ছেদ' (بَاب حَدِيثُ الْإِفْكِ); মুসলিম হা/২৭৭০।

৬১২. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৩৩৪ 'তায়াম্মুম' অধ্যায়-৭, হা/৪৬০৭ 'তাফসীর' অধ্যায়-৬৫, অনুচ্ছেদ-৩; মুসলিম হা/৮৪২ 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ-২৮।

খাযরাজ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহর মধ্যে গোত্রীয় উত্তেজনা জেগে ওঠে এবং তিনি এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। কেননা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল খাযরাজ গোত্রের লোক। এর ফলে মসজিদে উপস্থিত উভয় গোত্রের লোকদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়ে যায়। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে থামিয়ে দেন।

এদিকে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর আয়েশা (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাসব্যাপী একটানা পীড়িত থাকেন। বাইরের এতসব অপবাদ ও কুৎসা রটনা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতে পারেননি। তবে অসুস্থ অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর কাছ থেকে যে আদর-যত্ন ও সেবা-শুশ্রূষা পাওয়ার কথা ছিল, তা না পেয়ে তিনি মনে মনে কিছুটা অশান্তি বোধ করতে থাকেন। দীর্ঘ রোগভোগের পর কিছুটা সুস্থতা লাভ করে হাজত সারার উদ্দেশ্যে একরাতে তিনি পিতা আবুবকরের খালা উম্মে মিসতাহ্‌র সাথে বাইরে গমন করেন। এ সময় উম্মে মিসতাহ নিজের চাদরে পা জড়িয়ে পড়ে যান এবং নিজের ছেলেকে বদ দো'আ করেন। আয়েশা (রাঃ) এটাকে অপসন্দ করলে উম্মে মিসতাহ তাকে সব খবর বলে দেন (কেননা তার ছেলে মিসতাহ উক্ত কুৎসা রটনায় অগ্রণী ভূমিকায় ছিল)। আয়েশা (রাঃ) ফিরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি চাইলেন। অতঃপর অনুমতি পেয়ে তিনি পিতৃগৃহে চলে যান। সেখানে সব কথা জানতে পেরে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। দুই রাত ও একদিন নির্ঘুম কাটান ও অবিরতধারে কাঁদতে থাকেন। এমতাবস্থায় রাসূল (ছাঃ) তার কাছে এসে তাশাহহুদ পাঠের পর বললেন, 'হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে কিছু বাজে কথা আমার কানে এসেছে। যদি তুমি নির্দোষ হও, তবে সত্বর আল্লাহ তোমাকে দোষমুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোন পাপকর্মে জড়িয়ে থাক, তাহ'লে আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তওবা কর। কেননা বান্দা যখন দোষ স্বীকার করে ও আল্লাহ্‌র নিকটে তওবা করে, তখন আল্লাহ তার তওবা কবুল করে থাকেন'।

রাসূল (ছাঃ)-এর এ বক্তব্য শুনে আয়েশার অশ্রু শুকিয়ে গেল। তিনি তার পিতা-মাতাকে এর জবাব দিতে বললেন। কিন্তু তাঁরা এর জবাব খুঁজে পেলেন না। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! যে কথা আপনারা শুনেছেন ও যা আপনাদের অন্তরকে প্রভাবিত করেছে এবং যাকে আপনারা সত্য বলে মেনে নিয়েছেন- এক্ষণে 'আমি যদি বলি যে, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ জানেন যে, আমি নির্দোষ'- তবুও আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে আমি যদি বিষয়টি স্বীকার করে নিই, অথচ আল্লাহ জানেন যে, আমি এ ব্যাপারে নির্দোষ- তাহ'লে আপনারা সেটাকে বিশ্বাস করে নিবেন। এমতাবস্থায় আমার ও আপনার মধ্যে ঐ উদাহরণটাই প্রযোজ্য হবে যা হযরত ইউসুফের পিতা (হযরত ইয়াকূব) বলেছিলেন, فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ 'অতএব ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম এবং আল্লাহ্‌র নিকটেই সাহায্য কাম্য, যেসব বিষয়ে তোমরা বলছ' *(ইউসুফ ১২/১৮)*। একথাগুলো বলেই আয়েশা (রাঃ) অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি বলেন, আমি ভাবছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এ বিষয়ে স্বপ্ন দেখাবেন। 'আমি কখনোই ভাবিনি যে, وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِى

شَأْنِى وَحْيًا يُتْلَى 'আমার নির্দোষিতার ব্যাপারে আল্লাহ এমন অহী নাযিল করবেন, যা তেলাওয়াত করা হবে'। এরপর রাসূল (ছাঃ) বা ঘরের কেউ বের হননি, এরি মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে অহী নাযিল শুরু হয়ে গেল।

অহি-র অবতরণ শেষ হ'লে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) হাসিমুখে আয়েশাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, أَبْشِرِىْ يَا عَائِشَةُ! أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ 'সুসংবাদ গ্রহণ কর হে আয়েশা! আল্লাহ তোমাকে অপবাদ মুক্ত করেছেন'। এতে খুশী হয়ে তার মা তাকে বললেন, আয়েশা ওঠো, রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে যাও'। কিন্তু আয়েশা অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, وَاللهِ، لاَ أَقُوْمُ إِلَيْهِ، وَلاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللهَ هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ بَرَاءَتِى 'না আমি তাঁর কাছে যাব না এবং আমি কারু প্রশংসা করব না আল্লাহ ব্যতীত। যিনি আমার নির্দোষিতার ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেছেন'। এটা ছিল নিঃসন্দেহে তার সতীত্বের তেজ এবং তার প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রগাঢ় ভালোবাসার উপরে গভীর আস্থার বহিঃপ্রকাশ। উল্লেখ্য যে, এই সময় সূরা নূরের ১১ হ'তে ২০ পর্যন্ত ১০টি আয়াত নাযিল হয়।

এরপর মিথ্যা অপবাদের দায়ে মিসত্বাহ বিন উছাছাহ (مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ), কবি হাসসান বিন ছাবেত ও হামনা বিনতে জাহশের উপরে ৮০টি করে দোররা মারার শাস্তি কার্যকর করা হয়। কেননা ইসলামী শরী'আতের বিধান অনুযায়ী কেউ যদি কাউকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়, অতঃপর তা প্রমাণে ব্যর্থ হয়, তাহ'লে শাস্তি স্বরূপ তাকে আশি দোররা বা বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করা হয় *(নূর ২৪/৪)*।[৬১৩] কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ইফকের ঘটনার মূল নায়ক (رَأْسُ أَهْلِ الْإِفْكِ) মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে দণ্ড হ'তে মুক্ত রাখা হয়। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, এর কারণ এটা হ'তে পারে যে, আল্লাহ তাকে পরকালে কঠিন শাস্তি দানের ঘোষণা আগেই দিয়েছিলেন *(মুনাফিকূন ৬৩/৫-৬)*। অতএব এখন শাস্তি দিলে পরকালের শাস্তি হালকা হয়ে যেতে পারে। অথবা অন্য কোন বিবেচনায় তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়নি। যেমন ইতিপূর্বে হত্যাযোগ্য অপরাধ করা সত্ত্বেও অনেকবার তাকে হত্যা করা হয়নি' *(যাদুল মা'আদ ৩/২৩৫-৩৬)*। তাছাড়া মুনাফিকরা কখনো তাদের অপরাধ স্বীকার করে না। অতঃপর অন্য যাদের শাস্তি দেওয়া হয়, সেটা ছিল তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। এর ফলে এবং তাদের তওবার কারণে তারা পরকালের শাস্তি হ'তে আল্লাহ্‌র রহমতে বেঁচে যাবেন *ইনশাআল্লাহ*।[৬১৪]

ইফকের ঘটনায় কুরআন নাযিলের ফলে সমাজে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু হয়। সর্বত্র হযরত আয়েশার পবিত্রতা ঘোষিত হ'তে থাকে। অন্যদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সর্বত্র

---

৬১৩. বুখারী ফৎহসহ হা/২৬৬১, ৪১৪১; মুসলিম হা/২৭৭০; আহমাদ হা/২৫৬৬৪; ইবনু হিশাম ২/২৯৭-৩০৭; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নূর ১১ আয়াত।
৬১৪. বুখারী হা/৭২১৩; মুসলিম হা/১৭০৯; মিশকাত হা/১৮।

অপমানিত ও লাঞ্ছিত হ'তে থাকে। কোন জায়গায় সে কথা বলতে গেলেই লোকেরা ধরে জোর করে তাকে বসিয়ে দিত'।[৬১৫]

মুনাফিকরা বুঝেছিল যে, মুসলমানদের বিজয়ের মূল উৎস ছিল তাদের দৃঢ় ঈমান ও পাহাড়সম চারিত্রিক শক্তি। প্রতিটি খাঁটি মুসলিম ছিলেন আল্লাহ্র দাসত্বে ও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি আনুগত্যে নিবেদিতপ্রাণ। তাই সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও শত চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধসম্ভার দিয়েও তাদেরকে টলানো বা পরাজিত করা যায়নি। সেকারণ তারা নেতৃত্বের মূল কেন্দ্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারের চরিত্র হননের মত নোংরা কাজের দিকে মনোনিবেশ করে। কিন্তু আল্লাহ্র মেহেরবানীতে সেখানেও তারা চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত হ'ল। অথচ ঐসব মুনাফিকদের পুচ্ছধারী বর্তমান যুগের মুসলিম নামধারী বহু কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিক ঐসব বাজে কথার ভিত্তিতে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারের কুৎসা রটনা করে চলেছেন। সেই সাথে ইসলামের শত্রুতায় তারা অমুসলিমদের চাইতে এগিয়ে রয়েছেন।

বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধের গুরুত্ব (أهمية غزوة المصطلق) :

যুদ্ধের বিচারে বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধ তেমন গুরুত্ববহ না হ'লেও মুনাফিকদের অপতৎপরতা সমূহ এবং তার বিপরীতে নবী ও তাঁর পরিবারের পবিত্রতা ঘোষণা এবং মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন ও চরম সামাজিক পরাজয় সূচিত হওয়ার মত বিষয়গুলির কারণে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। যার ফলে ইসলামী সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং মুসলমান নর-নারীদের মধ্যে আত্মশুদ্ধির চেতনা অধিকহারে জাগ্রত হয়। সাথে সাথে মুনাফেকীর নাপাকি থেকে সবাই দূরে থাকতে উদ্বুদ্ধ হয়।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২৭ (العبر –٢٧) :

১। কোন ইসলামী দলের জন্য সবচাইতে বড় ক্ষতিকর হ'ল দলের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কপটবিশ্বাসী মুনাফিকের দল। এদেরকে চিহ্নিত করা নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য। নইলে এরাই দলের আদর্শকে ও দলকে ডুবিয়ে দিতে পারে।

২। গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে বা পদে মুনাফিক বা দ্বিমুখী চরিত্রের কাউকে দায়িত্ব দেয়া যাবে না।

---

৬১৫. আর-রাহীক্ব ৩৩৩ পৃঃ।
প্রসিদ্ধ আছে যে, এই অবস্থা দেখে একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত ওমরকে বললেন, হে ওমর! তোমার ধারণা কি? আল্লাহ্র কসম! যেদিন তুমি ওকে হত্যা করার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছিলে, সেদিন তাকে মারলে অনেকে নাক সিঁটকাতো। কিন্তু আজ যদি আমি তাকে হত্যার নির্দেশ দেই, তবে তারাই তাকে হত্যা করবে'। তখন ওমর (রাঃ) বলেন, وَاللهِ قَدْ عَلِمْتُ لَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْ أَمْرِي– 'আল্লাহ্র কসম! আমি জেনেছি যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কাজ অধিক বরকতমণ্ডিত আমার কোন কাজের চাইতে' *(ইবনু হিশাম ২/২৯৩; আর-রাহীক্ব ৩৩৩ পৃঃ)*। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ। যদিও এর ভিত্তি 'ছহীহ' *(আর-রাহীক্ব, তা'লীক্ব ১৬৩-৬৪ পৃঃ)*।

৩। মুনাফিকরা সর্বদা মূল নেতৃত্বকে টার্গেট করে থাকে। এমনকি তাঁর পরিবারের চরিত্র হনন করতেও তারা পিছপা হয় না। ভিত্তিহীন ও মিথ্যা প্রচারণাই তাদের প্রধান হাতিয়ার হয়ে থাকে।

৪। মুনাফিক নেতাদের শাস্তি দিলে হিতে বিপরীত ঘটার সম্ভাবনা থাকলে শাস্তি না দিয়ে অপেক্ষা করা যেতে পারে। যাতে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে ফায়ছালা নেমে আসে এবং সমাজের নিকট তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়।

৫। নারী হৌক পুরুষ হৌক সকলের ব্যাপারে সুধারণা রাখা কর্তব্য। যথার্থ প্রমাণ ব্যতীত কারু চরিত্রে কালিমা লেপন করা বা অন্যায় সন্দেহ পোষণ করা নিতান্ত গর্হিত কাজ।

৬। সমাজের কোন কুপ্রথা ভাঙ্গার জন্য প্রয়োজনে ইসলামী আন্দোলনের নেতাকেই এগিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপারে সর্বদা আল্লাহভীতিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নবকে বিবাহের মাধ্যমে রাসূল চরিত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৭। মুনাফিকরা সর্বদা নিজেদেরকে 'সম্মানিত' এবং দ্বীনদার গরীবদের 'নিকৃষ্ট' মনে করে থাকে। অথচ আল্লাহ্র নিকটে মুত্তাক্বীরাই সম্মানিত *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

বনু মুছত্বালিক্ব পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ (السرايا والغزوات بعد بني المصطلق)

৪৪. সারিইয়া আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (سرية عبد الرحمن بن عوف) : ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাস। 'দূমাতুল জান্দাল' (دُومَةُ الْجَنْدَل) এলাকায় বনু কলব খ্রিষ্টান গোত্রের বিরুদ্ধে এটি প্রেরিত হয় এবং সহজ বিজয় অর্জিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে আব্দুর রহমানের মাথায় পাগড়ী বেঁধে দেন ও যুদ্ধে উত্তম পন্থা অবলম্বনের উপদেশ দেন। তিনি এখানে তিনদিন অবস্থান করে সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ফলে খ্রিষ্টান গোত্রনেতাসহ সকলে মুসলমান হয়ে যায়।[৬১৬]

৪৫. সারিইয়া আলী ইবনু আবী ত্বালিব (سرية علي بن أبي طالب) : ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাস। ২০০ জনের একটি সেনাদল নিয়ে আলী (রাঃ) খায়বরের ফাদাক অঞ্চলে বনু সা'দ বিন বকর গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, যারা ইহূদীদের সাহায্যার্থে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বনু সা'দ পালিয়ে যায়। তাদের ফেলে যাওয়া ৫০০ উট ও ২০০০ ছাগল মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়।[৬১৭]

৪৬. সারিইয়া আবুবকর ছিদ্দীক (سرية أبي بكر الصديق) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রামাযান মাস। ওয়াদিল ক্বোরা এলাকার বনু ফাযারাহ গোত্রের একটি শাখার নেত্রী উম্মে ক্বিরফা (أم قِرْفَة) ৩০ জন সশস্ত্র অশ্বারোহীকে প্রস্তুত করছিল। এ কথা জানতে পেরে হযরত

৬১৬. যাদুল মা'আদ ৩/২৫৪; ইবনু হিশাম ২/৬৩১; আর-রাহীক্ব ৩৩৪ পৃঃ।
৬১৭. যাদুল মা'আদ ৩/২৪৯; ইবনু সা'দ ২/৬৯; আর-রাহীক্ব ৩৩৪ পৃঃ।

আবুবকর অথবা যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সেখানে একটি বাহিনী প্রেরিত হয়। উক্ত ৩০ জনের সবাই নিহত হয় এবং দলনেত্রীর কন্যা অন্যতম সেরা আরব সুন্দরীকে (مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ) দাসী হিসাবে মক্কায় পাঠিয়ে তার বিনিময়ে সেখান থেকে কয়েকজন মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করা হয়।[৬১৮] কেউ এটিকে ৭ম হিজরীর ঘটনা বলেছেন' *(আর-রাহীক্ব পৃঃ ৩৩৫, টীকা-১)*।

৪৭. সারিইয়া কুরয বিন জাবের আল-ফিহরী (سرية كرز بن جابر الفهري) **:** ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাস। উরাইনা গোত্রের প্রতি তিনি ২০ জন অশ্বারোহী সহ প্রেরিত হন। দলনেতা কুরয ছিলেন সেই কুরায়েশ নেতা, যিনি ২য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে সর্বপ্রথম মদীনার উপকণ্ঠে হামলা চালিয়ে বহু গবাদিপশু লুট করে নিয়ে যান এবং রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং যার পশ্চাদ্ধাবন করে বদরের উপকণ্ঠে সাফওয়ান পর্যন্ত পৌঁছে যান *(দ্রঃ গাযওয়া সাফওয়ান ক্রমিক সংখ্যা-৬)*। পরে তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন শহীদ হন।

অত্র অভিযানের কারণ ছিল এই যে, ওক্ল ও উরাইনা (عُكْل وعُرَيْنَة) গোত্রের আটজন লোক ইসলাম কবুল করে মদীনায় বসবাস করতে থাকে। কিন্তু তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তাদেরকে কিছু দূরে ছাদাক্বার উটসমূহের চারণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তাদেরকে উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বলা হয়। এতে তারা দ্রুত সুস্থতা লাভ করে। কিন্তু একদিন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর রাখালদের হত্যা করে উটগুলো সব নিজেদের এলাকায় খেদিয়ে নিয়ে যায় এবং পুনরায় কাফির হয়ে যায়। ফলে তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান প্রেরিত হয়।[৬১৯]

সেনাদল তাদের গ্রেফতার করেন এবং হাত-পা কেটে ও উত্তপ্ত লোহা দিয়ে চোখ অন্ধ করে ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী 'হাররাহ' (حَرَّة) নামক পাথুরে স্থানে ছেড়ে দেন। ফলে সেখানেই তারা মরে পড়ে থাকে' *(বুখারী হা/২৩৩, ১৫০১)*।

ক্বাতাদাহ ইবনু সীরীন থেকে বর্ণনা করেন যে, এটি ছিল 'দণ্ডবিধিসমূহ' নাযিল হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। উক্ত হাদীছের রাবী হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এরপর থেকে রাসূল (ছাঃ) 'অঙ্গহানি নিষিদ্ধ করেন' (ثُمَّ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ)।[৬২০] আর এটি ছিল সূরা মায়েদাহ ৪৫ আয়াত নাযিলের অনুসরণে। ইমাম বুখারী (রহঃ) এদিকেই ঝুঁকেছেন *(বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/২৩৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

---

৬১৮. যাদুল মা'আদ ৩/৩১৮; ইবনু সা'দ ৪/২২০; আর-রাহীক্ব ৩৩৪ পৃঃ; মুসলিম হা/১৭৫৫ (৪৬)। মুবারকপুরী কোনরূপ সূত্র ছাড়াই এখানে রাসূল (ছাঃ)-কে গোপন হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণনা করেছেন *(আর-রাহীক্ব ৩৩৪ পৃঃ)*। ইবনু হিশামসহ অন্য কোন জীবনীকার এটি বর্ণনা করেননি বা কোন হাদীছেও এরূপ কথা বর্ণিত হয়নি।

৬১৯. যাদুল মা'আদ ৩/২৫৪; ইবনু সা'দ ২/৭১।

৬২০. আবু দাউদ হা/৪৩৬৮ 'দণ্ডবিধিসমূহ' অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ ।

৪৮. সারিইয়া ‘আমর বিন উমাইয়া যামরী (سرية عمرو بن أمية الضمري) : ৬ষ্ঠ

হিজরীর শাওয়াল মাস। সালামাহ বিন আবু সালামাহ সহ দুইজনের এই ক্ষুদ্র দলটি মক্কায় প্রেরিত হয় আবু সুফিয়ানকে গোপনে হত্যা করার জন্য। কেননা তিনি ইতিপূর্বে একজন বেদুঈনকে মদীনায় পাঠিয়েছিলেন রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যা করার জন্য। কিন্তু কারু কোন অভিযানই সফল হয়নি।[৬২১]

৪৯. সারিইয়া আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (سرية أبي عبيدة بن الجراح) : ৬ষ্ঠ

হিজরীর যুলক্বা‘দাহ মাস। এটাই ছিল হোদায়বিয়া সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত কুরায়েশ কাফেলা সমূহের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সর্বশেষ অভিযান। আবু ওবায়দাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৩০০ অশ্বারোহীর এ দলটি প্রেরিত হয় একটি কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলা আটকানোর জন্য। অভিযানে কোন ফল হয়নি। কিন্তু সেনাদল দারুণ অন্নকষ্টে পতিত হন। ফলে তাদের গাছের ছাল-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। সেকারণ এই অভিযান جَيْشُ الْخَبَط বা ‘ছাল-পাতার অভিযান’ নামে আখ্যায়িত হয়। এই সময় সমুদ্র হ’তে একটি বিশালাকারের মাছ কিনারে নিক্ষিপ্ত হয়। যাকে আম্বর (الْعَنْبَرُ) বলা হয়। বাংলাতে যা ‘তিমি মাছ’ বলে পরিচিত। এই মাছ তারা ১৫ দিন যাবৎ ভক্ষণ করেন। এই মাছ এত বড় ছিল যে, সেনাপতির হুকুমে তার দলের মধ্যকার সবচেয়ে দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি সবচেয়ে উঁচু উটটির পিঠে বসে মাছের একটি কাঁটার ঘেরের মধ্য দিয়ে অনায়াসে চলে যায়। বিশেষভাবে সংরক্ষণ করে উক্ত মাছের কিছু অংশ মদীনায় আনা হয় এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ‘হাদিয়া’ প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ ‘এটি রূযী, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য (সাগর থেকে) বের করে দিয়েছিলেন’।[৬২২]

স্থানটি বর্তমানে বদর থেকে জেদ্দা অভিমুখে ২৫ কি. মি. যাওয়ার পর ডানদিকে ১০ কি. মি. দূরে আর-রাইস (الرَّايِس) নামে পরিচিত। যা লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত ছোট্ট শহর। মুসলিম পর্যটকরা এখানে এসে সমুদ্রের মাছ কিনে তা ভেজে নিয়ে সাগরপাড়ে বসে খেয়ে থাকেন বরকতময় বিগত স্মৃতি ধারণ করে।

---

৬২১. ইবনু হিশাম ২/৬৩৩; আর-রাহীক্ব ৩৩৫ পৃঃ।

৬২২. যাদুল মা‘আদ ৩/৩৪৪; ইবনু সা‘দ ৩/৩১৩-১৪; বুখারী হা/৪৩৬১; মুসলিম হা/১৯৩৫; মিশকাত হা/৪১১৪ ‘শিকার ও যবহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২।
মুবারকপুরী বলেন, চরিতকারগণ এটিকে ৮ম হিজরীর রজব মাসের ঘটনা বলে থাকেন। কিন্তু পূর্বাপর সম্পর্ক (السِّيَاق) বিবেচনায় দেখা যায় যে, এটি হোদায়বিয়ার পূর্বের ঘটনা। কেননা ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা‘দাহ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ার পরে কুরায়েশ কাফেলার উপর হামলা করার জন্য আর কোন মুসলিম বাহিনী প্রেরিত হয়নি’ *(আর-রাহীক্ব ৩২৪ পৃঃ)*।

৫০. হোদায়বিয়ার সন্ধি (صلح الحديبية)

(৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাস)

হোদায়বিয়ার সন্ধিকে 'গাযওয়া' বা যুদ্ধ (غـــزوة الحديبيـــة) বলা হয় এ কারণে যে, কুরায়েশরা রাসূল (ছাঃ)-কে এখানে ওমরার জন্য মক্কায় প্রবেশে বাধা দিয়েছিল' *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১লা যুলক্বা'দাহ সোমবার স্ত্রী উম্মে সালামাহ সহ ১৪০০ (মতান্তরে ১৫০০) সাথী নিয়ে ওমরাহ্র উদ্দেশ্যে মদীনা হ'তে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। এই সময় কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত তাদের সাথে অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। কিন্তু মক্কার অদূরে হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে তাঁরা কুরায়েশ নেতাদের বাধার সম্মুখীন হন। অবশেষে তাদের সঙ্গে দশ বছরের জন্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি মদীনায় ফিরে আসেন এবং পরের বছর ওমরা করেন। বিস্তারিত নিম্নরূপ।-

'হোদায়বিয়া' (الْحُدَيْبِيَة) একটি কূয়ার নাম। যা মক্কা থেকে উত্তর-পশ্চিমে ২২ কি.মি. দূরে অবস্থিত। এটি বর্তমানে 'শুমাইসী' (الشُّمَيْسِى) নামে পরিচিত। এখানে হোদায়বিয়ার বাগিচাসমূহ এবং 'রিযওয়ান মসজিদ' (مسجد الرِضْوَان) অবস্থিত।

খন্দকের যুদ্ধে ভূমিধস বিজয়ের পরেও কুরায়েশদের শত্রুতা থেকে রাসূল (ছাঃ) নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সেকারণ অধিক সংখ্যক ছাহাবী নিয়ে তিনি ওমরায় এসেছিলেন এবং সাথে অস্ত্রও ছিল। ফলে যুদ্ধ হবে মনে করে দুর্বলচেতা ও বেদুঈন মুসলমানরা বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে সরে পড়ে। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا- بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا- (الفتح ١١-١٢)-

'পিছনে পড়ে থাকা বেদুঈনরা সত্বর তোমাকে বলবে, আমাদের মাল-সম্পদ ও পরিবার আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল। অতএব আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা মুখে একথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। বল, আল্লাহ তোমাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করতে চাইলে কে তাকে বিরত রাখতে পারে? বরং তোমরা যা কিছু কর সবই আল্লাহ খবর রাখেন'। 'বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মুমিনগণ তাদের পরিবারের কাছে আর কখনই ফিরে আসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের

অন্তরগুলিকে সুশোভিত করে রেখেছিল। আর তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে। বস্ততঃ তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়' *(ফাৎহ ৪৮/১১-১২)*। এখানে বেদুঈন (اَلْأَعْرَابُ) বলতে মদীনার জুহাইনা ও মুযাইনা গোত্র দ্বয়কে বুঝানো হয়েছে *(তাফসীর ত্বাবারী)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এক রাতে স্বপ্ন দেখানো হ'ল যে, তিনি স্বীয় ছাহাবীদের সাথে নিয়ে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করছেন এবং ওমরাহ করছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا 'আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তক মুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। এমনভাবে যে, তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন, যা তোমরা জানো না। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে একটি নিকটবর্তী বিজয় দান করবেন' *(ফাৎহ ৪৮/২৭)*। অর্থাৎ তোমাদেরকে মক্কায় প্রবেশ না করিয়ে হোদায়বিয়া থেকে ফেরৎ আনার মধ্যে তোমাদের জন্য কি কল্যাণ নিহিত থাকবে, তা তোমরা জানো না। অতঃপর সেই প্রত্যাবর্তনের বিনিময়ে তোমাদেরকে তিনি দান করবেন একটি 'নিকটবর্তী বিজয়'। অর্থাৎ হোদায়বিয়ার সন্ধি। অতঃপর সেখান থেকে ফিরেই হবে খায়বর বিজয় ও বিপুল গণীমত লাভ।

এ স্বপ্ন দেখার পরে তিনি ওমরাহ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ছাহাবীদের প্রস্তুত হ'তে বলেন। ইতিপূর্বে খন্দক যুদ্ধে বিজয় লাভের পর সমগ্র আরবে মুসলিম শক্তিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে গণ্য করা হ'তে থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছুটা স্বস্তির মধ্যে ছিলেন।

ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা (خروج إلى العمرة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর ১লা যুলক্বা'দাহ সোমবার তিনি ১৪০০ (মতান্তরে ১৫০০) সাথী নিয়ে মদীনা হ'তে রওয়ানা হন *(বুখারী হা/৪১৫৩)*। লটারিতে এবার তাঁর সফরসঙ্গী হন উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ)। ওমরাহ্‌র সফরে নিয়মানুযায়ী কোষবদ্ধ তরবারি এবং মুসাফিরের হালকা অস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র তাঁদের নিকটে রইল না। অতঃপর মদীনা থেকে অনতিদূরে যুল-হুলায়ফা পৌঁছে তাঁরা ওমরাহ্‌র ইহরাম বাঁধেন। অতঃপর ৭০টি উটের গলায় হার পরালেন এবং উটের পিঠের কুঁজের উপরে সামান্য কেটে রক্তপাত করে কুরবানীর জন্য চিহ্নিত করলেন। আবু ক্বাতাদাহ আনছারী (রাঃ)-সহ অনেক ছাহাবী মুহরিম ছিলেন না। মুসলমানদের মিত্র বনু খোযা'আ গোত্রের বিশর বিন সুফিয়ান আল-কা'বী (بِشْرُ بْنُ سُفْيَانَ الْكَعْبِيُّ)-কে গোয়েন্দা হিসাবে রাসূল (ছাঃ) আগেই মক্কায় পাঠিয়েছিলেন কুরায়েশদের গতিবিধি জানার জন্য। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) মক্কা থেকে ৮০ কি. মি. দূরে 'ওসফান' (عُسفان)

পৌঁছলে উক্ত গোয়েন্দা এসে রাসূল (ছাঃ)-কে খবর দেন যে, কুরায়েশরা ওমরাহতে বাধা দেওয়ার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে। এজন্য তারা তাদের মিত্র বেদুঈন গোত্র সমূহকে সংঘবদ্ধ করেছে। তারা আপনার সফরের কথা শুনেছে এবং যুদ্ধ সাজে সজ্জিত অবস্থায় যু-তুওয়া (ذو طُوَي)-তে পৌঁছে গেছে। তারা আল্লাহ্র নামে কসম করেছে যে, আপনি কখনোই মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। অন্যদিকে খালেদ বিন অলীদ তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মক্কা থেকে ৬৪ কি. মি. দূরে কুরাউল গামীমে পৌঁছে গেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন,

يَا وَيْحَ قُرَيْشٍ لَقَدْ أَكَلَتْهُمُ الْحَرْبُ مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَّوْا بَيْنِى وَبَيْنَ سَائِرِ النَّاسِ فَإِنْ أَصَابُونِى كَانَ الَّذِى أَرَادُوا وَإِنْ أَظْهَرَنِى اللهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا فِى الإِسْلاَمِ وَهُمْ وَافِرُونَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ فَمَاذَا تَظُنُّ قُرَيْشٌ وَاللهِ لاَ أَزَالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِى بَعَثَنِى اللهُ لَهُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ- رواه احمد-

‘হায় দুর্ভোগ কুরায়েশদের জন্য! যুদ্ধ তাদের খেয়ে ফেলেছে। যদি তারা আমার ও অন্যদের মধ্য থেকে সরে দাঁড়াত, তাহ’লে তাদের কি সমস্যা ছিল? যদি তারা আমার ক্ষতি সাধন করতে পারে, তবে সেটি তাদের আশানুরূপ হবে। আর যদি আল্লাহ আমাকে তাদের উপর বিজয়ী করেন, তাহ’লে তারা ইসলামে প্রবেশ করবে পুরোপুরি লাভবান অবস্থায়। আর যদি ইসলাম কবুল না করে, তাহ’লে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ তাদের শক্তি থাকবে। সুতরাং কুরায়েশরা কী ধারণা করে? আল্লাহ্র কসম! আমি তাদের বিরুদ্ধে সেই দ্বীনের উপর যুদ্ধ চালিয়ে যাব, যার জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে বিজয়ী করেন অথবা এই ক্ষুদ্র দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়’।[৬২৩] রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত বক্তব্যে তাঁর শান্তিবাদী নীতি ফুটে উঠে।

পরামর্শ বৈঠক (جلسة الاستشار) :

উক্ত গোয়েন্দা রিপোর্ট পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ বৈঠকে বসলেন এবং বললেন, أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ ‘হে লোকেরা! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও!’ অতঃপর তিনি তাদের নিকট দু’টি বিষয়ে মতামত চাইলেন। **এক-** কুরাইশের সাহায্যকারী গোত্রগুলির উপরে হামলা চালিয়ে তাদেরকে পরাভূত করা। অথবা **দুই-** আমরা ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা অব্যাহত রাখব এবং পথে কেউ বাধা দিলে মুকাবিলা করব। আবুবকর (রাঃ) শেষোক্ত প্রস্তাবের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, امْضُوا عَلَى اسْمِ اللهِ ‘তোমরা আল্লাহ্র নামে যাত্রা কর’ *(বুখারী হা/৪১৭৮-৭৯)*। অতঃপর মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু হ’ল।

৬২৩. আহমাদ হা/১৮৯৩০; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ৩১৮ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

খালেদের অপকৌশল (مكيدة خالد) :

কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই জানা গেল যে, মক্কার মহা সড়কে 'কোরাউল গামীম' (كُرَاعُ الْغَمِيمِ) নামক স্থানে খালেদ বিন অলীদ ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন মুসলিম কাফেলার উপরে হামলা করার জন্য। যেখান থেকে উভয় দল পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছিল। দূর থেকে মুসলমানদের যোহরের ছালাত আদায়ের দৃশ্য অবলোকন করে তারা উপলব্ধি করে যে, মুসলমানেরা ছালাত আদায় কালে দুনিয়া ভুলে যায় ও আখেরাতের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তারা ভাবল, এই সুযোগে মুসলিম কাফেলার উপরে হামলা চালিয়ে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে। আল্লাহ পাক তাদের এ চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেবার জন্য তাঁর রাসূল-এর উপর এ সময় ছালাতুল খাওফের বিধান নাযিল করলেন *(নিসা ৪/১০১-১০২)*। ফলে আছরের ছালাতের সময় একদল যখন ছালাত আদায় করলেন, অপরদল তখন সতর্ক পাহারায় রইলেন *(আবুদাঊদ হা/১২৩৬, সনদ ছহীহ)*। এতে খালেদের পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেল।

হোদায়বিয়ায় অবতরণ ও পানির সংকট (النزول بالحديبية وضيق المياه) :

মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যুদ্ধ এড়ানোর জন্য মহাসড়ক ছেড়ে ডান দিকে পাহাড়ী পথ ধরে অগ্রসর হ'তে থাকেন এবং মক্কার নিম্নাঞ্চলে হোদায়বিয়ার শেষ প্রান্তে একটি ঝর্ণার নিকটে গিয়ে অবতরণ করেন। ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর উষ্ট্রী 'ক্বাছওয়া' বসে পড়ে। লোকেরা বলল, ক্বাছওয়া নাখোশ হয়েছে (خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ)। উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَا خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ– 'ক্বাছওয়া নাখোশ হয়নি, আর এটা তার চরিত্রে নেই। কিন্তু তাকে আটকে দিয়েছেন সেই সত্তা যিনি (আবরাহার) হস্তীকে (কা'বায় হামলা করা থেকে) আটকিয়েছিলেন'। তৃষ্ণার্ত সাথীদের পানির সমস্যা সমাধানে উক্ত ঝর্ণা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যর্থ হয়ে গেল। ফলে সবাই রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পানির আবেদন করল। তখন তিনি নিজের শরাধার থেকে একটি তীর বের করে তাদের হাতে দিলেন এবং সেটাকে ঝর্ণায় নিক্ষেপ করার জন্য বললেন। 'অতঃপর আল্লাহ্র কসম! ঝর্ণায় অতক্ষণ পর্যন্ত পানি জোশ মারতে থাকল, যতক্ষণ না তারা পরিতৃপ্ত হ'লেন এবং সেখান থেকে (মদীনায়) ফিরে গেলেন'।[৬২৪] জাবের ও বারা বিন আযেব (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি একটি পানির পাত্র চাইলেন। অতঃপর তা থেকে ওযূ করলেন। অতঃপর

৬২৪. বুখারী হা/২৭৩২; মিশকাত হা/৪০৪২ 'জিহাদ' অধ্যায়-১৯, 'সন্ধি' অনুচ্ছেদ-৯; ইবনু কাছীর হাদীছটি সূরা ফাৎহ ২৬ আয়াত ও সূরা ফীল-এর তাফসীরে উদ্ধৃত করেছেন।

অবশিষ্ট পানি কূয়ায় ফেলতে বললেন। অতঃপর সেখান থেকে ঝর্ণাধারার ন্যায় পানি প্রবাহিত হ'তে থাকল'।[৬২৫] বস্তুতঃ এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম মু'জেযা।

মধ্যস্থতা বৈঠক (جلسة الصلح) :

হোদায়বিয়ায় অবতরণের কিছু পরে মুসলমানদের মিত্র বনু খোযা'আহ্র নেতা বুদাইল বিন অরক্বা (بُدَيل بنُ وَرْقَاء) কিছু লোক সহ উপস্থিত হ'লেন। তিনি এসে খবর দিলেন যে, কুরায়েশ নেতা কা'ব ও 'আমের বিন লুওয়াই সৈন্য-সামন্ত এমনকি নারী-শিশু নিয়ে হোদায়বিয়ার পর্যাপ্ত পানিপূর্ণ ঝর্ণার ধারে শিবির স্থাপন করেছে, আপনাদের বাধা দেওয়ার জন্য ও প্রয়োজনে যুদ্ধ করার জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তাদেরকে গিয়ে বল যে, إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ 'আমরা কারু সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসিনি। বরং আমরা এসেছি কেবল ওমরাহ করার জন্য'। তিনি বললেন, কুরায়েশরা ইতিপূর্বে যুদ্ধ করেছে এবং তারা পর্যুদস্ত হয়েছে। তারা চাইলে আমি তাদের জন্য একটা সময় বেঁধে দেব, সে সময়ে তারা সরে দাঁড়াবে (এবং আমরা ওমরাহ করে নেব)। এরপরেও তারা যদি না মানে এবং কেবল যুদ্ধই তাদের কাম্য হয়, তাহ'লে যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে এই দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করব যতক্ষণ না আমার আত্মা বিচ্ছিন্ন হয় অথবা আল্লাহ স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে একটা ফায়ছালা করে দেন'।

অতঃপর বুদাইল কুরায়েশ নেতাদের কাছে গেলেন। তরুণরা তার কোন কথা শুনতে চাইল না। জ্ঞানীরা শুনতে চাইলেন। তখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য যথাযথভাবে বিবৃত করলেন।

ফলে সেখানে উপস্থিত উরওয়া বিন মাসঊদ ছাক্বাফী বলে উঠলেন, আমাকে একবার তার কাছে যেতে দাও'। অতঃপর নেতাদের অনুমতি নিয়ে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হ'লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সেসব কথাই বললেন, যা তিনি ইতিপূর্বে বুদাইলকে বলেছিলেন। জবাবে উরওয়া বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! যদি তুমি নিজ সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দাও, তবে ইতিপূর্বে কোন আরব এরূপ করেনি। আর যদি বিপরীতটা হয়, (অর্থাৎ তুমি পরাজিত হও) তবে আল্লাহ্র কসম! তোমার পাশে এমন কিছু নিকৃষ্ট লোককে দেখছি, যারা তোমার থেকে পালিয়ে যাবে অথবা ছেড়ে যাবে'। তার এ মন্তব্য শুনে ঠাণ্ডা মেযাজের মানুষ আবুবকর (রাঃ) রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠলেন,امْصُصْ بَظْرَ اللاَّتِ، أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟ 'লাতের গুপ্তাঙ্গের ঝুলন্ত চর্ম চুষতে থাক! আমরা রাসূলকে রেখে পালিয়ে যাব ও তাঁকে ছেড়ে যাব'?

৬২৫. বুখারী হা/৩৫৭৬, ৪১৫০; মিশকাত হা/৫৮৮২-৮৩ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'মু'জিযা সমূহ' অনুচ্ছেদ-৭।

এরপর উরওয়া রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে থাকেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বারবার রাসূল (ছাঃ)-এর দাড়িতে হাত দিচ্ছিলেন। ওদিকে পাশে দাঁড়ানো মুগীরা বিন শো‘বা (রাঃ) নিজ তরবারির বাঁটে হাত দিচ্ছিলেন ও উরওয়াকে ধমক দিয়ে বলছিলেন, أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‘তোমার হাতকে রাসূল (ছাঃ)-এর দাড়ি থেকে দূরে রাখ’। এভাবে উরওয়া রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ছাহাবীগণের ভালাবাসার নমুনা সমূহ প্রত্যক্ষ করলেন। উল্লেখ্য যে, মুগীরা ছিলেন উরওয়ার ভাতিজা।

আলোচনা শেষে উরওয়া কুরায়েশদের নিকটে ফিরে গিয়ে বললেন, أَيْ قَوْمِ، وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ، يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، ‘হে আমার কওম! আল্লাহ্র কসম! আমি ক্বায়ছার, কিসরা, নাজাশী প্রমুখ সম্রাটদের দরবারে প্রতিনিধি হিসাবে গিয়েছি। কিন্তু কোন সম্রাট-এর প্রতি তার সহচরদের এমন সম্মান করতে দেখিনি, যেমনটি দেখেছি মুহাম্মাদের প্রতি তার সাথীদের সম্মান করতে’। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের সম্মান প্রদর্শনের এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার কতগুলি উদাহরণ পেশ করে বলেন, আল্লাহ্র কসম! তারা তাঁর থুথু হাতে ধরে মুখে ও গায়ে মেখে নেয়। তার ওযূর ব্যবহৃত পানি ধরার জন্য প্রতিযোগিতা করে। তার নির্দেশ পালনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। তাঁর সাথে কথা বলার সময় সকলের কণ্ঠস্বর নীচু হয়ে যায়। অধিক সম্মান প্রদর্শনের কারণে তাঁর প্রতি কেউ পূর্ণভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না’। তিনি বললেন, وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، فَاقْبَلُوهَا ‘এই লোকটি (মুহাম্মাদ) তোমাদের নিকটে একটা ভাল প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তোমরা সেটা কবুল করে নাও’ *(বুখারী হা/২৭৩১)*।

ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন যে, উরওয়ার উপস্থিতিতে ছাহাবীগণ ভক্তির এই বাড়াবাড়ি প্রদর্শন করেছিলেন, তাকে বাস্তবে একথা বুঝিয়ে দেবার জন্য যে, যারা তাদের নেতার ভালোবাসায় এতদূর করতে পারে ও এতবড় সম্মান ও ভক্তি দেখাতে পারে, তাদের সম্পর্কে উরওয়া কিভাবে ধারণা করতে পারেন যে, কুরায়েশদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলে তারা রাসূলকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে ও তাঁকে শত্রুদের হাতে সমর্পণ করবে? বরং বিভিন্ন গোত্রীয় যুদ্ধে স্রেফ গোত্রীয় স্বার্থের চাইতে তারা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর দ্বীনের প্রতি সাহায্যের ক্ষেত্রে সবচাইতে অগ্রণী ও আপোষহীন। ইবনু হাজার বলেন, এই ঘটনায় বুঝা যায় যে, বৈধ উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য যেকোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করা যায়’।[৬২৬] বস্তুতঃ এই ধরনের বাড়াবাড়ি আচরণের ঘটনা অন্য সময়ে দেখা যায়নি।

৬২৬. ফাৎহুল বারী ৫/৪০২, হা/২৭৩১-৩৩-এর ব্যাখ্যা, ‘শর্ত সমূহ’ অধ্যায়-৫৪, ‘যুদ্ধকারীদের সাথে সন্ধি ও শর্ত সমূহ’ অনুচ্ছেদ-১৫।

উরওয়া বিন মাসঊদ-এর রিপোর্ট পাওয়ার পর সেখানে উপস্থিত কুরায়েশ মিত্র বনু কেনানা গোত্রের বেদুঈন নেতা হুলাইস বিন আলক্বামা (حُلَيسُ بنُ عَلْقَمَةَ) বললেন, আমাকে একবার যেতে দিন! অতঃপর নেতাদের অনুমতি নিয়ে তিনি গেলেন। দূর থেকে তাকে দেখে রাসূল (ছাঃ) মন্তব্য করলেন, هُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ ‘এ ব্যক্তি এমন একটি গোত্রের, যারা কুরবানীর পশুকে সম্মান করে’। অতএব তোমরা পশুগুলিকে দাঁড় করিয়ে দাও। কাছে এলে লোকটি কুরবানীর পশুসমূহ দেখে খুশীতে বলে উঠলো, سُبْحَانَ اللهِ مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلاَءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ ‘সুবহানাল্লাহ! এইসব লোককে আল্লাহ্র ঘর থেকে বিরত রাখা উচিত নয়’। কথা বলেই লোকটি ফিরে গেল এবং কুরায়েশদের নিকটে তার উত্তম মতামত পেশ করল’ *(বুখারী হা/২৭৩১)*। কিন্তু নেতারা বললেন, اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ أَعْرَابِىٌّ لاَ عِلْمَ لَكَ ‘তুমি বস! তুমি একজন বেদুঈন মাত্র। তোমার কোন জ্ঞান নেই’ *(আহমাদ হা/১৮৯৩০, সনদ হাসান)*।

এরপর নেতারা মিকরায বিন হাফছ (مِكْرَزُ بنُ حَفْصٍ)-কে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে দূর থেকে দেখেই মন্তব্য করলেন, هَذَا مِكْرَزٌ وَهْوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ ‘লোকটি মিকরায। সে একজন দুষ্ট লোক’। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে সেসব কথাই বললেন, যা ইতিপূর্বে বুদাইল ও তার সাথীদের বলেছিলেন।

মিকরায কথা বলছেন। এমতাবস্থায় সুহায়েল বিন আমর (سُهَيلُ بنُ عَمْرو) এসে উপস্থিত হন। তাকে দেখে রাসূল (ছাঃ) মন্তব্য করলেন, قَدْ سَهَّلَ اللهُ لَكُمْ أَمْرَكُمْ ‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের বিষয়টি সহজ করে দিবেন’।[৬২৭] অতঃপর সুহায়েল ও রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হয়। অবশেষে তাঁরা একটি আপোষ প্রস্তাবে সম্মত হন। যা ‘হোদায়বিয়ার সন্ধি’ নামে পরিচিত।

হোদায়বিয়ার সন্ধি ও তার দফা সমূহ (صلح الحديبية وبنوده) :

১। মুহাম্মাদ এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই সঙ্গী-সাথীসহ মদীনায় ফিরে যাবেন। আগামী বছর ওমরাহ করবেন এবং মক্কায় তিনদিন অবস্থান করবেন। সঙ্গে সফরের প্রয়োজনীয় অস্ত্র থাকবে এবং তরবারি কোষবদ্ধ থাকবে। কুরায়েশরা তাদের প্রতি কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না’। এই শর্তের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) আপত্তি জানালে সুহায়েল বলেন, যাতে আরবরা একথা বলার সুযোগ না পায় যে, মুসলমানেরা আমাদের উপরে যবরদস্তি প্রবেশ করেছে। বরং ওটা আগামী বছর’। অতঃপর তিনি মেনে নেন’ *(বুখারী হা/৩১৮৪; ২৭৩১)*।

---

৬২৭. বুখারী হা/২৭৩১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৮৭২।

২। কুরায়েশদের কোন লোক পালিয়ে মুহাম্মাদের দলে যোগ দিলে তাকে ফেরৎ দিতে হবে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কেউ কুরায়েশদের নিকটে গেলে তাকে ফেরৎ দেওয়া হবে না'।[৬২৮]

৩। দু'পক্ষের মধ্যে আগামী ১০ বছর যাবৎ যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এই সময় লোকেরা নিরাপদ থাকবে। কেউ কারু উপরে হস্তক্ষেপ করবে না'।[৬২৯]

৪। যারা মুহাম্মাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে, তারা তার দলে এবং যারা কুরায়েশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে, তারা তাদের দলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তাদের কারু উপরে অত্যাচার করা হ'লে সেটা সংশ্লিষ্ট দলের উপরে অত্যাচার বলে ধরে নেয়া হবে' *(আহমাদ হা/১৮৯৩০)*।

উপরোক্ত দফাগুলিতে একমত হওয়ার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হযরত আলীকে ডাকলেন। অতঃপর তাকে লেখার নির্দেশ দিয়ে বললেন, লিখ- *'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'*। সুহায়েল বলল, 'রহমান' কি আমরা জানি না। বরং লিখুন- *'বিসমিকা আল্লাহুম্মা'*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলীকে তাই-ই লিখতে বললেন। অতঃপর লিখতে বললেন- هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ 'এগুলি হ'ল সেইসব বিষয় যার উপরে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ সন্ধি করেছেন'। সোহায়েল বাধা দিয়ে বলল, لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَبَايَعْنَاكَ 'যদি আমরা জানতাম যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল, তাহ'লে আমরা আপনাকে আল্লাহ্র ঘর হ'তে বিরত রাখতাম না এবং অবশ্যই আমরা আপনার হাতে বায়'আত করতাম'। অতএব লিখুন 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ'। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَنَا وَاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَنَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ 'আমি অবশ্যই আব্দুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মাদ এবং আমি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল' *(বুখারী হা/৩১৮৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِى 'যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে থাক' *(বুখারী হা/২৭৩১)*। অতঃপর তিনি আলীকে বললেন 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ মুছে 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ' লিখতে। কিন্তু আলী বললেন, وَاللهِ لاَ أَمْحَاهُ أَبَدًا 'কসম আল্লাহ্র! কখনোই আমি তা মুছবো না'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَأَرِنِيْهِ 'তাহ'লে আমাকে স্থানটি দেখিয়ে দাও'। আলী বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে দেখিয়ে দিলাম। তখন তিনি নিজ হাতে ওটা মুছে দিলেন' *(বুখারী হা/৩১৮৪)*। অতঃপর তিনি বললেন, اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ 'লেখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ'।[৬৩০] এভাবে চুক্তিনামা লিখন সম্পন্ন হ'ল।

---

৬২৮. বুখারী হা/২৭৩১-৩২; আহমাদ হা/১৮৯৩০।
৬২৯. আহমাদ হা/১৮৯৩০; আবুদাঊদ হা/২৭৬৬; মিশকাত হা/৪০৪৬।
৬৩০. মুসলিম হা/১৭৮৪; বুখারী হা/২৭৩১।

চুক্তি সম্পাদনের পর বনু খোযা'আহ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এবং বনু বকর কুরায়েশদের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হ'ল' *(আহমাদ হা/১৮৯৩০, সনদ হাসান)*। অবশ্য বনু খোযা'আহ আব্দুল মুত্ত্বালিবের সময় থেকেই বনু হাশেমের মিত্র ছিল, যা বংশ পরম্পরায় চলে আসছিল।

হোদায়বিয়ার অন্যান্য খবর (أخبار أخرى في الحديبية)

১. কুরায়েশ তরুণদের অপকৌশল (مكيدة شباب قريش) : বুদাইল, উরওয়া ও হুলাইস-এর রিপোর্ট কাছাকাছি প্রায় একই রূপ হওয়ায় এবং সকলে রাসূল (ছাঃ)-এর দেওয়া প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করায় কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ আপোষ করার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু তরুণরা এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তারা নিজেরা গোপনে পৃথকভাবে এক কৌশল প্রস্তুত করে যে, রাতের অন্ধকারে তারা মুসলিম শিবিরে অতর্কিতে প্রবেশ করে এমন হৈ চৈ লাগিয়ে দেবে, যাতে উভয়পক্ষে যুদ্ধ বেধে যায় । পরিকল্পনা মোতাবেক ৭০ কিংবা ৮০ জন যুবক 'তানঈম' পাহাড় থেকে নেমে সোজা মুসলিম শিবিরে ঢোকার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রহরীদের নেতা মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্‌র হাতে সবাই গ্রেফতার হয়ে যায়। পরে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সন্ধির প্রতি আগ্রহের কারণে (رَغْبَةً فِي الصُّلْحِ) সবাইকে ক্ষমা করেন ও মুক্ত করে দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا 'তিনিই মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবৃত্ত করেছেন তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সবই দেখেন' *(ফাৎহ ৪৮/২৪)*।

২. আপোষ চেষ্টায় মক্কায় প্রতিনিধি প্রেরণ (إرسال المندوب إلى مكة للمصالحة) : অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরায়েশদের নিকটে এমন একজন দূত প্রেরণের চিন্তা করলেন, যিনি তাদের নিকটে গিয়ে বর্তমান সফরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জোরালোভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন এবং অহেতুক যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে পারেন। এজন্য তিনি প্রথমে খারাশ বিন উমাইয়া আল-খুযাঈকে পাঠান। কিন্তু কুরায়েশরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। যদি না বেদুঈনরা বাধা দিত *(আহমাদ হা/১৮৯৩০)*। অতঃপর ওমর (রাঃ)-কে নির্বাচন করলেন। কিন্তু তিনি বললেন যে, মক্কায় বনু 'আদী গোত্রের একজন লোকও নেই যে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে যদি আমি আক্রান্ত হই'। তাছাড়া আমার প্রতি তাদের আক্রোশ আপনি জানেন। তার চাইতে আপনি এমন একজনকে পাঠান, যিনি আমার চাইতে তাদের নিকট অধিক সম্মানিত। আপনি ওছমানকে প্রেরণ করুন। কেননা সেখানে তার গোত্রীয় লোকজন রয়েছে। তিনি আপনার বার্তা তাদের নিকটে ভালভাবে পৌঁছাতে পারবেন'।

অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ওছমানকে ডাকলেন এবং তাকে কুরায়েশ নেতাদের কাছে পাঠালেন এই বলে যে, أَنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالٍ وَإِنَّمَا جِئْنَا عُمَّارًا– ‘আমরা লড়াই করতে আসিনি বরং আমরা এসেছি ওমরাহকারী হিসাবে’। তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে বললেন। এছাড়াও মক্কার গোপন মুমিন নর-নারীদের কাছে সত্বর বিজয়ের সুসংবাদ শুনাতে বললেন এবং বলতে বললেন যে, আল্লাহ শীঘ্র তাঁর দ্বীনকে মক্কায় বিজয়ী করবেন। তখন আর কাউকে তার ঈমান লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন হবে না’।

আদেশ পাওয়ার পর ওছমান (রাঃ) মক্কাভিমুখে রওয়ানা হ’লেন। বালদাহ (بَلْدَحِ) নামক স্থানে পৌঁছলে কুরায়েশদের কিছু লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে অমুক অমুক কাজে পাঠিয়েছেন। তারা বলল, قَدْ سَمِعْنَا مَا تَقُولُ ‘আমরা শুনেছি যা আপনি বলবেন’। এ সময় আবান বিন সাঈদ ইবনুল ‘আছ এসে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে নিজ ঘোড়ায় বসিয়ে নিলেন। অতঃপর মক্কায় উপস্থিত হয়ে ওছমান (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক নেতৃবৃন্দের কাছে বার্তা পৌঁছে দিলেন ও তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। বার্তা পৌঁছানোর কাজ শেষ হ’লে নেতারা তাঁকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্বে তিনি তাওয়াফ করতে অস্বীকার করলেন।[৬৩১]

৩. ওছমান হত্যার ধারণা ও বায়‘আতুর রিযওয়ান (ظن قتل عثمان وبيعة الرضوان) :

মক্কায় কাজ মিটাতে বেশ দেরী হয়ে যায়। তাতে মুসলমানরা ধারণা করেন যে, মক্কাবাসীরা ওছমানকে হত্যা করেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) ‘সামুরাহ’ বৃক্ষের (شَجَرَةُ السَّمُرَةِ) নীচে সবাইকে বায়‘আতের জন্য আহ্বান করলেন। যেখানে সবাই ওছমান হত্যার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত ফিরে যাবে না বলে আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এটাই বায়‘আতুর রিযওয়ান (بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ) বলে পরিচিত। এদিন বায়‘আত করার জন্য প্রথমে এগিয়ে আসেন আবু সিনান আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব আল-আসাদী’ *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৩১৭৫)*। অতঃপর সকলে বায়‘আত করেন একজন ব্যতীত। যার নাম জাদ বিন ক্বায়েস আনছারী (جَدُّ بْنُ قَيْسٍ)। সে মুনাফিক ছিল। এদিন বায়‘আতকারীদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ ‘আজ তোমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ’ *(বুখারী হা/৪১৫৪)*। বায়‘আত শেষ হওয়ার পরপরই ওছমান (রাঃ) ফিরে আসেন।

৬৩১. আহমাদ হা/১৮৯৩০; যাদুল মা‘আদ ৩/২৫৯; ইবনু হিশাম ২/৩১৫-১৬।

বায়'আতের বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ 'যদি মক্কার জনপদে ওছমানের চাইতে উত্তম কেউ থাকতেন, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকেই কুরায়েশদের নিকট পাঠাতেন'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ওছমানকে মক্কায় পাঠান। তিনি চলে যাওয়ার পর বায়'আতুর রিযওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাঁর ডান হাত দেখিয়ে বলেন, هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ 'এটি ওছমানের হাত'। অতঃপর সেটি দিয়ে অন্য হাতে মারেন এবং বলেন, هَذِهِ لِعُثْمَانَ 'এটি ওছমানের জন্য' *(বুখারী হা/৩৬৯৮)*। এরপর যথারীতি বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, বায়'আত অনুষ্ঠান শেষে 'ওছমান ফিরে এলেন। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত করলেন' (جاءَ عثمانُ فبايعهُ) বলে যে কথা মুবারকপুরী লিখেছেন *(আর-রাহীক্ব ৩৪১-৪২ পৃঃ)*, তা দলীল বিহীন এবং এটি কোন জীবনীকার লেখেননি। বরং বাস্তব কথা এই যে, ওছমানের পক্ষে রাসূল (ছাঃ) নিজেই স্বীয় ডান হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ও তার উপরেই বায়'আত নিয়েছিলেন। অতএব পুনরায় এসে তাঁর বায়'আত গ্রহণের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে নিঃসন্দেহে এই বায়'আতের ফযীলতে তিনি অংশীদার ছিলেন। তাছাড়া ওছমানের নিজ হাতে বায়'আত করার চাইতে তাঁর পক্ষে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত করা নিঃসন্দেহে অধিক উত্তম ছিল।

উক্ত বিষয়ে জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এদিন আমরা চৌদ্দশ' ব্যক্তি ছিলাম। আমরা সবাই বায়'আত করেছিলাম। কেবল জাদ বিন ক্বায়েস আনছারী বায়'আত করেনি। সে তার উটের পেটের নীচে লুকিয়ে ছিল। তিনি বলেন, আমরা মৃত্যুর উপরে বায়'আত করিনি। বরং বায়'আত করেছিলাম যেন আমরা পালিয়ে না যাই। এ সময় ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাত ধরে রেখেছিলেন'।[৬৩২]

মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ) বলেন, 'আমি গাছের ডাল উঁচু করে ধরে রেখেছিলাম' *(মুসলিম হা/১৮৫৮)*। এদিন দক্ষ তীরন্দায সালামাহ ইবনুল আকওয়া' শুরুতে, মাঝে এবং শেষে মোট তিনবার বায়'আত করেন'।[৬৩৩] সালামাহ বলেন, এদিন আমরা মৃত্যুর উপরে বায়'আত করি' *(মুসলিম হা/১৮৬০)*। নাফে'কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'তাঁরা মৃত্যুর উপর বায়'আত করেননি। বরং ছবরের উপর বায়'আত করেছিলেন' *(বুখারী হা/২৯৫৮)*। এ বিষয়ে হাফেয ইবনু হাজার বলেন, মৃত্যুর উপরে বায়'আতের অর্থ হ'ল, মৃত্যু হয়ে গেলেও যেন পালিয়ে না যাই। এটা নয় যে, অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে। ছবরের অর্থ হ'ল, দৃঢ় থাকা এবং পালিয়ে না যাওয়া। তাতে বন্দীত্ব বা মৃত্যু যেটাই আসুক না কেন'।[৬৩৪]

---

৬৩২. মুসলিম হা/১৮৫৬ (৬৯); বুখারী হা/৪১৫৪; মিশকাত হা/৬২১৯।
৬৩৩. মুসলিম হা/১৮০৭; ইবনু হিশাম ২/৩১৫-১৬।
৬৩৪. ফাৎহুল বারী হা/২৯৫৭-৫৮-এর আলোচনা দ্রঃ।

উপরের হাদীছগুলি সহ অন্য কোন ছহীহ হাদীছে বায়‘আতুর রিযওয়ান-এর কারণ কি ছিল সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। যদিও বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে ওছমান হত্যার খবর শোনার পরে রাসূল (ছাঃ) সবার নিকট থেকে এই বায়‘আত গ্রহণ করেন বলে বর্ণিত হয়েছে। যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়।[৬৩৫] বরং শত্রুপক্ষের সম্ভাব্য হামলার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য রাসূল (ছাঃ) মুসলমানদের কাছ থেকে এই বায়‘আত নিয়েছিলেন। বস্তুতঃ ওছমান (রাঃ) প্রদত্ত প্রস্তাবনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জবাব প্রদানের জন্য কুরায়েশ নেতাদের শলা-পরামর্শ কিছুটা দীর্ঘায়িত হয়। এতে তাঁর প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হয়। এভাবে যখন বায়‘আত সম্পন্ন হয়ে গেল, তখন ওছমান (রাঃ) এসে হাযির হন। এ ঘটনাই বায়‘আতুর রিযওয়ান (بَيْعَةُ الرِّضْوَان) বা সন্তুষ্টির বায়‘আত নামে খ্যাত। কেননা আল্লাহ পাক মুসলমানদের এই স্বতঃস্ফূর্ত বায়‘আত গ্রহণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

ফযীলত (فضيلة البيعة) : এই বায়‘আতে আল্লাহ খুশী হয়ে সাথে সাথে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন- لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيْباً– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন মুমিনদের উপরে যখন তারা বায়‘আত করছিল তোমার নিকটে বৃক্ষের নীচে। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের উপরে বিশেষ প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন’ *(ফাৎহ ৪৮/১৮)*। এছাড়াও আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْراً عَظِيْماً ‘নিশ্চয়ই যারা তোমার নিকটে বায়‘আত করেছে, তারা তো আল্লাহ্‌র নিকটেই বায়‘আত করেছে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতঃপর যে ব্যক্তি বায়‘আত ভঙ্গ করে, সে তার নিজের ক্ষতির জন্যই সেটা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, সত্বর আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করবেন’ *(ফাৎহ ৪৮/১০)*।

---

৬৩৫. আর-রাহীক্ব ৩৪১ পৃঃ, *(ঐ, তা‘লীক্ব ১৬৪ পৃঃ)*।
প্রসিদ্ধ আছে যে, ওছমান হত্যার গুজবই ছিল এর একমাত্র কারণ। তিনি নিহত হয়েছেন, এ খবর পৌঁছার পর রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ نَبْرَحُ حَتَّى نُنَاجِزَ الْقَوْمَ ‘আমরা যাব না যতক্ষণ না ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করব’ *(ইবনু হিশাম ২/৩১৫; তারীখ ত্বাবারী ২/৬৩২; আল-বিদায়াহ ৪/১৬৭; আর-রাহীক্ব ৩৪১ পৃঃ)*। বর্ণনাটির সনদ ‘মুরসাল’ বা যঈফ *(মা শা-‘আ ১৭৭ পৃঃ)*। অন্য আর একটি কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, কুরায়েশ প্রতিনিধি সুহায়েল বিন ‘আমর ও অন্যদের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর সন্ধি আলোচনার এক পর্যায়ে দু’পক্ষের কোন একজন ব্যক্তি অপর পক্ষের উদ্দেশ্যে তীর ছুঁড়ে মারেন। তখন উভয় পক্ষে গোলমাল ও হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মুসলিম পক্ষ সুহায়েল বিন ‘আমরসহ মক্কার প্রতিনিধি দলকে এবং অন্যদিকে মক্কার নেতারা ওছমানকে আটকিয়ে রাখে। তখন রাসূল (ছাঃ) মুসলমানদেরকে বায়‘আতের আহ্বান জানান’ *(বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত হা/১৪৬৭)*। হাদীছটি ‘যঈফ’ *(আর-রাহীক্ব, তা‘লীক্ব ১৬৪ পৃঃ; মা শা-‘আ ১৭৬-৭৮ পৃঃ)*।

এই বায়'আতের পরকালীন গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا 'আল্লাহ চাহেন তো বৃক্ষতলে বায়'আতকারীদের কোন ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না' *(মুসলিম হা/২৪৯৬)*। তিনি বলেন, كُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلاَّ صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ 'তোমরা প্রত্যেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত লাল উটওয়ালা ব্যতীত' *(মুসলিম হা/২৭৮০ (১২)*। ইমাম নববী বলেন, কাযী আয়ায বলেন, 'লাল উটওয়ালা' বলে জাদ বিন ক্বায়েস মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে *(শরহ মুসলিম)*। ফলে এই বায়'আতে অংশগ্রহণকারীগণের অবস্থা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ন্যায় হয়ে গেছে। তাঁরা সবাই হ'লেন স্ব স্ব জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত *(ফালিল্লাহিল হাম্দ)*।

উল্লেখ্য যে, নাফে' বলেন, ওমর (রাঃ)-এর কাছে খবর পৌছলো এই মর্মে যে, লোকেরা ঐ গাছের নিকট গিয়ে ছালাত আদায় করছে। তখন তিনি তাদেরকে খুবই ধমকালেন এবং গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন'।[৬৩৬] ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, যখন আমরা পরের বছর পুনরায় গেলাম (ক্বাযা ওমরাহ আদায়ের জন্য), তখন আমাদের দু'জন ব্যক্তিও গাছের নীচে জমা হয়নি। যেখানে আমরা বায়'আত করেছিলাম। আর এটি ছিল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত' *(বুখারী, ফৎহুল বারী হা/২৯৫৮-এর ব্যাখ্যা)*। এর অর্থ, গাছটির অবস্থান গোপন থাকায় মানুষ সেখানে কোনরূপ পূজা করার সুযোগ পায়নি। যাতে তারা ঐ গাছটিকে কোনরূপ উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে বলে বিশ্বাসী না হয়' *(ঐ)*।

৪. আবু জান্দালের আগমন (قدوم أبي جندل) : সন্ধিপত্র লেখার কাজ চলছে এরি মধ্যে সোহায়েল-পুত্র আবু জান্দাল (أَبُو جَنْدَلَ) শিকল পরা অবস্থায় পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসে মুসলিম শিবিরে ঢুকে পড়ল। তাকে দেখে সোহায়েল বলে ওঠেন, এই আবু জান্দালই হ'ল প্রথম ব্যক্তি যে বিষয়ে আমরা চুক্তি করেছি যে, আপনি তাকে ফেরৎ দিবেন। (কেননা সে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই পালিয়ে আপনার দলে চলে এসেছে)। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এখনও তো চুক্তি লিখন কাজ শেষ হয়নি? সোহায়েল বললেন, আল্লাহ্র কসম! তাহ'লে চুক্তির ব্যাপারে আমি আর কোন কথাই বলব না'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, অন্ততঃ আমার খাতিরে তুমি ওকে ছেড়ে দাও'। সোহায়েল বললেন, আপনার খাতিরেও আমি তাকে ছাড়ব না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, بَلَى فَافْعَلْ 'হ্যাঁ এটুকু তুমি কর'। তিনি বললেন, مَا أَنَا بِفَاعِلٍ 'না আমি তা করব না'। অতঃপর সোহায়েল আবু জান্দালের মুখে চপেটাঘাত করে তার গলার কাপড় ধরে টানতে টানতে মুশরিকদের নিকটে নিয়ে চললেন। আবু জান্দাল তখন অসহায়ভাবে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল 'হে মুসলিমগণ! আমি কি মুশরিকদের কাছে ফিরে যাব? ওরা আমাকে দ্বীনের ব্যাপারে ফিৎনায় নিক্ষেপ করবে'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে

---

৬৩৬. ত্বাবাক্বাত ইবনু সা'দ, সনদ ছহীহ; ফাৎহুল বারী হা/৪১৬৫-এর আলোচনা।

Contents

সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, يَا أَبَا جَنْدَلٍ، اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، 'হে আবু জান্দাল! ধৈর্য ধর এবং ছওয়াবের আশা কর। আল্লাহ তোমার ও তোমার সাথী দুর্বলদের জন্য মুক্তির পথ খুলে দেবেন। আমরা কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধি করেছি। তারা ও আমরা পরস্পরে আল্লাহ্র নামে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। যা আমরা ভঙ্গ করতে পারি না'।[৬৩৭]

৫. মুহাজির মহিলাদের ফেরৎ দানে অস্বীকৃতি (إنكار رد النساء المهاجرات) : এই সময় মক্কা হ'তে বেশ কিছু মুমিন মহিলা আগমন করলেন, যারা মদীনায় হিজরত করতে চান। তাদের অভিভাবকগণ তাদের ফেরৎ নিতে এলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ফেরৎ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, সন্ধিচুক্তিতে পুরুষ মুহাজিরের কথা বলা আছে, মহিলাদের কথা নেই। কেননা চুক্তির ভাষ্য হ'ল এই যে, وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا 'আমাদের মধ্যকার কোন পুরুষ (رَجُلٌ) যদি আপনার নিকটে আসে, সে আপনার দ্বীনের উপরে হ'লেও তাকে আপনি ফেরৎ দিবেন' *(বুখারী হা/২৭৩২)*। এখানে মহিলাদের বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। একই সময়ে ঐ ধরণের মহিলা মুহাজিরদের সম্পর্কে সূরা মুমতাহিনা ১০ আয়াতটি নাযিল হয়। যাতে বলা হয় যে, এইসব মুহাজির মহিলাগণকে পরীক্ষা করো। পরীক্ষায় সত্যিকারের মুমিন প্রমাণিত হ'লে তাদেরকে কাফেরদের নিকটে ফেরৎ দিয়ো না। কেননা কাফেরগণ তাদের জন্য হালাল নয়। অতঃপর ঐসব মহিলাদেরকে যথাযথভাবে মোহর দানের মাধ্যমে মুমিনদের সাথে বিবাহের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাদের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয় *(মুমতাহিনা ৬০/১২)*। উক্ত আয়াত নাযিলের ফলে হযরত ওমর (রাঃ) মক্কায় তাঁর দু'জন মুশরিক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। যারা পরে একজন মু'আবিয়ার সাথে, অন্যজন আবু জাহম বিন হুযায়ফাহ অথবা তার পরে ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার সাথে বিবাহিতা হন।[৬৩৮]

৬. ওমরাহ থেকে হালাল হ'লেন সবাই (يتحللون جميعا من العمرة) : চুক্তি সম্পাদনের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে হালাল হওয়ার জন্য স্ব স্ব পশু কুরবানী করতে বললেন। তিনি পরপর তিনবার একথা বললেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। তখন রাসূল (ছাঃ) উম্মে সালামাহ্র কাছে গিয়ে বিষয়টি বললেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি এটা চাইলে 'সোজা বেরিয়ে যান ও কাউকে কিছু না বলে নিজের উটটি নহর করুন। অতঃপর নাপিত ডেকে নিজের মাথা মুণ্ডন করুন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাই করলেন। তখন সবাই উঠে দাঁড়ালো ও স্ব স্ব কুরবানী সম্পন্ন করল। অতঃপর কেউ মাথা মুণ্ডন করল, কেউ চুল ছাঁটলো' *(বুখারী হা/২৭৩২)*। সবাই এত দুঃখিত ছিল যে, যেন পরস্পরকে হত্যা করবে। সেই সময় তাঁরা প্রতি সাত জনে একটি গরু অথবা একটি উট নহর করেন। আল্লাহ্র

---

৬৩৭. আহমাদ হা/১৮৯৩০, সনদ হাসান; ইবনু হিশাম ২/৩১৮।
৬৩৮. বুখারী হা/২৭৩৩; ফাৎহুল বারী হা/৫২৮৬-এর আলোচনা।

www.ahlehadeethbd.org

রাসূল (ছাঃ) আবু জাহলের হৃষ্টপুষ্ট নামকরা উটটি নহর করেন (যা বদরযুদ্ধে গণীমত হিসাবে হস্তগত হয়েছিল), যার নাকে রূপার নোলক ছিল। উদ্দেশ্য, যাতে মক্কার মুশরিকরা মনোকষ্টে ভোগে। এই সময় রাসূল (ছাঃ) মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার ও চুল ছাঁটাইকারীদের জন্য একবার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই সফরে এহরাম অবস্থায় অসুখ বা কষ্টের কারণে মাথা মুণ্ডনকারীর জন্য ফিদইয়ার বিধান নাযিল হয়। যা কা'ব বিন উজরাহ্‌র (كَعْبُ بنُ عُجْرَةَ) মাথায় প্রচণ্ড উকুনের কারণে নাযিল হয়েছিল। হজ্জ ও ওমরাহ্‌র কোন ওয়াজিব তরক করলে 'ফিদইয়া' ওয়াজিব হয়। এজন্য একটি বকরী কুরবানী দিবে অথবা ৬ জন মিসকীনকে তিন ছা' খাদ্য দিবে অথবা তিনটি ছিয়াম পালন করবে'।[৬৩৯]

৭. সন্ধির ব্যাপারে মুসলমানদের বিষণ্ণতা ও রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ওমর (রাঃ)-এর বিতর্ক (غم المسلمين من الصلح ومكالمة عمر مع الرسول صـــ) : হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির দু'টি বিষয় মুসলিম কাফেলার অন্তরে দারুণভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, যা তাদের হৃদয়কে দুঃখে ও বেদনায় ভারাক্রান্ত করে ফেলেছিল। (ক) রওয়ানা হবার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন যে, আমরা বায়তুল্লাহ গমন করব ও তাওয়াফ করব। অথচ এখন তিনি তা না করেই ফিরে যাচ্ছেন। (খ) তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তিনি সত্যের উপরে আছেন। উপরন্তু আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার ওয়াদা দিয়েছেন। তাহ'লে কুরায়েশদের চাপে তিনি কেন ওমরাহ না করেই ফিরে যাওয়ার মত হীন শর্তে সন্ধি করলেন।

বলা বাহুল্য উসায়েদ বিন হুযায়ের, সা'দ বিন উবাদাহ, সাহল বিন হুনাইফ এবং অন্যান্য সকলের অনুভূতির মুখপাত্র স্বরূপ ওমর ফারূক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে নিম্নোক্ত বাদানুবাদ করেন। ওমর বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُم عَلَى الْبَاطِلِ 'আমরা কি হক-এর উপরে নই? এবং তারা বাতিলের উপরে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। ওমর বললেন, أَلَيسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ؟ 'আমাদের নিহতেরা কি জান্নাতে নয়? এবং তাদের নিহতেরা জাহান্নামে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। ওমর বললেন, তাহ'লে কেন আমরা দ্বীনের ব্যাপারে ছাড় দেব এবং ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ পাক এখনো আমাদের ও তাদের মাঝে কোনরূপ ফায়ছালা করেননি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنِّى رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِى اللهُ أَبَدًا 'হে ইবনুল খাত্ত্বাব! আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। কখনোই আল্লাহ আমাকে ধ্বংস করবেন না'।[৬৪০] অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ أَعْصِي رَبِّي، وَهُوَ نَاصِرِيْ

---

৬৩৯. বুখারী হা/১৮১৫; মুসলিম হা/১২০১; মিশকাত হা/২৬৮৮। দ্রঃ লেখক প্রণীত 'হজ্জ ও ওমরাহ' বই (৪র্থ সংস্করণ, ২০১৩ খৃ.) ৩৮-৩৯ পৃঃ।

৬৪০. বুখারী হা/৩১৮২; মুসলিম হা/১৭৮৫ (৯৪)।

‘আমি আল্লাহ্র রাসূল। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি না। তিনিই আমার সাহায্যকারী’। তখন ওমর বললেন, أَوَ لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ، فَنَطُوفُ بِهِ؟ ‘আপনি কি আমাদের বলেননি যে, সত্বর আমরা আল্লাহ্র ঘরে গমন করব ও তাওয়াফ করব’? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তবে আমি কি তোমাকে বলেছিলাম যে, আমরা এবছরই সেটা করব’? ওমর বললেন, না’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَإِنَّكَ تَأْتِيهِ، فَتَطُوفُ بِهِ ‘তাহ’লে অবশ্যই তুমি আল্লাহ্র ঘরে আসবে ও তাওয়াফ করবে’।[৬৪১]

অতঃপর ওমর (রাঃ) রাগতঃভাবে বেরিয়ে আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে গেলেন ও একইরূপ অভিযোগ করলেন। তিনিও তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর ন্যায় জবাব দিলেন এবং বললেন, إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا ‘নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং কখনোই আল্লাহ তাঁকে ধ্বংস করবেন না’।[৬৪২] তিনি আরও বলেন, أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ، وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، حَتَّى تَمُوتَ، فَوَاللهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ ‘হে ব্যক্তি! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্র রাসূল। তিনি তাঁর প্রতিপালকের অবাধ্যতা করেন না। তিনিই তাঁকে সাহায্যকারী। অতএব তুমি আমৃত্যু তাঁর রাস্তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাক। আল্লাহ্র কসম! তিনি অবশ্যই হক-এর উপরে আছেন’ *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৮৭২, সনদ ছহীহ)*। এর মাধ্যমে আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমানী দৃঢ়তা ও অবিচল আনুগত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

৮. ‘ফাৎহুম মুবীন’ (فَتْحٌ مُّبِينٌ) :

ফেরার পথে মক্কা থেকে মদীনার পথে ৪২ মাইল (৬৪ কি. মি.) দূরে কোরাউল গামীম (كُرَاعُ الْغَمِيمِ) পৌঁছলে সূরা ফাৎহ-এর প্রথম দিকের আয়াতগুলি নাযিল হয় *(ফাৎহুল বারী হা/৪১৫২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। যেখানে বলা হয়, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا- لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا- وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا- ‘আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি’। ‘যাতে আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং তোমার প্রতি তাঁর নে‘মত পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন’। ‘আর তোমাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য’ *(ফাৎহ ৪৮/১-৩)*। রাসূল (ছাঃ) ওমরের কাছে লোক পাঠিয়ে আয়াতটি শুনিয়ে দিলেন।

---

৬৪১. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৮৭২, হাদীছ ছহীহ।
৬৪২. বুখারী হা/৩১৮২; মুসলিম হা/১৭৮৫ (৯৪)।

তখন ওমর এসে বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَوَ فَتْحٌ هُوَ؟ ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা কি বিজয় হ’ল’? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি খুশী হ’লেন ও ফিরে গেলেন’ *(মুসলিম হা/১৭৮৫ (৯৪))*।

ওমর (রাঃ) তার ঐদিনের বাড়াবাড়ির কারণে দারুণভাবে লজ্জিত হন। তিনি বলেন, مَا زِلْتُ أَصُومُ وَأَتَصَدَّقُ وَأُصَلِّى وَأَعْتِقُ مِنَ الَّذِى صَنَعْتُ مَخَافَةَ كَلاَمِى الَّذِى تَكَلَّمْتُ بِهِ يَوْمَئِذٍ حَتَّى رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ خَيْراً ‘আমি এজন্য অনেক সৎকর্ম করেছি। সর্বদা ছাদাক্বা করেছি, ছিয়াম রেখেছি, নফল ছালাত আদায় করেছি, দাস-দাসী মুক্ত করেছি- শুধু ঐদিন ঐকথাগুলি বলার গোনাহ্‌র ভয়ে। এখন আমি মঙ্গলের আশা করছি’ *(আহমাদ হা/১৮৯৩০)*।

এভাবে ৪৫২ কিঃ মিঃ দূর থেকে ইহরাম বেঁধে এসে মাত্র ২২ কিঃ মিঃ দূরে থাকতে ফিরে যেতে হ’ল। অথচ কা‘বাগৃহ এমন একটি স্থান যেখানে পিতৃহন্তা আশ্রয় নিলেও তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়। কিন্তু আড়াই হাযার বছর থেকে চলে আসা এই রেওয়াজ রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সাথী মুসলমানদের জন্য ভঙ্গ করা হ’ল এবং তাঁদেরকে কা‘বাগৃহ যেয়ারতে বাধা দেওয়া হ’ল। শান্তির বৃহত্তর স্বার্থে রাসূল (ছাঃ) তা মেনে নিলেন। যদিও সাথীরা প্রায় সবাই তাতে নারায ছিলেন। এর মধ্যে নেতৃত্বের দৃঢ়তা ও তার প্রতি কর্মীদের অটুট আনুগত্যের অনন্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

৯. চুক্তির প্রতিক্রিয়া (رجعية الهدنة) :

চুক্তি শেষে রাসূল (ছাঃ) যখন মদীনায় ফিরে আসেন, তখন আবু বাছীর নামে কুরায়েশের একজন ব্যক্তি মুসলিম হয়ে মদীনায় আসেন। তখন কুরায়েশরা তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য দু’জন লোক পাঠায়। তারা এসে এই চুক্তির দোহাই দিয়ে তাকে ফেরৎ চায়। তখন রাসূল (ছাঃ) আবু বাছীরকে তাদের হাতে অর্পণ করেন। অতঃপর তারা তাকে নিয়ে বের হয়ে যায় এবং যুল হুলায়ফাতে অবতরণ করে খেজুর খেতে থাকে। এমন সময় আবু বাছীর তাদের একজনকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তোমার তরবারীটা কতই না সুন্দর! তাতে লোকটি খুশী হয়ে তরবারী টান দিয়ে বের করে বলল, অবশ্যই আল্লাহ্‌র কসম এটি খুবই সুন্দর। আমি এটি বার বার পরীক্ষা করেছি। আবু বাছীর বললেন, আমাকে দাও তো আমি একটু দেখি। তখন সে তাকে তরবারীটি দিল। হাতে পেয়েই আবু বাছীর তাকে হত্যা করে ফেলল। এ দৃশ্য দেখে দ্বিতীয় জন ভয়ে দৌড় দিয়ে মদীনায় পৌঁছে গেল এবং মসজিদে প্রবেশ করল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আল্লাহ্‌র কসম আমার সাথী নিহত হয়েছে। এমন সময় আবু বাছীর পিছে পিছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি অবশ্যই আপনার চুক্তি পালন করেছেন। আপনি আমাকে তাদের নিকটে ফেরৎ দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ আমাকে তাদের থেকে নাজাত দিয়েছেন।

তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ ‘দুর্ভোগ তার মায়ের জন্য! সে যুদ্ধের অগ্নি উদ্দীপক। যদি আজ তাকে সাহায্য করার কেউ থাকত!’।[৬৪৩] এখানে বাক্যের প্রথম অংশটি বিস্ময়সূচক। অর্থাৎ তার মা কত বড়ই না বীর সন্তানের জন্মদাত্রী। বাক্যের শেষাংশে তার অভিভাবকদের প্রতি শ্লেষ ব্যক্ত হয়েছে। হায়! যদি তারা তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করত!

একথার মাধ্যমে আবু বাছীর যখন বুঝলেন যে, তাকে ফেরৎ দেওয়া হবে, তখন তিনি শামের সায়ফুল বাহরের দিকে চলে গেলেন। ওদিকে মক্কা থেকে আবু জান্দাল এসে তার সাথে মিলিত হলেন। এমনিভাবে কুরায়েশ থেকে যখনই কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতেন, তখনই তিনি বের হয়ে এসে আবু বাছীরের সাথে ‘ঈছ’ নামক স্থানে মিলিত হতেন। ফলে সেখানে একটি বড় দল গড়ে ওঠে। যখনই তাদের সামনে কোন কুরায়েশ কাফেলা আসত, তখনই তার উপরে তারা হামলা করত। পরবর্তীতে রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা আবুল ‘আছ বিন রবী‘-এর ব্যবসায়ী কাফেলা তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তখন তার বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য জানতে পেরে তারা উক্ত কাফেলার সবকিছু ছেড়ে দেয় *(যাদুল মা‘আদ ৩/২৬৩-৬৪)*।

হোদায়বিয়া সন্ধির গুরুত্ব (أهمية صلح الحديبية) :

(১) হোদায়বিয়ার সন্ধি ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা এবং নিঃসন্দেহে তা ছিল মুসলমানদের জন্য স্পষ্ট বিজয়। কারণ ইতিপূর্বে কুরায়েশরা আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের ধর্মীয় ও পার্থিব নেতৃত্বের একচ্ছত্র অধিকারী বলে সর্বদা গর্ব অনুভব করত। আর সেকারণে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শক্তিকে তারা আমলেই নিত না। কিন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে তারা এই প্রথম রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্বে মদীনার ইসলামী শক্তিকে তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে স্বীকৃতি দিল। চুক্তির তৃতীয় ধারাটির মাধ্যমে একথাটি স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা হয়েছে।

(২) আগামী দশ বছরের জন্য ‘যুদ্ধ নয়’ চুক্তিটাই ছিল প্রকৃত অর্থে মুসলিম শক্তির জন্য ‘স্পষ্ট বিজয়’ (فَتْحٌ مُبِيْنٌ)। কেননা সর্বদা যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলে কোন আদর্শই যথার্থভাবে সমাজে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এই চুক্তির ফলে কাফিরদের সাথে যোগাযোগ সহজ হয় এবং তাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াতের পথ খুলে যায়। এতে ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করে। অতএব নির্বিঘ্ন প্রচারের সুযোগ লাভের স্বার্থে এবছর ওমরাহ না করে ফিরে যাবার মত অবমাননাকর শর্ত মেনে নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও শান্তিপ্রিয়তার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, বিশ্ব ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। এতে ফল হ’ল এই যে, পরের বছর ক্বাযা ওমরাহ করার

৬৪৩. যাদুল মা‘আদ ৩/২৬৩-৬৪; বুখারী হা/২৭৩১; মিশকাত হা/৪০৪২।

সময় ২০০০ এবং তার দু'বছর পর মক্কা বিজয়ের সময় ১০,০০০ মুসলমান রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী হন।

(৩) যুদ্ধই যে সবকিছুর সমাধান নয়, বরং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব, এ সন্ধি তার বাস্তব প্রমাণ। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) শক্তিশালী অবস্থানে থেকেও এবং কুরায়েশদের শত উসকানি সত্ত্বেও তিনি সর্বদা যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছেন। তিনি নিজেই অগ্রণী হয়ে ওছমান (রাঃ)-কে কুরায়েশ নেতাদের কাছে দূত হিসাবে পাঠিয়েছেন। এর দ্বারা ইসলাম যে শান্তির ধর্ম এবং তিনি যে বিশ্ব মানবতার জন্য শান্তির দূত (رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ) হিসাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন *(আম্বিয়া ২১/১০৭)*, তিনি সেটারই স্বাক্ষর রেখেছেন। কেননা মুসলমান তার জীবন ও সম্পদ সবকিছুর বিনিময়ে দুনিয়াতে স্রেফ আল্লাহ্র খেলাফত ও তাঁর বিধানাবলীর প্রতিষ্ঠা দেখতে চায়। গণীমত লাভ বা বাদশাহী করা তাদের জীবনের লক্ষ্য নয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই মহাকবি ইকবাল বলেন,

شہادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی

'মুমিনের লক্ষ্য হ'ল শাহাদাত লাভ। গণীমত বা বাদশাহী লাভ করা নয়'।[৬৪৪]

(৪) প্রথম দফাটি মুসলিম পক্ষের জন্য অবমাননাকর মনে হ'লেও এতে পরের বছর নিরাপদে ওমরাহ করার গ্যারান্টি ছিল। এর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর স্বপ্ন স্বার্থক হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

(৫) হোদায়বিয়ার সন্ধির চার দফা চুক্তির মধ্যে কুরায়েশগণ মুসলমানদের তিনটি বিষয়ে সুযোগ দানের বিনিময়ে নিজেরা মাত্র একটি সুযোগ লাভ করে। মুসলমানদের তিনটি সুযোগ হ'ল : পরের বছর ওমরাহ করার নিশ্চয়তা, আগামী দশ বছর যুদ্ধ না করা এবং সাধারণ আরব গোত্রগুলিকে মুসলিম পক্ষে যোগদানের সুযোগ প্রদান করা। পক্ষান্তরে কুরায়েশরা সুযোগ লাভ করেছিল কেবল চতুর্থ দফার মাধ্যমে। যাতে বলা হয়েছে যে, তাদের কেউ পালিয়ে গিয়ে মুসলিম পক্ষে যোগ দিলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এটা ছিল নিতান্তই গুরুত্বহীন। কেননা এভাবে প্রকাশ্যে যারা হিজরত করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তারা এটা করে। আবু জান্দাল, আবু বাছীর, সুহায়েল বিন আমর প্রমুখের ঈমানী জাযবাকে এই চুক্তি দিয়ে আটকে রাখা যায়নি। তারা সিরিয়ার নিকটবর্তী সমুদ্রোপকূলে ঈছ (العِيْص) পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে অন্যান্য মুসলমানদের নিয়ে দল গঠন করে ও

---

৬৪৪. আর-রাহীকুল মাখতূম (উর্দূ) ৫৬০ পৃঃ। প্রকাশকের বক্তব্য মতে উর্দূ সংস্করণটি লেখকের নিজহাতে অনূদিত ও সম্পাদিত হয়েছে (প্রকাশক : মাকতাবা সালাফিইয়াহ, শীশমহল রোড, লাহোর ৩য় সংস্করণ ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খৃ.)। কবিতাটি আরবী সংস্করণে নেই।

কুরায়েশদের বাণিজ্য কাফেলার জন্য কঠিন হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এক বছরের মধ্যে সেখানে প্রায় তিনশ মুসলমান জমা হয়ে যায়। ফলে এই ধারাটি অবশেষে কুরায়েশদের বিপক্ষে চলে যায় এবং তারা মদীনায় গিয়ে উক্ত ধারা বাতিলের আবেদন জানায় *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৫১)*। এভাবে কার্যতঃ চুক্তির ৪র্থ ধারাটি বাতিল গণ্য হয়।

পরের বছর অর্থাৎ ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে ওছমান বিন ত্বালহা, খালেদ বিন অলীদ ও আমর ইবনুল 'আছ-এর মত সেরা ব্যক্তিগণ মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন।[৬৪৫] এছাড়াও গোপনে ঈমান আনয়নকারীর সংখ্যা ছিল অগণিত। যারা মক্কা বিজয়ের পরে নিজেদের প্রকাশ করেন। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, ফলাফলের বিচারে পুরা চুক্তিটাই মুসলমানদের পক্ষে চলে গেছে। এর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় ফুটে ওঠে। হোদায়বিয়ার সন্ধি তাই নিঃসন্দেহে ছিল 'ফাৎহুম মুবীন' বা স্পষ্ট বিজয়। যা শুরুতে ওমরের মত দূরদর্শী ছাহাবীরও বুঝতে ভুল হয়েছিল।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২৮ (العبر –٢٨) :

(১) যুদ্ধ নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। এজন্য কিছু ছাড় দিয়ে হ'লেও সর্বদা সন্ধির পথে চলাই হ'ল ইসলামের নীতি।

(২) আমীর হবেন শান্তিবাদী এবং সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।

(৩) আমীরের কোন সিদ্ধান্ত কর্মীদের মনঃপুত না হ'লে ছবর করতে হবে এবং তা মেনে নিতে হবে।

(৪) সর্বদা আমীরের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। পরামর্শ আবশ্যিক হ'লেও যৌথ নেতৃত্ব বলে ইসলামে কিছু নেই।

(৫) মহিলারা পুরুষের উপরে নেতৃত্ব না দিলেও রাজনৈতিক ও সামাজিক সকল ব্যাপারে তাদের উত্তম পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণীয়। হোদায়বিয়া সন্ধির পর রাসূল (ছাঃ) স্ত্রী উম্মে সালামাহর একক পরামর্শ গ্রহণ করেন, যা খুবই ফলপ্রসু প্রমাণিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীগণ হোদায়বিয়াতে ২০ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর মদীনায় ফিরে যান। যাতায়াতসহ সর্বমোট দেড় মাস তাঁরা এই সফরে অতিবাহিত করেন *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৪৭)*।

বলা আবশ্যক যে, হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ১৭ কিংবা ১৮ মাস অব্যাহত ছিল। অতঃপর কুরায়েশরা তা ভঙ্গ করে। ফলে সেটি মক্কা বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে গণ্য হয়।

---

৬৪৫. আর-রাহীক্ব ৩৪৭-৪৮ পৃঃ।

প্রসিদ্ধ আছে যে, এঁদের দেখে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে বলেছিলেন, هَذِهِ مَكَّةُ قَدْ أَلْقَتْ إِلَيْكُمْ أَفْلاَذَ كَبِدِهَا 'মক্কা তার কলিজার টুকরাগুলোকে আমাদের কাছে সমর্পণ করেছে' *(আর-রাহীক্ব ৩৪৮ পৃঃ; সীরাহ হালাবিইয়াহ ৩/৮৮)*। বক্তব্যটি সনদ বিহীন।

বাদশাহদের নিকট পত্র প্রেরণ

(الرسائل إلى الملوك والأمراء)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পুরা জীবনটাই ছিল দাওয়াত ও জিহাদের জীবন। দাওয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের প্রয়োজন হয়। মাক্কী জীবন ছিল এককভাবে দাওয়াতী জীবন। মাদানী জীবনে সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি পেলেও তার মধ্যে তিনি সবসময় দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়েছেন। বিভিন্ন গোত্রে দাওয়াতী কাফেলা পাঠিয়েছেন। কখনো সফল হয়েছেন, কখনো বিফল হয়েছেন। ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে আযাল ও ক্বারাহ গোত্রে ‘আছেম বিন ছাবিত (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ১০ জনের এবং একই সময়ে নাজদের বনু সুলায়েম গোত্রে মুনযির বিন ‘আমের (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৭০ জনের যে তাবলীগী কাফেলা পাঠান, তারা সবাই আমন্ত্রণকারীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মর্মান্তিকভাবে শহীদ হয়ে যান। শেষোক্তটি বি’রে মাঊনার ঘটনা হিসাবে পরিচিত *(দ্রঃ সারিইয়া ক্রমিক ২৪ ও ২৫)*। আবার ৬ষ্ঠ হিজরীর শা‘বান মাসে সিরিয়ার দূমাতুল জান্দালের বনু কালব খ্রিষ্টান গোত্রের নিকটে আব্দুর রহমান বিন ‘আওফ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে যে তাবলীগী কাফেলা পাঠানো হয়, তা সফল হয় এবং খ্রিষ্টান গোত্রনেতাসহ সবাই মুসলমান হয়ে যান *(দ্রঃ সারিইয়া ক্রমিক ৪৪)*। এছাড়া নবী ও ছাহাবীগণ সকলে ব্যক্তিগতভাবে সর্বদা দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতেন। কেননা দাওয়াতই হ’ল ইসলামের রূহ। মাদানী জীবনে মুশরিক-মুনাফিক ও ইহূদীদের অবিরতভাবে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধবাদী কর্মকাণ্ডের ফলে ইসলামের সুস্থ দাওয়াত বাধাগ্রস্ত হয় এবং যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হয়।

৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা‘দাহ মাসে প্রধান প্রতিপক্ষ কুরায়েশদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের জীবনে অনেকটা স্বস্তি ফিরে আসে। ফলে এ সময়টাকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ইসলামের দাওয়াত প্রসারের জন্য একটি মহতী সুযোগ হিসাবে কাজে লাগান। এই সময় তৎকালীন আরব ও পার্শ্ববর্তী রাজা-বাদশা ও গোত্রনেতাদের নিকটে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত প্রসারে তিনি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। পত্র বাহকের হাতে পত্রসমূহ প্রেরিত হয় এবং সে যুগের নিয়ম অনুযায়ী পত্রের শেষে সীলমোহর ব্যবহার করা হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর আংটিতে মুদ্রিত সীলমোহরটি ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং যাতে ‘মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ’ (محمد رسول الله) খোদিত ছিল।[৬৪৬] এতে তিনটি লাইন ছিল। মুহাম্মাদ এক লাইন, রাসূল এক লাইন এবং আল্লাহ এক লাইন’।[৬৪৭]

---

৬৪৬. বুখারী হা/৫৮৭২-৭৩ ‘আংটি খোদাই’ অনুচ্ছেদ।
রাবী আনাস ও ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে উক্ত আংটি হযরত আবুবকর, পরে ওমর এবং তার পরে ওছমান (রাঃ) ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁর খেলাফতের শেষ দিকে এক সময় আংটিটি ‘আরীস’ (بِئْرُ أَرِيس) কূয়ায় পড়ে যায়’ *(বুখারী হা/৫৮৬৬, ৫৮৭৩)*। ইবনু হাজার বলেন, ওছমান

ওয়াক্বেদী, ত্বাবারী প্রমুখ জীবনীকারগণের হিসাব মতে হোদায়বিয়া থেকে ফিরেই ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরবের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্রসমূহ প্রেরণ করেন। ইবনু সা'দ ও ইবনুল ক্বাইয়িমের মতে ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসের একই তারিখে ছয় জন পত্র বাহককে পত্রসহ প্রেরণ করা হয়।[৬৪৮] উভয় তারিখের মধ্যে সমন্বয় করে ইবনু হাজার বলেন, কোন কোন পত্র যিলহাজ্জের শেষ দিকে পাঠানো হয়েছে, যা ৭ম হিজরীর মুহাররমে প্রাপকের নিকট পৌঁছেছে। যেমন হেরাক্লিয়াসের নিকটে প্রেরিত চিঠি *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৫৫)*। এতদ্ব্যতীত যাকে যেখানে পাঠানো হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকে সেখানকার ভাষায় কথা বলতে পারতেন' *(ইবনু সা'দ ১/১৯৮)*।

উল্লেখ্য যে, হেরাক্বলের নিকট লিখিত একটি মাত্র চিঠি ব্যতীত অন্য কোন পত্র সনদে ও মতনে হুবহু ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে পত্রসমূহ যে পাঠানো হয়েছিল, তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِىِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِىِّ الَّذِى صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِىُّ– صلى الله عليه وسلم 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পত্র লেখেন কিসরা, ক্বায়ছার, নাজাশী এবং অন্যান্য সকল সম্রাটের নিকটে। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেন। তবে ঐ নাজাশী নন, যার মৃত্যুর পরে রাসূল (ছাঃ) তার গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন (কারণ তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন)' *(মুসলিম হা/১৭৭৪)*। অন্য বর্ণনায় দূমাতুল জান্দাল-এর খ্রিষ্টান শাসক উকায়দির-এর নিকটে পত্র লেখার বিষয়টি প্রমাণিত হয়' *(আহমাদ হা/১২৩৭৮, হাদীছ ছহীহ)*।

তবে হুবহু প্রমাণিত না হ'লেও হেরাক্বলের নিকট প্রেরিত পত্রের নমুনায় অন্যান্য পত্রগুলি লিখিত হওয়ায় তা ঐতিহাসিকভাবে মূল্যায়নযোগ্য। যদিও তা আক্বীদা ও শরী'আত বিষয়ে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়' *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৫৯)*।

হেরাক্বলের চিঠির শেষে সূরা আলে ইমরানের ৬৪ আয়াতটি উল্লেখিত থাকায় বিদ্বানগণ সন্দেহে পতিত হয়েছেন। কেননা তাঁদের ধারণায় উক্ত আয়াত ৯ম হিজরীতে নাজরানের

(রাঃ)-এর খেলাফতের ৬ বছর পর একদিন তাঁর হাত থেকে আংটিটি 'আরীস' কূয়ায় পড়ে যায়। যা তিনদিন ধরে খুঁজে এমনকি কূয়ার পানি সব সেঁচে ফেলেও আর পাওয়া যায়নি। অনেকে এই ঘটনায় বরকত বঞ্চিত হওয়ার কথা বলেছেন। কেননা এরপর থেকে ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের বাকী অর্ধাংশ বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে কাটে। যেমন আংটি হারানোর ফলে সোলায়মান (আঃ)-এর রাজত্ব চলে গিয়েছিল' *(ফাৎহুল বারী হা/৫৮৭৮-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

৬৪৭. বুখারী হা/৩১০৬, ৫৮৭৮; মিশকাত হা/৪৩৮৬।
ইবনু হাজার বলেন, উক্ত বিষয়ে হাদীছসমূহে স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, লেখার নকশা ছিল, নীচে মুহাম্মাদ, তার উপরে রাসূল এবং তার উপরে আল্লাহ' *(ফাৎহুল বারী হা/৫৮৭৮-এর আলোচনা; সীরাহ হালাবিইয়াহ ৩/২৮১)*।

৬৪৮. ইবনু সা'দ ১/১৯৮; যাদুল মা'আদ ১/১১৬, ১১৯।

খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দলের মদীনায় আগমনের সময় নাযিল হয়। ইবনু ইসহাক এটি বিনা সনদে বর্ণনা করেছেন। যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়।[৬৪৯] বরং তাফসীরে ত্বাবারীর বর্ণনা *(হা/৭১৯১)*, যার সনদ ক্বাতাদাহ (৬১-১১৮ হিঃ) পর্যন্ত 'হাসান' হিসাবে প্রমাণিত। সেখানে বলা হয়েছে যে, উক্ত আয়াত মদীনার ইহূদীদের বহিষ্কারের পূর্বে নাযিল হয়েছে। আর ইহূদীদের বহিষ্কার চূড়ান্ত হয় ৫ম হিজরীর শেষে খন্দক যুদ্ধের পর। আর হেরাক্বলের নিকট পত্র প্রেরিত হয় ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষে হোদায়বিয়া সন্ধির পর *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৫৬-৫৭)*। অতএব পত্রে উক্ত আয়াত লেখায় কোন সমস্যা নেই।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক চিঠি 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে শুরু করার মাধ্যমে যেমন আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনি বাদশাহদেরকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মানজনক পদবী উল্লেখ করার মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়েছে। সাথে সাথে তাদেরকে ইসলামের প্রতি ও পরকালীন পুরস্কার লাভের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

এক্ষণে যে সকল সম্রাট ও শাসকের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল, সেই ৬ জন বিখ্যাত পত্রবাহক ও শাসকগণ হ'লেন, দেহিইয়া বিন খলীফা কালবীকে রোম সম্রাট **ক্বায়ছারের** নিকটে, আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ সাহমীকে পারস্য সম্রাট **কিসরা**-র নিকটে, হাত্বেব বিন আবু বালতা'আহ লাখমীকে মিসর রাজ **মুক্বাউক্বিস**-এর নিকটে, সালীত্ব বিন 'আমর আল-'আমেরীকে ইয়ামামার শাসক **হাওযাহ** বিন 'আলী হানাফীর নিকটে, শুজা' বিন ওয়াহাব আল-আসাদীকে বালক্বা (দামেশক্ব)-এর শাসক **হারেছ বিন আবু শিম্র** আল-গাসসানীর নিকটে এবং বাহরায়নের শাসক **মুনযির বিন সাওয়া**-র নিকটে *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৫৪; যাদুল মা'আদ ১/১১৬, ১১৯)*।

এতদ্ব্যতীত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ) আরও কয়েকজন পত্র বাহককে বিভিন্ন শাসকের নিকট প্রেরণ করেন' *(যাদুল মা'আদ ১/১১৯-২০)*। নিম্নে পত্রগুলি উল্লেখ করা হ'ল।-

১. রোম সম্রাট ক্বায়ছার হেরাক্লিয়াসের নিকটে পত্র (الكتاب إلى قيصر ملك الروم) **:**

৬ষ্ঠ হিজরীর যিলহজ্জ বা ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে এটি পাঠানো হয়। রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশের শাসক কনষ্ট্যান্টিনোপলের বিখ্যাত খ্রিষ্টান সম্রাট হেরাক্বল এ সময় যেরুযালেমে অবস্থান করছিলেন।[৬৫০] পত্রবাহক দেহিয়া বিন খালীফা কালবী ওরফে দেহিয়াতুল কালবী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ মতে পত্রটি শামের বুছরা

৬৪৯. ইবনু হিশাম ১/৫৫৩, ৫৭৬; ঐ, তাহকীক ক্রমিক ৬৩৩, সনদ যঈফ; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আলে ইমরান ৬৪ আয়াত।

৬৫০. পারস্য সম্রাট খসরু পারভেয স্বীয় পুত্রের হাতে নিহত হওয়ার পর ক্ষমতাসীন কিসরা রোম সম্রাটের সাথে সন্ধি করেন এবং তাদের অধিকৃত এলাকাসমূহ ফেরৎ দেন। এ সময় তাদের ধারণা মতে হযরত ঈসাকে হত্যা করার কাজে ব্যবহৃত ক্রুশটিও ফেরৎ দেওয়া হয়। এই অভাবিত সন্ধিতে খুশী হয়ে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের জন্য রোম সম্রাট নিজে যেরুযালেম আসেন এবং ক্রুশটিকে স্বস্থানে রেখে দেন। ৭ম হিজরীতে (মোতাবেক ৬২৯ খৃষ্টাব্দে) এ ঘটনা ঘটে *(আর-রাহীক্ব পৃঃ ৩৫৬-টীকা)*।

(بُصْرَى) প্রদেশের শাসনকর্তার নিকটে হস্তান্তর করেন এবং তিনি সেটা রোম সম্রাটকে পৌঁছে দেন' *(বুখারী হা/৭)*। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ. سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ- يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ-

'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)। আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হ'তে রোম সম্রাট হেরাক্বল-এর প্রতি। শান্তি বর্ষিত হৌক ঐ ব্যক্তির উপরে যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন। ইসলাম কবুল করুন! নিরাপদ থাকুন। ইসলাম কবুল করুন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবেন। যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহ'লে আপনার উপরে প্রজাবৃন্দের পাপ বর্তাবে। (আল্লাহ বলেন,) তুমি বল, হে আহলে কিতাবগণ! এসো! একটি কথায় আমরা একমত হই, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান। আর তা এই যে, আমরা অন্য কারু ইবাদত করব না আল্লাহ ব্যতীত এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না। আর আল্লাহকে ছেড়ে আমরা কেউ কাউকে 'প্রতিপালক' হিসাবে গ্রহণ করব না। এরপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা 'মুসলিম' *(আলে ইমরান ৩/৬৪; বুখারী হা/৭)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু সুফিয়ান ইবনু হারব (যখন তিনি মুসলিম ছিলেন) তাকে খবর দিয়েছেন এই মর্মে যে, যখন তার ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যে সন্ধি চলছিল, সে সময় আমরা কুরায়েশের একটি দলসহ ব্যবসা উপলক্ষ্যে শামে ছিলাম। হেরাক্বল তখন ঈলিয়া (যেরুযালেম) ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ করেন। সে সময় রোমকদের বড় বড় নেতারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর দোভাষীর মাধ্যমে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে বংশের দিক দিয়ে এই ব্যক্তির সবচেয়ে নিকটবর্তী কে? যিনি ধারণা করেন যে, তিনি একজন নবী'। আবু সুফিয়ান বললেন, আমি। আবু সুফিয়ান বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে ডেকে তাঁর সামনে বসালেন এবং আমার সাথীদের পিছনে বসালেন। অতঃপর তিনি আমার সাথীদের বললেন, আমি এঁকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করব। মিথ্যা বললে, তোমরা ধরে দিবে'। আবু সুফিয়ান বলেন, যদি আমাকে মিথ্যুক বলার ভয় না থাকত, তাহ'লে আমি অবশ্যই মুহাম্মাদ সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম'। (উভয়ের কথোপকথন ও হেরাক্বলের মন্তব্য সমূহ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল)। 'অতঃপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, তুমি ওঁকে প্রশ্ন কর।-

প্রশ্ন-১ : নবীর বংশ মর্যাদা (حَسَبُهُ) কেমন? **উত্তর :** উচ্চ বংশীয়।

(হেরাক্বলের মন্তব্য) : হ্যাঁ। রাসূলগণ উচ্চ বংশেই প্রেরিত হয়ে থাকেন।

প্রশ্ন-২ : নবীর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ কখনো বাদশাহ ছিলেন কি? **উত্তর :** না'।

মন্তব্য : এটা থাকলে আমি বুঝতাম যে, নবুঅতের বাহানায় বাদশাহী হাছিল করতে চায়।

প্রশ্ন-৩ : তাঁর অনুসারীদের মধ্যে দুর্বল শ্রেণীর লোকদের সংখ্যা বেশী, না অভিজাত শ্রেণীর লোকদের সংখ্যা বেশী?

উত্তর : দুর্বল শ্রেণীর'। মন্তব্য : প্রত্যেক নবীর প্রথম অনুসারী দল দুর্বলেরাই হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-৪ : নবুঅতের দাবী করার পূর্বে তোমরা কি কখনো তাঁর উপরে মিথ্যার অপবাদ দিয়েছ?

উত্তর : না'। মন্তব্য : ঠিক। যে ব্যক্তি মানুষকে মিথ্যা বলে না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারে না।

প্রশ্ন-৫ : তাঁর দ্বীন কবুল করার পর কেউ তা পরিত্যাগ করে চলে যায় কি?

উত্তর : না'। মন্তব্য : ঈমানের প্রভাব এটাই যে, তা একবার হৃদয়ে বসে গেলে আর বের হয় না।

প্রশ্ন-৬ : ঈমানদারগণের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, না কমছে?

উত্তর : বাড়ছে'। মন্তব্য : ঈমানের এটাই বৈশিষ্ট্য যে, আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায় ও তা ক্রমে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে যায়।

প্রশ্ন-৭ : তোমরা কি কখনো ঐ ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করেছ?

উত্তর : করেছি। কখনো তিনি জয়ী হয়েছেন (যেমন বদরে), কখনো আমরা জয়ী হয়েছি (যেমন ওহোদে)।

মন্তব্য : আল্লাহ্র নবীদের এই অবস্থাই হয়ে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় নবীগণই লাভ করে থাকেন'।

প্রশ্ন-৮ : এই ব্যক্তি কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেছেন কি?

উত্তর : না'। তবে এ বছর আমরা (হোদায়বিয়ার) সন্ধিচুক্তি করেছি। দেখি তিনি কি করেন'। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহ্র কসম! এতটুকু ছাড়া আর একটি শব্দও আমার পক্ষ থেকে যুক্ত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু হেরাক্বল (সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে) বললেন, নবীরা কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেন না।

প্রশ্ন-৯ : তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে কেউ নবুঅতের দাবী করেছেন কি?

উত্তর : না'। মন্তব্য : হ্যাঁ। এরূপ হ'লে বুঝতাম যে, বাপ-দাদার অনুকরণে এ দাবী করেছেন।

প্রশ্ন-১০ : তিনি তোমাদের কি নির্দেশ দেন?

উত্তর : তিনি আমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর তিনি আমাদেরকে মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করেন। তিনি আমাদের ছালাত, যাকাত, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দেন।

মন্তব্য : فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ ، فَلَوْ أَنِّى أَعْلَمُ أَنِّى أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ 'যদি তুমি সত্য কথা বলে থাক, তবে সত্বর তিনি আমার পায়ের তলার মাটিরও (অর্থাৎ শাম ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের) মালিক হবেন। আমি জনতাম যে, তিনি আগমন করবেন। কিন্তু আমি ভাবিনি যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে হবেন। যদি আমি জানতাম যে, আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারব, তাহ'লে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য সাধ্যমত কষ্ট স্বীকার করতাম। আর যদি আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারতাম, তাহ'লে আমি তাঁর দু'পা ধুয়ে দিতাম'। ছহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে, إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِىٌّ 'তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়, তাহ'লে তিনি অবশ্যই নবী'।

অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রেরিত পত্রটি নিয়ে পাঠ করলেন। পত্র পাঠ শেষ হ'লে (ভক্তির আবেশে) সভাসদগণের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চমার্গে উঠতে লাগল এবং তাদের মধ্যে আলোচনা বৃদ্ধি পেতে থাকল। এ সময়ে আমাদেরকে চলে যেতে বলা হ'ল।

আবু সুফিয়ান বলেন যে, রাজদরবার থেকে বেরিয়ে এসে আমি সাথীদের বললাম, لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ 'ইবনু আবী কাবশার ব্যাপারটি মযবুত হয়ে গেল। আছফারদের সম্রাট তাকে ভয় পাচ্ছেন'।[৬৫১] আবু সুফিয়ান বলেন, এরপর থেকে আমার বিশ্বাস বদ্ধমূল হ'তে থাকল যে, সত্বর তিনি বিজয় লাভ করবেন। অবশেষে আল্লাহ আমার মধ্যে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দিলেন'।[৬৫২] অর্থাৎ ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম কবুল করেন *(ইবনু হিশাম ২/৪০৩)*।

---

৬৫১. (ক) 'আবু কাবশার ছেলে' বলতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। এই উপনামটি রাসূল (ছাঃ)-এর দুধ পিতার অথবা তার দাদা বা নানা কারু ছিল। এটি একটি অপরিচিত নাম। আরবদের নিয়ম ছিল, কাউকে হীনভাবে প্রকাশ করতে চাইলে তার পূর্বপুরুষদের কোন অপরিচিত ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধ করে বলা হ'ত। আবু সুফিয়ান সেটাই করেছেন। (খ) 'বানুল আছফার' বলতে রোমকদের বুঝানো হয়েছে। 'আছফার' অর্থ হলুদ। আর রোমকরা ছিল হলুদ রংয়ের।

৬৫২. বুখারী হা/৭, ৪৫৫৩; মুসলিম হা/১৭৭৩; মিশকাত হা/৫৮৬১।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পত্র রোম সম্রাটের উপরে কেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল, উপরোক্ত ঘটনায় তা প্রতীয়মান হয়। পত্রবাহক দেহিয়া কালবীকে রোম সম্রাট বহুমূল্য উপঢৌকনাদি দিয়ে সম্মানিত করেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য মূল্যবান হাদিয়া প্রেরণ করেন। আল্লাহ পাকের এমনই কুদরত যে, রাসূল (ছাঃ)-এর কাফের দুশমন নেতার মুখ দিয়েই আরেক অমুসলিম সম্রাটের সম্মুখে তার সত্যায়ন করালেন এবং সম্রাটকে হেদায়াত দান করলেন। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

২. পারস্য সম্রাট কিসরার নিকটে পত্র (الكتاب إلى كسرى ملك فارس) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযের (أَبرَوِيزُ بنُ هُرمُزَ بنِ أنوشِروانَ) নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন, যিনি ছিলেন অর্ধেক প্রাচ্য দুনিয়ার অধিপতি এবং মজূসী বা যারদাশতী ধর্মের অনুসারী, যারা অগ্নিপূজক ছিলেন। পত্রবাহক ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ সাহমী (عبد الله بن حُذافةَ السَّهميِّ)। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلَى كِسْرَى عَظِيمِ فَارِسَ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَآمَنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَشَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ اللهِ فَإِنِّي أَنَا رَسُوْلُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ- أَسْلِمْ تَسْلَمْ فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْمَجُوْسِ-

‘শান্তি বর্ষিত হৌক ঐ ব্যক্তির উপরে যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর উপরে ঈমান আনেন এবং সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত রাসূল’। ‘যাতে তিনি জীবিতদের (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শন করেন এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়’ *(ইয়াসীন ৩৬/৭০)*। ইসলাম কবুল করুন, নিরাপদ থাকুন। যদি অস্বীকার করেন, তাহ’লে মজূসীদের পাপ আপনার উপরে বর্তাবে’ *(আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ৩৫৬ পৃঃ, সনদ হাসান)*।

পত্রবাহক সাহমী (রাঃ) পত্রখানা (কিসরার গবর্ণর) বাহরায়নের শাসক মুনযির বিন সাওয়া-র (الْمُنذِر بن ساوَى) নিকটে হস্তান্তর করেন। অতঃপর যখন পত্রটি কিসরার নিকটে পাঠ করে শুনানো হয়, তখন তিনি পত্রটি ছিঁড়ে ফেলেন ও দম্ভভরে বলেন, عَبْدٌ حَقِيْرٌ مِنْ رَعِيَّتِي يَكْتُبُ اسْمَهُ قَبْلِي ‘আমার একজন নিকৃষ্ট প্রজা তার নাম লিখেছে আমার নামের পূর্বে’। এ খবর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছলে তিনি বদদো‘আ করে

বলেন, أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ ‘আল্লাহ তাদের সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করুন’![৬৫৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, اَللَّهُمَّ مَزِّقْ مُلْكَهُ ‘আল্লাহ তার সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করুন’।[৬৫৪] পরবর্তীতে সেটাই হয়েছিল।

কিসরা তার অধীনস্থ ইয়ামনের গবর্ণর ‘বাযান’ (بَاذَان)-এর কাছে লিখলেন, ‘হেজাযের এই ব্যক্তিটির নিকটে তুমি দু’জন শক্তিশালী লোক পাঠাও। যাতে তারা ঐ ব্যক্তিকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসে’। বাযান সে মোতাবেক দু’জন লোককে একটি পত্রসহ মদীনায় পাঠান, যাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের সাথে কিসরার দরবারে চলে যান। তারা গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বেশ ধমকের সুরে কথা বলল। তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তখন তারা ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা কাল এসো। আমি তোমাদেরকে আমার কথা বলব। তারা পরের দিন এল। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, أَبْلِغَا صَاحِبَكُمَا أَنَّ رَبِّي قَدْ قَتَلَ رَبَّهُ كِسْرَى فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ‘তোমরা তোমাদের গবর্ণরের কাছে খবর পৌঁছে দাও যে, আমার প্রতিপালক তার প্রতিপালক কেসরাকে আজ রাতেই হত্যা করেছেন’ *(ছহীহাহ হা/১৪২৯)*।

ঘটনা ছিল এই যে, সম্রাট পুত্র শীরাওয়াইহ (شِيرَوَيْه) পিতা খসরু পারভেযকে হত্যা করে রাতারাতি পারস্যের সিংহাসন দখল করে নেয়। ৭ম হিজরীর ১০ই জুমাদাল ঊলা মঙ্গলবারের (১৫ই সেপ্টেম্বর ৬২৮ খৃ. বৃহস্পতিবার) রাতে এ আকস্মিক ঘটনা ঘটে যায়। তখন লোক দু’টি বাযানের কাছে ফিরে আসে। অতঃপর বাযান এবং তার বংশধর যারা ইয়ামনে ছিল সবাই ইসলাম কবুল করল’।[৬৫৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, পরদিন সকালে ঐ দু’জন লোক রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে ঘটনা শুনে অবিশ্বাস ও বিস্ময়ভরে বলে উঠল, আমরা আপনার এই বাজে কথা সম্রাটের কাছে লিখে পাঠাব’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তবে তাকে একথা বলো যে,

وَقُولاَ لَهُ: إِنَّ دِينِي وَسُلْطَانِي سَيَبْلُغُ مَا بلغ كِسْرَى وينتهى إِلَى الْخُفِّ وَالْحَافِرِ، وَقُولا لَهُ: إِنْ أَسْلَمْتَ أَعْطَيْتُكَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ وَمَلَّكْتُكَ عَلَى قَوْمِكَ مِنَ الْأَبْنَاءِ-

‘আমার দ্বীন ও শাসন ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে, যে পর্যন্ত কিসরা পৌঁছেছেন এবং সেখানে গিয়ে শেষ হবে, যার পরে আর উট ও ঘোড়ার পা চলবে না’। তাকে একথাও বলো, ‘যদি

---

৬৫৩. বুখারী হা/৪৪২৪; যাদুল মা‘আদ ৩/৬০১।

৬৫৪. ইবনু সা‘দ ১/১৯৯; ছহীহাহ হা/১৪২৯। জীবনীকারগণের বর্ণনায় এসেছে, مَزَّقَ اللهُ مُلْكَهُ ‘আল্লাহ তার সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করুন’ *(আল-বিদায়াহ ৬/১৯৪; যাদুল মা‘আদ ৩/৬০১)*।

৬৫৫. তাবাক্বাত ইবনু সা‘দ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১০/১৯৯০) ১/১৯৯ পৃঃ।

তিনি মুসলমান হয়ে যান, তবে তার অধিকারে যা কিছু রয়েছে, সব তাকে দেওয়া হবে এবং তাকে তোমাদের জাতির জন্য বাদশাহ করে দেওয়া হবে’।[৬৫৬]

লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পত্রে أَسْلِمْ تَسْلَمْ ‘ইসলাম কবুল করুন, নিরাপদ থাকুন’ কথাটি লিখেছিলেন, যা ছিল এক প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ। কিসরা সেটি প্রকাশ্যে অস্বীকার করেন ও পত্রটি ছিঁড়ে ফেলে চরম বেআদবী করেন। ফলে তার রাজনৈতিক নিরাপত্তা তার ছেলের মাধ্যমেই দ্রুত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে একই কথা তিনি অন্য খ্রিষ্টান রাজা নাজাশীকে লিখলে তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং তার রাজ্য নিরাপদ ও দৃঢ় হয়। অপর খ্রিষ্টান মিশরের রাজা মুক্বাউক্বিস ইসলাম কবুল না করলেও প্রত্যাখ্যান করেননি। বরং তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর পত্র ও পত্রবাহক দূতকে সম্মানিত করেন ও মদীনায় মূল্যবান উপঢৌকনাদি প্রেরণ করেন। ফলে তার রাজ্য নিরাপদ থাকে।

বলা বাহুল্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদত্ত উক্ত আগাম খবরে বাযান ও ইয়ামনে বসবাসরত পারসিকরা সবাই মুসলমান হয়ে যায় ও তাদের শাসিত এলাকার অধিকাংশ লোক ইসলাম কবুল করে *(ইবনু হিশাম ১/৬৯)*।

৩. মিসর রাজ মুক্বাউক্বিসের নিকটে পত্র (الكتاب إلى المقوقس ملك مصر) :

মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার (الْإِسكَندَرِيَّة) খ্রিষ্টান সম্রাট জুরায়েজ বিন মীনা (جُرَيْج بنُ مِيْنَاء) ওরফে মুক্বাউক্বিস (الْمُقَوقِس)-এর নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি পত্র লেখেন। যার বাহক ছিলেন হযরত হাতেব বিন আবু বালতা‘আহ (রাঃ)। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِه إِلَى الْمُقَوْقِسِ عَظِيمِ الْقِبْطِ سَلاَمٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلاَمِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْقِبْطِ – يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوْا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ–

‘করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্র নামে’- ‘আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হ’তে ক্বিবতীদের সম্রাট মুক্বাউক্বিসের প্রতি’। শান্তি বর্ষিত হৌক তাঁর প্রতি, যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন। অতঃপর আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন। নিরাপদ থাকুন। ইসলাম গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার

৬৫৬. আল-বিদায়াহ ৪/২৭০; ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ৩৬২, সনদ ‘মুরসাল’ বা যঈফ।

দান করবেন। কিন্তু যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহ'লে ক্বিবতীদের (অর্থাৎ মিসরীয়দের ইসলাম গ্রহণ না করার) পাপ আপনার উপরে বর্তাবে। (আল্লাহ বলেন,) 'হে কেতাবধারীগণ! তোমরা এস...' *(আলে ইমরান ৩/৬৪)*।

হযরত হাতেব বিন আবু বালতা'আহ (রাঃ) পত্রখানা সম্রাটের হাতে অর্পণ করার পর বললেন, আপনার পূর্বে এই মিসরে এমন একজন শাসক গত হয়ে গেছেন, যিনি বলতেন, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُوْلَى 'আমিই তোমাদের বড় পালনকর্তা'। 'অতঃপর আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলেন' *(নাযে'আত ৭৯/২৪-২৫)*। হাতেব (রাঃ) বলেন, فَاعْتَبِرْ بِغَيْرِكَ وَلاَ يَعْتَبِرُ غَيْرُكَ بِكَ 'অতএব আপনি অন্যের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং অন্যেরা যেন আপনার থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে'। জওয়াবে মুক্বাউক্বিস বললেন, إِنَّ لَنَا دِيْنًا لَنْ نَدَعَهُ إِلاَّ لِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ 'নিশ্চয়ই আমাদের একটি দ্বীন রয়েছে। আমরা তা ছাড়তে পারি না, যতক্ষণ না তার চাইতে উত্তম কিছু পাই'। হাতেব (রাঃ) বললেন, আমরা আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। যার মাধ্যমে আল্লাহ বিগত দ্বীনসমূহের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করেছেন। আমাদের নবী সকল মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। কুরায়েশরা শক্তভাবে বিরোধিতা করে, ইহূদীরা শত্রুতা করে। কিন্তু নাছারাগণ নিকটবর্তী থাকে। আমার জীবনের কসম! ঈসার জন্য মূসার সুসংবাদ ছিল যেমন, মুহাম্মাদের জন্য ঈসার সুসংবাদও ছিল তেমন। কুরআনের প্রতি আপনাকে আমাদের আহ্বান ঐরূপ, যেমন ইনজীলের প্রতি তাওরাত অনুসারীদেরকে আপনার আহ্বান। যখন কোন নবীর আবির্ভাব ঘটে, তখন সেই যুগের সকল মানুষ তাঁর উম্মত হিসাবে গণ্য হয়। তখন তাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তাঁর আনুগত্য করা। আপনি তাদের মধ্যেকার একজন, যিনি বর্তমান নবীর যামানা পেয়েছেন। আমরা মসীহের দ্বীন থেকে আপনাকে নিষেধ করছি না। বরং আমরা তাঁর দ্বীনের প্রতিই আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি'।

মুক্বাউক্বিস বললেন, আমি এ নবীর বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমি তাকে পেয়েছি এভাবে যে, তিনি কোন অপসন্দনীয় কাজের নির্দেশ দেন না। আমি তাঁকে ভ্রষ্ট জাদুকর বা মিথ্যুক গণৎকার হিসাবে পাইনি। আমি তাঁর সাথে নবুঅতের এই নিদর্শন পাচ্ছি যে, তিনি গায়েবী খবর প্রকাশ করছেন এবং পরামর্শের (মাধ্যমে কাজ করার) নির্দেশ দিচ্ছেন। অতএব আমি ভেবে দেখব'। অতঃপর তিনি পত্রখানা সসম্মানে হাতীর দাঁত দ্বারা নির্মিত একটি মূল্যবান বাক্সে রাখলেন এবং সীলমোহর দিয়ে যত্নসহকারে রাখার জন্য দাসীর হাতে দিলেন। অতঃপর আরবী জানা একজন কেরানীকে ডেকে নিম্নোক্ত জওয়াবী পত্র লিখলেন-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِنَ الْمُقَوْقِسِ عَظِيمِ الْقِبْطِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ : فَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَكَ وَفَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ فِيهِ وَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيًّا بَقِيَ وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالشَّامِ وَقَدْ أَكْرَمْتُ رَسُوْلَكَ وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ بِجَارِيَتَيْنِ لَهُمَا مَكَانٌ فِي الْقِبْطِ عَظِيمٌ وَبِكِسْوَةٍ وَأَهْدَيْتُ إِلَيْكَ بَغْلَةً لِتَرْكَبَهَا وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ-

‘করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্র নামে’ ‘মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্র জন্য ক্বিবতী সম্রাট মুক্বাউক্বিসের পক্ষ হ’তে- আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হউক! অতঃপর আমি আপনার পত্র পাঠ করেছি এবং সেখানে আপনি যা বর্ণনা করেছেন ও যেদিকে আহ্বান জানিয়েছেন, তা অনুধাবন করেছি। আমি জানি যে, একজন নবী আসতে বাকী রয়েছেন। আমি ধারণা করতাম যে, তিনি শাম (সিরিয়া) থেকে আবির্ভূত হবেন। আমি আপনার দূতকে সম্মান করেছি। আমি আপনার জন্য দু’জন দাসী পাঠালাম। ক্বিবতীদের মধ্যে যাদের উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। আপনার জন্য এক জোড়া পোষাক এবং বাহন হিসাবে একটি খচ্চর উপঢৌকন স্বরূপ পাঠালাম। আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক!’

মুক্বাউক্বিস এর বেশী কিছু লেখেননি, ইসলামও কবুল করেননি। দাসী দু’জন ছিল মারিয়াহ (مَارِيَةُ بنت شَمْعُونَ) ও তার বোন সীরীন (سِيْرِينُ)। মারিয়া ক্বিবতিয়ার গর্ভে রাসূল (ছাঃ)-এর শেষ সন্তান ইবরাহীমের জন্ম হয়। সীরীনকে কবি হাসসান বিন ছাবিত আনছারীকে দেওয়া হয়। ‘দুলদুল’ নামক উক্ত খচ্চরটি মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর যামানা পর্যন্ত জীবিত ছিল’।[৬৫৭]

৪. ইয়ামামার খ্রিষ্টান শাসক হাওযাহ বিন আলীর নিকটে পত্র (الكتاب إلى هَوْذَة بن على صاحب اليمامة) :

পত্রবাহক সালীত্ব বিন ‘আমর আল-‘আমেরী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মোহরাংকিত পত্র নিয়ে সরাসরি প্রাপকের হাতে সমর্পণ করেন। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى هَوْذَةَ بْنِ عَلِيٍّ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَاعْلَمْ أَنَّ دِينِي سَيَظْهَرُ إِلَى مُنْتَهَى الْخُفِّ وَالْحَافِرِ فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَجْعَلْ لَكَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ-

‘... আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হ’তে হাওযাহ বিন আলীর প্রতি। শান্তি বর্ষিত হৌক ঐ ব্যক্তির উপরে যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন। আপনি জানুন যে, আমার দ্বীন বিজয়ী হবে যতদূর উট ও ঘোড়া যেতে পারে। অতএব আপনি ইসলাম কবুল করুন, নিরাপদ থাকুন। আপনার অধীনস্থ এলাকা আপনাকে প্রদান করব’।

৬৫৭. যাদুল মা‘আদ ৩/৬০৪; হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৬৭৫১, সনদ ছহীহ।

ওয়াক্বেদী বর্ণনা করেন, এই সময় দামেশ্কের খ্রিষ্টান নেতা উরকূন (أُرْكُون) হাওযাহ্র নিকটে বসে ছিলেন। তিনি তাকে শেষনবী (ছাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে হাওযাহ বলেন, তাঁর চিঠি আমার কাছে এসেছে। তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু আমি আমার ধর্মে দৃঢ় থাকতে চাই। তাছাড়া আমি আমার জাতির নেতা। যদি আমি তাঁর অনুসারী হই, তাহ'লে নেতৃত্ব হারাবো'। উরকূন বললেন, হ্যাঁ। তবে আল্লাহ্র কসম! যদি আপনি তাঁর অনুসারী হন, তাহ'লে অবশ্যই তিনি আপনাকে শাসন ক্ষমতায় রাখবেন। অতএব আপনার জন্য কল্যাণ রয়েছে তাঁর আনুগত্যের মধ্যে। নিশ্চয়ই তিনি সেই আরবী নবী, যার সুসংবাদ দিয়ে গেছেন ঈসা ইবনে মারিয়াম। আর আমাদের ইনজীলেও লিখিত আছে, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ'।

অতঃপর হাওযাহ পত্রবাহককে যথাযোগ্য আতিথ্য ও সম্মান প্রদর্শন করেন এবং পত্রের জওয়াবে তিনি লেখেন-

مَا أَحْسَنَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ وَأَجْمَلَهُ وَالْعَرَبُ تَهَابُ مَكَانِي فَاجْعَلْ إِلَيَّ بَعْضَ الْأَمْرِ أَتْبَعُكَ-

'কতই না সুন্দর ও উত্তম বিষয়ের দিকে আপনি আমাকে আহ্বান জানিয়েছেন। আরব জাতি আমার উঁচু স্থানকে ভীতির চোখে দেখে। অতএব আপনার রাজত্বের কিছু অংশ আমাকে দান করুন, তাহ'লে আপনার আনুগত্য করব'। রাসূল (ছাঃ) তাতে অস্বীকার করেন। ফলে সে নিজে ধ্বংস হ'ল এবং যেটুকু তার অধীনে ছিল তাও হারালো' *(যাদুল মা'আদ পৃঃ ৩/৬০৭-৬০৮)*। অর্থাৎ নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়াটাই ছিল তার ধ্বংসের কারণ ।

৫. বালক্বা (দামেশ্ক্ব)-এর খ্রিষ্টান শাসক হারেছ বিন আবু শিম্র আল-গাসসানীর নিকটে পত্র (الكتاب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب البلقاء) :

সিরিয়ার বনু আসাদ বিন খোযায়মা গোত্রভুক্ত ছাহাবী শুজা' বিন ওয়াহাব আল-আসাদী (রাঃ)-কে পত্রবাহক হিসাবে প্রেরণ করা হয়। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِيْ شِمْرٍ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَآمَنَ بِاللهِ وَصَدَّقَ وَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ يَبْقَى لَكَ مُلْكُكَ-

'... আমি আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন। যিনি এক, যার কোন শরীক নেই। আপনার রাজত্ব বাকী থাকবে'।

পত্র পাঠে হারেছ সদম্ভে বলে উঠলেন, مَنْ يَنْزِعُ مُلْكِيْ مِنِّيْ؟ أَنَا سَائِرٌ إِلَيْهِ 'কে আমার রাজ্য ছিনিয়ে নিবে? আমি তার দিকে সৈন্য পরিচালনা করব'। তিনি ইসলাম কবুল করলেন না *(যাদুল মা'আদ পৃঃ ৩/৬০৮-৬০৯)*।

Contents

৬. বাহরায়নের শাসক মুনযির বিন সাওয়া-র নিকটে পত্র (الكتاب إلى المنذر بن ساوى صاحب البحرين) :

পারস্য সম্রাটের গবর্ণর বাহরায়নের শাসক মুনযির বিন সাওয়া-র নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ‘আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ)-কে পত্রবাহক হিসাবে প্রেরণ করেন। পত্র পেয়ে তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং বাহরায়নের অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর তিনি জওয়াবী পত্রে রাসূল (ছাঃ)-কে লেখেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! বাহরায়েন বাসীদের অনেকে ইসলাম পসন্দ করেছে ও কবুল করেছে, অনেকে অপসন্দ করেছে। আমার এ মাটিতে অনেক মজূসী (অগ্নিউপাসক) ও ইহূদী রয়েছে। অতএব এদের বিষয়ে আপনার নির্দেশ কি আমাকে জানাতে মর্যী হয়’। তখন রাসূল (ছাঃ) তার জওয়াবে লিখলেন,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى سَلاَمٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنِّيْ أُذَكِّرُكَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَنْصَحْ فَإِنَّمَا يَنْصَحُ لِنَفْسِهِ وَإِنَّهُ مَنْ يُطِعْ رُسُلِيْ وَيَتَّبِعْ أَمْرَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ نَصَحَ لَهُمْ فَقَدْ نَصَحَ لِي وَإِنَّ رُسُلِي قَدْ أَثْنَوْا عَلَيْكَ خَيْرًا وَإِنِّي قَدْ شَفَعْتُكَ فِيْ قَوْمِكَ فَاتْرُكْ لِلْمُسْلِمِيْنَ مَا أَسْلَمُوْا عَلَيْهِ وَعَفَوْتُ عَنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا تُصْلِحْ فَلَنْ نَعْزِلَكَ عَنْ عَمَلِكَ وَمَنْ أَقَامَ عَلَى يَهُوْدِيَّةٍ أَوْ مَجُوْسِيَّةٍ فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ–

‘করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্র নামে। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হ’তে মুনযির বিন সাওয়ার প্রতি। আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! অতঃপর আমি আপনার নিকটে আল্লাহ্র প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতঃপর আমি আপনাকে মহান আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। কেননা যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করে, সে তার নিজের জন্যই তা করে। যে ব্যক্তি আমার প্রেরিত দূতদের আনুগত্য করে ও তাদের নির্দেশের অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে। যে ব্যক্তি তাদের প্রতি সদাচরণ করে, সে আমার প্রতি সদাচরণ করে। আমার দূতগণ আপনার সম্পর্কে উত্তম প্রশংসা করেছে। আপনার জাতি সম্পর্কে আমি আপনার সুফারিশ কবুল করলাম। অতএব মুসলমানদেরকে তাদের অবস্থার উপরে ছেড়ে দিন। অপরাধীদের আমি ক্ষমা করলাম। আপনিও ক্ষমা করুন। অতঃপর যতদিন আপনি সংশোধনের পথে থাকবেন, ততদিন আমরা আপনাকে দায়িত্ব হ’তে অপসারণ করব না। আর যে ব্যক্তি ইহূদী বা মজূসী ধর্মের উপরে থাকবে, তার

www.ahlehadeethbd.org

উপরে জিযিয়া কর আরোপিত হবে’।[৬৫৮] ইবনুল ক্বাইয়িম এটি হোনায়েন যুদ্ধের পর ৮ম হিজরীর যুলক্বা‘দাহ মাসে জি‘ইর্রানাহ থেকে ফেরার পূর্বের এবং ইবনু হিশাম এটি ৮ম হিজরীর রামাযান মাসে মক্কা বিজয়ের পূর্বের ঘটনা বলেছেন।[৬৫৯]

৭. ওমানের সম্রাটের নিকটে পত্র (الكتاب إلى ملك عُمَان) : ৮ম হিজরীর যুলক্বা‘দাহ মাসে ওমানের খ্রিষ্টান সম্রাট জায়ফার ও তার ভাই আব্দ-এর নামে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) পত্র লেখেন। পত্রবাহক ছিলেন হযরত আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ)। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ إِلَى جَيْفَرَ وَعَبْدِ ابْنَي الْجُلَنْدَى سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنِّي أَدْعُوكُمَا بِدِعَايَةِ الْإِسْلاَمِ أَسْلِمَا تَسْلَمَا فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِأُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، فَإِنَّكُمَا إِنْ أَقْرَرْتُمَا بِالْإِسْلاَمِ وَلَّيْتُكُمَا وَإِنْ أَبَيْتُمَا أَنْ تُقِرَّا بِالْإِسْلاَمِ فَإِنَّ مُلْكَكُمَا زَائِلٌ عَنْكُمَا وَخَيْلِي تَحُلُّ بِسَاحَتِكُمَا وَتَظْهَرُ نُبُوَّتِي عَلَى مُلْكِكُمَا-

‘... আব্দুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ হ’তে জুলান্দা আযদীর দুই পুত্র জায়ফার ও আব্দের প্রতি। শান্তি বর্ষিত হৌক ঐ ব্যক্তির উপরে যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন। অতঃপর আমি আপনাদের দু’জনকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারা ইসলাম কবুল করুন, নিরাপদ থাকুন। আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি, যাতে আমি জীবিতদের সতর্ক করি এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অতঃপর যদি আপনারা ইসলাম কবুল করেন, তবে আপনাদেরকেই আমি গবর্ণর নিযুক্ত করে দেব। আর যদি ইসলাম কবুলে অস্বীকার করেন, তাহ’লে আপনাদের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। আমার ঘোড়া আপনাদের এলাকায় প্রবেশ করবে ও আমার নবুঅত আপনাদের রাজ্যে বিজয়ী হবে’।

আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) বলেন, পত্রটি নিয়ে আমি ওমান গেলাম এবং ছোট ভাই আব্দের নিকটে আগে পৌঁছলাম। কেননা ইনি ছিলেন অধিক দূরদর্শী ও নম্র স্বভাবের মানুষ। আমি তাকে বললাম যে, ‘আমি আপনার ও আপনার ভাইয়ের নিকটে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর দূত হিসাবে এসেছি’। তিনি বললেন, বয়সে ও রাজত্বে ভাই আমার চেয়ে বড়। আমি আপনাকে তাঁর নিকটে পৌঁছে দিচ্ছি, যাতে তিনি আপনার পত্র পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বললেন, وَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ ؟ ‘কোন দিকে আপনি আমাদের দাওয়াত দিচ্ছেন’? আমি বললাম, আমি আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। যিনি এক, যার কোন শরীক নেই। তিনি ব্যতীত অন্য সকল উপাস্য হ’তে আপনি পৃথক হয়ে যাবেন এবং

৬৫৮. যাদুল মা‘আদ ৩/৬০৫, ইবনু হিশাম ২/৫৭৬।
৬৫৯. যাদুল মা‘আদ ১/১১৯; ইবনু হিশাম ২/৫৭৬।

সাক্ষ্য দিবেন যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি বললেন, হে আমর! আপনি আপনার গোত্রের নেতার পুত্র। বলুন, আপনার পিতা কেমন আচরণ করেছেন? কেননা তাঁর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে। আমি বললাম, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এমতাবস্থায় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেননি। কতই না ভাল হ'ত যদি তিনি ইসলাম কবুল করতেন ও রাসূলকে সত্য বলে জানতেন। আমিও তাঁর মতই ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ আমাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি বললেন, কবে আপনি তাঁর অনুসারী হয়েছেন? আমি বললাম, অল্প কিছুদিন পূর্বে'।[৬৬০]

তিনি বললেন, কোথায় আপনি ইসলাম কবুল করলেন? বললাম, নাজাশীর দরবারে এবং আমি তাকে এটাও বললাম যে, নাজাশীও মুসলমান হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, তাঁর রাজত্বের ব্যাপারে তাঁর সম্প্রদায় কি আচরণ করল? আমি বললাম, তারা তাঁকে স্বপদে রেখেছে ও তাঁর অনুসারী (মুসলমান) হয়েছে'। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, বিশপ ও পাদ্রীগণও তাঁর অনুসারী হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আমর! আপনি কি বলছেন ভেবে-চিন্তে দেখুন। কেননা মিথ্যা বলার চাইতে নিকৃষ্ট স্বভাব মানুষের জন্য আর কিছুই নেই। আমি বললাম, আমি মিথ্যা বলিনি এবং আমাদের ধর্মেও এটা সিদ্ধ নয়। অতঃপর তিনি বললেন, আমার ধারণা হেরাক্বল নাজাশীর ইসলাম কবুলের খবর জানেন না। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জানেন। তিনি বললেন, কিভাবে এটা আপনি বুঝলেন? আমি বললাম, নাজাশী ইতিপূর্বে তাঁকে খাজনা দিতেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি বললেন, وَاللهِ لَوْ سَأَلَنِي دِرْهَمًا وَاحِدًا مَا أَعْطَيْتُهُ 'আল্লাহ্র কসম! এখন যদি তিনি আমার নিকটে একটি দিরহামও চান, আমি তাকে দেব না'। হেরাক্বলের নিকটে এখবর পৌঁছে গেলে তার ভাই 'নিয়াক্ব' (نِيَاق) তাকে বলেন, আপনি কি ঐ গোলামটাকে ছেড়ে দিবেন, যে আপনাকে খাজনা দেবে না? আবার আপনার ধর্ম ত্যাগ করে একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করবে? জবাবে হেরাক্বল বললেন, একজন লোক একটি ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং তা নিজের জন্য পসন্দ করেছে। এক্ষণে আমি তার কি করব? وَاللهِ لَوْلاَ الضَّنُّ بِمُلْكِي لَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ 'আল্লাহ্র কসম! যদি আমার মধ্যে সাম্রাজ্যের বিষয়টি না থাকত, তবে আমিও তাই করতাম, যা সে করেছে'। আব্দ বললেন, ভেবে দেখুন আমর আপনি কি বলছেন? আমি বললাম, وَاللهِ صَدَّقْتُكَ আল্লাহ্র কসম! আমি আপনাকে সত্য বলছি'। আব্দ বললেন, এখন আপনি বলুন, তিনি কোন কোন বিষয়ে নির্দেশ দেন ও কোন কোন বিষয়ে নিষেধ করেন? আমি বললাম, তিনি আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ দেন এবং তাঁর অবাধ্য হ'তে নিষেধ করেন। তিনি সৎকাজের ও আত্মীয়তা রক্ষার আদেশ দেন এবং যুলুম, সীমা লংঘন, ব্যভিচার, মদ্যপান, পাথর, মূর্তি ও ক্রুশ পূজা হ'তে নিষেধ করেন।

---

৬৬০. অর্থাৎ ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে' *(আর-রাহীক্ব ৩৪৭-৪৮ পৃঃ টীকা সহ)*।

Contents

আব্দ বললেন, مَا أَحْسَنَ هَذَا الَّذِيْ يَدْعُو إِلَيْهِ ‘ইনি কতই না সুন্দর বিষয়ের দিকে আহ্বান করেন! যদি আমার ভাই আমার অনুগামী হ’তেন, তাহ’লে আমরা দু’জনে মুহাম্মাদ-এর দরবারে গিয়ে ঈমান আনতাম ও তাঁকে সত্য বলে ঘোষণা করতাম’। কিন্তু আমার ভাই এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে স্বীয় রাজত্বের জন্য অধিক ক্ষতিকর প্রমাণিত হবেন এবং আপাদমস্তক গোনাহগার হবেন’। আমি বললাম, যদি তিনি ইসলাম কবুল করেন, তবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বাদশাহ হিসাবে বহাল রাখবেন। তিনি কেবল ধনীদের নিকট থেকে ছাদাক্বা গ্রহণ করবেন ও গরীবদের মধ্যে তা বণ্টন করবেন। তিনি বললেন, এটা খুবই সুন্দর আচরণ। তবে ছাদাক্বা কি জিনিষ? তখন আমি তাকে বিভিন্ন মাল-সম্পদের এমনকি উটের যাকাত সম্পর্কে বর্ণনা করলাম, যা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ফরয করেছেন। তিনি বললেন, হে আমর! আমাদের চতুষ্পদ জন্তু সমূহ থেকেও ছাদাক্বা নেওয়া হবে, যারা স্বাধীনভাবে ঘাস-পাতা খেয়ে চরে বেড়ায়? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমার মনে হয় না যে, আমার কওম তাদের রাজ্যের বিশালতা ও লোকসংখ্যার আধিক্য সত্ত্বেও এটা মেনে নিবে’।

আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) বলেন, আমি সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলাম। তিনি তাঁর ভাইয়ের কাছে গেলেন ও আমার ব্যাপারে তাকে সবকিছু অবহিত করলেন। অতঃপর একদিন তিনি (অর্থাৎ সম্রাট) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলে তার প্রহরীরা আমাকে দু’বাহু ধরে নিয়ে গেল। তিনি বললেন, ওকে ছেড়ে দাও’। আমাকে ছেড়ে দেওয়া হ’ল। আমি বসতে গেলাম। কিন্তু তারা আমাকে বসতে দিল না। আমি তখন সম্রাটের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, আপনার প্রয়োজন সম্পর্কে বলুন। তখন আমি মোহরাংকিত পত্রটি তাঁর নিকটে দিলাম। তিনি সীলমোহরটি ছিঁড়লেন এবং পত্রটি পড়ে শেষ করলেন। অতঃপর সেটা তার ভাইয়ের হাতে দিলেন। তিনিও সেটা পাঠ করলেন। আমি দেখলাম যে, তার ভাই তার চাইতে অধিকতর কোমল হৃদয়ের।

অতঃপর সম্রাট আমাকে কুরায়েশদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, تَبِعُوْهُ، إِمَّا رَاغِبٌ فِي الدِّيْنِ وَإِمَّا مَقْهُوْرٌ بِالسَّيْفِ ‘তারা তাঁর অনুগত হয়েছে। কেউ দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, কেউ তরবারির দ্বারা পরাভূত হয়ে’। তিনি বললেন, তাঁর সাথে কারা আছেন? আমি বললাম, যারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং অন্য সবকিছুর উপরে একে স্থান দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের সাথে সাথে নিজেদের জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করেছেন যে, তারা ইতিপূর্বে ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলেন’। এতদঞ্চলে আপনি ব্যতীত আর কেউ (অর্থাৎ আর কোন সম্রাট তার দ্বীনে প্রবেশ করতে) বাকী আছেন বলে আমার জানা নেই। আজ যদি আপনি ইসলাম কবুল না করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুগামী না হন, তাহ’লে অশ্বারোহী বাহিনী আপনাকে পদদলিত করবে এবং আপনার শস্যক্ষেত সমূহ ধ্বংস করবে। অতএব আপনি ইসলাম কবুল করুন। নিরাপদ থাকুন। আপনাকে আপনার জাতির উপরে তিনি শাসক নিযুক্ত করবেন

এবং আপনার এলাকায় অশ্বারোহী বা পদাতিক বাহিনী প্রবেশ করবে না। সম্রাট বললেন, دَعْنِي يَوْمِي هَذَا وَارْجِعْ إِلَيَّ غَدًا ‘আজকের দিনটা আমাকে সময় দিন। কাল আপনি পুনরায় আসুন’।

সম্রাটের দরবার থেকে বেরিয়ে আমি পুনরায় তাঁর ভাইয়ের কাছে ফিরে গেলাম। তিনি বললেন, يَا عَمْرُو إِنِّيْ لَأَرْجُو أَنْ يُسْلِمَ إِنْ لَمْ يَضِنَّ بِمُلْكِهِ ‘হে আমর! আমি মনে করি সম্রাট মুসলমান হবেন, যদি তাঁকে রাজত্ব থেকে বিচ্যুত না করা হয়’।

কথা মত দ্বিতীয় দিন সকালে আমি দরবারে গেলাম। কিন্তু তিনি অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। আমি তার ভাইয়ের কাছে ফিরে গিয়ে বিষয়টি বললাম। তখন তিনি আমাকে সেখানে পৌঁছে দিলেন। অতঃপর সম্রাট আমাকে বললেন, আমি আপনার আবেদনের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি। দেখুন, যদি আমি এমন এক ব্যক্তির নিকটে আমার রাজত্ব সমর্পণ করি, যার অশ্বারোহী দল এখনো এখানে পৌঁছেনি, তাহ’লে আমি ‘আরবদের দুর্বলতম ব্যক্তি’ (أَضْعَفُ الْعَرَبِ) হিসাবে পরিগণিত হব। আর যদি তার অশ্বারোহী দল এখানে পৌঁছে যায়, তাহ’লে এমন লড়াইয়ের সম্মুখীন তারা হবে, যা ইতিপূর্বে তারা কখনো হয়নি।’ একথা শুনে আমি বললাম, বেশ, আগামীকাল তাহ’লে আমি চলে যাচ্ছি (فَأَنَا خَارِجٌ غَدًا)।

অতঃপর যখন তিনি আমার চলে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হ’লেন, তখন তার ভাইকে নিয়ে একান্তে বৈঠক করলেন। ভাই তাকে বললেন, مَا نَحْنُ فِيْمَا قَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِ وَكُلُّ مَنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ قَدْ أَجَابَهُ ‘আমরা তাদের তুলনায় কিছুই নই, যাদের উপরে তিনি বিজয়ী হয়েছেন। আর যার নিকটেই তিনি দূত পাঠিয়েছেন, তিনি তা কবুল করে নিয়েছেন’।

পরদিন সকালে সম্রাট আমাকে ডেকে পাঠালেন। সম্রাট ও তাঁর ভাই উভয়ে ইসলাম কবুল করলেন এবং রাসূল (ছাঃ)-কে সত্য বলে ঘোষণা করলেন। অতঃপর তারা আমাকে ছাদাক্বা গ্রহণ ও এ বিষয়ে লোকদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য ঢালাও অনুমতি দিলেন এবং আমার বিরুদ্ধাচারীদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী হলেন। অতঃপর প্রজাদের অধিকাংশ মুসলমান হয়ে যায়’।[৬৬১]

৮. হাবশার সম্রাট নাজাশীর নিকটে পত্র (الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة) : ৯ম

হিজরীর রজব মাসে হাবশার সম্রাট প্রথম নাজাশীর মৃত্যুর পরে নতুন নাজাশীর নিকটে এই পত্র পাঠানো হয়। ‘আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ)-এর মাধ্যমে প্রেরিত উক্ত পত্রের ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ :

---

৬৬১. যাদুল মা‘আদ ৩/৬০৫-৬০৭, তাবাক্বাত ইবনু সা‘দ ১/২৬৩, যায়লাঈ, নাছবুর রা’য়াহ ৪/৪২৩-২৪।

هَذَا كِتَابُ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلَى النَّجَاشِيِّ الْأَصْحَمِ عَظِيْمِ الْحَبَشِ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، وَآمَنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَشَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَدْعُوْكَ بِدُعَاءِ اللهِ، فَإِنِّي أَنَا رَسُوْلُ اللهِ، فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ النَّصَارَى مِنْ قَوْمِكَ-

‘এটি আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হ’তে প্রেরিত পত্র হাবশার সম্রাট আছহামা নাজাশীর নিকটে। শান্তি বর্ষিত হৌক ঐ ব্যক্তির উপরে যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর উপরে ঈমান আনেন এবং সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি কোন স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেন না। আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আমি আপনাকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্র রাসূল। অতঃপর আপনি ইসলাম কবুল করুন। নিরাপদ থাকুন। (আল্লাহ বলেন, হে নবী!) ‘তুমি বল, হে কিতাবধারীগণ! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান। আর তা এই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু ইবাদত করব না এবং আমরা তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করব না। আর আল্লাহ ব্যতীত আমরা কাউকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করব না। এরপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদের বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলমান’ *(আলে ইমরান ৩/৬৪)*। অতঃপর যদি আপনি দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন, তাহ’লে আপনার উপরে আপনার খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের পাপ বর্তাবে’।[৬৬২]

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, বর্ণনাটি বায়হাক্বী হাবশায় হিজরত প্রসঙ্গে এনেছেন এবং নাজাশীর নাম ‘আছহামা’ বলেছেন, যা ভুল। কেননা এই পত্রে সূরা আলে ইমরানের ৬৪ আয়াতটি উল্লেখ রয়েছে। যা মদীনায় নাযিল হয়। যুহরী বলেন, আহলে কিতাব রাজা-বাদশাহদের নিকট প্রেরিত সকল পত্রে উক্ত আয়াতটি উল্লেখিত ছিল। অতএব এই পত্রটি প্রেরিত হয়েছিল প্রথম নাজাশীর মৃত্যুর পরে নতুন নাজাশীর নিকটে। রাবীর ভুলে ‘আছহামা’ নামটি যোগ হয়েছে মাত্র *(আল-বিদায়াহ ৩/৮৩)*। একই কথা বলেছেন, ইবনু হাযম ও ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)। ইবনু হাযম বলেন, শেষের নাজাশী ইসলাম কবুল

৬৬২. আল-বিদায়াহ ৩/৮৩; হাকেম হা/৪২৪৪।

করেননি' *(যাদুল মা'আদ ১/১১৭, ৩/৬০৩)*। প্রথম নাজাশী মুসলমান ছিলেন। যিনি ৯ম হিজরীর রজব মাসে ইন্তেকাল করেন *(আল-ইছাবাহ, আছহামা ক্রমিক ৪৭৩)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে সাথে নিয়ে বাক্বী' গারক্বাদের মুছাল্লায় গিয়ে তার গায়েবানা জানাযা পড়েন। আমরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হই এবং তিনি চার তাকবীরে ছালাত আদায় করেন।[৬৬৩] আবু হুরায়রা (রাঃ) ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খায়বর যুদ্ধ শেষে সেখানে গিয়ে ইসলাম কবুল করেন *(আল-ইছাবাহ, আবু হুরায়রা ক্রমিক ১০৬৭৪)*। জানাযায় তাঁর উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, নাজাশী ৭ম হিজরীর পরে মারা গেছেন। অতএব সুহায়লী, ইবনু কাছীর, ইবনু হাজার প্রমুখ বিদ্বানগণের বক্তব্য অনুযায়ী উপরোক্ত চিঠি ৯ম হিজরীর রজব মাসে নাজাশীর মৃত্যুর পর নতুন নাজাশীর নিকট তাবূক যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে বা যুদ্ধ থেকে ফেরার পর রামাযান মাসে প্রেরিত হয় বলে নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয়। যদিও ওয়াক্বেদী, ত্বাবারী প্রমুখ জীবনীকারগণ এটিকে ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে প্রেরিত বলেছেন *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৫৪)*। ইবনুল ক্বাইয়িম ও মুবারকপুরী উভয়ে চিঠিটি এক নম্বরে এনেছেন এবং ৬টি চিঠিকে ৬জন পত্র বাহকের মাধ্যমে ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে একই দিনে প্রেরিত বলেছেন।[৬৬৪] যা বাস্তবতার সাথে অমিল। সেকারণ পূর্বাপর বিবেচনায় আমরা পত্রটিকে শেষে আনলাম। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

উল্লেখ্য যে, পত্রবাহক 'আমর বিন উমাইয়া যামরী মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (৪০-৬০ হিঃ) মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। আবু নু'আইম বলেন, তিনি ৬০ হিজরীর পূর্বে মারা যান *(আল-ইছাবাহ, 'আমর বিন উমাইয়া, ক্রমিক ৫৭৬৯)*।

৯. ইয়ামনের শাসকের নিকট প্রেরিত পত্র (الكتاب إلى ملك اليمن) :

৯ম হিজরীর রামাযান মাসে তাবূক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে অথবা ১০ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে আবু মূসা আশ'আরী ও মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে পাঠানো হয়। তাদের দাওয়াতে সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করে। তাঁদের পরে আলী (রাঃ)-কে সেখানে পাঠানো হয়। অতঃপর তিনি সেখান থেকে সরাসরি বিদায় হজ্জে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মিলিত হন।

১০. হিমইয়ারী শাসকদের নিকটে প্রেরিত পত্র (الكتاب إلى ملوك حمير) :

জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালীকে যুল-কালা' (ذُو الْكَلاَعِ) হিমইয়ারী ও যু-'আমরের নিকটে পাঠানো হয়। তারা উভয়ে ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর জারীর বিন আব্দুল্লাহ সেখানে থাকা অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেন *(যাদুল মা'আদ ১/১১৯)*।

---

৬৬৩. ইবনু মাজাহ হা/১৫৩৪; বুখারী হা/১২৪৫; মুসলিম হা/৯৫১।
৬৬৪. যাদুল মা'আদ ১/১১৬, ৩/৬০১; আর-রাহীক্ব ৩৫০-৫১ পৃঃ।

এভাবে তৎকালীন বিশ্বের ক্ষমতাধর অধিকাংশ রাজা-বাদশাহ্র নিকটে পত্রের মাধ্যমে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন। দু'একজন বাদে প্রায় সকলেই তাঁর দাওয়াত কবুল করেছিলেন। যারা অস্বীকার করেছিল, তাদের কাছেও শেষনবী (ছাঃ) ও ইসলাম পরিচিতি লাভ করে। এভাবে ইসলাম সার্বজনীন ও বিশ্বধর্মে পরিণত হয়।

৫১. গাযওয়া যী ক্বারাদ (غزوة ذي قرد أو الغابة)

৭ম হিজরীর মুহাররম মাস। হোদায়বিয়া থেকে মদীনায় ফেরার মাসাধিক কাল পরে এটাই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথম যুদ্ধ, যা খায়বর যুদ্ধে গমনের মাত্র তিনদিন পূর্বে সংঘটিত হয় *(বুখারী, 'গাযওয়া যী ক্বারাদ' অনুচ্ছেদ-৩৭)*। বনু গাত্বফানের ফাযারাহ গোত্রের আব্দুর রহমান আল-ফাযারীর নেতৃত্বে একটি ডাকাত দল মদীনায় এসে রাসূল (ছাঃ)-এর রাখালদের হত্যা করে চারণভূমি থেকে তাঁর উটগুলি লুট করে নিয়ে যায়। দক্ষ তীরন্দায সালামা বিন আকওয়া' একাই দৌঁড়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে যূ-ক্বারাদ ঝর্ণা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ তাড়িয়ে নিয়ে যান। কখনো পাহাড়ের মাথায় উঠে পাথর ছুঁড়ে, কখনো পেছন থেকে তীর ছুঁড়ে তাদেরকে কাবু করে ফেলেন। অবশেষে তারা তাদের সমস্ত উট, অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাব-পত্র সমূহ ফেলে পালিয়ে যায়। এ সময় তিনি চিৎকার দিয়ে বলতে থাকেন, أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ 'আমি ইবনুল আকওয়া। আর আজ হ'ল ধ্বংসের দিন' *(বুখারী হা/৪১৯৪)*।

ইতিমধ্যে পিছে পিছে রাসূল (ছাঃ) ৫০০ ছাহাবীর এক বাহিনী নিয়ে সন্ধ্যার পরে উপস্থিত হন। ডাকাত দলের নেতা আব্দুর রহমানের নিক্ষিপ্ত বর্শার আঘাতে ছাহাবী আখরাম (أَخرَم) শহীদ হন। পরক্ষণেই আবু ক্বাতাদার বর্শার আঘাতে আব্দুর রহমান নিহত হয়। সালামা বিন আকওয়া'-এর দুঃসাহস ও বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে গণীমতের দুই অংশ দান করেন। যার মধ্যে পদাতিকের একাংশ ও অশ্বারোহীর একাংশ। মদীনায় ফেরার সময় সম্মান স্বরূপ নিজের সবচেয়ে দ্রুতগামী 'আযবা' (الْعَضْبَاء) উটের পিঠে তাকে বসিয়ে নেন'।[৬৬৫] এই যুদ্ধে মদীনার আমীর ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) এবং পতাকাবাহী ছিলেন মিক্বদাদ বিন 'আমর (রাঃ)।[৬৬৬]

৬৬৫. ইবনু হিশাম ২/২৮১; আল-বিদায়াহ ৪/১৫০; বুখারী হা/৪১৯৪; মুসলিম হা/১৮০৬; আল-বিদায়াহ ৪/১৫৩।

৬৬৬. যাদুল মা'আদ; আর-রাহীক্ব ৩৬২-৬৩ পৃঃ।

৫২. খায়বর যুদ্ধ (غزوة خيبر)

(৭ম হিজরীর মুহাররম মাস)

কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তির পর সকল ষড়যন্ত্রের মূল ঘাঁটি খায়বরের ইহূদীদের প্রতি এই অভিযান পরিচালিত হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বায়'আতে রিযওয়ানে উপস্থিত ১৪০০ ছাহাবীকে নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং এই অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি কোন মুনাফিককে এ যুদ্ধে নেননি।[৬৬৭] এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ১৬ জন শহীদ এবং ইহূদী পক্ষে ৯৩ জন নিহত হয়। ইহূদীদের বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত হয়। তবে তাদের আবেদন মতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ভাগ দেবার শর্তে তাদেরকে সেখানে বসবাস করার সাময়িক অনুমতি দেওয়া হয় *(বুখারী হা/৪২৩৫)*।

যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গণীমত হস্তগত হয়। যাতে মুসলমানদের অভাব দূর হয়ে যায়। এই সময়ে ফাদাকের ইহূদীদের নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহাইয়েছাহ বিন মাসঊদকে (مُحَيِّصَةُ بْنُ مسعودٍ) প্রেরণ করেন। খায়বর বিজয়ের পর তারা নিজেরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে দূত পাঠিয়ে আত্মসমর্পণ করে এবং খায়বরবাসীদের ন্যায় অর্ধেক ফসলে সন্ধিচুক্তি করে। বিনাযুদ্ধে ও স্রেফ রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াতে বিজিত হওয়ায় ফাদাক ভূমি কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

যিলহাজ্জের মাঝামাঝিতে হোদায়বিয়া থেকে ফিরে মুহাররম মাসের শেষভাগে কোন একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বর অভিমুখে যাত্রা করেন। এ সময় তিনি সেবা' বিন উরফুত্বাহ গেফারীকে মদীনার প্রশাসক নিয়োগ করে যান।[৬৬৮]

মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত তিনটি শক্তি- কুরায়েশ, বনু গাত্বফান ও ইহূদী- এগুলির মধ্যে প্রধান শক্তি কুরায়েশদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে বনু গাত্বফান ও বেদুঈন

---

৬৬৭. আর-রাহীক্ব ৩৬৫ পৃঃ।
ওয়াক্বেদী এখানে সনদ বিহীনভাবে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যা নিম্নরূপ :
রাসূল (ছাঃ) যখন সবাইকে খায়বর গমনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বললেন, তখন হোদায়বিয়া থেকে বিভিন্ন অজুহাতে পিছিয়ে পড়া লোকেরা এসে বলল, আমরা আপনার সাথে যুদ্ধে যাব। তখন রাসূল (ছাঃ) একজন ঘোষককে দিয়ে ঘোষণা প্রদান করলেন যে, لاَ يَخْرُجَنَّ مَعَنَا إلاَّ رَاغِبٌ فِي الْجِهَادِ، فَأَمَّا الْغَنِيمَةُ فَلاَ– 'আমাদের সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণে আগ্রহীগণই কেবল বের হবে। অতঃপর তারা গণীমত পাবে না'। এই ঘোষণা শোনার পর তারা আর বের হয়নি *(ওয়াক্বেদী, মাগাযী ২/৬৩৪; সীরাহ হালাবিইয়াহ ৩/৪৫)*।

৬৬৮. হাকেম হা/৪৩৩৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৮৫১; আর-রাহীক্ব ৩৬৫ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/২৮১।
ইবনু ইসহাক নুমায়লাহ বিন আব্দুল্লাহ লায়ছীর কথা বলেছেন *(ইবনু হিশাম ২/৩২৮)*। কিন্তু উরফুত্বাই অধিক সঠিক *(ফাৎহুল বারী 'খায়বর যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ; আর-রাহীক্ব ৩৬৫ পৃঃ)*।

গোত্রগুলি এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়ে। বাকী রইল ইহূদীরা। যারা মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খায়বরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং সেখান থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল প্রকারের ষড়যন্ত্র করে। বরং বলা চলে যে, খায়বর ছিল তখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু। তাই এদেরকে দমন করার জন্য এই অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানে যাতে কোন মুনাফিক যেতে না পারে, সেজন্য আল্লাহ পূর্বেই আয়াত নাযিল করেন *(ফাৎহ ৪৮/১৫)*। তাছাড়া এ যুদ্ধে যে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হবে এবং প্রচুর গণীমত লাভ করবে, সে বিষয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী নাযিল হয়েছিল *(ফাৎহ ৪৮/২০)*। ফলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কেবলমাত্র ঐ সকল সাথীকে সঙ্গে নিলেন, যারা হোদায়বিয়ার সফরে 'বায়'আতুর রিযওয়ানে' শরীক ছিলেন। যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪০০। এঁদের সাথে কিছু সংখ্যক মহিলা ছাহাবী ছিলেন।[৬৬৯] যারা আহতদের সেবা-যত্নে নিযুক্ত হন। আল্লাহপাকের এই আগাম হুঁশিয়ারীর কারণ ছিল এই যে, মুনাফিকদের সঙ্গে ইহূদীদের সখ্যতা ছিল বহু পুরাতন। তাই তারা যুদ্ধে গেলে তারা বরং ইহূদীদের স্বার্থেই কাজ করবে, যা মুসলিম বাহিনীর চরম ক্ষতির কারণ হবে।

মুনাফিকদের অপতৎপরতা (مكيدة المنافقين) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খায়বর অভিযানের গোপন খবর মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই আগেভাগেই ইহূদীদের জানিয়ে দিয়ে তাদের কাছে পত্র পাঠায়। তাতে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করা হয় এবং একথাও বলা হয় যে, 'তোমরা অবশ্যই জিতবে। কেননা মুহাম্মাদের লোকসংখ্যা অতীব নগণ্য এবং তারা প্রায় রিক্তহস্ত'। খয়বরের ইহূদীরা এই খবর পেয়ে তাদের মিত্র বনু গাত্বফানের নিকটে সাহায্য চেয়ে লোক পাঠায়। তাদেরকে বলা হয় যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলে খায়বরের মোট উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাদেরকে দেওয়া হবে'। উক্ত লোভনীয় প্রস্তাব পেয়ে বনু গাত্বফানের লোকেরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে খায়বর অভিমুখে রওয়ানা হয়। কিছু দূর গিয়েই তারা পিছন দিকে শোরগোল শুনে ভাবল, হয়তবা মুসলিম বাহিনী তাদের সন্তানাদি ও পশুপালের উপরে হামলা চালিয়েছে। ফলে তারা খায়বরের চিন্তা বাদ দিয়ে স্ব স্ব গৃহ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করল। বলা বাহুল্য, এটা ছিল আল্লাহ্র অদৃশ্য সাহায্য। এর দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, মুসলমানদের ব্যাপারে তারা দারুণ ভীত ছিল। কেননা ইতিপূর্বে তারা খন্দকের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে। এরপর সম্প্রতি কুরায়েশরা মুসলমানদের সঙ্গে হোদায়বিয়ায় সন্ধিচুক্তি করেছে। তাতে মুসলিম ভীতি সর্বত্র আরও ব্যাপকতা লাভ করে।

---

৬৬৯. ইবনু হিশাম ও ত্বাবারী সংখ্যা নির্ধারণ করেননি *(ইবনু হিশাম ২/৩৪২; তারীখ ত্বাবারী ৩/১৭)*। মানছূরপুরী সূত্রহীনভাবে ২০ জন মহিলা ছাহাবী লিখেছেন, যারা সেবা করার জন্য এসেছিলেন *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/২১৯)*।

খায়বরের পথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (مسير الرسول صـــ إلى خيبر) :

যুদ্ধ কৌশল বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তর দিকে সিরিয়ার পথ ধরে খায়বর অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাতে বনু গাত্বফানের পক্ষ থেকে ইহূদীদের সাহায্য প্রাপ্তির পথ বন্ধ করা যায় এবং ইহূদীরাও এপথে পালিয়ে যাবার সুযোগ না পায়।

পথিমধ্যের ঘটনাবলী (واقعات فى الطريق) :

১. 'আমের ইবনুল আকওয়ার কবিতা পাঠ (إنشاد عامر بن الأكوع) : সালামা ইবনুল আকওয়া'(سَلَمَةُ بنُ الْأَكْوَعِ) বলেন, খায়বরের পথে আমরা রাতের বেলা পথ চলছিলাম। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি (আমার চাচা) 'আমের ইবনুল আকওয়া' (عَامِرُ بنُ الْأَكْوَعِ)-কে বলল, يَا عَامِرُ أَلاَ تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ 'হে 'আমের! তুমি কি আমাদেরকে তোমার অসাধারণ কাব্য-কথা কিছু শুনাবে না? 'আমের ছিলেন একজন উঁচুদরের কবি। একথা শুনে তিনি নিজের বাহন থেকে নামলেন ও নিজ কওমের জন্য প্রার্থনামূলক কবিতা বলা শুরু করলেন।-

اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا * وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا * إِنَّا إِذَا صِيْحَ بِنَا أَبَيْنَا

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا

'হে আল্লাহ! যদি তুমি অনুগ্রহ না করতে, তাহ'লে আমরা হেদায়াত পেতাম না। ছাদাক্বা করতাম না, ছালাতও আদায় করতাম না'। 'আমরা তোমার জন্য উৎসর্গীত। অতএব তুমি আমাদের ক্ষমা কর যেসব পাপ আমরা অবশিষ্ট রেখেছি (অর্থাৎ যা থেকে তওবা করিনি)। তুমি আমাদের পাগুলিকে দৃঢ় রেখো যদি আমরা যুদ্ধের মুকাবিলা করি'। 'আমাদের উপরে তুমি প্রশান্তি নাযিল কর। আমাদেরকে যখন ভয় দেখানো হয়, তখন আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি'। 'বস্তুতঃ ভয়ের সময় লোকেরা আমাদের উপর ভরসা করে থাকে' *(বুখারী হা/৪১৯৬)*।

ইবনু হাজার বলেন, 'উৎসর্গীত' কথাটি বান্দার জন্য হয়, আল্লাহ্র জন্য নয়। তবে এখানে প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা 'আল্লাহ্র জন্য আমাদের যাবতীয় সম্মান ও ভালবাসা উৎসর্গীত' বুঝানো হয়েছে *(ফাৎহুল বারী হা/৪১৯৬-এর আলোচনা)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ 'এই চালকটি কে'? লোকেরা বলল, 'আমের ইবনুল আকওয়া'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, يَرْحَمُهُ اللهُ 'আল্লাহ তার উপরে

Contents

রহম করুন'। তখন একজন ব্যক্তি বলে উঠল, وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْلاَ أَمْتَعْتَنَا بِهِ 'হে আল্লাহ্র নবী! তার উপরে তো শাহাদাত ওয়াজিব হয়ে গেল। যদি আপনি তার দ্বারা আমাদের উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিতেন'![৬৭০] অর্থাৎ যদি তার হায়াত বৃদ্ধির জন্য আপনি দো'আ করতেন'। কেননা ছাহাবায়ে কেরাম জানতেন যে, যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কারু জন্য 'রহমত ও মাগফেরাত'-এর দো'আ করলে তিনি শাহাদাত লাভ করতেন। আর খায়বর যুদ্ধে সেটাই বাস্তবে দেখা গেছে 'আমের ইবনুল আকওয়া'-র শাহাদাতের মধ্য দিয়ে। এর দ্বারা যেন এই ভ্রান্ত আক্বীদা সৃষ্টি না হয় যে, রাসূল (ছাঃ) গায়েব জানতেন। কেননা গায়েবের চাবিকাঠি আল্লাহ্র হাতে। তিনি ব্যতীত তা কেউই জানে না' *(আন'আম ৬/৫৯)*। বরং এটি তাঁর উপর 'অহি' করা হয়ে থাকতে পারে। কেননা 'অহি' ব্যতীত কোন কথা তিনি বলেন না' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*।

২. জোরে তাকবীর ধ্বনি করার উপর নিষেধাজ্ঞা (نهى عن التكبير بأعلى الصوت) : পথিমধ্যে একটি উপত্যকা অতিক্রম করার সময় ছাহাবীগণ জোরে জোরে তাকবীর দিতে থাকেন *(আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)*। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ 'তোমরা নরম কণ্ঠে বল'। কেননা إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا– 'তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। বরং তোমরা ডাকছ একজন সদা শ্রবণকারী ও সদা নিকটবর্তী এক সত্তাকে'।[৬৭১] এর অর্থ এটা নয় যে, আদৌ উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দেওয়া যাবে না। বরং প্রয়োজন বোধে অবশ্যই তা করা যাবে। যেমন তালবিয়াহ, লা হাওলা অলা কুওয়াতা.., ইন্না লিল্লাহ ইত্যাদি সরবে পাঠ করা। যেগুলি অন্যান্য হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত।[৬৭২] অবশ্য এখানে যুদ্ধের কোন কৌশল থাকতে পারে।

৩. কেবল ছাতু খেলেন সবাই (أكلهم السويق فقط) : খায়বরের সন্নিকটে 'ছাহবা' (الصَّهْبَاء) নামক স্থানে অবতরণ করে রাসূল (ছাঃ) আছরের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি খাবার চাইলেন। কিন্তু কেবল কিছু ছাতু পাওয়া গেল। তিনি তাই মাখাতে বললেন। অতঃপর তিনি খেলেন ও ছাহাবায়ে কেরাম খেলেন। অতঃপর শুধুমাত্র কুলি করে একই ওযূতে মাগরিব পড়লেন। অতঃপর এশা পড়লেন।[৬৭৩] এটা নিঃসন্দেহে

৬৭০. বুখারী হা/৪১৯৬; মুসলিম হা/১৮০২। এখানে مَا لَقِينَا, مَا اقْتَفَيْنَا, مَا اتَّقَيْنَا, مَا أَبْقَيْنَا শব্দ সমূহ ব্যবহৃত হয়েছে' *(বদরুদ্দীন 'আয়নী (মৃ. ৮৫৫ হি.), 'উমদাতুল ক্বারী শরহ ছহীহুল বুখারী (বৈরূত : তাবি) হা/৪১৯৫-এর আলোচনা,* ১৭/২৩৫। সবগুলির অর্থ কাছাকাছি মর্মের।

৬৭১. বুখারী হা/৪২০৫; মুসলিম হা/২৭০৪; মিশকাত হা/২৩০৩।

৬৭২. মুসলিম শরহ নববী হা/২৭০৪-এর অনুচ্ছেদ ও আলোচনা।

৬৭৩. বুখারী হা/২১৫; ইবনু কাছীর, সীরাহ নববিইয়াহ (বৈরূত : ১৩৯৫ হি./১৯৭৬ খৃ.) ৩/৩৪৬; ওয়াক্বেদী, মাগাযী ২/৬৩৯।

রাসূল (ছাঃ)-এর একটি মু'জেযা। যেমনটি ঘটেছিল ইতিপূর্বে খন্দকের যুদ্ধে পেটে পাথর বাঁধা ক্ষুধার্ত নবী ও তাঁর ছাহাবীগণের খাদ্যের ব্যাপারে।

খায়বরে উপস্থিতি (وصول خيبر) :

রাসূল (ছাঃ)-এর নীতি ছিল কোথাও যুদ্ধের জন্য গেলে আগের দিন রাতে গিয়ে সেখানে অবস্থান নিতেন। অতঃপর সকালে হামলা করতেন। খায়বরের ক্ষেত্রেও তাই করলেন। তবে শিবিরের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে অভিজ্ঞ যুদ্ধবিশারদ আনছার ছাহাবী হুবাব ইবনুল মুনযির (حُبَابُ بنُ الْمُنذِرِ)-এর পরামর্শকে অগ্রাধিকার দিয়ে খায়বরের এত নিকটে গিয়ে শিবির সন্নিবেশ করলেন, যেখান থেকে শহর পরিষ্কার দেখা যায়। সেখানে পৌঁছে তিনি সবাইকে বললেন, তোমরা থাম। অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র নিকট নিম্নোক্তভাবে আকুল প্রার্থনা করলেন।-

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا-

'হে আল্লাহ! তুমি সপ্ত আকাশ ও যেসবের উপরে এর ছায়া রয়েছে তার প্রভু। সপ্ত যমীন ও যা কিছু সে বহন করছে তার প্রভু। ঝঞ্ঝা-বায়ু এবং যা কিছু তা উড়িয়ে নেয়, তার প্রভু। শয়তান সমূহ ও যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছে তাদের প্রভু। আমরা তোমার নিকটে এই জনপদের কল্যাণ, এর বাসিন্দাদের কল্যাণ ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমরা তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই জনপদের অনিষ্টতা হ'তে, এর বাসিন্দাদের অনিষ্টতা হ'তে এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছুর অনিষ্টতা হ'তে'।[৬৭৪] অতঃপর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, أَقْدِمُوا بِسْمِ اللهِ 'আগে বাড়ো, আল্লাহ্‌র নামে'। অতঃপর খায়বরের সীমানায় প্রবেশ করে শিবির সন্নিবেশ করলেন।[৬৭৫]

খায়বরের বিবরণ (بيان موضع خيبر) :

মদীনা হ'তে প্রায় ১৭০ কি. মি. উত্তর-পূর্বে অবস্থিত খায়বর একটি বড় শহরের নাম। শহরটি অনেকগুলি দুর্গবেষ্টিত এবং চাষাবাদ যোগ্য কৃষিজমি সমৃদ্ধ। খায়বরের জনবসতি দু'টি অঞ্চলে বিভক্ত। প্রথম অঞ্চলটিতে ৫টি দুর্গ এবং দ্বিতীয় অঞ্চলটিতে ৩টি দুর্গ ছিল। প্রথম অঞ্চলটি দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নাম 'নাত্বাত' (نَطَاةُ)। এ ভাগে ছিল

৬৭৪. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৭০৯; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ৩৪০, সনদ হাসান।
৬৭৫. ত্বাবারাণী; হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৭১১৭; ইবনু হিশাম ২/৩২৯, হাদীছ ছহীহ সনদ 'মুরসাল' *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৫৪৫)*।

সবচেয়ে বড় না'এম (نَاعِمٌ)-সহ তিনটি দুর্গ এবং আরেক ভাগের নাম 'শিক্ব' (الشِّقُّ)। এভাগে ছিল বাকী দু'টি দুর্গ। অন্য অঞ্চলটির নাম 'কাতীবাহ' (الكَتِيبَةُ)। এ অঞ্চলে ছিল প্রসিদ্ধ 'ক্বামূছ' (حِصْنُ الْقَمُوصِ) দুর্গসহ মোট ৩টি দুর্গ। দুই অঞ্চলের বড় বড় ৮টি দুর্গ ছাড়াও ছোট-বড় আরও কিছু দুর্গ ও কেল্লা ছিল। তবে সেগুলি শক্তি ও নিরাপত্তার দিক দিয়ে উপরোক্ত দুর্গগুলির সমপর্যায়ের ছিল না। খায়বরের যুদ্ধ মূলতঃ প্রথম অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় অঞ্চলের দুর্গ তিনটি বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে।

যুদ্ধ শুরু ও না'এম দুর্গ জয় (فتح ناعم) :

৮টি দুর্গের মধ্যে সেরা ছিল না'এম দুর্গ। যা ইহূদী বীর 'মারহাব' (مَرْحَب)-এর নেতৃত্বাধীন ছিল। যাকে এক হাযার বীরের সমকক্ষ বলা হ'ত। কৌশলগত দিক দিয়ে এটার স্থান ছিল সবার উপরে। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) প্রথমেই এটাকে জয় করার দিকে মনোযোগ দেন।

রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ– 'কাল সকালে আমি এমন একজনের হাতে পতাকা দেব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন'। সকালে সবাই রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হ'লেন। নেতৃস্থানীয় প্রত্যেকের ধারণা পতাকা তার হাতে আসবে। এমন সময় রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ؟ 'আলী ইবনু আবী ত্বালেব কোথায়'? সবাই বলল, চোখের অসুখের কারণে তিনি পিছনে পড়েছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأْتُونِى بِهِ 'তার কাছে লোক পাঠাও এবং তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো'। অতঃপর তাকে আনা হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ মুখের লালা তার চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং তার জন্য সুস্থতার দো'আ করলেন। ফলে তিনি এমনভাবে সুস্থ হ'লেন যেন ইতিপূর্বে তার চোখে কোন অসুখ ছিল না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তার হাতে পতাকা দিয়ে বললেন, اُنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ 'ধীরে-সুস্থে এগিয়ে যাও, যতক্ষণ না তাদের এলাকায় অবতরণ কর'। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দাও এবং জানিয়ে দাও আল্লাহ্র হক হিসাবে তাদের উপরে কি কি বিষয় ওয়াজিব রয়েছে। فَوَاللهِ لَأَنْ يَّهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ 'আল্লাহ্র কসম! যদি আল্লাহ তোমার দ্বারা একজন লোককেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটি তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের

(কুরবানীর) চাইতে উত্তম হবে'।[৬৭৬] যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর এই বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর শান্তিবাদী নীতি ফুটে ওঠে।

অতঃপর আলী (রাঃ) সেনাদল নিয়ে 'না'এম' (نَاعِمٌ) দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন ও দুর্গবাসীদের প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ইহূদীরা এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল এবং তাদের নেতা 'মারহাব' দর্পভরে কবিতা বলে এগিয়ে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানালো। মারহাবের দর্পিত আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাল্টা কবিতা বলে 'আমের ইবনুল আকওয়া' ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর তরবারি আকারে ছোট থাকায় তার আঘাত মারহাবের পায়ের গোছায় না লেগে উল্টা নিজের হাঁটুতে এসে লাগে। যাতে তিনি আহত হন ও পরে মৃত্যুবরণ করেন। নিজের আঘাতে শহীদ হওয়ায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন যে, তিনি দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হবেন।[৬৭৭]

এরপর মারহাব পুনরায় গর্বভরে কবিতা আওড়াতে থাকে ও মুসলিম বাহিনীর প্রতি দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানাতে থাকে। তখন সেনাপতি আলী (রাঃ) তার দর্প চূর্ণ করার জন্য নিজেই এগিয়ে গেলেন এবং গর্বভরে কবিতা বলে সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে এক আঘাতেই শেষ করে দিলেন। এভাবে তাঁর হাতেই মূলতঃ না'এম দুর্গ জয় হয়ে গেল।

হযরত আলী (রাঃ) তাঁর পঠিত উক্ত কবিতায় নিজের সম্পর্কে বলেন,

أَنَا الَّذِى سَمَّتْنِى أُمِّى حَيْدَرَهْ + كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ

أُوفِيهِم بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ

'আমি সেই ব্যক্তি আমার মা যার নাম রেখেছিলেন হায়দার (বাঘ)। তাই বনের বাঘের মত ভয়ংকর আমি'। 'আমি তাদেরকে অতি দ্রুত অধিক সংখ্যায় হত্যা করব'।[৬৭৮] একারণে হযরত আলীকে 'আলী হায়দার' বলা হয়।

'মারহাব' নিহত হওয়ার পরে তার ভাই 'ইয়াসের' (يَاسِر) এগিয়ে আসে। সে যুবায়ের (রাঃ)-এর হাতে নিহত হয়। তারপর উভয়পক্ষে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলে। তাদের নেতৃস্থানীয়

---

৬৭৬. বুখারী হা/৩৭০১, ৪২১০ 'ছাহাবীগণের ফাযায়েল' ও 'মাগাযী' অধ্যায় 'আলীর মর্যাদা' ও 'খায়বর যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ; ইবনু হিশাম ২/৩৩৪।

৬৭৭. বুখারী হা/৩৮৭৫, ৫৬৮২, ৬৩৮৩; মুসলিম হা/৩৩৮৩।

৬৭৮. মুসলিম হা/১৮০৭। 'সানদারাহ' একটি প্রশস্ত পরিমাপের নাম যা দিয়ে অধিক পরিমাণ বস্তু দ্রুত পরিমাপ করা যায় *(মুসলিম, শরহ নববী)*।
প্রসিদ্ধ আছে যে, এদিন আলী (রাঃ) দুর্গের একটি দরজা উপড়ে ফেলে সেটাকে হাতের ঢাল বানিয়ে যুদ্ধ করেন। অবশেষে যখন আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন, তখন তিনি সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেন। রাবী আবু রাফে' বলেন, পরে আমরা আটজনে মিলেও সেটা নাড়াতে পারিনি *(ইবনু হিশাম ২/৩৩৫; তারীখ ত্বাবারী ৩/১৩)*। বর্ণনাটির সনদ মুনক্বাতি' বা 'ছিন্নসূত্র' *(মা শা-'আ ১৮০ পৃঃ)*। আলী (রাঃ)-এর মর্যাদা প্রমাণের জন্য অসংখ্য ছহীহ হাদীছ রয়েছে। অতএব এরূপ যঈফ বর্ণনার আশ্রয় নেওয়া আদৌ সমীচীন নয়।

ইহূদীদের অনেকে নিহত হয়। ফলে যুদ্ধ দ্রুত শেষ হয়ে যায় এবং না'এম দুর্গ বিজয় সমাপ্ত হয়।[৬৭৯]

অন্যান্য দুর্গ জয় (فتح حصون أخرى) :

না'এম দুর্গ জয়ের পর দ্বিতীয় প্রধান দুর্গ ছা'ব বিন মু'আয (حِصْنُ الصَّعْب بن مُعَاذ) দুর্গটি বিজিত হয় হযরত হুবাব ইবনুল মুনযির (রাঃ)-এর নেতৃত্বে তিনদিন অবরোধের পর। এই দুর্গটি ছিল খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ। আর এই সময় মুসলিম সেনাদলে দারুণ খাদ্য সংকট চলছিল। তখন এ দুর্গটি জয়ের জন্য আল্লাহ্র নিকটে রাসূল (ছাঃ) বিশেষ দো'আ করেন[৬৮০] এবং সেদিনই সন্ধ্যার পূর্বে দুর্গ জয় সম্পন্ন হয়। এ সময় ক্ষুধার তাড়নায় মুসলিম সেনাদলের কেউ কেউ গাধা যবহ করে তার গোশত রান্না শুরু করে দেয়। এ খবর শুনে রাসূল (ছাঃ) গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ করে দেন' *(বুখারী হা/৫৪৯৭)*। এই দুর্গ থেকে সেই আমলের প্রচলিত কিছু ট্যাংক ও কামান *(মিনজানীক্ব ও দাব্বাবাহ)* হস্তগত হয়। যা দুর্গ দুয়ার ভাঙ্গা এবং পাহাড়ের চূড়া বা উচ্চ ভূমিতে আগুনের গোলা নিক্ষেপের কাজে ব্যবহৃত হ'ত। পরবর্তী যুদ্ধগুলিতে যা খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়। যেমন অত্যন্ত মযবুত 'নেযার' (نِزَار) দুর্গটি জয় করার সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উক্ত ট্যাংক ও কামানের গোলা নিক্ষেপ করে সহজ বিজয় অর্জন করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটিই ছিল যুদ্ধে কামান ব্যবহারের প্রথম ঘটনা। নাত্বাত ও শিক্ব অঞ্চলে ৫টি দুর্গের পতনের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাতীবাহ অঞ্চলে গমন করেন ও তাদেরকে অবরোধ করেন। পরে তাদের উপরে কামানের গোলা নিক্ষেপের হুমকি দিলে ১৪দিন পর তারা বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করে ও সন্ধির প্রস্তাব দেয়। অতঃপর সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে 'কাতীবাহ' অঞ্চলের তিনটি দুর্গ বিজিত হয়। এভাবে খায়বর বিজয় সম্পন্ন হয়।

---

৬৭৯. ইবনু হিশাম ২/৩৩৪।
প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত যুবায়ের (রাঃ) যখন ময়দানে অবতরণ করেন, তখন তার মা রাসূল (ছাঃ)-এর ফুফু হযরত ছাফিয়া (রাঃ) বলে ওঠেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার ছেলে কি নিহত হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। بَلْ ابْنُكَ يَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ 'বরং আপনার ছেলে তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করবে ইনশাআল্লাহ'। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা বাস্তবায়িত হয়' *(ইবনু হিশাম ২/৩৩৪; যাদুল মা'আদ ৩/২৮৭; আর-রাহীক্ব ৩৭০ পৃঃ)*। বক্তব্যটির সনদ 'যঈফ' *(আর-রাহীক্ব, তা'লীক্ব ১৬৫ পৃঃ)*।

৬৮০. এখানে নিম্নোক্ত দো'আটি প্রসিদ্ধ আছে,
اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ حَالَهُمْ وَأَنْ لَيْسَتْ بِهِمْ قُوَّةٌ، وَأَنْ لَيْسَ بِيَدِي شَيْءٌ أُعْطِيهِمْ إِيَّاهُ، فَافْتَحْ عَلَيْهِمْ أَعْظَمَ حُصُونِهَا عَنْهُمْ غَنَاءً، وَأَكْثَرَهَا طَعَامًا وَوَدَكًا-
'হে আল্লাহ! তাদের (আমার সৈন্যদের) অবস্থা তুমি ভালোভাবে জান। তাদের সহায়-সম্পদ কিছুই নেই। আর আমার নিকটেও এমন কিছু নেই, যা আমি তাদেরকে দিতে পারি। অতএব তুমি ইহূদীদের সবচেয়ে বড় দুর্গটির উপর তাদেরকে বিজয়ী কর। যা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় এবং সেখান থেকে তাদের অধিক খাদ্য ও চর্বি হস্তগত হয়' *(ইবনু হিশাম ২/৩৩২; আর-রাহীক্ব ৩৭১ পৃঃ, সনদ মু'যাল বা যঈফ, ঐ তা'লীক্ব ১৬৫-৬৬ পৃঃ; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ৩৪৪ পৃঃ)*।

সন্ধির আলোচনা (مكالمة فى الصلح) :

‘কাতীবাহ’ অঞ্চলের বিখ্যাত ‘ক্বামূছ’ (حِصْن الْقَمُوص) দুর্গের অধিপতি মদীনা হ’তে ইতিপূর্বে বিতাড়িত বনু নাযীর গোত্রের নেতা আবুল হুক্বাইক্ব-এর দুই ছেলে সন্ধির বিষয়ে আলোচনার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন। আলোচনায় স্থির হয় যে, দুর্গের মধ্যে যারা আছে, তাদের সবাইকে মুক্তি দেওয়া হবে। তাদের সোনা-রূপাসহ অন্যান্য সকল সম্পদ মুসলিম বাহিনীর অধিকারভুক্ত হবে। ইহূদীরা সপরিবারে দুর্গ ত্যাগ করে চলে যাবে। সুনানে আবুদাঊদের বর্ণনায় এসেছে যে, নিজ নিজ বাহনের উপরে যতটুকু মালামাল নেওয়া সম্ভব ততটুক নেওয়ার অনুমতি তাদেরকে দেওয়া হয়। কেউ কিছু লুকালে সে ব্যাপারে কোন দায়িত্ব বা কোন চুক্তি থাকবে না। কিন্তু আবুল হুক্বাইক্বের ছেলেরা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে অনেক মাল লুকিয়ে ফেলে। জিজ্ঞেস করা হ’ল أَيْنَ مَسْكُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ؟ ‘হুয়াই বিন আখত্বাব-এর মশকটি কোথায়? ইতিপূর্বে মদীনা থেকে বহিস্কৃত হওয়ার সময় হুয়াই বিন আখত্বাব চামড়ার মশক ভরে যে সোনা-দানা ও অলংকারাদি নিয়ে এসেছিল, সেই মশকটার কথা এখানে বলা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত কেনানা বিন আবুল হুক্বাইক্বের নিকটে বনু নাযীরের যে মূল্যবান সম্পদরাজি গচ্ছিত ছিল, সেগুলি সে জনশূন্য একটি স্থানে মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিল। জিজ্ঞেস করা হ’লে তারা বলল যে, যুদ্ধ ও অন্যান্য কাজে খরচ হয়ে গেছে। অতঃপর সেগুলি পাওয়া গেল। তখন সন্ধি ভঙ্গের অপরাধে ইবনু আবিল হুক্বাইক্বকে হত্যা করা হ’ল এবং তার পরিবার ও অন্যান্যদের বন্দী করা হ’ল। অতঃপর তাদের সবাইকে খায়বর থেকে বিতাড়িত করতে চাইলে তারা অর্ধেক ফসল দানের বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি করে... ।[৬৮১]

---

৬৮১. আবুদাঊদ হা/৩০০৬, সনদ হাসান।

প্রসিদ্ধ আছে যে, কেনানা বিন আবুল হুক্বাইক্বকে জিজ্ঞেস করা হ’লে সে উক্ত বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কেনানাকে বললেন, أَرَأَيْتُ إِنْ وَجَدْنَاهُ عِنْدَكَ، أَأَقْتُلُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ ‘উক্ত সম্পদ যদি আমরা তোমার নিকট থেকে বের করতে পারি, তাহ’লে তোমাকে হত্যা করব কি? সে বলল, হ্যাঁ। ইতিমধ্যে কেনানাহ্র জনৈক চাচাতো ভাই স্থানটির সন্ধান দেয় এবং গচ্ছিত মালের কিছু অংশ পাওয়া যায়। অতঃপর বাকী মালামাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে আগের মতই অজ্ঞতার ভান করে। তখন তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত যুবায়ের (রাঃ)-এর হাতে সমর্পণ করে বলেন, عَذِّبْهُ حَتَّى تَسْتَأْصِلَ مَا عِنْدَهُ ‘একে শাস্তি দিতে থাক, যতক্ষণ না তার নিকটে যা আছে, তা সব বের করে নিতে পার’। হযরত যুবায়ের (রাঃ) তার বুকে চকমকি পাথর দিয়ে আঘাত করতে থাকেন (يَقْدَحُ بِزَنْدٍ فِي صَدْرِهِ)। তাতে সে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যায় (حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ)। অতঃপর তাকে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্র হাতে অর্পণ করা হ’ল। তিনি তাকে তার ভাই মাহমূদ বিন মাসলামাহকে হত্যার বদলা স্বরূপ হত্যা করেন’ *(ইবনু হিশাম ২/৩৩৭; আর-রাহীক্ব ৩৭৪ পৃঃ)*। বর্ণনাটির সনদ মু‘যাল বা যঈফ *(আর-রাহীক্ব, তা‘লীক্ব ১৬৬ পৃঃ)*।

ছাফিইয়াহ্র সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহ (زواج النبى صـــ مع صفية) :

কেনানাহ বিন আবুল হুক্বাইক্বের নব বিবাহিতা স্ত্রী ছাফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখত্বাব বন্দী হন। দাসী হিসাবে প্রথমে তাকে দেহিইয়া কালবীকে দেয়া হয়। পরক্ষণেই নেতৃকন্যা হিসাবে তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর ভাগে দেওয়া হয়। রাসূল (ছাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর তাকে মুক্ত করে তিনি তাকে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর মর্যাদা দান করেন। এই মুক্তি দানকেই তার মোহরানা হিসাবে গণ্য করা হয়। অতঃপর মদীনায় ফেরার পথে 'ছাহবা' (الصَّهْبَاء) নামক স্থানে পৌঁছে 'ছাফিয়া' হালাল হ'লে তার সঙ্গে সেখানে তিনদিন বাসর যাপন করেন' *(বুখারী হা/৪২১১)*। আনাস (রাঃ)-এর মা উম্মে সুলায়েম তাকে সাজ-সজ্জা করে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে পাঠান। এই সময় তার মুখে (অন্য বর্ণনায় দু'চোখে) সবুজ দাগ দেখে রাসূল (ছাঃ) তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার খায়বর আগমনের পূর্বে আমি একরাতে স্বপ্ন দেখি যে, চাঁদ কক্ষচ্যুত হয়ে আমার কোলে পড়ল। একথা কেনানাকে বললে সে আমার গালে জোরে থাপ্পড় মারে, আর বলে যে, أَتُرِيْدِيْنَ مَلِكَ يَثْرِبَ؟ 'তুমি কি ইয়াছরিবের বাদশাহকে চাও? তিনি বলেন, আমার নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাইতে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কেউ ছিলেন না। কারণ তিনি আমার পিতা ও স্বামীকে হত্যা করেছেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) আমার নিকটে বারবার ওযর পেশ করেন এবং বলেন, হে ছাফিইয়াহ! তোমার পিতা আমার বিরুদ্ধে আরবদের জমা করেছিলেন। তাছাড়া অমুক অমুক কাজ করেছিলেন। অবশেষে আমার অন্তর থেকে তার উপরে বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে যায়'।[৬৮২]

রাসূল (ছাঃ)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা (سم ذراع الشاة للنبي صـــ لاغتياله) :

খায়বর বিজয়ের পর রাসূল (ছাঃ) যখন একটু নিশ্চিন্ত হ'লেন, তখন বিতাড়িত বনু নাযীর গোত্রের অন্যতম নেতা ও কোষাধ্যক্ষ সাল্লাম বিন মিশকামের স্ত্রী যয়নব বিনতুল হারেছ তাকে বকরীর ভূনা রান হাদিয়া পাঠায়। সে আগেই জেনে নিয়েছিল যে, রাসূল (ছাঃ) রানের গোশত পসন্দ করেন। এজন্য উক্ত মহিলা উক্ত রানে ভালভাবে বিষ মাখিয়ে দিয়েছিল। রাসূল (ছাঃ) গোশতের কিছু অংশ চিবিয়ে ফেলে দেন, গিলেননি। অতঃপর বলেন, إِنَّ هَذَا الْعَظْمَ لَيُخْبِرُنِي أَنَّهُ مَسْمُومٌ 'এই হাড্ডি আমাকে বলছে যে, সে বিষ মিশ্রিত'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন উক্ত মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে কৈফিয়ত দিয়ে বলল, এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, إِنْ كَانَ مَلِكًا اسْتَرَحْتُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ نَبِيًّا فَسَيُخْبَرُ، 'যদি এই ব্যক্তি বাদশাহ হন, তাহ'লে আমরা তার থেকে নিষ্কৃতি

৬৮২. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫১৯৯; ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/২৭৯৩; ইবনু হিশাম ২/৩৩৬।

Contents

পাব। আর যদি নবী হন, তাহ'লে তাঁকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হবে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ 'আমরা চেয়েছিলাম যদি আপনি মিথ্যাবাদী হন, তাহ'লে আমরা নিস্কৃতি পাব। আর যদি আপনি নবী হন, তাহ'লে এ বিষ আপনার কোন ক্ষতি করবে না'।[৬৮৩] তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু সাথী বিশর বিন বারা বিন মা'রূর এক টুকরা চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিলেন। যাতে তিনি মারা যান। ফলে তার বদলা স্বরূপ ঐ মহিলাকে হত্যা করা হয়।[৬৮৪]

খায়বর যুদ্ধে উভয় পক্ষে নিহতের সংখ্যা (قتلى الفرقين فى خيبر) :

এই যুদ্ধে বিভিন্ন সময়ের সংঘর্ষে সর্বমোট শহীদ মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১৬ জন। তন্মধ্যে ৪ জন কুরায়েশ, ১ জন আশজা' গোত্রের, ১ জন আসলাম গোত্রের, ১ জন খায়বরবাসী ও বাকী ৯ জন ছিলেন আনছার। তবে ১৬ জনের স্থলে ১৮, ১৯, ২৩ মর্মে মতভেদ রয়েছে। ইহূদী পক্ষে মোট ৯৩ জন নিহত হয় *(আর-রাহীক্ব ৩৭৭ পৃঃ)*।

খায়বরের ভূমি ইহূদীদের হাতে প্রত্যর্পণ ও সন্ধি (رد أرض خيبر والمصالحة) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহূদীদেরকে মদীনার ন্যায় খায়বর হ'তেও নির্মূল করতে চেয়েছিলেন এবং সেমতে কাতীবাহ্র ইহূদীরা সবকিছু ফেলে চলে যেতে রাযীও হয়েছিল। কিন্তু ইহূদী নেতারা এক পর্যায়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আবেদন করল যে, আমাদের এখানে থাকতে দেওয়া হৌক, আমরা এখানকার জমি-জমা দেখাশুনা ও চাষাবাদ করব ও আপনাদেরকে ফসলের অর্ধেক ভাগ দেব। এখানকার মাটি সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা আপনাদের চেয়ে বেশী রয়েছে'। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের এ প্রস্তাব বিবেচনা করলেন এবং উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ প্রদানের শর্তে রাযী হ'লেন। সেই সাথে বলে দিলেন যতদিন তিনি চাইবেন, কেবল ততদিনই এ চুক্তি বহাল থাকবে। প্রয়োজনবোধে যেকোন সময় এ চুক্তি তিনি বাতিল করে দিবেন। অতঃপর উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে দায়িত্ব দেন।

গণীমত বণ্টন (تقسيم الغنائم) :

খায়বরের যুদ্ধে ভূমি সহ বিপুল পরিমাণ গণীমত হস্তগত হয়। যার অর্ধেক ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য রেখে দিয়ে বাকী অর্ধেক ১৮০০ ভাগে ভাগ করা হয়। হোদায়বিয়ার ১৪০০ সাথীর মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলের জন্য অংশ নির্ধারিত ছিল। এদের মধ্যে ২০০ জন ছিলেন অশ্বারোহী। প্রত্যেক পদাতিকের জন্য একভাগ ও অশ্বারোহীর

৬৮৩. বুখারী হা/৩১৬৯; আহমাদ হা/৩৫৪৭, ২৭৮৫।
৬৮৪. ইবনু হিশাম ২/৩৩৭; ফিক্বহুস সীরাহ ৩৪৭ পৃঃ, সনদ ছহীহ; হাকেম হা/৪৯৬৭।

জন্য ঘোড়ার দু'ভাগ সহ তিন ভাগ। এক্ষণে ১২০০ পদাতিকের জন্য ১২০০ ভাগ এবং ২০০ অশ্বারোহীর জন্য ৬০০ ভাগ, সর্বমোট ১৮০০ ভাগে গণীমত বণ্টন করা হয়। উক্ত হিসাবে আল্লাহ্র রাসূলও একটি ভাগ পান।[৬৮৫] মহিলাদের জন্য গণীমতের অংশ দেওয়া হয়নি। তবে 'ফাই' থেকে তাদের দেওয়া হয় *(তারীখ ত্বাবারী ৩/১৭)*।

ফাদাকের খেজুর বাগান (أرض فدك ونخلها) :

এই সময় ফাদাক (فَدَك)-এর খেজুর বাগান রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য 'খাছ' হিসাবে বণ্টিত হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন প্রথম খায়বরে উপস্থিত হন, তখন তিনি ফাদাকের ইহূদীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেবার জন্য মুহাইয়েছাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-কে পাঠান। কিন্তু তারা বিলম্ব করে। অতঃপর যখন খায়বর বিজিত হ'ল, তখন তারা ভীত হয়ে পড়ল এবং রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে দূত পাঠালো এই মর্মে যে, খায়বরবাসীদের সঙ্গে ফসলের অর্ধাংশ দেবার শর্তে যেরূপ সন্ধি করা হয়েছে, তারাও অনুরূপ সন্ধিতে আগ্রহী। তাদের এ প্রস্তাব কবুল করা হয় এবং ফাদাকের ভূমি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। কেননা এই ভূমি জয় করতে কোনরূপ যুদ্ধের প্রয়োজন হয়নি। কেবলমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াতের মাধ্যমে তা বিজিত হয়েছিল *(ইবনু হিশাম ২/৩৩৭, ৩৫৩)*।

উল্লেখ্য যে, এই ফাদাকের খেজুর বাগানের উত্তরাধিকার প্রশ্নেই রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে খলীফা আবুবকরের সঙ্গে হযরত ফাতেমা ও আলী (রাঃ)-এর বিরোধ হয়। হাদীছটি ছিল, إِنَّا مَعْشَرُ الأنبياءِ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ 'আমরা নবীরা আমাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী কেউ হয় না। যা কিছু আমরা ছেড়ে যাই, সবই ছাদাক্বা হয়ে যায়'।[৬৮৬] তিনি বলেন, إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ 'নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম রেখে যান না। তাঁরা রেখে যান কেবল ইল্ম। অতএব যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করেছে, সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে'।[৬৮৭] বলা বাহুল্য যে, শী'আরা এখনো উক্ত ফাদাকের সম্পত্তির দাবীতে অটল। তারা খলীফা আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে দায়ী করে থাকে। অথচ পরে আলী (রাঃ) নিজে খলীফা হয়েও ঐ সম্পত্তি দাবী করেননি।

এভাবে খায়বর যুদ্ধে বিপুল গণীমত লাভ হয়। যে বিষয়ে আল্লাহ হোদায়বিয়া থেকে ফেরার পথে আয়াত নাযিল করে বলেছিলেন, وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا

৬৮৫. যাদুল মা'আদ ৩/২৯১-৯৩; আর-রাহীক্ব ৩৭৪-৭৫ পৃঃ।
৬৮৬. নাসাঈ হা/৪১৪৮; সুনানুল কুবরা হা/৬৩০৯; কানযুল 'উম্মাল হা/৩৫৬০০; বুখারী হা/৬৭২৭; মুসলিম হা/১৭৫৮; মিশকাত হা/৫৯৬৭।
৬৮৭. তিরমিযী হা/২৬৮২; আহমাদ হা/২১৭৬৩; আবুদাঊদ হা/৩৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; মিশকাত হা/২১২।

حَكِيمًا- وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ‘আর তিনি তাদের বিপুল পরিমাণ গণীমত লাভের ওয়াদা দিচ্ছেন, যা তারা লাভ করবে। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’। ‘আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ গণীমতের ওয়াদা দিচ্ছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তোমাদের জন্য এটি ত্বরান্বিত করবেন এবং তোমাদের থেকে লোকদের প্রতিরোধ করবেন। যাতে এটা মুমিনদের জন্য নিদর্শন হয় এবং তিনি তোমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন’ *(ফাৎহ ৪৮/১৯-২০)*।

মুসলমানদের সচ্ছলতা লাভ (حصول على الغناء للمسلمين) :

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, খায়বর যুদ্ধে বিজয় লাভের পর আমরা বলতে লাগলাম, اَلْآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ ‘এখন আমরা খেজুর খেয়ে তৃপ্ত হ’তে পারব’ *(বুখারী হা/৪২৪২)*। খায়বর থেকে মদীনায় ফিরে মুহাজিরগণ আনছারগণকে তাদের দেওয়া খেজুর গাছগুলি ফেরৎ দেন। কেননা তখন তাদের জন্য খায়বরে খেজুর গাছের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল’ *(মুসলিম হা/১৭৭১)*।

জা‘ফর, আবু মূসা আশ‘আরী ও আবু হুরায়রা-র আগমন (قدوم جعفر وأبي موسى وأبي هريرة) : এসময় জা‘ফর, আবু মূসা আশ‘আরী ও আবু হুরায়রা (রাঃ) খায়বরে আগমন করেন। ফলে উক্ত গণীমতে তাদেরকেও শরীক করা হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) মুসলমান হয়ে মদীনায় যান। অতঃপর সেখান থেকে খায়বর আসেন *(আল-ইছাবাহ, আবু হুরায়রা ক্রমিক ১০৬৭৪)*। তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। উক্ত গণীমতে জা‘ফর বিন আবু ত্বালিব ও আবু মূসা আশ‘আরীসহ হাবশা হ’তে সদ্য আগত ছাহাবীগণকেও শরীক করা হয়। যাদের সংখ্যা ছিল ১৬ জন। ‘আমর বিন উমাইয়া যামরীকে পূর্বেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বাদশাহ নাজাশীর দরবারে পাঠিয়েছিলেন এদেরকে মদীনায় নিয়ে আসার জন্য। রাসূল (ছাঃ) এই সময় জা‘ফরকে পেয়ে এত খুশী হয়েছিলেন যে, তিনি উঠে তাকে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন, وَاللهِ مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَفْرَحُ، بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ؟ ‘আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না কোনটাতে আমি বেশী খুশী হয়েছি। খায়বর বিজয়ে না জা‘ফরের আগমনে’?[৬৮৮] এসময় বাদশাহ নাজাশী জা‘ফরের মাধ্যমে বহুমূল্য উপঢৌকনাদি সহ ভাতিজা যূ-মিখমারকে (ذُو مِخْمَرٍ) রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতের জন্য পাঠিয়েছিলেন *(আল-বিদায়াহ ৩/৭৮)*।

৬৮৮. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৪৬৮৭; ছহীহাহ হা/২৬৫৭; ফিক্বহুস সীরাহ ৩৪৭ পৃঃ; সনদ হাসান। উল্লেখ্য যে, এ সময় রাসূল (ছাঃ) তার ‘কপালে চুমু খান’ বলে যে বর্ণনা এসেছে, তা ‘মুরসাল’ ও যঈফ *(হাকেম হা/৪৯৪১, আহমাদ হা/২১৯১২)*।

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের খবর শুনে আবু মূসা আশ'আরী ইয়ামন হ'তে তার গোত্রের ৫০-এর অধিক লোক নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাদের নৌকা পথ হারিয়ে তাদেরকে নাজাশীর দেশে নামিয়ে দেয়। আর সেখানেই জা'ফর (রাঃ)-এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়ে যায়। ফলে তারা তাদের সঙ্গেই সেখানে অবস্থান করেন ও পরে সেখান থেকে খায়বরে আসেন ও রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।[৬৮৯]

বেদুঈনের ঈমান (إيمان الأعرابى) :

শাদ্দাদ বিন হাদ (রাঃ) বলেন, জনৈক বেদুঈন মুসলমান হ'লে খায়বরের যুদ্ধের গণীমতের অংশ তাকেও দেয়া হয়। সে দুম্বা চরাত। গণীমতের মাল নিয়ে সে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হ'ল এবং বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো এজন্য আপনার সাথী হইনি। আমি তো এসেছিলাম এজন্য যাতে আমার কণ্ঠনালীতে একটা তীর লাগে। আর আমি শহীদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করি'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তুমি সত্য হও, তাহ'লে আল্লাহ তোমার আকাংখা পূর্ণ করবেন। এরপর সে যুদ্ধে গমন করল এবং কণ্ঠনালীতে তীর লেগে সে শহীদ হয়ে গেল। তার লাশের পাশ দিয়ে যাবার সময় রাসূল (ছাঃ) তাকে চিনতে পেরে বলেন, এ ব্যক্তি কি সেই-ই? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র সঙ্গে তার কারবার সত্য ছিল। আল্লাহ তার আকাংখা পূর্ণ করেছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় জুব্বা দিয়ে তার কাফন পরান ও জানাযা করেন। তার জন্য তিনি দো'আ করেন, হে আল্লাহ! এটি তোমার বান্দা। বেরিয়েছিল তোমার রাস্তায় মুহাজির হিসাবে। অতঃপর শহীদ হয়ে গেছে। আমি তার সাক্ষী'।[৬৯০]

একই ঘটনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খায়বর যুদ্ধে ছিলাম। অতঃপর একটি ছোট সেনাদল বেরিয়ে যায়। তারা একজন মেষচারককে ধরে আনে। সে রাসূল (ছাঃ)-কে এসে বলে যে, আমি আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং যুদ্ধ করে শহীদ হ'তে চাই। কিন্তু আমার এই মেষপালের উপায় কি হবে? এগুলি আমার নিকট অন্যের আমানত। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি এগুলি স্ব স্ব মনিবের বাড়ীর উদ্দেশ্যে হাঁকিয়ে দাও'। সে তাই করল। রাসূল (ছাঃ) তাদের সম্মুখ দিকে একমুষ্টি মাটি ছুঁড়ে মারলেন। অতঃপর প্রত্যেকটি দুম্বা স্ব স্ব মালিকের বাড়ীতে পৌঁছে গেলে সে ফিরে এল এবং যুদ্ধে যোগদান করল। অতঃপর সে একটি তীর বিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়ে গেল। অথচ ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য কখনো একটি সিজদাও করেনি' (وَلَمْ يُصَلِّ لِلَّهِ سَجْدَةً قَطُّ)।[৬৯১]

---

৬৮৯. আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৪৯০১; বুখারী হা/৩১৩৬; মুসলিম হা/২৫০২।

৬৯০. বায়হাক্বী হা/৭০৬৫; হাকেম হা/৬৫২৭; নাসাঈ হা/১৯৫৩, সনদ ছহীহ; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/৬১।

৬৯১. হাকেম হা/২৬০৯। হাকেম 'ছহীহ' বলেছেন। কিন্তু যাহাবী একজন রাবী শুরাহবীল বিন সা'দকে 'মিথ্যায় অপবাদগ্রস্ত' বলেছেন; বায়হাক্বী হা/১৮২০৫, ৯/১৪৩ পৃঃ সনদ 'মুরসাল'।

খায়বর বিজয়ের পর (بعد فتح خيبر)

খায়বর বিজয় সম্পন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পার্শ্ববর্তী ইহূদী জনপদ ওয়াদিল ক্বোরা (وَادِي الْقُرَى) এবং তায়মা (تَيْمَاء)-এর দিকে মনোনিবেশ করলেন, যাতে এরা পরবর্তীতে মাথা চাড়া না দেয়। এদের সাথে আরবদের একটি দল গিয়ে মিলিত হয়েছিল।

(১) ওয়াদিল ক্বোরা জয় (فتح وادى القرى) : মুসলিম বাহিনী ওয়াদিল ক্বোরা উপস্থিত হ'লে ইহূদীরা তীর নিক্ষেপ শুরু করল। তাতে মিদ'আম (مِدْعَم) নামক রাসূল (ছাঃ)-এর জনৈক গোলাম মৃত্যুবরণ করে। সাথীরা তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বলে ওঠেন, الْجَنَّةُ 'তার জন্য জান্নাত'। তখন রাসূল (ছাঃ) রাগতঃস্বরে বললেন, كَلاَّ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِى أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا– 'কখনোই না। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন, এই ব্যক্তি খায়বরের দিন গণীমত বণ্টনের পূর্বেই তা থেকে একটা চাদর নিয়েছিল। সে চাদর এখন তার উপরে অবশ্যই আগুন হয়ে জ্বলবে'। একথা শুনে কেউ জুতার একটি ফিতা বা দু'টি ফিতা যা গোপনে নিয়েছিল, সব এনে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে জমা দিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ ফিতা ছিল আগুনের' (شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ)।[৬৯২]

এরপর ইহূদীদের নিকটে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা যথারীতি দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। তাদের মধ্য হ'তে একজন এসে দ্বৈতযুদ্ধে আহবান করল। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষে যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম গিয়ে তাকে খতম করে দেন। এইভাবে তাদের ১১ জন পরপর নিহত হয়। প্রতিবারে দ্বৈতযুদ্ধের পূর্বে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে ইসলাম কবুলের আহবান জানাতেন। কিন্তু তারা অহংকার বশে বারবার তা প্রত্যাখ্যান করত। এভাবে একদিন গত হ'ল। পরদিন রাসূল (ছাঃ) আবার গিয়ে তাদের দাওয়াত দিলেন। তখন তারা আত্মসমর্পণ করে এবং বহু গণীমত হস্তগত হয়। যা ছাহাবীগণের মধ্যে বণ্টিত হয়। তবে জমি-জমা ও খেজুর বাগান ইহূদীদের নিকটে অর্ধাংশের বিনিময়ে রেখে দেওয়া হয়, যেমন খায়বরবাসীদের সাথে চুক্তি করা হয়েছিল।[৬৯৩]

(২) তায়মা বিজয় (فتح تيماء) : খায়বর ও ওয়াদিল ক্বোরার ইহূদীদের শোচনীয় পরাজয়ের খবর জানতে পেরে তায়মার ইহূদীরা শক্তি প্রদর্শনের চিন্তা বাদ দিয়ে সরাসরি

---

৬৯২. বুখারী হা/৪২৩৪; মুসলিম হা/১১৫; মিশকাত হা/৩৯৯৭, জিহাদ অধ্যায়-১৯, অনুচ্ছেদ-৭।
৬৯৩. যাদুল মা'আদ ৩/৩১৪; আল-বিদায়াহ ৪/২১৮; আর-রাহীক্ব ৩৭৮ পৃঃ।

রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সন্ধিচুক্তি করে।[৬৯৪] যার ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ- هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحمدٍ رَسولِ اللهِ لِبَنِي غَادِيَا أَنَّ لَهُمُ الذِّمَّةَ وَعَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ وَلا عَدَاءَ وَلا جَلاءَ. اللَّيْلُ مَدٌّ وَالنَّهَارُ شَدٌّ– 'এ দলীল লিখিত হ'ল আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে বনু গাদিয়ার জন্য। তাদের জন্য রইল (আমাদের) যিম্মাদারী এবং তাদের উপরে রইল জিযিয়া। কোন শত্রুতা নয়, কোন বিতাড়ন নয়। তাদের রাত্রি ও দিন হবে নিরাপদ'। চুক্তিনামাটি লিপিবদ্ধ করেন খালেদ ইবনু সাঈদ (রাঃ)।[৬৯৫] চুক্তির ভাষা ও বক্তব্য অতীব চমৎকার ও সারগর্ভ, যা অনন্য ও অভূতপূর্ব।

খালেদ বিন সা'ঈদ ইবনুল 'আছ উমুভী ছিলেন ৪র্থ অথবা ৫ম মুসলিম। যিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করছেন এবং রাসূল (ছাঃ) তাঁকে দু'হাত ধরে সেখান থেকে উদ্ধার করেন। এ স্বপ্ন দেখে পরদিন তিনি আবুবকরের নিকটে চলে আসেন এবং বলেন, মুহাম্মাদ অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল। অতঃপর তিনি ইসলাম কবুল করেন। এ খবর জানতে পেরে তাঁর পিতা তাঁর খানা-পিনা বন্ধ করে দেন এবং তাঁর ভাইদেরকে তাঁর সাথে কথাবার্তা নিষিদ্ধ করে দেন। ফলে তিনি স্ত্রীসহ হাবশায় হিজরত করেন। সেখান থেকে জা'ফর বিন আবু ত্বালিবের সাথে খায়বরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মিলিত হন। আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতের শেষ দিকে আজনাদায়েন-এর যুদ্ধে তিনি শহীদ হন *(আল-ইছাবাহ,* খালেদ বিন সা'ঈদ *ক্রমিক* ২১৬৯*)*।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন (رجوع إلى المدينة) :

তায়মাবাসী ইহূদীদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। পথিমধ্যে এক স্থানে শেষ রাত্রিতে যাত্রা বিরতি করেন ও বেলালকে পাহারায় নিযুক্ত করে বলেন, اِكْلأْ لَنَا اللَّيْلَ 'রাত্রিতে আমাদের দিকে খেয়াল রেখো (অর্থাৎ ফজরে জাগিয়ে দিয়ো)। কিন্তু বেলালের চোখেও ঘুম চেপে গেল। ফলে সকালের রোদ গায়ে লাগলেও কারু ঘুম ভাঙ্গেনি। রাসূল (ছাঃ)-ই সর্বপ্রথম ঘুম থেকে ওঠেন। অতঃপর ঐ উপত্যকা ছেড়ে কিছু দূর গিয়ে সবাইকে নিয়ে ফজর পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন, مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ قَالَ (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى) 'যে ব্যক্তি ছালাত ভুলে যাবে, সে যেন স্মরণ হওয়ার পরে সেটা পড়ে। কেননা আল্লাহ বলেন, তোমরা আমার স্মরণে ছালাত কায়েম কর' *(ত্বোয়াহা ২০/১৪)*।[৬৯৬]

অতঃপর ৭ম হিজরীর ছফর মাসের শেষভাগে অথবা রবীউল আউয়াল মাসে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মাসাধিককাল পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

---

৬৯৪. যাদুল মা'আদ ৩/৩৭৪; আল-বিদায়াহ ৪/২১৮।
৬৯৫. ইবনু সা'দ ১/২১৩; তিনি চুক্তিনামাটি বিনা সনদে বর্ণনা করেছেন; আর-রাহীক্ব ৩৭৮-৭৯ পৃঃ।
৬৯৬. মুসলিম হা/৬৮০ (৩০৯); মিশকাত হা/৬৮৪; ইবনু হিশাম ২/৩৪০।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -২৯ (العبر – ٢٩) :

(১) ইসলাম ও ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের দমন ও নির্মূল করা ইসলামের স্বার্থেই যরূরী।

(২) যত বড় শত্রুই হৌক প্রথমে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। দাওয়াত কবুল না করলে এবং যুদ্ধে এগিয়ে এলেই কেবল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে।

(৩) যুগোপযোগী যুদ্ধাস্ত্র ও কলাকৌশল প্রয়োগ করা ইসলামী যুদ্ধনীতিতে সর্বতোভাবে সিদ্ধ।

(৪) শত্রুতা না করলে এবং অন্যান্য শর্তাদি পূরণ করলে অমুসলিমদের সাথে কোন যুদ্ধ নেই।

(৫) জাতীয় সম্পদ হ'তে খেয়ানত করা জাহান্নামের আগুন খরীদ করার শামিল। এমতাবস্থায় ইসলামী জিহাদে বাহ্যতঃ শহীদ হ'লেও সে ব্যক্তি জাহান্নামী হবে।

(৬) চূড়ান্ত বিজয় কেবল ঈমানদারগণের জন্যই নির্ধারিত, মুনাফিকদের জন্য নয়। সেকারণ খায়বর যুদ্ধে মুনাফিকদের যোগদান নিষিদ্ধ ছিল।

খায়বর পরবর্তী যুদ্ধসমূহ (السرايا والغزوات بعد خيبر)

৫৩. গাযওয়া ওয়াদিল ক্বোরা (غزوة وادي القرى) : ৭ম হিজরীর মুহাররম মাস। খায়বর যুদ্ধের পর রাসূল (ছাঃ) এখানকার ইহূদীদের প্রতি গমন করেন। দিনভর যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে রাসূল (ছাঃ)-এর একজন গোলাম এবং ইহূদী পক্ষে ১১ জন নিহত হয়। বিপুল গণীমত লাভ হয়। ইহূদীরা সন্ধি করে এবং চাষের জমিগুলি তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ দেওয়ার শর্তে, যেভাবে খায়বরে করা হয়েছিল। ফাদাক ও তায়মার ইহূদীরা বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে ও সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে।[৬৯৭]

৫৪. সারিইয়া আবান বিন সাঈদ (سرية أبان بن سعيد) : ৭ম হিজরীর ছফর মাস। মদীনার আশপাশের লুটেরা বেদুঈনদের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আবান বিন সাঈদের নেতৃত্বে নাজদের দিকে এই অভিযান প্রেরিত হয় এবং যথাসময়ে তারা অভিযান সফল করে ফিরে আসেন এবং খায়বরে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মিলিত হন।[৬৯৮]

৫৫. গাযওয়া যাতুর রিক্বা' (غزوة ذات الرقاع) : ৭ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। এই যুদ্ধে মদীনার আমীর নিযুক্ত হন আবু যার গিফারী (রাঃ)। মতান্তরে ওছমান বিন 'আফফান (রাঃ)। ইবনু হিশাম, ইবনুল ক্বাইয়িমসহ প্রায় সকল জীবনীকার এই যুদ্ধকে

---

৬৯৭. যাদুল মা'আদ ৩/৩১৩-১৪; আর-রাহীক্ব ৩৭৮ পৃঃ।

৬৯৮. আর-রাহীক্ব ৩৮০ পৃঃ; বুখারী হা/৪২৩৮; মানছূরপুরী এটা ধরেননি।

৪র্থ হিজরীর ঘটনা বলেছেন। কিন্তু আবু মূসা আশ'আরী ও আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর অংশগ্রহণের কারণে সর্বাধিক ধারণা মতে এটি ৭ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা তারা ৭ম হিজরীর মুহাররম-ছফর মাসে সংঘটিত খায়বর যুদ্ধের সময় মুসলমান হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খায়বরে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করেন। এই যুদ্ধকে গাযওয়া নাজদ, গাযওয়া বনু মুহারিব ও বনু ছা'লাবাহ বিন গাত্বফানও বলা হয়ে থাকে *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৬২)*।

খন্দকের যুদ্ধে শত্রুদের তিনটি প্রধান পক্ষের দু'টি অর্থাৎ কুরায়েশ ও ইহূদী পক্ষকে দমন করার পর তৃতীয় শক্তি নাজদের বনু গাত্বফানের দিকে এই অভিযান প্রেরিত হয়। যারা প্রায়ই মদীনার উপকণ্ঠে ডাকাতি ও লুটতরাজ করত। এদের কোন স্থায়ী জনপদ বা দুর্গ ছিল না। এরা ছিল সুযোগসন্ধানী ডাকাত দল। তাই মক্কা ও খায়বরবাসীদের ন্যায় এদের দমন করা সহজ ছিল না। ফলে এদের বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসমূহ প্রতিহত করার জন্য অনুরূপ আকস্মিক হামলাসমূহ পরিচালনা করার প্রয়োজন ছিল। সেমতে খায়বর বিজয় সম্পন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৪০০ অথবা ৭০০ সাথী নিয়ে এদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আনমার অথবা বনু গাত্বফানের ছা'লাবাহ ও মুহারিব গোত্রের লোকেরা একত্রিত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে মর্মে সংবাদ পেয়ে তিনি অগ্রসর হন এবং নাখল (نَخْل) নামক স্থানে তাদের মুখোমুখি হন। কিন্তু তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়।

আবু মূসা আশ'আরী বলেন, আমাদের ৬ জনের জন্য মাত্র একটি উট ছিল, যা আমরা পালাক্রমে সওয়ার হচ্ছিলাম। এ কারণে আমাদের পা সমূহ আহত হয় ও আমার নখ ঝরে পড়ে। ফলে আমরা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে পায়ে পট্টি বাঁধি। এ কারণ এ যুদ্ধের নাম হয় যাতুর রিক্বা' বা ছেঁড়া পট্টির যুদ্ধ।[৬৯৯]

উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী (الوقائع المتميزة فى غزوة ذات الرقاع) :

সরাসরি যুদ্ধ না হ'লেও এই অভিযানে অনেকগুলি ঘটনা ঘটে। যেমন **(১)** তরবারি গাছে ঝুলিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়ার সুযোগে জনৈক মুশরিক বেদুঈন গাওরাছ ইবনুল হারেছ (غَورَثُ بنُ الْحارِث) এসে রাসূল (ছাঃ)-এর তরবারি নিয়ে নেয়। অতঃপর তাঁকে হুমকি দিয়ে বলে, أَتَخَافُنِى؟ قَالَ: لاَ. قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى؟ قَالَ: اللهُ 'তুমি কি আমাকে ভয় কর? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। সে বলল, বেশ কে এখন তোমাকে আমার থেকে রক্ষা করবে? রাসূল (ছাঃ) বলেন 'আল্লাহ'। তখন ছাহাবীগণ তাকে ধমকালেন'।[৭০০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তখন তার হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়। এ সময় রাসূল (ছাঃ) তরবারি উঠিয়ে তাকে বললেন, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে? সে বলল, كُنْ كَخَيْرِ

৬৯৯. বুখারী হা/৪১২৮; মুসলিম হা/১৮১৬।
৭০০. বুখারী হা/৪১৩৬; মুসলিম হা/৮৪৩।

أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ ‘আপনি শ্রেষ্ঠ ধারণকারীর মত হউন! রাসূল (ছাঃ) বললেন, آخِذٍ ‘তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই? সে বলল, না। আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না বা আপনার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করছে তাদের সহযোগিতাও করব না’। তখন উক্ত প্রতিশ্রুতির উপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাবী বলেন, অতঃপর সে তার কওমের নিকট গিয়ে বলে, قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ ‘আমি তোমাদের নিকট এসেছি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট থেকে’।[৭০১] ওয়াক্বেদী ও ইবনু ইসহাক বলেন, পরে সে মুসলমান হয়ে যায় এবং তার মাধ্যমে বহু লোক ইসলাম কবুল করে। ওয়াক্বেদীর বর্ণনায় এসেছে যে, তার নাম ছিল দা'ছূর (دَعْثُوْر) এবং সে তখনই ইসলাম কবুল করে। ইবনু হাজার বলেন, প্রকাশ্য বক্তব্যে বুঝা যায় যে, সেটি ছিল পৃথক যুদ্ধের পৃথক ঘটনা *(ফাৎহুল বারী হা/৪১৩৪-এর আলোচনা)*।

(২) এই দিন রাসূল (ছাঃ) এক দলের পর আরেক দলকে নিয়ে ‘ছালাতুল খাওফ’ আদায় করেন ফলে অন্যদের দু’রাক‘আত হয় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর চার রাক‘আত হয় *(বুখারী হা/৪১৩৬)*।

(৩) যুদ্ধ হ’তে ফেরার পথে বন্দীনী এক মুশরিক মহিলার স্বামী বদলা হিসাবে মুসলিম বাহিনীর রাতের বেলায় বিশ্রামের সুযোগে পাহারায় নিযুক্ত ছাহাবী ‘আব্বাদ বিন বিশরের (عَبَّادُ بنُ بِشْرٍ) উপরে ছালাতরত অবস্থায় পরপর তিনটি তীর নিক্ষেপ করে তাঁকে মারাত্মক আহত করা সত্ত্বেও তিনি ছালাত ছেড়ে দেননি। পরে অন্য পাহারা ‘আম্মার বিন ইয়াসির যখন বলেন, আমাকে কেন জাগাননি? তখন তিনি বলেন, إِنِّيْ كُنْتُ فِيْ سُوْرَةٍ فَكَرِهْتُ أَنْ اَقْطَعَهَا ‘আমি এমন একটি সূরা পাঠে মগ্ন ছিলাম, যা থেকে বিরত হওয়াটা আমি অপসন্দ করেছিলাম’।[৭০২] সেটি ছিল সূরা ‘কাহফ’।[৭০৩]

এই অভিযানের ফলে বনু গাত্বফানের লোকেরা আর মাথা উঁচু করেনি। তারা ক্রমে ক্রমে সবাই ইসলাম কবুল করে। তাদের অনেকে মক্কা বিজয়ের অভিযানে ও তার পরে হোনায়েন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দেয় এবং হোনায়েনের গণীমতের অংশ লাভ করে। মক্কা বিজয়ের পর তারা মদীনায় যাকাত পাঠাতে থাকে। এভাবে আহযাব যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তিনটি প্রধান শাখার সবগুলিই পদানত হয়। ফলে সর্বত্র শান্তি ও

---

৭০১. আহমাদ হা/১৪৯৭১; হাকেম হা/৪৩২২, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৩০৫।
৭০২. ইবনু হিশাম ২/২০৮-০৯; যাদুল মা‘আদ ৩/২২৭-২৮; আর-রাহীক্ব ৩৮১-৮২ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/১৯৮, সনদ হাসান।
৭০৩. শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯ হি./১৮৫৬-১৯১১ খৃ.) ‘আওনুল মা‘বূদ শরহ সুনান আবুদাঊদ (বৈরূত : ১৪১৫ হি.) হা/১৯৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য ১/২২৯ পৃঃ।

স্থিতি বিরাজ করতে থাকে' (*আর-রাহীক্ব ৩৮১-৮২ পৃঃ*)। এই অভিযানের ফলে শামের দিকে মদীনার প্রভাব বিস্তার সহজ হয়ে যায় (*সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৬২*)।

৫৬. সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী (سرية غالب بن عبد الله الليثي) : ৭ম হিজরীর ছফর অথবা রবীউল আউয়াল মাস। কুদাইদ (قُدَيْد) অঞ্চলের বনু মুলাউওয়াহ (بَنُو الْمُلَوَّح) গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক এই অভিযান প্রেরিত হয়। কেননা তারা ইতিপূর্বে বাশীর বিন সুওয়াইদ (بَشِير بن سُوَيد)-এর সাথীদের হত্যা করেছিল। রাতেই হামলা করে তাদের কিছু লোককে হত্যা করা হয় ও গবাদিপশু নিয়ে সেনাদল ফিরে আসে। প্রতিপক্ষ বিরাট দল নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করলেও হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি নামায় তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে ও মুসলিম বাহিনী নিরাপদে ফিরে আসে।[৭০৪]

৫৭. সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ (سرية زيد بن حارثة) : ৭ম হিজরী জুমাদাল আখেরাহ। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেরিত দূত ও পত্রবাহক দেহইয়া কালবী সম্রাট প্রদত্ত উপঢৌকনাদি নিয়ে ফেরার পথে ওয়াদিল ক্বোরা-র হিসমা (حِسْمَى) নামক স্থানে পৌঁছলে জুযাম (جُذَام) গোত্রের কিছু লোক তার উপরে হামলা করে সবকিছু ছিনিয়ে নেয়। মদীনায় ফিরে তিনি নিজ গৃহে প্রবেশের আগে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সব ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যায়েদ বিন হারেছাহ্র নেতৃত্বে ৫০০ সৈন্যের একটি দল হিসমার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তারা জুযাম গোত্রের কিছু লোককে হত্যা করেন এবং ১০০০ উট, ৫০০০ ছাগল ও শ'খানেক নারী ও শিশুকে পাকড়াও করে মদীনায় ফিরে আসেন।

উক্ত গোত্রের সাথে যেহেতু পূর্বেই সন্ধিচুক্তি ছিল এবং অন্যতম গোত্রনেতা যায়েদ সহ কয়েকজন আগেই ইসলাম কবুল করেছিলেন ও তারা ডাকাত দলের বিরুদ্ধে দেহইয়াকে সাহায্য করেছিলেন, সেহেতু যায়েদ বিন রেফা'আহ জুযামী কালবিলম্ব না করে মদীনায় চলে আসেন ও রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে সবকিছু বর্ণনা করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে গণীমতের সব মাল ফেরৎ দানের নির্দেশ দেন (*আর-রাহীক্ব ৩৫৭ পৃঃ*)।

৫৮. সারিইয়া ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (سرية عمر بن الخطاب) : ৭ম হিজরীর শা'বান মাস। হাওয়াযেন গোত্রের বিরুদ্ধে তুরাবাহ (تُرَبَة) নামক স্থানে ৩০ জনের এই অভিযান প্রেরিত হয়। তারা রাতের বেলায় চলতেন ও দিনের বেলায় লুকাতেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ খবর জানতে পেরে ভয়ে পালিয়ে যায়। ওমর (রাঃ) সেখানে পৌঁছে কাউকে না পেয়ে ফিরে আসেন (*আর-রাহীক্ব ৩৮২ পৃঃ*)।

---

৭০৪. ইবনু সা'দ ২/৯৪; ইবনু হিশাম ২/৬০৯; আর-রাহীক্ব ৩৮২ পৃঃ; আহমাদ হা/১৫৮৮২, সনদ যঈফ -আরনাউত্ব; বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ৪/২৯৯ পৃঃ।

৫৯. সারিইয়া আবুবকর ছিদ্দীক (سرية أبي بكر الصديق) : ৭ম হিজরীর শা'বান মাস। নাজদের বনু কেলাব গোত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযান প্রেরিত হয়। এরা বনু গাত্বফানের মুহারিব ও আনমার গোত্র সমূহের সহযোগী ছিল এবং মুসলমানদের উপরে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হয়। শত্রুদের কিছু নিহত ও কিছু আহত হয়।[৭০৫]

৬০. সারিইয়া বাশীর বিন সা'দ (سرية بشير بن سعد الأنصاري) : ৭ম হিজরীর শা'বান মাস। খায়বরের ফাদাক অঞ্চলের সীমান্তবর্তী বনু মুররাহ গোত্রের বিরুদ্ধে বাশীর বিন সা'দ আনছারীর নেতৃত্বে ৩০ জনের এই সেনাদল প্রেরিত হয়। তিনি সেখানে পৌঁছে কাউকে না পেয়ে কিছু গবাদিপশু নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন *(আর-রাহীক্ব ৩৮৩ পৃঃ)*। কিন্তু রাত্রি বেলায় শত্রুদল পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের উপরে অতর্কিতে হামলা করে। এমন সময় তাদের তীর ফুরিয়ে যাওয়ায় সবাই শহীদ হয়ে যান। দলনেতা বাশীর বিন সা'দ আহত অবস্থায় ফাদাকে নীত হন এবং এক ইহূদীর নিকটে অবস্থান করেন। পরে সুস্থ হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।[৭০৬] উল্লেখ্য যে, ফাদাকের ইহূদীদের সাথে ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খায়বর যুদ্ধের সময় সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ।

৬১. সারিইয়া গালেব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী (سرية غالب بن عبد الله الليثي) : ৭ম হিজরীর রামাযান মাস। বনু 'আওয়াল (بَنُو عَوَال) অথবা জুহায়না (جُهَينة) গোত্রের বিরুদ্ধে মাইফা'আহ (مُيْفَعَة) অথবা হারাক্বাত (حَرَقات) নামক স্থানে ১৩০ জনের এই সেনাদলটি প্রেরিত হয়। যুদ্ধে তারা জয়ী হন এবং উট ও গবাদিপশু নিয়ে ফিরে আসেন।

এই যুদ্ধে তরুণ যোদ্ধা উসামা বিন যায়েদ (ঐ সময় তাঁর বয়স ১৪ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে) শত্রুপক্ষের জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করেন কালেমা *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* পাঠ করার পরেও (তিনি ভেবেছিলেন যে, লোকটি ভয়ে কালেমা পাঠ করেছে)। একথা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুবই মর্মাহত হন এবং তাকে বলেন, أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِه حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لاَ؟ وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ 'সে সত্যভাবে বলেছে কি-না তা জানার জন্য তুমি কেন তার হৃদয় ফেঁড়ে দেখলে না? ক্বিয়ামতের দিন

৭০৫. ইবনু সা'দ ২/৯০; মুবারকপুরী এটা ধরেননি। মানছূরপুরী ধরেছেন। তবে সাল-তারিখ ও সেনা সংখ্যা বলেননি' *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/১৯৭)*।

৭০৬. যাদুল মা'আদ ৩/৩১৬; ইবনু সা'দ ২/৯১।

যখন *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* এসে তোমার সামনে দাঁড়াবে, তখন তুমি কি করবে? একথা তিনি বারবার বলতে থাকেন (কঠিন পরিণতি বুঝানোর জন্য)'।[৭০৭]

৬২. সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (سرية عبد الله بن رواحة) : ৭ম হিজরীর শাওয়াল মাস।[৭০৮] ৩০ জন অশ্বারোহীর এই দলটি খায়বরে প্রেরিত হয় আসীর অথবা বাশীর বিন রেযাম (أَسِير أو بَشِير بن رِزَام)-কে দমন করার জন্য। কেননা তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বনু গাত্বফানকে একত্রিত করছিল। আসীরকে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে খায়বরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করবেন'। তখন আসীর তার ত্রিশজন সঙ্গীসহ মুসলমানদের সাথে মদীনায় রওয়ানা হয়। কিন্তু পথিমধ্যে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয় এবং আসীর ও তার ৩০ জন সাথীর সকলে নিহত হয়।[৭০৯]

৬৩. সারিইয়া বাশীর বিন সা'দ (سرية بشير بن سعد الأنصاري) : ৭ম হিজরীর শাওয়াল মাস। বনু গাত্বফান অথবা ফাযারাহ গোত্রের ইয়ামান ও জাবার (يَمَن وَجَبَار) এলাকায় ৩০০ সৈন্যের এই দলটি প্রেরিত হয়। কেননা শত্রুরা তখন মদীনার সীমান্ত বর্তী অঞ্চল সমূহের উপরে হামলার জন্য বিরাট একটি দল জমা করেছিল। মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাদের দল বিক্ষিপ্ত হয়ে পালিয়ে যায়। বহু গণীমত হস্তগত হয় ও দু'জনকে বন্দী করে মদীনায় আনা হ'লে তারা মুসলমান হয়ে যায়।[৭১০]

৬৪. সারিইয়া আবু হাদরাদ আসলামী (سرية أبي حدرد الأسلمي) : ৭ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাস, রাসূল (ছাঃ)-এর ক্বাযা ওমরাহ পালনের পূর্বে। মাত্র দু'জন সঙ্গী সহ আবু হাদরাদকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রেরণ করেন জুশাম বিন মু'আবিয়া (جُشَم بنُ مُعاوِيَةَ) গোত্রের একটি দলের বিরুদ্ধে বনু গাত্বফানের গাবাহ (الغَابَة) নামক স্থানে। যেখানে তারা জমা হয়েছিল ক্বায়েস গোত্রের লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শামিল করার জন্য। আবু হাদরাদ (রাঃ) সেখানে গিয়ে এমন এক যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করেন যে, শত্রুপক্ষ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং বহু উট ও গবাদিপশু হস্তগত হয়।[৭১১]

---

৭০৭. ইবনু সা'দ ২/৯১; আর-রাহীক্ব ৩৮৩ পৃঃ; মুসলিম হা/৯৬; আবুদাঊদ হা/২৬৪৩; বুখারী ফাৎহুল বারী হা/৬৮৭২-এর আলোচনা; মুসলিম হা/৯৭; মিশকাত হা/৩৪৫০ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়; মানছূরপুরী এটাকে পৃথক 'খারবাহ অভিযান' (سرية خربة) বলেছেন *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/১৯৭)*।

৭০৮. মানছূরপুরী এটি ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাস বলেছেন *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/১৯৫)*।

৭০৯. যাদুল মা'আদ ৩/৩১৬; ইবনু সা'দ ২/৭০-৭১; আর-রাহীক্ব ৩৮৩ পৃঃ।

৭১০. আর-রাহীক্ব ৩৮৩ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/৩২১-২২।

৭১১. ইবনু হিশাম ২/৬২৯; যাদুল মা'আদ ৩/৩২০; আর-রাহীক্ব ৩৮৩ পৃঃ।

ক্বাযা ওমরাহ (عمرة القضاء)

(৭ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাস)

ইবনু ইসহাক বলেন, খায়বর যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে রবীউল আউয়াল থেকে শাওয়াল পর্যন্ত (৬ মাস) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কয়েকটি ছোট ছোট সেনাদল বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। অতঃপর গত বছরে কৃত হুদায়বিয়া সন্ধির শর্তানুযায়ী তিনি এ বছর যুলক্বা'দাহ মাসে ওমরাহ করার জন্য প্রস্তুতি নেন *(ইবনু হিশাম ২/৩৭০)*। গত বছরে যারা হোদায়বিয়ায় হাযির ছিলেন, তাদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন তারা ছাড়াও অন্যান্যগণ মিলে মোট দু'হাযার ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে বের হন। মহিলা ও শিশুরা ছিল এই সংখ্যার বাইরে। মূসা বিন উক্ববাহ ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, মুশরিকদের চুক্তিভঙ্গের আশংকায় যুদ্ধে পারদর্শী লোকদের এবং যুদ্ধাস্ত্র সমূহ সঙ্গে নেওয়া হয় এবং তাদেরকে হারামের বাহিরে রেখে দেওয়া হয়। এ কথা জানতে পেরে কুরায়েশরা ভয় পেয়ে যায়। তখন তাদের পক্ষ থেকে গত বছরে হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে অন্যতম আলোচক মিকরায বিন হাফছ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন, তিনি শর্তের উপরেই দৃঢ় আছেন এবং কোষবদ্ধ তরবারী ব্যতীত তারা মক্কায় প্রবেশ করেননি।[৭১২]

এই ওমরাহ চারটি নামে পরিচিত। যথা- ওমরাতুল ক্বাযা (عُمْرَةُ الْقَضَاءِ; হুদায়বিয়ার ওমরাহ্র ক্বাযা হিসাবে), ওমরাতুল ক্বাযিইয়াহ (عُمْرَةُ الْقَضِيَّةِ; হোদায়বিয়াহ্র ফায়ছালার প্রেক্ষিতে), ওমরাতুল ক্বিছাছ (عُمْرَةُ الْقِصَاصِ; হোদায়বিয়ার ওমরাহ্র বদলা হিসাবে), ওমরাতুছ ছুল্হ (عُمْرَةُ الصُّلْحِ; হোদায়বিয়া সন্ধির ওমরাহ)।[৭১৩]

ইবনু হিশাম বলেন, 'উওয়াইফ বিন আযবাত্ব আদ-দীলী (عُوَيْفُ بنُ الْأَضبَطِ الدِّيلِيُّ)-কে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।[৭১৪] সঙ্গে নেন কুরবানীর জন্য ৬০টি উট। অতঃপর যুল-হুলায়ফা পৌঁছে ওমরাহ্র জন্য এহরাম বাঁধলেন এবং সকলে উঁচু স্বরে 'লাব্বায়েক' ধ্বনির মাধ্যমে তালবিয়াহ পাঠ করলেন। অতঃপর দীর্ঘ সফর শেষে মক্কা থেকে ৮ মাইল দূরে ইয়া'জাজ (يَأْجَجُ) নামক স্থানে পৌঁছে বর্ম, ঢাল, বর্শা, তীর প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র সমূহ আওস বিন খাওলা আনছারীর (أَوْسُ بن خَوْلَى الأَنْصَارِيُّ) নেতৃত্বে দু'শো লোককে এগুলির তত্ত্বাবধানে সেখানে রেখে

---

৭১২. ফাৎহুল বারী হা/৪২৫১-৫২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; 'যুদ্ধ বিগ্রহ' অধ্যায়-৬৪, 'ক্বাযা ওমরাহ' অনুচ্ছেদ-৪৩।
৭১৩. ফাৎহুল বারী 'ক্বাযা ওমরাহ' অনুচ্ছেদ; সীরাহ হালাবিইয়াহ ২/৭৭৯; শারহুল মাওয়াহেব ৩/৩১১।
৭১৪. ইবনু হিশাম ২/৩৭০; মুবারকপুরী এখানে আবু রুহুম 'উওয়াইফ আল-গিফারী লিখেছেন *(আর-রাহীক্ব ৩৮৪ পৃঃ)*। কিন্তু তাঁর প্রদত্ত সূত্রগুলিতে ঐ নাম পাওয়া যায়নি।

দেওয়া হ'ল। বাকীরা মুসাফিরের অস্ত্র ও কোষবদ্ধ তরবারিসহ মক্কায় গমন করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উষ্ট্রী ক্বাছওয়া (الْقَصْوَاءُ)-এর পিঠে সওয়ার ছিলেন। মুসলমানগণ স্ব স্ব তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে মাঝে রেখে 'লাব্বায়েক' ধ্বনি দিতে দিতে 'হাজূন' মুখী টিলার পথ ধরে মক্কায় প্রবেশ করেন।[৭১৫]

মুশরিকরা সব বেরিয়ে মক্কার উত্তর পার্শ্বে 'কু'আইক্বি'আন' (الْقُعَيْقِعَان) পাহাড়ের উপর জমা হয়ে মুসলমানদের আগমন দেখতে থাকে এবং বলাবলি করতে থাকে যে, ইয়াছরিবের জ্বর (قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ) এদের দুর্বল করে দিয়েছে'। একথা জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) সবাইকে নির্দেশ দিলেন যেন ত্বাওয়াফের সময় প্রথম তিন ত্বাওয়াফ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করে, যাকে 'রমল' (الرَّمَل) বলা হয়। তবে রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিক ভাবে চলবে। এ নির্দেশ তিনি এজন্য দেন, যাতে মুশরিকরা মুসলমানদের শক্তি-ক্ষমতা দেখতে পায়'।[৭১৬] একই উদ্দেশ্যে তিনি তাদের ইযত্বেবার (الإِضْطِبَاع) নির্দেশ দেন *(আহমাদ হা/৩১৭)*। যার অর্থ হ'ল ডান কাঁধ খোলা রেখে বগলের নীচ দিয়ে চাদর বাম কাঁধের উপরে রাখা। যাতে ব্যক্তিকে সদা প্রস্তুত দেখা যায়। মুশরিকরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখতে থাকে। এরি মধ্যে তিনি 'লাব্বায়েক' ধ্বনি দিতে দিতে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় মাথা বাঁকা লাঠি দ্বারা হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করেন। অতঃপর ত্বাওয়াফ করেন ও মুসলমানেরাও ত্বাওয়াফ করে *(আর-রাহীক্ব ৩৮৫ পৃঃ)*।

আনাস (রাঃ) বলেন, ত্বাওয়াফের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) যুদ্ধছন্দে কবিতা বলে রাসূল (ছাঃ)-এর আগে আগে চলতে থাকেন। এতে হযরত ওমর (রাঃ) তাকে বলেন, يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى حَرَمِ اللهِ تَقُولُ الشِّعْرَ؟ 'হে ইবনে রাওয়াহা! রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে ও আল্লাহ্র হারামের মধ্যে তুমি কবিতা পাঠ করছ'? তখন রাসূল (ছাঃ) ওমরকে বললেন, خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَهِىَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ 'ওকে ছাড় ওমর! এটা ওদের প্রতি তীর নিক্ষেপের চাইতেও দ্রুত কার্যকর'। কবিতাটি ছিল নিম্নরূপ :

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ + الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ
ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ + وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

---

৭১৫. আর-রাহীক্ব ৩৮৪ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/৩২৭।
৭১৬. মুসলিম হা/১২৬৬; বুখারী হা/৪২৫৬।

'হে কাফির সন্তানেরা! তোমরা আল্লাহ্র পথ থেকে সরে যাও। আজ আমরা তোমাদের মারব আল্লাহ্র কুরআনের উপরে'। (২) 'এমন মার, যা খুলিকে মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন করবে এবং বন্ধুকে বন্ধু থেকে ভুলিয়ে দেবে'।[৭১৭]

মুসলমানদের এই দ্রুতগতির ত্বাওয়াফ ও সাহসী কার্যক্রম দেখে মুশরিকদের ধারণা পাল্টে গেল এবং তারা বলতে লাগল যে, তোমাদের ধারণা ছিল ভুল। هَؤُلاَءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا 'ওরা তো দেখছি অমুক অমুকের চাইতে বেশী শক্তিশালী' *(মুসলিম হা/১২৬৬)*।

ত্বাওয়াফ শেষে তাঁরা সাঈ করেন এবং এ সময় মারওয়ার নিকটে তাদের কুরবানীর পশুগুলি দাঁড়ানো ছিল। সাঈ শেষে রাসূল (ছাঃ) সেখানে গিয়ে বললেন, هَذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ 'এটাই হ'ল কুরবানীর স্থান এবং মক্কার সকল অলি-গলি হ'ল কুরবানীর স্থল' *(আবুদাঊদ হা/২৩২৪)*। অতঃপর তিনি সেখানে উটগুলি নহর করেন এবং মাথা মুণ্ডন করেন। মুসলমানেরাও তাই করেন।

এভাবে হালাল হওয়ার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একদল ছাহাবীকে মক্কা থেকে আট মাইল দূরে ইয়া'জাজ পাঠিয়ে দেন। তারা সেখানে গিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র পাহারায় থাকেন এবং অন্যদের ওমরাহ্র জন্য পাঠিয়ে দেন *(যাদুল মা'আদ ৩/৩২৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় তিনদিন অবস্থান করেন। চতুর্থ দিন সকালে মুশরিক নেতারা এসে আলী (রাঃ)-কে বলেন, সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী তিনদিনের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার তোমাদের নেতাকে যেতে বল।[৭১৮] তখন রাসূল (ছাঃ) মক্কা থেকে ৬ কি.মি. উত্তরে তান'ঈম-এর নিকটবর্তী 'সারিফ' (السَّرِف) নামক স্থানে অবতরণ করেন। অতঃপর সেখানে চাচা আব্বাস-এর ব্যবস্থাপনায় মায়মূনাহ বিনতুল হারেছ-এর সাথে বিবাহ হয় ও সেখানে বাসর যাপন করেন' *(বুখারী হা/৪২৫৮)*।

মক্কা থেকে বেরিয়ে আসার সময় সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রাঃ)-এর শিশুকন্যা আমাতুল্লাহ হে চাচা হে চাচা (يَا عَمِّ يَا عَمِّ) বলতে বলতে ছুটে আসে। আলী (রাঃ) তাকে কোলে তুলে নেন। এরপর আলী, জা'ফর ও যায়েদ বিন হারেছাহ্র মধ্যে বিতর্ক হয়। কেননা সবাই তাকে নিতে চান। তখন রাসূল (ছাঃ) জা'ফরের অনুকূলে ফায়ছালা দেন। কেননা জা'ফরের স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ) ছিলেন মেয়েটির আপন খালা। এ সময় রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ 'খালা হ'লেন মায়ের

---

৭১৭. তিরমিযী হা/২৮৪৭ 'শিষ্টাচার ও অনুমতি প্রার্থনা' অধ্যায়, 'কবিতা আবৃত্তি' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ হা/২৮৭৩।
৭১৮. বুখারী হা/৪২৫১; মিশকাত হা/৪০৪৯।

স্থলাভিষিক্ত'।[৭১৯] হামযা-কন্যার পাঁচটি নাম এসেছে। যথাক্রমে 'উমারাহ, ফাতেমা, উমামাহ, আমাতুল্লাহ ও সালমা। তন্মধ্যে প্রথম নামটিই অধিক প্রসিদ্ধ'।[৭২০]

উল্লেখ্য যে, 'উমরাতুল ক্বাযা আদায়ের মাধ্যমেই সূরা ফাৎহ ২৭ আয়াত-এর ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়। যেখানে আল্লাহ বলেন, لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا 'আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তক মুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। এমনভাবে যে, তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন, যা তোমরা জানো না। অতঃপর তিনি দিবেন তোমাদেরকে একটি নিকটবর্তী বিজয়'।[৭২১] অর্থাৎ হোদায়বিয়ার সন্ধি। যার ফলে পরবর্তী বছর নিরাপদে ক্বাযা ওমরাহ আদায়ের সুযোগ হয়।

ক্বাযা ওমরাহ পরবর্তী যুদ্ধসমূহ (السرايا بعد عمرة القضاء)

৬৫. সারিইয়া ইবনু আবিল 'আওজা (سرية ابن أبي العوجاء) : ক্বাযা ওমরাহ থেকে ফিরেই ৭ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে বনু সুলায়েম (بَنُو سُلَيْم) গোত্রকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ৫০ জনের এই দলটিকে পাঠানো হয়। কিন্তু তারা তাদের দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করে বলে, لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى مَا دَعَوْتُمْ 'তোমরা যেদিকে আমাদের আহ্বান করছ, আমাদের তাতে কোন প্রয়োজন নেই'। অতঃপর তারা মুসলিম দাঈ দলটির বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ত্বাবারী বলেন, সেনাপতি সহ মুসলিম পক্ষের সবাই শহীদ হন। তিনি বলেন, ওয়াক্বেদী ধারণা করেন যে, সবাই শহীদ হন। তবে সেনাপতি আহত অবস্থায় মদীনায় ফিরে আসতে সক্ষম হন। তারা ৮ম হিজরীর ১লা ছফর মদীনায় ফিরে আসেন।[৭২২]

---

৭১৯. বুখারী হা/২৬৯৯; আহমাদ হা/৯৩১; ছহীহাহ হা/১১৮২।

৭২০. ফাৎহুল বারী হা/৪২৫১-এর আলোচনা।

আসমা বিনতে 'উমায়েস (রাঃ) স্বামী জা'ফর বিন আবু ত্বালেব (রাঃ)-এর সাথে হাবশায় হিজরত করেন। অতঃপর মুতার যুদ্ধে জা'ফর শহীদ হ'লে আবুবকর (রাঃ)-এর সাথে বিবাহিতা হন। তাঁর গর্ভে মুহাম্মাদ বিন আবুবকরের জন্ম হয়। আবুবকর (রাঃ) মৃত্যুর সময় আসমাকে অছিয়ত করে যান তাঁকে গোসল দেওয়ার জন্য। পরে তিনি আলী (রাঃ)-এর সাথে বিবাহিতা হন' *(আল-ইছাবাহ, আসমা ক্রমিক ১০৮০৩)*। হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদাতের পরেও তিনি বেঁচেছিলেন *(সিয়ারু আ'লাম ক্রমিক ৫১, ২/২৮৭)*। তিনি উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে খুযায়মাহ ও মায়মূনা বিনতুল হারেছ (রাঃ)-এর সহোদর বোন ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ৬০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৭২১. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ফাৎহ ২৭ আয়াত; সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৬৫।

৭২২. তারীখ ত্বাবারী ৩/২৬; আর-রাহীক্ব ৩৮৬ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ৪/২৩৫; ইবনু সা'দ ২/৯৪।

৬৬. সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী (سرية غالب بن عبد الله الليثي) : ৮ম হিজরীর ছফর মাস। ২০০ লোকের একটি সেনাদল নিয়ে তিনি ফাদাক অঞ্চলের বনু মুররাহ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন বশীর বিন সা'দের ৩০ জন সাথীর শাহাদাত স্থলে। যা ৭ম হিজরীর শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল *(ক্রমিক সংখ্যা ৬১ দ্রঃ)*। শত্রুদের অনেকে নিহত হয় ও বহু গবাদিপশু হস্তগত হয় *(আর-রাহীক্ব ৩৮৬ পৃঃ)*।

৬৭. সারিইয়া যাতু আত্বলাহ (سرية ذات أطلح) : ৮ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। মুসলমানদের উপরে হামলা করার জন্য বনু কুযা'আহ (بَنُو قُضَاعَةَ) বিরাট একটি দলকে একত্রিত করছে জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'ব বিন ওমায়ের আনছারীর নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি সেনাদল সেখানে প্রেরণ করেন। তারা 'যাতু আত্বলাহ' (ذَاتُ أَطْلَحَ) নামক স্থানে শত্রুদের মুখোমুখি হন। তাঁরা প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যাতে সকল ছাহাবীকে তীর দিয়ে ছিদ্র করে করে মর্মান্তিকভাবে শহীদ করা হয়। যাদের মধ্যে একজন মাত্র কোনভাবে বেঁচে যান *(আর-রাহীক্ব ৩৮৬ পৃঃ)*।

৬৮. সারিইয়া যাতু ইরক্ব (سرية ذات عرق) : ৮ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বনু হাওয়াযেন গোত্র বারবার শত্রুদের সাহায্য করে যাচ্ছিল। ফলে তাদের দমনের জন্য শুজা' বিন ওয়াহাব আল-আসাদীর নেতৃত্বে ২৫ জনের একটি সেনাদল উক্ত গোত্রের যাতু ইরক্ব (ذَاتُ عِرْقٍ) নামক স্থানে প্রেরিত হয়। যুদ্ধ হয়নি। তবে কিছু গবাদিপশু হস্তগত হয় *(আর-রাহীক্ব ৩৮৬ পৃঃ)*। যাতু ইরক্ব হ'ল ইরাকবাসীদের জন্য হজ্জের মীক্বাত। যা মক্কা থেকে উত্তরে ৯৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত।

মানছূরপুরী তাঁর প্রদত্ত যুদ্ধ তালিকায় এখানে মুসলিম পক্ষে ১ জন আহত ও ৪৯ জন শহীদ বলেছেন' *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/১৯৮)*।

৬৯. মুতার যুদ্ধ (سرية مؤتة)

৮ম হিজরীর জুমাদাল ঊলা (আগষ্ট অথবা সেপ্টেম্বর ৬২৯ খৃ.)

ওমরাতুল ক্বাযা থেকে ফিরে এসে যিলহাজ্জ মাসের শেষ দিনগুলিসহ পরবর্তী চার মাস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় অবস্থান করেন। অতঃপর মদীনার নিরাপত্তা বিধান ও শাম অঞ্চলে মুসলমানদের উপর খ্রিষ্টান শাসকদের অব্যাহত অত্যাচার দমনের উদ্দেশ্যে জুমাদাল ঊলা মাসে এই অভিযান প্রেরণ করেন। এটিই ছিল খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যুদ্ধাভিযান *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৭০)*। এ যুদ্ধের কারণ হিসাবে ওয়াক্বেদী যা বর্ণনা করেছেন,[৭২৩] তা বিদ্বানগণের নিকট গ্রহণযোগ্য না হ'লেও এটা নিশ্চিত যে, إن الله إذا

---

৭২৩. ওয়াক্বেদী, মাগাযী ২/৭৫৫; যাদুল মা'আদ ৩/৩৩৬-৩৭; আর-রাহীক্ব ৩৮৭ পৃঃ।

(১) ওয়াক্বেদী বর্ণনা করেন যে, রোম সম্রাট ক্বায়ছারের পক্ষ হ'তে সিরিয়ার বালক্বায় (اَلْبَلْقَاءُ) নিযুক্ত গবর্ণর শুরাহবীল বিন 'আমর আল-গাসসানীর নিকটে পত্র সহ প্রেরিত রাসূল (ছাঃ)-এর দূত হারেছ বিন উমায়ের আযদীকে হত্যা করা হয়। যা ছিল তৎকালীন সময়ের রীতি-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। ফলে তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান প্রেরিত হয় *(ওয়াক্বেদী, মাগাযী ২/৭৫৫)*। এটি ওয়াক্বেদী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর ওয়াক্বেদীর একক বর্ণিত কোন খবর বিদ্বানগণের নিকট مَتْرُوكٌ বা পরিত্যক্ত' *(মা শা-'আ ১৮৩ পৃঃ; আর-রাহীক্ব, তা'লীক্ব ১৬৮ পৃঃ)*।

(২) আরও প্রসিদ্ধ আছে যে, যোহরের ছালাতের পর রাসূল (ছাঃ) তাঁর সাথীদের নিয়ে মসজিদে বসেন এবং যায়েদ বিন হারেছাহকে মুতার যুদ্ধের সেনাপতি হিসাবে ঘোষণা দেন। অতঃপর তিনি শহীদ হ'লে জা'ফর বিন আবু ত্বালেব এবং তিনি শহীদ হ'লে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতি হবেন বলে নির্দেশনা প্রদান করেন। ঐ সময় নু'মান বিন ফুনহুছ (نُعْمَانُ بْنُ فُنْحُصٍ) নামক জনৈক ইহূদী এসে লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর সে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-কে বলে, আপনি যাদের নাম বললেন, তারা অবশ্যই নিহত হবে। যেমন আমাদের বনু ইস্রাঈলের কোন নবী এভাবে যদি ১০০ ব্যক্তিরও নাম বলতেন, তাহ'লে তারা নিহত হ'ত। অতঃপর সে যায়েদ বিন হারেছাহকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি নিশ্চিত জেনে রাখ তুমি কখনই মুহাম্মাদের কাছে ফিরে আসতে পারবেনা, যদি তিনি নবী হন। উত্তরে যায়েদ বললেন, أَشْهَدُ أَنَّهُ نَبِيٌّ صَادِقٌ بَارٌّ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি অবশ্যই সত্যবাদী নবী ও পূত-চরিত্র' *(ওয়াক্বেদী, মাগাযী ২/৭৫৬; রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/২২৯)*। বর্ণনাটি 'মাতরূক' ও অবাস্তব। কেননা ৫ম হিজরীর যিলহজ্জ মাসেই সর্বশেষ ইহূদী গোত্র বনু কুরায়যার বিতাড়নের পর মদীনা ইহূদীশূন্য হয়। ফলে ৮ম হিজরীর জুমাদাল ঊলা মাসে মুতার যুদ্ধের সময় মদীনায় কোন ইহূদীর অবস্থান এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মুখের পরে এসে এরূপ দুঃসাহস প্রদর্শন আদৌ সম্ভব নয়।

(৩) আরও প্রসিদ্ধ আছে যে, মদীনা থেকে রওয়ানার সময় লোকেরা তাদেরকে বিদায় জানাতে আসে। তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা কাঁদতে থাকেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! দুনিয়ার মহব্বত বা তোমাদের প্রতি ভালবাসা নয়, বরং আমি রাসূল (ছাঃ)-কে একটি আয়াত পড়তে শুনেছি। যেখানে জাহান্নাম সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, -وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا 'আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে পৌঁছবে না। এটা তোমার পালনকর্তার অমোঘ সিদ্ধান্ত' *(মারিয়াম ১৯/৭১)*। আমি জানিনা সেখানে (পুলছিরাতে) পৌঁছার পর আমার অবস্থা কি হবে? অতঃপর লোকেরা তাকে বিদায় দেওয়ার সময় তিনি তিন লাইন কবিতা পাঠ করেন। যার শুরুতে তিনি বলেন,

أراد شيئا هيأ له الأسباب 'আল্লাহ যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য কারণসমূহ সৃষ্টি করে দেন'। অতএব বাহ্যিক ও প্রত্যক্ষ কারণ নিশ্চয়ই কিছু ছিল। যার জন্য যুদ্ধ যাত্রা অপরিহার্য হয়েছিল। তবে এটা নিশ্চিত ধারণা করা যায় যে, মদীনাকে ইহূদীমুক্ত করার পর এবং হোদায়বিয়াতে প্রধান প্রতিপক্ষ কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি হওয়ার পর তৃতীয় প্রতিপক্ষ খ্রিষ্টান রোমক শক্তিকে পদানত করা ও ইসলামী বিজয়ের পথ সুগম করা মুতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হ'তে পারে। এর মাধ্যমে আল্লাহ চেয়েছিলেন শাম ও পারস্যে রাজত্বকারী রোমক ও পারসিক দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়াভিযান শুরু করতে। যা ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সুসম্পন্ন হয়।

যায়েদ বিন হারেছাহ্‌র নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্যের অত্র বাহিনী প্রেরিত হয়। পক্ষান্তরে বিরোধী বুছরার রোমক গবর্ণর শুরাহবীল বিন 'আমর আল-গাসসানীর ছিল প্রায় ২ লাখ খ্রিষ্টান সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী *(ইবনু হিশাম ২/৩৭৫)*। বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী মু'তা (مُؤْتَةُ) নামক স্থানে সংঘটিত এই যুদ্ধে সেনাপতি যায়েদ বিন হারেছাহ, অতঃপর জা'ফর বিন আবু ত্বালিব, অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পরপর তিনজন সেনাপতি শহীদ হ'লে সকলের পরামর্শে খালেদ বিন অলীদ সেনাপতি হন। অতঃপর তাঁর হাতে বিজয় অর্জিত হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

এই বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে যায়েদ বিন হারেছাহকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এসময় রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি যায়েদ নিহত হয়, তবে তার স্থলে জা'ফর বিন আবু ত্বালিব সেনাপতি হবে। যদি সে নিহত হয়, তাহ'লে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতি হবে *(বুখারী হা/৪২৬১)*। বস্তুতঃ এই ধরনের সাবধানতা ছিল এটাই প্রথম *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৬৭)*।

মুসলিম বাহিনী শামের মা'আন (مَعَانُ) অঞ্চলে অবতরণ করে। অতঃপর তারা হঠাৎ জানতে পারেন যে, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস এসময় এক লাখ সৈন্য নিয়ে শামের বালক্বা অঞ্চলের মাআবে (مَآبُ) অবস্থান করছেন। সেখানে তার সাথে যোগ হয়েছে লাখাম, জুযাম, ক্বাইন (الْقَيْنُ), বাহরা ও বালী প্রভৃতি আরব-খ্রিষ্টান গোত্র সমূহের আরো এক লাখ যোদ্ধা।

لَكِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَغْفِرَةً + وضربة ذَات فرغ تَقْذِفُ الزَّبَدا

أَوْ طَعْنَةً بِيَدَيْ حَرَّانَ مُجْهِزَةً + بِحَرْبَةٍ تُنْفِذُ الْأَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا

'বরং আমি দয়াময়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তরবারির একটি বড় আঘাত কামনা করছি, যা ফিনকি দিয়ে রক্ত বের করে দিবে'। 'অথবা রক্তপিপাসু সুসজ্জিত ব্যক্তির দু'হাতে ধরা একটি বর্শার আঘাত, যা আমার নাড়ী-ভুঁড়ি ও কলিজা ভেদ করে যাবে'... *(আর-রাহীক্ব ৩৮৮ পৃঃ; ইবনু হিশাম ২/৩৭৩-৭৪)*। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' *(তাহক্বীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৬২৩)*।

অভাবিতভাবে বিরোধী পক্ষের বিশাল সৈন্য সমাবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁরা দুশ্চিন্তায় পড়েন। অতঃপর পরামর্শ সভায় বসেন। এটি ছিল বদর যুদ্ধের মত। যেখানে পূর্ব থেকে কেউ জানতেন না যে, তারা এত বড় একটি সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধের সম্মুখীন হবেন। সভায় কেউ মত প্রকাশ করেন যে, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে শত্রু সংখ্যার খবর দিয়ে পত্র লিখি। অতঃপর তিনি আমাদের জন্য সাহায্যকারী বাহিনী পাঠাবেন অথবা আমাদেরকে যা নির্দেশ দিবেন, তাই করব। তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ওজস্বিনী ভাষায় সকলের উদ্দেশ্যে বলেন,

يَا قَوْمِ، وَاللهِ إِنَّ الَّتِي تَكْرَهُونَ لَلَّتِي خَرَجْتُمْ تَطْلُبُونَ، الشَّهَادَةُ- وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلاَ قُوَّةٍ وَلاَ كَثْرَةٍ، مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلاَّ بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللهُ بِهِ، فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا ظُهُورٌ وَإِمَّا شَهَادَةٌ. قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ وَاللهِ صَدَقَ ابْنُ رَوَاحَةَ-

‘হে আমার কওম! আল্লাহ্র কসম! তোমরা যেটাকে অপসন্দ কর, নিশ্চয় তোমরা সেটা অন্বেষণের জন্যই বের হয়েছ। আর তা হ’ল ‘শাহাদাত’। আমরা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিনা সংখ্যা দ্বারা, শক্তি দ্বারা বা আধিক্য দ্বারা। আর আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করিনা কেবলমাত্র এই দ্বীনের স্বার্থ ব্যতীত। যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। অতএব সামনে বাড়ুন। নিশ্চয় এর মধ্যে কেবলমাত্র দু’টি কল্যাণের একটি রয়েছে। হয় বিজয় নয় শাহাদাত। অতঃপর সকলে বললেন, قَدْ وَاللهِ صَدَقَ ابْنُ رَوَاحَةَ অবশ্যই, আল্লাহ্র কসম! ইবনু রাওয়াহা সত্য বলেছেন’। এরপর তিনি সকলের উদ্দেশ্যে ৮ লাইনের একটি স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা পাঠ করেন’।[৭২৪]

অতঃপর সকলে নতুন উদ্দীপনায় স্রেফ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং দু’দিন পর যুদ্ধে রওয়ানা হন ও মুতা (مُؤْتَة) নামক স্থানে খ্রিষ্টান বাহিনীর মুখোমুখি হন। অতঃপর তুমুল যুদ্ধের এক পর্যায়ে সেনাপতি যায়েদ বিন হারেছাহ বর্শার আঘাতে শহীদ হন। অতঃপর জা‘ফর বিন আবু ত্বালিব যুদ্ধের ঝাণ্ডা তুলে নেন। এসময় তাঁর ঘোড়া শাক্বরা (شُقْرَاء) নিহত হয়। অতঃপর মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধাবস্থায় তাঁর ডান হাত কর্তিত হয়। তখন তিনি বাম হাতে ঝাণ্ডা আঁকড়ে ধরেন। এরপর বাম হাত কর্তিত হয়। তখন বগলে ঝাণ্ডা চেপে ধরেন। অতঃপর তিনি শহীদ হন। তাঁর পরে আব্দুল্লাহ

---

৭২৪. ইবনু হিশাম ২/৩৭৫; আর-রাহীক্ব ৩৮৯ পৃঃ; সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৬৮। বর্ণনাটির সনদ ‘মুরসাল’। তবে উরওয়া বিন যুবায়ের (রাঃ) পর্যন্ত বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত’ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৬২৬)*।

বিন রাওয়াহা পতাকা তুলে ধরেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনিও শহীদ হয়ে যান।[৭২৫] তখন সকলের পরামর্শক্রমে খালেদ বিন অলীদ সেনাপতি হন।[৭২৬] অতঃপর তাঁর হাতেই বিজয় অর্জিত হয়। মুসলিম বাহিনীর সীসাঢালা ঐক্য, অপূর্ব বীরত্ব, অভূতপূর্ব শৌর্য-বীর্য, নিখাদ শাহাদাতপ্রিয়তা, খালেদের অতুলনীয় যুদ্ধ নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে অত্যন্ত অল্প ক্ষতির বিনিময়ে বিশাল বিজয় সাধিত হয়। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।[৭২৭]

এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মাত্র ১২ জন শহীদ হন' *(ইবনু হিশাম ২/৩৮৮-৮৯)*। রোমক বাহিনীর হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও একা খালেদ বিন অলীদের যেখানে নয় খানা তরবারি ভেঙ্গেছিল' *(বুখারী হা/৪২৬৫)*, তাতে অনুমান করা চলে কত সৈন্য তাদের ক্ষয় হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এটাই ছিল 'খন্দক' যুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ।

---

৭২৫. এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূল (ছাঃ) যখন মুতা যুদ্ধের সেনাপতিদের শাহাদতের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা সম্পর্কে বলতে গিয়ে চুপ হয়ে যান। এতে আনছারদের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তারা আব্দুল্লাহ সম্পর্কে মন্দ কিছু ধারণা করতে থাকেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলেন, তাদের সবাইকে আমার নিকটে স্বর্ণের খাটের উপর উঁচু করে জান্নাতে দেখানো হয়েছে। যেভাবে স্বপ্নযোগে মানুষ দেখে থাকে। আমি দেখলাম যে, সাথী দু'জনের খাটের চাইতে আব্দুল্লাহ্র খাটটি একটু বাঁকাচোরা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কিজন্য? তখন বলা হ'ল যে, ঐ দু'জন জিহাদে চলে গেল, কিন্তু আব্দুল্লাহ কিছুটা ইতস্ততঃ করেছিল। অতঃপর গিয়েছিল' *(ইবনু হিশাম ২/৩৮০; আর-রাউযুল উনুফ ৪/১২৬; আল-বিদায়াহ ৪/২৪৫)*। বর্ণনাটির সনদ মুনক্বাতি' বা ছিন্নসূত্র *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৬৩৩; মা শা-'আ ১৮৪-৮৫ পৃঃ)*।

৭২৬. প্রসিদ্ধ আছে যে, পরপর তিন জন সেনাপতি শহীদ হওয়ার পর বনু 'আজলানের ছাবেত বিন আরক্বাম এগিয়ে এসে ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন এবং সবাইকে ডেকে বলেন, হে মুসলমানেরা! তোমরা একজন ব্যক্তির উপরে ঐক্যবদ্ধ হও। লোকেরা বলল, তুমি হও। তিনি বললেন, আমি এ কাজের যোগ্য নই। তখন সকলে খালেদ বিন অলীদের ব্যাপারে একমত হ'ল। অতঃপর তিনি ঝাণ্ডা হাতে নিলেন এবং তীব্র বেগে যুদ্ধ শুরু করলেন' *(আর-রাহীক্ব ৩৯০-৯১ পৃঃ)*। ঘটনাটি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। বরং যঈফ *(আর-রাহীক্ব, তা'লীক্ব ১৬৮ পৃঃ)*।

৭২৭. এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, এদিন সেনাপতি খালেদ বিন অলীদ সম্মুখের দলকে পিছনে ও পিছনের দলকে সম্মুখে এবং ডাইনের দলকে বামে ও বামের দলকে ডাইনে নিয়ে এক অপূর্ব রণকৌশলের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীকে সসম্মানে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে আনেন। নতুন সেনাদল যুক্ত হয়েছে ভেবে এবং মুসলমানেরা তাদেরকে মরু প্রান্তরে নিক্ষেপ করবে সেই ভয়ে রোমকরা পিছু হটে যায় *(আর-রাহীক্ব ৩৯১ পৃঃ; সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৬৮)*। ঘটনাটি ওয়াক্বেদী কর্তৃক এককভাবে বর্ণিত। যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ওয়াক্বেদীর একক বর্ণনা বিদ্বানদের নিকট مَتْرُوْكٌ বা পরিত্যক্ত' *(মা শা-'আ ১৮৬ পৃঃ)*। বরং স্থানীয় খ্রিষ্টান অধিবাসী ও নওমুসলিমদের প্রতি রোমকদের অব্যাহত অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ, খালেদের অভূতপূর্ব রণকৌশল, তাঁর নিজস্ব শক্তিমত্তা, মুসলিম বাহিনীর সুদৃঢ় ঐক্য এবং সর্বোপরি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ছিল এ যুদ্ধ জয়ের মূল উৎস। যেমন বদরের যুদ্ধে বিজয় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই (বদরের যুদ্ধে) দু'টি দলের মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করছিল এবং অপরটি ছিল অবিশ্বাসী। যারা স্বচক্ষে মুসলমানদেরকে তাদের দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দানে শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুষ্মানদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১৩)*।

মু‘জিযা (معجزة الرسول صـــ) : এ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) থেকে মু‘জেযা প্রকাশিত হয়। যেমন মদীনায় খবর পৌছার পূর্বেই তিনি সকলকে সেনাপতিদের পরপর শাহাদাতের খবর দেন এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন, حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ ‘অবশেষে ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে ‘আল্লাহ্র তরবারি সমূহের অন্যতম তরবারি’। অতঃপর আল্লাহ তাদের হাতে বিজয় দান করেছেন’ *(বুখারী হা/৪২৬২)*।[৭২৮]

মুতার শহীদদের মর্যাদা (منزلة شهداء مؤتة) :

(১) মদীনায় অশ্রুসজল নেত্রে শহীদগণের খবর দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا ‘তাদেরকে এ বিষয়টি খুশী করবে না যে, তারা আমাদের কাছে থাকুক’ *(বুখারী হা/২৭৯৮)*। অর্থাৎ তারা জান্নাতে অবস্থান করাতেই খুশী হয়ে গেছে। দুনিয়াতে তারা থাকতে চায় না’ *(ফাৎহুল বারী হা/২৭৯৮-এর ব্যাখ্যা)*।

(২) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, জা‘ফর বিন আবু ত্বালিব জিব্রীল ও মীকাঈল-এর সাথে দু’টি ডানাসহ অতিক্রম করার সময় আমাকে সালাম করল। অতঃপর যুদ্ধে তার দু’হাত হারানোর ঘটনা বর্ণনা করল। এ কারণে জান্নাতে সে জা‘ফর আত-ত্বাইয়ার (جَعْفَرُ الطَّيَّارُ) ‘উড়ন্ত জা‘ফর’ নামে অভিহিত হয়েছে’।[৭২৯] তিনি বলেন, আমি জা‘ফরকে জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে দুই ডানায় উড়তে দেখেছি’ *(ছহীহাহ হা/১২২৬)*। এজন্য তাঁকে ‘যুল-জানাহাইন’ (ذُو الْجَنَاحَيْنِ) বা ‘দুই ডানা ওয়ালা’ বলা হয়ে থাকে *(মির‘আত শরহ মিশকাত হা/১৭৪৩-এর ব্যাখ্যা)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জা‘ফর বিন আবু ত্বালিবের সন্তানদের ডেকে এনে সান্ত্বনা দিয়ে তাদের মায়ের উদ্দেশ্যে বলেন, أَنَا وَلِيُّهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ‘দুনিয়া ও আখেরাতে আমিই ওদের অভিভাবক’ *(আহমাদ হা/১৭৫০, সনদ ছহীহ)*।

---

৭২৮. প্রসিদ্ধ আছে যে, মুতার যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় মদীনার নিকটবর্তী হ’লে রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানগণ তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য এগিয়ে যান। এমতাবস্থায় লোকেরা সেনাবাহিনীর দিকে মাটি ছুঁড়ে মারতে থাকে এবং বলতে থাকে يَا فُرَّارُ، فَرَرْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ ‘হে পলাতক দল! তোমরা আল্লাহ্র রাস্তা থেকে পালিয়ে এসেছ? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, لَيْسُوا بِالْفُرَّارِ، وَلَكِنَّهُمُ الْكُرَّارُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ‘ওরা পলায়নকারী নয় বরং ওরা হামলাকারী হবে ইনশাআল্লাহ’ *(ইবনু হিশাম ২/৩৮২; সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৬৯)*। বর্ণনাটি ‘মুরসাল’ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৬৩৮; মা শা-‘আ ১৮৩ পৃঃ)*। বরং এটাই সত্য যে, মুতার যুদ্ধে শেষের দিকে খালেদ বিন অলীদ-এর মাধ্যমে ঐতিহাসিক বিজয় লাভ হয়। অতএব রাসূল (ছাঃ) যদি তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য এগিয়ে যেয়ে থাকেন, তবে সেটি হবে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য।

৭২৯. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৬৯৩৬; আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩৬২।

মুতার যুদ্ধের গুরুত্ব (أهمية غزوة مؤتة) :

(১) তৎকালীন বিশ্বের সেরা পরাশক্তির বিরুদ্ধে স্বল্পসংখ্যক মুসলিম বাহিনীর এই বীরত্বপূর্ণ মুকাবিলায় খ্রিষ্টান বিশ্ব যেমন ভয়ে চুপসে যায়, আরব বিশ্ব তেমনি হতচকিত হয়ে পড়ে। মাথা উঁচু করার স্বপ্ন ভুলে গিয়ে চির বৈরী বনু গাত্বফান, বনু সুলায়েম, বনু আশজা', বনু যুবিয়ান, বনু ফাযারাহ প্রভৃতি গোত্রগুলি ইসলাম কবুল করে। অন্যদিকে রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন আরব অঞ্চলে ও দূরবর্তী অঞ্চল সমূহে মুসলিম বিজয়ের সূচনা হয়।

(২) এই যুদ্ধের ফলে অমুসলিম শক্তি নিশ্চিত হয় যে, ঈমানী বলে বলিয়ান মুসলিম বাহিনী আল্লাহ্র গায়েবী মদদে পুষ্ট এবং এদের মহান নেতা মুহাম্মাদ নিঃসন্দেহে সত্য নবী।

(৩) এই যুদ্ধে বিজয় মুসলমানদের জন্য ভবিষ্যৎ বিশ্ব জয়ের সিংহ দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৩০ (العبر – ٣٠) :

(১) মুতার যুদ্ধ আরেকবার প্রমাণ করল যে, সংখ্যাশক্তি বা অস্ত্রশক্তি নয়, কেবল ঈমানী শক্তিই বড় শক্তি। যা বিজয়ের আবশ্যিক পূর্বশর্ত।

(২) জিহাদ কেবলমাত্র আখেরাতের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে, দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে নয়। এই উদ্দেশ্য বা নিয়তের মধ্যে দুর্বলতা থাকলে কখনোই বিজয় লাভ সম্ভব নয়।

(৩) নেতৃত্ব নির্বাচনে তাক্বওয়া ও যোগ্যতাই বড় মাপকাঠি তার প্রমাণ রয়েছে মুতার যুদ্ধে। যায়েদ বিন হারেছাহ ছিলেন একজন ক্রীতদাস মাত্র। যাদের সামাজিক অবস্থান ছিল সেযুগে সবচাইতে নিম্নে। অন্যদিকে জা'ফর বিন আবু ত্বালিব ছিলেন বিশ্বসেরা কুরায়েশ বংশের নেতার পুত্র এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আপন চাচাতো ভাই। আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ছিলেন মদীনার অন্যতম সেরা গোত্র খাযরাজের স্বনামধন্য নেতা ও কবি। তিনি ছিলেন মদীনার প্রথমদিকে বায়'আতকারী ৭৫ জন মুসলমানের ১২ জন নেতার অন্যতম। অথচ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেন মুক্তদাস যায়েদকে। এটি যোগ্যতার মূল্যায়ন ও ইসলামী সাম্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত বটে।

(৪) কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় স্রেফ আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে নেক মাকছূদ হাছিলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ইবনু রাওয়াহার ভাষণ ও পরামর্শ সভায় যুদ্ধ যাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

(৫) ইসলামী বিজয়ে নেতার জন্য তাক্বওয়া ও যোগ্যতার সাথে সাথে কুশলী হওয়া আবশ্যক। সাথে সাথে কর্মীদের জন্য প্রয়োজন সুশৃংখল ও অটুট আনুগত্য। মুতার যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর মধ্যে যার অনন্য দৃষ্টান্ত দেখা গেছে।

মুতা পরবর্তী যুদ্ধসমূহ (السرايا والغزوات بعد مؤتة)

৭০. সারিইয়া যাতুস সালাসেল (سرية ذات السلاسل) : ৮ম হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ। মুতার যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফেরার পরপরই আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে প্রথমে ৩০০ এবং পরে আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ২০০ মোট ৫০০ সৈন্যের এই দলটি সিরিয়া সীমান্তে বনু কুযা‘আহ (بنو قُضَاعَةَ) গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। এরা রোমকদের সঙ্গে মিলে মদীনায় হামলার প্রস্ত্ততি নিচ্ছিল। মুসলিম বাহিনী উক্ত গোত্রের ‘সালসাল’ (سَلْسَل) নামক প্রস্রবণের নিকটে অবতরণ করে বিধায় অভিযানটির নাম হয় ‘যাতুস সালাসেল’। শত্রুরা ভীত হয়ে পালিয়ে যায়। শেষোক্ত সাহায্যকারী বাহিনীতে হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ) ছিলেন। কিন্তু আমর ইবনুল ‘আছকে সেনাপতি করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁর দাদী ছিলেন অত্র এলাকার ‘বালী’ (بلى) গোত্রের মহিলা। সেই সুবাদে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। যাতে তারা রোমকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুসলমানদের জন্য হুমকি হয়ে না দাঁড়ায়।[৭৩০]

এ যুদ্ধে আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর মত প্রথম যুগের জ্যেষ্ঠ ছাহাবীগণের উপরে নতুন মুসলিম আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ)-কে সেনাপতি নিয়োগ করার মধ্যে প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট ও পারিপার্শ্বিক কারণে অনেক সময় অনুত্তম ব্যক্তিকে উত্তম ব্যক্তিগণের উপরে নেতৃত্ব অর্পণ করা যায়।

এই যুদ্ধে প্রচণ্ড শীতে মৃত্যুর আশংকায় আমর ইবনুল ‘আছ সূরা নিসা ২৯ আয়াতের আলোকে ইজতিহাদ করে ফরয গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে ছালাতে ইমামতি করেন। এ খবর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছলে তিনি হেসে ফেলেন। কিন্তু কিছু বলেননি’ *(আবুদাঊদ হা/৩৩৪, সনদ ছহীহ)*। অর্থাৎ তিনি তাঁর এই ইজতিহাদের স্বীকৃতি প্রদান করেন। এতে বুঝা যায় যে, এমন অবস্থায় এটি করা জায়েয।

৭১. সারিইয়া আবু ক্বাতাদাহ (سرية أبي قتادة) : ৮ম হিজরীর শা‘বান মাস। নাজদের বনু গাত্বফানের শাখা ‘মুহারিব’ (مُحَارِب) গোত্রের লোকেরা মদীনায় হামলার জন্য তাদের এলাকায় খাযেরাহ (خَضِرَةَ) নামক স্থানে সেনাদল প্রস্ত্তত করছে জানতে পেরে ১৫ জনের এই দলটি প্রেরিত হয়। তারা তাদের অনেককে হত্যা করেন ও বাকীরা পালিয়ে যায়। অনেক গণীমত হস্তগত হয়। তারা এ সফরে ১৫ দিন মদীনার বাইরে থাকেন।[৭৩১]

---

৭৩০. ইবনু হিশাম ২/৬২৩; যাদুল মা‘আদ ৩/৩৪০; আর-রাহীক্ব ৩৯২ পৃঃ।
৭৩১. আর-রাহীক্ব ৩৯৩ পৃঃ; ইবনু সা‘দ ২/১০০-১০১।

৭২. মক্কা বিজয় (غزوة فتح مكة)

(৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান সোমবার মোতাবেক ৮ই জানুয়ারী ৬৩০ খৃ.)

৮ম হিজরীর ৭ই রামাযান[৭৩২] মোতাবেক ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার ১০,০০০ ছাহাবী নিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মদীনা হ'তে রওয়ানা হন এবং ১৭ই রামাযান মোতাবেক ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী সোমবার এক প্রকার বিনা যুদ্ধে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়।[৭৩৩] মুসলিম পক্ষে দলছুট ২ জন শহীদ ও কাফের পক্ষে অতি উৎসাহী হয়ে অগ্রবর্তী ১২ জন নিহত হয়। এ সময় মদীনার দায়িত্বে ছিলেন আবু রুহুম কুলছূম (أبو رُهْمٍ كُلْثوم بنُ حُصَيْنٍ) বিন হোছায়েন আল-গেফারী।[৭৩৪] এটি ছিল একটি সিদ্ধান্ত কারী যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পর রাসূল (ছাঃ)-এর সত্যতার ব্যাপারে সমগ্র আরব বিশ্বে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়। কেননা ইতিপূর্বে কা'বাগৃহের উপর কর্তৃত্বের কারণে মানুষ কুরায়েশ নেতাদের প্রতি একটা অন্ধ আবেগ ও আনুগত্য পোষণ করত। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

জন্মভূমি মক্কা হ'তে হিজরত করার ৭ বছর ৩ মাস ২৭ দিন পর বিজয়ীর বেশে পুনরায় মক্কায় ফিরে এলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ সন্তান বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত, নবীকুল শিরোমণি শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*। বিনা যুদ্ধেই মক্কার নেতারা তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণ করলেন। এতদিন যারা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও

---

৭৩২. ইমাম যুহরী (৫০-১২৪হিঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের সফরে রাসূল (ছাঃ) রাস্তায় ১২ দিন (أَقَامَ فِي الطَّرِيقِ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا) অতিবাহিত করেন' *(ফাৎহুল বারী, 'রামাযানে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ; হা/৪২৭৫-এর আলোচনা)*। সে হিসাবে মদীনা থেকে রওয়ানার তারিখ ৭ই রামাযান হয়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

৭৩৩. আর-রাহীক্ব ৪০১ পৃঃ; মানছূরপুরী ২০শে রামাযান বৃহস্পতিবার বলেছেন *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/১১৮, ২/৩৬৮)*। মক্কা বিজয়ের তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে সেটা যে ৮ম হিজরীর রামাযান মাসে হয়েছিল তাতে কোন মতভেদ নেই *(ফাৎহুল বারী হা/৪২৭৫-এর আলোচনা)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে মক্কায় ১৯ দিন ছিলাম এবং ছালাতে ক্বছর করেছিলাম'। ইবনু হাজার বলেন, উক্ত সফর ছিল মক্কা বিজয়ের সফর *(বুখারী হা/৪২৯৬-এর পরে 'মক্কা বিজয়কালে রাসূল (ছাঃ) কত দিন সেখানে অবস্থান করেন' অনুচ্ছেদ)*। জীবনীকারগণের মতে রাসূল (ছাঃ) ৬ই শাওয়াল শনিবার হোনায়েন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন *(ওয়াক্বেদী ৩/৮৮৯; ফাৎহুল বারী হা/৪৩১৩-এর পরে সূরা তওবা ২৫ আয়াতের তাফসীর অনুচ্ছেদ)*। এক্ষণে মক্কায় ১৯ দিন অবস্থানকাল ঠিক রাখতে গেলে রাসূল (ছাঃ)-এর মক্কা বিজয়ের তারিখ হয় ১৭ই রামাযান সোমবার।

১৪ নববী বর্ষের ২৭শে ছফর মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১২/১৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত শেষ রাতে মক্কা থেকে হিজরত শুরু হয় *(আর-রাহীক্ব ১৬৪ পৃঃ; রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/৩৬৭)*। অতঃপর ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান মোতাবেক ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী সোমবার মক্কা বিজয় পর্যন্ত মোট সময়কাল হয়, ৭ বছর ৩ মাস ২৭ দিন। যদিও ইমাম বুখারী গড় হিসাবে বলেছেন সাড়ে ৮ বছর এবং ইবনু হাজার বলেছেন সাড়ে ৭ বছর *(ফাৎহুল বারী হা/৪২৭৬-এর আলোচনা)*। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

৭৩৪. ইবনু হিশাম ২/৩৯৯; আর-রাউযুল উনুফ ৪/১৫৩।

মুসলমানদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের মূল। বিজয়ী রাসূল (ছাঃ) তাদের কারু প্রতি কোনরূপ প্রতিশোধ নিলেন না। সবাইকে উদারতা ও ক্ষমার চাদরে ঢেকে দিয়ে বললেন, 'আজ তোমাদের উপরে কোনরূপ অভিযোগ নেই, তোমরা মুক্ত'। কিন্তু কি ছিল এর কারণ? কিভাবে ঘটলো হঠাৎ করে এ ঐতিহাসিক বিজয়? দু'বছর আগেও যে মুসলিম বাহিনীতে তিন হাযার লোক সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য ছিল, তারা কোথা থেকে কিভাবে দশ হাযার লোক নিয়ে ঝড়ের বেগে হঠাৎ ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হ'ল মক্কার উপরে? অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল মক্কার নেতারা ফ্যালফ্যাল করে। টুঁ শব্দটি করার সাহস কারু হ'ল না? নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল মক্কা-মদীনার সংঘাত। পৌত্তলিক মক্কা দু'দিনের মধ্যেই হয়ে গেল তাওহীদবাদী মুসলমান। কা'বাগৃহ হ'ল মূর্তিশূন্য। 'উয্যার বদলে শুরু হ'ল আল্লাহ্র জয়গান। শিরকী সমাজ পরিবর্তিত হ'ল ইসলামী সমাজে। সমস্ত আরব উপদ্বীপে বয়ে চলল শান্তির সুবাতাস। কি সে কারণ? কিভাবে সম্ভব হ'ল এই অসম্ভব কাণ্ড? এক্ষণে আমরা সে বিষয়ে আলোকপাত করব।-

অভিযানের কারণ (سبب الغزوة) : প্রায় দু'বছর পূর্বে ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে সম্পাদিত হোদায়বিয়ার চার দফা সন্ধিচুক্তির তৃতীয় দফায় বর্ণিত ছিল যে, 'যে সকল গোত্র মুসলমান বা কুরায়েশ পক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে, তারা তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে এবং তাদের কারু উপরে অত্যাচার করা হ'লে সংশ্লিষ্ট দলের উপরে অত্যাচার বলে ধরে নেওয়া হবে'। উক্ত শর্তের আওতায় মক্কার নিকটবর্তী গোত্র বনু খোযা'আহ (بَنُو خُزَاعَةَ) মুসলমানদের সাথে এবং বনু বকর (بَنُو بَكْرٍ) কুরায়েশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সংশ্লিষ্ট দলের মিত্রপক্ষ হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু দু'বছর পুরা না হ'তেই বনু বকর উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করল এবং ৮ম হিজরীর শা'বান মাসে রাত্রির অন্ধকারে বনু খোযা'আহ্র উপরে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে বহু লোককে হতাহত করল। ঐসময় বনু খোযা'আহ গোত্র 'ওয়াতীর' (الْوَتِيرُ) নামক প্রস্রবণের ধারে বসবাস করত, যা ছিল মক্কার নিম্নভূমিতে অবস্থিত *(মু'জামুল বুলদান)*।

বনু বকরের এই অন্যায় আক্রমণে কুরায়েশদের ইন্ধন ছিল। তারা অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিল। এমনকি কুরায়েশ নেতা ইকরিমা বিন আবু জাহ্ল, ছাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং খোদ হোদায়বিয়া সন্ধিচুক্তিতে কুরায়েশ পক্ষের আলোচক ও স্বাক্ষর দানকারী সোহায়েল বিন 'আমর সশরীরে উক্ত হামলায় অংশগ্রহণ করেন।[৭৩৫]

---

৭৩৫. তারীখু ত্বাবারী ৩/৪৪। এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, বনু বকর বনু খোযা'আহকে তাড়িয়ে হারাম পর্যন্ত নিয়ে গেলে বনু বকরের লোকেরা তাদের নেতা নওফালকে বলল, আমরা এখন হারামে প্রবেশ করেছি। অতএব إِلَهَكَ إِلَهَكَ 'তোমার প্রভুর দোহাই' 'তোমার প্রভুর দোহাই'। জবাবে নওফাল তাচ্ছিল্য ভরে ভয়ানক কথা বলে, لاَ إِلَهَ الْيَوْمَ يَا بَنِي بَكْرٍ 'হে বনু বকর! আজ আর কোন প্রভু নেই'। অতঃপর বলল, তোমরা আজকে

বনু খোযা‘আহ গোত্রের এই হৃদয়বিদারক দুঃসংবাদ নিয়ে ‘আমের বিন সালেম আল-খোযাঈ ৪০ জনের একটি দল সহ দ্রুত মদীনায় আসেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তখন মসজিদে নববীতে ছাহাবায়ে কেরাম সহ অবস্থান করছিলেন। এমন সময় ‘আমের কবিতা পাঠ করতে করতে রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে এসে মর্মস্পর্শী ভাষায় তাদের নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং কুরায়েশদের চুক্তি ভঙ্গের কথা বিবৃত করেন। সাড়ে আট লাইনের সেই কবিতার শেষের সাড়ে চার লাইন ছিল নিম্নরূপ :

إِنَّ قُرَيْشًا أَخْـــلَفُوْكَ الْمَوْعِدَا * وَنَقَضُوْا مِيْثَـــاقَكَ الْمُؤَكَّدَا
وَجَعَلُوْا لِيْ فِيْ كَدَاءٍ رُصَّدَا * وَزَعَمُوْا أَنْ لَسْتُ أَدْعُوْ أَحَدَا
وَهُـــمْ أَذَلُّ وَأَقَـــلُّ عَـــدَدَا * هُمْ بَيَّتُـــوْنَا بِالْوَتِيْـــرِ هُجَّدًا
وَقَتَلُـــوْنَا رُكَّـــعًا وَّسُجَّدَا * فَانْصُرْ هَدَاكَ اللهُ نَصْرًا أَيِّدَا
نَحْنُ وَلَدْنَاكَ فَكُنْتَ وَلَدَا –

(১) ‘নিশ্চয়ই কুরায়েশগণ আপনার সাথে কৃত ওয়াদা খেলাফ করেছে এবং আপনাকে দেওয়া পাক্কা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে’। (২) ‘তারা ‘কাদা’ নামক স্থানে আমার জন্য ওঁৎ পেতে আছে। তারা ধারণা করেছে যে আমি সাহায্যের জন্য কাউকে আহ্বান করবো না’। (৩) ‘তারা নিকৃষ্ট ও সংখ্যায় অল্প। তারা ‘ওয়াতীর’ নামক স্থানে রাত্রি বেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের উপরে হামলা চালিয়েছে’। (৪) ‘তারা রুকূ ও সিজদারত অবস্থায় আমাদেরকে হত্যা করেছে। অতএব আপনি আমাদেরকে দৃঢ় হস্তে সাহায্য করুন। ‘আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন’। (৫) ‘আমরা আপনাকে প্রসব করেছি। অতএব আপনি আমাদের সন্তান’ *(ইবনু হিশাম ২/৩৯৪-৯৫)*।

কবিতার শেষের চরণ দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তখন মুসলমান হয়েছিলেন। যদিও জীবনীকারগণ এ বিষয়ে একমত যে, ঐ সময় পর্যন্ত তারা মুসলমান হয়নি’ *(যাদুল মা‘আদ ৩/৩৪৯)*।

বনু খোযা‘আহ্‌র পরিচয় (تعارف بنى خزاعة) :

বনু খোযা‘আহ গোত্রের সাথে বনু হাশেমের মৈত্রীচুক্তি আব্দুল মুত্ত্বালিবের যুগ হ’তেই চলে আসছিল। কুরায়েশ বংশের প্রবাদ প্রতীম নেতা কুছাই বিন কিলাবের স্ত্রী অর্থাৎ ‘আব্দে মানাফের মা ছিলেন খোযা‘আহ গোত্রের মহিলা। সে হিসাবে বনু হাশেমকে তারা তাদের সন্তান মনে করত। তারও পূর্বের ঘটনা এই যে, বনু খোযা‘আহ ছিল এক সময়

বদলা নিয়ে নাও। আমার জীবনের কসম! যদি তোমরা হারামে চুরি কর, তাহ’লে কি হারামে তার বদলা নিতে না?’ *(আল-বিদায়াহ ৪/২৭৯; আর-রাহীক্ব ৩৯৪-৯৫; ইবনু হিশাম ২/৩৯০; যাদুল মা‘আদ ৩/৩৪৮; ফিক্বহুস সীরাহ ৩৭৪ পৃঃ, সনদ যঈফ)*।

বায়তুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধায়ক ও মক্কার শাসকগোত্র। তাদের সর্বশেষ নেতা ‘হুলাইল’ (حُلَيْل) তার কন্যা হুবাই (حُبَيِّ) বা হুব্বা (حُبَّى)-কে কুছাই বিন কিলাবের সাথে বিবাহ দেন এবং বিয়ের সময় বায়তুল্লাহ্‌র মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব কন্যাকে অর্পণ করেন। সাথে সাথে আবু গুবশান (أبو غُبْشَان)-কে কন্যার উকিল নিয়োগ করেন। হুলাইলের মৃত্যুর পর আবু গুবশান এক মশক শরাবের বিনিময়ে তার উকিলের দায়িত্ব কুছাইকে অর্পণ করেন। এভাবে কুছাই বিন কিলাব তার স্ত্রীর উকিল হিসাবে বায়তুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তাছাড়া বনু খোযা‘আহ ধারণা করত যে, তাদের নেতা হুলাইল তার জামাতা কুছাইকে পরবর্তী নেতা হিসাবে অছিয়ত করে গেছেন। অতঃপর কুছাই তার মেধা ও দূরদর্শিতার বদৌলতে বিভক্ত কুরায়েশ বংশকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং তার অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে বরিত হন *(ইবনু হিশাম ১/১১৭-১৮)*।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে বনু খোযা‘আহ সর্বদা বনু হাশেমের মিত্র হিসাবে থাকত। মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও কেবল বনু হাশেমের সন্তান হিসাবে তারা সর্বদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষে অবস্থান নিত।

বনু খোযা‘আহ্‌র আবেদনে রাসূল (ছাঃ)-এর সাড়া (استجابة الرسول صـــ لطلب بنى خزاعة) **:**

এরপর বনু খোযা‘আহ্‌র আরেকটি প্রতিনিধিদল নিয়ে বুদাইল বিন অরক্বা আল-খোযাঈ (بُدَيْلُ بنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ) আগমন করেন এবং তাদের গোত্রের কারা কারা নিহত হয়েছে ও কুরায়েশরা কিভাবে বনু বকরকে সাহায্য করেছে, তার পূর্ণ বিবরণ পেশ করেন। রাসূল (ছাঃ) তাদের আবেদনে সাড়া দেন। অতঃপর তারা মক্কায় ফিরে যান।[৭৩৬]

---

৭৩৬. আর-রাহীক্ব ৩৯৫ পৃঃ; ইবনু হিশাম ২/৩৯৪-৯৬; যাদুল মা‘আদ ৩/৩৪৯।

এখানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রসিদ্ধ আছে। যেমন, (১) কুরায়েশদের চুক্তিভঙ্গের খবর পৌঁছবার তিন দিন আগেই আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) স্ত্রী আয়েশাকে সফরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দেন- যা কেউ জানত না। পিতা আবুবকর (রাঃ) কন্যা আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন, يَابُنَيَّةُ، مَا هَذَا الْجِهَازُ؟ ‘হে কন্যা! এসব কিসের প্রস্তুতি? কন্যা জবাব দিলেন وَاللهِ مَا أَدْرِي ‘আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি না’। আবুবকর (রাঃ) বললেন, এখন তো রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় নয়। তাহ’লে রাসূল (ছাঃ) কোন দিকের এরাদা করেছেন? আয়েশা (রাঃ) আবার বললেন, وَاللهِ لاَ عِلْمَ لِي ‘আল্লাহ্‌র কসম! এ বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই’। দেখা গেল যে, তৃতীয় দিন ‘আমর ইবনু সালেম আল-খোযাঈ ৪০ জন সঙ্গী নিয়ে হাযির হ’লেন। তখন লোকেরা চুক্তিভঙ্গের খবর জানতে পারল’ *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০৫২; ঐ, ছগীর হা/৯৬৮; ইবনু হিশাম ২/৩৯৭; যাদুল মা‘আদ ৩/৩৫১; আর-রাহীক্ব ৩৯৭ পৃঃ)*। বর্ণনাটি যঈফ *(আর-রাহীক্ব, তা‘লীক্ব ১৭১ পৃঃ)*।

(২) ‘আমর বিন সালেম-এর মর্মস্পর্শী কবিতা শোনার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে ওঠেন, نُصِرْتَ يَا عَمْرَو بْنَ سَالِمٍ ‘তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছ হে ‘আমর ইবনু সালেম’! *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৭৩, সনদ যঈফ)*। এমন সময় আসমানে একটি মেঘখণ্ডের আবির্ভাব হয়। তা দেখে রাসূল (ছাঃ) বলে ওঠেন, إِنَّ هَذِهِ السَّحَابَةَ لَتَسْتَهِلُّ بِنَصْرِ بَنِي كَعْبٍ ‘এই মেঘমালা বনু কা‘বের সাহায্যের শুভ সংবাদে চমকাচ্ছে’ *(আর-রাহীক্ব ৩৯৫ পৃঃ)*। বর্ণনাটি যঈফ *(ঐ, তা‘লীক্ব ১৬৯-৭০ পৃঃ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রস্তুতি (استعداد الرسول صــ للغزوة) :

অতঃপর বাহ্যিক কৌশল হিসাবে তিনি আবু ক্বাতাদাহ হারেছ বিন রিব্'ঈ (أَبُو قَتَادَةَ الْحَارِث بن رِبْعِي)-এর নেতৃত্বে ৮ সদস্যের একটি দলকে ১লা রামাযান তারিখে 'ইযাম' (بَطْن إِضَم) উপত্যকার দিকে রওয়ানা করে দেন। যাতে শত্রুরা ভাবে যে, অভিযান ঐদিকেই পরিচালিত হবে। পরে তারা গিয়ে পথিমধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মিলিত হন।[৭৩৭]

---

(৩) সন্ধিচুক্তি ভঙ্গের পর করণীয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। এক সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলে ওঠেন, كَأَنَّكُمْ بِأَبِي سُفْيَانَ قَدْ جَاءَكُمْ لِيَشُدَّ الْعَقْدَ وَيَزِيْدَ فِي الْمُدَّةِ 'আমি যেন তোমাদেরকে আবু সুফিয়ানের সাথে দেখছি যে, সে মদীনায় আসছে তোমাদের কাছে চুক্তি পাকাপোক্ত করার জন্য এবং মেয়াদ বাড়ানোর জন্য' *(আর রাহীক্ব ৩৯৬ পৃঃ; ইবনু হিশাম ২/৩৯৫; যাদুল মা'আদ ৩/৩৪৯)*। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৬৫৬)*।

(৪) দূরদর্শী আবু সুফিয়ান সন্ধিচুক্তি নবায়নের জন্য দ্রুত মদীনায় আসেন এবং তার কন্যা উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবাহ্র গৃহে গমন করেন। এসময় তিনি বিছানায় বসতে উদ্যত হ'লে কন্যা দ্রুত সেটি গুটিয়ে নিয়ে বলেন, هَذَا فِرَاشُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ نَجَسٌ 'এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিছানা। এখানে আপনার বসার অধিকার নেই। কেননা আপনি অপবিত্র মুশরিক'। অতঃপর আবু সুফিয়ান বেরিয়ে জামাতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গেলেন ও সব কথা বললেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) কোন কথা বললেন না। নিরাশ হয়ে তিনি আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে গেলেন। অতঃপর ওমর-এর নিকটে অতঃপর আলী ও ফাতেমার নিকটে গেলেন। এমনকি হাসান-এর দোহাই দিয়ে বললেন, তোমাদের পুত্র আগামী দিনে নেতা হবে। তার দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে আমার বিষয়ে অনুরোধ কর। কিন্তু সবাই অপারগতা প্রকাশ করলেন। অবশেষে আবু সুফিয়ান মসজিদে নববীতে গিয়ে দাঁড়ালেন ও লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ قَدْ أَجَرْتُ بَيْنَ النَّاسِ 'হে লোকসকল! আমি সকলের মাঝে আশ্রয় প্রার্থনার ঘোষণা দিচ্ছি'। অতঃপর বেরিয়ে উটে সওয়ার হয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে যান। আবু সুফিয়ান মক্কায় এসে নেতাদের নিকটে সব কথা পেশ করেন এবং তাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার জবাবে বলেন, وَاللهِ مَا وَجَدْتُّ غَيْرَ ذَلِكَ 'আল্লাহ্র কসম! এছাড়া আমি আর কোন পথ খুঁজে পাইনি' *(ইবনু হিশাম ২/৩৯৬-৯৭; আর-রাহীক্ব ৩৯৫-৯৭ পৃঃ)*। উক্ত বর্ণনাগুলি সনদবিহীন ও 'মুরসাল' *(মা শা-'আ ১৮৮ পৃঃ)*।

বরং এ বিষয়ে সঠিক কথা এটাই যে, মক্কা বিজয়ের অভিযানের বিষয়টি একেবারেই গোপন ছিল এবং হঠাৎ করেই রাসূল (ছাঃ) এ অভিযানে যাত্রা করেন। কোনদিকে যাবেন সেটাও সাথীরা জানতেন না। অতঃপর যখন রাসূল (ছাঃ) মক্কার উপকণ্ঠে উপনীত হন এবং কুরায়েশদের কাছে এ খবর পৌছে যায়, তখন আবু সুফিয়ান বিন হারব, হাকীম বিন হেযাম, বুদায়েল বিন অরক্বা প্রমুখ নেতাগণ রাতের অন্ধকারে খবর সংগ্রহ করতে বের হন। এসময় রাসূল (ছাঃ)-এর পাহারাদারগণ তাদেরকে ধরে ফেলেন। .... 'অতঃপর আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করেন' *(বুখারী হা/৪২৮০)*।

(৫) অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে মক্কা গমনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করলেন- اَللَّهُمَّ خُذِ الْعُيُوْنَ وَالْأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ حَتَّى نَبْغَتَهَا فِيْ بِلاَدِهَا 'হে আল্লাহ! তুমি কুরায়েশদের নিকটে গোয়েন্দা রিপোর্ট এবং এই অভিযানের খবর পৌঁছানোর পথ সমূহ বন্ধ করে দাও। যাতে ওদের অজান্তেই আমরা তাদের শহরে হঠাৎ উপস্থিত হ'তে পারি' *(আর-রাহীক্ব ৩৯৭ পৃঃ; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ৩৭৫ পৃঃ, সনদ যঈফ)*।

৭৩৭. ওয়াক্বেদী, কিতাবুল মাগাযী, 'মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ, ২/৩২৩; আর-রাহীক্ব ৩৯৭ পৃঃ।

অভিযান পরিকল্পনা ফাঁসের ব্যর্থ চেষ্টা ও চিঠি উদ্ধার (السعى الفاشل لاكتشاف خطة الغزوة الحصول على الكتاب) : বদর যুদ্ধের নিবেদিতপ্রাণ ছাহাবী এবং রাসূল (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক শহীদকারী উৎবা বিন আবু ওয়াক্কাছের হত্যাকারী (ইয়ামন প্রত্যাগত-*কুরতুবী*) প্রসিদ্ধ বীর হাতেব বিন আবু বালতা'আহ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর আসন্ন মক্কা অভিযানের খবর দিয়ে একটি পত্র লিখে একজন মহিলার মাধ্যমে গোপনে মক্কায় প্রেরণ করেন। অহি-র মাধ্যমে অবগত হয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আলী, যুবায়ের ও মিক্বদাদ (রাঃ)-কে দ্রুত পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমরা 'খাখ' (رَوْضَةُ خَاخٍ) নামক বাগিচায় গিয়ে একজন হাওদানশীন মহিলাকে পাবে, যার কাছে কুরায়েশদের নিকটে লিখিত একটি পত্র রয়েছে'। তারা অতি দ্রুত পিছু নিয়ে ১২ মাইল দূরে ঠিক সেখানে গিয়েই মহিলাকে পেলেন ও তাকে পত্রের কথা জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা অস্বীকার করলে তার হাওদা তল্লাশি করা হ'ল। কিন্তু না পেয়ে আলী (রাঃ) তাকে বললেন, مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মিথ্যা বলেননি। আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই তুমি চিঠিটি বের করে দিবে। নইলে অবশ্যই আমরা তোমাকে উলঙ্গ করব'। তখন মহিলা ভয়ে তার মাথার খোঁপা থেকে চিঠিটা বের করে দিল। পত্রখানা নিয়ে তারা মদীনায় ফিরে এলেন।

তখন হাতেবকে ডেকে রাসূল (ছাঃ) কারণ জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ، مَا بِىْ إِلاَّ أَنْ أَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِه، وَمَا غَيَّرْتُ وَلاَ بَدَّلْتُ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিবেন না। আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে বিশ্বাসী। আমার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন আসেনি বা আমি আমার দ্বীন বদল করিনি'। তবে ব্যাপারটি হ'ল এই যে, আমি কুরায়েশদের গোত্রভুক্ত নই। বরং একজন চুক্তিবদ্ধ মিত্র (حَلِيف) মাত্র। তাদের মধ্যে রয়েছে আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততি। তাদের সাথে আমার কোন আত্মীয়তা নেই, যারা তাদের হেফাযত করবে। অথচ আপনার সাথে যেসকল মুহাজির আছেন, তাদের সেখানে আত্মীয়-স্বজন আছে, যারা তাদের পরিবারকে নিরাপত্তা দিতে পারে। এজন্য আমি চেয়েছিলাম যে, তাদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি দেখাই, যাতে তারা আমার পরিবারকে নিরাপত্তা দেয়। وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِى، وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ 'আমি এটা আমার দ্বীন থেকে 'মুরতাদ' হয়ে করিনি বা ইসলামের পরে কুফরীতে খুশী হয়ে করিনি'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, صَدَقَ فَلاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ خَيْرًا 'সে সত্য বলেছে। অতএব তোমরা তার সম্পর্কে ভালো ব্যতীত কিছু বলো না'।

তখন ওমর (রাঃ) বলে উঠলেন, إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِى فَلْأَضْرِبْ عُنُقَهُ 'সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের সাথে খেয়ানত করেছে। আমাকে ছেড়ে দিন আমি এর গর্দান উড়িয়ে দেই' *(বুখারী হা/৩৯৮৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, دَعْنِى أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ' আমাকে ছেড়ে দিন এই মুনাফিকটার গর্দান উড়িয়ে দেই' *(বুখারী হা/৩০০৭)*। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا 'সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল'। তোমার কি জানা নেই হে ওমর! আহলে বদর সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন *(হাদীছে কুদসী)*, اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ 'তোমরা যা খুশী করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি'। একথা শুনে ওমরের দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত'।

অতঃপর আয়াত নাযিল হ'ল, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তার সাথে কুফরী করেছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপরে ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাক, তাহ'লে তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করো না। কেননা তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি ভালভাবে অবগত। যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে এ কাজ করবে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে' *(মুমতাহিনা ৬০/১)*।[৭৩৮]

মু'জেযা ও বিধানসমূহ (ظهور المعجزة والحصول على الأحكام) : গোপনে পত্র প্রেরণের তথ্য উদঘাটনের ফলে অত্র ঘটনায় রাসূল (ছাঃ)-এর মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছে। এর দ্বারা এই বিধানও জানা গেছে যে, প্রয়োজনে গুপ্তচরের লজ্জাস্থান নগ্ন করা যাবে। তাছাড়া এই বিধানও জারী হয়েছে যে, কবীরা গুনাহগার মুমিন ব্যক্তি কর্মগত কুফরী করলেও সে বিশ্বাসগতভাবে কাফের হয় না। যেমন এক্ষেত্রে হাতেব (রাঃ) কাফের হননি।

৭৩৮. বুখারী হা/৩৯৮৩, ৪২৭৪ 'মাগাযী' অধ্যায়, 'বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ ৯ এবং অনুচ্ছেদ ৪৬।

মক্কার পথে রওয়ানা (خروج إلى مكة) :

৮ম হিজরীর ৭ই রামাযান শুক্রবার ১০,০০০ সাথী নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। এই সময় মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করে যান আবু রুহুম কুলছূম আল-গেফারী-কে *(হাকেম হা/৬৫১৭)*। মুহাজির ও আনছারদের সকলেই অত্র অভিযানে যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত মদীনার আশপাশের নওমুসলিম গোত্রসমূহ যেমন আসলাম, গেফার, মুযায়না, জোহায়না, বনু সোলায়েম, আশজা' প্রভৃতি গোত্র সমূহ এই সাথে গমন করে। এদের মধ্যে মুযায়না গোত্রের এক হাযার ও বনু সুলায়েম-এর এক হাযার সৈন্য ছিল' *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৭৪)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এদিন রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় ছিলেন। সাথীগণের কেউ ছায়েম ছিলেন, কেউ ছিলেন না। অতঃপর মক্কা থেকে ৪২ মাইল দূরে কুরাউল গামীম পৌঁছে তিনি এক পাত্র পানি চাইলেন এবং তা উঁচু করে সবাইকে দেখিয়ে পান করে দিনের বেলায় ছিয়াম ভঙ্গ করলেন'... *(মুসলিম হা/১১১৩-১৪)*। স্থানটি ছিল আমাজ ও ওসফানের মধ্যবর্তী কুদাইদ নামক স্থানে (كَانَ بِالْكُدَيْدِ، بَيْنَ عُسْفَانَ وَأَمَجٍ)।[৭৩৯] কুদাইদ ছিল মক্কা থেকে ৪২ মাইল দূরে একটি ঝর্ণাধারার নাম(الكديد عين جارية على اثنين وأربعين ميلا من مكة)।[৭৪০]

পথিমধ্যের ঘটনাবলী (الواقعات فى الطريق)

(১) আব্বাস-এর সাথে সাক্ষাৎ (اللقاء مع العباس) : মদীনা থেকে মক্কার পথে ১৮৭ কি. মি. দূরে জুহফা (الْجُحْفَة) বা তার কিছু পরে পৌঁছে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয় চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। যিনি পরিবার-পরিজনসহ মুসলমান হয়ে মদীনার পথে হিজরতে বের হয়েছিলেন। যদিও আব্বাস খায়বর বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, আব্বাস ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর বিশ্বস্ত চাচা। যিনি কুরায়েশদের খবরাখবর গোপনে তাঁকে সরবরাহ করতেন এবং আবু তালেবের পরে তিনিই ছিলেন মক্কায় দুর্বল মুসলমানদের প্রধান আশ্রয়স্থল।

(২) চাচাতো ও ফুফাতো ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ (اللقاء مع الأخوين من العم والعمة) : মদীনা থেকে দক্ষিণে মক্কার পথে ২৫০ কি. মি. দূরে আবওয়া (الْأَبْوَاء), যেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর মা আমেনার কবর রয়েছে- সেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর চাচাতো ভাই ও দুধ ভাই আবু সুফিয়ান মুগীরাহ ইবনুল হারেছ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব এবং ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়া বিন মুগীরাহর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি উম্মুল

---

৭৩৯. ইবনু হিশাম ২/৪০০।
৭৪০. মুসলিম, শরহ নববী হা/১১১৩-এর ব্যাখ্যা।

মুমিনীন উম্মে সালামার বিমাতা ভাই ছিলেন। তাদের সম্পর্কে উম্মে সালামা অনুরোধ করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তাদের কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই'। চাচাতো ভাই মক্কায় আমার সম্মান বিনষ্ট করেছে এবং ফুফাতো ভাই মক্কায় আমার সম্পর্কে নানারূপ কুৎসা রটনা করেছে'। অতঃপর এ খবর জানতে পেরে তারা বলে উঠলেন, আল্লাহ্র কসম! হয় আল্লাহ্র রাসূল আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিবেন, না হয় আমরা আমাদের সন্তানাদি নিয়ে একদিকে চলে যাব। অতঃপর ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় মারা যাব'। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্তর নরম হ'ল এবং তাদেরকে অনুমতি দিলেন' (অতঃপর তারা ইসলাম কবুল করলেন)।[৭৪১]

অন্যদিকে হযরত আলী (রাঃ) আবু সুফিয়ান মুগীরাহ ইবনুল হারেছকে শিখিয়ে দিলেন যে, তুমি রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে গিয়ে সেই কথাগুলি বল, যা ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁকে বলেছিলেন- تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ 'আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ আপনাকে আমাদের উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম' *(ইউসুফ ১২/৯১)*। আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ তাই করলেন। আর সাথে সাথে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সেই জবাবই দিলেন, যা ইউসুফ (আঃ) তার ভাইদের দিয়েছিলেন- لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি হ'লেন দয়ালুদের সেরা দয়ালু' *(ইউসুফ ১২/৯২)*।

আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ ছিলেন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং রাসূল (ছাঃ)-এর বড় চাচা হারেছ-এর পুত্র। তিনিও হালীমা সা'দিয়াহ্র দুধ পান করেছিলেন। সেকারণে রাসূল (ছাঃ) ছিলেন তার দুধ ভাই। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে ক্ষমা করে দিলে খুশীতে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয় লাইনের একটি কবিতা পাঠ করেন। যার মধ্যে ৩য় লাইনে তিনি বলেন,

هَدَانِي هادٍ غيرُ نفسي ودَلَّنِي * على الله مَنْ طَرَّدتُ كُلَّ مُطَرَّدٍ

'আমার নফস ব্যতীত অন্য একজন পথপ্রদর্শক আমাকে পথ দেখিয়েছেন এবং আমাকে আল্লাহ্র পথের সন্ধান দিয়েছেন, যাকে সকল প্রকারের তিরস্কারের মাধ্যমে আমি

---

৭৪১. হাকেম হা/৪৩৫৯; ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭২৬৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৪১; ইবনু হিশাম ২/৪০০, সনদ ছহীহ; ঐ তাহকীক ক্রমিক ১৬৬৪। উল্লেখ্য যে, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) এখানে উম্মে সালামা (রাঃ)-এর কথা উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, এটি হওয়া উচিৎ নয় যে, আপনার চাচাতো ভাই, ফুফাতো ভাই ও শ্বশুরকুলের লোকেরা আপনার নিকট সবচেয়ে হতভাগ্য হবে (أَشْقَى النَّاسِ بِكَ) *(যাদুল মা'আদ ৩/৩৫২, আর-রাহীক্ব ৩৯৯ পৃঃ)*। কথাটি ওয়াক্বেদী (২/৮১০) সূত্রবিহীনভাবে বর্ণনা করেছেন।

তাড়িয়ে দিতাম'। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার বুকে থাবা মেরে বললেন, হ্যাঁ। أَنْتَ طَرَّدْتَنِيْ كُلَّ مُطَرَّدٍ 'তুমিই তো আমাকে সর্বদা তাড়িয়ে দিতে'।[৭৪২]

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তিনি কখনো লজ্জায় রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে মাথা উঁচু করে কথা বলতেন না। মক্কা বিজয়ের মাত্র ১৯ দিন পরে হোনায়েনের যুদ্ধে যে কয়জন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি কোনমতেই রাসূল (ছাঃ)-এর উটের লাগাম ছাড়েননি। তাঁর ছেলে জা'ফর হোনায়েন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দুই ছেলে জা'ফর ও আব্দুল্লাহ ছাহাবী ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে খুবই ভালবাসতেন এবং বলতেন, أَرْجُو أَنْ يَكُوْنَ خَلَفًا مِنْ حَمْزَةَ 'আশা করি তিনি হামযাহ্র স্থলাভিষিক্ত হবেন'। তিনি তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে বায়'আতুর রিযওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর ওফাতের পর তিনি যে ১০ লাইনের শোকগাথা পাঠ করেন, তা ছিল অতীব মর্মস্পর্শী ও হৃদয় বিদারক। ১৫ অথবা ২০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি বলেন, لاَ تَبْكُوْا عَلَيَّ فَوَاللهِ مَا نَطَقْتُ بِخَطِيئَةٍ مُنْذُ أَسْلَمْتُ 'আমার জন্য তোমরা কেঁদো না। আল্লাহ্র কসম! ইসলাম গ্রহণের পর হ'তে আমি কোন গোনাহের কথা বলিনি'।[৭৪৩]

ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়া, যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ফুফু আতেকার পুত্র ছিলেন। ইনিই আবু ত্বালিবের মৃত্যুর সময় তাকে তার পিতৃধর্মের উপরে মৃত্যুর জন্য অন্যতম প্ররোচনা দানকারী ছিলেন। ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলেছিলেন, আমরা কখনোই তোমার উপরে ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিবে' *(ইসরা ১৭/৯০)*। অতঃপর আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করেন এবং মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে তিনি ও আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ ইসলাম কবুলের উদ্দেশ্যে মদীনায় হিজরত করেন। পথিমধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং ইসলাম কবুল করেন।

প্রথম দিকে ইসলামের ঘোর দুশমন থাকলেও ইসলাম গ্রহণের পর সর্বক্ষণ রাসূল (ছাঃ)-এর সহযোগী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মক্কা বিজয়, হোনায়েন যুদ্ধ ও ত্বায়েফ যুদ্ধে যোগদান করেন এবং ত্বায়েফে শত্রুপক্ষের তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন।[৭৪৪]

---

৭৪২. হাকেম হা/৪৩৫৯; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ৩৭৬ পৃঃ, সনদ হাসান।
৭৪৩. যাদুল মা'আদ ৩/৩৫২-৩৫৩; আল-ইছাবাহ, আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ ক্রমিক ১০০২২।
৭৪৪. আল-ইছাবাহ, আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়া ক্রমিক ৪৫৪৬।

(৩) মার্রুয যাহরানে অবতরণ (النزول فى مر الظهران) : মক্কায় প্রবেশের আগের রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা থেকে ৩০ কি.মি. পূর্বে মার্রুয যাহরান (مَرُّ الظَّهْرَانِ) উপত্যকায় অবতরণ করেন এবং প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে আগুন জ্বালাতে বলেন। তাতে সমগ্র উপত্যকা দশ হাযার অগ্নিপিণ্ডের এক বিশাল আলোক নগরীতে পরিণত হয়। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবকে তিনি পাহারাদার বাহিনীর প্রধান নিয়োগ করেন।

মক্কাবাসীদের উপরে আসন্ন বিপদ আঁচ করে হযরত আব্বাস (রাঃ) অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি মনেপ্রাণে চাচ্ছিলেন যে, উপযুক্ত কোন লোক পেলে তিনি তাকে দিয়ে খবর পাঠাবেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই যেন কুরায়েশ নেতারা অনতিবিলম্বে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাদা খচ্চরের উপরে সওয়ার হয়ে রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়েন।

(৪) আবু সুফিয়ান গ্রেফতার (قبض أبى سفيان) :

ভীত ও শংকিত কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান, হাকীম বিন হেযাম ও বনু খোযা'আহ নেতা বুদাইল বিন ওয়ারক্বা মুসলমানদের খবর জানার জন্য রাত্রিতে ময়দানে বের হয়ে এসেছিলেন। তারা হঠাৎ গভীর রাতে দিগন্তব্যাপী আগুনের শিখা দেখে হতচকিত হয়ে পড়েন ও একে অপরে নানারূপ আশংকার কথা বলাবলি করতে থাকেন। এমন সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) তাদের কণ্ঠস্বর চিনতে পারেন ও কাছে এসে বলেন, কি দেখছ, এগুলি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেনাবাহিনীর জ্বালানো আগুন। একথা শুনে ভীত কম্পিত আবু সুফিয়ান বলে উঠলেন, فَمَا الْحِيْلَةُ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ 'তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত হৌন- এখন বাঁচার উপায় কি? আব্বাস (রাঃ) বললেন, وَاللهِ لَئِنْ ظَفِرَ بِكَ لَيَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ 'আল্লাহ্র কসম! তোমাকে পেয়ে গেলে তিনি অবশ্যই তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবেন'। অতএব এখুনি আমার খচ্চরের পিছনে উঠে বস এবং চলো রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে আমি তোমার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করে আবু সুফিয়ান খচ্চরের পিছনে উঠে বসলেন এবং তার সাথী দু'জন ফিরে গেলেন।

রাসূল (ছাঃ)-এর তাঁবুতে পৌঁছার আগ পর্যন্ত সকলে রাসূল (ছাঃ)-এর সাদা খচ্চর ও তাঁর চাচা আব্বাসকে দেখে সসম্মানে পথ ছেড়ে দিয়েছে। ওমরের নিকটে পৌঁছলে তিনি উঠে কাছে এলেন এবং পিছনে আবু সুফিয়ানকে দেখেই বলে উঠলেন, أَبُو سُفْيَانَ عَدُوُّ اللهِ 'আবু সুফিয়ান, আল্লাহ্র দুশমন! *আলহামদুলিল্লাহ* কোনরূপ চুক্তি ও অঙ্গীকার ছাড়াই আল্লাহ তোমাকে আমাদের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছেন'। বলেই তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর তাঁবুর দিকে চললেন। আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমিও দ্রুত খচ্চর হাঁকিয়ে দিলাম

এবং তার আগেই রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছে গেলাম। অতঃপর তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম। ইতিমধ্যে ওমর এসে পৌঁছলেন এবং বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا أَبُوْ سُفْيَانَ فَدَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই সেই আবু সুফিয়ান! আমাকে হুকুম দিন ওর গর্দান উড়িয়ে দেই'। আব্বাস (রাঃ) তখন রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি'। অতঃপর আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে উঠে গিয়ে কানে কানে বললাম, وَاللهِ لاَ يُنَاجِيْهِ اللَّيْلَةَ أَحَدٌ دُوْنِي 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি ছাড়া অন্য কেউ আজ রাতে আপনার সাথে গোপনে কথা বলবে না'। এরপর ওমর ও আব্বাসের মধ্যে কিছু বাক্য বিনিময় হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আব্বাস! এঁকে আপনার তাঁবুতে নিয়ে যান। সকালে ওঁকে নিয়ে আমার কাছে আসুন'।

(৫) আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ (إسلام أبي سفيان) :

সকালে তাঁর নিকটে গেলে তিনি আবু সুফিয়ানকে বললেন, وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ 'তোমার জন্য দুঃখ হে আবু সুফিয়ান! আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, একথা উপলব্ধি করার সময় কি তোমার এখনো আসেনি'? আবু সুফিয়ান বললেন, بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّيْ مَا أَحْلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنْ لَوْ كَانَ مَعَ اللهِ إِلَهٌ غَيْرُهُ لَقَدْ أَغْنَى شَيْئًا بَعْدُ 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হউন! আপনি কতইনা সহনশীল, কতই না সম্মানিত ও কতই না আত্মীয়তা রক্ষাকারী। আমি বুঝতে পেরেছি যে, যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য থাকত, তাহ'লে এতদিন তা আমার কিছু কাজে আসত'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ؟ 'তোমার জন্য দুঃখ হে আবু সুফিয়ান! আমি যে আল্লাহ্‌র রাসূল একথা উপলব্ধি করার সময় কি তোমার এখনো আসেনি'? আবু সুফিয়ান বললেন, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত হৌন! আপনি কতই না সহনশীল, কতই না সম্মানিত এবং কতই না আত্মীয়তা রক্ষাকারী। أَمَّا هَذِهِ فَإِنَّ فِي النَّفْسِ حَتَّى الْآنَ مِنْهَا شَيْئًا- 'কেবল এই ব্যাপারটিতে আমার মনের মধ্যে এখনো কিছুটা সংশয় রয়েছে'। সঙ্গে সঙ্গে ধমকের সুরে আব্বাস (রাঃ) তাকে বললেন, وَيْحَكَ أَسْلِمْ وَاشْهَدْ أَنْ لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ قَبْلَ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُكَ- 'তোমার ধ্বংস হৌক! গর্দান যাওয়ার পূর্বে ইসলাম কবুল কর এবং সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং

মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল'। সঙ্গে সঙ্গে আবু সুফিয়ান কালেমায়ে শাহাদাত পাঠের মাধ্যমে ইসলাম কবুল করলেন।

অতঃপর হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ الْفَخْرَ فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا 'আবু সুফিয়ান গৌরব প্রিয় মানুষ। অতএব এ ব্যাপারে তাকে কিছু প্রদান করুন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, نَعَم مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السَّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ آمِنٌ– 'বেশ, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি তার ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে, সে নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি অস্ত্র ফেলে দিবে, সে নিরাপদ থাকবে এবং যে ব্যক্তি মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ থাকবে'।[৭৪৫]

মুসলিম বাহিনীর মার্রুয যাহরান ত্যাগ (مغادرة مر الظهران للجيش الإسلامى) :

১৭ই রামাযান সোমবার সকালে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মার্রুয যাহরান ত্যাগ করে মক্কায় প্রবেশের জন্য যাত্রা শুরু করলেন।[৭৪৬] তিনি আব্বাসকে বললেন যে, আপনি আবু সুফিয়ানকে নিয়ে উপত্যকা থেকে বের হওয়ার মুখে সংকীর্ণ পথের পার্শ্বে পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। যাতে সে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ও শক্তি স্বচক্ষে দেখতে পারে। আব্বাস (রাঃ) তাই-ই করলেন। এরপর যখনই স্ব স্ব পতাকা সহ এক একটি গোত্র ঐ পথ অতিক্রম করে, তখনই আবু সুফিয়ান আব্বাসের নিকটে ঐ গোত্রের পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। যেমন আসলাম, গেফার, জোহায়না, মুযায়না, বনু সোলায়েম ও অন্যান্য গোত্র সমূহ। কিন্তু আবু সুফিয়ান ঐসব লোকদের তেমন মূল্যায়ন না করে বলেন, এদের সাথে আমার কি সম্পর্ক? এরপরে যখন আনছার ও মুহাজির পরিবেষ্টিত হয়ে লোহার বর্ম পরিহিত অবস্থায় জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে একটি বিরাট দলকে আসতে দেখলেন তখন আবু সুফিয়ান বলে উঠলেন, *সুবহানাল্লাহ* হে আব্বাস এরা কারা? আব্বাস (রাঃ) বললেন, মুহাজির ও আনছার বেষ্টিত হয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আসছেন'। আবু সুফিয়ান বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললেন, مَا لِأَحَدٍ بِهَؤُلَاءِ قِبَلٌ وَلَا طَاقَةٌ 'কারু পক্ষে এদের মুকাবিলার ক্ষমতা বা শক্তি হবে না'। অতঃপর বললেন, واللهِ يَا أَبَا الْفَضْلِ

---

৭৪৫. ইবনু হিশাম ২/৪০৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৪১; মুসলিম হা/১৭৮০; আবুদাঊদ হা/৩০২১; মিশকাত হা/৬২১০।

৭৪৬. মানছূরপুরী ৮ম হিজরীর ২০শে রামাযান বলেছেন *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/১১৮, ২/৩৬৮)*। যা ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হয়। মুবারকপুরী ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান মঙ্গলবার বলেছেন *(আর-রাহীক্ব ৪০১ পৃঃ)*। আধুনিক গণনায় ১৭ই রামাযান সোমবার হয়। আলোচনা দ্রষ্টব্য : 'মক্কা বিজয়' অধ্যায়, টীকা-৭৩২-৩৩।

لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ ابْنِ أَخِيكَ الْيَوْمَ عَظِيمًا 'আল্লাহ্র কসম, হে আবুল ফযল! তোমার ভাতিজার সাম্রাজ্য তো আজ অনেক বড় হয়ে গেছে'। আব্বাস (রাঃ) বললেন, يَا أَبَا سُفْيَانَ إِنَّهَا النُّبُوَّةُ 'হে আবু সুফিয়ান, এটা (রাজত্ব নয় বরং) নবুঅত'। আবু সুফিয়ান বললেন, نَعَمْ إِذَنْ 'হ্যাঁ, তাহ'লে তাই'।[৭৪৭]

সা'দের পতাকা তার পুত্রের নিকট হস্তান্তর (دفع اللواء إلى قيس ابن سعد) :

এ সময় একটি ঘটনা ঘটে যায়। আনছারদের পতাকা ছিল খাযরাজ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহ (রাঃ)-এর হাতে। তিনি ইতিপূর্বে ঐ স্থান অতিক্রম করার সময় আবু সুফিয়ানকে শুনিয়ে বলেন, الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةَ'আজ হ'ল মারপিটের দিন। আজ কা'বাকে হালাল করা হবে'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ঐ স্থান অতিক্রম করার সময় আবু সুফিয়ান বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি শুনেছেন সা'দ কি বলেছে? জিজ্ঞেস করলেন কি বলেছে? তখন তাকে উক্ত কথা বলা হ'ল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, كَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ 'সা'দ মিথ্যা বলেছে। বরং আজ হ'ল সেই দিন যেদিন আল্লাহ তা'আলা কা'বাকে সম্মানিত করবেন' *(বুখারী হা/৪২৮০)*। তখন হযরত ওছমান ও আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, আমরা সা'দের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নই। হয়ত সে কুরায়েশদের মারপিট শুরু করে দেবে'। একথা শুনে তিনি একজনকে পাঠিয়ে সা'দের নিকট থেকে পতাকা নিয়ে তার পুত্র ক্বায়েসকে দিলেন। যাতে সে বুঝতে পারে যে, পতাকা তার হাত থেকে বাইরে যায়নি। তবে কেউ কেউ বলেন, পতাকাটি যুবায়ের (রাঃ)-কে প্রদান করা হয় *(যাদুল মা'আদ ৩/৩৫৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অতিক্রম করে যাওয়ার পর হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে বললেন, النَّجَاءُ إِلَى قَوْمِكَ 'তোমার কওমের দিকে দৌড়াও'। আবু সুফিয়ান অতি দ্রুত মক্কায় গিয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ هَذَا مُحَمَّدٌ قَدْ جَاءَكُمْ فِيمَا لاَ قِبَلَ لَكُمْ بِهِ فَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ– 'হে কুরায়েশগণ! মুহাম্মাদ এসে গেছেন, যার মুকাবিলা করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। অতএব যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ থাকবে'। এ ঘোষণা শুনে তার স্ত্রী হিন্দা এসে তার মোচ ধরে বলে ওঠেন, এই চর্বিওয়ালা শক্ত মাংসধারী মশকটাকে তোমরা মেরে ফেল। এরূপ দুঃসংবাদ দানকারীর মন্দ হৌক'! আবু সুফিয়ান বললেন, তোমরা সাবধান হও! এই মহিলা যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে। লোকেরা বলল, হে আবু সুফিয়ান! আপনার

---

৭৪৭. ইবনু হিশাম ২/৪০৪; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ৩৭৮, হায়ছামী, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ, সনদ ছহীহ।

গৃহে কয়জনের স্থান হবে? তিনি বললেন, مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ 'যে ব্যক্তি তার নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে, সে নিরাপদ থাকবে এবং যে ব্যক্তি মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদ থাকবে' *(ছহীহাহ হা/৩৩৪১)*। একথা শোনার পর লোকেরা স্ব স্ব গৃহ এবং বায়তুল্লাহ্‌র দিকে দৌঁড়াতে শুরু করল। কিন্তু কিছু সংখ্যক নির্বোধ লোক ইকরিমা বিন আবু জাহল, ছাফওয়ান বিন উমাইয়া, সোহায়েল বিন আমর প্রমুখের নেতৃত্বে মক্কার 'খান্দামা' (الْخَنْدَمَة) পাহাড়ের কাছে গিয়ে জমা হ'ল মুসলিম বাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য। এদের মধ্যে কুরায়েশ মিত্র বনু বকরের জনৈক বীর হিমাস বিন ক্বায়েস (حِمَاس بنُ قَيْس) ছিল। যে ব্যক্তি মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য ধারালো অস্ত্র শান দিয়েছিল এবং মুসলমানদের ধরে এনে তার স্ত্রীর গোলাম বানাবার অহংকার প্রদর্শন করে স্ত্রীর সামনে কবিতা পাঠ করেছিল'।[৭৪৮]

খান্দামায় মুকাবিলা ও হতাহতের ঘটনা (وقعة القتال في الخندمة) :

মুসলিম বাহিনী খান্দামায় পৌঁছার পর ডান বাহুর সেনাপতি খালেদ বিন অলীদের সাথে তাদের মুকাবিলা হয়। তাতে ১২ জন নিহত হওয়ার পর তাদের মধ্যে পালানোর হিড়িক পড়ে যায়। কিন্তু এই সময় খালেদ বাহিনীর দু'জন শহীদ হন, যারা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তারা হ'লেন হুবাইশ বিন খালেদ বিন রাবী'আহ এবং কুরয বিন জাবের আল-ফিহরী। হুবাইশ ছিলেন খ্যাতনামা মহিলা উম্মে মা'বাদের ভাই। কুরয আল-ফিহরী ছিলেন প্রথম মদীনার উপকণ্ঠে হামলাকারী। যিনি অনেকগুলি গবাদিপশু লুট করে নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদরের কাছাকাছি সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত তাকে ধাওয়া করেও ব্যর্থ হন'।[৭৪৯]

এসময় বনু বকরের সেই স্বঘোষিত মহাবীর হিমাস বিন ক্বায়েস ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌঁড়ে এসে স্ত্রীকে বলে 'শীঘ্র দরজা বন্ধ কর'। স্ত্রী ঠাট্টা করে বলেন, কোথায় গেল তোমার সেই বীরত্ব? ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে সাড়ে তিন লাইন কবিতা বলল, যা ছিল খুবই সারগর্ভ ও অলংকারপূর্ণ। 'কবিতা হ'ল আরবদের রেজিষ্টার' (الشِّعْرُ دِيوانُ العَرَب)। এর মধ্যেই তাদের ইতিহাস ও ঘটনাবলীর রেকর্ড থাকে। সেই সাথে পাওয়া যায় তাদের অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর। যেমন ঐ ভীতিপূর্ণ অবস্থায় আদৌ কবিখ্যাতি নেই এমন একজন সাধারণ আরব ঐ সময়ের অবস্থা বর্ণনা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে চমৎকার কবিতা পাঠ করেছিল, তার তুলনা বিরল। কবিতাটিতে সে স্ত্রীর নিকটে পালিয়ে আসার কৈফিয়ত দিয়ে বলছে,

---

৭৪৮. যাদুল মা'আদ ৩/৩৫৬-৫৭, ইবনু হিশাম ২/৪০৭, আর-রাহীক্ব ৪০৩ পৃঃ।

৭৪৯. আল-ইছাবাহ, হুবাইশ বিন খালেদ ক্রমিক ১৬০৯; কুরয বিন জাবের আল-ফিহরী ক্রমিক ৭৩৯৯; গাযওয়া সাফওয়ান ক্রমিক ৬।

إِنَّكَ لَوْ شَهِدْتَ يَوْمَ الْخَنْدَمَهْ + إِذْ فَرَّ صَفْوَانُ وَفَرَّ عِكْرِمَهْ
وَأَبُو يَزِيدَ قَائِمٌ كَالْمُوتَمَهْ + وَاسْتَقْبَلَتْهُمْ بِالسُّيُوفِ الْمُسْلِمَهْ
يَقْطَعْنَ كُلَّ سَاعِدٍ وَجُمْجُمَهْ + ضَرْبًا فَلاَ يُسْمَعُ إِلاَّ غَمْغَمَهْ
لَهُمْ نَهِيتٌ خَلْفَنَا وَهَمْهَمَهْ + لَمْ تَنْطِقِي فِي اللَّوْمِ أَدْنَى كَلِمَهْ

(১) 'যদি তুমি খান্দামায় যুদ্ধের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে, যখন ছাফওয়ান ও ইকরিমা উর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছিলেন'। (২) 'কুরাইশের খতীব আবু ইয়াযীদ বহু ইয়াতীম সন্তান নিয়ে বিপর্যস্ত বিধবা মহিলার মত দাঁড়িয়েছিল। আর খান্দামা পাহাড় তাদেরকে উন্মুক্ত তরবারিসমূহ নিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল'। (৩) 'যেগুলি হাতের বাজু ও মাথার খুলিসমূহ তীব্র আঘাতে কচুকাটা করছিল। তখন কিছুই শোনা যাচ্ছিল না কেবল তাদের গুমগাম শব্দ ছাড়া'। (৪) 'আমাদের পিছনে তখন কেবলই ছিল তাদের তর্জন-গর্জন ও হুমহাম শব্দ। এমতাবস্থায় তুমি আমাকে তিরস্কারের কোন কথাই বলতে পারতে না'।[৭৫০]

অতঃপর ডান বাহুর সেনাপতি খালেদ বিন অলীদ (রাঃ) আসলাম, সুলাইম, গেফার, মুযায়না, জুহায়না প্রভৃতি আরব গোত্র সমূহকে নিয়ে মক্কার নিম্নভূমি দিয়ে ছাফা পাহাড়ে উপনীত হন। অন্যদিকে বামবাহুর সেনাপতি যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ) মক্কার উপরিভাগ দিয়ে প্রবেশ করে হাজূন (حَجُون) নামক স্থানে অবতরণ করেন। অতঃপর সেখানে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য তাঁবু প্রস্তুত করেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর পতাকা গেড়ে দেন। যে স্থানটিতে এখন 'বিজয় মসজিদ' (مسجد الفتح) অবস্থিত। একইভাবে আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) পদাতিক বাহিনী নিয়ে বাত্বনে ওয়াদীর পথ ধরে মক্কায় উপস্থিত হন। অতঃপর সবশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে পৌঁছে যান *(আর-রাহীক্ব ৪০৩-০৪ পৃঃ)*।[৭৫১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মক্কায় প্রবেশ (دخول مكة للرسول صـ) :

ক্বাছওয়া উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে আনছার ও মুহাজির পরিবেষ্টিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় প্রবেশ করেন। এদিন তিনি আল্লাহ্র প্রতি বিনয়ী ও তাঁর নে'মতের শুকরিয়া আদায়কারী হিসাবে মক্কায় প্রবেশ করেন। বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় অহংকারীভাবে নয়। এ সময় তিনি সওয়ারীর উপরে বসে সূরা ফাৎহ বা তার কিছু অংশ ধীর কণ্ঠে বারবার পাঠ করছিলেন' *(বুখারী হা/৪২৮১, ৫০৪৭)*। যুদ্ধের প্রস্তুতি থাকার

---

৭৫০. যাদুল মা'আদ ৩/৩৫৭, ইবনু হিশাম ২/৪০৮; ঐ, তাহকীক ক্রমিক ১৬৭৩, সনদ 'মুরসাল'।

৭৫১. এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, মক্কার নিম্নভূমি 'যূ-তুওয়া' (ذُو طُوَى) পৌঁছলে বিজয়ের স্পষ্ট লক্ষণ দেখে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ের এই মহা সম্মান লাভে অত্যন্ত বিনীত হয়ে পড়েন এবং স্বীয় লাল চাদরের এক প্রান্ত ধরে হাওদার মাঝখানে মাথা নীচু করে দেন। যা তাঁর দাড়ি স্পর্শ করে' *(ইবনু হিশাম ২/৪০৫; আর-রাহীক্ব ৪০৩ পৃঃ)*। বর্ণনাটির সনদ 'যঈফ' *(আর-রাহীক্ব, তা'লীক্ব ১৭২ পৃঃ)*।

কারণে রাসূল (ছাঃ) এ দিন মুহরিম ছিলেন না। এ সময় তাঁর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণের উপর কালো পাগড়ী ছিল'।[৭৫২]

অতঃপর তিনি মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন এবং হাতের মাথা বাঁকানো লাঠি দ্বারা হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করেন। অতঃপর বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করেন।[৭৫৩] এ সময় কা'বাগৃহের ভিতরে ও বাইরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতের লাঠি দ্বারা এগুলি ভাঙতে থাকেন এবং কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়তে থাকেন।- وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا 'তুমি বল, হক এসে গেছে, বাতিল দূরীভূত হয়েছে। নিশ্চয়ই বাতিল দূরীভূত হয়েই থাকে' *(বনু ইসরাঈল ১৭/৮১)*। তিনি আরও পড়েন, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ 'তুমি বল হক এসে গেছে এবং বাতিল আর না শুরু হবে, না ফিরে আসবে' *(সাবা ৩৪/৪৯)*। অর্থাৎ সত্যের মুকাবিলায় মিথ্যা এমনভাবে পর্যুদস্ত হয় যে, তা কোন বিষয়ের সূচনা বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না' *(বুখারী হা/৪২৮৭)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী অতঃপর তিনি ওছমান বিন ত্বালহাকে ডেকে তাকে ভিতর থেকে সমস্ত মূর্তি-প্রতিকৃতি বের করার নির্দেশ দেন। এসময় তিনি তার মধ্যে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর দু'টি প্রতিকৃতি দেখেন। যাদের হাতে ভাগ্য নির্ধারণী তীর দেখে তিনি বলে ওঠেন, قَاتَلَهُمُ اللهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ 'মুশরিকদের আল্লাহ ধ্বংস করুন। আল্লাহ্র কসম! তারা জানে যে, তাঁরা কখনোই এ ধরনের ভাগ্যতীর ব্যবহার করেননি'। তিনি বলেন, مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 'ইবরাহীম কখনো ইহূদী বা নাছারা ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না' *(আলে ইমরান ৩/৬৭)*। ইবনু আব্বাসের অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, সেখানে মারিয়ামের ছবিও ছিল *(বুখারী হা/৩৩৫১)*। এভাবে সমস্ত ছবি-মূর্তি দূর হওয়ার পর তিনি কা'বাগৃহে প্রবেশ করেন ও ঘরের চারিদিকে তাকবীর দেন *(বুখারী হা/৪২৮৮)*।

---

৭৫২. বুখারী হা/৪২৮৬, মুসলিম হা/১৩৫৮ (৪৫১)।

৭৫৩. আবুদাঊদ হা/১৮৭৮। প্রসিদ্ধ আছে যে, এসময় মক্কার একজন দুঃসাহসী পুরুষ 'ফাযালাহ বিন ওমায়ের' (فَضَالَة بن عُمَير) রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে ত্বাওয়াফের সময় তাঁর কাছাকাছি হয় এবং তাঁকে হত্যার উদ্যোগ নেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেসে উঠে বলেন, কি মতলব হে ফাযালাহ! সে বলল, কিছু না। আমি আল্লাহ্র যিকির করছিলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) তার বুকে হাত রেখে বলেন, আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও। এতে তার হৃদয় শীতল হয়ে যায়। ফাযালাহ বলেন, এটি আমার নিকটে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয়তর ছিল'। এরপর সে মুসলমান হয়ে যায় *(ইবনু হিশাম ২/৪১৭; আর-রাহীক্ব ৪০৭ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/৩৬৩)*। ঘটনাটি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয় *(মা শা-'আ ১৯২ পৃঃ; আলবানী, দিফা' 'আনিল হাদীছ, পৃঃ ১/৩৩, সনদ যঈফ)*।

ইবনু ওমরের বর্ণনায় এসেছে যে, অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন ও দরজা বন্ধ করে দেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা, বেলাল এবং ওছমান বিন তালহা (রাঃ)। এরপর তিনি কা'বার দরজা পিছনে রেখে সম্মুখ দেওয়ালের তিন হাত পিছনে দুই খাম্বার মাঝে দাঁড়িয়ে বাম দিকে এক খাম্বা ও ডান দিকে দুই খাম্বা এবং পিছনে তিন খাম্বা রেখে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। এ সময় কা'বাগৃহে মোট ছয়টি খাম্বা ছিল'।[৭৫৪] কোন কোন বিদ্বান একে 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' দু'রাক'আত ছালাত বলেছেন।[৭৫৫]

ঐদিন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কা'বা গৃহের মধ্যে ছালাত আদায় করেছিলেন কি-না, এ নিয়ে বেলাল ও উসামাহ্র দু'ধরনের বক্তব্য থাকায় বিদ্বানগণ একমত হ'তে পারেননি। বেলাল বলেছেন, 'পড়েছেন দুই ইয়ামানী খাম্বার মাঝে' *(বুখারী হা/১৫৯৮, ৪২৮৯)*। অন্যদিকে উসামা বলেছেন, 'পড়েননি, বরং ঘরের চারদিকে হেটে তাকবীর দিয়েছেন' *(মুসলিম হা/১৩৩০, ফাৎহ ৩/৫৪৩)*। এর সমন্বয় দু'ভাবে হ'তে পারে। ১. বেলালের বর্ণনা হ্যাঁ বোধক (مُثْبِتٌ)। তাছাড়া এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। অতএব সেটাই অগ্রাধিকারযোগ্য। ২. উসামা বালতি ভরে পানি নিয়ে যখন প্রবেশ করেন, তখন তিনি তাকে (ছালাত শেষে) দাঁড়িয়ে দো'আ পাঠ ও তাকবীর দিতে দেখেন। উপরন্তু ঘরে ছিল অন্ধকার। অতএব বাহির থেকে ঢুকে ছালাত দেখতে না পাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয় *(ফাৎহ ৩/৫৪৭)*। এটা নিশ্চিত যে, ঐ সময় রাসূল (ছাঃ) 'মুহরিম' ছিলেন না *(বুখারী হা/৪২৮৬)*। অতএব মসজিদ হিসাবে সেখানে 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' দু'রাক'আত নফল ছালাত পড়াটাই স্বাভাবিক। পরবর্তীতে বিদায় হজ্জের সময় তিনি কা'বার মধ্যে ছালাত আদায় করেননি। বরং বাইরে মাক্বামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে কা'বাকে সামনে রেখে ছালাত আদায় করেছেন। কেননা এভাবে আদায়ের নির্দেশ রয়েছে কুরআনে *(বাক্বারাহ ২/১২৫)*।[৭৫৬] অতঃপর তিনি দরজা খুলে দেন। এসময় শত শত মানুষ কা'বাগৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল' *(মুসলিম হা/১৩২৯)*। অতঃপর ত্বাওয়াফ শেষে উষ্ট্রীকে বসানোর জায়গা না পেয়ে বাতনে ওয়াদীতে সরিয়ে দেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৮২৮)*।

এসময় আবুবকর (রাঃ) তাঁর বৃদ্ধ ও অন্ধ পিতা আবু কুহাফাকে নিয়ে আসেন। তাকে দেখে রাসূল (ছাঃ) বললেন, কেন তুমি তাকে বাড়ীতে রেখে এলে না? আমিই তাঁর কাছে যেতাম। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আপনি যাওয়ার চাইতে তাঁরই আসার হক বেশী। অতঃপর তিনি পিতাকে সামনে বসিয়ে দিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁর বুকে হাত রেখে বললেন, ইসলাম কবুল করুন! নিরাপদ থাকুন'। তিনি ইসলাম কবুল করলেন।[৭৫৭]

---

৭৫৪. মুসলিম হা/১৩২৯; বুখারী হা/৫০৫।
৭৫৫. ফাৎহুল বারী ৩/৫৪৪, হা/১৫৯৮-এর আলোচনা 'হজ্জ' অধ্যায়-২৫, অনুচ্ছেদ-৫১।
৭৫৬. বিস্তারিত দ্রঃ ফাৎহুল বারী ৩/৫৪৫, ৫৪৭, হা/১৫৯৮ ও ১৬০১-এর ব্যাখ্যা, 'হজ্জ' অধ্যায়, ৫১ ও ৫৪ অনুচ্ছেদ।
৭৫৭. ইবনু হিশাম ২/৪০৬।

রাসূল (ছাঃ)-এর হাজূনে অবতরণ (نزول الرسول صـــ بحجون فى مكة) :

এদিন তিনি তাঁর নিজ পিতৃগৃহে অবতরণ করেননি। বরং তাঁর জন্য হাজূনে (حَجُون) প্রস্তুতকৃত তাঁবুতে অবতরণ করেন।[৭৫৮] এই স্থানেই কুরায়েশগণ বনু হাশেম ও মুসলমানদের সাথে বয়কটচুক্তি করেছিল, যা তিন বছর স্থায়ী হয়। উসামা বিন যায়েদ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, বাড়িতে প্রবেশ করবেন কি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আক্বীল আমাদের জন্য কোন ঘর-বাড়ি ছেড়ে গেছেন কি?[৭৫৯] অর্থাৎ ‘আক্বীল ও তার বড় ভাই ত্বালিব, যারা তখন কাফের ছিলেন। বদর যুদ্ধের বছর কাফের অবস্থায় ত্বালিবের মৃত্যুর পর ‘আক্বীল তাদের বাড়ি-ঘর সব বেঁচে দিয়েছিলেন। আর আলী ও জা‘ফর ইসলামের কারণে আবু ত্বালিবের অংশীদার হননি। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, মুসলিম কোন কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না।[৭৬০]

১ম দিনের ভাষণ (خطاب اليوم الأول)

মক্কা বিজয়ের দু’দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাধিক ভাষণ দিয়েছেন। পূর্বাপর সম্পর্ক বিবেচনায় ভাষণগুলিকে ১ম দিনের ও ২য় দিনের ভাষণ হিসাবে ভাগ করা হয়েছে।

১ম দিন তিনি কা‘বাগৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে কুরায়েশদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।-

(১) হামদ ও ছানা শেষে তিনি বলেন, اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ‘আল্লাহ সবার চেয়ে বড়, আল্লাহ সবার চেয়ে বড়, আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি এক, যাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সেনাদল সমূহকে একাই পরাভূত করেছেন’। **(২)** أَلاَ كُلُّ مَأْثُرَةٍ أَوْ مَالٍ أَوْ دَمٍ فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلاَّ سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ ‘শুনে রাখ, সম্মান ও সম্পদের সকল অহংকার এবং রক্তারক্তি আমার এই পদতলে পিষ্ট হ’ল।

৭৫৮. সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৮২; মুসনাদ আবু ইয়া‘লা হা/৫৯৫৪; বুখারী হা/৩৫৭; মুসলিম হা/৩৩৬ (৮২)।
৭৫৯. মুসলিম হা/১৩৫১; বুখারী হা/১৫৮৮।
৭৬০. ফাৎহুল বারী হা/১৫৮৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য। উল্লেখ্য যে, ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে সেই বছর কাফের অবস্থায় ত্বালিবের মৃত্যু হ’লে আক্বীল সব সম্পত্তির মালিক হন। পরে তিনি সবকিছু বেঁচে দেন। আক্বীল ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের বছর মুসলমান হন। কেউ বলেছেন, ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির পর। তিনি ৮ম হিজরীর প্রথম দিকে মদীনায় হিজরত করেন। পরে মুতার যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি কুরায়েশদের চারজন প্রসিদ্ধ বিবাদ মীমাংসাকারী ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন। বংশবিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি (১০১ বছরের) দীর্ঘ বয়সে ইয়াযীদ বিন মু‘আবিয়ার শাসনকালের (৬০-৬৪ হি.) প্রথম দিকে মৃত্যুবরণ করেন *(আল-ইছাবাহ, ‘আক্বীল ক্রমিক ৫৬৩২)*।

কেবলমাত্র বায়তুল্লাহ্র চাবি সংরক্ষণ ও হাজীদের পানি পান করানোর সম্মানটুকু ছাড়া (অর্থাৎ এ দু'টি দায়িত্ব তোমাদের জন্য বহাল রইল)। (৩) أَلاَ وَقَتْلُ الْخَطَإِ شِبْهُ الْعَمْدِ السَّوْطُ وَالْعَصَا، فَفِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا 'ভুলক্রমে হত্যা যা লাঠিসোটা দ্বারা হয়ে থাকে, তা ইচ্ছাকৃত হত্যার সমতুল্য। তাকে পূর্ণ রক্তমূল্য দিতে হবে একশ'টি উট। যার মধ্যে ৪০টি হবে গর্ভবতী'।[৭৬১]

(৪) অতঃপর বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، فَالنَّاسُ رَجُلاَنِ : مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُوْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ– 'হে জনগণ! আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অংশ ও পূর্ব পুরুষের অহংকার দূরীভূত করে দিয়েছেন। মানুষ দু'প্রকারের : মুমিন আল্লাহভীরু অথবা পাপাচারী হতভাগা। তোমরা আদম সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী' (আর মাটির কোন অহংকার নেই)। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ– 'হে মানবজাতি! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং তিনি সবকিছুর খবর রাখেন' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।[৭৬২]

(৫) তিনি বললেন, لاَ يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'আজকের দিনের পর কোন কুরায়শীকে আর যুদ্ধাবস্থা ব্যতীত হত্যা করা হবে না' *(মুসলিম হা/১৭৮২)*। অর্থাৎ তারা এদিন সবাই মুসলমান হবে এবং কেউ মুরতাদ হবে না। আর অন্যায়ভাবে তাদের কাউকে হত্যা করা হবে না *(ঐ, শরহ নববী)*। অতঃপর তিনি বলেন, أَقُوْلُ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ 'আমি এগুলি বললাম। অতঃপর আমি আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য ও তোমাদের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৮২৮)*।

(৬) ভাষণ শেষে তিনি সমবেত কুরায়েশদের উদ্দেশ্যে বলেন, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟ 'হে কুরায়েশগণ! আমি তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করব বলে

৭৬১. আবুদাউদ হা/৪৫৪৭, সনদ হাসান; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৮২৮, সনদ ছহীহ।
৭৬২. তিরমিযী হা/৩২৭০; আবু দাউদ হা/৫১১৬; ঐ, মিশকাত হা/৪৮৯৯; ছহীহাহ হা/২৭০০।

তোমরা আশা কর'? সবাই বলে উঠল, خَيْرًا، أَخٌ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ 'উত্তম আচরণ। আপনি দয়ালু ভাই ও দয়ালু ভাইয়ের পুত্র'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ 'শোন! আমি তোমাদের সেকথাই বলছি, যেকথা ইউসুফ তার ভাইদের বলেছিলেন, 'তোমাদের প্রতি আজ আর কোন অভিযোগ নেই' *(ইউসুফ ১২/৯২)*। যাও তোমরা সবাই মুক্ত'।[৭৬৩] বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ।[৭৬৪] কিন্তু মতন (Text) মশহূর এবং এর মর্ম (Meaning) সঠিক। কারণ ঐ দিন কাউকে বন্দী করা হয়নি বা গণীমত সংগ্রহ করা হয়নি। বরং সবাই মুক্ত ছিল এবং উপস্থিত সবাই বায়'আত গ্রহণ করে ইসলাম কবুল করেছিল।

উক্ত প্রসঙ্গে উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বলেন, 'ওহোদের দিন আনছারদের ৬৪ জন ও মুহাজিরদের ৬ জন শহীদ হন। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথীগণ বলেন, 'যদি আমাদের নিকট মুশরিকদের সঙ্গে এইরূপ কোন দিন আসে, তাহ'লে আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে দ্বিগুণ প্রতিশোধ নেব। অতঃপর যখন মক্কা বিজয়ের দিন এল, তখন একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি বলে উঠল, لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِنَ الْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ إِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا، نَاسًا سَمَّاهُمْ 'আজকের দিনের পর আর কোন কুরায়েশ নেই'। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর একজন ঘোষক উচ্চৈঃস্বরে বললেন, কালো-সাদা সকলে নিরাপত্তা পাবে, অমুক অমুক ব্যতীত, যাদের নাম তিনি বললেন। এ সময় আল্লাহ নাযিল করেন, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ 'যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা ছবর কর, তাহ'লে সেটাই ছবরকারীদের জন্য উত্তম হবে' *(নাহল ১৬/১২৬)*। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, نَصْبِرُ وَلاَ نُعَاقِبُ 'আমরা ছবর করব, প্রতিশোধ নেব না' *(আহমাদ হা/২১২৬৭, সনদ হাসান)*।

সেমতে ছবর করা হয়, ঘোষিত মাত্র কয়েকজনকে হত্যা করা হয়। বস্তুতঃ এদিন কিছু সময়ের জন্য রক্তপাত হালাল করা হ'লেও ২য় দিনের ভাষণে তা চিরকালের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়।

---

৭৬৩. ইবনু হিশাম ২/৪১২; যাদুল মা'আদ ৩/৩৬০; আর-রাহীক্ব ৪০৫ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ৪/৩০১।
৭৬৪. হাদীছ যঈফ, তাহকীক ইবনু হিশাম, ক্রমিক ১৬৮১; যঈফাহ হা/১১৬৩; মা শা-'আ ১৯০ পৃঃ।

১ম দিনের অন্যান্য খবর (أمور أخرى فى اليوم الأول)

(ক) কালো খেযাব নিষিদ্ধ (نهى الخضاب الأسود) :

এদিন আবুবকর (রাঃ) স্বীয় পিতা আবু কুহাফাকে ইসলাম কবুলের জন্য নিয়ে এলে তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি কাশফুলের মত সাদা দেখে রাসূল (ছাঃ) বলেন, غَيِّرُوا هَذَا بِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ 'তোমরা এঁর চুলগুলি কালো ব্যতীত অন্য কোন রং দিয়ে পরিবর্তন করে দাও'।[৭৬৫] ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ 'শেষ যামানায় একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা কালো রং-এর খেযাব লাগাবে কবুতরের বুকের ঠোসার কালো পাখনা সমূহের ন্যায়। এরা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না'।[৭৬৬]

(খ) কা'বাগৃহের চাবি হস্তান্তর (رد مفتاح بيت الله) :

জাহেলী যুগ থেকেই বনু হাশেমের উপর এবং সে হিসাবে ইসলামী যুগের প্রাক্কালে হযরত আব্বাস-এর উপরে হাজীদের পানি পান করানোর এবং ওছমান বিন ত্বালহার উপর কা'বার চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল। ওছমান বিন ত্বালহা ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন'। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (ছাঃ) তার নিকটেই পুনরায় চাবি হস্তান্তর করেন *(ইবনু হিশাম ২/৪১২)*।[৭৬৭] যা আজও অব্যাহত আছে।

---

৭৬৫. মুসলিম হা/২১০২ (৭৯); মিশকাত হা/৪৪২৪।

৭৬৬. আবুদাঊদ হা/৪২১২; নাসাঈ হা/৫০৭৫; মিশকাত হা/৪৪৫২ 'পোষাক' অধ্যায়, 'চিরুনী করা' অনুচ্ছেদ।

৭৬৭. আর-রাহীক্ব ৩৪৭-৪৮, ৪০৫ পৃঃ। এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, ভাষণ শেষে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মাসজিদুল হারামে বসে পড়লেন। এমন সময় চাবি হাতে নিয়ে হযরত আলী (রাঃ) এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'আমাদেরকে হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্বের সাথে সাথে কা'বাগৃহের চাবি সংরক্ষণের দায়িত্বটাও অর্পণ করুন'। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এই দাবীটি চাচা আব্বাস (রাঃ) করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'ওছমান বিন ত্বালহা কোথায়? অতঃপর তিনি এলে তাকে বললেন, هَاكَ مِفْتَاحَكَ يَا عُثْمَانُ الْيَوْمَ يَوْمُ بِرٍّ وَوَفَاءٍ 'হে ওছমান! এই নাও তোমার চাবি। আজ হ'ল সদাচরণ ও ওয়াদা পূরণের দিন' *(ইবনু হিশাম ২/৪১২; আর-রাহীক্ব ৪০৫ পৃঃ)*। এর সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ *(আলবানী, যঈফাহ হা/১১৬৩)*। উল্লেখ্য যে, ওছমান-এর পিতা ত্বালহা ও চাচা ওছমান বিন আবু ত্বালহা আল-'আবদারী আল-হাজাবী ওহোদের যুদ্ধে নিহত হন *(আল-ইছাবাহ,* ওছমান বিন ত্বালহা *ক্রমিক ৫৪৪৪)*।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একথাও বলেন, خُذُوهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لاَ يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إِلاَّ ظَالِمٌ 'তোমরা এটা গ্রহণ কর চিরদিনের জন্য। তোমাদের কাছ থেকে কেউ এটা ছিনিয়ে নেবে না যালেম ব্যতীত। হে ওছমান! আল্লাহ তাঁর গৃহের জন্য তোমাদেরকে আমানতদার করেছেন। 'অতএব এই গৃহ থেকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে যা তোমাদের কাছে আসবে, তা তোমরা ভক্ষণ করবে' *(ফাৎহুল বারী হা/৪২৮৯-এর আলোচনা; যাদুল মা'আদ ৩/৩৬০; আর-রাহীক্ব ৪০৫ পৃঃ)*। বর্ণনাটি বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত নয়' *(মা শা-'আ ১৯২ পৃঃ)*। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। যা আজও অব্যাহত আছে।

যাদের ১০৮তম বংশধর শায়খ আব্দুল কাদের আশ-শায়বী ৭৫ বছর বয়সে গত ২৩শে অক্টোবর'২০১৪-তে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পরে এখন দায়িত্বে আছেন শায়বী পরিবারের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি ড. ছালেহ বিন ত্বোয়াহা আশ-শায়বী।[৭৬৮]

(গ) ৮ রাক'আত নফল ছালাত আদায় (اداء الصلاة النافلة ثماني ركعات) :

মক্কা বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পর দুপুরের কিছু পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'হাজূনে' তাঁর অবস্থান স্থলে গমন করেন ও গোসল সারেন। এ সময় ফাতেমা (রাঃ) তাঁকে পর্দা করেন। গোসলের সময় আলী (রাঃ)-এর বোন উম্মে হানী (যিনি ঐ দিন ইসলাম কবুল করেন), সেখানে যান ও অনুমতি প্রার্থনা করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এক কাপড়ে ৮ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করেন। তিনি বলেন, এটি ছিল 'ছালাতুয যুহা'।[৭৬৯] অতঃপর তিনি উম্মে হানীর সাথে কথা বলেন। ঐ সময় উম্মে হানীর গৃহে তার দু'জন দেবর হারেছ বিন হিশাম ও আব্দুল্লাহ বিন আবু রাবী'আহ আশ্রিত ছিল। আলী (রাঃ) তাদের হত্যা করতে চেয়েছিলেন। উম্মে হানী তাদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আশ্রয় চাইলে তিনি তাদের আশ্রয় দেন।[৭৭০] ইবনু কাছীর বলেন, এটি ছিল বিজয়োত্তর শুকরিয়ার ছালাত, যা তিনি দুই দুই রাক'আত করে পড়েছিলেন। পরে এটাই রীতি হয়ে যায়। যেমন সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ মাদায়েন বিজয়ের দিন এটা পড়েন।[৭৭১]

(ঘ) কা'বার ছাদে আযানের ধ্বনি (التأذين على سقف الكعبة) :

যোহরের ওয়াক্ত সমাগত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলালকে নির্দেশ দিলেন কা'বার ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দিতে। শুরু হ'ল বেলালের মনোহারিণী কণ্ঠের গুরুগম্ভীর আযান ধ্বনি। শিরকী জাহেলিয়াত খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়লো তাওহীদ ও রিসালাতের গগনভেদী আওয়াযে। মক্কার পাহাড়ে ও উপত্যকায় সে আওয়ায ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে চলে গেল দূরে বহু দূরে। ছবি ও মূর্তিহীন কা'বা পুনরায় ইবরাহীমী যুগের আসল চেহারা ফিরে পেল। বেলালী কণ্ঠের এ আযান ধ্বনি যেন তাই খোদ কা'বারই কণ্ঠস্বর। মুমিনের হৃদয়ে তা এনে দিল এক অনাবিল আনন্দের অব্যক্ত মূর্চ্ছনা, এক অনুপম আবেগেয় বাঙ্ময় অনুভূতি। আড়াই হাযার বছর পূর্বে নির্মিত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের স্মৃতিধন্য কা'বার পাদদেশে মাক্বামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ছালাতের ইমামতি করবেন ইসমাঈল-সন্তান মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*। মক্কার অলিতে-গলিতে শুরু হ'ল এক অনির্বচনীয় আনন্দের ফল্গুধারা। দলে দলে মুমিন নর-

---

৭৬৮. মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, ডিসেম্বর'১৪, ১৮তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৪৬ পৃঃ।

৭৬৯. বুখারী হা/৩৫৭; মুসলিম হা/৩৩৬ (৮২)।
প্রসিদ্ধ আছে যে, এদিন রাসূল (ছাঃ) উম্মে হানীর গৃহে প্রবেশ করেন ও সেখানে গোসল করে ৮ রাক'আত ছালাত আদায় করেন *(আর-রাহীক্ব ৪০৬ পৃঃ)*। কথা সঠিক নয়। বরং সঠিক সেটাই যা উপরে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

৭৭০. হাকেম হা/৫২১০; আহমাদ হা/২৬৯৩৬, সনদ ছহীহ।

৭৭১. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নছর, ৮/৪৮২।

নারী ছুটলো কা'বার পানে। সে দৃশ্য কেবল মনের চোখেই দেখা যায়। লিখে প্রকাশ করা যায় না। কেবল হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়, মুখে বলা যায় না। কিন্তু শয়তান কখনই তার স্বভাব ছাড়ে না।[৭৭২]

(ঙ) যাদের রক্ত মূল্যহীন ঘোষণা করা হয় (رجال من أهدر دمائهم) :

মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বড় বড় পাপীদের মধ্যে ৯ জনের রক্ত মূল্যহীন ঘোষণা করেন এবং কঠোর নির্দেশ জারী করেন যে, এরা যদি কা'বার গেলাফের নীচেও আশ্রয় নেয়, তথাপি তাদের হত্যা করা হবে। এই নয় জন ছিল- (১) আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবু সারাহ। ইনি ওছমান গণী (রাঃ)-এর দুধ ভাই ছিলেন। পরে মুসলমান হন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর 'অহি' লেখক হন। পরে 'মুরতাদ' হয়ে কুরায়েশদের কাছে ফিরে যায়। (২) আব্দুল্লাহ বিন খাত্বাল। এ ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) তাকে যাকাত সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি তার মুসলিম গোলামকে হত্যা করেন। অতঃপর 'মুরতাদ' হয়ে মুশরিকদের সাথে মিশে যায়। সে কা'বাগৃহের গেলাফ ধরে ঝুলছিল *(যাদুল মা'আদ ৩/৩৯০)*। জনৈক ছাহাবী এখবর দিলে রাসূল (ছাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। (৩-৪) আব্দুল্লাহ বিন খাত্বালের দুই দাসী। যারা রাসূল (ছাঃ)-কে ব্যঙ্গ করে গান গাইত (৫) হুওয়াইরিছ বিন নুক্বাইয বিন ওয়াহাব (حُوَيرِث بن نُقَيذ)। সে মক্কায় রাসূল (ছাঃ)-কে কঠিনভাবে কষ্ট দিত। এ ব্যক্তি মক্কা থেকে মদীনায় প্রেরণের সময় রাসূল-কন্যা হযরত ফাতেমা ও উম্মে কুলছূমকে তীর মেরে উটের পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছিল'। (৬) মিক্বইয়াস বিন হুবাবাহ (مِقْيَس بن حُبابة)। এ ব্যক্তি ইতিপূর্বে মুসলমান হয়ে জনৈক আনছার ছাহাবীকে হত্যা করে 'মুরতাদ' হয়ে মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। (৭) সারাহ- যে আব্দুল মুত্ত্বালিবের সন্তানদের কারু দাসী ছিল। ধারণা

---

৭৭২. এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারব এবং তার সাথী মুশরিক নেতা আত্তাব বিন আসীদ ও হারেছ বিন হেশাম- যারা তখন কা'বার চত্বরে বসেছিলেন, এ আযান তাদের হৃদয়ে কোন রেখাপাত করেনি। জাহেলী যুগের কৌলিন্যের অহংকার তখনও তাদেরকে তাড়া করে ফিরছিল। তাদের অন্যতম নেতা উমাইয়া বিন খালাফের সাবেক ক্রীতদাস ও তার হাতে সে সময় মর্মান্তিকভাবে নির্যাতিত নিগ্রো যুবক বেলাল আজ মহাপবিত্র কা'বার ছাদে উঠে দাঁড়িয়েছে, এটা তাদের কাছে ছিল নিতান্ত অসহনীয় বিষয়। কথায় কথায় আল্লাহ্র নাম নিলেও লাত ও 'উয্যার এই সেবকদের নিকটে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র আযান ধ্বনি অত্যন্ত অপসন্দনীয় ঠেকলো। তাই আত্তাব বলে উঠলেন, (পিতা) আসীদকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন যে, তিনি এটা শুনেননি, যা তাঁকে ক্রুদ্ধ করত'। হারেছ বললেন, আল্লাহ্র কসম! যদি আমি জানতে পারি যে, ইনি সত্য, তাহ'লে অবশ্যই আমি তাঁর অনুসারী হয়ে যাব'। আবু সুফিয়ান বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি কিছুই বলব না। কেননা যদি আমি কিছু বলি তাহ'লে এই কংকরগুলিও আমার সম্পর্কে খবর পৌঁছে দিবে'। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে উপস্থিত হ'লেন এবং বললেন, এইমাত্র তোমরা যেসব কথা বলছিলে, তা আমাকে জানানো হয়েছে। অতঃপর তিনি সব বলে দিলেন। তখন হারেছ ও আত্তাব বলে উঠলেন, نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল'! আল্লাহ্র কসম! আমাদের নিকটে এমন কেউ ছিল না যে, সে গিয়ে আপনাকে বলে দিবে' *(ইবনু হিশাম ২/৪১৩)*। বর্ণনাটির সনদ যঈফ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৬৮৫)*।

করা হয় যে, এই দাসীই মদীনা থেকে গোপনে হাতেব বিন আবু বালতা'আহ্র পত্র বহন করেছিল *(ইবনু হিশাম ২/৩৯৮)*। (৮) ইকরিমা বিন আবু জাহল *(ইবনু হিশাম ২/৪০৯-১০)*। (৯) হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ (هَبَّار بن الأَسْوَد)। এ ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর গর্ভবতী কন্যা যয়নবকে হিজরতের সময় তার হাওদায় বর্শা নিক্ষেপ করেছিল। যাতে আহত হয়ে তিনি উটের পিঠ থেকে নীচে পাথরের উপরে পতিত হন এবং তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায় *(ইবনু হিশাম ১/৬৫৪)*।

উপরের ৯ জনের মধ্যে যে ৪ জনকে হত্যা করা হয়, তারা হ'ল- (১) আব্দুল্লাহ বিন খাত্বাল। তাকে হত্যা করেন সাঈদ বিন হুরায়েছ আল-মাখযূমী এবং আবু বারযাহ আসলামী। (২) মিক্বইয়াস বিন হুবাবাহ। তার কওমের নুমায়লা বিন আব্দুল্লাহ তাকে হত্যা করেন। (৩) ইবনু খাত্বালের দুই দাসীর মধ্যে একজন। (৪) হুওয়াইরিছ বিন নুক্বাইয বিন ওয়াহাব। আলী (রাঃ) তাকে হত্যা করেন।

অতঃপর বাকী ৫ জন যাদের ক্ষমা করা হয় তারা হ'লেন : (১) আব্দুল্লাহ বিন আবু সারাহ। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত ওছমান (রাঃ) তাকে সাথে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ফলে তাকে ক্ষমা করা হয়। পরে আমৃত্যু তার ইসলাম খুবই ভাল ছিল। (২) ইকরিমা বিন আবু জাহল। তার স্ত্রী এসে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। পরে ইয়ামনের পথে পলায়নরত অবস্থায় তার স্ত্রী গিয়ে তাকে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে তার ইসলাম খুবই ভাল ছিল। (৩) হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ। মক্কা বিজয়ের দিন এই ব্যক্তি পালিয়ে যায়। পরে মুসলমান হন এবং তার ইসলাম সুন্দর ছিল। (৪) ইবনু খাত্বালের দুই গায়িকা দাসীর মধ্যে একজনের জন্য আশ্রয় চাওয়া হয়। অতঃপর সে ইসলাম কবুল করে। (৫) সারাহ্র জন্যও আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় এবং সেও ইসলাম কবুল করে।[৭৭৩]

উল্লেখ্য যে, ইবনু হাজার বিভিন্ন সূত্রে ৮ জন পুরুষ ও ৬ জন নারী সহ মোট ১৪ জনের কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণিত তালিকা মতে পুরুষের সংখ্যা হয় ৯ জন এবং নারীর সংখ্যা ৪ জন সহ মোট ১৩ জন। যাদের মধ্যে ইতিপূর্বে বর্ণিত ৬ জন পুরুষ ছাড়াও বাকী ৩ জন হ'লেন, (ক) হারেছ বিন ত্বালাত্বেল আল-খুযাঈ (حارِثُ بنُ طَلاطِلِ)

---

৭৭৩. যাদুল মা'আদ ৩/৩৬২; ইবনু হিশাম ২/৪১০; নাসাঈ হা/৪০৬৭, সনদ ছহীহ; মুওয়াত্ত্বা হা/২০০৩; মিশকাত হা/৩১৮০; সনদ 'মুরসাল'। উল্লেখ্য যে, অন্য বর্ণনায় আব্দুল 'উযযা বিন খাত্বাল (عبد الْعُزَّى بنُ خَطَلٍ), মাক্বীস বিন ছুবাবাহ (مَقِيسُ بن صُبَابَةَ) এবং হারেছ বিন নুফায়েল বিন ওয়াহাব (حارِثُ بنُ نُفَيْلِ بنِ وَهْبِ) বলা হয়েছে *(যাদুল মা'আদ ৩/৩৬২)*।

প্রসিদ্ধ আছে যে, এইদিন ইকরিমা বিন আবু জাহল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ইসলাম কবুল করার জন্য এলে তিনি তাকে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানিয়ে বলেন, مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ 'মুহাজির আরোহীর প্রতি অভিনন্দন' *(তিরমিযী হা/২৭৩৫; মিশকাত হা/৪৬৮৪; হাদীছটি যঈফ)*। এখানে মুহাজির অর্থ কুফরী থেকে ইসলামের দিকে হিজরতকারী *(মিরক্বাত)*।

(الْخُزَاعِيُّ)। যাকে আলী (রাঃ) হত্যা করেন। (খ) হামযাহ (রাঃ)-এর হত্যাকারী ওয়াহ্শী বিন হারব, যিনি পরে মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন। (গ) রাসূল (ছাঃ)-কে ব্যঙ্গকারী বিখ্যাত কবি কা'ব বিন যুহায়ের, যিনি পরে মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর ১ জন নারী হ'লেন, (ঘ) আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওৎবা। যিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হন।[৭৭৪]

উপরের হিসাব মতে নিহতদের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ জন। (১) আব্দুল্লাহ বিন খাত্বাল (২) মিক্বইয়াস বিন হুবাবাহ (৩) হুওয়াইরিছ বিন নুক্বাইয বিন ওয়াহাব (৪) হারেছ বিন ত্বালাত্বেল আল-খুযাঈ এবং একজন নারী- (৫) ইবনু খাত্বালের দুই গায়িকা দাসীর মধ্যে একজন।

ক্ষমাপ্রাপ্তদের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৫ জন। (১) আব্দুল্লাহ বিন আবু সারাহ (২) ইকরিমা বিন আবু জাহল (৩) হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ (৪) ওয়াহ্শী বিন হারব ও (৫) কা'ব বিন যুহায়ের এবং নারী ৩ জন।- (৬) ইবনু খাত্বালের দুই গায়িকা দাসীর মধ্যে একজন (৭) দাসী সারাহ (৮) আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওৎবা।

উল্লেখ্য যে, রক্ত প্রবাহিত করা স্রেফ মক্কা বিজয়ের দিন কয়েক ঘণ্টার (سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) জন্য হালাল করা হয়েছিল। পরবর্তীতে চিরকালের জন্য হারাম করা হয় *(বুখারী হা/২৪৩৪)*।

এদিকে মক্কার অন্যতম নেতা ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার রক্ত বৃথা সাব্যস্ত করা না হ'লেও তিনি পালিয়ে যান। ওমায়ের বিন ওয়াহাব আল-জুমাহী তার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তা মনযূর করেন এবং তাকে আশ্রয় দানের প্রতীক স্বরূপ নিজের পাগড়ী প্রদান করেন। যে পাগড়ী পরে তিনি বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। অতঃপর ওমায়ের যখন ছাফওয়ানের নিকটে পৌঁছেন, তখন তিনি জেদ্দা হ'তে ইয়ামন যাওয়ার জন্য জাহাযে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ওমায়ের তাকে ফিরিয়ে আনেন। তিনি এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট দু'মাস সময়ের আবেদন করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে চার মাস সময় দেন। অতঃপর ছাফওয়ান ইসলাম কবুল করেন। তার স্ত্রী পূর্বেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। ফলে তাদের মধ্যে বিবাহ বহাল রাখা হয়।[৭৭৫] ছাফওয়ান মুশরিক অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষে হোনায়েন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

---

৭৭৪. ফাৎহুল বারী হা/৪২৮০-এর আলোচনা; আর-রাহীক্ব ৪০৬-০৭ পৃঃ।

৭৭৫. ইবনু হিশাম ২/৪১৮; মুওয়াত্ত্বা হা/২০০৩; মিশকাত হা/৩১৮০। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ। তার নিকট থেকে হোনায়েন যুদ্ধের সময় বর্মসমূহ ধার নেওয়া বিষয়ে বর্ণিত হাদীছগুলির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। বায়হাক্বী বলেন, বিষয়টির বর্ণনা 'মুরসাল'। কিন্তু তার বহু 'শাওয়াহেদ' বা সমার্থক বর্ণনা রয়েছে'। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে আলবানী বর্ণনাটিকে 'হাসান' বলেছেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৩১-এর আলোচনা; ইরওয়া হা/১৫১৩, ৫/৩৪৪-৪৬; মা শা-'আ ১৯৬-৯৮)*।

২য় দিনের ভাষণ (خطاب اليوم الثانى)

(১) আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া কর্তৃক নিযুক্ত মদীনার গবর্ণর 'আমর বিন সাঈদ ইবনুল 'আছ যখন মক্কায় অভিযানের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন, তখন তাকে উদ্দেশ্য করে বিখ্যাত ছাহাবী আবু শুরাইহ (রাঃ) বলেন, 'হে আমীর! আপনি কি আমাকে সেই ভাষণটি বলার অনুমতি দিবেন, যা আমি নিজ কানে শুনেছি ও নিজ অন্তরে উপলব্ধি করেছি এবং নিজ দুই চোখে দেখেছি, যখন তিনি কথাগুলি বলছিলেন মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিনে?

حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ– صلى الله عليه وسلم : فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ– رواه البخارىُّ–

হামদ ও ছানার পরে তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই মক্কাকে আল্লাহ হারাম করেছেন। অথচ লোকেরা এটিকে হারাম করেনি। অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে তার জন্য এখানে রক্তপাত ও বৃক্ষ কর্তন হালাল নয়। যদি কেউ আল্লাহ্র রাসূলের রক্তপাতের দোহাই দিয়ে এটাকে হালাল করতে চায়, তাহ'লে তোমরা বলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তোমাদেরকে তিনি অনুমতি দেননি। আর তিনি তো আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন কেবল দিনের কিছু সময়ের জন্য। অতঃপর আজ তার সম্মান ফিরে এসেছে, যে সম্মান ছিল গতকাল। সুতরাং তোমাদের উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতগণের নিকট পৌঁছে দেয়' *(বুখারী হা/১০৪)*। উল্লেখ্য যে, উক্ত যুদ্ধে কা'বাগৃহে রক্তপাত হয় এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) ৭৩ বছর বয়সে মর্মান্তিকভাবে শহীদ হন *(ঐ, ফাৎহুল বারী)*।

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ– صلى الله عليه وسلم– مَكَّةَ قَامَ فِى النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِى، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِى سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِى، فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ– صلى الله عليه وسلم : إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَقَامَ أَبُو شَاهٍ– رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ– فَقَالَ اكْتُبُوا لِى يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ– صلى الله عليه وسلم : اكْتُبُوا لأَبِى شَاهٍ– رواه البخارىُّ–

‘যখন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর হাম্দ ও ছানা শেষে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মক্কা থেকে হস্তীওয়ালাদের প্রতিরোধ করেছিলেন এবং তার উপরে তিনি তাঁর রাসূল ও মুমিনদের বিজয়ী করেছেন। আমার পূর্বে কারু জন্য এখানে রক্তপাত হালাল ছিল না। দিনের কিছু সময়ের জন্য কেবল আমার জন্য হালাল করা হয়। আর তা আমার পরে কারু জন্য হালাল হবে না। অতএব এখানকার কোন শিকার কেউ তাড়াবে না। এখানকার কোন কাঁটা কেউ উঠাবে না। কোন হারানো বস্তু কেউ কুড়াবে না। তবে উক্ত বিষয়ে প্রচারকারী ব্যতীত। যদি কেউ হত্যা করে, তবে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য দু’টি এখতিয়ার থাকবে। তারা চাইলে হত্যার বদলে হত্যা করবে অথবা রক্তমূল্য গ্রহণ করবে। এ সময় আব্বাস (রাঃ) বললেন, ‘ইযখির’ (الْإِذْخِر) ঘাস ব্যতীত। কেননা এটি আমরা ব্যবহার করে থাকি আমাদের বাড়ী-ঘরের জন্য এবং কবরের জন্য। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘ইযখির’ ব্যতীত। এসময় ‘আবু শাহ’ নামক জনৈক ইয়ামনবাসী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, أُكْتُبْ لِى يَا رَسُوْلَ اللهِ ‘হে আল্লাহ্র রাসূল’! কথাগুলি আমাকে লিখে দিন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أُكْتُبُوْا لِأَبِى شَاه ‘তোমরা আবু শাহকে কথাগুলি লিখে দাও’।[৭৭৬] রাসূল (ছাঃ)-এর এই নির্দেশের মধ্যে তাঁর জীবদ্দশায় হাদীছ সংকলনের দলীল পাওয়া যায়।

একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এই দিন রাসূল (ছাঃ)-এর মিত্র বনু খোযা‘আহ গোত্রের লোকেরা বনু লাইছ (بَنُو لَيْث) গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করে জাহেলিয়াতের সময় তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যার বদলা নেয়। একথা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনগণের উদ্দেশ্যে উক্ত কথা বলেন *(বুখারী হা/১১২)*।

আবু হুরায়রা ও আবু শুরাইহ উভয় রাবী কর্তৃক আরও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ وَارْفَعُو أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْقَتْلِ فَقَدْ كَثُرَ إِنْ يَّقَعَ ‘হে বনু খোযা‘আহ! হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত হও। কেননা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ’লে এর সংখ্যা বেড়ে যাবে’ *(বুখারী হা/১১২; আহমাদ হা/১৬৪২৪)*। তিনি বলেন, فَمَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءُوْا فَدَمُ قَاتِلِهِ وَإِنْ شَاءُوْا فَعَقْلُهُ ‘অতএব এর পরে যদি কেউ হত্যা করে,

৭৭৬. বুখারী হা/২৪৩৪; মুসলিম হা/১৩৫৫ প্রভৃতি; ইবনু হিশাম ২/৪১৫ ।

Contents

তবে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য দু'টি এখতিয়ার থাকবে। তারা চাইলে হত্যার বদলে হত্যা করবে অথবা রক্তমূল্য গ্রহণ করবে' *(আহমাদ হা/১৬৪২৪)*।

(৩) এদিনের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিকাহে মুৎ'আহ চিরকালের জন্য হারাম করে জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِى الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا– 'হে জনগণ! আমি তোমাদের জন্য নিকাহে মুৎ'আহ বা সাময়িকভাবে ঠিকা বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলাম। এক্ষণে আল্লাহ এটি ক্বিয়ামত পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তির নিকট এই ধরনের কোন মহিলা আছে, তাকে ছেড়ে দাও। তাকে যা কিছু সম্পদ তোমরা দিয়েছ, সেখান থেকে কিছুই নিয়োনা' *(মুসলিম হা/১৪০৬ (২১))*।

ভাষ্যকার ইমাম নববী বলেন, অত্র হাদীছ দ্বারা বিগত সাময়িক হুকুম সমূহ রহিত করা হয়েছে। যেমন কবর যিয়ারত প্রথমে নারীদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরে তা রহিত করা হয় এবং যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়। অত্র হাদীছের মাধ্যমে নিকাহে মুৎ'আহকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে' *(ঐ, শরহ নববী)*।

ছাফা পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আ (دعاء الرسول صــ على رأس الصفا) : মক্কা বিজয় সমাপ্ত হওয়ায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দ্বিতীয় দিন ছাফা পাহাড়ের শীর্ষে ওঠেন এবং কা'বার দিকে ফিরে দু'হাত তুলে আল্লাহ্র প্রশংসা করেন। অতঃপর ইচ্ছা মত প্রাণভরে যা খুশী দো'আ করতে থাকেন' *(মুসলিম হা/১৭৮০)*।

আনছারদের সন্দেহ (شك الأنصار بالرسول صــ) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন দু'হাত উঠিয়ে প্রার্থনায় রত ছিলেন, তখন আনছারগণ আপোষে বলাবলি করতে থাকেন, হয়তবা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মক্কাতেই থেকে যাবেন। আর মদীনায় ফিরে যাবেন না। কেননা মক্কা তাঁর শহর, তাঁর দেশ ও তাঁর জন্মভূমি (بَلَدُهُ وَوَطَنُهُ وَمَوْلِدُهُ)। দো'আ থেকে ফারেগ হয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আনছারদের ডেকে বলেন, তোমরা কি বলছিলে? তারা বললেন, তেমন কিছু নয়। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর পীড়াপীড়িতে অবশেষে তারা সব বললেন। তখন জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন, مَعَاذَ اللهِ الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ 'আল্লাহ্র আশ্রয় চাই। আমার জীবন তোমাদের সাথে ও আমার মরণ তোমাদের সাথে'।[৭৭৭]

---

৭৭৭. ইবনু হিশাম ২/৪১৬; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ, ৩৯৯ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

জনগণের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ (البيعة العامة) :

মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন হাযার হাযার লোক ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে জমা হ'তে থাকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে ইসলামের বায়'আত নেবার জন্য। রাসূল (ছাঃ) ছাফা পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা শেষে উপবেশন করলেন এবং ওমর (রাঃ) তাঁর নীচে বসলেন জনগণের বায়'আত নেবার জন্য'।[৭৭৮] আসওয়াদ বিন খালাফ (রাঃ) বলেন, আমি ঐ দিন রাসূল (ছাঃ)-কে ছোট-বড় নারী-পুরুষ সকলের নিকট থেকে বায়'আত নিতে দেখেছি ইসলাম ও কালেমা শাহাদাতের উপরে'।[৭৭৯]

মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম, ঈমান ও জিহাদের উপরে বায়'আত গ্রহণ করা হয়। হিজরতের উপরে নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) ঐ দিন বলেন, لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا 'মক্কা বিজয়ের পর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও জিহাদের নিয়ত বাকী রইল। যখন তোমাদেরকে আমীরের পক্ষ থেকে জিহাদে বের হ'তে বলা হবে, তখন তোমরা বের হবে'।[৭৮০] কারণ মক্কা এখন দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের নির্দেশ রহিত হয়েছে। কিন্তু দারুল কুফর থেকে হিজরত রহিত হয় নি। অতএব মুসলমানদের উপরে হিজরত ওয়াজিব হবে, যখন তার দ্বীন পালনে বাধা সৃষ্টি হবে' *(ফাৎহুল বারী হা/৩৯০০-এর ব্যাখ্যা)*।

মহিলাদের বায়'আত (بيعة النساء) :

পুরুষের বায়'আত শেষ হ'লে মহিলাদের বায়'আত শুরু হয় *(আল-বিদায়াহ ৪/৩১৯)*। এসময় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবাহ উপস্থিত হন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ- ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কসম! আপনার পরিবারের চাইতে অন্য কোন পরিবারের ব্যাপারে আমি আকাংখা করতাম না যে, তারা লাঞ্ছিত হৌক। কিন্তু এখন যমীনের বুকে আপনার পরিবারের ব্যাপারেই আমি সবচেয়ে বেশী আকাংখী যে, তারা

---

৭৭৮. ইবনু হিশাম ২/৪১৬; আর-রাহীক্ব ৪০৮ পৃঃ; ফিক্বহুস সীরাহ, ৩৯৯ পৃঃ সনদ ছহীহ।
প্রসিদ্ধ আছে যে, এই সময় রাসূল (ছাঃ) সকলের নিকট থেকে বায়'আত নেন সাধ্যমত শ্রবণ ও আনুগত্যের উপরে' (عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ- فِيمَا اسْتَطَاعُوا)। ইবনু জারীর এটি বিনা সনদে অথবা ক্বাতাদাহ থেকে 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ফলে বর্ণনাটি যঈফ *(আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ৩৮৬ পৃঃ; আর-রাহীক্ব ৪০৮ পৃঃ; ঐ, তা'লীক্ব ১৭৫ পৃঃ)*। তবে বায়'আতের ঘটনাটি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত *(মুসলিম হা/১৮৬৩ (৮৪))*।
৭৭৯. আহমাদ হা/১৫৪৬৯, সনদ হাসান; হাকেম হা/৫২৮৩, যাহাবী চুপ থেকেছেন।
৭৮০. বুখারী হা/২৮২৫; মুসলিম হা/১৩৫৩।

সম্মানিত হৌন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন, (তুমি যা বলছ) সেটাই ঠিক। অতঃপর হিন্দা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আবূ সুফিয়ান কৃপণ স্বভাবের মানুষ। আমি যদি তার বিনা অনুমতিতে তার পরিবার-পরিজনের জন্য তার সম্পদ থেকে খরচ করি, এতে কি আমার কোন দোষ হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ব্যয় করলে কোন দোষ নেই।[৭৮১]

মক্কায় অবস্থান ও কার্যসমূহ (وقوف بمكة بعد الفتح والأمور فيها) :

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে ঊনিশ দিন অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি সর্বদা মানুষকে তাক্বওয়ার উপদেশ দেন এবং হেদায়াতের রাস্তাসমূহ বাৎলিয়ে দিতে থাকেন। আবু উসায়েদ আল-খোযাঈকে দিয়ে হারাম শরীফের নতুন সীমানা স্তম্ভসমূহ খাড়া করেন। ইসলামের প্রচারের জন্য এবং মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে ফেলার জন্য চারদিকে ছোট ছোট সেনাদল প্রেরণ করেন। এছাড়া ঘোষকের মাধ্যমে মক্কার অলিতে-গলিতে প্রচার করে দেন যে, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدَعْ فِيْ بَيْتِهِ صَنَمًا إِلاَّ كَسَرَهُ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপরে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার বাড়ীতে রক্ষিত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে’।[৭৮২]

---

৭৮১. বুখারী হা/৩৮২৫, ৫৩৫৯; মুসলিম হা/১৭১৪।

এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, বায়‘আত গ্রহণের এক পর্যায়ে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবাহ ছদ্মবেশে উপস্থিত হন। যাতে রাসূল (ছাঃ) তাকে চিনতে না পারেন। অতঃপর বায়‘আতের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘তোমরা আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। ‘তোমরা চুরি করবে না’। একথা শুনে হিন্দা বলে উঠলেন, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমি যদি তার মাল থেকে কিছু নেই, তাহ’লে? সেখানে উপস্থিত আবু সুফিয়ান বললেন, তুমি যা নিবে, সব তোমার জন্য হালাল হবে’। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে চিনতে পেরে হেসে উঠে বললেন, ‘তাহ’লে তুমি হিন্দা’? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র নবী! পিছনে যা ঘটে গেছে সেজন্য আমাকে ক্ষমা করে দিন’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘তারা যেন ব্যভিচার না করে’। হিন্দা বলে উঠলেন, أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ؟ ‘কোন স্বাধীনা নারী কি যেনা করে’? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘তারা যেন নিজ সন্তানদের হত্যা না করে’। হিন্দা বললেন, ‘আমরা শৈশবে তাদের লালন-পালন করেছি, আপনারা যৌবনে তাদের হত্যা করেছেন। এখন এ বিষয়ে আপনারা ও তারাই ভাল জানেন’। উল্লেখ্য যে, তার পুত্র হানযালা বিন আবু সুফিয়ান বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল। হিন্দার একথা শুনে ওমর (রাঃ) হেসে চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃদু হাসলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘তারা যেন কাউকে মিথ্যা অপবাদ না দেয়’। হিন্দা বললেন, আল্লাহ্র কসম! অপবাদ অত্যন্ত জঘন্য কাজ (لأمر قبيح)। আপনি আমাদেরকে বাস্তবিকই সুপথ ও উত্তম চরিত্রের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘তারা কোন সৎকর্মে রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্য হবে না’। হিন্দা বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনার অবাধ্য হব এরূপ মনোভাব নিয়ে আমরা মজলিসে বসিনি’। অতঃপর হিন্দা বাড়ী ফিরে গিয়ে নিজ হাতে বাড়ীতে রক্ষিত মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলেন এবং বলেন, ‘আমরা তোর ব্যাপারে এতদিন ধোঁকার মধ্যে ছিলাম’ *(আর-রাহীক্ব ৪০৯ পৃঃ; ওয়াক্বেদী, মাগাযী ২/৮৭১; ত্বাবারী ৩/৬১-৬৩)*। বর্ণনাটি যঈফ *(মুসনাদে আবী ইয়া‘লা হা/৪৭৫৪, সনদ যঈফ)*।

৭৮২. ইবনু সা‘দ, ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ২/১০৪; আর-রাহীক্ব ৪০৯ পৃঃ; যাদুল মা‘আদ ৩/৩৬৪।

Contents

বিভিন্ন এলাকায় প্রেরিত সেনাদল (إرسال السرايا لكسر الأصنام) :

৭৩. সারিইয়া খালেদ বিন অলীদ ('উযযা' মূর্তি ধ্বংস; سرية خالد لكسر العزى) : মক্কা বিজয়ের এক সপ্তাহ পরে ২৫শে রামাযান তারিখে খালেদ বিন অলীদের নেতৃত্বে ৩০ জনের একটি অশ্বারোহী দল মক্কা থেকে উত্তর-পূর্বে ত্বায়েফের পথে ৪০ কি. মি. দূরে নাখলায় প্রেরিত হয় 'উযযা' (الْعُزَّى) মূর্তি ধ্বংস করার জন্য। এই মূর্তিটি ছিল কুরায়েশ ও বনু কেনানাহ গোত্রের পূজিত সবচেয়ে বড় মূর্তি। খালেদ বিন অলীদ (রাঃ) মূর্তিটি ভেঙ্গে দিয়ে চলে এলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, هَلْ رَأَيْتَ شَيْئًا؟ 'কিছু দেখেছ কি'? বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তুমি ভাঙ্গোনি। আবার যাও ওটা ভেঙ্গে এসো'। এবার খালেদ উত্তেজিত হয়ে কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে ছুটলেন এবং সেখানে যেতেই এক কৃষ্ণাঙ্গ ও বিস্রস্ত চুল বিশিষ্ট নগ্ন মহিলাকে তাদের দিকে বেরিয়ে আসতে দেখেন। তাকে দেখে মন্দির প্রহরী চিৎকার দিয়ে উঠলো। কিন্তু খালেদ তাকে এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। তারপর রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে ফিরে এসে রিপোর্ট করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, نَعَمْ تِلْكَ الْعُزَّى وَقَدْ أَيِسَتْ أَنْ تُعْبَدَ فِي بِلاَدِكُمْ أَبَدًا– 'হ্যাঁ এটাই 'উযযা। তোমাদের দেশে পূজা পাওয়ার ব্যাপারে সে এখন চিরকালের জন্য নিরাশ হয়ে গেল'।[৭৮৩] إِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاَّ إِنَاثًا 'মূর্তিপূজারীরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নারীদের আহবান করে' *(নিসা ৪/১১৭)*-এর ব্যাখ্যায় উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, مَعَ كُلِّ صَنَمٍ جِنِّيَّةٌ 'প্রত্যেক মূর্তির সাথে একজন করে নারী জিন থাকে' *(আহমাদ হা/২১২৬৯, সনদ হাসান)*। এরা মানুষকে অলক্ষ্যে থেকে প্রলুব্ধ করে এবং দলে দলে লোকেরা বিভিন্ন মূর্তি, প্রতিকৃতি, বেদী, মিনার ও কবরে গিয়ে অযথা শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং মিথ্যা আশায় প্রার্থনা করে। যে বিষয়ে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে কোনরূপ দলীল অবতীর্ণ হয়নি।[৭৮৪]

৭৪. সারিইয়া আমর ইবনুল 'আছ ('সুওয়া' মূর্তি ধ্বংস; سرية عمرو لكسر سواع) : আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-কে একদল সৈন্যসহ রামাযান মাসেই পাঠানো হয় হুযায়েল (بنو هُذَيل) গোত্রের পূজিত সুওয়া' (سُوَاع) নামক বড় মূর্তিটি চূর্ণ করার জন্য। যা ছিল মক্কা থেকে উত্তর-পশ্চিমে ২৫ কি. মি. দূরে রিহাত্ব (رِهَاط) অঞ্চলে। আমর সেখানে পৌঁছলে মন্দির প্রহরী বলল, কি চাও তোমরা? আমর বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এটাকে ভাঙ্গার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন'। সে বলল, তোমরা সক্ষম হবে না'। আমর

৭৮৩. যাদুল মা'আদ ৩/৩৬৫; নাসাঈ কুবরা হা/১১৫৪৭; ত্বাবাক্বাত ইবনু সা'দ ২/১৪৫-৪৬।
৭৮৪. মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৯০২ সনদ ছহীহ; যাদুল মা'আদ ৩/৩৬৪-৬৫।

বললেন, কেন? সে বলল, তোমরা (প্রাকৃতিকভাবে) বাধাপ্রাপ্ত হবে'। আমর বললেন,؟حَتَّى الآن أَنْتَ عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَهَلْ يَسْمَعُ أَوْ يَبْصِرُ 'তুমি এখনো বাতিলের উপরে রয়েছ? সে কি শুনতে পায়, না দেখতে পায়?' বলেই তিনি ওটাকে গুঁড়িয়ে দিলেন। অতঃপর প্রহরীকে বললেন, এবার তোমার মত কি? সে বলে উঠলো, أَسْلَمْتُ لِلّٰهِ 'আমি আল্লাহ্র জন্য ইসলাম কবুল করলাম'।[৭৮৫]

৭৫. সারিইয়া সা'দ বিন যায়েদ আশহালী ('মানাত' মূর্তি ধ্বংস; سرية سعد لكسر مناة) :

একই মাসের মধ্যে ২০ জন অশ্বারোহী সহ সা'দ বিন যায়েদ আশহালীকে পাঠানো হয় আরেকটি প্রসিদ্ধ মূর্তি মানাত (مَنَاة)-কে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য। যা ছিল মক্কা থেকে উত্তর-পূর্বে ১৫০ কি. মি. দূরে কুদাইদ (قُدَيْد)-এর নিকটবর্তী মুশাল্লাল (مُشَلَّل) নামক স্থানে অবস্থিত এবং যা ছিল আউস, খাযরাজ, গাসসান ও অন্যান্য গোত্রের পূজিত দেবমূর্তি। সা'দ মূর্তিটির দিকে অগ্রসর হ'তেই একটি নগ্ন, কৃষ্ণাঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট নারীকে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বেরিয়ে আসতে দেখেন। এই সময় সে কেবল হায় হায় (تَدْعُو بِالْوَيْلِ) করছিল। সা'দ তাকে এক আঘাতে খতম করে দিলেন। অতঃপর মূর্তি ও ভাণ্ডার গৃহ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলেন *(যাদুল মা'আদ ৩/৩৬৫)*।

৭৬. সারিইয়া খালেদ বিন অলীদ (বনু জুযায়মাহ গোত্রের প্রতি; سرية خالد إلى بنى جذيمة) :

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে খালেদ বিন অলীদের নেতৃত্বে মুহাজির, আনছার ও বনু সুলায়েম গোত্রের সমন্বয়ে ৩৫০ জনের একটি দলকে বনু জুযায়মাহ (بَنُو جُذَيْمَة) গোত্রে পাঠানো হয় তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য, লড়াই করার জন্য নয়। বনু জুযায়মা মক্কা থেকে দক্ষিণে জেদ্দার নিকটবর্তী ইয়ালামলামের কাছে ৮০ কি. মি. দূরে অবস্থিত *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৯২-৯৩)*। কিন্তু যখন তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হ'ল, তখন তারা أَسْلَمْنَا 'আমরা ইসলাম কবুল করলাম' না বলে صَبَأْنَا صَبَأْنَا 'আমরা ধর্মত্যাগী হয়েছি' 'ধর্মত্যাগী হয়েছি' বলল। এতে খালেদ তাদেরকে হত্যা করতে থাকেন ও বন্দী করতে থাকেন এবং পরে প্রত্যেকের নিকটে ধৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু বনু সুলায়েম ব্যতীত মুহাজির ও আনছার ছাহাবীগণ কেউ এই নির্দেশ মান্য করেননি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও তাঁর সাথীগণ ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সব ঘটনা খুলে বললে তিনি খুবই ব্যথিত হন এবং আল্লাহ্র দরবারে হাত

৭৮৫. তারীখ ত্বাবারী ৩/৬৬; যাদুল মা'আদ ৩/৩৬৫; ইবনু সা'দ, ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ২/১৪৬।

উঠিয়ে দু'বার বলেন, اَللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ 'হে আল্লাহ! খালেদ যা করেছে আমি তা থেকে তোমার নিকটে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করছি'।[৭৮৬]

পরে আলী (রাঃ)-কে পাঠিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিহত ব্যক্তিদের রক্তমূল্য এবং অন্যান্য ক্ষতিপূরণ দান করেন।[৭৮৭] উল্লেখ্য যে, খালেদ বিন অলীদ ও আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে এবং বনু সুলায়েম মুতা যুদ্ধের পর ৮ম হিজরীর শেষার্ধে ইসলাম কবুল করেন। সে হিসাবে এঁরা সবাই ছিলেন প্রথম দিকের ছাহাবীগণের তুলনায় নূতন মুসলমান।

মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব (أهمية فتح مكة) :

(১) ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়াহ্র সন্ধিকে আল্লাহ 'ফাতহুম মুবীন' বা স্পষ্ট বিজয় অভিহিত করে যে আয়াত নাযিল করেছিলেন *(ফাৎহ ৪৮/১)*, ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় ছিল তার বাস্তব রূপ। প্রকৃত অর্থে মক্কা বিজয় ছিল কুফর ও ইসলামের মধ্যে ফায়ছালাকারী বিজয়, যা মুশরিক নেতাদের অহংকার চূর্ণ করে দেয় এবং মক্কা ও আরব উপদ্বীপ থেকে শিরক নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যা অদ্যাবধি সেখানে আর ফিরে আসেনি। ইনশাআল্লাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর ফিরে আসবে না।

(২) মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলমানদের শক্তিমত্তা এবং সেই সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর অতুলনীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যা সকলকে মাথা নত করতে বাধ্য করে।

(৩) মক্কা বিজয়ের ফলে ইসলাম কবুলকারীর সংখ্যা বিপুল হারে বেড়ে যায়। ফলে মাত্র ১৯ দিন পরে হোনায়েন যুদ্ধে গমনের সময় মক্কা থেকেই নতুন দু'হাযার সৈন্য মুসলিম

---

৭৮৬. বুখারী হা/৪৩৩৯; ঐ, মিশকাত হা/৩৯৭৬ 'জিহাদ' অধ্যায়-১৯, 'বন্দীদের হুকুম' অনুচ্ছেদ-৫।
এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খালেদকে উদ্দেশ্য করে বলেন, مَهْلاً يَا خَالِدُ، دَعْ عَنْكَ أَصْحَابِى، فَوَ اللهِ لَوْ كَانَ لَكَ أُحُدٌ ذَهَبًا ثُمَّ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا أَدْرَكْتَ غَدْوَةَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِي وَلاَ رَوْحَتَهُ 'থেমে যাও খালেদ! আমার ছাহাবীগণ থেকে বিরত হও। আল্লাহ্র কসম! যদি তোমার জন্য ওহোদ পাহাড় সোনা হয়ে যায়। আর তা সবটাই তুমি আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ কর, তথাপি আমার একজন ছাহাবীর একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যার (নেকীর) সমপর্যায়ে তুমি পৌঁছতে পারবে না' *(আর-রাহীক্ব ৪১০-১১ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/৩৬৬; আল-বিদায়াহ ৪/৩১৪; ইবনু হিশাম ২/৪৩১, সনদ মু'যাল বা যঈফ; (তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৭২০)*। এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ হ'ল, لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ 'তোমরা আমার ছাহাবীদের গালি দিয়োনা। যদি তোমাদের কেউ ওহোদ পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, তথাপি সে তাদের একজনের সিকি ছা' বা তার অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না' *(বুখারী হা/৩৬৭৩; মুসলিম হা/২৫৪০-৪১; মিশকাত হা/৫৯৯৮)*।

৭৮৭. মানছূরপুরী তাঁর প্রদত্ত যুদ্ধ তালিকার ৭৩ ক্রমিকে কোনরূপ সূত্র ছাড়াই এখানে নিহতের সংখ্যা ৯৫ লিখেছেন *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/২০০)*।

বাহিনীতে যুক্ত হয়। যাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানসহ মক্কার বড় বড় নেতারা শামিল ছিলেন। যারা কিছুদিন আগেও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

(৪) মক্কা বিজয়ের ফলে সমগ্র আরব উপদ্বীপের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে এসে যায়। যা এতদিন মক্কার মুশরিকদের একচ্ছত্র অধিকারে ছিল।

(৫) মক্কা বিজয়ের ফলে আরব উপদ্বীপে মদীনার ইসলামী খেলাফত অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। ফলে বাইরের পরাশক্তি ক্বায়ছার ও কিসরা তথা রোমক ও পারসিক শক্তি ব্যতীত তৎকালীন বিশ্বে মদীনার তুলনীয় কোন শক্তি আর অবশিষ্ট রইল না। রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উক্ত দুই পরাশক্তি খেলাফতে রাশেদাহ্র যুগে মুসলিম শক্তির নিকটে পর্যুদস্ত হয় এবং মদীনার ইসলামী খেলাফত একমাত্র বিশ্বশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

মক্কা বিজয় থেকে প্রাপ্ত বিধান সমূহ (الأحكام المستنبطة من فتح مكة) :

(১) রামাযান মাসে শুভ উদ্দেশ্যে সফরের সময় ছিয়াম রাখা বা না রাখা দু'টিই জায়েয। যেমন এই সফরে রাসূল (ছাঃ) ছায়েম ছিলেন। কিন্তু পরে ভেঙ্গেছিলেন। আবার অনেকে ছিয়াম ছিলেন না' *(মুসলিম হা/১১১৩-১৪)*।

(২) হালকাভাবে ৮ রাক'আত 'ছালাতুয যোহা' আদায় করা' *(বুখারী হা/৩৫৭; মুসলিম হা/৩৩৬)*। তবে ইবনু কাছীর বলেন, এটি ছিল বিজয়োত্তর শুকরিয়ার ছালাত, যা তিনি দুই দুই রাক'আত করে পড়েছিলেন। পরে এটিই রীতি হয়ে যায়, যেমন সা'দ ইবনু আবী ওয়াককাছ মাদায়েন বিজয়ের দিন এটা পড়েন।[৭৮৮]

(৩) মুসাফিরের জন্য ছালাত ক্বছর করার মেয়াদ নির্ধারণ। যেমন রাসূল (ছাঃ) মক্কায় ১৯ দিন অবস্থানকালে ছালাতে ক্বছর করেছেন *(বুখারী হা/৪২৯৮)*। তবে সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় ১৯ দিনের বেশী হ'লেও 'ক্বছর' করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবূক অভিযানের সময় সেখানে ২০ দিন যাবৎ 'ক্বছর' করেন।[৭৮৯]

(৪) কারু জন্য মহিলাদের আশ্রয় গ্রহণ সিদ্ধ। যেমন উম্মে হানী তাঁর দেবরদ্বয়ের জন্য আশ্রয় চেয়েছিলেন *(বুখারী হা/৩৫৭; মুসলিম হা/৩৩৬ (৮২)*।

(৫) একদিনের জন্য হালাল করার পর মক্কায় রক্তপাত চিরদিনের জন্য হারাম করা হয় *(বুখারী হা/২৪৩৪)*।

(৬) 'মুৎ'আ' বিবাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত হারাম করা হয় *(মুসলিম হা/১৪০৬ (২১)*।

(৭) যার বিছানায় সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সন্তানের পিতা সেই হবে *(বুখারী হা/২০৫৩)*।

---

৭৮৮. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নছর, ৮/৪৮২।

৭৮৯. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৮৭ পৃঃ; মিরক্বাত ৩/২২১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩-১৪।

(৮) মুসলিম স্ত্রীর সাথে মুশরিক স্বামীর বিবাহ বহাল থাকবে, যদি স্বামী ইসলাম কবুল করেন। যেমন ছাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং ইকরিমা বিন আবু জাহলের বিবাহ বহাল রাখা হয়েছিল।[৭৯০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রায় ছয় বছর পর স্বীয় কন্যা যয়নবকে পূর্বের বিবাহের উপর মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে তার নওমুসলিম স্বামী আবুল 'আছের নিকট সমর্পণ করেন।[৭৯১]

(৯) স্ত্রী তার স্বামীর মাল থেকে বৈধভাবে খরচ করতে পারে তাকে না জানিয়ে। যেমন হিন্দা প্রশ্ন করেছিলেন স্বামী আবু সুফিয়ানের কৃপণতার ব্যাপারে *(বুখারী হা/৩৮২৫)*।

(১০) কালো খেযাব ব্যতীত অন্য কোন রং দিয়ে সাদা চুল-দাড়ি রঞ্জিত না করার বিধান জারী হয় *(মুসলিম হা/২১০২ (৭৯))*।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৩১ (العبر – ٣١) :

১। সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। উভয়ের মধ্যে আপোষের কোন সুযোগ নেই। অবশেষে মিথ্যা পরাভূত হয়।

২। সত্যসেবীগণের সাথে আল্লাহ থাকেন। যখন তিনি তাদের দুনিয়াবী বিজয় দান করতে ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য তিনি কারণ সৃষ্টি করে দেন। যেমন দশ বছরের সন্ধিচুক্তি দু'বছরের মধ্যে ভঙ্গ হয় মিথ্যার পূজারীদের হাতেই এবং তার কারণে মক্কা বিজয় ত্বরান্বিত হয়।

৩। ইসলাম তার অন্তর্নিহিত ঈমানী শক্তির জোরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অস্ত্রশক্তির জোরে নয়। সেকারণ বাহ্যিকভাবে হীনতা স্বীকার করেও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। যাতে শান্তির পরিবেশে ইসলাম প্রচার করা সম্ভব হয়। ফলে ইসলাম কবুলকারীর সংখ্যা এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে, হোদায়বিয়ার সাথীদের সংখ্যা যেখানে ১৪০০ ছিল, মাত্র দু'বছরের মাথায় মক্কা বিজয়ের সফরে তা বেড়ে ১০,০০০ হয়।

৪। প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে নয়, উদারতার মাধ্যমেই শত্রুকে স্থায়ীভাবে পরাভূত করা সম্ভব। মক্কা বিজয়ের পর শত্রুদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আর এটি ছিল বিশ্ব ইতিহাসে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার এক অনন্য দলীল। এজন্যেই বলা হয় যে, মক্কা বিজয় অস্ত্রের মাধ্যমে হয়নি। বরং উদারতার মাধ্যমে হয়েছিল।

৫। সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই কেবল ইসলাম হত্যার বদলে হত্যা সমর্থন করে। নইলে ইসলামের মূলনীতি হ'ল সাধ্যপক্ষে রক্তপাত এড়িয়ে চলা।

---

৭৯০. মুওয়াত্ত্বা মালেক, শরহ যুরক্বানী হা/১১৩৬-৫৬, ৩/২৩৮-৪০; ইবনু হিশাম ২/৪১৭-১৮।
৭৯১. ইবনু হিশাম ১/৬৫৭; তিরমিযী হা/১১৪৩; আবুদাঊদ হা/২২৪০। দ্রঃ সারিইয়া ক্রমিক ৪০।

৭৭. হোনায়েন যুদ্ধ (غزوة حنين)

(৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস)

হাওয়াযেন ও ছাক্বীফ গোত্রের আত্মগর্বী নেতারা মক্কা হ'তে আরাফাতের দিকে ১০ মাইলের কিছু বেশী দক্ষিণ-পূর্বে হোনায়েন উপত্যকায় মালেক বিন 'আওফের নেতৃত্বে ৪০০০ দুর্ধর্ষ সেনার সমাবেশ ঘটায়। ফলে মক্কা বিজয়ের ১৯তম দিনে ৬ই শাওয়াল শনিবার আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মক্কার ২০০০ নওমুসলিমসহ মোট ১২,০০০ সাথী নিয়ে হোনায়েনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ১০ই শাওয়াল বুধবার রাতে গিয়ে উপস্থিত হন। যুদ্ধে বিরাট পরিমাণের গণীমত হস্তগত হয়।[৭৯২] বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

পটভূমি (خلفية الغزوة) : মুসলমানদের আকস্মিক মক্কা বিজয়কে কুরায়েশ ও তাদের মিত্রদলগুলি মেনে নিলেও প্রতিবেশী বনু হাওয়াযেন ও তার শাখা ত্বায়েফের বনু ছাক্বীফ গোত্র এটাকে মেনে নিতে পারেনি।

উল্লেখ্য যে, হাওয়াযেন ও কুরায়েশ দু'টিই বনু মুযার বংশোদ্ভূত। মুযার ছিলেন হাওয়াযেনের ৬ষ্ঠ দাদা এবং কুরায়েশের ৭ম অথবা ৫ম দাদা। উভয়ের মধ্যে বংশগত ও আত্মীয়তাগত গভীর সম্পর্ক ছিল। মক্কা থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ত্বায়েফের দূরত্ব মাত্র ৯০ কি. মি.। সেখানে কুরায়েশদের বহু ভূ-সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা ছিল। সেকারণ ত্বায়েফকে 'কুরায়েশদের বাগিচা' (بُسْتَانُ قُرَيش) বলা হয়।

হাওয়াযেন গোত্রের অনেকগুলি শাখা ছিল। তন্মধ্যে ছাক্বীফগণ ত্বায়েফে এবং অন্যেরা লোহিত সাগরের তীরবর্তী তেহামায় বসবাস করত। ছাক্বীফদের এলাকাতেই আরবদের বড় বড় বাণিজ্য কেন্দ্র সমূহ অবস্থিত ছিল। যেমন ওকায বাজার। যেটি নাখলা ও ত্বায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। যুলমাজায, যা আরাফাতের নিকটবর্তী এবং মাজান্নাহ, যা মার্রুয যাহরানে অবস্থিত ছিল। ফলে ব্যবসায়িক কারণেও কুরায়েশ ও ছাক্বীফদের মধ্যে সম্পর্ক খুবই গভীর ছিল এবং কুরায়েশ ও হাওয়াযেন উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন ছিল। যেকারণে উরওয়া বিন মাসঊদ ছাক্বাফী কুরায়েশদের প্রতিনিধি হিসাবে হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে অন্যতম আলোচক হিসাবে প্রেরিত হন *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৮৯-৯০)*।

ছাক্বীফদের ছিল দুর্ভেদ্য দুর্গ, যা প্রাকৃতিকভাবে চারদিক দিয়ে ত্বায়েফের দুর্গম খাড়া পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তাদের নির্মিত মযবুত দরজাসমূহ ব্যতীত সেখানে প্রবেশের কোন উপায় ছিল না। সে যুগের সেরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত এই দুর্গে পুরা এক বছরের খাদ্য সঞ্চিত থাকত *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫০৭)*।

---

৭৯২. আর-রাহীক্ব ৪১৩-১৪ পৃঃ; ইবনু হিশাম ২/৪৩৭; যাদুল মা'আদ ৩/৪০৮-১৮।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ত্বায়েফের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই মাক্কী জীবনে সেখানে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সে দাওয়াত কবুল করেনি। বরং নির্যাতন করে তাঁকে বের করে দেয়। কুরায়েশদের সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধের মধ্যে হাওয়াযেন গোত্র জড়ায়নি। কারণ তারা হয়ত ভেবেছিল, কুরায়েশ একাই যথেষ্ট হবে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তারা মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার হয়। এমনকি তারা নিজেদের অস্তিত্ব নিয়েই শংকিত হয়ে পড়ে। সেকারণ তারা শিরকের ঝাণ্ডা উন্নীত করে সকল কুফরী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত হামলার সিদ্ধান্ত নেয়।

এতদুদ্দেশ্যে তারা মক্কা ও ত্বায়েফের মধ্যবর্তী বনু মুযার ও বনু হেলাল এবং অন্যান্য গোত্রের লোকদেরকে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিল। এরা সবাই ছিল ক্বায়েস বিন ‘আয়লানের বংশধর। তবে বনু হাওয়াযেন-এর দু’টি শাখা বনু কা‘ব ও বনু কেলাব এই অভিযান থেকে দূরে থাকে’ *(ইবনু হিশাম ২/৪৩৭)*।

অতঃপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে হাওয়াযেন নেতা মালেক বিন ‘আওফ আন-নাছরীর (مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ النَّصْرِيُّ) নেতৃত্বে চার হাযার সৈন্যের এক দুর্ধর্ষ বাহিনী হোনায়েন-এর সন্নিকটে আওত্বাস (أَوْطَاس) উপত্যকায় অবতরণ করে। যা ছিল হাওয়াযেন গোত্রের এলাকাভুক্ত। তাদের নারী-শিশু, গবাদিপশু ও সমস্ত ধন-সম্পদ তারা সাথে নিয়ে আসে এই উদ্দেশ্যে যে, এগুলির মহব্বতে কেউ যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালাবে না। তাদের ১২০ বছর বয়সী প্রবীণ অন্ধ নেতা ও দক্ষ যোদ্ধা দুরাইদ বিন ছিম্মাহ (دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةِ) এতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তোমরা এগুলিকে দূরে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দাও। যুদ্ধে তোমরা বিজয়ী হ’লে ওরা এসে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। আর পরাজিত হ’লে ওরা বেঁচে যাবে’।[৭৯৩] কিন্তু তরুণ সেনাপতি মালেক বিন ‘আওফ তার এ পরামর্শকে তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দেয় এবং সবাইকে যুদ্ধের ময়দানে জমা করে।

ইসলামী বাহিনী হোনায়েন-এর পথে (الجيش الإسلامى فى طريق حنين) :

৮ম হিজরীর ৬ই শাওয়াল শনিবার মক্কা থেকে ২০০০ নওমুসলিম সহ ১২,০০০ সেনাদল নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হোনায়েনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এদের মধ্যে অনেক চুক্তিবদ্ধ মুশরিক মিত্র ছিল। যেমন ছাফওয়ান বিন উমাইয়া। যুদ্ধযাত্রাকালে রাসূল (ছাঃ) তার নিকট থেকে ১০০ বর্ম ধার নিয়েছিলেন তার সরঞ্জামাদিসহ। ঐ অবস্থায় তিনি হোনায়েন যুদ্ধে গমন করেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) তাকে ইসলাম কবুলের জন্য চার মাসের সময় দিয়েছিলেন। এই সময় আত্তাব বিন আসীদকে মক্কার আমীর নিযুক্ত করা হয় যিনি ছালাতে ইমামতি করবেন এবং মু‘আয বিন জাবলকে রেখে যান দ্বীন শিক্ষা দানের জন্য *(ওয়াক্বেদী ৩/৮৮৯)*।

---

৭৯৩. ইবনু হিশাম ২/৪৩৮; ওয়াক্বেদী ৩/৮৮৬-৮৭।

যাতু আনওয়াত্ব (شجرة ذات أنواط) :

হোনায়েন যাওয়ার পথে তারা একটি বড় সতেজ-সবুজ কুল গাছ দেখতে পান। যাকে ‘যাতু আনওয়াত্ব’ (ذَاتُ أَنْوَاطٍ) বলা হ’ত। মুশরিকরা এটিকে ‘কল্যাণ বৃক্ষ’ মনে করত। এখানে তারা পশু যবহ করত। এর উপরে অস্ত্র-শস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। এখানে পূজা দিত ও মেলা বসাত। তা দেখে নও মুসলিমদের কেউ কেউ বলে উঠলো, اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ ‘আমাদের জন্য একটি ‘যাতে আনওয়াত্ব’ দিন, যেমন ওদের ‘যাতে আনওয়াত্ব’ রয়েছে’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলেন, سُبْحَانَ اللهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى (اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ) وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ‘সুবহানাল্লাহ! এটিতো সেরূপ কথা যেরূপ কথা মূসার কওম বলেছিল। ‘আমাদের জন্য একটি উপাস্য দিন, যেমন তাদের বহু উপাস্য রয়েছে’। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন নিহিত, তোমরা তোমাদের পূর্বের লোকদের রীতি-নীতি অবশ্যই অবলম্বন করবে’।[৭৯৪] অন্য বর্ণনায় *‘সুবহানাল্লাহ’*-এর স্থলে *‘আল্লাহু আকবার’* এসেছে *(আহমাদ হা/২১৯৫০)*। আর একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা ঠিক সেইরূপ কথা বলছ, যেরূপ মূসার কওম বলেছিল, اِجْعَلْ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ‘আমাদের জন্য একটি উপাস্য দিন, যেমন তাদের বহু উপাস্য রয়েছে’। আর মূসা তাদের জওয়াবে বলেছিলেন, إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ‘নিশ্চয়ই তোমরা মূর্খ জাতি’ *(আ‘রাফ ৭/১৩৮)*। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, إِنَّهَا السُّنَنُ، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ‘এটাই হ’ল রীতি। তোমরা তোমাদের পূর্বের লোকদের রীতি অবশ্যই অবলম্বন করবে’ *(আহমাদ হা/২১৯৪৭)*।

হোনায়েন-এর পূর্ব রাতে (الجيش الإسلامى فى الليل قبل حنين) :

হোনায়েন পৌঁছার আগের রাতে আবু হাদরাদ আসলামী (রাঃ)-কে গোপনে পাঠিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের সব খবর জেনে নিয়ে বললেন, تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ‘এসবই আগামীকাল মুসলমানদের গণীমতে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ’। তিনি আনাস বিন আবু মারছাদ আল-গানাভীকে রাত্রিকালীন পাহারার দায়িত্ব দেন। সকালে উঠে রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, রাতে শুয়েছিলে কি? তিনি বললেন, না। কেবল ছালাত আদায় করেছি এবং হাজত সেরেছি। তখন খুশী হয়ে রাসূল (ছাঃ)

৭৯৪. তিরমিযী হা/২১৮০, মিশকাত হা/৫৪০৮ ‘ফিতান’ অধ্যায়।

বললেন, قَدْ أَوْجَبْتَ فَلاَ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَعْمَلَ بَعْدَهَا ‘তুমি জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিলে। এর পরে আর কোন আমল না করলেও তোমার চলবে’ *(আবুদাঊদ হা/২৫০১)*।

আমরা কখনোই পরাজিত হব না (لن نغلب اليوم) :

এ সময় নিজেদের সৈন্যসংখ্যা বেশী দেখে কেউ কেউ বলে উঠেন, لَنْ نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ ‘শত্রু সংখ্যা কম হওয়ার কারণে আজ আমরা কখনোই পরাজিত হব না’। ইবনু ইসহাক বলেন, এরা ছিল নওমুসলিম বনু বকরের কোন কোন ব্যক্তি।[৭৯৫] মাত্র ১৯ দিন পূর্বে মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হওয়া এই সব ব্যক্তিগণ ইতিহাসে ‘তুলাক্বা’ (الطُّلَقَاءُ) বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল নামে খ্যাত *(যাদুল মা‘আদ ৫/৫৯)*। উক্ত প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক স্থানে এবং হোনায়েন-এর দিনে। যেদিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের গর্বিত করেছিল। অথচ তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। ফলে যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য তা সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে’ *(তওবা ৯/২৫)*।

ছুহায়েব রূমী (রাঃ) বলেন, হোনায়েনের দিন ফজরের ছালাতের পর রাসূল (ছাঃ) বারবার ঠোঁট নাড়াতে থাকেন। এরূপ আমরা ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। তখন আমরা তাঁকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে একজন নবী ছিলেন, যিনি তাঁর উম্মতের আধিক্য দেখে গর্বিত হন এবং বলেন, لَنْ يَرُومَ هَؤُلاَءِ شَيْءٌ ‘এদের উপর কেউ কখনো বিজয়ের আশা করবে না’। তখন আল্লাহ তাঁর উপর অহী নাযিল করে বললেন, তোমার উম্মতকে তিনটির যেকোন একটির ব্যাপারে এখতিয়ার দেওয়া হ’ল। তাদের উপরে শত্রুদের চাপিয়ে দেওয়া হবে। যারা তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। অথবা ক্ষুধা চাপিয়ে দেওয়া হবে। অথবা মৃত্যু পাঠানো হবে’। তখন উক্ত নবী তাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারা বলল, শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। অতঃপর ক্ষুধার উপর ধৈর্য্য ধারণের শক্তি আমাদের নেই। অতএব মৃত্যুই উত্তম’। তখন আল্লাহ তাদের উপর মৃত্যু প্রেরণ করেন। তাতে তিন দিনে ৭০ হাযার উম্মত মারা যায়। এ ঘটনা বলার পর রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি এখন আমাদের সংখ্যাধিক্য দেখে বলব, اللَّهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ ‘হে আল্লাহ! তোমার মাধ্যমে আমি কৌশল

---

৭৯৫. ইবনু হিশাম ২/৪৪৪। বর্ণনাটির সনদ যঈফ *(তাহক্বীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৭৪৯)*।

করি, তোমার মাধ্যমে আমি হামলা করি এবং তোমার মাধ্যমেই আমি যুদ্ধ করি’ *(আহমাদ হা/১৮৯৬০, সনদ ছহীহ)*।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র সাহায্য তখনই নেমে আসে, যখন বান্দা তার শর্ত পূরণ করে। আর তা হ’ল, আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ‘হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা গুলিকে দৃঢ় করবেন’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৭)*। আর আল্লাহকে সাহায্য করা অর্থ হ’ল, যাবতীয় বস্তুগত প্রস্তুতিসহ আল্লাহ্র উপরে খালেছ তাওয়াক্কুল করা। হোনায়েন যুদ্ধে বস্তুগত প্রস্তুতি পূর্ণ মাত্রায় থাকলেও অনেকের মধ্যে খালেছ তাওয়াক্কুলের অভাব ছিল বলেই যুদ্ধের প্রথম দিকে বিপর্যয় নেমে আসে। অতঃপর যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ঈমানের দৃঢ়তা ফিরে আসে এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিজয় নেমে আসে।

আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ- اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ أَنْ لاَ تُعْبَدَ بَعْدَ الْيَوْمِ ‘হোনায়েনের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম প্রার্থনা ছিল, হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও, তাহ’লে আজকের দিনের পর তোমার ইবাদত করার আর কেউ থাকবে না’ *(আহমাদ হা/১২২৪২, সনদ ছহীহ)*।

ভোর রাতের অন্ধকারে যুদ্ধ শুরু : মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয় (بدء القتال فى غلس الصبح وتشتت الجيش الإسلامى) : ভোর রাতের অন্ধকারে মুসলিম বাহিনী হোনায়েন পৌঁছল। শত্রুপক্ষের ছাক্বীফ ও হাওয়াযেন গোত্রের দক্ষ তীরন্দাযরা সেখানে আগেই ওঁৎ পেতে ছিল। তারা গিরিসংকটের সংকীর্ণ পথে মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামী দলকে নাগালের মধ্যে পাওয়া মাত্রই চারদিক থেকে তীরবৃষ্টি শুরু করে দিল। তাদের এ আকস্মিক হামলায় মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সবাই দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটতে লাগল। বিভিন্ন বর্ণনা মোতাবেক এ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলেন ৪, ৯, ১০, ১২, ৮০ অথবা সর্বোচ্চ ১০০ জন লোক’ *(ফাৎহুল বারী হা/৪৩১৫-এর আলোচনা)*। হ’তে পারে শুরুতে ৪জন এবং পরে সংখ্যা বাড়তে থাকে।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ স্বীয় পিতা হ’তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) মুসলিম বাহিনীর ডান দিকে অবস্থান করছিলেন। এ সময় হাওয়াযেন বাহিনীর সম্মুখভাগে কালো পতাকাবাহী জনৈক সুসজ্জিত ব্যক্তি লাল উটে সওয়ার হয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। সে যাকেই পাচ্ছিল তাকেই মেরে দিচ্ছিল। হযরত আলী ও একজন আনছার ছাহাবী তাকে টার্গেট করেন। অতঃপর তার উটের পিছন পায়ের হাঁটুর স্থানে আঘাত করেন। তাতে লোকটি পিছন দিকে পড়ে যায়। অতঃপর আনছার ব্যক্তি তার পায়ের নলায় আঘাত করলে তা দু’টুকরা হয়ে পতিত হয়। তারপর তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অবশেষে পরাজয় এসে

যায়।[৭৯৬] এ সময় ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার বৈপিত্রেয় সহোদর ভাই কালাদাহ বিন হাম্বল বলল, أَلاَ بَطَلَ السِّحْرُ الْيَوْمَ 'দেখ জাদু আজ ব্যর্থ হয়ে গেল'। একথা শুনে ছাফওয়ান বললেন, যিনি তখনও মুশরিক ছিলেন, চুপ কর, আল্লাহ তোমার চেহারাকে বিকৃত করুন! আল্লাহ্র কসম! কুরায়েশ-এর কোন ব্যক্তি আমার নিকটবর্তী হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় হাওয়াযেন-এর কোন ব্যক্তি আমার নিকটবর্তী হওয়ার চাইতে'।[৭৯৭] পালানোর এ দৃশ্য দেখে কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারব, যিনি মাত্র ২০ দিন আগে মুসলমান হয়েছেন, তিনি বলে ওঠেন, لاَ تَنْتَهِي هَزِيْمَتُهُمْ دُونَ الْبَحْرِ 'সাগরে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত এদের পালানোর গতি শেষ হবে না'।[৭৯৮]

এভাবে প্রথম ধাক্কাতেই এদের ঈমান ভঙ্গুর হয়ে গেল এবং পূর্বের কুফরীতে ফিরে যাবার উপক্রম হ'ল। যারা মূলতঃ গণীমত লাভের উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। ঈমানের স্বাদ এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদের মহব্বত তাদের অন্তরে তখনও প্রবিষ্ট হয়নি। মুসলিম বাহিনী শেষ পর্যন্ত পরাজিত হ'লে হয়তোবা তারা পুনরায় কুফরীতে ফিরে যেতেন।

রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার চেষ্টা (محاولة اغتيال النبى صـــ) :

শায়বা বিন ওছমান বিন আবু ত্বালহা আল-'আবদারী আল-হাজাবী, যিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হন এবং হোনায়েন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে বিপর্যয়কর অবস্থায় যখন রাসূল (ছাঃ) খচ্চর থেকে নেমে পড়েন, তখন তাঁকে সুযোগ পেয়ে হত্যা করার অপচেষ্টা চালান। কারণ তার পিতা ওছমান বিন আবু ত্বালহা ওহোদ যুদ্ধের দিন আলী (রাঃ)-এর হাতে নিহত হন। তিনি বলেন, তখনই আমি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি যে, আরব-আজমের সবাই যদি মুহাম্মাদের অনুসারী হয়, আমি কখনই তাঁর অনুসারী হবো না। ফলে যখন আমি মক্কা থেকে যুদ্ধে বের হই, তখন থেকেই আমি সুযোগের সন্ধানে থাকি। অতঃপর আমি সুযোগ পেয়ে তাঁর নিকটবর্তী হই এবং হত্যার জন্য তরবারী উঠাই। হঠাৎ আমার সামনে বিদ্যুতের চমকের ন্যায় একটা আগুনের ফুলকি জ্বলে ওঠে। যা আমাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার উপক্রম করে। আমি ভয়ে চোখে হাত দেই। তখন রাসূল (ছাঃ) আমার দিকে তাকান ও আমাকে ডেকে বলেন, হে শায়বা আমার নিকটে এসো! আমি তাঁর নিকটে গেলাম। অতঃপর তিনি আমার বুকে হাত রেখে বললেন, اَللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنَ الشَّيْطَانِ 'হে আল্লাহ! তুমি একে শয়তান থেকে পানাহ দাও'। এতে আমার ভিতরের

৭৯৬. ইবনু হিশাম ২/৪৪৫, সনদ ছহীহ *(ঐ, তাহকীক ক্রমিক ১৭৫১)*।
৭৯৭. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৭৭৪, সনদ হাসান; ইবনু হিশাম ২/৪৪৪; মুহাক্কিক এটি ধরেননি।
৭৯৮. আবু জা'ফর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আত্ব-ত্বাহাবী আল-মিছরী (২৩৯-৩২১ হি.), মুশকিলুল আছার হা/২১৫৭; ইবনু হিশাম ২/৪৪৩; মুহাক্কিক এটি ধরেননি।

Contents

সব উত্তেজনা দূর হয়ে গেল। আল্লাহ্র কসম! তখন তিনি আমার নিকটে আমার জীবনের চাইতে প্রিয় হয়ে যান'। আমৃত্যু তাঁর ইসলাম সুন্দর ছিল। ৫৮ বা ৫৯ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৭৯৯] উল্লেখ্য যে, মক্কা বিজয়ের দিন তার চাচাতো ভাই ওছমান বিন ত্বালহাকে রাসূল (ছাঃ) কা'বাগৃহের চাবি হস্তান্তর করেন' *(আল-ইছাবাহ, ওছমান বিন ত্বালহা ক্রমিক ৫৪৪৪)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর তেজস্বিতা (حماسة النبى صــــ) :

হোনায়েন-এর সংকটকালে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত কেউ ছিলনা, তখন তাঁর বীরত্ব ও তেজস্বিতা ছিল অতুলনীয়। তিনি স্বীয় সাদা খচ্চরকে কাফের বাহিনীর দিকে এগিয়ে যাবার জন্য উত্তেজিত করতে থাকেন ও বলতে থাকেন, أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ * أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ 'আমি নবী। মিথ্যা নই'। 'আমি আব্দুল মুত্ত্বালিবের পুত্র'।[৮০০] অর্থাৎ আমি যে সত্য নবী তার প্রমাণ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপরে নির্ভর করে না। এ সময় রাসূল (ছাঃ) ডানদিকে ফিরে ডাক দিয়ে বলেন, هَلُمُّوْا إِلَيَّ أيها الناسُ، أَنَا رَسُوْلُ اللهِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، 'আমার দিকে এসো হে লোকেরা! আমি আল্লাহ্র রাসূল'। 'আমি আব্দুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মাদ'।[৮০১]

এসময় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ১০ থেকে ১২ জন ছাহাবী ব্যতীত কেউ ছিল না। তন্মধ্যে ছিলেন চাচা আব্বাস ও তার পুত্র ফযল বিন আব্বাস, চাচাতো ভাই নওমুসলিম আবু সুফিয়ান বিন হারেছ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব ও তার পুত্র জা'ফর, আবুবকর, ওমর, আলী ও রাবী'আহ বিন হারেছ। তাছাড়া ছিলেন উসামাহ বিন যায়েদ এবং আয়মান বিন ওবায়েদ ওরফে আয়মান বিন উম্মে আয়মান। যিনি ঐ দিন শহীদ হয়েছিলেন *(যাদুল মা'আদ ৩/৪১১)*। আবু সুফিয়ান বিন হারেছ রাসূল (ছাঃ)-এর খচ্চরের লাগাম এবং চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব খচ্চরের রেকাব টেনে ধরে রেখেছিলেন, যাতে সে রাসূলকে নিয়ে সামনে বেড়ে যেতে না পারে। অতঃপর চাচা আব্বাসকে নির্দেশ দিলেন ছাহাবীগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করার জন্য। কেননা আব্বাস ছিলেন অত্যন্ত দরাজ কণ্ঠের মানুষ। তিনি সর্বশক্তি দিয়ে ডাক দিলেন, أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ، 'বায়'আতে

---

৭৯৯. আল-ইছাবাহ, শায়বা বিন ওছমান ক্রমিক ৩৯৪৯; যাদুল মা'আদ ৩/৪১২; ইবনু হিশাম ২/৪৪৪; সনদ ছহীহ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৭৪৮)*।

৮০০. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৪৩১৫; মিশকাত হা/৪৮৯৫, ৫৮৮৯। ছহীহ মুসলিমে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে (হা/১৭৭৫) ফারওয়া আল-জুযামী প্রদত্ত সাদা খচ্চরের কথা বলা হয়েছে। ইবনু সা'দ সহ অনেক জীবনীকার মুক্বাউক্বিস প্রদত্ত সাদা-কালো ডোরা কাটা 'দুলদুল' খচ্চরের কথা বলেছেন। ইবনু হাজার প্রথমটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন *(ঐ)*।

৮০১. আহমাদ হা/১৫০৬৯, সনদ হাসান; গাযালী, ফিক্বহুস সীরাহ তাহকীক আলবানী, ৩৮৯ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

রিযওয়ানের সাথীরা কোথায়'? يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ 'হে আনছারগণ!' يَا بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ 'হে হারেছ বিন খাযরাজের বংশধরগণ!' আব্বাস-এর উচ্চকণ্ঠের এই আওয়ায পাওয়ার সাথে সাথে গাভীর ডাকে দুধের বাছুর ছুটে আসার ন্যায় (عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا) *লাব্বায়েক লাব্বায়েক* ধ্বনি দিতে দিতে চারদিক থেকে ছাহাবীগণ ছুটে এলেন।[৮০২] কারু কারু এমন অবস্থা হয়েছিল যে, স্বীয় উটকে ফিরাতে না পেরে স্রেফ ঢাল-তলোয়ার নিয়ে লাফিয়ে পড়ে ছুটে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে চলে আসেন *(ইবনু হিশাম ২/৪৪৪-৪৫)*। এসময় রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ 'এখন যুদ্ধ জ্বলে উঠল'।[৮০৩]

ফলে মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মুষ্টি বালু উঠিয়ে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করে বলেন, شَاهَتِ الْوُجُوْهُ 'চেহারাগুলো বিকৃত হৌক'।[৮০৪] এই এক মুঠো বালু শত্রুপক্ষের প্রত্যেকের দু'চোখে ভরে যায় এবং তারা পালাতে থাকে। ফলে যুদ্ধের গতি স্তিমিত হয়ে যায়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنْهَزَمُوْا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ 'মুহাম্মাদের প্রতিপালকের কসম! ওরা পরাজিত হয়েছে'।[৮০৫] নিঃসন্দেহে এটা ছিল আল্লাহ্র গায়েবী মদদ, যা তিনি ফেরেশতাগণের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ 'অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীগণের প্রতি তাঁর বিশেষ প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং এমন সেনাবাহিনী নাযিল করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখোনি আর অবিশ্বাসীদের শাস্তি দিলেন। আর এটাই হল অবিশ্বাসীদের কর্মফল' *(তওবা ৯/২৬)*।

শত্রুপক্ষের শোচনীয় পরাজয় (هزيمة ساحقة لحزب العدو) :

যুদ্ধের এ দ্বিতীয় পর্যায়ে বনু হাওয়াযেন আর ময়দানে টিকে থাকতে পারেনি। বরং ৭০-এর অধিক লাশ ফেলে যুদ্ধের ময়দান থেকে দ্রুত বেগে পালাতে থাকে। তাদের নেতা মালেক বিন 'আওফ বড় দলটি নিয়ে স্বীয় স্ত্রী-পরিজন ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে ত্বায়েফের দুর্গে আশ্রয় নেন। আরেকটি দল তাদের নারী-শিশু ও গবাদিপশু নিয়ে হোনায়েন ও ত্বায়েফের মধ্যবর্তী 'আওত্বাস' উপত্যকায় চলে যায়। আরেকটি দল 'নাখলার' দিকে পলায়ন করে।

৮০২. মুসলিম হা/১৭৭৫ 'হোনায়েন যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৮৮৮।
৮০৩. ইবনু হিশাম ২/৪৪৫, সনদ ছহীহ (তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৭৫০; মুসলিম হা/১৭৭৫।
৮০৪. মুসলিম হা/১৭৭৭; মিশকাত হা/৫৮৯১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'মু'জেযা' অনুচ্ছেদ-৭।
৮০৫. মুসলিম হা/১৭৭৫; মিশকাত হা/৫৮৮৮।

নারী-শিশু, পলাতক ও নিরস্ত্রদের হত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা نهى قتل النساء والصبيان والهاربين ومن ليس عنده سلاح) :

যুদ্ধাবস্থায় একটি নারীর লাশ দেখতে পেয়ে রাসূল (ছাঃ) ধিক্কার দিয়ে বলেন, مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ 'নিশ্চয় এ নারী যুদ্ধের জন্য নয়'। এ সময় তিনি খালেদ বিন অলীদকে খবর পাঠান, لاَ يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلاَ عَسِيفًا 'কোন নারী এবং কোন নিরস্ত্র ব্যক্তিকে যেন কেউ হত্যা না করে'।[৮০৬] এমনিভাবে তিনি শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেন। যখন তিনি শুনলেন যে, মুশরিকদের সন্তান মনে করে কেউ কেউ তাদের হত্যা করেছে। তিনি বললেন, هَلْ خِيَارُكُمْ إِلاَّ أَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ إِلاَّ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا 'তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কি মুশরিকদের সন্তান নন? যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, প্রত্যেক সন্তানই ফিৎরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে, যতক্ষণ না সে কথা বলতে শেখে' *(আহমাদ হা/১৫৬২৬, ১৬৩৪২)*। এতদ্ব্যতীত যারা পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের কাউকে রাসূল (ছাঃ) ধমকাননি। বরং যখন আনাস (রাঃ)-এর মা উম্মে সুলায়েম তাঁকে বললেন, মক্কার নও মুসলিম পলাতকদের হত্যা করার জন্য। কারণ তাদের কারণেই পরাজয় হচ্ছিল। তখন জবাবে তিনি বলেন, يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ 'হে উম্মে সুলায়েম! নিশ্চয়ই আল্লাহ যথার্থ করেছেন ও সুন্দর ফায়ছালা করেছেন'। এ সময় উম্মে সুলায়েম আত্মরক্ষার জন্য দু'ধারি লম্বা অস্ত্র 'খঞ্জর' (خَنْجَر) বহন করছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কেন? জবাবে তিনি বললেন, কোন মুশরিক কাছে এলে আমি এটা দিয়ে তার পেট ফেঁড়ে ফেলব। তার কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) হাসতে থাকেন' *(মুসলিম হা/১৮০৯ (১৩৪))*।

প্রথমোক্ত দলের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য ১০০০ সৈন্যসহ খালেদ বিন অলীদকে ত্বায়েফে পাঠানো হয়। দ্বিতীয় দলটির জন্য আবু 'আমের আল-আশ'আরীকে একটি সেনাদল সহ আওত্বাসে পাঠানো হয়। তিনি তাদের উপরে জয়লাভ করেন। কিন্তু তাদের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তৃতীয় দলটির পিছনে যুবায়ের ইবনুল 'আওয়ামের নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহীকে নাখলায় পাঠানো হয়। যাদের হাতে তারা পরাভূত হয় এবং তাদের প্রবীণ নেতা দুরাইদ বিন ছিম্মাহ নিহত হন। যিনি যুদ্ধে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না।

---

৮০৬. আবুদাঊদ হা/২৬৬৯; ইবনু হিশাম ২/৪৫৭-৫৮।

উভয়পক্ষে হতাহতের সংখ্যা (قتلى الفريقين) :

হোনায়েন যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে শহীদের সংখ্যা ছিল ৪ এবং কাফের পক্ষে নিহতের সংখ্যা ছিল ৭২ *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫০৩-০৪)*। উক্ত ৪ জন ছিলেন, (১) কুরায়েশ-এর বনু হাশেম থেকে আয়মান বিন উবায়েদ ওরফে আয়মান বিন উম্মে আয়মান (২) বনু আসাদ থেকে ইয়াযীদ বিন যাম'আহ (৩) আনছারগণের মধ্য থেকে বনু 'আজলান গোত্রের সুরাক্বাহ ইবনুল হারেছ (৪) আশ'আরীগণের মধ্য থেকে আবু 'আমের আল-আশ'আরী *(ইবনু হিশাম ২/৪৫৯)*। আহত মুসলিমদের মধ্যে আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী, আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা এবং খালেদ বিন অলীদ'।[৮০৭]

বিপুল গণীমত লাভ (حصول على الغنائم الوافرة) :

বন্দী : ৬০০০ (নারী-শিশুসহ)। উট : ২৪,০০০। দুম্বা-বকরী : ৪০,০০০-এর অধিক। রৌপ্য : ৪০০০ উক্বিয়া। এতদ্ব্যতীত ঘোড়া, গরু, গাধা ইত্যাদির কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সব সম্পদ একত্রিত করে 'জি'ইর্রানাহ' (الْجِعِرَّانَة) নামক স্থানে জমা রাখেন এবং মাসঊদ বিন 'আমর আল-গেফারীকে তার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। ত্বায়েফ থেকে ফিরে অবসর না হওয়া পর্যন্ত তিনি গণীমত বণ্টন করেননি। বন্দীদের মধ্যে হালীমার কন্যা রাসূল (ছাঃ)-এর দুধ বোন নবতিপর বৃদ্ধা শায়মা বিনতুল হারেছ আস-সা'দিয়াহ (شَيْمَاءُ بِنْتُ الْحَارِثِ السَّعْدِيَة) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে চিনতে পেরে নিজের চাদর বিছিয়ে বসতে দিয়ে তাকে সম্মানিত করেন। অতঃপর তাকে তার ইচ্ছানুযায়ী তার কওমের নিকট ফেরৎ পাঠান'।[৮০৮]

ওয়াদার বাস্তবতা (تحقيق الموعد) :

বস্তুতঃ এটাই ছিল সেই ওয়াদার বাস্তবতা, যে বিষয়ে আল্লাহ বলেছিলেন,

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ- ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ

---

৮০৭. সীরাহ ছহীহাহ ২/৫০৩। মানছূরপুরী কাফের পক্ষে ৭১ জন নিহত ও মুসলিম পক্ষে ৬ জন শহীদ বলেছেন *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/২০১)*।

৮০৮. ইবনু সা'দ ২/১১৬; যাদুল মা'আদ ৩/৪১৫; সীরাহ ছহীহাহ ২/৫০৪, ৫০৬। ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, বন্দীনী শায়মার পরিচয় বিশ্বাসযোগ্য মনে না হ'লে তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আনা হয়। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, তুমি যে আমার দুধ বোন তার নিদর্শন কি? জবাবে তিনি বলেন, আমার পিঠে তোমার দাঁতের কামড়। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে সেই নিদর্শন দেখে চিনতে পারেন এবং তাকে নিজের চাদর বিছিয়ে বসতে দেন... *(ইবনু হিশাম ২/৪৫৮)*। বর্ণনাটি 'মুরসাল' বা যঈফ *(মা শা-'আ ২০৭-০৮ পৃঃ)*। একইভাবে সে সময় তার মা হালীমা সা'দিয়াহ এসেছিলেন মর্মে বর্ণনাটিও বিশুদ্ধ নয় *(হাকেম হা/৭২৯৪; মা শা-'আ ২০৫ পৃঃ)*।

وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُوْدًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ- ثُمَّ يَتُوْبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ- (التوبة ٢٥-٢٧)-

'আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক স্থানে, বিশেষ করে হোনাইনের দিন। যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের গর্বিত করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোনই কাজে আসেনি। বরং প্রশস্ত যমীন তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তোমরা পিঠ ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলে' *(২৫)*। 'অতঃপর আল্লাহ স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করেন তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর এবং নাযিল করেন এমন সেনাদল, যাদের তোমরা দেখোনি এবং কাফেরদের তিনি শাস্তি প্রদান করেন। আর এটি ছিল তাদের কর্মফল' *(২৬)*। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তওবার তাওফীক দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(তওবাহ ৯/২৫-২৭)*।

শেষোক্ত আয়াতে যে তওবার কথা বলা হয়েছে, তাতে ইঙ্গিত রয়েছে মুসলিম পক্ষের পলায়নকারীদের প্রতি এবং ইঙ্গিত রয়েছে শত্রুপক্ষের তরুণ নেতা মালেক বিন 'আওফ ও তার সাথীদের প্রতি, যারা পরে সবাই ইসলাম কবুল করে ফিরে আসেন। -*ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

হোনায়েন সংশ্লিষ্ট যুদ্ধসমূহ
(السرايا والغزوات الملحقة بغزوة حنين)

৭৮. সারিইয়া আওত্বাস (سرية أوطاس) : ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস। হোনায়েন যুদ্ধে পরাজিত মুশরিকদের একটি দল পার্শ্ববর্তী আওত্বাসে গিয়ে আশ্রয় নিলে আবু 'আমের আল-আশ'আরীর নেতৃত্বে একটি সেনাদল তাদের ধাওয়া করে তাদেরকে সেখান থেকে হটিয়ে দেয়। কিন্তু দলনেতা আবু 'আমের শহীদ হন।[৮০৯]

মৃত্যুকালে তিনি ভাতিজা আবু মূসা আশ'আরীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। অতঃপর তাকে অছিয়ত করেন, যেন রাসূল (ছাঃ)-কে তার সালাম পৌঁছে দেন এবং তাঁর কাছে তার জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করেন। সে মতে আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর আবেদনক্রমে তার শহীদ চাচা আবু 'আমের আশ'আরীর জন্য রাসূল (ছাঃ) ওযূ করে ক্বিবলামুখী হয়ে একাকী দু'হাত তুলে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন। এসময় আবু মূসার আবেদনক্রমে তার জন্যেও তিনি দো'আ করেন' (*বুখারী হা/৪৩২৩ 'আওত্বাস যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ*)।

৭৯. সারিইয়া নাখলা (سرية نخلة) : ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস। হোনায়েন যুদ্ধে পরাজিত পলাতকদের আরেকটি দল নাখলায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। তাদের বিরুদ্ধে

৮০৯. ইবনু হিশাম ২/৪৫৪; বুখারী হা/৪৩২৩। মানছূরপুরী বা মুবারকপুরী কেউ এটিকে পৃথকভাবে ধরেননি।

যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়ামের নেতৃত্বে একটি সেনাদল প্রেরিত হয়। সেখানে মুশরিকদের বয়োবৃদ্ধ ও দূরদর্শী নেতা দুরায়েদ বিন ছিম্মাহ (دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةِ) নিহত হন ও অন্যেরা পালিয়ে যায়। উক্ত বৃদ্ধ নেতা তাদের তরুণ নেতা মালেক বিন ‘আওফকে হোনায়েন যুদ্ধে থেকে নিষেধ করেছিলেন।[৮১০]

৮০. সারিইয়া তোফায়েল বিন ‘আমর দাওসী (سرية الطفيل بن عمرو الدوسى) :

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস। হোনায়েন যুদ্ধের পর ত্বায়েফ যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোফায়েল বিন ‘আমর দাওসীকে ‘আমর বিন হুমামাহ দাওসী গোত্রের ‘যুল-কাফফাইন’ (ذُو الْكَفَّيْنِ) মূর্তি ধ্বংস করার জন্য পাঠান এবং তাকে নির্দেশ দেন যেন তার কওমের নিকট সাহায্য চায় ও তাদেরকে ত্বায়েফে নিয়ে আসে। অতঃপর তিনি সেখানে দ্রুত গমন করেন ও ‘যুল-কাফফাইন’ মূর্তি ধ্বংস করে দেন। তিনি তার মুখে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেন ও কবিতা পাঠ করেন।-

يَا ذَا الْكَفَّيْنِ لَسْتُ مِنْ عُبَّادِكَا + مِيلَادُنَا أَقْدَمُ مِنْ مِيلَادِكَا+إِنِّي حَشَشْتُ النَّارَ فِي فُؤَادِكَا

‘হে যুল-কাফফাইন! আমি তোমার পূজারীদের মধ্যে নই’। ‘আমাদের জন্ম তোমার জন্মের অনেক পূর্বে’। ‘আমি তোমার কলিজায় আগুন দিলাম’।

অতঃপর তাদের ৪০০ দ্রুতগামী লোককে নিয়ে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ত্বায়েফ অবতরণের চার দিন পর সেখানে পৌঁছে যান।[৮১১]

৮১. গাযওয়া ত্বায়েফ (غزوة الطـــائف) : ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস। হোনায়েন যুদ্ধে শত্রুপক্ষের নেতা মালেক বিন ‘আওফ সহ পরাজিত ছাক্বীফ গোত্রের প্রধান অংশটি পালিয়ে গিয়ে ত্বায়েফের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রথমে খালিদের নেতৃত্বে ১০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরিত হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে গমন করেন ও ত্বায়েফের দুর্গ অবরোধ করেন। এই অবরোধ ১০ থেকে ১৫ দিন স্থায়ী হয়। এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ১২ জনের অধিক শহীদ হন ও অনেকে আহত হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে ফিরে আসেন। ৯ম হিজরী সনে তারা মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করে’ *(ইবনু হিশাম ২/৪৭৮-৮৭, ২/৫৩৭-৪১)*। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

এটি ছিল মূলতঃ হোনায়েন যুদ্ধেরই বর্ধিত অংশ। হোনায়েন যুদ্ধ হ’তে পালিয়ে যাওয়া সেনাপতি মালেক বিন ‘আওফ নাছরী তার দলবল নিয়ে ত্বায়েফ দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য এক হাযার সৈন্যসহ খালেদ বিন অলীদকে পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) হোনায়েন-এর গণীমত

---

৮১০. ইবনু হিশাম ২/৪৫৩। মানছূরপুরী বা মুবারকপুরী কেউ এটিকে পৃথকভাবে ধরেননি।
৮১১. যাদুল মা‘আদ ৩/৪৩৩-৩৪; ইবনু হিশাম ১/৩৮৫; ওয়াক্বেদী, মাগাযী ২/৮৭০।

সমূহ জি'ইর্রানাহতে জমা করে রেখে নিজেই ত্বায়েফ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। পথিমধ্যে তিনি নাখলা ইয়ামানিয়াহ, ক্বারনুল মানাযিল, লিয়াহ (لِيَّة) প্রভৃতি অঞ্চল অতিক্রম করেন এবং লিয়াহতে অবস্থিত মালেক বিন 'আওফের একটি সেনাঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেন। অতঃপর ত্বায়েফ গিয়ে দুর্গের নিকটবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করেন। এই স্থানটি বর্তমানে 'মসজিদে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)' নামে পরিচিত। ঐ সময় ত্বায়েফ শহরটি ছিল এই মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। বর্তমানে এটি শহরের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি দুর্গ অবরোধ করেন। যার সময়কালে মতভেদ থাকলেও বিশ্বস্ত মতে ১০ থেকে ১৫ দিন ছিল। কেননা রাসূল (ছাঃ) যুলক্বা'দাহ মাসের ৬ দিন বাকী থাকতে মদীনায় পৌঁছেছিলেন *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫০৭-০৮)*। অবরোধের প্রথম দিকে দুর্গের মধ্য হ'তে বৃষ্টির মত তীর নিক্ষিপ্ত হয়। তাতে মুসলিম বাহিনীর অনেকে হতাহত হন। পরে তাদের উপরে কামানের গোলা নিক্ষেপ করা হয়, যা খায়বর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। শত্রুরা পাল্টা উত্তপ্ত লোহার খণ্ড নিক্ষেপ করে। তাতেও বেশ কিছু মুসলমান শহীদ হন।

এ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে একটি ঘোষণা প্রচার করা হয় যে, مَنْ خَرَجَ إِلَيْنَا مِنَ الْعَبِيْدِ فَهُوَ حُرٌّ– 'যেসব গোলাম আমাদের নিকটে এসে আত্মসমর্পণ করবে, সে মুক্ত হয়ে যাবে'। এই ঘোষণায় ভাল ফল হয়। একে একে ২৩ জন ক্রীতদাস দুর্গ প্রাচীর টপকে বেরিয়ে আসে এবং সবাই মুসলমানদের দলভুক্ত হয়ে যায়।[৮১২] এদের মধ্যকার একজন ছিলেন বিখ্যাত ছাহাবী হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ)। নারী নেতৃত্বের অকল্যাণ সম্পর্কিত ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীছের যিনি বর্ণনাকারী। যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً 'ঐ জাতি কখনোই সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসন ক্ষমতা নারীর হাতে সমর্পণ করেছে'।[৮১৩] 'আবু বাকরাহ' নামটি ছিল রাসূল

৮১২. আহমাদ হা/২২২৯, সনদ হাসান লেগাইরিহী -আরনাঊত্ব।

৮১৩. বুখারী হা/৪৪২৫। পারস্যরাজের ঐ কন্যার নাম ছিল বূরান (بُورَانُ بِنْتُ شِيرَوَيْهِ بْنِ كِسْرَى بْنِ بَرْوِيزَ)। ঘটনা ছিল এই যে, শীরাওয়াইহ তার পিতা পারস্যরাজ কিসরাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। পূর্বেই সেটা বুঝতে পেরে পিতা একটি ছোট ডিব্বা প্রস্তুত করেন। যার গায়ে লিখে রাখেন 'যৌন উদ্দীপক ঔষধ'(حُقُّ الْجِمَاعِ)। যে ব্যক্তি এখান থেকে পান করবে, তার উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। ডিব্বাটি তিনি বিষ ভর্তি অবস্থায় তাঁর বিশেষ মালখানায় রেখে দেন। উদ্দেশ্য ছিল আমি নিহত হওয়ার পর ছেলে এটি থেকে খেয়ে দ্রুত মৃত্যুবরণ করবে। সেটিই হ'ল। ছেলে তা থেকে খেল এবং মাত্র ৬ মাসের মধ্যে মারা গেল। ইতিমধ্যেই সে তার ক্ষমতাকে নিরংকুশ করার জন্য তার ভাইদের হত্যা করল। এক্ষণে তার মৃত্যুর পর কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকায় লোকেরা তার কন্যা বূরানকে ক্ষমতায় বসায়। যা পরবর্তীতে পারস্য সাম্রাজ্যের ধ্বংস ত্বরান্বিত করে। পারস্য রাজ কিসরা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেরিত পত্র ছিঁড়ে ফেললে তিনি বদদো'আ করেছিলেন, اَللَّهُمَّ مَزِّقْ مُلْكَهُ 'আল্লাহ তার সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করুন' *(ছহীহাহ হা/১৪২৯)*।

(ছাঃ)-এর দেওয়া উপনাম। কেননা বাকরাহ (بَكْرَةٌ) অর্থ কূয়া থেকে পানি তোলার চাক্কি। যার সাহায্যে তিনি দুর্গপ্রাচীর থেকে বাইরে নামতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরে তার মনিবের পক্ষ থেকে তাকে ফেরৎ দানের দাবী করা হ'লে রাসূল (ছাঃ) বলেন, هُوَ طَلِيْقُ اللهِ وَطَلِيْقُ رَسُوْلِهِ 'সে আল্লাহ্‌র মুক্তদাস এবং তাঁর রাসূলের মুক্তদাস'।[৮১৪]

গোলামদের পলায়ন দুর্গবাসীদের জন্য ক্ষতির কারণ হ'লেও আত্মসমর্পণের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কেননা তাদের কাছে এক বছরের জন্য খাদ্য ও পানীয় মওজুদ ছিল। উপরন্তু তাদের নিক্ষিপ্ত তীর ও উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের আঘাতে মুসলমানদের ক্ষতি হ'তে লাগল। এ সময় রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِى الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি তীরের আঘাতে শহীদ হবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে উঁচু সম্মান পাবে'।[৮১৫] এতে মুসলিম বাহিনীর জোশ আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দুর্গবাসীদের আত্মসমর্পণের কোন নমুনা পাওয়া গেল না।

এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলকে ফিরে আসার আহ্বান জানালে কেউ রাযী হয়নি। কিন্তু পরে কিছু লোক আহত হওয়া ব্যতীত কোন ফল না হওয়ায় তারা অবরোধ উঠিয়ে ফিরে আসতে রাযী হয়। এ সময় রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হ'ল, আপনি বনু ছাক্বীফদের উপরে বদ দো'আ করুন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাদের হেদায়াতের জন্য দো'আ করে বললেন, اَللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا وَأْتِ بِهِمْ 'হে আল্লাহ! তুমি ছাক্বীফদের হেদায়াত কর এবং

বাস্তবে সেটাই হয়ে গেল। পারস্য সাম্রাজ্য ইতিহাস থেকে মুছে গেল *(ফাৎহুল বারী হা/৪৪২৫-এর আলোচনা)*। যা আর কখনোই ফিরে আসেনি।

৮১৪. আহমাদ হা/১৭৫৬৫, সনদ ছহীহ; যাদুল মা'আদ ৩/৪৪১।

৮১৫. আহমাদ হা/১৭০৬৩ সনদ ছহীহ। প্রসিদ্ধ আছে যে, এ সময় রাসূল (ছাঃ) নওফাল বিন মু'আবিয়া দীলীর (نَوفَلُ بنُ مُعاوِيَةَ الدِّيلِيُّ) নিকটে পরামর্শ চাইলেন। তিনি তাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, ثَعْلَبٌ فِي جُحْرٍ إِنْ أَقَمْتَ عَلَيْهِ أَخَذْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَضُرَّكَ، 'ওরা গর্তের শিয়াল। যদি আপনি এভাবে দণ্ডায়মান থাকেন, তবে ধরে ফেলতে পারবেন। আর যদি ছেড়ে যান, তাহ'লে ওরা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না' *(যাদুল মা'আদ, ৩/৪৩৫; সনদ অত্যন্ত যঈফ, আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ৩৯৭ পৃঃ; আর-রাহীক্ব, পৃঃ ৪১৯; ঐ, তা'লীক্ব ১৭৬ পৃঃ; মা শা-'আ ২০৫ পৃঃ)*।
(২) প্রসিদ্ধ আছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-এর মাধ্যমে পরদিন মক্কায় প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা জারী করে দিলেন। কিন্তু এতে ছাহাবীগণ সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। তারা বললেন, বিজয় অসমাপ্ত রেখে আমরা কেন ফিরে যাব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঠিক আছে। কাল তাহ'লে আবার যুদ্ধ শুরু কর'। ফলে তারা যুদ্ধে গেলেন। কিন্তু কিছু লোক আহত হওয়া ব্যতীত কোন লাভ হ'ল না। এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ 'আগামীকাল আমরা রওয়ানা হচ্ছি ইনশাআল্লাহ'। এবারে আর কেউ দ্বিরুক্তি না করে খুশী মনে প্রস্তুতি নিতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসতে লাগলেন *(আর-রাহীক্ব ৪১৯ পৃঃ)*। বর্ণনাটি যঈফ *(ঐ, তা'লীক্ব ১৭৬ পৃঃ)*।

তাদেরকে নিয়ে এসো' *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫১১)*।[৮১৬] রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আ কবুল হয়েছিল এবং সেনানায়ক মালেক বিন 'আওফসহ গোত্র নেতা 'আব্দে ইয়ালীল-এর নেতৃত্বে হাওয়াযেন ও ছাক্বীফ গোত্রের সবাই ৯ম হিজরীর রামাযানে মাত্র ১১ মাসের মাথায় মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেন। তাদের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা ওরওয়া বিন মাসঊদ জি'ইর্রানাহ থেকে মদীনায় পৌঁছার পূর্বেই রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে পথে সাক্ষাৎ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে ত্বায়েফে ফিরে আসেন' *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫১৭)*।

উল্লেখ্য যে, এই সেই ত্বায়েফ, যেখানে দশম নববী বর্ষে মে-জুন মাসের প্রচণ্ড দাবদাহে মক্কা থেকে প্রায় ৯০ কি. মি. পথ পায়ে হেঁটে এসে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছাক্বীফ নেতাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। বিনিময়ে তাদের নিকট থেকে পেয়েছিলেন তাচ্ছিল্য, কটু-কাটব্য এবং লাঞ্ছনাকর দৈহিক নির্যাতন। অথচ আজ শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের ক্ষমা করে দিলেন এবং হেদায়াতের দো'আ করলেন। বস্ত্ততঃ এটাই হ'ল ইসলাম!

হতাহতের সংখ্যা (قتلى الفريقين) : ত্বায়েফ যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ১২ জন শহীদ হন এবং অনেক সংখ্যক আহত হন। কাফেরদের পক্ষে ৩ জন নিহত হয়।[৮১৭]

সুরাক্বার ইসলাম গ্রহণ (اسلام سراقة) :

এ সময় বনু কিনানাহ্র নেতা সুরাক্বা বিন মালেক বিন জু'শুম আল-মুদলেজী এসে মুসলমান হন। হিজরতকালে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পশ্চাদ্ধাবন করেন। অতঃপর ব্যর্থ হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে একটি 'নিরাপত্তানামা' (كِتَابَ أَمْنٍ) লিখে নেন। হোনায়েন এসে তিনি সেটি দেখান। ফলে রাসূল (ছাঃ) তাকে নিকটে আসার অনুমতি দেন। অতঃপর তিনি ইসলাম কবুল করেন'।[৮১৮]

জি'ইর্রানাহতে গণীমত বণ্টন (قسمة الغنائم في الجعرّانة) :

হোনায়েন যুদ্ধের গণীমত বণ্টন না করেই জি'ইর্রানাহতে জমা রেখে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ত্বায়েফ গিয়েছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে গণীমত বণ্টন করেন। ইচ্ছাকৃত এই বিলম্বের কারণ ছিল হাওয়াযেন গোত্রের নেতারা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আসলে তাদের বন্দীদের ও তাদের মালামাল ফেরত দেওয়া। কিন্তু দীর্ঘ সুযোগ পেয়েও হতভাগাদের কেউ আসলো না। অতঃপর ৫ই যুলক্বা'দাহ ফিরে এসে তিনি যুদ্ধজয়ের রীতি অনুযায়ী গণীমত বণ্টন শুরু করলেন *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫১১)*।

---

৮১৬. আহমাদ হা/১৪৭৪৩, সনদ শক্তিশালী, -আরনাঊত্ব; তিরমিযী হা/৩৯৪২, আলবানী বলেন, হাদীছটির সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী। কিন্তু এটি আবুয্ যুবায়ের সূত্রে বর্ণিত যিনি 'মুদাল্লিস' -মিশকাত হা/৫৯৮৬-এর টীকা, 'মানাক্বিব' অধ্যায়-৩০, অনুচ্ছেদ-১। সেকারণ এটি যঈফ *(আলবানী, দিফা' 'আনিল হাদীছ ৩৪ পৃঃ; ফিক্বহুস সীরাহ ৪৩২ পৃঃ)*।

৮১৭. সীরাহ ছহীহাহ ২/৫১০।

৮১৮. বুখারী হা/৩৯০৬; ইবনু হিশাম ১/৪৯০।

বণ্টন নীতি (سياسة عمل التقسيم) :

নিয়মানুযায়ী গণীমতের এক পঞ্চমাংশ রেখে বাকী সব বণ্টন করে দেওয়া হয়। বণ্টনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'মুওয়াল্লাফাতুল কুলূব' (مؤلفة القلوب) অর্থাৎ মক্কার নওমুসলিম কুরায়েশ নেতৃবৃন্দের এবং অন্যান্য গোত্রনেতাদের মুখ বন্ধ করার নীতি অবলম্বন করেন। যাতে তাদের অন্তরে ইসলামের প্রভাব শক্তভাবে বসে যায়। সেমতে তাদেরকেই বড় বড় অংশ দেওয়া হয়। যেমন নেতাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান ইবনু হারবকে ৪০ উক্বিয়া রৌপ্য এবং ১০০ উট দেওয়া হয়। পরে তার দাবী মতে তার দুই পুত্র ইয়াযীদ ও মু'আবিয়াকে ১০০টি করে উট দেওয়া হয়। হাকীম বিন হেযামকে প্রথমে ১০০টি পরে তার দাবী অনুযায়ী আরো ১০০টি উট দেওয়া হয়। ছাফওয়ান বিন উমাইয়াকে প্রথমে ১০০, পরে ১০০ পরে আরও ১০০ মোট ৩০০ উট দেওয়া হয়। তখন ছাফওয়ান বলেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে যথেষ্ট দিয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি আমার নিকট সবচাইতে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে দিতে থাকেন। অবশেষে এখন তিনি আমার নিকটে সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তি' *(মুসলিম হা/২৩১৩)*।[৮১৯] ছাফওয়ান তখনও মুশরিক ছিলেন এবং রাসূল (ছাঃ) তাকে মক্কা বিজয়ের দিন থেকে চারমাস সময় দিয়েছিলেন। অতঃপর হারেছ বিন কালদাহকে ১০০ উট এবং অন্যান্য কুরায়েশ নেতাকেও একশ একশ করে উট দেওয়া হয়। অন্যদেরকে মর্যাদা অনুযায়ী পঞ্চাশ, চল্লিশ ইত্যাদি সংখ্যায় উট দিতে থাকেন। এমনকি এমন কথা রটে যায় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) এত বেশী দান করছেন যে, কারু আর অভাব থাকবে না। এর ফলে বেদুঈনরা এসে এমন ভিড় জমালো যে, এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি গাছের নিকটে কোনঠাসা হয়ে পড়লেন। যাতে তাঁর গায়ের চাদরটা জড়িয়ে গেল। তখন তিনি বলে উঠলেন أيها الناس، رُدُّوْا عَلَيَّ رِدَائِي 'হে লোকেরা! চাদরটা আমাকে ফিরিয়ে দাও'। যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তার কসম করে বলছি, যদি আমার নিকটে তেহামার বৃক্ষরাজি গণীমত হিসাবে থাকত, তাও আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। তখন তোমরা আমাকে কৃপণ, কাপুরুষ বা মিথ্যাবাদী হিসাবে পেতে না'। তারপর স্বীয় উটের দেহ থেকে একটি লোম উঠিয়ে হাতে উঁচু করে ধরে বললেন, أَيُّهَا النَّاسُ، وَاللهِ مَا لِى مِنَ الْفَىْءِ شَىْءٌ وَلاَ هَذِهِ إِلاَّ خُمُسٌ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيكُمْ 'হে জনগণ! আল্লাহ্র কসম!

৮১৯. প্রসিদ্ধ আছে যে, ছাফওয়ান হোনায়েন যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে গণীমতের মালসমূহের দিকে দেখতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, এগুলি সবই তোমার। তখন ছাফওয়ান বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এগুলি দিয়ে কোন নবী ব্যতীত কেউ কাউকে খুশী করতে পারে না এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল'। ওয়াক্বেদী বর্ণিত অত্র বর্ণনাটি পরিত্যক্ত *(মা শা-'আ ২০০ পৃঃ)*।

ফাই বা গণীমতের কিছুই আমার কাছে আর অবশিষ্ট নেই। এমনকি এই লোমটিও নেই, এক পঞ্চমাংশ ব্যতীত। যা অবশেষে তোমাদের কাছেই ফিরে যাবে'।[৮২০]

এইভাবে নওমুসলিম মুওয়াল্লাফাতুল কুলূবদের দেওয়ার পর বাকী গণীমত ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বণ্টন করা হয়। যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ)-কে হিসাব করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাতে দেখা যায় যে, প্রতিজন পদাতিকের মাত্র ৪টি উট ও ৪০টি বকরী এবং অশ্বারোহীর ১২টি উট ও ১২০টি করে বকরী ভাগে পড়েছে। এই যৎসামান্য গণীমত নিয়েই তাদেরকে খুশী থাকতে হয় *(যাদুল মা'আদ ৩/৪১৫)*।

এ সময় রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَوَاللهِ إِنِّى لأُعْطِى الرَّجُلَ، وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِى أَدَعُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الَّذِى أُعْطِى 'আল্লাহ্র কসম! আমি কাউকে দেই, কাউকে ছাড়ি। যাকে আমি ছাড়ি, সে আমার নিকটে অধিকতর প্রিয় তার চাইতে, যাকে আমি দেই' *(বুখারী হা/৯২৩)*। উভয়ে মুমিন হওয়া সত্ত্বেও একজনকে দিচ্ছেন অন্যজনকে দিচ্ছেন না, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর এমন একটি প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنِّى أُعْطِى رِجَالاً وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُمْ لاَ أُعْطِيهِ شَيْئًا مَخَافَةَ أَنْ يُكَبُّوا فِى النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ 'আমি কাউকে দিচ্ছি এবং তাদের মধ্যে যারা আমার নিকট অধিক প্রিয় তাদেরকে ছাড়ছি এজন্য, যাতে তারা উপুড়মুখী হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত না হয়' *(আবুদাঊদ হা/৪৬৮৩)*। তিনি বলেন, فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالاً حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ 'আমি কুফরী থেকে নতুন আগত লোকদের দিচ্ছি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য' *(বুখারী হা/৪৩৩১)*।

ইবনু ইসহাকের হিসাব মতে এদিন ১২ জন নেতাকে একশ একশ করে উট দেওয়া হয়। পাঁচ জনকে একশর কিছু কমসংখ্যক দেওয়া হয়। এভাবে ২৯ জনকে দেওয়া হয়। অন্যেরা আরও ২৩ জনের কথা বলেছেন। সর্বমোট ৫২ জন মুওয়াল্লাফাতুল কুলূবকে এই দিন বেশী বেশী দান করা হয়। এদের সকলেরই ইসলাম সুন্দর ছিল, ওয়ায়না বিন হিছন আল-ফাযারীসহ দু'একজন ব্যতীত *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫১২)*।

তৃণভোজী পশুর সম্মুখে এক গোছা ঘাসের আঁটি ধরলে যেমন সে ছুটে আসে, মানুষের মধ্যে অনুরূপ একদল মানুষ আছে, যাদেরকে দুনিয়ার লোভ দেখিয়েই কাছে টানতে হয়। সদ্য দলে আগত লোকদের মধ্যে অনেকের ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) উক্ত নীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরাম তো পরীক্ষিত মানুষ। দুনিয়া তাদের কাছে

---

৮২০. আহমাদ হা/৬৭২৯, নাসাঈ হা/৩৬৮৮, আবুদাঊদ হা/২৬৯৪; মিশকাত হা/৪০২৫।
প্রসিদ্ধ আছে যে, আব্বাস বিন মিরদাসকে অনেকগুলি উট দেওয়া হয়। কিন্তু সে তাতে সন্তুষ্ট হ'তে পারেনি। ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা গেয়ে সাত লাইনের কবিতা পাঠ করে। এ কথা জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা যাও এবং আমার পক্ষ থেকে ওর জিহ্বা কেটে নাও। অতঃপর তাকে আরও উট দিতে থাক। যতক্ষণ না সে খুশী হয়। ফলে তার জিহ্বা কেটে নেওয়া হয়' *(ইবনু হিশাম ২/৪৯৩-৯৪)*। বর্ণনাটি 'মুরসাল' বা যঈফ *(মা শা-'আ ১৯৯ পৃঃ)*।

তুচ্ছ। আখেরাত তাদের নিকটে মুখ্য। তাই তাদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন উদ্বেগ ছিল না।

আনছারগণের বিমর্ষতা ও রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষণ —— (غم الأنصار وخطاب الرسول صـ لهم)

: মক্কার নওমুসলিমদের মধ্যে গণীমতের বৃহদাংশ বণ্টন করে দেওয়ায় আনছারদের মধ্যে কিছুটা বিমর্ষভাব দেখা দেয়। কেউ কেউ বলে ফেলেন, لَقِيَ وَاللهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ 'আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কওমের সাথে মিশে গেছেন'। কেউ বলেন, إِذَا كَانَتْ شَدِيْدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعَى وَيُعْطَى الْغَنِيْمَةَ غَيْرُنَا 'যখন কঠিন সময় আসে, তখন আমাদের ডাকা হয়। আর গণীমত দেওয়া হয় অন্যদের' *(বুখারী হা/৪৩৩৭)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ 'তিনি কুরায়েশদের দিচ্ছেন ও আমাদেরকে পরিত্যাগ করছেন। অথচ আমাদের তরবারী থেকে তাদের রক্ত টপকাচ্ছে' *(বুখারী হা/৪৩৩১)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, খাযরাজ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহ্‌র মাধ্যমে এ খবর জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্রুত তাদের কাছে গমন করেন এবং সমবেত আনছারদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে হামদ ও ছানার পরে বলেন, يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَقَالَةٌ بَلَغَتْنِيْ عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوْهَا عَلَيَّ فِيْ أَنْفُسِكُمْ 'হে আনছারগণ! তোমাদের কিছু কথা আমার নিকট পৌঁছেছে। তোমাদের অন্তরে আমার বিরুদ্ধে কিছু অসন্তুষ্টি দানা বেঁধেছে' *(আহমাদ হা/১১৭৪৮)*। يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَهَدَاكُمُ اللهُ بِى، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِى، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِى؟ 'হে আনছারগণ! আমি কি তোমাদের নিকটে এমন অবস্থায় আসিনি যখন তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে? অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। তোমরা ছিলে বিভক্ত, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। তোমরা ছিলে অভাবগ্রস্ত, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সচ্ছলতা দান করেন' *(বুখারী হা/৪৩৩০)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় আরও এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন'? তারা বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আনছারগণ! তোমরা কি জবাব দিবে না? তারা বললেন, আমরা আর কি জবাব দেব হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এসবই তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগ্রহ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, দেখ তোমরা ইচ্ছা করলে একথাও বলতে পার এবং সেটা বললে তোমরা অবশ্য সত্য কথাই বলবে- সেটা এই যে, أَتَيْتَنَا مُكَذَّباً فَصَدَّقْنَاكَ وَمَخْذُولاً فَنَصَرْنَاكَ وَطَرِيداً فَآوَيْنَاكَ وَعَائِلاً فَآسَيْنَاكَ 'আপনি

আমাদের কাছে এসেছিলেন এমন সময় যখন আপনাকে মিথ্যাবাদী বলা হচ্ছিল। অতঃপর আমরা আপনাকে সত্য বলে জেনেছি। যখন আপনি ছিলেন অপদস্থ, তখন আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। যখন আপনি ছিলেন বিতাড়িত, তখন আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। যখন আপনি ছিলেন অভাবগ্রস্ত, তখন আমরা আপনার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছি'।

অতঃপর তিনি বলেন, أَوَجَدْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِيْ أَنْفُسِكُمْ فِيْ لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوْا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلاَمِكُمْ 'হে আনছারগণ! দুনিয়ার এক গোছা ঘাসের জন্য তোমরা মনে কষ্ট নিয়েছ, যার মাধ্যমে আমি লোকদের হৃদয়ে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে চেয়েছি, যাতে তারা অনুগত হয়। আর তোমাদেরকে সোপর্দ করেছি তোমাদের ইসলামের নিকট (অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইসলামই যথেষ্ট)। أَلاَ تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيْرِ وَتَرْجِعُوْا بِرَسُوْلِ اللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ 'হে আনছারগণ! তোমরা কি এতে রাযী নও যে, লোকেরা বকরী ও উট নিয়ে চলে যাক, আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে তোমাদের কাফেলায় ফিরে যাও? أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا، وَتَذْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحُوْزُوْنَهُ إِلَى بُيُوْتِكُمْ؟... 'তোমরা কি এতে খুশী নও যে, লোকেরা দুনিয়া নিয়ে চলে যাক। আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে চলে যাও ও তাঁকে তোমাদের বাড়ীতে আশ্রয় দাও?' 'অতএব সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে রয়েছে মুহাম্মাদের জীবন, যদি হিজরত না থাকত, তাহ'লে আমি হ'তাম আনছারদের একজন। যদি লোকেরা বিভিন্ন গোত্র বেছে নেয়, তবে আমি আনছারদের গোত্রে প্রবেশ করব'। اَللَّهُمَّ ارْحَمِ الْأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ 'হে আল্লাহ! তুমি আনছারদের উপরে রহম কর। আনছারদের সন্তানদের উপর রহম কর এবং তাদের সন্তানদের সন্তানগণের উপর রহম কর'।

রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষণ শুনে কাঁদতে কাঁদতে সকলের দাড়ি ভিজে গেল এবং তারা সবাই বলে উঠল, رَضِيْنَا بِرَسُوْلِ اللهِ قَسْمًا وَحَظًّا 'আমরা সবাই আল্লাহ্র রাসূলের ভাগ-বণ্টনে সন্তুষ্ট' *(আহমাদ হা/১১৭৪৮ সনদ হাসান)*।

গণীমত বণ্টনে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ (الساخطون فى قسمة الغنائم) :

(১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এ সময় বনু তামীম গোত্রের নওমুসলিম বেদুঈন হুরকূছ বিন যুহায়ের যুল-খুইয়াইছিরাহ (حُرْقُوصُ بْنُ زُهَيْرٍ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ) নামক জনৈক ন্যাড়ামুণ্ড ঘন দাড়িওয়ালা ব্যক্তি বলে উঠে, يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ. قَالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ، لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ 'হে মুহাম্মাদ! ন্যায় বিচার করুন! জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক! যদি আমি ন্যায় বিচার না করি, তবে

কে ন্যায় বিচার করবে? যদি আমি ন্যায় বিচার না করি, তাহ'লে তুমি নিরাশ হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। তখন ওমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, دَعْنِى يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ছেড়ে দিন, এই মুনাফিকটার গর্দান উড়িয়ে দিই। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّى أَقْتُلُ أَصْحَابِى إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ 'আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই! লোকেরা বলবে, আমি আমার সাথীদের হত্যা করছি। নিশ্চয় এই ব্যক্তি ও তার সাথীরা কুরআন তেলাওয়াত করে। যা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করে না। তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যায়, যেমন ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়' *(মুসলিম হা/১০৬৩ (১৪২))*।

ইবনু হাজার বলেন, ঐ ব্যক্তি দু'বার এরূপ কথা বলে। একবার হোনায়েনের গণীমত বণ্টনের সময়। দ্বিতীয়বার হোনায়েনের পর ইয়ামন থেকে আলী (রাঃ) প্রেরিত স্বর্ণ বণ্টনের সময়'।[৮২১]

(২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, ইয়ামন থেকে আলী (রাঃ) প্রেরিত অপরিশোধিত স্বর্ণ টুকরাটি রাসূল (ছাঃ) নাজদের চার নেতার মধ্যে ভাগ করে দেন। তারা হ'লেন, আক্বরা' বিন হাবেস আল-হানযালী, উয়ায়না বিন হিছন আল-ফাযারী, আলক্বামা বিন উলাছাহ আল-'আমেরী এবং যায়েদ আল-খায়ের আত-ত্বাঈ। এতে কুরায়েশরা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, আপনি নাজদের নেতাদের দিচ্ছেন, আর আমাদের বঞ্চিত করছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, إِنِّى إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لأَتَأَلَّفَهُمْ 'আমি এটা করছি তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য'। এসময় একজন ন্যাড়ামুণ্ড ঘন দাড়িওয়ালা ব্যক্তি এসে বলল, اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ 'হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় কর'।... রাসূল (ছাঃ) বললেন, إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ 'এ ব্যক্তির ঔরস থেকে একদল লোক বের হবে, যারা কুরআন তেলাওয়াত করবে। যা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তারা মুসলমানদের হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজারীদের ছেড়ে দিবে। তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে এমনভাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। যদি আমি তাদের পাই, তাহ'লে আমি অবশ্যই তাদের হত্যা করব, 'আদ কওমকে হত্যা করার ন্যায়' *(মুসলিম হা/১০৬৪)*। একই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا... لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ 'যারা সুন্দরভাবে কুরআন তেলাওয়াত করবে।... যদি আমি তাদের পাই, তাহ'লে আমি অবশ্যই তাদের হত্যা করব, ছামূদ কওমকে হত্যা করার ন্যায়' *(বুখারী হা/৪৩৫১)*।

---

৮২১. ফাৎহুল বারী হা/৪৩৫১-এর আলোচনা; সীরাহ ছহীহাহ ২/৫১৪-টীকা।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, আক্বরা বিন হাবেস ও অন্যান্য নেতাদের বেশী বেশী উট দেওয়ায় আনছারের জনৈক (মুনাফিক) ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে ইঙ্গিত করে বলে, مَا أَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللهِ ‘এর দ্বারা তিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করেননি’। একথা জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। যাতে তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন, رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِىَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ‘আল্লাহ মূসার প্রতি রহম করুন! এর চাইতে তাঁকে বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। এরপরেও তিনি ছবর করেছিলেন’ *(বুখারী হা/৩১৫০, ৪৩৩৫)*।

(৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) আরও বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, يَخْرُجُ فِى هَذِهِ الْأُمَّةِ– وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا– قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، و فى رواية : يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ– ‘এই উম্মতের মধ্যে (তিনি বলেননি, মধ্য হ’তে। অর্থাৎ তারা মুসলিম নামেই থাকবে) এমন এক দল লোক বের হবে, তাদের ছালাতের সাথে তোমরা নিজেদের ছালাতকে হীন মনে করবে। ‘তোমাদের কেউ নিজেদের ছালাতকে তাদের ছালাতের সঙ্গে এবং তোমাদের ছিয়ামকে তাদের ছিয়ামের সঙ্গে তুলনা করলে তোমাদের নিজেদের ছিয়াম ও ছালাতকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন ধনুক হ’তে তীর বের হয়ে যায়’ *(মুসলিম হা/১০৬৪ (১৪৭-৪৮))*।

(৪) আলী (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, سَيَخْرُجُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِى قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– ‘আখেরী যামানায় একদল তরুণ বয়সী বোকা লোক বের হবে, যারা পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর কথা বলবে। তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাবে, যেমন ধনুক হ’তে তীর বের হয়ে যায়। যখন তোমরা তাদের পাবে, তখন তাদের হত্যা করবে। কেননা এদের হত্যাকারীর জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্বিয়ামতের দিন বিশেষ পুরস্কার রয়েছে’ *(মুসলিম হা/১০৬৬ (১৫৪))*। এই হত্যা সরকারী আদালতের মাধ্যমে হ’তে হবে *(ঐ, শরহ নববী, মর্মার্থ)*।

যুল-খুইয়াইছিরাকে পরবর্তীতে আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (৩৫-৪১ হিঃ) সৃষ্ট চরমপন্থী দল ‘খারেজীদের মূল’(أَصْلُ الْخَوَارِجِ) বলা হয় *(কুরতুবী, সূরা তওবা ৫৮ আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

এসব মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়, وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ- وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ 'আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা ছাদাক্বা বণ্টনের ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে। যদি তাদেরকে ছাদাক্বা থেকে কিছু দেওয়া হয়, তাহলে খুশী হয়। আর যদি না দেওয়া হয়, তাহ'লে তারা ক্রুদ্ধ হয়'। 'কতই না ভাল হ'ত যদি তারা সন্তুষ্ট হ'ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন তার উপরে এবং বলত, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। সত্বর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করবেন। আর আমরা আমাদের পালনকর্তার প্রতি নিরত হলাম'।[৮২২] যুগে যুগে ইসলামের নামে সরকার বিরোধী যত সশস্ত্র চরমপন্থী দলের উদ্ভব ঘটেছে, সবগুলিই হ'ল সেদিনকার রাসূল বিরোধী ও পরে আলী বিরোধী চরমপন্থীদের উত্তরসূরী।

হাওয়াযেন প্রতিনিধি দলের আগমন ও বন্দীদের ফেরৎ দান (قدوم هوازن ورد الأسارى)

গণীমত বণ্টন সম্পন্ন হবার পর যোহায়ের বিন ছুরাদ (زُهَيْر بْن صُرَد)-এর নেতৃত্বে হাওয়াযেন গোত্রের ১৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মুসলমান অবস্থায় আগমন করে। এই দলে রাসূল (ছাঃ)-এর দুধ চাচা আবু বুরক্বান (أبو بُرْقَان) ছিলেন। তাঁরা অনুরোধ করলেন যে, অনুগ্রহ পূর্বক তাদের বন্দীদের ও মাল-সম্পদাদি ফেরৎ দেওয়া হৌক'। তাদের কথা-বার্তায় এতই কাকুতি-মিনতি ছিল যে, হৃদয় গলে যায়। তাদের বক্তব্য মতে বন্দীনীদের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর দুগ্ধ সম্পর্কিত খালা-ফুফুরাও ছিলেন। যাদের বন্দী রাখা ছিল নিতান্ত অবমাননাকর বিষয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার ও অন্যান্য গোত্রের নও মুসলিমদের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, إِنَّ مَعِى مَنْ تَرَوْنَ،... فَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ أَمْ أَمْوَالُكُمْ؟ 'আমার সঙ্গে যারা আছে, তোমরা তো তাদের দেখতেই পাচ্ছ' (অর্থাৎ মাল-সম্পদ তারা ফেরৎ দিবে না)।... এক্ষণে তোমাদের সন্তানাদি ও নারীগণ তোমাদের নিকটে অধিক প্রিয়, না তোমাদের ধন-সম্পদ'? জবাবে তারা বললেন, مَا كُنَّا نَعْدِلُ بِالْأَحْسَابِ شَيْئًا 'আমরা কোন কিছুকেই আমাদের বংশ মর্যাদার তুলনীয় মনে করি না'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বললেন, যোহরের জামা'আত শেষে তোমরা দাঁড়িয়ে বলবে, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-কে মুমিনদের নিকটে এবং মুমিনদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে সুফারিশকারী বানাচ্ছি আমাদের বন্দীদের আমাদের নিকটে ফিরিয়ে দেবার জন্য'।

---

৮২২. তওবা ৯/৫৮-৫৯; কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত।

রাসূল (ছাঃ)-এর কথামত তারা যোহরের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশ্যে উক্ত অনুরোধ পেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার ও বনু আব্দুল মুত্ত্বালিবের অংশে যা আছে, সবই তোমাদের। এক্ষণে আমি তোমাদের জন্য লোকদের নিকটে সওয়াল করছি (سَأَسْأَلُ لَكُمُ النَّاسَ)। তখন মুহাজির ও আনছারগণ বললেন, আমাদের অংশের সবকিছু আমরা রাসূলকে দিয়ে দিলাম'। এবার আক্বরা বিন হাবিস বললেন, আমার ও বনু তামীমের অংশ দিলাম না'। একইভাবে উয়ায়না বিন হিছ্ন বললেন, আমার ও বনু ফাযারাহ্র অংশও নয়'। আব্বাস বিন মিরদাস বললেন, আমার ও বনু সুলায়েম-এর অংশও নয়'। কিন্তু তার গোত্র বনু সোলায়েম বলে উঠল, না আমাদের অংশের সবটুকু আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দিয়ে দিলাম'। মিরদাস তখন তার গোত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন, وَهَنْتُمُوْنِي 'তোমরা আমাকে অপদস্থ করলে'?

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'দেখ এই লোকগুলি মুসলমান হয়ে এখানে এসেছে। উক্ত উদ্দেশ্যেই আমি তাদের বন্দী বণ্টনে দেরী করেছিলাম। আমি তাদেরকে এখতিয়ার দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা কোন কিছুকেই তাদের বন্দীদের সমতুল্য মনে করেনি। অতএব যার নিকটে বন্দীদের কেউ রয়েছে সন্তুষ্টচিত্তে তাকে ফেরত দিলে সেটাই উত্তম পন্থা হবে। আর যদি কেউ আটকে রাখে, তবে সেটা তার এখতিয়ার। তবে যদি সে ফেরৎ দেয়, তবে আগামীতে অর্জিত প্রথম গণীমতে তাকে একটির বিনিময়ে ছয়টি অংশ দেওয়া হবে' *(আবুদাঊদ হা/২৬৯৪)*। একথা শুনে লোকেরা সমস্বরে বলে উঠলো, قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য সবকিছুই হৃষ্টচিত্তে ফেরত দিতে প্রস্তুত আছি'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা কে কে রাযী ও কে কে রাযী নও, সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। অতএব তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের দলনেতাদের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দাও'।[৮২৩] তখন সবাই তাদের বন্দী নারী-শিশুদের ফেরত দিল। কেবল বনু ফাযারাহ নেতা উয়ায়না বিন হিছ্ন বাকী রইল। তার অংশে একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিল। পরে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন। এইভাবে ৬,০০০ যুদ্ধবন্দীর সবাই মুক্তি পেয়ে যায়। মুক্তি দানের সময় প্রত্যেক বন্দীকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একটি করে মূল্যবান ক্বিবতী চাদর উপহার দেন।[৮২৪] রাসূল (ছাঃ)-এর এই উদারনীতি ছিল তৎকালীন সময়ে একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা এবং সে সময়ের যুদ্ধনীতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা।

ওমরাহ পালন ও মদীনায় প্রত্যাবর্তন (أداء العمرة والرجوع إلى المدينة) :

জি'ইর্রানাহতে গণীমত বণ্টন সম্পন্ন হওয়ার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ওমরাহ পালনের জন্য ইহরাম বাঁধেন (যা মক্কা থেকে ২০ কি.মি. উত্তর-পূর্বে অবস্থিত)। অতঃপর মক্কা গমন করে ওমরাহ পালন করেন। অতঃপর আত্তাব বিন আসীদকে মক্কার প্রশাসক হিসাবে বহাল

৮২৩. বুখারী হা/২৩০৭; আবুদাঊদ হা/২৬৯৩।
৮২৪ . যাদুল মা'আদ ৩/৪১৮; আর-রাহীক্ব ৪২২ পৃঃ।

রেখে তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ সময় ছাক্বীফ নেতা ওরওয়া বিন মাসঊদ পথিমধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম কবুল করেন' *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫১৭)*।

এভাবে ৮ম হিজরীর ১০ই রামাযান মদীনা থেকে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে বের হয়ে মক্কা, হোনায়েন ও ত্বায়েফ বিজয় শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দীর্ঘ ২ মাস ১৪ দিন পর ২৪শে যুলক্বা'দাহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

হোনায়েন যুদ্ধের গুরুত্ব (أهمية غزوة حنين) :

১. এই যুদ্ধে বিজয়ের ফলে আরব বেদুঈনদের বড় ধরনের কোন বিদ্রোহের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়।

২. নও মুসলিমদের মনে ইসলামের অপরাজেয় শক্তি সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। তাদের মধ্যকার দুষ্টরা কখনো আর ইসলামের বিরোধিতা করার চিন্তা করেনি।

৩. এই যুদ্ধে বিজয়ের ফলে মুসলিম শক্তি আরব উপদ্বীপে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। তৎকালীন বিশ্বশক্তি রোমকগণ ব্যতীত তখন মুসলিম শক্তির কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না।

গাযওয়া হোনায়েন ও ত্বায়েফ থেকে প্রাপ্ত বিধানসমূহ (الأحكام المستنبطة من غزوة حنين والطائف)

(১) মুশরিকদের নিকট থেকে যুদ্ধাস্ত্র ধার নেওয়া সিদ্ধ। যেমন রাসূল (ছাঃ) ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার কাছ থেকে ১০০ বর্ম ধার নিয়েছিলেন।

(২) আওত্বাস যুদ্ধের দিন বিবাহিতা বন্দীনীদের বিধান সম্পর্কে সূরা নিসা ২৪ আয়াত নাযিল হয়। যাতে বলা হয় যে, তাদের ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাস নিষিদ্ধ। আর ইদ্দত শেষ হয় গর্ভবতী নারী সন্তান প্রসব করলে এবং অন্য নারীদের ঋতু এলে।

(৩) গায়ের মাহরাম হিজড়া নারীদের গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। যা ইতিপূর্বে সিদ্ধ ছিল। কিন্তু ত্বায়েফ দুর্গ অবরোধের প্রাক্কালে রাসূল (ছাঃ) জনৈক হিজড়া পুরুষ কর্তৃক বাদিয়াহ বিনতে গায়লান ছাক্বাফীর সৌন্দর্য বর্ণনা শুনেন। ফলে তিনি তাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

(৪) নারী-শিশু-বৃদ্ধ এবং শ্রমিকদের মধ্যে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা করতে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়।

(৫) দারুল হারবে দণ্ডবিধি কার্যকর করা সিদ্ধ। যা হোনায়েনের দিন জনৈক মদ্যপায়ীর বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) করেছিলেন *(আবুদাঊদ হা/৪৪৮৭)*।

(৬) ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কিংবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনিষ্টকারিতা প্রতিরোধের জন্য অথবা মুসলমানদের আশু কল্যাণ লাভের স্বার্থে নওমুসলিম বা অন্যদের প্রতি গণীমত বা যাকাতের মাল প্রদান করা সিদ্ধ।

(৭) জি'ইর্রানাহ থেকে ওমরাহ করার বিধান চালু হয়' *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫২০-২১)*।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৩২ (العبر –৩২) :

১. সংখ্যাশক্তি নয়, বরং ঈমানী শক্তিই হ'ল ইসলামী বিজয়ের মূল চালিকাশক্তি। হোনায়েন যুদ্ধে বিজয় ছিল তার অন্যতম প্রমাণ।

২. শিরকের প্রতি আকর্ষণ যে মানুষের সহজাত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় হোনায়েন যাওয়ার পথে মুশরিকদের পূজিত বৃক্ষ 'যাতু আনওয়াত্ব' (ذَاتُ أَنْوَاطٍ) দেখে অনুরূপ একটি পূজার বৃক্ষ নিজেদের জন্য নির্ধারণকল্পে কিছু নও মুসলিমের আবদারের মধ্যে।

৩. কেবল তারুণ্যের উচ্ছ্বাস দিয়ে নয় বরং যুদ্ধের জন্য প্রবীণদের দূরদর্শিতার মূল্যায়ন অধিক যরূরী। শত্রুপক্ষের প্রবীণ নেতা দুরাইদ বিন ছিম্মাহ্‌র পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তরুণ সেনাপতি মালেক বিন 'আওফের হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণেই হোনায়েন যুদ্ধে তাদের মর্মান্তিক পরাজয় ঘটে।

৪. অহংকার পতনের মূল- একথারও প্রমাণ মিলেছে হোনায়েনের যুদ্ধে। সংখ্যাধিক্যের অহংকারে যখন কিছু মুসলিম সৈন্যের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, 'আজ আমরা কখনোই পরাজিত হব না'। তখন যুদ্ধের শুরুতেই তাদের পলায়ন দশার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের বিপর্যয় এই অহংকার চূর্ণ করে দেন।

৫. নেতার প্রতি কেবল আনুগত্য নয়, তার প্রতি হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা ও আকর্ষণ থাকা প্রয়োজন। নইলে বড় কোন বিজয় লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন হোনায়েন বিপর্যয়কালে রাসূল (ছাঃ)-এর ও তাঁর চাচা আব্বাসের আহ্বান শুনে ছাহাবীগণ গাভীর ডাকে বাছুরের ছুটে আসার ন্যায় লাব্বায়েক লাব্বায়েক বলতে বলতে চৌম্বিক গতিতে ছুটে আসে এবং যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়।

৬. চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পরেই কেবল আল্লাহ্‌র সাহায্য নেমে আসে। যেমন ছাহাবীগণ যুদ্ধে ফিরে আসার পরেই আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) শত্রুপক্ষের দিকে বালু নিক্ষেপ করেন এবং তখনই তাদের পরাজয়ের ধারা সূচিত হয়।

৭. সর্বাবস্থায় মানবতাকে উচ্চে স্থান দিতে হবে। তাই দেখা যায় যুগের নিয়ম অনুযায়ী বিজিত পক্ষের নারী-শিশু ও বন্দীদের বণ্টন করে দেবার পরেও আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে ফেরৎ দিলেন। এমনকি ছয়গুণ বিনিময় মূল্য দিয়ে অন্যের নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে তাদেরকে স্ব স্ব গোত্রে ফেরৎ পাঠালেন। এ ছিল সেযুগের জন্য এক অচিন্তনীয় ঘটনা। বলা চলে যে, এই উদারতার ফলশ্রুতিতেই বনু হাওয়াযেন ও বনু ছাক্বীফ দ্রুত ইসলাম কবুল করে মদীনায় চলে আসে।

৮. ইসলামে যুদ্ধ বিজয়ের চাইতে হেদায়াত প্রাপ্তিই মুখ্য। সেকারণ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ছাক্বীফ গোত্রের জন্য বদদো'আ না করে হেদায়াতের দো'আ করেন এবং আল্লাহ্‌র রহমতে তারা সবাই পরে মুসলমান হয়ে যায়।

৯. দুনিয়াপূজারীদের অনুগত করার জন্য তাদেরকে অধিকহারে দুনিয়াবী সুযোগ দেওয়া ক্ষেত্র বিশেষে সিদ্ধ- তার প্রমাণ পাওয়া যায় মক্কার নওমুসলিমদের চাহিদামত বিপুল গণীমত দেওয়ার মধ্যে। অথচ আখেরাতপিয়াসী আনছার ও মুহাজিরগণকে নাম মাত্র গণীমত প্রদান করা হয়।

১০. আমীর ও মামূর উভয়কে উভয়ের প্রতি নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাখতে হয়। সে বিশ্বাসে সামান্য ফাটল দেখা দিলেই উভয়কে অগ্রণী হয়ে তা দ্রুত মিটিয়ে ফেলতে হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর গণীমত বণ্টনে আনছারদের অসন্তুষ্টির খবর জানতে পেরেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্রুত তাদের কাছে পৌঁছে যান এবং তাদের সন্দেহের নিরসন ঘটান। ফলে অসন্তুষ্টির আগুন মহব্বতের অশ্রুতে ভিজে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

হোনায়েন পরবর্তী যুদ্ধসমূহ (السرايا والغزوات بعد حنين)

৮২. সারিইয়া ক্বায়েস বিন সা'দ (سرية قيس بن سعد) : ৮ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাস। হোনায়েন যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফেরার পর রাসূল (ছাঃ) ক্বায়েস বিন সা'দ বিন ওবাদাহ-এর নেতৃত্বে ৪০০ সৈন্যের একটি দলকে ইয়ামন সীমান্তবর্তী ছুদা অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তখন তাদের নেতা যিয়াদ ইবনুল হারেছ ছুদাঈ রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হন এবং অনুরোধ করে বলেন, আপনি সৈন্যদলকে ফিরিয়ে নিন। আমি আমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিচ্ছি'। তখন রাসূল (ছাঃ) সেনাদল ফেরত নিলেন।[৮২৫]

৮৩. সারিইয়া উয়ায়না বিন হিছন আল-ফাযারী (سرية عيينة بن حصن الفزاري) : ৯ম হিজরীর মুহাররম মাস। বনু তামীম গোত্রের লোকেরা অন্য গোত্রের লোকদের জিযিয়া প্রদান না করার জন্য প্ররোচিত করছিল। সেকারণ তাদের বিরুদ্ধে 'ছাহরা' (الصَّحْرَاء) এলাকায় ৫০ জন অশ্বারোহীর একটি দল প্রেরিত হয়। বনু তামীম পালিয়ে যায়। তাদের পুরুষ-নারী-শিশু মিলে ৬২ জনকে বন্দী করে মদীনায় আনা হয়। পরদিন তাদের ১০ জন নেতা মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করে। ফলে সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়।[৮২৬]

৮৪. সারিইয়া কুত্ববাহ বিন 'আমের (سرية قطبة بن عامر) : ৯ম হিজরীর ছফর মাস। তুরবার (تُربة) নিকটবর্তী তাবালা (تَبَالَة) অঞ্চলে খাছ'আম (خَثْعَم) গোত্রের একটি শাখার বিরুদ্ধে ২০ জনের এই দলটি প্রেরিত হয়। এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। যুদ্ধে তাদের অনেকে হতাহত হয়। মুসলিম বাহিনী উট, বকরী ও নারী সহ অনেক গণীমত নিয়ে ফিরে আসে। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ছেড়ে দেন।[৮২৭]

---

৮২৫. যাদুল মা'আদ ৩/৫৮০; আর-রাহীক্ব ৪৪৬ পৃঃ।
৮২৬. যাদুল মা'আদ ৩/৪৪৬; ইবনু সা'দ ২/১২১-২২।
চরিতকারগণ এই ঘটনাকে ৯ম হিজরীর মুহাররম মাস বললেও মুবারকপুরী এতে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। যদিও তিনি পৃথক কোন সাল বা তারিখ উল্লেখ করেননি *(আর-রাহীক্ব ৪২৬ পৃঃ টীকা-১)*।
৮২৭. যাদুল মা'আদ ৩/৪৪৭; ইবনু সা'দ ২/১২২-২৩।

৮৫. সারিইয়া যাহহাক বিন সুফিয়ান কেলাবী (سرية ضحاك بن سفيان الكلابي) **:** ৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বনু কেলাব গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য এই দলটিকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বনু কেলাব তাতে অস্বীকার করে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের একজন নিহত হয় *(যাদুল মা'আদ ৩/৪৫০; ইবনু সা'দ ২/১২৩)*।

৮৬. সারিইয়া আলী ইবনু আবী ত্বালেব (سرية على بن أبي طالب) **:** ৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বিখ্যাত খ্রিষ্টান গোত্র ত্বাঈ (طَيِّئ)-এর 'ফুল্স' (الفُلْس) মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য ১৫০ জনের এই বাহিনী প্রেরিত হয়। মূর্তি ভাঙ্গার পর দানবীর হাতেম তাঈ-এর পরিবার সহ অনেকে বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে সসম্মানে মুক্তি দেন। হাতেম তাঈ-এর বৃদ্ধা কন্যা সাফফানাহ (سَفَّانَة) মুক্তি পেয়ে পলাতক ভাই খ্যাতনামা বিদ্বান ও গোত্রনেতা 'আদী ইবনে হাতেমকে পাবার জন্য সিরিয়ায় যান। পরে 'আদী মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেন *(যাদুল মা'আদ ৩/৪৫৩)*।

৮৭. সারিইয়া আলক্বামা বিন মুজাযযিয আল-মুদলেজী (سرية علقمة بن مجزّز المدلجي) **:** ৯ম হিজরীর রবীউল আখের। হাবশার কিছু নৌদস্যু জেদ্দা তীরবর্তী এলাকায় সমবেত হয়ে মক্কায় হামলা করার চক্রান্ত করছে জানতে পেরে ৩০০ জনের এই বাহিনী প্রেরিত হয়। আলক্বামা একদল সাথী নিয়ে সাগরে নেমে যান ও একটি দ্বীপে পৌঁছে যান। এ খবর পেয়ে দস্যুদল দ্রুত পালিয়ে যায়।[৮২৮]

অতঃপর পলাতকদের বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ সাহমীকে পাঠানো হয়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, তিনি ছিলেন বদরী ছাহাবী এবং তার মধ্যে ঠাট্টা করার মেযাজ ছিল। আমি ছিলাম উক্ত সেনাদলের সদস্য। অতঃপর সেনাদল রাস্তার এক স্থানে অবতরণ করে। সেখানে তারা শরীর গরম করার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে। তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমার কথা শোনা ও মান্য করা কি তোমাদের উপর ওয়াজিব নয়? সবাই বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে আদেশ দিলে তোমরা কি তা পালন করবে? সকলে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি চাই তোমরা এই আগুনে ঝাঁপ দাও। তখন লোকেরা দাঁড়িয়ে গেল। যখন তিনি ধারণা করলেন যে, তারা ঝাঁপ দিবে, তখন তিনি বললেন, أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا كُنْتُ أَمْزَحُ مَعَكُمْ 'তোমরা থাম। আমি তোমাদের সাথে স্রেফ হাসি-ঠাট্টা করতে চেয়েছিলাম মাত্র। পরে ঘটনাটি রাসূল (ছাঃ)-কে জানানো হ'লে তিনি বলেন, مَنْ أَمَرَكُمْ

৮২৮. যাদুল মা'আদ ৩/৪৫১; আর-রাহীক্ব ৪২৬ পৃঃ; ফাৎহুল বারী 'সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ ও আলক্বামা বিন মুজাযযিয' অনুচ্ছেদ, হা/৪০৮৫-এর পূর্বে, ৮/৫৯ পৃঃ।

Contents

بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ تُطِيعُوهُ ‘যে ব্যক্তি তোমাদের কোন পাপকর্মের নির্দেশ দিবে, তোমরা তা মানবে না’।[৮২৯]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত ঘটনা উপলক্ষ্যে সূরা নিসা ৫৯ আয়াতটি নাযিল হয়। যেখানে বলা হয়, ‘তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার আমীরের...’ *(নিসা ৪/৫৯; মুসলিম হা/১৮৩৪)*।

অনুরূপ একটি ঘটনা আলী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, যেখানে আমীর হিসাবে বলা হয়েছে, ‘আনছারের জনৈক ব্যক্তি’ (رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ)। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তার সেনাদলকে আগুনে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন একদল তাতে প্রবেশ করার সংকল্প করল। অপর দল একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল এবং বলল, আমরা আগুন থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসেছিলাম’। তখন আমীরের রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যায় ও আগুন নিভে যায়। অতঃপর মদীনায় ফিরে এসে ঘটনাটি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বলা হ’লে তিনি বলেন, لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ‘যদি তারা আগুনে প্রবেশ করত, তাহ’লে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা সেখানেই থাকত’। তিনি আরও বলেন, لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ ‘আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল ন্যায় কর্মে’।[৮৩০] ইমাম নববী বলেন, এটি আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ্র ঘটনা নয়। বরং পৃথক ঘটনা *(মুসলিম হা/১৮৪০-এর ব্যাখ্যা)*।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ‘যদি তারা আগুনে প্রবেশ করত’ এর অর্থ ‘যদি তারা আমীরের নির্দেশ মান্য করার জন্য এটাকে হালাল ভেবে করত, তাহ’লে তারা সেখান থেকে আর কখনো বের হ’তে পারত না’। যারা আগুনে প্রবেশ করেনি, তাদেরকে তিনি উত্তম কথা বলেন ও জানিয়ে দেন যে, আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কারো প্রতি আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল বৈধ কর্মে’ *(ফাৎহুল বারী হা/৪০৮৫-এর ব্যাখ্যা)*। তিনি বলেন, নিসা ৫৯ আয়াতে বর্ণিত উলুল আমরের অর্থ ‘আমীরের আনুগত্য’ আলেমের আনুগত্য নয়। যা তাদের বিপরীত যারা উক্ত কথা বলে থাকেন। এর উদ্দেশ্য সামাজিক ঐক্য বজায় রাখা। নইলে বহু আনুগত্যের ফলে সমাজে বিভক্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে’।[৮৩১]

উপরোক্ত ঘটনায় আমীরের প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সেই সাথে উক্ত আনুগত্যের সীমা নির্দেশও জানা যায়। এছাড়া ইসলামী জিহাদের চিরন্তন বিধান পাওয়া যায় এই মর্মে যে, আমীরের নির্দেশে আত্মঘাতি হওয়া নিষিদ্ধ।

---

৮২৯. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৫৫৮; আহমাদ হা/১১৬৫৭; ইবনু মাজাহ হা/২৮৬৩; ছহীহাহ হা/২৩২৪।
৮৩০. মুসলিম হা/১৮৪০; বুখারী হা/৭১৪৫, ৭২৫৭; যাদুল মা‘আদ ৩/৪৫০-৫১।
৮৩১. ফাৎহুল বারী, ‘আহকাম’ অধ্যায়, আল্লাহ্র বাণী ‘তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার আমীরের আনুগত্য কর’ অনুচ্ছেদ; হা/৬৭১৮-এর ব্যাখ্যা।

৮৮. তাবূক যুদ্ধ (غزوة تبوك)

(৯ম হিজরীর রজব মাস)

মুতার যুদ্ধে রোমকদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানের ১৩ মাস পর এটি ছিল তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান। আর এটিই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর অংশগ্রহণে তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ।

এই অভিযানে মুসলিম বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০,০০০ এবং রোমকদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪০,০০০-এর বেশী। যাদের মধ্যে লাখাম ও জুযামসহ অন্যান্য আরব খ্রিষ্টান গোত্রসমূহ ছিল। যারা ইতিমধ্যে শামের বালক্বা (بَلْقَاء) পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। গত বছরে মুতার যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা সরাসরি মদীনায় হামলার এই গোপন প্রস্তুতি নেয়। তাতে মদীনার সর্বত্র রোমক ভীতির (خَوْفُ غَسَّانَ) সঞ্চার হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) তাদের প্রতিরোধে রোমান সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করলে তারা সংবাদ পেয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে যায়। রামাযান মাসে মুসলিম বাহিনী বিনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে মদীনায় ফিরে আসে। এই অভিযান কালে সূরা তওবার অনেকগুলি আয়াত নাযিল হয়। পঞ্চাশ দিনের এই দীর্ঘ সফরে ৩০ দিন যাতায়াতে এবং ২০ দিন তাবূকে অবস্থানে ব্যয়িত হয়।[৮৩২] বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

পটভূমি (خلفية الغزوة) :

ত্বায়েফ থেকে ফেরার কাছাকাছি ছয় মাস পরে ৯ম হিজরীর রজব মাসে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে এই অভিযান প্রেরিত হয় *(ইবনু হিশাম ২/৫১৫-১৬)*। তাবূক ছিল মদীনা থেকে ৭৭৮ কি. মি. উত্তরে সঊদী আরবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। তৎকালীন সময়ের অর্ধেক পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি রোম সম্রাটের সিরিয় গবর্ণরের বিরুদ্ধে ৮ম হিজরীর জুমাদাল ঊলা মাসে পরিচালিত 'মুতা' অভিযানে এক অসম যুদ্ধে রোমকদের পিছু হটার ফলে আরব উপদ্বীপে মুসলিম শক্তির শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত হয়। তাতে যুগ যুগ ধরে রোমকদের শাসন-শোষণে নিষ্পিষ্ট আরবদের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগরিত হয়। বিশেষ করে আরব ভূখণ্ডের সীমান্তবর্তী রোম শাসিত শাম রাজ্যের জন্য তা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেয়।

এ সময় মদীনার আউস গোত্রের অন্যতম সাবেক নেতা এবং খাযরাজ গোত্রের উপরেও যার যথেষ্ট প্রভাব ছিল, ধর্মগুরু আবু 'আমের আর-রাহেব ৮ম হিজরীর শেষ দিকে হোনায়েন যুদ্ধের পর সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে অবশেষে শামে (সিরিয়া) চলে যান। কেননা এটি তখন ছিল আরব ভূমিতে খ্রিষ্টান শাসনের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি সেখানে গিয়ে 'নাছারা' হন। অতঃপর রোম সম্রাটকে মদীনা আক্রমণের জন্য প্ররোচনা দিতে থাকেন।

৮৩২. ইবনু হিশাম ২/৫১৫-১৬; যাদুল মা'আদ ৩/৪৬১; আর-রাহীক্ব ৪২০ পৃঃ।

এ উদ্দেশ্যে মদীনার মুনাফিকদের সাথে তিনি পুরা যোগাযোগ রাখেন এবং তাদেরকে দিয়ে তিনি মসজিদে ক্বোবার অদূরে 'মসজিদে যেরার' নির্মাণ করান। যাতে মসজিদের আড়ালে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হিসাবে এটাকে ব্যবহার করা যায়। ত্বাবারী যুহরীর বরাতে 'মুরসাল' সূত্রে *(ত্বাবারী হা/১৭২০০)* বর্ণনা করেন যে, বনু 'আমর বিন 'আওফ গোত্রে মসজিদে ক্বোবা নির্মিত হ'লে তার প্রতি হিংসাবশে তার ভাই বনু গুন্‌ম বিন 'আওফ গোত্রের লোকেরা এই মসজিদ নির্মাণ করে *(কুরতুবী হা/৩৪৮৫)*।

রোম সম্রাটকে আবু 'আমের বুঝাতে সক্ষম হন যে, মদীনায় মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে তার একটি বিরাট দল রয়েছে। যারা বাহ্যিকভাবে মুহাম্মাদের দলে মিশে আছে। বাইরে থেকে রোমকরা হামলা করলেই তারা ঘুরে দাঁড়াবে এবং রোমকদের সহজ বিজয় লাভ হবে। উল্লেখ্য যে, ওহোদ যুদ্ধে শহীদ এবং ফেরেশতারা যার লাশ গোসল করান, সেই বিখ্যাত ছাহাবী হানযালা ছিলেন এই ফাসেক আবু 'আমেরের পুত্র। রাসূল (ছাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে অস্বীকার করে। ফলে রাসূল (ছাঃ) তার নামকরণ করেন আবু 'আমের আল-ফাসেক্ব' (فَسَمَّاهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الفَاسِقَ) । তিনি তাকে বদদো'আ করেন, যেন সে মদীনা থেকে দূরে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জন কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করে। পরে তিনি শামের ক্বিন্নাসরীন (قِنَّسْرِين) যেলায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।[৮৩৩]

একদিকে রাজনৈতিক বাস্তবতা অন্যদিকে আবু 'আমেরের এই প্ররোচনা রোম সম্রাটকে মদীনা হামলায় উৎসাহিত করল। পূর্ণরূপে শক্তি সঞ্চয়ের পূর্বেই উঠতি ইসলামী শক্তিকে অংকুরে বিনাশ করার সংকল্প নিয়ে তারা ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে। যাতে রোম সাম্রাজ্য সংলগ্ন আরব এলাকা থেকে ভবিষ্যতে কোনরূপ বিদ্রোহের হুমকি সৃষ্টি না হয়।

রোমকদের উক্ত হুমকি মুকাবিলা করাই ছিল তাবূক অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ। দ্বিতীয় কারণ ছিল তাদের কুফরী আদর্শের হুমকি মুকাবিলা করা। কারণ তারা ছিল ইহূদীদের পরে আরবদের নিকটতম দুশমন শক্তি। আহলে কিতাব হ'লেও তাদের অধিকাংশ ত্রিত্ববাদের কুফরী আক্বীদায় বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে প্রকৃত তাওহীদের দিকে আহ্বান করা এবং অন্যদেরকে তাদের মন্দ প্রভাব থেকে বাঁচানো এই অভিযানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আর এটাই হ'ল ইসলামী জিহাদের মূল রূহ। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর। তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে। আর জেনে রেখ

---

৮৩৩. কুরতুবী হা/৩৪৮৫, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তওবা ১০৭-০৮ আয়াত; আর-রাহীক্ব ২৫৮ পৃঃ; ইবনু হিশাম ২/৬৭; সনদ 'মুরসাল' *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১০৯৫)*।

যে, আল্লাহ সর্বদা মুত্তাক্বীদের সঙ্গে থাকেন' *(তওবা ৯/১২৩)*। যাতে এর মাধ্যমে আরব উপদ্বীপ কাফেরমুক্ত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্য হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ 'আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিৎনা (কুফরী) শেষ হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্য হয়ে যায়' *(আনফাল ৮/৩৯)*।

প্রত্যক্ষ কারণ যেটাই থাক না কেন আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল সম্ভবতঃ এটাই যে, খন্দক, খায়বর, মুতা ও মক্কা বিজয় শেষে আরবের সমস্ত অঞ্চল থেকে যখন দলে দলে গোত্রনেতারা মদীনায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করছে, তখন বাকী শাম ও তৎসন্নিহিত খ্রিষ্টান শাসিত এলাকাগুলি ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত হৌক। *আলহামদুলিল্লাহ* সেটাই হয়েছিল এবং কোনরূপ রক্তপাত ছাড়াই তাবূক অভিযানে খ্রিষ্টান শাসকরা সন্ধিচুক্তি করতে বাধ্য হয়। অতঃপর খেলাফতে রাশেদাহ্র সময় সমস্ত আরব উপদ্বীপ কাফেরমুক্ত হয়। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

মদীনায় রোমক ভীতি (خوف رومان فى المدينة) :

রোম সম্রাটের ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্ততির খবর মদীনায় পৌঁছে গেলে মুসলমানদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ভীতির সঞ্চার হয়। বিশেষ করে মুনাফিকদের অতিমাত্রায় অপপ্রচারের ফলে সাধারণ ও দুর্বলমনা মুসলমানদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়।

রোমকভীতি মুসলমানদের মধ্যে কেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল, নিম্নের ঘটনা দ্বারা কিছুটা বুঝা যায়।-

ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, আমার একজন আনছার বন্ধু ছিলেন। যখন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির না থাকতাম, তখন তিনি আমার নিকটে সংবাদাদি পৌঁছে দিতেন। আর তিনি যখন উপস্থিত না থাকতেন, তখন আমি তার নিকটে তা পৌঁছে দিতাম। তাঁরা উভয়ে প্রতিবেশী ছিলেন এবং মদীনার পূর্বদিকে উচ্চভূমিতে (عَوَالِي الْمَدِينَةِ) বসবাস করতেন। তারা পালাক্রমে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন। তিনি বলেন, আমরা সবাই গাসসানী সম্রাটকে ভয় করতাম। কেননা আমাদের বলা হয়েছিল যে, সত্বর তারা আমাদের উপরে হামলা করবে। ফলে আমাদের অন্তরগুলি সর্বদা তাদের ভয়ে ভীত থাকত।

একদিন রাতে হঠাৎ আমার ঐ আনছার বন্ধু দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে বললেন, اِفْتَحْ اِفْتَحْ দরজা খুলুন, দরজা খুলুন! আমি ভয়ে বলে উঠলাম, جَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ 'গাসসানী এসে গেছে কি?' তিনি বললেন, না, বরং তার চেয়ে কঠিন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার স্ত্রীদের

থেকে পৃথক হয়ে গেছেন’।[৮৩৪] অর্থাৎ তিনি স্ত্রীদের সঙ্গে ‘ঈলা’ (الإِيلاَء) করেছেন। ৯ম হিজরীর প্রথমভাগের এই সময় স্ত্রীদের উপরে অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের থেকে পৃথক থাকার শপথ নেন এবং একমাসের জন্য ‘ঈলা’ করেন। অতঃপর তাদের থেকে পৃথক হয়ে একটি নির্জন কক্ষে অবস্থান করেন। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরাম বিষয়টি বুঝতে না পেরে একে তালাক ভেবেছিলেন। অবশ্য ঈলার মেয়াদ চার মাস অতিক্রম করলে তখন তালাকের প্রশ্ন চলে আসে।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর উপরোক্ত ভয় থেকে সহজে অনুমান করা চলে যে, ঐ সময় রোমকভীতি মুসলমানদের কিভাবে গ্রাস করেছিল।

রোমকদের আগমনের খবর (خبر قدوم رومان) :

এইরূপ ভীতিকর অবস্থার মধ্যে শাম থেকে মদীনায় আগত তৈল ব্যবসায়ী নাবাত্বী দলের মাধ্যমে সংবাদ পাওয়া গেল যে, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস তার একজন বিখ্যাত সেনাপতির অধীনে ৪০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেছেন। যার মধ্যে লাখাম, জুযাম প্রভৃতি খ্রিষ্টান গোত্রগুলি সহ অন্যান্য আরব মিত্র গোত্রসমূহ রয়েছে। তাদের অগ্রবর্তী বাহিনীটি মদীনা অভিমুখে ইতিমধ্যে সিরিয়ার বালক্বা (اَلْبَلْقَاء) নগরীতে পৌঁছে গেছে।[৮৩৫]

খবরটি এমন সময় পৌঁছল, যখন ছিল গ্রীষ্মকাল এবং ফল পাকার মৌসুম। মানুষের মধ্যে ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাত। রাস্তা ছিল বহু দূরের এবং অতীব ক্লেশকর।

নাজাশীর মৃত্যু ও গায়েবানা জানাযা আদায় (وفاة النجاشي وجنازته الغائبة) :

সুহায়লী বলেন, হাবশার বাদশাহ আছহামা নাজাশী (الأصحمة النجاشي) ৯ম হিজরীর রজব মাসে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণকে নিয়ে বাক্বী‘ গারক্বাদের মুছাল্লায় গিয়ে তার গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।[৮৩৬] নাজাশী মুসলমান ছিলেন এবং রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানদের একান্ত হিতাকাংখী ও নিঃস্বার্থ সাহায্যকারী ছিলেন। জাবের (রাঃ) বলেন, তার মৃত্যুর দিন রাসূল (ছাঃ) সবাইকে অবহিত করে বলেন, مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ ‘আজ একজন সৎ

---

৮৩৪. বুখারী হা/৪৯১৩; মুসলিম হা/১৪৭৯।
৮৩৫. ইবনু সা‘দ ২/১২৫; যাদুল মা‘আদ ৩/৪৬২।
৮৩৬. আর-রউযুল উনুফ ২/১১৯; ইবনু হিশাম ১/৩৪১ টীকা-৪; মুবারকপুরী বলেছেন যে, আছহামা নাজাশীর মৃত্যু তাবূক যুদ্ধের পর রজব মাসে হয়েছে *(আর-রাহীক্ব ৩৫২ পৃঃ)*। কিন্তু তিনি একথাও বলেছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর তাবূক যুদ্ধে গমন ৯ম হিজরীর রজব মাসে এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তন রামাযান মাসে *(পৃঃ ৪৩৬)*। অতএব তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে।

ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তোমরা দাঁড়িয়ে যাও এবং তোমাদের ভাই আছহামার জন্য জানাযার ছালাত আদায় কর' *(বুখারী হা/৩৮৭৭)*। হুযায়ফা বিন আসীদ আল-গিফারী (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেন, صَلُّوْا عَلَى أَخٍ لَّكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ 'তোমরা তোমাদের একজন ভাইয়ের জানাযা পড়। যিনি তোমাদের দেশ ব্যতীত অন্য দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন'।[৮৩৭]

রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা (إعلان التجهيز لقتال الرومان) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিন্তা করলেন যে, আরব এলাকায় রোমকদের প্রবেশ করার আগেই তাদেরকে তাদের সীমানার মধ্যেই আটকে দিতে হবে। যাতে আরব ও মুসলিম এলাকা অহেতুক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অন্য সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'তাওরিয়া' (التَّوْرِيَة) করেন। অর্থাৎ একদিকে যাওয়ার কথা বলে অন্যদিকে যেতেন। কিন্তু এবার তিনি সরাসরি ঘোষণা করলেন যে, রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে হবে। অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি সবাইকে জোরালোভাবে উৎসাহিত করতে থাকেন। যাতে ভীতি ঝেড়ে ফেলে সবাই যুদ্ধের জন্য জোরে-শোরে প্রস্তুতি নিতে পারে। দেখা গেল যে, কেবল মুনাফিকরা ব্যতীত সবাই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো। মক্কাবাসীদের নিকটে ও অন্যান্য আরব গোত্রগুলির নিকটে খবর পাঠানো হ'ল। একই সময়ে সূরা তওবার অনেকগুলি আয়াত নাযিল হ'ল মুনাফিকদের যুদ্ধভীতির বিরুদ্ধে ও মিথ্যা ওযর-আপত্তির বিরুদ্ধে। এতদ্ব্যতীত জিহাদের ফযীলত এবং এতদুদ্দেশ্যে দান-ছাদাক্বার ফযীলত সম্পর্কে অনেকগুলি আয়াত নাযিল হয়। এতে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। গ্রীষ্মের খরতাপ, ফসল কাটার মৌসুম, দীর্ঘ সফরের কষ্ট সবকিছু ভুলে গিয়ে তাদের মধ্যে শুরু হয় জিহাদে গমন করার ও জিহাদ ফাণ্ডে দান করার প্রতিযোগিতা।

এই বাহিনীকে 'জায়শুল উসরাহ' (جَيْشُ الْعُسْرَةِ) অর্থাৎ 'ক্লেশকর যুদ্ধের সেনাবাহিনী' বলে অভিহিত করা হয়। এসময় মুনাফিকরা মসজিদে কুবার অনতিদূরে একটি মসজিদ নির্মাণ করে এবং সেখানে গিয়ে ছালাত আদায়ের জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে দাওয়াত দেয়। রাসূল (ছাঃ) তাবূক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সেখানে যাবেন বলে কথা দেন। ইতিহাসে এটি 'মসজিদে যেরার' (مَسْجِدُ الضِّرَار) বা 'অনিষ্টকারী মসজিদ' নামে পরিচিত' *(ইবনু হিশাম ১/৫২২; তওবা ৯/১০৭)*।

জিহাদে গমনের নির্দেশ প্রচারিত হওয়ার পর মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিহাদের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। যাদের বাহন ছিল না, তারা ছুটে আসেন রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বাহনের জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে

৮৩৭. আহমাদ হা/১৬১৯২; ইবনু মাজাহ হা/১৫৩৭, সনদ ছহীহ।

বাহনের ব্যবস্থা করতে পারলেন না। ফলে যারা বাহন পেলেন না, তারা জিহাদে যেতে না পারার দুঃখে কেঁদে বুক ভাসান। ইতিহাসে এরা ‘আল-বাক্কাঊন’ (ক্রন্দনকারীগণ) নামে খ্যাত।[৮৩৮]

জিহাদ ফাণ্ডে দানের প্রতিযোগিতা (مسابقة فى بذل المال للجهاد) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ ‘যে ব্যক্তি জায়শুল উসরাহ্র প্রস্তুতিতে দান করবে, তার জন্য জান্নাত’ *(বুখারী হা/২৭৭৮)*। উক্ত হাদীছ শোনার পর মুসলমানদের মধ্যে দানের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।

(১) ওমর (রাঃ) বলেন, (তাবূক যুদ্ধের সময়) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে ছাদাক্বার নির্দেশ দিলেন। তখন আমার নিকটে পর্যাপ্ত সম্পদ ছিল। আমি মনে মনে বললাম, দানের প্রতিযোগিতায় আজ আমি আবুবকরের উপরে জিতে যাব। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আমার সমস্ত মালের অর্ধেক নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হ’লাম। তিনি বললেন, পরিবারের জন্য কি পরিমাণ রেখে এসেছ? আমি বললাম, অনুরূপ পরিমাণ। এ সময় (২) আবুবকর (রাঃ) তাঁর সমস্ত মাল-সম্পদ নিয়ে হাযির হ’লেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আবুবকর! তোমার পরিবারের জন্য কি পরিমাণ রেখে এসেছ? তিনি বললেন, أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ ‘তাদের জন্য আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি’। ওমর বলেন, তখন আমি মনে মনে বললাম, আর আমি কখনোই তাঁর উপরে জিততে পারব না’।[৮৩৯] এতে বুঝা যায় যে, দু’জনের মধ্যে ওমর (রাঃ) প্রথম ছাদাক্বা নিয়ে আসেন।

(৩) ওছমান গণী (রাঃ) ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসেন। স্বর্ণমুদ্রাগুলি যখন রাসূল (ছাঃ)-এর কোলের উপরে তিনি ঢেলে দেন, তখন রাসূল (ছাঃ) সেগুলি উল্টে-পাল্টে বলতে থাকেন, مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ، يُرَدِّدُهَا مِرَارًا ‘আজকের দিনের পর কোন আমলই ইবনু ‘আফফানের (অর্থাৎ ওছমানের) কোন ক্ষতিসাধন করবে না’। কথাটি

---

৮৩৮. যাদুল মা‘আদ ৩/৪৬২। প্রসিদ্ধ আছে যে, আবু যার গিফারীর জন্য উট পেতে দেরী হয়। তখন তিনি সরঞ্জামাদি পিঠে নিয়ে পায়ে হেঁটে চলতে থাকেন। অতঃপর এক স্থানে রাসূল (ছাঃ) অবতরণ করলে লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঐ ব্যক্তি একাকী হেঁটে আসছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, দেখ ওটা আবু যার। অতঃপর লোকেরা ভালোভাবে দেখে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কসম ঐ ব্যক্তি আবু যার। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ আবু যারের উপরে রহম করুন! সে একাকী হাঁটে। একাকী মরবে ও একাকী পুনরুত্থিত হবে’ *(যাদুল মা‘আদ ৩/৪৬৭; ইবনু হিশাম ২/৫২৪)*। বর্ণনাটি যঈফ *(মা শা-‘আ ২১৭ পৃঃ)*।

৮৩৯. তিরমিযী হা/৩৬৭৫; আবুদাঊদ হা/১৬৭৮; মিশকাত হা/৬০২১, সনদ হাসান। অত্র হাদীছে তাবূক যুদ্ধের উল্লেখ নেই। কিন্তু পূর্বাপর সম্পর্ক বিবেচনায় ঘটনাটি তাবূক যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। মাক্বরেযী (মৃ. ৮৪৫ হি.) ও মুবারকপুরী সূত্রবিহীনভাবে লিখেছেন যে, আবুবকর (রাঃ) প্রথম দানের সূচনা করেন এবং এর পরিমাণ ছিল ৪০০০ দিরহাম *(মাক্বরেযী, ইমতা‘উল আসমা ২/৪৭; আর-রাহীক্ব ৪৩৩)*।

তিনি কয়েকবার বলেন’।[৮৪০] এই বিপুল দানের জন্য তাঁকে مُجْهِزُ جَيْشِ الْعُسْرَةِ অর্থাৎ ‘তাবূক যুদ্ধের রসদ যোগানদাতা’ বলা হয়।[৮৪১]

(৪) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব বহু মাল-সামান নিয়ে আসেন। (৫) এতদ্ব্যতীত ত্বালহা, সা‘দ বিন ওবাদাহ, মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ প্রমুখ প্রচুর মাল-সম্পদ দান করেন। এভাবে এক মুদ, দুই মুদ করে কম-বেশী দানের স্রোত চলতে থাকে। মহিলাগণ তাদের গলার হার, হাতের চুড়ি, পায়ের অলংকার, কানের রিং, আংটি ইত্যাদি যার যা গহনা ও অলংকার ছিল, সবই রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পাঠিয়ে দেন। কেউ সামান্যতম কৃপণতা করেননি *(সীরাহ হালাবিইয়াহ ৩/১০০; আর-রাহীক্ব ৪৩৩ পৃঃ)*। আছেম বিন ‘আদী ১০০ অসাক্ব অর্থাৎ হিজাযী ছা‘ হিসাবে প্রায় ১৪,৩৫৯ কেজি খেজুর জমা দেন *(ইবনু হিশাম ২/৫৫১)*। এ সময় উমাইরাহ বিনতে সুহায়েল বিন রাফে‘ দুই ছা‘ খেজুর, আবু খায়ছামা আনছারী এক ছা‘ এবং আবু ‘আক্বীল হাছহাছ অথবা হাবহাব আনছারী (রাঃ) অর্ধ ছা‘ বা অর্ধ থলি (نِصْفُ صُبْرَةٍ) খেজুর নিয়ে আসেন’ *(কুরতুবী)*। আবু ‘আক্বীল বলেন, ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি সারা রাত দুই ছা‘ খেজুরের বিনিময়ে অন্যের ক্ষেতে পানি সেচেছি। সেখান থেকে এক ছা‘ পরিবারের জন্য রেখে এসেছি এবং এক ছা‘ এখানে এনেছি’ *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক ১০২৬০)*। তখন রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিলেন তার ঐ খেজুরগুলি ছাদাক্বার স্তূপের উপর ছড়িয়ে দিতে। অতঃপর তার জন্য দো‘আ করলেন, بَارَكَ اللهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَفِيمَا أَمْسَكْتَ ‘আল্লাহ তাতে বরকত দিন যা তুমি দান করেছ এবং যা তুমি (পরিবারের জন্য) রেখে দিয়েছ’। তখন কিছু লোক এতে হাসাহাসি করে বলল, নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এসব দান থেকে অমুখাপেক্ষী’ *(ত্বাবারী হা/১৭০১২; কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তওবা ৭৯ আয়াত, সনদ যঈফ)*।

সবশেষে আব্দুর রহমান বিন ‘আওফ (রাঃ) এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ছাদাক্বা দানকারী আর কেউ বাকী আছে কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। তখন তিনি তার মোট সম্পদের অর্ধেক ৪০০০ দিরহাম বা ১০০ উক্বিয়া স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। এ সময় ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব বলেন, তুমি কি পাগল? তিনি বললেন, আমি পাগল নই। অতঃপর বলেন, আমার মোট ৮০০০ দিরহামের মাল রয়েছে। তন্মধ্যে ৪০০০ দিরহাম রেখেছি আমার পরিবারের জন্য এবং বাকী ৪০০০ দিরহাম আমি আমার প্রতিপালককে ঋণ দিলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে বললেন, بَارَكَ اللهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَفِيمَا أَمْسَكْتَ ‘আল্লাহ তাতে

---

৮৪০. আহমাদ হা/২০৬৪৯; তিরমিযী হা/৩৭০১; মিশকাত হা/৬০৬৪। তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে, مَرَّتَيْنِ (দুই বার)। এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি স্বর্ণমুদ্রা ছাড়াও ৯০০ উট, গদি ও পালানসহ ১০০ ঘোড়া *(রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ১/১৩৬; আর-রাহীক্ব ৪৩৩ পৃঃ)* এবং ২০০ উক্বিয়া রৌপ্য মুদ্রা দান করেন *(আর-রাহীক্ব ৪৩৩ পৃঃ)*। তবে এগুলির সনদ দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয় *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫২৫)*।

৮৪১. মুহাম্মাদ বিন ওমর আল-হাযরামী ওরফে বাহরাক্ব (মৃ. ৯৩০ হি.), হাদায়েকুল আনওয়ার ওয়া মাত্বালি‘উল আসরার ফী সীরাতিন নবীইল মুখতার (জেদ্দা : দারুল মানহাজ, ১ম সংস্করণ ১৪১৯ হি.) ৩৭২ পৃঃ।

বরকত দিন যা তুমি দান করেছ এবং যা তুমি রেখে দিয়েছ'। এ সময় এক ছা' বা অর্ধ ছা' করে যারা দান করেন, সকলের উদ্দেশ্যে তিনি একই দো'আ করেন। তখন মুনাফিকরা বলল, আল্লাহ্র কসম! এটি স্রেফ 'রিয়া' ও শ্রুতি মাত্র। কেননা আল্লাহ এসব দান থেকে অমুখাপেক্ষী' *(ত্বাবারী হা/১৭০০৪, ১৭০১৭; ইবনু কাছীর, তাফসীর তওবা ৭৯ আয়াত, সনদ যঈফ)*।

আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, আমাদেরকে ছাদাক্বার আদেশ দেওয়া হ'ল। তখন আমরা সবাই তা বহন করে নিয়ে গেলাম। এ সময় আবু 'আক্বীল অর্ধ ছা' ছাদাক্বা নিয়ে এলেন। অন্য একজন তার চাইতে কিছু বেশী নিয়ে এল। তখন মুনাফিকরা বলল, নিশ্চয় আল্লাহ এইসব ছাদাক্বা থেকে অমুখাপেক্ষী। তারা বলল, এরা এগুলি করছে লোক দেখানোর জন্য। তখন সূরা তওবা ৭৯ আয়াতটি নাযিল হয়' *(বুখারী হা/৪৬৬৮)*।[৮৪২]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- 'যারা স্বেচ্ছায় ছাদাক্বা দানকারী মুমিনদের প্রতি বিদ্রূপ করে এবং যাদের স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া কিছুই নেই তাদেরকে উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(তওবা ৯/৭৯)*।

মুনাফিকদের অবস্থান (موقف المنافقين) :

তাবূক যুদ্ধে মুনাফিকদের অবস্থান ছিল খুবই জঘন্য। যাতে মুসলিম বাহিনী মদীনা থেকে বের না হয় এবং রোমকদের হামলার পথ সুগম হয়, সেজন্য তাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। সেকারণ তাদের ও দুর্বল ঈমানদারদের লক্ষ্য করে সূরা তওবা ৩৮ থেকে ১১০ পর্যন্ত পরপর ৭২টি আয়াত নাযিল হয়। তাতে মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় ও মুনাফিকদের বিষয়ে তারা অধিক সজাগ হয়।

---

৮৪২. এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, আবু খায়ছামা মালেক বিন ক্বায়েস আনছারী, যিনি তাবূক যুদ্ধের তহবিলে এক ছা' খেজুর দান করেন এবং মুনাফিকরা সেজন্য তাকে বিদ্রূপ করে, রাসূল (ছাঃ)-এর কাফেলা তাবূকের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়ে তার দু'জন স্ত্রীকে তার জন্য ঠাণ্ডা পানি ও খাদ্য সমূহ প্রস্তুততরত অবস্থায় দেখতে পান। এসব দেখে তিনি বলে ওঠেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এখন প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে রাস্তা চলছেন। আর আবু খায়ছামা শীতল ছায়ার নীচে উপাদেয় খাদ্য ও সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে তার মাল-সম্পদের মধ্যে অবস্থান করছে? এটা কখনই ইনছাফ নয়। অতঃপর তিনি স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি কখনই তোমাদের কারু কক্ষে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ না আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে মিলিত হব। অতএব তোমরা আমার জন্য পাথেয় প্রস্তুত করে দাও। অতঃপর তিনি তার বাহনে উঠে রওয়ানা হ'লেন। পথিমধ্যে উমায়ের বিন ওয়াহাব আল-জুমাহীর সঙ্গে দেখা হ'লে তিনি বলেন, আমার কিছু পাপ রয়েছে। অতএব তুমি আমাকে পিছনে ফেলে যেয়োনা, যতক্ষণ না আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছে যাই। অতঃপর তিনি আগে আগে চললেন। অবশেষে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছাকাছি দূরত্বে পৌঁছে গেলে লোকেরা বলল, একজন সওয়ারী এগিয়ে আসছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওটি আবু খায়ছামা। লোকেরা বলল, আল্লাহ্র কসম! সে আবু খায়ছামা। অতঃপর তিনি সওয়ারী থেকে নেমে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে সালাম করলেন এবং তার বিষয়টি বর্ণনা করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তার কল্যাণের জন্য দো'আ করলেন' *(ইবনু হিশাম ২/৫২০-২১; যাদুল মা'আদ ৩/৪৬৪)*।
ঘটনাটি ইবনু ইসহাক বিনা সনদে বর্ণনা করেছেন। এটি 'মুরসাল' *(তাহকীক ইবনু হিশাম, ক্রমিক ১৮৭০)*।

মুনাফিকরা নিজেরা তো দান করেনি। উপরন্তু এই দানকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল *(তওবা ৯/৭৯)*। তাদের ঠাট্টা যেন এরূপ ছিল যে, বিশ্বশক্তি রোমক বাহিনীকে এরা দু'চারটি খেজুর দিয়ে পরাস্ত করতে চায়। কিংবা দু'চারটা খেজুর দিয়েই এরা রোম সাম্রাজ্য জয়ের দিবা স্বপ্ন দেখছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নেতৃত্বে মুনাফিকরা নানা অজুহাতে জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকে। উপরন্তু তারা গোপনে মুমিনদের বলতে থাকে যে, মুহাম্মাদ ও তার সাথীরা কেউ আর মদীনায় ফিরতে পারবেনা। রোম সম্রাট ওদের বন্দী করে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিবেন। তারা বলে, لاَ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ 'তোমরা এই গরমে বের হয়োনা' *(তওবা ৯/৮১)*। তাদের প্ররোচনায় কেউ কেউ গিয়ে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে' *(তওবা ৯/৪৩)*। এ সময় মদীনার বেদুঈনদের মুনাফেকী ও অবাধ্যতা ছিল খুবই বেশী' *(তওবা ৯/৯৭)*।[৮৪৩] মদীনার শহর এলাকা ছেড়ে পার্শ্ববর্তী বস্তী এলাকাতেও মুনাফেকী ছড়িয়ে পড়ে। যাদেরকে রাসূল (ছাঃ) জানতেন না। কিন্তু আল্লাহ জানতেন' *(তওবা ৯/১০১)*। আল্লাহ পাক এসব মুনাফিকদের ওযর কবুল করতে এবং তাদের কথা বিশ্বাস করতে রাসূল (ছাঃ)-কে নিষেধ করেন' *(তওবা ৯/৯৪)*। এমনকি কুরআন তাদেরকে 'অপবিত্র' (رِجْسٌ) বলে আখ্যায়িত করে' *(তওবা ৯/৯৫)*।

এভাবে মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে আমলে ও আচরণে বিভক্তি রেখা সৃষ্টি হয়। ক্বোবায় মুনাফিকদের তৈরী 'মসজিদে যেরারে' রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাত আদায়ে নিষেধ করা হয়' *(তওবা ৯/১০৭-০৮)*। তাবূক যুদ্ধ থেকে ফিরে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর জানাযায় শরীক হওয়ার পর থেকে সকল মুনাফিকের জানাযায় শরীক হওয়ার ব্যাপারে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়' *(তওবা ৯/৮৪)*। তাবূক যুদ্ধে মুনাফিকদের বৃহদাংশ যোগদান করেনি। দু'চার জন যারা গিয়েছিল, তারা গিয়েছিল স্রেফ ষড়যন্ত্র করার জন্য। এমনকি ফেরার পথে তাদের মধ্যে ১২ জন রাসূল (ছাঃ)-কে এক পাহাড়ী সরু পথে হত্যার চেষ্টা করে *(আল-বিদায়াহ ৫/১৯)*।

তাছাড়া ঐ সময় ছিল ফল পাকার মৌসুম। যে কারণে মদীনা থেকে বের হওয়া তখন ছিল বড়ই কষ্টকর বিষয়।

---

৮৪৩. প্রসিদ্ধ আছে যে, বনু সালামাহ গোত্রের জাদ বিন ক্বায়েসকে রাসূল (ছাঃ) জিহাদে যাওয়ার আহ্বান জানালে সে বলল, রোমক নারীরা খুবই সুন্দর। ওদের দেখে আমি ফিৎনায় পড়ে যাওয়ার আশংকা করি। অতএব হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাকে ফিৎনায় ফেলবেন না। এ কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এ বিষয়ে তওবা ৪৯ আয়াতটি নাযিল হয়। যেখানে আল্লাহ বলেন, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلاَ تَفْتِنِّي 'আর তাদের মধ্যেকার কেউ বলে, আমাকে (যুদ্ধ থেকে) অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিৎনায় ফেলবেন না' *(তওবা ৯/৪৯; যাদুল মা'আদ ৩/৪৬১)*। বর্ণনাটি যঈফ *(মা শা-'আ ২১৩-১৭ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, এই ব্যক্তি একাই মাত্র হোদায়বিয়াতে বায়'আতুর রিযওয়ানে অংশ নেয়নি।

মদীনার এই সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লাহপাক আয়াত নাযিল করে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ- 'হে মুমিনগণ! মুশরিকগণ (শিরকী আক্বীদার কারণে) নাপাক বৈ কিছুই নয়। অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়। (ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের হাতে থাকার কারণে) তোমরা যদি দারিদ্র্যের ভয় কর, তবে সত্বর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন যদি তিনি চান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/২৮)*। যারা অজুহাত দিয়ে পিছিয়ে থাকার অনুমতি চেয়েছিল, তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ- 'যদি গণীমত নিকটবর্তী হ'ত এবং সফর কাছাকাছি হ'ত, তাহ'লে ওরা অবশ্যই তোমার অনুগামী হ'ত। কিন্তু তাদের নিকট (শাম পর্যন্ত) সফরটাই দীর্ঘ মনে হয়েছে। তাই সত্বর ওরা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, সাধ্যে কুলালে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে বের হ'তাম। এভাবে (শপথ করে) তারা নিজেরা নিজেদের ধ্বংস করে। অথচ আল্লাহ জানেন যে ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী' *(তওবা ৯/৪২)*। অতঃপর দৃঢ় বিশ্বাসী মুমিনদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ বলেন, انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ- 'তোমরা বেরিয়ে পড় অল্প সংখ্যায় হও বা অধিক সংখ্যায় হও এবং জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে তোমাদের মাল দ্বারা ও জান দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে' *(তওবা ৯/৪১)*। আল্লাহ্র এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমানদারগণ দলে দলে জিহাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর চারপাশে জমা হয়ে যায়। মুজাহিদ বলেন, আয়াতগুলি সবই তাবূক যুদ্ধের ঘটনায় নাযিল হয়েছিল' *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫২৮)*।

তাবূকের পথে মুসলিম বাহিনী (الجيش الإسلامى إلى تبوك) :

৯ম হিজরীর রজব মাসের এক বৃহস্পতিবারে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ৩০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাবূকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সেনা অভিযান। এই সময় তিনি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ আনছারীকে মতান্তরে সিবা' বিন উরফুত্বাহ আল-গিফারীকে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করেন এবং হযরত আলীকে তাঁর পরিবারের দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে যান। কিন্তু মুনাফিকরা তাকে সম্ভবতঃ ভীতু, কাপুরুষ ইত্যাদি বলে ঠাট্টা করায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি পুনরায় গিয়ে পথিমধ্যে সেনাদলে যোগ দেন। তখন সেনাদল দু'তিন মনযিল অতিক্রম করে গেছে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে কাছে ডেকে সস্নেহে বলেন, أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ

مُوْسَى؟ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ– 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার নিকটে অনুরূপ হও যেমন হারূণ ছিলেন মূসার নিকটে? তবে পার্থক্য এই যে, আমার পরে আর কোন নবী নেই' *(বুখারী হা/৪৪১৬)*। একথা শুনে আলী (রাঃ) খুশী মনে মদীনায় ফিরে গেলেন।

পতাকাবাহীগণ (اصحاب اللواء) :

তাবূক যুদ্ধের প্রধান পতাকা ছিল আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর হাতে। দ্বিতীয় প্রধান পতাকাটি ছিল যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ)-এর হাতে। আউসদের পতাকা ছিল উসায়েদ বিন হুযায়ের (রাঃ)-এর হাতে। খাযরাজদের পতাকা ছিল আবু দুজানাহ (রাঃ)-এর হাতে। মতান্তরে হুবাব ইবনুল মুনযির (রাঃ)-এর হাতে। এছাড়াও আনছারদের অন্যান্য গোত্র এবং আরবদের অন্যান্য দলের পৃথক পৃথক পতাকা ছিল। যেমন যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) বনু মালেক বিন নাজ্জার-এর এবং মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বনু মাসলামাহ-এর পতাকা বহন করেন। তথ্যগুলি সবই এককভাবে ওয়াক্বেদী বর্ণিত। যিনি পরিত্যক্ত (مَتْرُوك)। কিন্তু তাঁর সীরাত গ্রন্থ অগণিত তথ্যাবলী সমৃদ্ধ। সেখান থেকে এই ধরনের তথ্য গ্রহণে কোন ক্ষতি নেই' *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫৩২)*।

ক্রন্দনকারীগণ (البكّاؤون) :

অসুখ, দরিদ্রতা, বাহন সংকট প্রভৃতি কারণে যারা জিহাদে যেতে পারেননি, তারা জান্নাত লাভের এই মহা সুযোগ হারানোর বেদনায় কাঁদতে থাকেন। যারা ইতিহাসে 'ক্রন্দনকারীগণ' (الْبَكَّاؤُون) বলে খ্যাত *(যাদুল মা'আদ ৩/৪৬২-৬৩)*। তাদেরই অন্যতম ছিলেন, 'উলবাহ বিন যায়েদ (عُلْبَةُ بن زَيْدٍ)। যিনি রাত্রি জেগে ছালাত আদায় করেন ও আল্লাহ্র নিকটে কেঁদে কেঁদে বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছ ও তাতে উৎসাহিত করেছ। কিন্তু আমার নিকটে এমন কিছু নেই, যা দিয়ে আমি তোমার রাসূলের সঙ্গে যেতে সক্ষম হই এবং আমার দেহে বা সম্পদে যে সব যুলুম হয়েছে, তার প্রতিটি যুলুমের বিনিময়ে প্রত্যেক মুসলমানের উপর আমি ছাদাক্বা করি'। অতঃপর ফজর ছালাতের পর রাসূল (ছাঃ) সবার উদ্দেশ্যে বললেন, আজ রাতে ছাদাক্বা দানকারী কোথায়? কিন্তু কেউ দাঁড়ালো না। রাসূল (ছাঃ) দ্বিতীয়বার বললে ঐ ব্যক্তি দাঁড়াল ও তাঁকে সব খবর জানাল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَبْشِرْ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ كُتِبَتْ فِي الزَّكَاةِ الْمُتَقَبَّلَةِ 'সুসংবাদ গ্রহণ কর! যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, তোমার ছাদাক্বা আল্লাহ্র কবুলকৃত যাকাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, قَدْ غُفِرَ لَهُ 'তাকে ক্ষমা করা হয়েছে'।[৮৪৪]

---

৮৪৪. যাদুল মা'আদ ৩/৪৬২-৬৩, সনদ ছহীহ -আরনাঊত্ব; সীরাহ ছহীহাহ ২/৫২৯-৩০; আল-ইছাবাহ, 'উলবাহ ক্রমিক ৫৬৬১।

আবু মূসা আশ‘আরীর নেতৃত্বে আশ‘আরীগণ এসে বাহনের দাবী করলে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে তিনটি উটের বেশী দিতে পারলেন না’ *(বুখারী হা/৬৭১৮)*। ফলে এইসব দুর্বল ও অক্ষমদের বিষয়ে নাযিল হয়, لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ- ‘কোন অভিযোগ নেই দুর্বলদের উপর, রোগীদের উপর ও ব্যয়ভার বহনে অক্ষমদের উপর, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি খালেছ ঈমান রাখে। বস্ততঃ সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’। ‘অধিকন্তু ঐসব লোকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই যারা তোমার নিকট এজন্য আসে যে, তুমি তাদের (জিহাদে যাবার) জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবে। অথচ তুমি বলেছ যে, আমার নিকটে এমন কোন বাহন নেই যার উপর তোমাদের সওয়ার করাবো। তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ হ’তে অবিরলধারে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে এই দুঃখে যে, তারা এমন কিছু পাচ্ছে না যা তারা ব্যয় করবে’ *(তওবা ৯/৯১-৯২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই মদীনায় একদল লোক রয়েছে। যারা তোমাদের সাথে অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি।... حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ‘ওযর তাদেরকে আটকিয়ে রেখেছিল’ *(বুখারী হা/৪৪২৩)*।

সেনাবাহিনীতে বাহন ও খাদ্য সংকট (شدة الزاد والمراكب للجيش) :

সাধ্যমত দান-ছাদাক্বা করা সত্ত্বেও তা এই বিশাল সেনাবাহিনীর জন্য যথেষ্ট ছিল না। ফলে প্রতি ১৮ জনের জন্য একটি করে উটের ব্যবস্থা হয়। যার উপরে তারা পালাক্রমে সওয়ার হতেন। অনুরূপভাবে খাদ্য সংকট দেখা দেয়ায় তারা গাছের ছাল-পাতা খেতে থাকেন। যাতে তাদের ঠোটগুলো ফুলে যায়।

পথিমধ্যে ব্যাপকভাবে পানি সংকটে পড়ায় সবাই রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে পানির অভিযোগ করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র নিকটে পানি প্রার্থনা করেন। ফলে আল্লাহ বৃষ্টির মেঘ পাঠিয়ে দেন, যা বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষণ করে। সেনাবাহিনী তৃপ্তি সহকারে পানি পান করে এবং পাত্রসমূহ ভরে নেয়।[৮৪৫]

---

৮৪৫. ইবনু হিশাম ২/৫২২; যাদুল মা‘আদ ৩/৪৬৬ সনদ জাইয়িদ- ঐ টীকা; আর-রাহীক্ব ৪৩৪।
প্রসিদ্ধ আছে যে, পানির অভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হ’লে বাহন সংকট থাকা সত্ত্বেও তারা মাঝে-মধ্যে উট নহর করতে বাধ্য হ’তেন এবং উটের পিঠের কুঁজোতে (الْكَرِشُ) সঞ্চিত পানি পান করতেন’ *(আর-রাহীক্ব ৪৩৩-৩৪)*। বর্ণনাটি ‘যঈফ’ *(আলবানী, দিফা‘ আনিল হাদীছ ৯ পৃঃ)*।

হিজর অতিক্রম (مرور بالحجر) :

গমন পথে মুসলিম বাহিনী ‘হিজর’ এলাকা অতিক্রম করে। যা ছিল খায়বরের অদূরে ওয়াদিল ক্বোরা (وَادِى الْقُرَى) এলাকায় অবস্থিত। এখানে বিগত যুগে ছামূদ জাতি আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংস হয়। যারা পাথর কেটে মযবুত ঘর-বাড়ি তৈরী করত (الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ) *(ফজর ৮৯/৯)*। হযরত ছালেহ (আঃ) তাদের নিকটে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে অমান্য করে। ফলে তারা আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ. ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِىَ ‘তোমরা গযবপ্রাপ্ত ছামূদদের ঘর-বাড়িতে প্রবেশ করো না ক্রন্দনরাত অবস্থায় ব্যতীত। যাতে তাদের যে বিপদ হয়েছে, তোমাদের তেমনটি না হয়। অতঃপর তিনি মাথা নীচু করলেন এবং দ্রুত উক্ত এলাকা অতিক্রম করলেন’।[৮৪৬] অর্থাৎ কেউ প্রবেশ করতে চাইলে কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করবে। অথবা মাথা নীচু করে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করবে। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন যে, فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم– أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا وَيَعْلِفُوا الإِبِلَ الْعَجِينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِى كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ ‘তোমরা যে পানি সংগ্রহ করেছ তা ফেলে দাও। উক্ত পানি দিয়ে যদি আটার খামীর করে থাক, তবে তা উটকে খাইয়ে দাও’। আরও নির্দেশ দিলেন যে, ‘ছালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রী যে কুয়া থেকে পানি পান করত, তোমরা সেই কুয়া থেকে পানি সংগ্রহ করো’ *(মুসলিম হা/২৯৮১)*।

---

৮৪৬. বুখারী হা/৪৪১৯; মুসলিম হা/২৯৮০; মিশকাত হা/৫১২৫।
এখানে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা এখানকার কুয়া থেকে পানি পান করো না, ঐ পানিতে ওযূ করো না।... আজকে রাতে তোমরা কেউ বের হয়োনা সাথী ব্যতীত’। লোকেরা সেটাই করল। কিন্তু বনু সা‘এদাহ-র দু’জন লোক বের হ’ল। যাদের একজন হাজত সারার জন্য, অন্যজন তার উট খোঁজার জন্য। এক্ষণে যে ব্যক্তি হাজত সারার জন্য বের হয়েছিল, সে তার হাজতের স্থানেই গলায় ফাঁস লেগে পড়ে রইল। অন্যজনকে ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে ত্বাঈ পাহাড়ে নিক্ষেপ করল। রাসূল (ছাঃ)-কে এ খবর দেওয়া হ’লে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সাথী ব্যতীত বের হ’তে নিষেধ করিনি? অতঃপর তিনি গলায় ফাঁস লেগে পড়ে থাকা ব্যক্তির নিকটে গিয়ে দো‘আ করলেন। ফলে সে আরোগ্য লাভ করল। দ্বিতীয় জনকে মদীনায় পৌঁছার পর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ত্বাঈ গোত্রের লোকেরা হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করল’ *(যাদুল মা‘আদ ৩/৪৬৫; ইবনু হিশাম ২/৫২১-২২)*। বর্ণনাটির সনদ ‘মুরসাল’ *(তাহকীক ইবনু হিশাম, ক্রমিক ১৮৭২)*।

মু‘জেযা সমূহ (معجزات فى الطريق)

(১) শুষ্ক ঝর্ণায় পানির স্রোত (جريان العين اليابس بماء منهمر) :

তাবূকের নিকটবর্তী পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّكُمْ سَتَأْتُوْنَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عَيْنَ تَبُوْكَ ‘আগামীকাল ইনশাআল্লাহ তোমরা তাবূকের ঝর্ণার নিকটে পৌঁছবে। তবে দিন গরম হওয়ার পূর্বে তোমরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না। যদি তোমরা কেউ আগে পৌঁছে যাও, তবে আমি না পৌঁছা পর্যন্ত যেন কেউ ঝর্ণার পানি স্পর্শ না করে’।

মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, আমরা গিয়ে দেখি আমাদের দু’জন লোক আগেই পৌঁছে গেছে এবং কিছু পানিও পান করেছে। (হয়তবা তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা জানতে পারেনি)। এ সময় খুব ধীরগতিতে পানি আসছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের কিছু ভর্ৎসনা করলেন। অতঃপর ঝর্ণা থেকে অঞ্জলী ভরে একটু একটু করে পানি নিলেন ও সঞ্চয় করলেন। অতঃপর তা দিয়ে স্বীয় হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। অতঃপর ঐ পানি পুনরায় ঝর্ণায় নিক্ষেপ করলেন। ফলে ঝর্ণায় তীব্রগতিতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি হ’ল এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পানি রাশি জমা হয়ে গেল। ছাহাবায়ে কেরাম তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলেন। এসময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু‘আযকে লক্ষ্য করে বললেন, يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تُرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا ‘যদি আল্লাহ তোমার হায়াত দীর্ঘ করেন, তবে তুমি এই স্থানটিকে সবুজ-শ্যামল বাগিচায় পূর্ণ দেখতে পাবে’ *(মুসলিম হা/৭০৬ (১০)*। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়েছে- *আলহামদুলিল্লাহ*।

তাবূক পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে বললেন, আজ রাতে তোমাদের উপর প্রবল বালুঝড় (رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ) বয়ে যেতে পারে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন দাঁড়ায় না। যাদের উট আছে, তারা যেন উটকে শক্তভাবে বেঁধে রাখে’। দেখা গেল যে, প্রবল বেগে ঝড় এলো। তখন (সম্ভবতঃ কৌতূহল বশে) একজন উঠে দাঁড়ালো। ফলে ঝড় তাকে উড়িয়ে নিয়ে ‘ত্বাঈ’ পাহাড়ের (فِي جَبَلِ طَيِّءٍ) মাঝখানে নিক্ষেপ করল’।[৮৪৭]

(২) দুর্বল উট সবল হ’ল (البعير الضعيف صار قويا) :

ফাযালাহ বিন উবায়েদ আনছারী (মৃ. ৫৩ হি.) বলেন, তাবূক থেকে ফেরার পথে আমাদের উটগুলি কষ্টে হাসফাস করতে থাকে। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বিষয়টি পেশ করা হ’লে তিনি দো‘আ করে বলেন, اَللَّهُمَّ احْمِلْ عَلَيْهَا فِى سَبِيلِكَ إِنَّكَ تَحْمِلُ عَلَى الْقَوِىِّ وَالضَّعِيفِ وَعَلَى الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ‘হে আল্লাহ! তোমার রাস্তায়

৮৪৭. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৫০১, সনদ ছহীহ।

এগুলির উপরে আরোহণ করাও। নিশ্চয় তুমি আরোহণ করিয়ে থাক শক্তিশালী ও দুর্বলের উপরে। নরম ও শুষ্ক যমীনের উপরে এবং স্থলভাগ ও সমুদ্রের উপরে’। অতঃপর মদীনায় আসা পর্যন্ত তারা আর দুর্বল হয়নি’। রাবী বলেন, এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আর বরকত। তাঁর এই দো‘আ শক্তিশালী ও দুর্বলের উপরে আমরা ফলতে দেখেছি। অতঃপর সমুদ্রের উপরে ফলতে দেখলাম তখনই, যখন আমরা ২৭ হিজরীতে ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর নেতৃত্বে রোমকদের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধে গমন করলাম’ *(আহমাদ হা/২৪০০১, হাদীছ ছহীহ)*। নিঃসন্দেহে এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মু‘জেযা *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫৩৫)*।

ছালাতে জমা ও ক্বছর (الجمع والقصر في الصلوات) :

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তাবূক যুদ্ধে পথ চলাকালীন সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়ম ছিল এই যে, তিনি সর্বদা যোহর ও আছরে এবং মাগরিব ও এশাতে জমা (ও ক্বছর) করতেন।[৮৪৮] এতে জমা তাক্বদীম ও জমা তাখীর দু’টিই হ’ত। ‘তাক্বদীম’ অর্থ শেষের ছালাতটি পূর্বের ছালাতের সাথে জমা করা এবং ‘তাখীর’ অর্থ প্রথমের ছালাতটি শেষেরটির সাথে জমা করা *(মির‘আত হা/১৩৫৩-এর আলোচনা)*। সফরে রাসূল (ছাঃ) সুন্নাত-নফল ছাড়াই যোহর ও আছর একত্রে (২+২) পৃথক এক্বামতে জামা‘আতের সাথে অথবা একাকী ছালাত আদায় করতেন।[৮৪৯]

তাবূকে উপস্থিতি এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সারগর্ভ উপদেশবাণী (نصائح بليغة لرسول الله صــ في تبوك) : মুসলিম বাহিনী তাবূকে অবতরণ করার পর রাসূল (ছাঃ) জান্নাতপাগল সেনাদলের উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ (جَوَامِعُ الْكَلِم) ভাষণ দান করেন। যা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কল্যাণকর।

ভাষণটি সম্পর্কে ইবনু কাছীর বলেন, হাদীছটি ‘গরীব’। এর মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক কথা (نكارة) রয়েছে এবং এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে’ *(আল-বিদায়াহ ৫/১৪)*। আলবানী বলেন, এর সনদ ‘যঈফ’ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৫৯)*। আরনাঊত্ব বলেন, এর সনদ ‘অতীব দুর্বল’ *(যাদুল মা‘আদ ৩/৪৭৪- টীকা)*। আকরাম যিয়া উমারী বলেন, তাবূকের এই দীর্ঘ ভাষণটি বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। যদিও এর বক্তব্যগুলি বিভিন্ন হাদীছ থেকে গৃহীত। যার কিছু ‘ছহীহ’ কিছু ‘হাসান’। এটি স্পষ্ট যে, কোন কোন রাবী ঐগুলি থেকে নিয়ে ভাষণটি সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন’ *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫৩৪)*।

সনদের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও বক্তব্যগুলি বিভিন্ন ‘ছহীহ’ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় আমরা ভাষণটি উদ্ধৃত করলাম।

---

৮৪৮. মুসলিম হা/৭০৫ (৫১); আবুদাঊদ হা/১২০৮; তিরমিযী হা/৫৫৩; মিশকাত হা/১৩৪৪।
৮৪৯. বুখারী হা/১০৯২, ১৬৬২, ১৬৭৩; মিশকাত হা/২৬১৭, ২৬০৭ ‘হজ্জ’ অধ্যায়।

উক্ত ভাষণ থেকে ইবনুল ক্বাইয়িম তিনটি বাক্য (৩২-৩৪) বাদ দিয়েছেন। মানছূরপুরী ৩৫ ক্রমিক বাদ দিয়ে মোট ৫০টি ক্রমিকে ভাগ করে ভাষণটি পেশ করেছেন। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, বায়হাক্বী দালায়েল *(৫/২৪১)* ও হাকেম উক্ববা বিন 'আমের (রাঃ) হ'তে হাদীছটি বর্ণনা করেন।-

হামদ ও ছানার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

(١) فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ (٢) وَأَوْثَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى (٣) وَخَيْرَ الْمِلَلِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيْمَ (٤) وَخَيْرَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ (٥) وَأَشْرَفَ الْحَدِيْثِ ذِكْرُ اللهِ (٦) وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ (٧) وَخَيْرَ الْأُمُوْرِ عَوَازِمُهَا (٨) وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا (٩) وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ (١٠) وَأَشْرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ (١١) وَأَعْمَى الْعَمَى الضَّلاَلَةُ بَعْدَ الْهُدَى (١٢) وَخَيْرَ الْأَعْمَالِ مَا نَفَعَ (١٣) وَخَيْرَ الْهُدَى مَا اُتُّبِعَ (١٤) وَشَرَّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ (١٥) وَالْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى (١٦) وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى (١٧) وَشَرُّ الْمَعْذِرَةِ حِيْنَ يَحْضُرُ الْمَوْتُ (١٨) وَشَرُّ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١٩) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لاَ يَأْتِي الْجُمُعَةَ إِلاَّ دُبُرًا (٢٠) وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يَذْكُرُ اللهَ إِلاَّ هَجْرًا (٢١) وَمِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوْبُ (٢٢) وَخَيْرَ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ (٢٣) وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى (٢٤) وَرَأْسُ الْحُكْمِ مَخَافَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٢٥) وَخَيْرُ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوْبِ الْيَقِيْنُ (٢٦) وَالإِرْتِيَابُ مِنَ الْكُفْرِ (٢٧) وَالنِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ (٢٨) وَالْغُلُوْلُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ (٢٩) وَالسَّكْرُ كَيٌّ مِنَ النَّارِ (٣٠) وَالشِّعْرُ مِنْ إِبْلِيْسَ (٣١) وَالْخَمْرُ جِمَاعُ الْإِثْمِ ... **(٣٢)** وَشَرُّ الْمَأْكَلِ مَالُ الْيَتِيْمِ **(٣٣)** وَالسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ **(٣٤)** وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ... **(٣٥)** وَمَلاَكُ الْعَمَلِ خَوَاتِمُهُ **(٣٦)** وَشَرُّ الرَّوَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ **(٣٧)** وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيْبٌ **(٣٨)** وَسِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ **(٣٩)** وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (٤٠) وَأَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ (٤١) وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ (٤٢) وَمَنْ يَتَأَلَّ عَلَى اللهِ يُكَذِّبْهُ (٤٣) وَمَنْ يَغْفِرْ يُغْفَرْ لَهُ (٤٤) وَمَنْ يَعْفُ يَعْفُ اللهُ عَنْهُ (٤٥) وَمَنْ يَكْظِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللهُ **(٤٦)** وَمَنْ يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضْهُ اللهُ (٤٧) وَمَنْ يَبْتَغِ السُّمْعَةَ يُسَمِّعِ اللهُ بِهِ (٤٨) وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُضْعِفُ اللهُ لَهُ (٤٩) وَمَنْ يَعْصِ اللهَ يُعَذِّبْهُ اللهُ (٥٠) ثُمَّ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا-

(১) সর্বাধিক সত্য বাণী হ'ল আল্লাহ্র কিতাব এবং **(২)** সবচেয়ে মযবুত হাতল হ'ল তাক্বওয়ার কালেমা। **(৩)** সবচেয়ে উত্তম দ্বীন হ'ল ইবরাহীমের দ্বীন। **(৪)** শ্রেষ্ঠ তরীকা হ'ল মুহাম্মাদের তরীকা **(৫)** সর্বোত্তম বাণী হ'ল আল্লাহ্র যিকর। **(৬)** সেরা কাহিনী হ'ল এই কুরআন। **(৭)** শ্রেষ্ঠ কর্ম হ'ল দৃঢ় সংকল্পের কর্মসমূহ এবং **(৮)** নিকৃষ্ট কর্ম হ'ল শরী'আতে নব্যসৃষ্ট কর্মসমূহ। **(৯)** সুন্দরতম হেদায়াত হ'ল নবীগণের হেদায়াত। **(১০)** শ্রেষ্ঠ মৃত্যু হ'ল শহীদী মৃত্যু। **(১১)** সবচেয়ে বড় অন্ধত্ব হ'ল সুপথ পাওয়ার পরে পথভ্রষ্ট হওয়া। **(১২)** শ্রেষ্ঠ আমল তাই যা কল্যাণকর। **(১৩)** শ্রেষ্ঠ তরীকা সেটাই যা অনুসৃত হয়। **(১৪)** নিকৃষ্টতম অন্ধত্ব হ'ল হৃদয়ের অন্ধত্ব। **(১৫)** উপরের হাত নীচের হাতের চাইতে উত্তম। **(১৬)** অল্প ও পরিমাণমত সম্পদ অধিক উত্তম ঐ অধিক সম্পদ হ'তে যা (আল্লাহ থেকে) গাফেল করে দেয়। **(১৭)** নিকৃষ্ট তওবা হ'ল মৃত্যুকালীন তওবা। **(১৮)** সেরা লজ্জা হ'ল ক্বিয়ামতের দিনের লজ্জা। **(১৯)** লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা জুম'আয় আসে সবার শেষে। **(২০)** এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। **(২১)** সবচেয়ে বড় পাপ হ'ল মিথ্যা কথা বলা। **(২২)** শ্রেষ্ঠ প্রাচুর্য হ'ল হৃদয়ের প্রাচুর্য। **(২৩)** সেরা পাথেয় হ'ল আল্লাহভীরুতা। **(২৪)** সেরা প্রজ্ঞা হ'ল আল্লাহকে ভয় করা। **(২৫)** হৃদয়সমূহে যা সম্মান উদ্রেক করে, তা হ'ল দৃঢ় বিশ্বাস। **(২৬)** (আল্লাহ সম্পর্কে) সন্দেহ সৃষ্টি কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। **(২৭)** মৃতের জন্য উচ্চৈঃস্বরে শোক করা জাহেলী রীতির অন্তর্ভুক্ত। **(২৮)** (গণীমত থেকে) চুরির মাল জাহান্নামের স্ফুলিঙ্গ। **(২৯)** মাদকতা জাহান্নামের টুকরা। **(৩০)** (নষ্ট) কবিতা ইবলীসের অংশ। **(৩১)** মদ সকল পাপের উৎস।... **(৩২)** নিকৃষ্টতম খাদ্য হ'ল ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ। **(৩৩)** সৌভাগ্যবান হ'ল সেই, যে অন্যের থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। **(৩৪)** হতভাগা সেই যে মায়ের পেট থেকেই হতভাগা হয়।... **(৩৫)** শ্রেষ্ঠ আমল হ'ল শেষ আমল। **(৩৬)** নিকৃষ্ট গবেষণা হ'ল মিথ্যার উপর গবেষণা। **(৩৭)** যেটা ভবিষ্যতে হবে, সেটা সর্বদা নিকটবর্তী। **(৩৮)** মুমিনকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং **(৩৯)** তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী। **(৪০)** মুমিনের পিছনে গীবত করা আল্লাহ্র অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত। **(৪১)** মুমিনের মাল অন্যের জন্য হারাম, যেমন তার রক্ত হারাম। **(৪২)** যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপরে বড়াই করে, আল্লাহ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। **(৪৩)** যে ব্যক্তি ক্ষমা করে, তাকে ক্ষমা করা হয়। **(৪৪)** যে ব্যক্তি মার্জনা করে, আল্লাহ তাকে মার্জনা করেন। **(৪৫)** যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করে, আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করেন। **(৪৬)** যে ব্যক্তি বিপদে ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে উত্তম বদলা দান করেন। **(৪৭)** যে ব্যক্তি শ্রুতি কামনা করে, আল্লাহ তার লজ্জাকে সর্বত্র শুনিয়ে দেন। **(৪৮)** যে ব্যক্তি ছবরের ভান করে, আল্লাহ তাকে দুর্বল করে দেন। **(৪৯)** যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। **(৫০)** অতঃপর তিনি তিনবার আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও ভাষণ শেষ করেন।[৮৫০]

---

৮৫০. যাদুল মা'আদ ৩/৪৭৩-৭৪; আল-বিদায়াহ ৫/১৩-১৪; রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/১৩৮-৪০; আর-রাহীক্ব

www.ahlehadeethbd.org

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত আবেগময় ভাষণে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর ও দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত সেনাবাহিনীর অন্তরসমূহ ঈমানের ঢেউয়ে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সকলে সব কষ্ট ভুলে প্রশান্তচিত্তে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে মনোনিবেশ করেন।

বিনা যুদ্ধে জয় ও ফলাফল (فتح تبوك بدون حرب وثمرته) :

মুসলিম বাহিনীর তাবূকে উপস্থিতির খবর শুনে রোমক ও তাদের মিত্ররা এতই ভীত হয়ে পড়ল যে, তারা মুকাবিলার হিম্মত হারিয়ে ফেলল এবং তারা তাদের সীমান্তের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শহরে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তৎকালীন বিশ্বশক্তির এই বিনাযুদ্ধে পলায়ন সমস্ত আরব উপদ্বীপে মুসলিম শক্তির জন্য অযাচিতভাবে এমন সব রাজনৈতিক সুবিধাদি এনে দিল, যা যুদ্ধ করে অর্জন করা সম্ভব হ'ত না। রোমকদের মিত্র শক্তিগুলি মদীনার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করল।

খ্রিষ্টান শাসনকর্তাদের সঙ্গে সন্ধি (المصالحة مع أمراء النصارى) :

(১) আয়লার (أَيْلَةَ) খ্রিষ্টান গবর্ণর ইউহান্নাহ বিন রু'বাহ (يُحَنَّةُ بنُ رُؤْبَةَ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে সন্ধি করেন এবং তাঁকে জিযিয়া প্রদান করেন। (২) আযরুহ (أَذْرُحَ) ও জারবা (جَرْبَاءَ)-এর নেতৃবৃন্দ এসে জিযিয়া প্রদান করেন। রাসূল (ছাঃ) তাদের প্রত্যেককে সন্ধির চুক্তিনামা প্রদান করেন, যা তাদের কাছে রক্ষিত থাকে। শুধুমাত্র জিযিয়ার বিনিময়ে তাদের জান-মাল-ইয্যত ও ধর্মের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার গ্যারান্টি দেওয়া হয়। (৩) রাসূল (ছাঃ) দূমাতুল জান্দালের শাসনকর্তা উকায়দিরের (أُكَيْدِرُ) নিকটে ৪২০ জন অশ্বারোহী সৈন্যের একটি বাহিনীসহ খালেদ বিন অলীদকে প্রেরণ করেন। যাত্রাকালে তিনি বলে দেন যে, إِنَّكَ سَتَجِدُهُ يَصِيْدُ الْبَقَرَ 'তুমি তাকে জংলী নীল গাভী শিকার করা অবস্থায় দেখতে পাবে' *(বায়হাক্বী হা/১৯১১৪)*। সেটাই হ'ল। চাঁদনী রাতে দুর্গটি পরিষ্কার দেখা যায়, এমন দূরত্বে পৌঁছে গেলে হঠাৎ দেখা গেল যে, একটি নীল গাভী জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দুর্গদ্বারে শিং দিয়ে গুঁতা মারছে। এমন সময় উকায়দির গাভীটাকে শিকার করার জন্য লোকজন নিয়ে বের হ'লেন। এই সুযোগে খালেদ তাকে বন্দী করে ফেললেন। এভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়' *(ইবনু হিশাম ২/৫২৬)*।

---

৪৩৫ পৃঃ (সংক্ষিপ্ত); সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৫৯।
ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) 'হাকেম' থেকে উদ্ধৃত বলেছেন। কিন্তু আমরা হাকেম-এর কোন কিতাবে এটি পাইনি। শায়খ আলবানীও সিলসিলা যঈফাহ (হা/২০৫৯)-এর মধ্যে সূত্র হিসাবে বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করলেও হাকেম-এর কথা বলেননি। সম্ভবতঃ এটি ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর নিকট রক্ষিত হাকেম-এর কোন কিতাব থেকে হ'তে পারে। যা আমাদের নিকট পৌঁছেনি। অথবা মুদ্রণ প্রমাদ হ'তে পারে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

উকায়দিরকে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে আনা হ'ল। অতঃপর ২০০০ উট, ৮০০ গোলাম, ৪০০ লৌহবর্ম ও ৪০০ বর্শা দেবার শর্তে এবং জিযিয়া কর প্রদানে স্বীকৃত হওয়ায় তার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হ'ল। যেমন ইতিপূর্বে আয়লাহ, তাবূক, ও তায়মার সাথে সম্পাদিত হয়েছিল। একইভাবে রোমকদের মিত্র অন্যান্য গোত্রসমূহ তাদের পুরানো মনিবদের ছেড়ে মুসলমানদের নিকটে এসে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হ'ল।

এভাবে একেবারেই বিনাযুদ্ধে এবং কোনরূপ জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়াই আল্লাহ্র গায়েবী মদদে মদীনার ইসলামী খেলাফতের সীমানা বিস্তৃত হয়ে রোম সাম্রাজ্যের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

বিনা যুদ্ধে শহীদ, যুল বিজাদায়েন (شهادة ذى البجادين من غير قتال) :

তাবূকে অবস্থানকালীন সময়ে তরুণ ছাহাবী আব্দুল্লাহ যুল-বিজাদায়েন (عَبْدُ اللهِ ذُو الْبِجَادَيْنِ)-এর মৃত্যু হয়। এই নিঃস্ব-বিতাড়িত শাহাদাত পিয়াসী মুহাজির তরুণের জীবন কাহিনী অতীব বেদনাময়, চমকপ্রদ ও শিক্ষাপ্রদ। শিশু অবস্থায় পিতৃহারা আব্দুল 'উযযা মক্কায় তার চাচার কাছে প্রতিপালিত হন। তরুণ বয়সে চাচার উট-বকরী চরানোই ছিল তার কাজ। ইতিমধ্যে ইসলামের বাণী তার নিকটে পৌঁছে যায় এবং তিনি তাওহীদের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু চাচার ভয়ে প্রকাশ করেননি। হঠাৎ মক্কা বিজয় সবকিছুকে ওলট-পালট করে দিল। যুবক আব্দুল 'উয্যার লুক্কায়িত ঈমান ফল্গুস্রোত হয়ে বেরিয়ে এলো। চাচার সামনে গিয়ে ইসলাম কবুলের অনুমতি চাইলেন। চাচা তাকে সকল মাল-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দিলেন। এমনকি তার দেহের পরিহিত বস্ত্র পর্যন্ত ছিনিয়ে নিলেন। ফলে নগ্ন অবস্থায় ছুটে মায়ের কাছে গেলেন। গর্ভধারিণী মা তার এ অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন ও তাকে একটা কম্বল দিলেন। আব্দুল 'উযযা সেটাকে ছিঁড়ে দু'ভাগ করে একভাগ দেহের নিম্নভাগে ও একভাগ ঊর্ধ্বভাগে পরিধান করে শূন্য হাতে চললেন মদীনা অভিমুখে। পক্ষকাল পরে মদীনা পৌঁছে ফজরের সময় মসজিদে নববীতে রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সব কথা শুনে দুঃখে বিগলিত হ'লেন। তার আব্দুল 'উযযা নাম পাল্টিয়ে রাখলেন 'আব্দুল্লাহ'। লকব দিলেন 'যুল বিজাদায়েন' (ذُو الْبِجَادَيْنِ) 'দুই টুকরা কম্বলওয়ালা'। অতঃপর মসজিদের সাথে অবস্থিত 'আছহাবে ছুফফা'-র মধ্যে তাকে শামিল করা হ'ল। সেখানে তিনি বিপুল আগ্রহে কুরআন শিখতে থাকেন। তার কুরআনের ধ্বনি অনেক সময় মুছল্লীদের ছালাতে ব্যাঘাত ঘটাতো। একদিন ওমর ফারূক (রাঃ) এ বিষয়ে অভিযোগ করলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওমর ওকে কিছু বলো না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর জন্য সে সর্বস্ব ত্যাগ করে এসেছে'।

এমন সময় তাবূক যুদ্ধের ঘোষণা চলে আসে। আব্দুল্লাহ ছুটে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে যুদ্ধে যাবার অনুমতি চান। দয়ার নবী তাকে গাছের একটা ছাল নিয়ে আসতে বলেন। ছালটি নিয়ে রাসূল (ছাঃ) তার হাতে বেঁধে দিয়ে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেন, ‘হে আল্লাহ! আমি কাফেরদের জন্য এর রক্ত হারাম করছি’। আব্দুল্লাহ বললেন, ‘হে রাসূল! আমি তো এটা চাইনি (অর্থাৎ আমি যে শাহাদাতের কাঙাল)’। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তুমি প্রচণ্ড জ্বরে মারা যাও অথবা বাহন থেকে পড়ে তার আঘাতে মারা যাও, তথাপি তুমি শহীদ হিসাবে গণ্য হবে’। এতে বুঝা যায় যে, শাহাদাতের একান্ত কামনা নিয়ে বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও তিনি শহীদ হিসাবে গণ্য হবেন। তার ভাগ্যে সেটাই দেখা গেল। তাবূক পৌঁছে হঠাৎ গাত্রোত্তাপ বেড়ে গেলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় *(ওয়াক্বেদী ৩/১০১৪)*।

বেলাল বিন হারেছ আল-মুযানী বলেন, রাত্রিতে তার দাফনকার্য সম্পন্ন হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর মুওয়াযযিন বেলালের হাতে চেরাগ ছিল। আবুবকর ও ওমর তার লাশ বহন করে আনেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে কবরে নামেন এবং বলেন, أَدْنِيَا إِلَيَّ أَخَاكُمْ ‘তোমরা দু’জন তোমাদের ভাইকে আমার নিকটে এনে দাও’। অতঃপর তাকে কবরে কাত করে শোয়ানোর সময় তিনি বলেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ رَاضِيًا عَنْهُ فَارْضَ عَنْهُ– ‘হে আল্লাহ! আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি এ যুবকের উপরে খুশী ছিলাম। তুমিও এর উপরে খুশী হও’। তার দাফনকার্যের এই দৃশ্য দেখে আবুবকর (রাঃ) বলে ওঠেন, يَا لَيْتَنِي كُنْتُ صَاحِبَ الْحُفْرَةِ ‘হায়! এই কবরে যদি আমি হ’তাম’![৮৫১]

মদীনার পথে রাসূল (ছাঃ) (فى الطريق إلى المدينة) :

২০ দিন তাবূকে অবস্থানের পর এবং স্থানীয় খ্রিষ্টান ও অন্যান্য গোত্রগুলির সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে রোমক বাহিনীর সাথে কোনরূপ সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয় ছাড়াই বিজয় সম্পন্ন ও সুসংহত করার পর রাসূল (ছাঃ) মদীনার পথে রওয়ানা হ’লেন।

বিনা রক্তপাতে যুদ্ধ জয়ের পর যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীগণ সহাস্য বদনে মদীনায় ফিরে চললেন, তখন মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের গোপন সাথী যারা ছিল, তারা প্রমাদ গুণলো এবং রাসূল (ছাঃ)-কে পথিমধ্যেই হত্যার পরিকল্পনা করল।

---

৮৫১. আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৪৮০৭; ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৯১১১; মুসনাদে বাযযার হা/১৭০৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৪২৩৭; ইবনু হিশাম ২/৫২৮; যাদুল মা‘আদ ৩/৪৭৩। সনদ মুনক্বাতি‘। তবে হাদীছ ‘হাসান’ *(তাহক্বীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৮৮৭)*। ইবনু হিশাম ও অন্যান্য সীরাত গ্রন্থে আবুবকর (রাঃ)-এর স্থলে ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর নাম এসেছে।

রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার চেষ্টা (محاولة اغتيال النبى صـــ) :

মদীনায় ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি সংকীর্ণ গিরিসংকট অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তাঁর সাথে কেবল ‘আম্মার বিন ইয়াসির ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ছিলেন। ‘আম্মার রাসূল (ছাঃ)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরে সামনে হাঁটছিলেন এবং হুযায়ফা পিছনে থেকে উষ্ট্রী হাঁকাচ্ছিলেন। মুসলিম বাহিনী তখন পিছনে উপত্যকায় ছিল। ১২ জন মুনাফিক যারা এতক্ষণ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, তারা মুখোশ পরে দ্রুত এগিয়ে এসে ঐ গিরিসংকটে প্রবেশ করল এবং পিছন থেকে অতর্কিতে রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যা করতে উদ্যত হ’ল। হঠাৎ পদশব্দে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিছন ফিরে তাকান এবং হুযায়ফাকে ওদের ঠেকানোর নির্দেশ দেন। হুযায়ফা তাঁর ঢাল দিয়ে ওদের বাহনগুলির মুখের উপরে আঘাত করতে থাকেন। এতেই আল্লাহ্র ইচ্ছায় তারা ভীত হয়ে পিছন ফিরে দৌড় দিয়ে দ্রুত সেনাবাহিনীর মধ্যে হারিয়ে যায়।

এভাবেই মুনাফিকরা অন্যান্য সময়ের ন্যায় এবারেও রাসূল (ছাঃ)-এর ক্ষতি সাধনে ব্যর্থ হ’ল। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ‘তারা চেয়েছিল সেটাই করতে, যা তারা পারেনি’ *(তওবাহ ৯/৭৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের সকলের নাম ও তাদের অসদুদ্দেশ্য সম্পর্কে হুযায়ফাকে অবহিত করেন। তবে সেগুলি প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। একারণে হুযায়ফাকে صَاحِبُ سِرِّ رَّسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোপন রহস্যবিদ’ বলে অভিহিত করা হয়’।[৮৫২] ঐ মুনাফিকদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِىْ أُمَّتِىْ اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُوْنَ رِيْحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ– ‘আমার উম্মতের মধ্যে ১২ জন মুনাফিক রয়েছে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। তাদের জান্নাতে যাওয়া ঐরূপ অসম্ভব, যেরূপ সূঁচের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ অসম্ভব’।[৮৫৩] ফলে মদীনায় কেউ মারা গেলে ওমর (রাঃ) তার জানাযায় যাওয়ার পূর্বে খোঁজ নিতেন হুযায়ফা যাচ্ছেন কি-না। হুযায়ফা না গেলে তিনি যেতেন না, এই কারণে যে, যদি ঐ মৃত ব্যক্তি ঐ মুনাফিকদের মধ্যকার কেউ হয়।[৮৫৪]

মদীনায় উপস্থিতি ও মদীনাবাসীর অভিনন্দন (وصول المدينة واستقبال أهلها) :

দূর হ’তে দেখতে পেয়ে খুশীতে রাসূল (ছাঃ) বলে ওঠেন, هَذِهِ طَابَةٌ وَهَذَا أُحُدٌ ‘এই যে মদীনা, এই যে ওহোদ’। جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ‘এই পাহাড় আমাদের ভালবাসে এবং

৮৫২. তিরমিযী হা/৩৮১১; মিশকাত হা/৬২২৩।
৮৫৩. মুসলিম হা/২৭৭৯; মিশকাত হা/৫৯১৭।
৮৫৪. আল-বিদায়াহ ৫/১৯; আল-ইছাবাহ ক্রমিক ১৬৪৯; মির‘আত ১/১৪০ ‘হুযায়ফার জীবনী’ দ্রষ্টব্য।

আমরা একে ভালবাসি’।[৮৫৫] মদীনার নারী-শিশু ও বালকেরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিপুল উৎসাহে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানান।[৮৫৬]

উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ। ৫০ দিনের এই সফরে ৩০ দিন যাতায়াতে ও ২০ দিন ছিল তাবূকে অবস্থান *(আহমাদ হা/১৪১৭২)*। রজব মাসে গমন ও রামাযান মাসে প্রত্যাবর্তন।[৮৫৭]

মদীনায় ফেরার পরবর্তী ঘটনাবলী (وقائع بعد الرجوع إلى المدينة)

(১) মুনাফিকদের ওযর কবুল (قبول اعتذار المنافقين) :

মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে দু’রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করেন। অতঃপর সেখানেই লোকজনের সাথে বসে পড়েন। এ সময় ৮০ জনের অধিক লোক এসে তাদের যুদ্ধে গমন না করার পক্ষে নানা ওযর-আপত্তি পেশ করে ক্ষমা চাইতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ক্ষমা করে দেন ও আনুগত্যের বায়‘আত গ্রহণ করেন এবং তাদের হৃদয়ের গোপন বিষয়সমূহ আল্লাহ্র উপরে ছেড়ে দেন। তবে এদের ওযর সমূহ যে কপটতাপূর্ণ ছিল, সে বিষয়ে আল্লাহ সূরা তওবার ৯৪-৯৮ আয়াতে বর্ণনা করেছেন এবং রাসূল (ছাঃ) রাযী হ’লেও আল্লাহ যে কখনো তাদের উপরে রাযী হবেন না, সেকথা বলে দেন। যেমন আল্লাহ বলেন, يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ– ‘তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। যদি তোমরা তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও, তবু আল্লাহ তো ফাসেক কওমের উপর রাযী হন না’ *(তওবা ৯/৯৬)*। এভাবেই মুনাফিকদের সাথে মুমিনদের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ্র ভাষায় مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ– ‘আল্লাহ মুমিনদেরকে বর্তমান অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না, যতক্ষণ না অপবিত্র লোকগুলিকে পবিত্রদের থেকে পৃথক করে

---

৮৫৫. বুখারী হা/৪৪২২; মুসলিম হা/১৩৯২।

৮৫৬. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, এসময় মদীনার নারী-শিশু ও বালকেরা বেরিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে অভিনন্দন জানিয়ে طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا + مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ، وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا + مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ কবিতা পাঠ করেন *(যাদুল মা‘আদ ৩/৪৮২; আর-রাহীক্ব ৪৩৬ পৃঃ)*।
বায়হাক্বী বলেন, আমাদের বিদ্বানগণ এটিকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকালীন সময়ের কথা বলেছেন, তাবূক থেকে ফেরার সময় নয়’ *(আল-বিদায়াহ ৫/২৩)*। জীবনীকার আলী আল-হালাবী (৯৭৫-১০৪৪ হি.) বলেন, ولا مانع من تعدد ذلك ‘এটি একাধিক বার হওয়ায় কোন বাধা নেই’ *(সীরাহ হালাবিইয়াহ ৩/১২৩)*। তাছাড়া ‘ছানিয়াহ’ বা টিলা মক্কা ও তাবূক দু’দিকে হওয়াটা অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে প্রমাণিত সেটুকুই যা উপরে ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ‘১ম জুম‘আ আদায় ও ইয়াছরিবে প্রবেশ’ অনুচ্ছেদ, টীকা-৩২২।

৮৫৭. ইবনু হিশাম ২/৫১৫-১৬, ৫৩৭; যাদুল মা‘আদ ৩/৪৯১; আর-রাহীক্ব ৪৩৬ পৃঃ।

দেন' *(আলে ইমরান ৩/১৭৯)*। অবশ্য আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার দলবল উক্ত ৮০ জনের বাইরে ছিল। যাদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী।[৮৫৮]

(২) পিছনে থাকা তিনজন খাঁটি মুমিনের অবস্থা (حالة الثلاثة الذين خلّفوا) :

আনছারদের তিনজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, যারা স্রেফ সাময়িক বিচ্যুতির কারণে যুদ্ধে গমন থেকে পিছিয়ে ছিলেন, তাঁরা ওযর-আপত্তি না তুলে সরাসরি সত্য কথা বলেন। এঁরা হলেন, ১- হযরত কা'ব বিন মালেক, যিনি মক্কায় ঐতিহাসিক বায়'আতে আক্বাবায় অংশগ্রহণকারী ৭৩ জন পুরুষ ছাহাবীর অন্যতম ছিলেন। ২- মুরারাহ বিন রবী' এবং ৩- হেলাল বিন উমাইয়া। এরা ইতিহাসে 'আল-মুখাল্লাফূন' (اَلْمُخَلَّفُوْنَ) বা 'পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিগণ' বলে পরিচিত হয়েছেন।

এঁরা সবাই ছিলেন অত্যন্ত মুখলেছ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণকারী ছাহাবী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁদের ওযর কবুল করলেন এবং তাদেরকে পূর্ণ বয়কটের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাদের তওবা কবুলের বিষয়টি আল্লাহ্র উপরে ছেড়ে দিলেন। তাদের বিরুদ্ধে বয়কট চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়। এরি মধ্যে তাদের অবস্থা কঠিন আকার ধারণ করল। আপনজন ও বন্ধু-বান্ধব কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। কথাও বলে না। সালাম দিলেও জবাব দেয় না। মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। এই দুর্বিষহ জীবনে দুঃখে-বেদনায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হয়। চল্লিশ দিনের মাথায় তাদের প্রতি স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ এল। ফলে তারা স্ব স্ব স্ত্রীদের পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিলেন। যা তাদের অবস্থাকে আরও সংকটাপন্ন করে তুলল। তারা সর্বদা আল্লাহ্র দরবারে কেঁদে বুক ভাসাতে থাকেন। এই বয়কট চলাকালে হযরত কা'ব বিন মালেক আরেকটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। গাসসান অধিপতি তাঁর নিকটে একটি পত্র পাঠিয়ে তাদের তিনজনের প্রতি সহানুভূতি জানান এবং কা'বকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ জানান। পত্রে বলা হয় যে, 'আমরা জানতে পেরেছি, তোমাদের মনিব তোমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার জন্য রাখেননি এবং তোমাকে নষ্ট করতে চান না। তুমি আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা তোমার প্রতি খেয়াল রাখব ও যথোপযুক্ত মর্যাদা দেব'। চিঠি পড়েই কা'ব বলেন, এটাও একটি পরীক্ষা'। তিনি বলেন, এরপর আমি পত্রটা একটা জ্বলন্ত চুলায় নিক্ষেপ করলাম' *(বুখারী হা/৪৪১৮)*। অতঃপর ৫০ দিনের মাথায় তাদের খালেছ তওবা কবুল হ'ল এবং নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হ'ল।-

وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

---

৮৫৮. ফাৎহুল বারী ৮/১১৯; আর-রাহীক্ব পৃঃ ৪৩৭, টীকা-১।

'এবং আল্লাহ দয়াশীল হন সেই তিন ব্যক্তির উপরে, যারা (জিহাদ থেকে) পিছনে ছিল। তাদের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, প্রশস্ত যমীন তাদের উপরে সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল ও তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর আল্লাহ তদের তওবা কবুল করেন যাতে তারা ফিরে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও অসীম দয়ালু' *(তওবাহ ৯/১১৮)*।

তওবা কবুলের উক্ত আয়াত নাযিলের সাথে সাথে মুমিনদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ উঠে গেল। সকলে দান-ছাদাক্বায় লিপ্ত হ'ল। এমন আনন্দ তারা জীবনে পায়নি। এটাই ছিল যেন তাদের জীবনের সবচেয়ে সৌভাগ্যময় দিন।

কা'ব বিন মালিক তার বাড়ীর ছাদে নিঃসঙ্গভাবে দুঃখে-বেদনায় পড়েছিলেন। এমন সময় নিকটবর্তী সালা' (سَلْع) পাহাড়ের উপর থেকে একজন আহ্বানকারীর আওয়ায শোনা গেল- يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ 'হে কা'ব বিন মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ কর'।

কা'ব বলেন, এ সংবাদ শুনেই আমি সিজদায় পড়ে যাই। অতঃপর দৌড়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে চলে যাই। বন্ধু-বান্ধব চারদিক থেকে ছুটে এসে অভিনন্দন জানাতে থাকে। সারা মদীনায় আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমাকে বলেন, أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ 'সুসংবাদ গ্রহণ কর! জন্মের পর থেকে এমন আনন্দের দিন তোমার জীবনে আর কখনো আসেনি'। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ (ক্ষমা) আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এর শুকরিয়া স্বরূপ আমি আমার সম্পদ থেকে আল্লাহ্র রাহে ছাদাক্বা করতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, কিছু অংশ রেখে দাও। সেটা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম, খায়বরের গণীমতের অংশ আমি রেখে দিয়েছি। অতঃপর আমি বললাম, সত্য কথা বলার জন্য আল্লাহ আমাকে নাজাত দিয়েছেন। অতএব আমার তওবা এই যে, যতদিন বেঁচে থাকব কখনই সত্য ছাড়া বলবো না। আল্লাহ্র কসম! রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে সত্য বলার আগ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে সত্য কথা বলার জন্য আমার মত পরীক্ষা কাউকে দিতে হয়েছে বলে আমি জানতে পারিনি'।[৮৫৯]

---

৮৫৯. এ বিষয়ে কা'ব বিন মালেক (রাঃ) বর্ণিত বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন বুখারী হা/৪৪১৮; মুসলিম হা/২৭৬৯। মানছূরপুরী এখানে প্রথমে সমস্ত সম্পদ, পরে দুই তৃতীয়াংশ, পরে অর্ধেক এবং শেষে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ ছাদাক্বা দানের কথা বলেছেন *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/১৪৫)*। কথাটি ভুল। বস্তুতঃ সেটি ছিল বদরী ছাহাবী সা'দ বিন খাওলা (রাঃ)-এর ঘটনা। যিনি বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই মাত্র একটি কন্যা সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন *(আল-ইছাবাহ, সা'দ বিন খাওলা ক্রমিক ৩১৪৭)*। বুখারী ও মুসলিমে তাঁর নাম সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ লেখা হয়েছে *(আল-ইছাবাহ, ঐ)*।

(৩) সত্যিকারের অপারগদের জন্য সুসংবাদ (بشارة للمجبورين الصادقين) :

মদীনায় এমন বহু মুমিন ছিলেন, যারা মনের দিক দিয়ে সর্বক্ষণ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী ছিলেন, কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা, আর্থিক অপারগতা, বাহনের অপ্রাপ্যতা বা অনিবার্য কোন কারণবশতঃ যুদ্ধে যেতে পারেননি। তাদের এই অক্ষমতার জন্য তারা যেমন দুঃখিত ও লজ্জিত ছিলেন, তেমনি ভীত ছিলেন এজন্য যে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কি-না। আল্লাহ তাদের অন্তরের খবর রাখেন। তাই তাদের ক্ষমার সুসংবাদ দিয়ে আয়াত নাযিল হ'ল-

لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ-

'অবশ্যই আল্লাহ দয়াশীল হয়েছেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনছারদের প্রতি, যারা দুঃসময়ে তার অনুসারী হয়েছিল, তাদের এক দলের অন্তর টলে যাওয়ার উপক্রম হওয়ার পর। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হ'লেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল ও করুণাময় *(তওবাহ ৯/১১৭)*। আরও নাযিল হয়,-

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْا لِلَّهِ وَرَسُوْلِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ-

'কোন অভিযোগ নেই ঐসব লোকদের প্রতি, যারা দুর্বল, রোগী এবং (যুদ্ধের সফরে) ব্যয়ভার বহনে অক্ষম, যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা পোষণ করে। সদাচারী লোকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(তওবাহ ৯/৯১)*।

মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এইসব লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ 'মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে, তোমরা যেখানেই সফর করেছ, বা যে উপত্যকা অতিক্রম করেছ, তারা সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থেকেছে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা মদীনায়

ইবনু হাজার বলেন, ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ مَنْ دُونَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ 'প্রকাশ্য মতন অনুযায়ী এটি সা'দ বিন আবু ওয়াককাছ-এর কথা। তবে এটি তিনি ব্যতীত অন্যের কথা হ'তে পারে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত *(ফাৎহুল বারী হা/২৭৪৪-এর আলোচনা)*। সা'দ বিন খাওলা কর্তৃক এক তৃতীয়াংশ সম্পদ ছাদাক্বা দানের বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ দ্রষ্টব্য বুখারী হা/১২৯৫; মুসলিম হা/১৬২৮ (৫)। উল্লেখ্য যে, সা'দ বিন আবু ওয়াককাছ (রাঃ) ৫৫ হিজরীতে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন এবং বাক্বী' গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয় *(আল-ইস্তী'আব; আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৩১৯৬)*।

থেকেও আমাদের সঙ্গে ছিল? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ তারা মদীনায় থেকেও তোমাদের সঙ্গে ছিল। ওযর তাদেরকে আটকে রেখেছিল' (حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ)।[৮৬০]

(৪) মুনাফিকদের প্রতি কঠোর হওয়ার নির্দেশ (أمر الغلظة على المنافقين) :

তাবূক যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা যে ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছিল, তা ছিল ক্ষমার অযোগ্য। বিশেষ করে বহিঃশক্তি রোমক বাহিনীকে মদীনা আক্রমণের আহ্বান জানানো ও তার জন্য ষড়যন্ত্রের আখড়া হিসাবে ক্বোবায় 'মসজিদে যেরার' নির্মাণ ছিল রীতিমত রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক অপরাধ। এ প্রেক্ষিতে এদের অপতৎপরতা যাতে আর বৃদ্ধি পেতে না পারে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর উদারতাকে তারা দুর্বলতা না ভাবে, সেকারণ আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে তাদের ব্যাপারে কঠোর হবার নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ- 'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম এবং সেটি কতই না মন্দ ঠিকানা' *(তওবাহ ৯/৭৩)*। এখানে মুনাফিকদের সাথে জিহাদের অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মৌখিক কঠোরতার জিহাদ (*ইবনু কাছীর*)। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কখনোই তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করেননি বা তাদেরকে হত্যা করেননি।

(৫) মসজিদে যেরার ধ্বংস (إهلاك مسجد الضرار) :

রোমকদের কেন্দ্রভূমি সিরিয়া থেকে ষড়যন্ত্রকারী আবু 'আমের আর-রাহেব-এর পত্র মোতাবেক মদীনার ১২ জন মুনাফিক ক্বোবা মসজিদের অদূরে একটি মসজিদ নির্মাণ করে *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা তওবা ১০৭)*। এটা তাদের চক্রান্ত ও অস্ত্র সংগ্রহের কেন্দ্র হ'লেও সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য তারা এটাকে 'মসজিদ' নাম দেয় এবং রাসূল (ছাঃ)-কে সেখানে গিয়ে ছালাত আদায়ের জন্য দাওয়াত দেয়। অজুহাত হিসাবে তারা বলেছিল যে, এটি তারা নির্মাণ করছে দুর্বলদের জন্য এবং অসুস্থদের জন্য, যারা শীতের রাতে কষ্ট করে দূরের মসজিদে যেতে পারে না তাদের জন্য। তারা বলে, আমরা চাই যে, আপনি সেখানে ছালাত আদায় করুন এবং আমাদের জন্য বরকতের দো'আ করুন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সরল মনে তাদের দাওয়াত কবুল করেন এবং তাবূক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সেখানে যাবেন বলে ওয়াদা করেন। কিন্তু তাবূক থেকে ফেরার সময় এক ঘণ্টার পথ বাকী থাকতে তিনি যখন মদীনার নিকটবর্তী যু-আওয়ান (ذُو أَوَان) নামক স্থানে অবতরণ করেন, তখন তাঁর নিকটে মুনাফিকদের ঐ ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়,

---

৮৬০. বুখারী হা/৪৪২৩; মিশকাত হা/৩৮১৫; ইবনু মাজাহ হা/২৭৬৫।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ- لاَ تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

‘আর যারা মসজিদ তৈরী করেছে ক্ষতি সাধনের জন্য, কুফরী করার জন্য ও মুমিনদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির জন্য এবং আল্লাহ ও তার রাসূল-এর বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই যুদ্ধকারীদের ঘাঁটি করার জন্য, তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে যে, আমরা সদুদ্দেশ্যেই এটা করেছি। অথচ আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী’। ‘তুমি কখনোই উক্ত মসজিদে দণ্ডায়মান হবে না। যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্তুতঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ *(তওবাহ ৯/১০৭-০৮)*।

প্রকৃত ঘটনা অবহিত হয়ে মদীনায় উপস্থিত হওয়ার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রাথমিক কাজকর্ম সেরে মালেক বিন দুখশুম, মা‘আন বিন ‘আদী, ‘আমের বিন সাকান এবং ওহোদ যুদ্ধে হামযা (রাঃ)-এর হত্যাকারী ওয়াহশী বিন হারবকে নির্দেশ দিলেন মসজিদ নামক উক্ত ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিকে গুঁড়িয়ে ও পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে আসার জন্য।[৮৬১] তারা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে উক্ত গৃহটি সমূলে উৎপাটিত করে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেন। মসজিদে ক্বোবা থেকে অনতিদূরে উক্ত অভিশপ্ত স্থানটি আজও বিরান পড়ে আছে। এই সময় সূরা তওবায় মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে অনেকগুলি আয়াত নাযিল হয়। ফলে তারা সমাজে চিহ্নিত হয়ে যায় এবং একেবারেই কোনঠাসা হয়ে পড়ে।[৮৬২]

---

৮৬১. কুরতুবী, তাফসীর সূরা তওবা ১০৭ আয়াত; ইবনু হিশাম ২/৫৩০; যাদুল মা‘আদ ৩/৪৮১।

৮৬২. ১২ জন ব্যক্তির মাধ্যমে মসজিদে যেরার তৈরী এবং সেখানে ছালাত আদায়ের জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে আমন্ত্রণের উক্ত ঘটনাটি ইবনু ইসহাক বিনা সনদে বর্ণনা করেছেন *(ইবনু হিশাম ২/৫২৯)*। যে সম্পর্কে ইবনু কাছীর, আলবানী প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন, বর্ণনাটি ‘মুরসাল’ বা যঈফ। আলবানী বলেন, সীরাতের কিতাবসমূহে ঘটনাটি খুবই প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমি এর কোন বিশুদ্ধ সনদ খুঁজে পাইনি *(ইরওয়া হা/১৫৩১, ৫/৩৭০ পৃঃ)*। তাছাড়া উক্ত ঘটনায় আবু ‘আমের আল-ফাসেক্ব-এর জড়িত থাকার বিষয়টি অনিশ্চিত। কেননা রাসূল (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করে আসেন তখন সে মদীনা থেকে মক্কায় চলে যায়। অতঃপর যখন মক্কা বিজিত হয়, তখন সে ত্বায়েফে চলে যায়। অতঃপর যখন ত্বায়েফবাসীরা ইসলাম কবুল করে তখন সে বেরিয়ে শামে চলে যায় এবং সেখানেই বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে’ *(যাদুল মা‘আদ ৩/৪৮০; মা শা-‘আ ২১৯-২০ পৃঃ)*। তবে মুনাফিকদের জন্য কোন ষড়যন্ত্রই অসম্ভব নয়। শয়তান ওদের পথ বাৎলিয়ে দেয়। আর মসজিদ আগুনে নিশ্চিহ্ন হওয়ার ঘটনাটি সঠিক। যেমন জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনছারী (রাঃ) বলেন, আমি মসজিদে যেরারকে জ্বলন্ত অবস্থায় দেখেছি’। রাবী বলেন, আমি পূর্বতন অনেক ছাহাবীকে বলতে শুনেছি যে, তাঁরা উক্ত দৃশ্য দেখেছেন’ *(হাকেম হা/৮৭৬৩, সনদ ছহীহ)*। এক্ষণে এ আগুন আল্লাহ্র পক্ষ থেকেও হ’তে পারে’ *(মা শা-‘আ ২২১ পৃঃ)*। কেননা কারা আগুন দিয়েছিল, তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অতঃপর মাত্র তিন মাসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আরও কতগুলি ঘটনা ঘটে। যেমন-

(৬) লে'আন-এর ঘটনা (قصة اللعان) : স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, আর তার কোন সাক্ষী না থাকে, সে অবস্থায় যে পদ্ধতির মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো হয়, তাকে লে'আন বলা হয়। পদ্ধতি এই যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে আদালতে বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াবে। অতঃপর স্বামী আল্লাহ্র কসম করে চারবার বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার উপরে আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হৌক *(নূর ২৪/৬-৭)*। আর 'স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্র কসম করে চারবার বলে যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়, তবে তার উপর আল্লাহ্র গযব নেমে আসুক' *(নূর ২৪/৮-৯)*। হেলাল বিন উমাইয়া এবং 'উওয়াইমির 'আজলানীর ঘটনার প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতগুলি নাযিল হয়। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের স্বামী-স্ত্রীকে ডেকে এনে মসজিদের মধ্যে লে'আন করান। উভয় পক্ষে পাঁচটি করে সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লে'আন সমাপ্ত হ'লে 'উওয়াইমের বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এখন যদি আমি তাকে স্ত্রীরূপে রাখি, তাহ'লে আমি মিথ্যা অপবাদ দানকারী হয়ে যাব। অতএব আমি তাকে তালাক দিলাম'। হেলাল বিন উমাইয়ার ঘটনায় রাসূল (ছাঃ) লে'আনের পর স্বামী ও স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং বলেন যে, স্ত্রীর গর্ভের সন্তান স্ত্রীর বলে কথিত হবে- পিতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। তবে সন্তানটিকে ধিকৃত করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمُتَلاَعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا 'লে'আনকারীদ্বয় পৃথক হ'লে তারা কখনোই আর একত্রিত হ'তে পারবে না'।[৮৬৩] বিচারক বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দেবার পর ইদ্দত পূর্ণ করে উক্ত স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে। এভাবে লে'আনের মাধ্যমে সে দুনিয়ার শাস্তি থেকে বাঁচলেও আখেরাতের শাস্তি বেড়ে যাবে।

(৭) গামেদী মহিলার ব্যভিচারের শাস্তি (رجم امرأة غامدية) : গামেদী মহিলার (امرأة غامدية) ব্যভিচারের শাস্তি দানের বিখ্যাত ঘটনাটি এ সময়ে সংঘটিত হয়। উক্ত মহিলা ইতিপূর্বে নিজে এসে ব্যভিচারের স্বীকৃতি দেয় ও গর্ভধারণের কথা বলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সন্তান প্রসবের পর আসতে বলেন। অতঃপর ভূমিষ্ট সন্তান কোলে নিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে দুধ ছাড়ানোর পর বাচ্চা শক্ত খাবার খেতে শিখলে পরে আসতে বলেন। অতঃপর বাচ্চার হাতে রুটিসহ এলে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আহ্বানে জনৈক আনছার ছাহাবী ঐ বাচ্চার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তাকে ব্যভিচারের শাস্তি স্বরূপ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়।

৮৬৩. দারাকুৎনী হা/৩৬৬৪ 'বিবাহ' অধ্যায়, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪৬৫।

প্রস্তরাঘাতে ফেটে যাওয়া মাথার রক্তের ছিটা খালেদ বিন অলীদের মুখে এসে লাগলে তিনি গালি দিয়ে কিছু মন্তব্য করেন। তাতে রাসূল (ছাঃ) তাকে ধমক দিয়ে বলেন, مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ‘থাম হে খালেদ! যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, এই মহিলা এমন তওবা করেছে, যদি রাজস্ব আদায়ে খেয়ানতকারী ব্যক্তিও এমন তওবা করত, তাহ’লে তাকেও ক্ষমা করা হ’ত’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জানাযা পড়েন। তখন ওমর (রাঃ) বলেন, ‘হে আল্লাহ্র নবী! আপনি তার জানাযা পড়লেন? অথচ সে যেনা করেছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟ ‘এ মহিলা এমন তওবা করেছে যে, তা সত্তর জন মদীনাবাসীর মধ্যে বণ্টন করে দিলেও যথেষ্ট হয়ে যেত। তুমি কি এর চাইতে উত্তম কোন তওবা পাবে, যে ব্যক্তি স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে?’[৮৬৪] বস্তুতঃ পরকালের কঠিন শাস্তি হ’তে বাঁচার জন্য দুনিয়ায় প্রাণদণ্ডের মত কঠোরতম শাস্তি স্বেচ্ছায় বরণ করার এ আকুতি পৃথিবীর কোন সমাজব্যবস্থায় পাওয়া যাবে কি?

(৮) নবীকন্যা উম্মে কুলছূমের মৃত্যু (وفاة ام كلثوم بنت النبى صـــ) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলছূম এসময় নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাভিভূত হন। জামাতা ওছমান গণীকে তিনি বলেন, ‘আমার আর কোন মেয়ে থাকলে তাকেও আমি তোমার সাথে বিবাহ দিতাম’ *(আল-বিদায়াহ ৫/৩০৯)*।

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর দ্বিতীয়া কন্যা এবং ওছমান (রাঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী রুক্বাইয়া মাত্র ২১ বছর বয়সে ২য় হিজরীর রামাযান মাসে বদরের যুদ্ধের সুসংবাদ মদীনায় পৌঁছার দিন মারা যান। অতঃপর ৩য় হিজরীতে ওছমানের সাথে উম্মে কুলছূমের বিবাহ হয়। ৯ম হিজরীতে তার মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতই ব্যথিত হন যে, তিনি কবরের পাশে বসে পড়েন। এ সময় তাঁর গণ্ড বেয়ে অবিরলধারে অশ্রুবন্যা বয়ে যাচ্ছিল।[৮৬৫]

(৯) ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু (وفاة ابن أُبَىٍّ المنافق) : এ সময় মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু হয়। তার ছেলে আব্দুল্লাহ, যিনি উত্তম ছাহাবী ছিলেন, তার দাবী অনুযায়ী তার কাফন পরানোর জন্য রাসূল (ছাঃ) নিজের ব্যবহৃত জামা তাকে প্রদান করেন ও জানাযা পড়তে সম্মত হন। অতঃপর তিনি জানাযায় গমনের জন্য উঠে দাঁড়ালে

---

৮৬৪. মুসলিম হা/১৬৯৫-৯৬; মিশকাত হা/৩৫৬২।
৮৬৫. বুখারী হা/১৩২০; মিশকাত হা/১৭১৫; মির‘আত হা/১৭২৯-এর আলোচনা, ৫/৪৫০-৫১।

ওমর (রাঃ) তাঁর কাপড় টেনে ধরে বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তার জানাযার ছালাত আদায় করবেন, অথচ আল্লাহ কি আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা পড়তে নিষেধ করেন নি? তখন মুচকি হেসে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'সরে যাও হে ওমর! আমাকে এ ব্যাপারে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। যদি আমি জানতাম ৭০ বারের অধিক মাগফেরাত কামনা *(তওবা ৯/৮০)* করলে তাকে ক্ষমা করা হবে, তাহ'লে আমি তার চেয়ে অধিকবার ক্ষমা চাইতাম। ওমর বললেন, সে তো মুনাফিক! অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন এবং ফিরে এলেন। এর কিছু পরেই মুনাফিকদের জানাযায় অংশগ্রহণের উপরে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারী করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়,

وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ- 'তাদের মধ্যে কারু মৃত্যু হ'লে কখনোই তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরে দাঁড়াবে না। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কুফরী করেছে (অর্থাৎ তাঁর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছে)। আর তারা মৃত্যুবরণ করেছে পাপাচারী অবস্থায়' *(তওবা ৯/৮৪)*। আরও নাযিল হয়, سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ- 'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা চাও বা না চাও, দু'টিই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ কখনোই তাদের ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মুনাফিকূন ৬৩/৬)*। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আর কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি।[৮৬৬]

ওমর (রাঃ)-এর এরূপ বলার কারণ, ইতিপূর্বে আয়াত নাযিল হয়েছিল যে, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ- 'নবী বা কোন মুমিনের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক' *(তওবা ৯/১১৩)*। উক্ত আয়াত মক্কায় নাযিল হয়েছিল আবু ত্বালিবের মৃত্যুর সময়। সম্ভবতঃ তার উপরে ভিত্তি করেই ওমর (রাঃ) এরূপ কথা বলে থাকবেন *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা তওবা ৮৪ আয়াত)*।

আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর এরূপ সদাচরণের কারণ তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, আমার জামা তাকে আল্লাহ্র আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে আমি একাজটি এজন্য করেছি, আমার আশা যে, এর ফলে তার গোত্রের বহু লোক মুসলমান হয়ে যাবে'। ইবনু ইসহাক তার মাগাযীতে এবং কোন কোন তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর এই সদাচরণ দেখে ইবনু উবাইয়ের খাযরাজ গোত্রের এক হাযার লোক মুসলমান হয়ে যায়।[৮৬৭]

---

৮৬৬. বুখারী হা/১২৬৯, ৪৬৭০-৭২, ৫৭৯৬।
৮৬৭. কুরতুবী, তাফসীর সূরা তওবা ৮৪ আয়াত, ৮/২০২; তাফসীর ত্বাবারী হা/১৭০৫৮, সনদ 'মুরসাল'।

এর আরও কারণ থাকতে পারে। জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, বদরের যুদ্ধে বন্দী রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস-এর জন্য একটি জামার প্রয়োজন হ'লে কারু জামা তার গায়ে হয়নি। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের দেওয়া জামাটিই আব্বাসের গায়ের জন্য উপযুক্ত হয়'। সেদিনের সেই দানের প্রতিদান হিসাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজের জামা তাকে দিয়ে দেন। ইবনু উয়ায়না বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের এটি সৌজন্য ছিল, তাই তিনি তার প্রতিদান দিতে চেয়েছিলেন।[৮৬৮]

(১০) আবুবকরের হজ্জ ; বিধি-বিধান সমূহ জারী (حج أبي بكر وإعلان أحكام الحج) :

হজ্জের বিধি-বিধান জারী করার উদ্দেশ্যে ৯ম হিজরীতে হজ্জের মৌসুমে আবুবকর (রাঃ)-কে 'আমীরুল হাজ্জ' হিসাবে মক্কায় পাঠানো হয়। তাদের রওয়ানা হবার পরপরই সূরা তওবাহ্র প্রথম দিকের আয়াতগুলি নাযিল হয়। যাতে মুশরিকদের সঙ্গে সম্পাদিত ইতিপূর্বেকার সকল চুক্তি বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে সে যুগের নিয়মানুযায়ী রাসূল (ছাঃ)-এর রক্ত সম্পর্কীয় হিসাবে হযরত আলীকে পুনরায় পাঠানো হয়। কেননা পরিবার বহির্ভূত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা সে যুগে স্বীকৃত ছিল না বা কার্যকর হ'ত না। আরাজ (الْعَرْج) অথবা যাজনান (الضَّجْنَان) উপত্যকায় গিয়ে আলী (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কাফেলার সাথে মিলিত হন। তখন আবুবকর (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, أَمِيْرٌ أَوْ مَأْمُوْرٌ 'আমীর হিসাবে এসেছেন না মামূর হিসাবে?' আলী (রাঃ) বললেন, لاَ بَلْ مَأْمُوْرٌ 'না। বরং মা'মূর হিসাবে'।

অতঃপর হজ্জের বিধি-বিধানসমূহ জারী করার ব্যাপারে আবুবকর (রাঃ) তাঁর দায়িত্ব পালন করলেন। এরপর কুরবানীর দিন হযরত আলী (রাঃ) কংকর নিক্ষেপের স্থান জামরার নিকটে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষে সূরা তওবাহ্র প্রথম দিককার সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলি পড়ে শুনান এবং পূর্বের সকল চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেন। তিনি চুক্তিবদ্ধ ও চুক্তিবিহীন সকলের জন্য চার মাসের সময়সীমা বেঁধে দেন। যাতে এই সময়ের মধ্যে মুশরিকরা চুক্তিতে বর্ণিত বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করে ফেলে। তবে যেসব মুশরিক অঙ্গীকার পালনে কোন ত্রুটি করেনি বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের চুক্তিনামা পূর্বনির্ধারিত সময় পর্যন্ত বলবৎ রাখা হয়। অতঃপর আবুবকর (রাঃ) একদল লোক পাঠিয়ে ঘোষণা জারী করেন যে, لاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلاَ يَحُجُّ مُشْرِكٌ 'এখন থেকে আর কোন মুশরিক কা'বাগৃহে হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন ব্যক্তি নগ্ন অবস্থায় কা'বাগৃহ ত্বাওয়াফ করতে পারবে না'।[৮৬৯] এর ফলে মূর্তিপূজা চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ হ'ল। মূলতঃ ৯ম হিজরীর এই হজ্জ ছিল পরবর্তী বছর রাসূল (ছাঃ)-এর বিদায়

৮৬৮. বুখারী হা/৩০০৮ 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪২।
৮৬৯. বুখারী হা/৪৬৫৬ ও ফাৎহুল বারী, সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ; যাদুল মা'আদ ৩/৫১৯।

Contents

হজ্জের প্রাথমিক পর্ব। যাতে ঐ সময় মুশরিকমুক্ত অবস্থায় হজ্জ সম্পন্ন করা যায় এবং মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ দেওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, সূরা তওবাহ্র মোট ১২৯টি আয়াতের মধ্যে অনেকগুলি আয়াত তাবূক যুদ্ধে রওয়ানার প্রাক্কালে, মধ্যে ও ফিরে আসার পর নাযিল হয়' *(আর-রাহীক্ব ৪৩৮-৩৯ পৃঃ)*।

তাবূক যুদ্ধের গুরুত্ব (أهمية غزوة تبوك) :

(১) এই যুদ্ধে বিশ্বশক্তি রোমকবাহিনীর যুদ্ধ ছাড়াই পিছু হটে যাওয়ায় মুসলিম শক্তির প্রভাব আরব ও আরব এলাকার বাইরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

(২) রোমকদের কেন্দ্রবিন্দু সিরিয়া ও তার আশপাশের সকল খ্রিষ্টান শাসক ও গোত্রীয় নেতৃবৃন্দ মুসলিম শক্তির সাথে স্বেচ্ছায় সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করে। ফলে আরব এলাকা বহিঃশক্তির হামলা থেকে নিরাপদ হয়।

(৩) শুধু অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শক্তি হিসাবে নয়, সর্বোচ্চ মানবাধিকার নিশ্চিতকারী বাহিনী হিসাবে মুসলমানদের সুনাম-সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দলে দলে খ্রিষ্টানরা মুসলমান হয়ে যায়। যা খেলাফতে রাশেদাহ্র সময় বিশ্বব্যাপী মুসলিম বিজয়ে সহায়ক হয়।

তাবূক যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত বিধানসমূহ (الأحكام المستنبطة من غزوة تبوك) :

(১) এ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) আব্দুর রহমান বিন 'আওফের পিছনে ফজরের ছালাত এক রাক'আত আদায় করেন। পরে বাকী রাক'আত শেষে সালাম ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, তোমরা সঠিক কাজ করেছ। ছালাত যথাসময়ে আদায় করতে হয়' *(মুসলিম হা/২৭৪ (১০৫))*। এর দ্বারা অনুত্তমের পিছনে উত্তমের ছালাত জায়েয প্রমাণিত হয়। তাছাড়া জামা'আতের জন্য সময় নির্ধারণ করা ও তা সকলের জন্য মেনে চলা আবশ্যিক প্রমাণিত হয়।

(২) ফেরার পথে মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এমন আমলের কথা জানতে চান, যা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে ও জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রধান বিষয় হ'ল ইসলাম কবুল করা। কেননা যে ইসলাম কবুল করে, সে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ হয়। এর স্তম্ভ হ'ল ছালাত এবং চূড়া হ'ল জিহাদ' *(আহমাদ হা/২২১২১)*।

(৩) এ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-কে মুছল্লীর সুৎরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, এটি হাওদার পিছনের অংশের ন্যায় উঁচু (مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ)। *= নাসাঈ হা/৭৪৬*।

(৪) এ সফরে যোহর-আছর, মাগরিব-এশা জমা ও ক্বছর করা হয়' *(মুসলিম হা/৭০৫ (৫১))*।

(৫) তাবূক যাওয়ার পথে ওয়াদীল ক্বোরার একটি বাগিচা থেকে অনুমানের ভিত্তিতে খেজুর খরীদ করা হয়। যার দ্বারা অনুমান ভিত্তিক ব্যবসা জায়েয প্রমাণিত হয়' *(ফাৎহুল বারী হা/১৪৮১-এর আলোচনা)*।

(৬) তাবূকের একটি বাড়ি থেকে চামড়ার পাত্রে রাখা পানি চাওয়া হয়। এ সময় মৃত প্রাণীর চামড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে রাসূল (ছাঃ) বলেন, دِبَاغُهَا طُهُورُهَا 'এর দাবাগত করাই হ'ল এর পবিত্রতা' *(আবুদাঊদ হা/৪১২৫)*।

(৭) জনৈক ব্যক্তি মারামারির সময় অন্যের হাত কামড়ে ধরলে জোরে টান দেওয়ার কারণে তার সম্মুখের উপর-নীচ দু'টি দাঁত ছিটকে বেরিয়ে আসে। রাসূল (ছাঃ) তার জন্য ক্বিছাছ বাতিল করে দেন'।[৮৭০] কারণ সে ইচ্ছাকৃতভাবে তার দাঁত উপড়ে ফেলেনি।

(৮) এ যুদ্ধে তিন দিনের অধিক সময় কোন মুমিন ব্যক্তির সাথে দ্বীনী কারণে বয়কট সিদ্ধ করা হয়। যা যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা তিন জন মুখলেছ ছাহাবীর ক্ষেত্রে ৫০ দিনের বয়কট দ্বারা প্রমাণিত হয়'।[৮৭১]

(৯) এ যুদ্ধে তাবূকে ২০ দিন অবস্থানকালে এবং সেখানে যাওয়া ও প্রত্যাবর্তনকালে পূরা সময়টা ছালাতে জমা ও ক্বছর করা হয়।[৮৭২] এতে বুঝা যায় যে, সফরে ক্বছরের জন্য ১৯ দিন সময়কাল নির্ধারিত নয়। যেটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন *(বুখারী হা/৪২৯৮)*।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৩৩ (٣٣– العبر) :

(১) সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া রোমকভীতিকে অগ্রাহ্য করে এবং কঠিন দুর্ভিক্ষ ও দৈন্যদশার মধ্যেও গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা করে দীর্ঘ ও ক্লেশকর অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর অদম্য সাহস ও বিপুল দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। যা প্রতি যুগে ইসলামী আমীরদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয়।

(২) মুনাফিকরাই যে ইসলামী শাসনের সবচেয়ে বড় দুশমন, তাবূকের যুদ্ধে তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এমনকি মসজিদ-এর আড়ালে যে তারা ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও আত্মঘাতি কাজ করতে পারে, তারও প্রমাণ তারা রেখেছে। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এধরনের মুনাফেকী তৎপরতার মধ্যে পরবর্তী যুগের ইসলামী নেতাদের জন্য হুঁশিয়ারী সংকেত লুকিয়ে রয়েছে।

(৩) জীবন ও সম্পদ সবকিছুর চেয়ে ঈমানের হেফাযতের জন্য আমীরের আদেশ পালনে নিবেদিতপ্রাণ হওয়া যে সর্বাধিক যরূরী, তার সর্বোত্তম পরাকাষ্ঠা দেখা গেছে তাবূক যুদ্ধে গমনকারী শাহাদাত পাগল মুজাহিদগণের মধ্যে এবং বাহন সংকট ও অন্যান্য কারণে যেতে ব্যর্থ হওয়া ক্রন্দনশীল মুমিনদের মধ্যে। ইসলামী বিজয়ের জন্য সর্বযুগে এরূপ নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মী অবশ্যই যরূরী।

---

৮৭০. বুখারী হা/২৯৭৩; মুসলিম হা/১৬৭৩ (২১)।

৮৭১. বুখারী হা/৪৪১৮; মুসলিম হা/২৭৬৯।

৮৭২. মুসলিম হা/৭০৫ (৫১); আবুদাঊদ হা/১২০৮; তিরমিযী হা/৫৫৩; মিশকাত হা/১৩৪৪ 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ।

তাবূক পরবর্তী যুদ্ধসমূহ

(السرايا بعد تبوك)

৮৯. সারিইয়া খালেদ বিন অলীদ (سرية خالد بن وليد) : ৯ম হিজরীর রজব মাস। বিনা যুদ্ধে বিজয় শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবূকে অবস্থানকালেই পার্শ্ববর্তী দূমাতুল জান্দালের (دُومَةُ الْجَنْدَلِ) খ্রিষ্টান নেতা উকায়দিরের (أُكَيْدِر) বিরুদ্ধে খালেদকে প্রেরণ করেন। খালেদ বিন অলীদ তাকে বন্দী করে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে আনেন এবং তার সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৮৭৩]

৯০. সারিইয়া উসামাহ বিন যায়েদ বিন হারেছাহ (سرية أسامة بن زيد بن الحارثة) **:**

১১ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। রাসূল (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে শনিবার ওসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে শামের দিকে সর্বশেষ সেনাদল প্রেরণ করেন এবং নিজ হাতে যুদ্ধের পতাকা বেঁধে তার হাতে তুলে দেন। অতঃপর তাকে ফিলিস্তীনের তুখূম, বালক্বা, দারূম প্রভৃতি এলাকা ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করার নির্দেশ দেন। এই দলে প্রথম যুগের মুহাজিরগণ ওসামার সাথে যোগ দেন। এটাই ছিল রাসূল (ছাঃ) প্রেরিত সর্বশেষ সেনাদল *(ইবনু হিশাম ২/৬৪১-৪২)*।

মুহাজির ও আনছারদের জ্যেষ্ঠ ছাহাবীদের উপরে (১৮ বছরের) তরুণ ওসামাকে নেতৃত্ব প্রদান করায় কেউ কেউ এর সমালোচনা করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) অসুখের কষ্টের মধ্যেও মাথায় কাপড় বেঁধে বেরিয়ে আসেন ও মেম্বরে বসে হামদ ও ছানার পরে *(ইবনু হিশাম ২/৬৫০)* লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, قَدْ بَلَغَنِى أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِى أُسَامَةَ وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ، إِنْ تَطْعُنُوا فِى إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِى إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ. وَايْمُ اللهِ، إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ بَعْدَهُ- 'আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, তোমরা ওসামার ব্যাপারে মন্তব্য করেছ। অথচ সে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। যদি তোমরা তার নেতৃত্বের সমালোচনা করে থাক, তবে তার পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও তোমরা ইতিপূর্বে (মুতার যুদ্ধের সময়) সমালোচনা করেছিলে। অথচ আল্লাহ্র কসম! সে যোগ্য ছিল। সে আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয়

৮৭৩. যাদুল মা'আদ ৩/৪৭১; আবুদাঊদ হা/৩০৩৭; মিশকাত হা/৪০৩৮।

ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার পরে তার এই পুত্র আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত'।[৮৭৪]

অতঃপর তিনি মেম্বর থেকে নেমে আসেন এবং লোকেরা দ্রুত প্রস্তুতি শুরু করে। অতঃপর ওসামা তার সেনাদল নিয়ে বেরিয়ে যান এবং ৪/৫ কি. মি. দূরে 'জুরুফ' (الْجُرْف) নামক স্থানে অবতরণ করেন। ইতিমধ্যে লোকেরা তার কাছে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মরণাপন্ন অবস্থার খবর দেয়। তখন সকলে অপেক্ষায় থাকেন আল্লাহ্র ফায়ছালা কি হয় তা দেখার জন্য' *(ইবনু হিশাম ২/৬৫০)*।

উসামা বিন যায়েদ বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর চরম অবস্থার খবর শুনে আমি এবং আমার সাথে অন্যেরা মদীনায় ছুটে আসি। অতঃপর আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কক্ষে প্রবেশ করি। যখন সবাই চুপ ছিল। কেউ কথা বলছে না। فَجَعَلَ يَرْفَعُ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَضَعُهَا عَلَيَّ، فَأَعْرِفُ أَنَّهُ يَدْعُو لِي 'অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তার একটি হাত আকাশের দিকে উঁচু করলেন। অতঃপর সেটি আমার গায়ের উপর রাখলেন। তাতে আমি বুঝলাম, তিনি আমার জন্য দো'আ করছেন'।[৮৭৫]

মূলতঃ রোম সম্রাটের অহংকার চূর্ণ করা এবং সিরিয়ার বালক্বা ও ফিলিস্তীন অঞ্চল অশ্বারোহীদের দ্বারা পদদলিত করে রোমকদের ভীত করাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য।

তাছাড়া উসামাকে সেনাপতি করার অন্যতম কারণ এটাও হ'তে পারে যে, প্রায় সোয়া দু'বছর পূর্বে মুতায় রোমকদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন তার পিতা এবং তিনি সেখানেই শহীদ হয়েছিলেন। তাই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার স্বাভাবিক স্পৃহাকে এর মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে পরিচালিত করা হয়। যেজন্য তাকে রওয়ানা করার সময় তিনি শামের তুখূম, বালক্বা, দারূম প্রভৃতি এলাকা ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করার নির্দেশ দেন। যেখানে মুতার যুদ্ধ হয়েছিল এবং তার পিতাসহ তিনজন সেনাপতি শহীদ হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, সারিইয়া উসামা বিন যায়েদ সম্পর্কে ওয়াক্বেদীর সূত্রে বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে যেসব বর্ণনা এসেছে, তার কোনটাই বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। এ বিষয়ে বুখারী হা/৪৪৬৮-৬৯-এর ব্যাখ্যায় ফাৎহুল বারীতে যেসব বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে, তার অধিকাংশ বিশুদ্ধতার মানে উন্নীত নয়।

---

৮৭৪. বুখারী হা/৩৭৩০, ৪৪৬৮-৬৯; ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে। এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, এ সময় রাসূল (ছাঃ) সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, أَنْفِذُوا بَعْثَ أُسَامَةَ لَعَنَ اللهُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ. وَكَرَّرَ ذَلِكَ- 'তোমরা ওসামার বাহিনীকে চালু করে দাও। আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর লা'নত করুন, যে ব্যক্তি তার থেকে পিছিয়ে থাকবে। এ কথা তিনি বার বার বলতে থাকেন'। হাদীছটি 'মুনকার' বা যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৯৭২)*।

৮৭৫. ইবনু হিশাম ২/৬৫১; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ৪৬৪ পৃঃ সনদ 'ছহীহ'।

একনযরে যুদ্ধ ও অভিযান সমূহ

(السرايا والغزوات فى لمحة)

ক্রঃ সঃ	যুদ্ধের নাম	তারিখ		স্থান	যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর অবস্থানকাল	মুসলিম পক্ষে শহীদ	কাফের পক্ষে নিহত	পৃষ্ঠা
		হিঃ	মাস					
০১	সারিইয়া সায়ফুল বাহ্‌র	১	রামাযান	‘ঈছ	...	...	...	২৭৫
০২	সারিইয়া রাবেগ	১	শাওয়াল	রাবেগ	...	...	...	২৭৫
০৩	সারিইয়া খাররার	১	যুলক্বা‘দাহ	মক্কা ও জুহফার মধ্যবর্তী	...	...	...	২৭৬
০৪	গাযওয়া ওয়াদ্দান	২	ছফর	ওয়াদ্দান	১৫ দিন	...	...	২৭৬
০৫	গাযওয়া বুওয়াত্ব	২	রবীউল আউয়াল ও আখের	বুওয়াত্ব	৩০	...	...	২৭৬
০৬	গাযওয়া সাফওয়ান/বদর ঊলা	২	জুমাদাল আখেরাহ, রজব ও শা‘বান	বদরের কাছাকাছি	৭৫	...	...	২৭৭
০৭	গাযওয়া যুল-‘উশাইরাহ	২	জুমাদাল ঊলা ও আখেরাহ	যুল-‘উশাইরাহ	৬০	...	...	২৭৭
০৮	সারিইয়া নাখলা	২	রজব	নাখলা	...	...	১	২৭৭
০৯	গাযওয়া বদর/বদর আল-কুবরা	২	রামাযান	বদর প্রান্তরে	২১	১৪[৮৭৬]	৭০	২৮০

৮৭৬. মানছূরপুরী তাঁর যুদ্ধ তালিকায় এখানে মুসলিম পক্ষে ২২ জন শহীদ বলেছেন (*রহমাতুল্লিল ‘আলামীন* ২/১৮৭)।

Contents

১০	সারিইয়া ওমায়ের বিন ‘আদী	২	রামাযান	মদীনার নিকটবর্তী বনু খিত্বমাহ	...	...	...	৩২৪
১১	সারিইয়া সালেম বিন ওমায়ের	২	শাওয়াল	মদীনার বনু ‘আমর বিন ‘আওফ গোত্রে	...	...	...	৩২৪
১২	গাযওয়া বনু সুলায়েম	২	শাওয়াল	কুদ্‌র ঝর্ণাধারার নিকটে	১৫	...	...	৩২৫
১৩	সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ	২	শাওয়াল	ঐ	...	...	...	৩২৫
১৪	গাযওয়া বনু ক্বায়নুক্বা	২	শাওয়াল	মদীনা	১৫	...	...	৩২৫
১৫	গাযওয়া সাভীক্ব	২	যিলহাজ্জ	উরাইয	৩০	...	...	৩২৬
১৬	গাযওয়া যী আমর/নাজদ	৩	ছফর	যী আমর	৩০	...	...	৩২৭
১৭	সারিইয়া মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	৩	রবীউল আউয়াল	কা‘ব বিন আশরাফের দুর্গে	...	...	১	৩২৭
১৮	গাযওয়া বাহরান	৩	রবীঃ আখের ও জুমাঃ ঊলা	বাহরান	৬০	...	...	৩৩৮
১৯	সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ	৩	জুমাদাল আখেরাহ	ক্বারদাহ	...	...	...	৩৩৮
২০	গাযওয়া ওহোদ	৩	শাওয়াল	ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে	২	৭০	৩৭-এর বেশী	৩৩৯
২১	গাযওয়া হামরাউল আসাদ	৩	শাওয়াল	হামরাউল আসাদ	৫	...	...	৩৯০
২২	সারিইয়া আবু সালামাহ	৪	মুহাররম	ক্বাত্বান	...	...	...	৩৯০

Contents

২৩	সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন উনাইস	৪	মুহাররম	নাখলা অথবা উরানাহ	...	...	১	৩৯০
২৪	সারিইয়া বি'রে মা'ঊনা	৪	ছফর	মা'ঊনা কূয়ার নিকটে	...	৬৯	...	৩৯১
২৫	সারিইয়া রাজী'	৪	ছফর	রাজী' ঝর্ণার নিকটে	...	১০	...	৩৯১
২৬	সারিইয়া 'আমর বিন উমাইয়া যামরী	৪	রবীউল আউয়াল	ক্বারক্বারা	...	...	২	৩৯৪
২৭	গাযওয়া বনু নাযীর	৪	রবীউল আউয়াল	মদীনার দক্ষিণ প্রান্তে	১০	...	...	৩৯৫
২৮	গাযওয়া নাজদ	৪	রবীঃ আখের অথবা জুমাঃ উলা	নাজদ	৩০	...	...	৪০১
২৯	গাযওয়া বদর আখের/বদর ছুগরা	৪	শা'বান	বদর	৩০	...	...	৪০২
৩০	গাযওয়া দূমাতুল জান্দাল	৫	রবীউল আউয়াল	সিরিয়ার নিকটবর্তী দূমাতুল জান্দাল	৩৫	...	...	৪০২
৩১	গাযওয়া আহযাব/খন্দক	৫	শাওয়াল ও যুল-ক্বা'দাহ	মদীনা	৩০	৬	১০	৪০৩
৩২	গাযওয়া বনু কুরায়যা	৫	যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ	মসজিদে নববী থেকে প্রায় ১০ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে	৩০	১	৬০০	৪১৬
৩৩	সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন আতীক	৫	যিলহাজ্জ	খায়বরের আবু রাফে' দুর্গের অভ্যন্তরে	...	...	১	৪২৪
৩৪	সারিইয়া মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	৬	মুহাররম	নাজদের বনু বকর বিন কিলাব গোত্রের প্রতি	...	...	...	৪২৫

Contents

৩৫	সারিইয়া উক্কাশা বিন মিহছান	৬	রবীউল আউয়াল/ আখের	বনু আসাদ গোত্রের গামর ঝর্ণার দিকে	...	...	...	৪২৬
৩৬	সারিইয়া মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	৬	রবীউল আউয়াল/ আখের	বনু ছা'লাবাহ অঞ্চলের যুল-ক্বাছছাহ	...	৯	...	৪২৬
৩৭	সারিইয়া আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ	৬	রবীউল আখের	যুল-ক্বাছছাহ	...	...	...	৪২৬
৩৮	সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ	৬	রবীউল আখের	মার্রুয যাহরানের 'জামূম' ঝর্ণা	...	...	...	৪২৭
৩৯	গাযওয়া বনু লেহিয়ান	৬	জুমাদাল উলা	মক্কা সীমান্তে রাজী'	১৪	...	...	৪২৭
৪০	সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ	৬	জুমাদাল উলা	শামের সমুদ্রোপকূলবর্তী 'ঈছ অভিমুখে	...	...	...	৪২৭
৪১	সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ	৬	জুমাদাল আখেরাহ	'তারাফ' বা 'তুরুক্ব' অঞ্চলে	...	...	...	৪২৮
৪২	সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ	৬	রজব	ওয়াদিল ক্বোরা	...	৯	...	৪২৮
৪৩	গাযওয়া বনু মুছত্বালিক্ব বা মুরাইসী'	৬	শা'বান	মুরাইসী' ঝর্ণার নিকট	২৮	১	১০	৪২৯
৪৪	সারিইয়া আব্দুর রহমান বিন 'আওফ	৬	শা'বান	দূমাতুল জান্দালের বনু কলব গোত্র	...	...	...	৪৪২
৪৫	সারিইয়া আলী ইবনু আবী ত্বালিব	৬	শা'বান	খায়বরের ফাদাক অঞ্চল	...	...	...	৪৪২
৪৬	সারিইয়া আবুবকর ছিদ্দীক	৬	রামাযান	ওয়াদিল ক্বোরা এলাকার বনু ফাযারাহ গোত্র	...	...	৩০	৪৪২

Contents

৪৭	সারিইয়া কুরয বিন জাবের	৬	শাওয়াল	মদীনার হাররাহ পাথুরে এলাকা	...	...	২০	৪৪৩
৪৮	সারিইয়া ‘আমর বিন উমাইয়া যামরী	৬	শাওয়াল	ক্বারক্বারাতুল কুদর	...	...	...	৪৪৪
৪৯	সারিইয়া আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ	৬	যুলক্বা‘দাহ	লোহিত সাগরের তীরে আর-রাইস	...	...	...	৪৪৪
৫০	গাযওয়া হোদায়বিয়া	৬	যুলক্বা‘দাহ	মক্কার অদূরে হোদায়বিয়া	৪৫	...	...	৪৪৫
৫১	গাযওয়া যী ক্বারাদ	৭	মুহাররম	যূ-ক্বারাদ ঝর্ণা	২	১	১	৪৮৪
৫২	গাযওয়া খায়বর	৭	মুহাররম	খায়বর প্রান্তরে	৩০	১৮	৯৩	৪৮৫
৫৩	গাযওয়া ওয়াদিল ক্বোরা	৭	মুহাররম	খায়বরের ওয়াদিল ক্বোরা		১	১১	৫০১
৫৪	সারিইয়া আবান বিন সাঈদ	৭	ছফর	নাজদ	...	...	...	৫০১
৫৫	গাযওয়া যাতুর রিক্বা‘	৭	রবীউল আউয়াল	নাজদের বনু গাত্বফান	১৫	...	...	৫০১
৫৬	সারিইয়া গালেব বিন আব্দুল্লাহ	৭	ছফর/রবীঃ আউঃ	কুদাইদ	...	...	কিছু লোক	৫০৪
৫৭	সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ	৭	জুমাদাল আখেরাহ	হিসমা	...	...	কিছু লোক	৫০৪
৫৮	সারিইয়া ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব	৭	শা‘বান	তুরাবাহ	...	...	...	৫০৪
৫৯	সারিইয়া আবুবকর ছিদ্দীক	৭	শা‘বান	নাজদের বনু কেলাব গোত্র	...	...	কিছু লোক	৫০৫
৬০	সারিইয়া বাশীর বিন সা‘দ	৭	শা‘বান	ফাদাকের বনু মুররাহ গোত্র	...	২৯	...	৫০৫
৬১	সারিইয়া গালেব বিন আব্দুল্লাহ	৭	রামাযান	নাজদের মাইফা‘আহ অথবা হারাক্বাত	...	...	১	৫০৫

৬২	সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা	৭	শাওয়াল	খায়বর থেকে ৬ মাইল দূরে	...	...	৩১	৫০৬
৬৩	সারিইয়া বাশীর বিন সা'দ	৭	শাওয়াল	খায়বরের ইয়ামান ও জাবার এলাকা	...	...	...	৫০৬
৬৪	সারিইয়া আবু হাদরাদ আসলামী	৭	যুলক্বা'দাহ	বনু গাত্বফানের গাবাহ নামক স্থান	...	...	...	৫০৬
৬৫	সারিইয়া ইবনু আবিল 'আওজা	৭	যিলহাজ্জ	বনু সুলায়েম গোত্র	...	৫০[৮৭৭]	...	৫১০
৬৬	সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ	৮	ছফর	ফাদাকের বনু মুররাহ গোত্র	...	...	কিছু লোক	৫১১
৬৭	সারিইয়া যাতু আত্বলাহ	৮	রবীউল আউয়াল	যাতু আত্বলাহ	...	১৪	...	৫১১
৬৮	সারিইয়া যাতু 'ইরক্ব	৮	রবীউল আউয়াল	যাতু 'ইরক্ব নামক স্থান	...	...	...	৫১১
৬৯	সারিইয়া মু'তা	৮	জুমাদাল ঊলা	বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী মু'তা নামক স্থান	...	১২	বহু লোক	৫১২
৭০	সারিইয়া যাতুস সালাসেল	৮	জুমাদাল আখেরাহ	সিরিয়ার বনু কুযা'আহ গোত্র	...	...	...	৫১৭
৭১	সারিইয়া আবু ক্বাতাদাহ	৮	শা'বান	নাজদের খাযেরাহ	...	...	কিছু লোক	৫১৮
৭২	গাযওয়া ফাৎহে মক্কা	৮	রামাযান	মক্কা	১৯	২	১২	৫১৯
৭৩	সারিইয়া খালেদ বিন অলীদ	৮	রামাযান	নাখলা	...	...	কিছু লোক	৫৫০
৭৪	সারিইয়া আমর ইবনুল 'আছ	৮	রামাযান	মক্কার উত্তর-পশ্চিমে রিহাত্ব	....	...	...	৫৫০

৮৭৭. মানছূরপুরী তাঁর বর্ণিত যুদ্ধ তালিকায় মুসলিম পক্ষে সেনাপতি আহত ও বাকী ৪৯ জন শহীদ বলেছেন' *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/১৯৮)*।

Contents

৭৫	সারিইয়া সা'দ বিন যায়েদ	৮	রামাযান	মক্কার উত্তর-পূর্বে মুশাল্লাল	...	...	...	৫৫১
৭৬	সারিইয়া খালেদ বিন অলীদ	৮	শাওয়াল	মক্কার দক্ষিণে ইয়ালামলামের নিকটে	...	...	...*	৫৫১
৭৭	গাযওয়া হোনায়েন	৮	শাওয়াল	হোনায়েন উপত্যকায়	৪০	৪	৭২	৫৫৫
৭৮	সারিইয়া আওত্বাস	৮	শাওয়াল	আওত্বাস	...	১	...	৫৬৫
৭৯	সারিইয়া নাখলা	৮	শাওয়াল	নাখলা	...	...	১	৫৬৫
৮০	সারিইয়া তোফায়েল বিন 'আমর দাওসী	৮	শাওয়াল	ত্বায়েফ থেকে চার দিনের দূরত্বে অবস্থিত	...	...	...	৫৬৬
৮১	গাযওয়া ত্বায়েফ	৮	শাওয়াল	ত্বায়েফ দুর্গ	১৫	১২	৩	৫৬৬
৮২	সারিইয়া ক্বায়েস বিন সা'দ	৮	যুলক্বা'দাহ	ইয়ামনের ছুদা' অঞ্চল	...	...	...	৫৮০
৮৩	সারিইয়া উয়ায়না বিন হিছন	৯	মুহাররম	বনু তামীমের ছাহরা এলাকা	...	...	...	৫৮০
৮৪	সারিইয়া কুত্বাহ বিন 'আমের	৯	ছফর	তুরবার নিকটবর্তী তাবালা অঞ্চল	...	...	...	৫৮০
৮৫	সারিইয়া যাহহাক বিন সুফিয়ান	৯	রবীউল আউয়াল	আল-ক্বাছীম-এর 'যাজ' এলাকা	...	...	১	৫৮১
৮৬	সারিইয়া আলী ইবনু আবী ত্বালেব	৯	রবীউল আউয়াল	ত্বাঈ	...	...	...	৫৮১
৮৭	সারিইয়া আলক্বামা বিন মুজাযযিয আল-মুদলেজী	৯	রবীউল আখের	জেদ্দা তীরবর্তী এলাকা	...	...	...	৫৮১

* মানছূরপুরী ৯৫জন নিহত হয় বলেছেন।

৮৮	গাযওয়া তাবূক	৯	রজব	তাবূক প্রান্তরে	৫০	...	...	৫৮৩
৮৯	সারিইয়া খালেদ বিন অলীদ	৯	রজব	তাবূকের পার্শ্ববর্তী দূমাতুল জান্দাল	...	...	...	৬১৬
৯০	সারিইয়া উসামাহ বিন যায়েদ	১১	রবীউল আউয়াল	ফিলিস্তীনের তুখূম, বালক্বা, দারূম এলাকা	...	...	...	৬১৬
মোট ২৯টি গাযওয়া ও ৬১টি সারিইয়াহ				অবস্থানকাল	শহীদ	নিহত	মোট	
				৭৮১	৩৩৩	১০০৯	১৩৪২	
মানছূরপুরীর হিসাব মতে*					৩২২	৮৪৯	১১৭১	

মন্তব্য (الملاحظة) :

উপরে বর্ণিত যুদ্ধ ও অভিযান সমূহের হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, মাদানী জীবনের ১০ বছরের মধ্যে ৭৮১ দিনের অধিক অর্থাৎ দু’বছরের বেশী সময় রাসূল (ছাঃ) যুদ্ধের ময়দানে অতিবাহিত করেছেন। এই অবস্থার মধ্যেই ইসলামের বহু বিধি-বিধান জারী হয়েছে। হিজরতের পর রবীউল আউয়াল থেকে শা‘বান পর্যন্ত মাস ছ’য়েক কিছুটা স্বস্তি তে থাকার পর রামাযান থেকে যুদ্ধাভিযান সমূহ শুরু হয়। যা মৃত্যুর দু’দিন আগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এতে বুঝা যায় যে, ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথ সর্বদা বাধা সংকুল ছিল এবং কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সত্য ও মিথ্যার এ দ্বন্দ্বে সর্বদা আল্লাহ্র গায়েবী মদদে সত্য জয়লাভ করেছে। বস্তুগত শক্তি অপর্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা ঈমানী শক্তির জোরেই মুসলমান আল্লাহ্র সাহায্য লাভ করেছে। আর আল্লাহ্র বিধান অমান্য করে কখনোই তাঁর সাহায্য লাভ করা যায় না। চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী সকলের জন্য এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

* মানছূরপুরীর দেওয়া ৮২টি যুদ্ধের তালিকা অনুযায়ী উক্ত হিসাব করা হয়েছে *(রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ২/১৮৫-২০২)*। কিন্তু তিনি যে যোগফল দিয়েছেন সেখানে বলা হয়েছে শহীদ ৩৫৯ ও নিহত ৭৫৯ মোট ১০১৮ *(২/২১৩)*। হিসাবটি সম্ভবতঃ ভুল।

যুদ্ধ ও অভিযান সমূহ পর্যালোচনা

(مراجعة على السرايا والغزوات)

(১ম হিজরীর রামাযান হ'তে ১১ হিজরীর রবীউল আউয়াল পর্যন্ত)

৯ বছর ৪ মাস

উপরের আলোচনায় মোট ২৯টি গাযওয়া ও ৬১টি সারিইয়া সাল ও তারিখ সহ ক্রমানুযায়ী আমরা বর্ণনা করলাম। মোট ৯০টি যুদ্ধের মধ্যে ইবনু হিশাম ২৭টি গাযওয়া ও ৩৮টি সারিইয়াহ সহ মোট ৬৫টি যুদ্ধের কথা বলেছেন *(ইবনু হিশাম ২/৬০৮-০৯)*। মানছূরপুরী ৮২টি অভিযানের তালিকা দিয়েছেন। আমরা তাঁর ও মুবারকপুরীর তালিকা মিলিয়ে মোট ৮৬টি পেয়েছি। এতদ্ব্যতীত হাদীছে ও ইতিহাসে আরও চারটি পেয়েছি। যা নিয়ে মোট ৯০টি হয়েছে। সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ভাল জানেন। এক্ষণে উপরোক্ত যুদ্ধ ও অভিযান সমূহের উপর নিম্নোক্ত পর্যালোচনা পেশ করা হ'ল।-

উভয় পক্ষে শহীদ ও নিহতদের সংখ্যা (الشهداء والقتلى من الفريقين) :

মাদানী জীবনে সংঘটিত যুদ্ধ সমূহে উভয় পক্ষে নিহত ও শহীদগণের সঠিক তালিকা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মানছূরপুরী সারিইয়া ইবনু আবিল 'আওজা-তে *(ক্রমিক ৬৫)* মুসলিম পক্ষে ৪৯ জন শহীদ বলেছেন। কিন্তু মুবারকপুরী উক্ত বিষয়ে কিছু বলেননি। অনুরূপভাবে গাযওয়া বনু কুরায়যাতে ইহূদীপক্ষে নিহতের সংখ্যা মানছূরপুরী ৪০০ বলেছেন। কিন্তু মুবারকপুরী ৬০০ থেকে ৭০০-এর মধ্যে বলেছেন। মানছূরপুরী ৪০০ ধরে হিসাব করেছেন। কিন্তু আমরা ৬০০ ধরে হিসাব করেছি। ফলে কাফের পক্ষে আমাদের হিসাব তাঁর চাইতে বেশী হয়েছে। এরপরেও ৬টি সারিইয়ায় প্রতিপক্ষের নিহতের সংখ্যা উল্লেখ না করে বলা হয়েছে 'কিছু লোক'। এছাড়া ওহোদ যুদ্ধে ৩৭-এর অধিক এবং মুতার যুদ্ধে 'বহু লোক' নিহত হয়। অতএব কাফের পক্ষে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়বে। উল্লেখ্য যে, সবচেয়ে বড় ৯টি যুদ্ধে অর্থাৎ বদর *(ক্রমিক ৯)*, ওহোদ (২০), খন্দক (৩১), খায়বর (৫২), মুতা (৬৯), মক্কা বিজয় (৭২), হোনায়েন (৭৭), ত্বায়েফ (৮১) ও তাবূক (৮৭) যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে যথাক্রমে ১৪, ৭০, ৬, ১৮, ১২, ২, ৬, ১২, ০০=১৪০ জন সহ ৩৩৩ জন শহীদ এবং কাফের পক্ষে ৭০, ৩৭, ১০, ৯৩, ০০, ১২, ৭১, ০০, ০০=২৯৩ জন সহ ১০০৯ জন নিহত। সর্বমোট ১৩৪২ জন। মানছূরপুরীর হিসাব মতে যা ৩২২ ও ৮৪৯ মোট ১১৭১ জন।

আধুনিক জাহেলিয়াতের যুগে তথাকথিত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যেভাবে দেশে দেশে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করা হয়, তার তুলনায় এ সংখ্যা তৃণসম বলা চলে।

অভিযান সমূহ কাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল এবং কেন? (خلاف من سارت البعوث ولم؟) : অভিযানগুলির মধ্যে ১ হ'তে ৭২-এর মধ্যে মোট ২১টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে কুরায়েশদের বিরুদ্ধে। ১১ হ'তে ৫৩-এর মধ্যে মোট ৮টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে ইহূদীদের বিরুদ্ধে। ৪৪ হ'তে ৯০-এর মধ্যে ৬টি অভিযান খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে এবং ১০ হ'তে ৮৩-এর মধ্যে মোট ৫১টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে নাজদ ও অন্যান্য এলাকার বেদুঈন গোত্র ও সন্ত্রাসী ডাকাত দলের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে ২৪, ২৫, ৩৬ ও ৬৫ নং সারিইয়া চারটি ছিল স্রেফ তাবলীগী কাফেলা এবং প্রতারণামূলকভাবে যাদের প্রায় সবাইকে হত্যা করা হয়। বদরসহ প্রথম দিকের ৯টি অভিযান ছিল কুরায়েশদের বাণিজ্য কাফেলা দখল করে তাদের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ভণ্ডুল করার জন্য।

শুরুতে কুরায়েশদের মূল লক্ষ্য ছিল তাদের ভাষায় ছাবেঈ (صَابِئِي) বা ধর্মত্যাগী মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথী মুষ্টিমেয় মুহাজিরদের নির্মূল করা এবং সেখানে আক্রোশটা ছিল প্রধানতঃ ধর্মবিশ্বাসগত। কিন্তু পরে তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মদীনা হয়ে সিরিয়ায় তাদের ব্যবসায়িক পথ কণ্টকমুক্ত করা। সেই সাথে ছিল তাদের বড়ত্বের অহংকার। কেননা মুহাম্মাদ তাদের বহিস্কৃত সন্তান হয়ে তাদের চাইতে বড় হবে ও তাদের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করবে, এটা ছিল তাদের নিকটে একেবারেই অসহ্য। তাদের এই ক্ষুব্ধ ও বিদ্বেষী মানসিকতাকেই কাজে লাগায় ধূর্ত ইহূদী নেতারা ও অন্যান্যরা। ফলে মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার মুসলিম অভিযানগুলির অধিকাংশ ছিল প্রতিরোধ মূলক।

ইহূদীদের বিরুদ্ধে অভিযানগুলি হয় অবিরতভাবে তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কারণে এবং তাদের চুক্তিভঙ্গের কারণে। খ্রিষ্টানদের কোন তৎপরতা মদীনায় ছিল না। সিরিয়ার নিকটবর্তী দূমাতুল জান্দালে প্রথম যে অভিযানটি (ক্রমিক ৪৪) তাদের দিকে প্রেরিত হয়, সেটি ছিল মূলতঃ তাবলীগী সফর এবং তাতে তাদের গোত্রনেতাসহ সকলে মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর মুতার যুদ্ধ (ক্রমিক ৬৯) এবং তাবূক অভিযান (ক্রমিক ৮৬) ছিল আগ্রাসী রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে ও তার প্রেরিত বিশাল বাহিনীর মদীনা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। অবশেষে রোমকরা ভয়ে পিছু হটে গেলে কোন যুদ্ধ হয়নি।

উল্লেখ্য যে, ৩য় হিজরীতে ওহোদ যুদ্ধে (ক্রমিক ২০) কপটতার জন্য রাসূল (ছাঃ) মুনাফিকদের আর কোন যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেননি। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও অন্যান্যদের প্রকাশ্যে তওবা ও বারবার অনুরোধে তিনি তাদেরকে ৫ম হিজরীতে বনু মুছত্বালিক যুদ্ধে (ক্রমিক ৪৩) যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু সেখানে তারা যথারীতি মুনাফেকী করে। ফলে তাদেরকে আর কোথাও অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু তাবূক অভিযানে (ক্রমিক ৮৬) তাদের ১২ জন এজেন্ট গোপনে ঢুকে পড়ে ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে বলা চলে যে, ইসলামের দাওয়াত মক্কায় ছিল কেবল প্রচারমূলক। কিন্তু মদীনায় ছিল প্রচার ও প্রতিরোধ মূলক। যুগে যুগে ইসলামী দাওয়াতে উভয় নীতিই প্রযোজ্য হয়েছে এবং হবে। এখানে হারাম মাসে যুদ্ধ করার অনুমতিও পাওয়া গেছে কেবল বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে। যার সূত্রপাত ঘটে নাখলা যুদ্ধে (ক্রমিক ৮)। এ প্রসঙ্গে সূরা বাক্বারাহ ২১৭ আয়াতটি নাযিল হয়।

যুদ্ধ সমূহের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি (هدف الغزوات ونوعيتها) :

(১) প্রথমেই উল্লেখ করা আবশ্যক যে, রাসূল আগমনের উদ্দেশ্য হ'ল, মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব ছেড়ে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরিয়ে আনা এবং অহীর বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকলের সমানাধিকার নিশ্চিত করা *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। সেই সাথে এর ফলাফল হিসাবে দুনিয়াবাসীকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো এবং ব্যর্থতায় জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করা। বহুত্ববাদ ছেড়ে মানুষকে আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী করা *(আ'রাফ ৭/৬৫)* এবং এর মাধ্যমে মানবতার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটানো। মক্কার ইবরাহীম সন্তানেরা উক্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু পরে তারা তা থেকে বিচ্যুত হয়। যদিও তাদের দাবী বাকী ছিল। নবুঅত লাভের পর রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং ইবরাহীমী পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। মক্কাতে রাসূল (ছাঃ) সেই দাওয়াতই শুরু করেছিলেন। কিন্তু আত্মগর্বী কুরায়েশ নেতারা রাসূল (ছাঃ)-এর এ দাওয়াতের মধ্যে নিজেদের দুনিয়াবী ক্ষতি বুঝতে পেরে প্রচণ্ড বিরোধিতা করে এবং অবশেষে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। পরে তিনি মদীনায় হিজরত করলেন। কিন্তু সেখানেও তারা লুটতরাজ, হামলা ও নানাবিধ চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র চালাতে লাগল। ফলে তাদের হামলা প্রতিরোধের জন্য এবং অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয় *(হজ্জ ২২/৩৯)*। ফলে এটাই প্রমাণিত সত্য যে, হামলাকারীদের প্রতিরোধ ও তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্যই প্রধানতঃ যুদ্ধগুলি সংঘটিত হয়েছিল।

(২) সমস্ত যুদ্ধই ছিল মূলতঃ কুরায়েশদের হিংসা ও হঠকারিতার ফল। বনু কুরায়েশ, বনু গাত্বফান, বনু সুলায়েম, বনু ছা'লাবাহ, বনু ফাযারাহ, বনু কেলাব, বনু 'আযল ও ক্বারাহ, বনু আসাদ, বনু যাকওয়ান, বনু লেহিয়ান, বনু সা'দ, বনু তামীম, বনু হাওয়াযেন, বনু ছাক্বীফ প্রভৃতি যে গোত্রগুলির সাথে যুদ্ধ হয়েছিল, এরা সবাই ছিল কুরায়েশদের পিতামহ ইলিয়াস বিন মুযারের বংশধর *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/২০৭-০৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও ছিলেন কুরায়েশ বংশের বনু হাশেম গোত্রের। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এদের যত লড়াই হয়েছে, সবই ছিল মূলতঃ গোত্রীয় হিংসার কারণে। এইসব গোত্রের নেতারা রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্ব ও প্রাধান্যকে মেনে নিতে পারেনি। বদরের যুদ্ধে বনু হাশেম গোত্র চাপের মুখে অন্যান্যদের সাথে থাকলেও তারা রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। কিন্তু আবু জাহল সহ বাকীরা সবাই ছিল অন্যান্য গোত্রের।

(৩) রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনকালে আরব উপদ্বীপের অন্য কোন গোত্রের সাথে তাঁর কোন যুদ্ধ বা সংঘাত হয়নি। তিনি সারা আরবে লড়াই ছড়িয়ে দেননি।

(৪) রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে ইহূদী ও মুনাফিকদের শত্রুতার প্রধান কারণ ছিল তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব হারানো। বাকীগুলি ছিল অজুহাত মাত্র। এজন্য তারা ছিল কুরায়েশদের সঙ্গে একাত্ম অথবা গোপনে চুক্তিবদ্ধ।

(৫) নবুঅতের পুরা সময়কালে একজন লোকও এমন পাওয়া যাবে না, যে কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে মুসলমানদের হাতে নিগৃহীত হয়েছে। যতক্ষণ না সে মুসলমানদের উপরে চড়াও হয়েছে কিংবা ষড়যন্ত্র করেছে। চাই সে মূর্তিপূজারী হৌক বা ইহূদী-নাছারা হৌক বা অগ্নিপূজারী হৌক।

(৬) মুশরিকদের হামলা ঠেকাতে গিয়ে দারিদ্র্য জর্জরিত ও ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর অথচ ঈমানের বলে বলীয়ান মুসলিম বাহিনী ক্রমে এমন শক্তিশালী এক অপরাজেয় বাহিনীতে পরিণত হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তারা কোন যুদ্ধেই পরাজিত হননি। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও খেলাফতে রাশেদাহ্র যুগে এই বিজয়াভিযান অব্যাহত থাকে। যার সামনে তৎকালীন বিশ্বশক্তি রোমক ও পারসিক বাহিনী মুসলিম বাহিনীর হাতে নীস্ত ও নাবূদ হয়ে যায়।

(৭) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুদ্ধকে পবিত্র জিহাদে পরিণত করেন। কেননা জিহাদ হ'ল অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সে যুগের যুদ্ধনীতিতে সকল প্রকার স্বেচ্ছাচার ও পাপাচার সিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইসলামী জিহাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান কঠোরভাবে অনুসৃত হয়। যা মানবতাকে সর্বদা সমুন্নত রাখে। ফলে তা প্রতিপক্ষের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। যে কারণে সারা আরবে ও আরবের বাইরে দ্রুত ইসলাম বিস্তার লাভ করে।

(৮) যুদ্ধবন্দীর উপরে বিজয়ী পক্ষের অধিকার সর্বযুগে স্বীকৃত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উদার নীতি এক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করে। প্রতিপক্ষ বনু হাওয়াযেন গোত্রের ১৪ জন নেতা ইসলাম কবুল করে এলে তাদের সম্মানে ও অনুরোধে হোনায়েন যুদ্ধের ছয় হাযার যুদ্ধবন্দীর সবাইকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিনা শর্তে মুক্তি দেন। এমনকি বিদায়ের সময়ে তাদের প্রত্যেককে একটি করে মূল্যবান ক্বিবতী চাদর উপহার দেন।

(৯) যুদ্ধরত কাফের অথবা বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত কাউকে হত্যা করার বিধান ইসলামে নেই। সেকারণ মাদানী রাষ্ট্রের অধীনে চুক্তিবদ্ধ অসংখ্য অমুসলিম পূর্ণ নাগরিক অধিকার নিয়ে শান্তির সাথে বসবাস করত।

(১০) রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমতি বা আদেশ ব্যতীত কাউকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ছিল। সেকারণ মক্কা বিজয়ের পূর্বরাতে মক্কার নেতা আবু সুফিয়ান হযরত ওমরের হাতে ধরা পড়া সত্ত্বেও তাঁর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি ওমর (রাঃ)-এর অটুট আনুগত্য প্রদর্শনের কারণে। অতএব রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বাইরে এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে কেউ কাউকে হত্যা বা যখম করতে পারে না। এতে বুঝা যায় যে, জিহাদ ফরয হ'লেও সশস্ত্র জিহাদ পরিচালনার দায়িত্ব

এককভাবে মুসলিম সরকারের হাতে ন্যস্ত, পৃথকভাবে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের হাতে নয়। রাসূল (ছাঃ)-এর পরে খেলাফতে রাশেদাহ্র সময়েও একই নীতি অনুসৃত হয়।

আধুনিক যুদ্ধ সমূহের সাথে তুলনামূলক চিত্র (صورة مقارنة مع الغزوات الحديثة) :

ইতিপূর্বে আমরা দেখে এসেছি যে, মাদানী জীবনে মুসলিম ও কাফিরের মধ্যকার যুদ্ধে উভয় পক্ষে আমাদের হিসাবে ১৩৪২ জন এবং মানছূরপুরীর হিসাবে ১১৭১ জন নিহত হয়েছে। বিনিময়ে সমস্ত আরব উপদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী খেলাফত এবং যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকার। জান-মাল ও ইযযতের গ্যারান্টি লাভে ধন্য হয়েছিল মানবতা। বিকশিত হয়েছিল সর্বত্র মানবিক মূল্যবোধের পুষ্পকলি। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা নাগরিক জীবনে এনেছিল এক অনির্বচনীয় সুখ ও সমৃদ্ধির বাতাবরণ। সৃষ্টি করেছিল সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তার অনাবিল পরিবেশ।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর উক্ত ইসলামী বিপ্লবের পর বিগত ১৪শ বছরে পৃথিবী অনেক দূর গড়িয়েছে। পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, ফ্যাসিবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাকার বহুতর মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে আধুনিক পৃথিবীতে। কিন্তু যুলুম ও গোলামী ব্যতীত মানুষ কিছুই পায়নি এইসব মতবাদের নেতাদের কাছ থেকে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে কেবল বিংশ শতাব্দীতেই সংঘটিত প্রধান তিনটি যুদ্ধে পৃথিবীতে কত বনু আদমকে হত্যা করা হয়েছে, তার একটা হিসাব আমরা তুলে ধরার প্রয়াস পাব। তবে সরকারী এসব হিসাবের বাইরে প্রকৃত হিসাব যে নিঃসন্দেহে অনেক বেশী হবে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তা ভালভাবেই জানেন।

১. ১ম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) (الغزوة العالمية الأولى ١٩١٤–١٩١٨م) :

মোট নিহতের সংখ্যা ৭৩ লাখ ৩৮ হাযার। তন্মধ্যে (১) রাশিয়ায় ১৭ লাখ (২) জার্মানীতে ১৬ লাখ (৩) ফ্রান্সে ১৩ লাখ ৭০ হাযার (৪) ইটালীতে ৪ লাখ ৬০ হাযার (৫) অষ্ট্রিয়ায় ৮ লাখ (৬) গ্রেট বৃটেনে ৭ লাখ (৭) তুরস্কে ২ লাখ ৫০ হাযার (৮) বেলজিয়ামে ১ লাখ ২ হাযার (৯) বুলগেরিয়ায় ১ লাখ (১০) রুমানিয়ায় ১ লাখ (১১) সার্বিয়া-মন্টিনিগ্রোতে ১ লাখ (১২) আমেরিকায় ৫০ হাযার। সর্বমোট ৭৩ লাখ ৩৮ হাযার। এর মধ্যে ইংল্যাণ্ডের তালিকায় ভারতীয়দের এবং ফ্রান্সের তালিকায় সেখানকার নতুন বসতি স্থাপনকারীদের নিহতের সংখ্যা যুক্ত হয়েছে কি-না জানা যায়নি। তাছাড়া যুদ্ধে আহত, পঙ্গু, বন্দী, উদ্বাস্তু ও নিখোঁজদের হিসাব উপরোক্ত তালিকার বাইরে রয়েছে। অন্য এক হিসাবে নিহত ৯০ লাখ, আহত ২ কোটি ২০ লাখ এবং নিখোঁজ হয়েছিল প্রায় ১ কোটি মানুষ।[৮৭৮] এছাড়া খাদ্যাভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরা মানুষদের তালিকা কখনই প্রকাশ পাবে বলে মনে হয়না।

৮৭৮. মানছূরপুরী, রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/২১৪; মাওলানা আব্দুর রহীম, আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার (ঢাকা, ৩য় সংস্করণ ২০০০ খৃঃ) পৃঃ ২৩৪, টীকা-১।

www.ahlehadeethbd.org

২. ২য় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৪১-১৯৪৫) (الغزوة العالمية الثانية ١٩٤١–١٩٤٥م) :

মোট নিহতের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি।[৮৭৯] তন্মধ্যে একা সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রায় ৮৯ লাখ সৈন্য হারায় বলে মস্কো থেকে এএফপি পরিবেশিত এবং ২০০৭ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায়। এ সময় জাপানের হিরোশিমাতে নিক্ষিপ্ত এটমবোমায় তাৎক্ষণিক ভাবে নিহত হয় ১ লাখ ৩৮ হাযার ৬৬১ জন এবং ১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ধ্বংসস্তূপ ও ছাইয়ে পরিণত হয়। আমেরিকার 'লিটল বয়' নামক এই বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয় ১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট সকাল সোয়া ৮-টায়। এর তিনদিন পরে ৯ই আগষ্ট বুধবার দ্বিতীয় বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয় জাপানের নাগাসাকি শহরে। যাতে সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করে আড়াই লাখ বনু আদম। উভয় বোমার তেজস্ক্রিয়তার ফলে ক্যান্সার ইত্যাদির মত দুরারোগ্য ব্যাধিতে আজও সেখানকার মানুষ মরছে। বংশ পরম্পরায় জাপানীরা বহন করে চলেছে এসব মরণ ব্যাধির বীজ।[৮৮০] হিরোশিমা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ১৯৪৯ সালের ২০শে আগস্ট এক ঘোষণায় বলেন, ১৯৪৫ সালে ৬ই আগস্টের দিন বোমা হামলায় মৃত্যু বরণকারীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ১০ হাযার থেকে ৪০ হাযারের মধ্যে'।[৮৮১] এছাড়াও বর্তমানে সেখানে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের অধিকাংশ হচ্ছে পঙ্গু ও প্রতিবন্ধী। মূল ধ্বংসস্থলে আজও কোন ঘাস পর্যন্ত জন্মায় না বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ।

৩. ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৫-১৯৭৩) (غزوة ويتنام ١٩٥٥–١٩٧٣م) :

আগ্রাসী মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে আক্রান্ত ভিয়েতনামীরা দীর্ঘ ১৮ বছর যাবৎ এই যুদ্ধ করে। এতে এককভাবে আমেরিকা ৩৬ লাখ ৭২ হাযার মানুষকে হত্যা করে ও ১৬ লাখ মানুষকে পঙ্গু করে এবং ৯ লাখ শিশু ইয়াতীম হয়।[৮৮২]

সম্প্রতি মার্কিন আদালতে 'ভিয়েতনাম এসোসিয়েশন ফর ভিকটিম্স অফ এজেন্ট অরেঞ্জ/ডায়োক্সিন'-এর পক্ষ হ'তে নিউইয়র্কের একটি আদালতে মামলা দায়ের করা হ'লে আদালত তা খারিজ করে দেয়। বাদীগণ এই রায়ের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টে আবেদন জানাবেন। বিবরণে বলা হয় যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় রাসায়নিক অস্ত্র হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র এই 'এজেন্ট অরেঞ্জ' (Eject orange) স্প্রে করেছিল। যাতে ক্যান্সার ও বিকলাঙ্গ শিশু জন্মসহ বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। 'এজেন্ট অরেঞ্জের' ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে ভিয়েতনামে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ রোগাক্রান্ত বলে ধারণা করা হয়।[৮৮৩] গত ৩০শে এপ্রিল ২০১৫ ভিয়েতনাম যুদ্ধের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, দেশটির প্রায় ৪৮ লাখ মানুষ এজেন্ট অরেঞ্জের শিকার হয়েছেন।

---

৮৭৯. মাওলানা আব্দুর রহীম, আল-কুরআনে : রাষ্ট্র ও সরকার ২৩৪ পৃঃ, টীকা-১।
৮৮০. দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা ৬ই আগষ্ট ২০০৭, ৭ পৃঃ।
৮৮১. আবুল হাসান আলী নাদভী, মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো? (ঢাকা : ৩য় মুদ্রণ ২০০৪) ২৬৩ পৃঃ।
৮৮২. দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা ১৮ই মে ২০০৭, ৬ পৃঃ।
৮৮৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০০৮, পৃঃ ৭/৩-৪ কলাম।

এদের মধ্যে ৩০ লাখ মানুষ এজেন্ট অরেঞ্জের কারণে ক্যান্সারসহ নানা মারাত্মক স্বাস্থ্য সংকটে পড়েছেন। এদের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে ৪ লাখ মানুষ মারা গেছেন বা বিকলাঙ্গ হয়েছেন। আর পরবর্তী সময়ে প্রায় ৫ লাখ শিশু মারাত্মক জন্মগত বৈকল্য নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।[৮৮৪]

জন ডেভেনপোর্ট তার An Apology for Muhammed and the Koran বইয়ে কেবলমাত্র খ্রিষ্টান ধর্মীয় আদালতের নির্দেশে খ্রিষ্টান নাগরিকদের নিহতের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লাখ বলেছেন। স্পেন সরকার ৩ লাখ ৪০ হাযার খ্রিষ্টানকে হত্যা করে। যার মধ্যে ৩২ হাযার খ্রিষ্টানকে তারা জীবন্ত পুড়িয়ে মারে *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/২১৪-১৫)*।

এতদ্ব্যতীত ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় এডলফ হিটলার কর্তৃক জার্মানীতে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে ৬০ লাখ ইহূদীকে এবং ৫০ লাখ নন-ইহূদীকে হত্যা করার মর্মান্তিক বিভীষিকা মানবেতিহাসের কলংকতম ঘটনা।[৮৮৫] এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য নৃশংস হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষক কাহিনী সমূহ। যা অহরহ ঘটছে।

৪. ইরাক-ইরান যুদ্ধ (১৯৮০-১৯৮৮) (غزوة العراق وإيران ١٩٨٠–١٩٨٨م) :

আমেরিকার স্বার্থে ও তাদের উসকানিতে ইরাকী নেতা সাদ্দাম হোসেন ইরানের উপর এই হামলা চালান। যাতে আট বছরে দুই পক্ষে প্রায় দশ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটে।[৮৮৬] যুদ্ধের দীর্ঘ বিশ বছর পরে গত ২রা মার্চ '০৮ আহমেদিনেযাদই প্রথম ইরানী প্রেসিডেন্ট, যিনি ইরাক সফর করেন। পরের দিন ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর সাথে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রই মধ্যপ্রাচ্যে সন্ত্রাসের বীজ বপন করেছে'। একইভাবে সাদ্দাম ১৯৯০ সালের ২রা আগস্টে কুয়েতে আগ্রাসন চালিয়ে ও সঊদী আরবে হামলা করে বহু মানুষকে হতাহত করেন। আল্লাহ্র অমোঘ বিধানে সাদ্দাম হোসেন (১৯৩৭-২০০৬) তার বিদেশী প্রভুদের চক্রান্তে স্বদেশী উপকার ভোগীদের হাতে ২০০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঈদুল আযহার দিন সকালে নিজ রাজধানীতে ৬৯ বছর বয়সে ফাঁসিতে ঝুলে নিহত হন।

এতদ্ব্যতীত বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, সোমালিয়া, সার্বিয়া, কসোভো, ফিলিস্তীন, সূদান, শ্রীলংকা, কাশ্মীর, নেপাল, ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া, পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশ সমূহে এইসব কথিত গণতন্ত্রী ও মানবাধিকারবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা নানা অজুহাতে নিত্যদিন কত যে মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে, তার হিসাব কে রাখে?

---

৮৮৪. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা ৩০শে এপ্রিল ২০১৫।

৮৮৫. Snyder 2010, p. 45. ; Niewyk, Donald L. and Nicosia, Francis R. *The Columbia Guide to the Holocaust*, Columbia University Press, 2000, pp. 45-52.।

৮৮৬. আমার দেশ, ৪ঠা মার্চ ২০০৮ পৃঃ ৫/২-৫ কলাম।

ইহূদী-খ্রিষ্টানদের যুদ্ধনীতি (مبادئ الحرب لليهود والنصارى) :

ইহূদী-খৃষ্টানদের এই ব্যাপক নরহত্যার পিছনে রয়েছে তাদের কথিত ধর্মীয় নির্দেশনা সম্বলিত যুদ্ধনীতি। যেমন বাইবেলে যুদ্ধের সময় বেসামরিক মানুষদের, বিশেষ করে সকল পুরুষ শিশুকে এবং সকল বিবাহিত নারীকে নির্বিচারে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র কিশোরী ও কুমারী মেয়েদেরকে নিজেদের স্বার্থে জীবিত রাখার নির্দেশ রয়েছে। কোন দেশ যুদ্ধ করে দখল করতে পারলে তার সকল পুরুষ অধিবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করতে হবে এবং নারী ও গবাদিপশুদেরকে ভোগের জন্য রাখতে হবে। আর সেই দেশ যদি ইহূদীদের দেশের নিকটবর্তী কোন দেশ হয়, তবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তথাকার সকল মানুষকে হত্যা করতে হবে।[৮৮৭]

ইসলামের যুদ্ধনীতি (مبادئ الحرب فى الاسلام) :

ইসলামের প্রদত্ত যুদ্ধ নীতিতে যোদ্ধা ও বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যতীত কাউকে হত্যা করার বিধান নেই। তেমনি শরী'আতের দেওয়া নিয়ম-নীতির বাইরে কোনরূপ স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ নেই। যেমন-

(১) হযরত সুলায়মান বিন বুরায়দা (রাঃ) তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন বড় কিংবা ছোট সেনাদলের উপর কাউকে 'আমীর' নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ভয় করে চলার এবং তার সঙ্গী মুসলমানদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। অতঃপর বলতেন, اَغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِى سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوا وَ لاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: 'আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধে গমন কর এবং যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। সাবধান! জিহাদ কর, কিন্তু গণীমতের মালে খেয়ানত করো না, চুক্তি ভঙ্গ করো না, নিহতদের অঙ্গহানি করো না, কোন শিশুকে হত্যা করো না। কাফেরদের মুকাবিলায় তুমি তাদেরকে তিনটি কথার প্রতি আহ্বান জানাবে'। যদি তারা সেগুলি মেনে নেয়, তাহ'লে তাদের প্রতি আক্রমণ করা থেকে বিরত হবে। (১) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। (২) যদি তারা ইসলাম কবুল করে, তাহ'লে তারা তাদের নিজ এলাকা থেকে মুসলমানদের এলাকায় হিজরত করে চলে আসবে এবং তারা মুহাজিরগণের ন্যায় (গণীমত ইত্যাদির) অধিকার প্রাপ্ত হবে। (৩) ইসলাম কবুলের পরেও যদি তারা হিজরত করে আসতে রাযী না হয়, তাহ'লে তারা বেদুঈন মুসলমানদের মত সেখানে থাকবে এবং আল্লাহ্র বিধানসমূহ পালন করবে।

---

৮৮৭. The Bible, Numbers 31/17-18; The Bible, Deuteronomy 20/13-16.

পক্ষান্তরে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তাহ'লে তাদের নিকট থেকে জিযিয়া দাবী কর এবং তাদের প্রতি আক্রমণ করা হ'তে বিরত থাক। যদি তারা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করে, তাহ'লে আল্লাহ্র প্রতি ভরসা কর এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আর যদি তুমি কোন দুর্গ অবরোধ কর, আর তারা তোমাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হ'তে চায়, তাহ'লে তোমরা নিজ দায়িত্বে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হ'তে পার। এ সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে চুক্তি করো না। কেননা (যদি কোন কারণে উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করতে বাধ্য হও, তখন) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করা অপেক্ষা তোমাদের কৃত চুক্তি ভঙ্গ করা অধিকতর সহজ ...'।[৮৮৮]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا– 'যদি কোন ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে অর্থাৎ রাষ্ট্রের অনুগত কোন অমুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৪০ বছরের দূরত্ব হ'তে লাভ করা যাবে'।[৮৮৯]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করা নিষিদ্ধ করে বলেন, إِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ 'আগুন দ্বারা কেউ শাস্তি দিতে পারে না আল্লাহ ব্যতীত'। তিনি আরও বলেন, لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ 'তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি দ্বারা শাস্তি প্রদান করো না' *(বুখারী হা/৩০১৬)*।

(৪) বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের ইযযত পরস্পরের উপরে এমনভাবে হারাম, যেমন এই দিন, এই শহর ও এই মাস তোমাদের জন্য হারাম'।[৮৯০] *(বিস্তারিত দ্রঃ 'ইসলামের জিহাদ বিধান' অনুচ্ছেদ পৃঃ ২৬৫)*।

বলা বাহুল্য ইসলামী জিহাদের উপরোক্ত নীতিসমূহ অনুসরণের ফলেই খুলাফায়ে রাশেদীন ও পরবর্তী যুগে সে সময়ে খ্রিষ্টান, পারসিক ও পৌত্তলিকদের শাসনাধীনে থাকা উত্তর আরব, সিরিয়া, ইরাক, ইরান এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন এলাকা ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত হয়। বস্তুতঃ একমাত্র ইসলামী খেলাফতের অধীনেই রয়েছে মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকের জান-মাল ও ইযযতের নিশ্চয়তা। কেননা ইসলামী জিহাদ-এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল, মানুষকে শয়তানের দাসত্ব হ'তে মুক্ত করে আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরিয়ে আনা এবং সর্বত্র আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠা করা। আর এর মধ্যেই রয়েছে মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের স্থায়ী নিশ্চয়তা।

৮৮৮. মুসলিম হা/১৭৩১; মিশকাত হা/৩৯২৯ (সংক্ষেপায়িত)।
৮৮৯. বুখারী হা/৩১৬৬; মিশকাত হা/৩৪৫২।
৮৯০. বুখারী হা/১৭৩৯; মুসলিম হা/১৬৭৯; মিশকাত হা/২৬৫৯।

ইহূদী চক্রান্তসমূহ (مؤامرات اليهود)

(ক) সাধারণ ইহূদীদের চক্রান্ত : মুসলমানেরা সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে رَاعِنَا বলত, যার অর্থ أَرْعِنَا 'আপনি আমাদের দেখাশুনা করুন'। কিন্তু ইহূদীরা তাদের হিব্রু ভাষায় এটিকে গালি হিসাবে বলত। তারা الرُّعُونَةُ (বেওকূফী) কিংবা شَرِيْرُنَا 'আমাদের মন্দ লোকটি' অর্থ নিত ও মুখ ঘুরিয়ে তাচ্ছিল্য ভরে উচ্চারণ করত। এমতাবস্থায় তাদেরকে রা'এনা বলতে নিষেধ করা হয় এবং তার পরিবর্তে 'উনযুরনা' (اُنْظُرْنَا) বলার নির্দেশ দেওয়া হয়'।[৮৯১] এতদ্ব্যতীত মুসলমানদেরকে সালাম দেওয়ার সময় তারা আসসা-মু আলাইকুম (السَّامُ عَلَيْكُمْ) বলত। অর্থাৎ 'তোমাদের মৃত্যু হৌক'।[৮৯২]

(খ) ইহূদী নেতাদের চক্রান্ত : মদীনার তিনটি ইহূদী গোত্র বনু ক্বায়নুক্বা, বনু নাযীর ও বনু কুরায়যার নেতারা সর্বদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত থাকত। অতঃপর বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ে তারা চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাবিধ কষ্টদায়ক ও বিদ্রূপাত্মক আচরণ শুরু করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, সম্পদশালী ও মুসলমানদের প্রতি সর্বাধিক বিদ্বেষপরায়ণ ছিল বনু ক্বায়নুক্বা।[৮৯৩] ২য় হিজরীর ১৫ই শাওয়াল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দুর্গ অবরোধ করেন ও দু'সপ্তাহ অবরোধের পর তারা আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর তাদেরকে সর্বপ্রথম মদীনা থেকে বিতাড়িত করা হয়। এরপর একই কারণে ৪র্থ হিজরীতে বনু নাযীরকে এবং ৫ম হিজরীতে বনু কুরায়যাকে বিতাড়নের মাধ্যমে মদীনাকে ইহূদীমুক্ত করা হয়।

বনু নাযীর খায়বরে নির্বাসিত হয়ে সেখান থেকে কুরায়েশদের সাথে ষড়যন্ত্র করে মদীনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। যার ফলে সম্মিলিত শত্রু বাহিনীর হামলার মাধ্যমে ৫ম হিজরীতে 'খন্দক যুদ্ধ' সংঘটিত হয়। খন্দকের যুদ্ধে মদীনার সর্বশেষ ইহূদী গোত্র বনু কুরায়যা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুবাহিনীকে সাহায্য করে। ফলে উক্ত যুদ্ধ শেষে তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরবর্তীতে তাদেরকে পুনরায় বিতাড়নের জন্য ৭ম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একইভাবে তাদের চক্রান্তে মদীনায় রোমক হামলার আশংকা দেখা দেয়। ফলে ৮ম হিজরীতে মুতার যুদ্ধ ও ৯ম হিজরীতে

---

৮৯১. মুজাম্মা' লুগাতুল 'আরাবিইয়াহ (মিসর : ১৪০৯/১৯৮৮) ১/৫০৬; আরবী ভাষায় رَاعِنَا অর্থ 'আমাদের তত্ত্বাবধায়ক'। মাদ্দাহ الرعاية والحفظ এই লকবে ডেকে তারা বাহ্যতঃ মুসলমানদের খুশী করত। কিন্তু এর দ্বারা তারা নিজেদের ভাষা অনুযায়ী গালি (الرُّعُونَةُ) অর্থ নিত। সেকারণ আল্লাহ এটাকে নিষিদ্ধ করে انظُرْنَا ('আমাদের দেখাশুনা করুন') লকবে ডাকার নির্দেশ দিলেন *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১০৪ আয়াত)*।

৮৯২. বুখারী হা/৬০৩০; মুসলিম হা/২১৬৫ (১০)।

৮৯৩. বনু ক্বায়নুক্বার চক্রান্ত বিষয়ে দ্রষ্টব্য 'গাযওয়া বনু ক্বায়নুক্বা' পৃঃ ৩২৫ টীকা সমূহ।

সর্বশেষ তাবূক অভিযান সংঘটিত হয়। এমনকি ১১ হিজরীতে মৃত্যুর দু'দিন আগেও রোমক হামলা প্রতিরোধের জন্য রাসূল (ছাঃ) ওসামা বিন যায়েদকে প্রেরণ করেন।

এভাবে দেখা যায়, মদীনায় হিজরতের শুরু থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত অধিকাংশ যুদ্ধের পিছনে ইহূদী চক্রান্ত সক্রিয় ছিল। মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি তাদের চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে।

রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার প্রচেষ্টাসমূহ (المحاولات الخبيثة لقتل النبى صــ) :

(১) হিজরতের পরদিন ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার ছওর পাহাড়ের গুহামুখে ১০০ উটের পুরস্কার লোভী শত্রুদের ব্যর্থ চেষ্টা।[৮৯৪]

(২) ১৮ই সেপ্টেম্বর বুধবার বনু মুদলিজ গোত্রের নেতা সুরাক্বা বিন মালেক বিন জু'শুম কর্তৃক হিজরতের সময় পথিমধ্যে হামলার ব্যর্থ চেষ্টা।[৮৯৫]

(৩) ৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাসে ইয়ামামাহ্র হানীফা গোত্রের নেতা ছুমামাহ বিন আছাল হানাফী (ثُمَامَةُ بنُ آثَالٍ الْحَنَفِيُّ) ইয়ামামার নেতা মুসায়লামাহ্র নির্দেশে রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার জন্য ছদ্মবেশে মদীনায় আসছিল। কিন্তু পথিমধ্যে সে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্র সেনাদলের হাতে ধরা পড়ে যায়। মদীনায় আনার পর তিনদিন মসজিদে নববীতে তাকে বেঁধে রাখা হয়। তারপর তাকে মুক্তি দিলে তিনি মুসলমান হয়ে মক্কায় ওমরাহ করতে যান এবং ইসলামের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৮৯৬]

(৪) ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খায়বর বিজয়ের পর রাসূল (ছাঃ) যখন একটু নিশ্চিন্ত হ'লেন, তখন বিতাড়িত বনু নাযীর গোত্রের অন্যতম নেতা ও কোষাধ্যক্ষ সাল্লাম বিন মিশকামের স্ত্রী যয়নব বিনতুল হারেছ তাকে বকরীর বিষমাখানো ভুনা রান হাদিয়া পাঠায়। রাসূল (ছাঃ) তার কিছু অংশ চিবিয়ে ফেলে দেন, গিলেননি।[৮৯৭] এভাবে আল্লাহ্র রহমতে তিনি বেঁচে যান।

(৫) ৭ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে যাতুর রিক্বা' যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাসূল (ছাঃ) একটি গাছের নীচে ঘুমিয়ে যান এবং তরবারিটি গাছে ঝুলিয়ে রাখেন। এ সময় গাওরাছ ইবনুল হারেছ নামক জনৈক বেদুঈন তরবারিটি হাতে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে হুমকি দিয়ে বলে, এবার তোমাকে রক্ষা করবে কে? জবাবে রাসূল (ছাঃ) দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, 'আল্লাহ'। তখন তরবারিটি তার হাত থেকে পড়ে যায়।[৮৯৮]

---

৮৯৪. ইবনু হিশাম ১/৪৮৯, বুখারী হা/৩৯০৬।
৮৯৫. বুখারী হা/৩৬১৫; মুসলিম হা/২০০৯; মিশকাত হা/৫৮৬৯।
৮৯৬. বুখারী হা/৪৩৭২; মুসলিম হা/১৭৬৪; মিশকাত হা/৩৯৬৪।
৮৯৭. বুখারী হা/৩১৬৯; ইবনু হিশাম ২/৩৩৭; ফিক্বহুস সীরাহ ৩৪৭ পৃঃ, সনদ ছহীহ।
৮৯৮. বুখারী হা/৪১৩৬; মুসলিম হা/৮৪৩; মিশকাত হা/১৪২২ 'ভীতির ছালাত' অনুচ্ছেদ।

Contents

(৬) ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হোনায়েন যুদ্ধের সংকটকালে মক্কার নওমুসলিম শায়বা বিন ওছমান সুযোগ পেয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার জন্য তরবারি উঠায়। কিন্তু হঠাৎ এক আগুনের ফুলকি এসে তার চেহারাকে ঝলসে দিয়ে যায়। ফলে তার হত্যা চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাসূল (ছাঃ) তাকে কাছে ডেকে দো'আ করেন। ফলে সে তওবা করে।[৮৯৯]

(৭) ৯ম হিজরীর রামাযান মাসে তাবূক অভিযান থেকে ফেরার পথে এক সংকীর্ণ গিরিসংকটে ১২ জন মুখোশধারী মুনাফিকের একটি দল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিরিবিলি পেয়ে তাঁকে হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়'।[৯০০]

---

৮৯৯. আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৩৯৪৯; যাদুল মা'আদ ৩/৪১২; ইবনু হিশাম ২/৪৪৪; সনদ ছহীহ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৭৪৮)*।

৯০০. মুসলিম হা/২৭৭৯; মিশকাত হা/৫৯১৭।
এতদ্ব্যতীত যঈফ সূত্রে বর্ণিত আরও ৭টি হত্যা প্রচেষ্টা নিম্নরূপ :
(১) এক্ষেত্রে বহুল প্রসিদ্ধ ঘটনাটি হ'ল এই যে, রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার জন্য মক্কার চৌদ্দ নেতা রাত্রিতে তাঁর বাড়ি ঘেরাও করেছিলেন। অবশেষে তিনি তাদের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করে গভীর রাতে বেরিয়ে যান *(আর-রাহীক্ব ১৫৮-৬০ পৃঃ)*। ঘটনাটি ভিত্তিহীন *(আর-রাহীক্ব, তা'লীক্ব ৯৬ পৃঃ)*।
(২) হিজরতকালে পথিমধ্যে বুরাইদা আসলামীর কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ হয়। বুরাইদা ছিলেন একজন বীরপুরুষ ও নিজ সম্প্রদায়ের নেতা। তিনি মক্কাবাসীদের ঘোষিত পুরস্কারের লোভে মুহাম্মাদের মাথা নেওয়ার জন্য অনুসন্ধানে ছিলেন। কিন্তু শিকার হাতে পেয়ে তিনিই ফের শিকারে পরিণত হ'লেন' *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/৯০ পৃঃ; আর-রাহীক্ব ১৭০ পৃঃ)*। ঘটনাটির কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। মানছূরপুরী রাসূল (ছাঃ)-এর মু'জিযা অধ্যায়ে বর্ণিত ২১টি ঘটনার মধ্যেও এটি আনেননি *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ৩/১৩৮-৬২ পৃঃ)*। বিস্তারিত দ্রঃ 'হিজরতকালের কিছু ঘটনাবলী' অধ্যায়।
(৩) ২য় হিজরীর ১৭ই রামাযানে সংঘটিত বদর যুদ্ধের কয়েক দিন পরে মক্কার নেতা ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার কুপরামর্শে দুষ্টমতি ওমায়ের বিন ওয়াহাব আল-জুমাহী (عُمَيْرُ بن وَهْب الْجُمَحِي) তীব্র বিষ মিশ্রিত তরবারি নিয়ে মদীনায় আগমন করে। তখন রাসূল (ছাঃ) তার নিকটে মক্কায় বসে ছাফওয়ান ও তার মধ্যকার গোপন পরামর্শ এবং তার হত্যা পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দেন। এতে সে ভীত হয়ে আত্মসমর্পণ করে ও মুসলমান হয়ে যায়। পরে মক্কায় ফিরে গিয়ে তার দাওয়াতে বহু লোক ইসলাম কবুল করে' *(ইবনু হিশাম ১/৬৬১; আল-বিদায়াহ ৩/৩১৩; আর-রাহীক্ব ২৩৫-৩৬ পৃঃ)*। ঘটনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৮২৬)*। বিস্তারিত দ্রঃ বদরের 'যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে ফায়ছালা' অনুচ্ছেদ।
(৪) ৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মদীনা থেকে বনু নাযীরের বহিষ্কার সম্পর্কে এটি প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) তাদের কাছে বনু কেলাবের নিহত দুই ব্যক্তির রক্তমূল্য সংগ্রহের জন্য এলে তারা তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে শঠতার মাধ্যমে বসিয়ে রাখে। অতঃপর দেওয়ালের উপর থেকে পাথরের চাক্কি ফেলে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। ঘটনাটি বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত নয় বরং 'মুরসাল' বা যঈফ *(যঈফাহ হা/৪৮৬৬; ইবনু হিশাম ২/১৯০; আর-রাহীক্ব ২৯৫ পৃঃ)*।
(৫) ৬ষ্ঠ হিজরীর রামাযান মাসে বনু ফাযারাহ (بَنُو فَزَارَةَ) গোত্রের একটি শাখার নেত্রী উম্মু ক্বিরফা (أُمُّ قِرْفَةَ) রাসূল (ছাঃ)-কে অপহরণ ও গোপন হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং এজন্য ৩০ জন সশস্ত্র ব্যক্তিকে নিয়োগ করে। কিন্তু তারা আবুবকর (রাঃ) অথবা যায়েদ বিন হারেছাহ্‌র সেনাদলের হাতে গ্রেফতার হয়ে নিহত হয়' *(আর-রাহীক্ব ৩৩৪-৩৫ পৃঃ)*। মুবারকপুরী কোনরূপ সূত্র ছাড়াই এই গোপন হত্যার (اغتيال) ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিশাম সহ অন্য কোন জীবনীকার এটি বর্ণনা করেননি।
(৬) ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান মক্কা বিজয়ের পর কা'বাগৃহ ত্বাওয়াফকালে ফাযালাহ বিন ওমায়ের রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার জন্য তাঁর নিকটবর্তী হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তার কুমতলবের কথা ফাঁস করে দিলে সে মুসলমান হয়ে যায় *(ইবনু হিশাম ২/৪১৭; যাদুল মা'আদ ৩/৩৬৩; আর-রাহীক্ব ৪০৭ পৃঃ)* বর্ণনাটির সনদ মু'যাল বা যঈফ *(আর-রাহীক্ব, তা'লীক্ব ১৭৪ পৃঃ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে জাদু (سحر النبى صـــ) :

হত্যা প্রচেষ্টা ছাড়াও তাঁকে জাদু করে পাগল বানিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করে ষড়যন্ত্রকারীরা। ইহূদীদের মিত্র বনু যুরায়েক্ব গোত্রের লাবীদ বিন আ‘ছাম (لَبِيدُ بن أَعْصَم) নামক জনৈক মুনাফিক তার মেয়েদের মাধ্যমে এই জাদু করে। প্রথমে সে রাসূল (ছাঃ)-এর বাসার কাজের ছেলের মাধ্যমে কয়েকটি চুলসহ রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যবহৃত চিরুনীটি সংগ্রহ করে। অতঃপর তার কন্যাদের দ্বারা উক্ত চুলে ১১টি জাদুর ফুঁক দিয়ে ১১টি গিরা দেয় ও তার মধ্যে ১১টি সুঁচ ঢুকিয়ে দেয়। অতঃপর চুল ও সুঁচ সমেত চিরুনীটি একটি খেজুরের শুকনা কাঁদির আবরণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ‘যারওয়ান’ (بِئْرُ ذَرْوَانَ) কূয়ার তলায় একটি বড় পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখে। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, উক্ত জাদুর প্রভাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মাঝে মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়তেন। যে কাজ করেননি, তা করেছেন বলে মনে করতেন। একরাতে স্বপ্নে দু’জন ফেরেশতা এসে নিজেদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাঁকে জাদুর বিষয়ে অবহিত করেন এবং সেটি কোথায় আছে বলে দেন। ফলে পরদিন আলী, যুবায়ের ও ‘আম্মার বিন ইয়াসিরসহ একদল ছাহাবী গিয়ে উক্ত কূয়া সেঁচে পাথরের নীচ থেকে খেজুরের কাঁদির খোসাসহ চিরুনীটি বের করে আনেন। ঐ সময় সূরা ফালাক্ব ও নাস নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ দুই সূরার ১১টি আয়াতের প্রতিটি পাঠ শেষে এক একটি গিরা খুলতে থাকেন। অবশেষে সব গিরা খুলে গেলে তিনি স্বস্তি লাভ করেন।

লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করে বলেন, أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِى اللهُ وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا– ‘আল্লাহ আমাকে রোগমুক্ত করেছেন (এটাই যথেষ্ট)। লোকদের মধ্যে মন্দ ছড়িয়ে পড়ুক, এটা আমি চাই না’।[৯০১]

শিক্ষণীয় বিষয় -৩৪ (العبرة – ٣٤) :

খালেছ তাওহীদের অনুসারী, সমাজ সংস্কারক ব্যক্তি ও নেতাই হ’লেন শয়তানের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই তাদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ইবলীস তার বন্ধুদের মাধ্যমে সর্বদা চেষ্টা করে থাকে। এতে মুমিন কখনো পরীক্ষিত হয়, কখনো রক্ষা পায়। কিন্তু সর্বাবস্থায় সেটি তার জন্য কল্যাণকর হয় ও দ্বীন বিজয়ী থাকে।

---

(৭) ১০ম হিজরী সনে বনু ‘আমের বিন ছা‘ছা‘আহ্র প্রতিনিধি দলের নেতা ‘আমের বিন তোফায়েল ও আরবাদ বিন ক্বায়েস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মদীনায় মসজিদে নববীতে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও তরবারি কোষ থেকে বের না হওয়ায় তারা ব্যর্থ হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর বদদো‘আয় মদীনা থেকে ফেরার পথে তাদের প্রথমজন হঠাৎ ঘাড়ে ফোঁড়া উঠায় এবং দ্বিতীয় জন বজ্রাঘাতে নিহত হয় *(আর-রাহীক্ব ৪৫৩ পৃঃ; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১১০৯১, সনদ যঈফ)*।

৯০১. বুখারী হা/৬৩৯১; আহমাদ হা/২৪৬৯৪; বায়হাক্বী দালায়েল হা/২৫১০; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নাস অবলম্বনে।

প্রতিনিধি দল সমূহের আগমন (قدوم الوفود)

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হোনায়েন যুদ্ধের পর থেকে ৯ম ও ১০ম হিজরী সনকে আমরা 'প্রতিনিধি দলসমূহের আগমন বছর' (عَامُ الْوُفُود) হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। মূলতঃ ৮ম হিজরীর রামাযান মাসে মক্কা বিজয়ের পর চারিদিকে ইসলাম কবুলের ঢেউ ওঠে। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভের জন্য সমগ্র আরব জাহান যেন মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। কেননা তারা বলত, اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ 'মুহাম্মাদ ও তাঁর কওমকে ছেড়ে দাও। কেননা যদি তিনি তাদের (অর্থাৎ কুরায়েশদের) উপরে জয়লাভ করেন, তাহ'লে তিনি সত্য নবী'।[৯০২] অতঃপর যখন তিনি মক্কা জয় করলেন এবং কুরায়েশ নেতারা ইসলাম কবুল করলেন, এমনকি হোনায়েন যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হয়ে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলেন, তখন বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন গোত্রের পক্ষ হ'তে দলে দলে প্রতিনিধি দল মদীনায় আসতে শুরু করল এবং ইসলাম কবুল করে ধন্য হ'ল। ফলে দেখা গেল যে, মক্কা বিজয়ের মাত্র নয় মাসের মাথায় ৯ম হিজরীর রজব মাসে তাবূক অভিযানের সময় ৩০,০০০ ফৌজ জমা হয়ে গেল। তার এক বছর পর ১০ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে বিদায় হজ্জের সময় এক লক্ষ চব্বিশ হাযার বা ত্রিশ হাযার মুসলমান আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী হ'লেন।[৯০৩] দু'দিন আগেও যারা লাত, মানাত, 'উয্যা, হোবলের নামে জয়ধ্বনি করত ও তাদের সন্তুষ্টির জন্য বিভিন্ন নযর-নেয়ায নিয়ে তাদের অসীলায় পরকালে মুক্তি লাভের জন্য সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ত, আজ তাদের লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত হয়ে উঠলো।

প্রতিনিধি দল সমূহ (عدد الوفود) :

ইবনু সা'দ, দিমইয়াত্বী, ইবনু সাইয়িদিন নাস, মুগলাত্বাঈ, যয়নুদ্দীন ইরাকী প্রমুখ জীবনীকারগণ ৬০-এর অধিক প্রতিনিধি দলের কথা বর্ণনা করেছেন। যুরক্বানী বলেন, উক্ত সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত পৌঁছবে না, যা প্রসিদ্ধ আছে'। তিনি ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে জি'ইর্রানাতে হোনায়েন যুদ্ধের গণীমত বণ্টন শেষে আগত বনু হাওয়াযেন গোত্রের প্রতিনিধি দলকে তালিকার প্রথমে এনেছেন। অতঃপর মোট ৩৫টি প্রতিনিধি দলের বর্ণনা দিয়েছেন।[৯০৪] আমরা সেখান থেকে ৩৪টি, যাদুল মা'আদ থেকে ২টি 'বনু তামীম' ও

---

৯০২. বুখারী হা/৪৩০২; মিশকাত হা/১১২৬, 'ছালাত' অধ্যায়, 'ইমামত' অনুচ্ছেদ; আর-রাহীক্ব ৪৩৫ পৃঃ।
৯০৩. মির'আত, শরহ মিশকাত 'মানাসিক' অধ্যায়, হা/২৫৬৯-এর আলোচনা।
৯০৪. যুরক্বানী, শারহুল মাওয়াহেব ৫/১১৪-২৩৪। মুবারকপুরী ৭০-এর অধিক লিখেছেন *(আর-রাহীক্ব ৪৪৫ পৃঃ)*।

Contents

কা‘ব বিন যুহায়ের’ এবং ত্বাবাক্বাত ইবনু সা‘দ থেকে ১টি ‘ইয়ামনের শাসকদের দূত’ সহ মোট ৩৭টি প্রতিনিধি দলের বর্ণনা দিলাম। যার মধ্যে ইবনুল ক্বাইয়িম বর্ণিত ৩৫টি, মানছূরপুরী বর্ণিত ২৬টি এবং মুবারকপুরী বর্ণিত ১৬টি দলের উল্লেখ রয়েছে। দলগুলি হ’ল যথাক্রমে (১) বনু হাওয়াযেন (২) ছাক্বীফ (৩) বনু ‘আমের বিন ছা‘ছা‘আহ (৪) আব্দুল ক্বায়েস (৫) বনু হানীফা (৬) ত্বাঈ (৭) কিন্দা (৮) আশ‘আরী (৯) বনু তামীম (১০) বনুল হারেছ (১১) হামদান (১২) মুযায়নাহ (১৩) দাউস (১৪) নাজরান (১৫) ফারওয়া বিন আমরের দূত (১৬) বনু সা‘দ বিন বকর (১৭) তারেক বিন আব্দুল্লাহ প্রতিনিধি দল (১৮) তুজীব (১৯) বনু সা‘দ হুযায়েম (২০) বনু ফাযারাহ (২১) বনু আসাদ (২২) বাহরা (২৩) উযরাহ (২৪) বালী (২৫) বনু মুর্রাহ (২৬) খাওলান (২৭) মুহারিব (২৮) ছুদা (২৯) গাসসান (৩০) সালামান (৩১) বনু ‘আব্স (৩২) গামেদ (৩৩) আযদ (৩৪) বনুল মুনতাফিক্ব (৩৫) কা‘ব বিন যুহায়ের (৩৬) ইয়ামনের শাসকদের দূত এবং (৩৭) নাখঈ।

জীবনীকারগণ যতগুলি প্রতিনিধি দলের বিবরণ দিয়েছেন তার অনেকগুলি মুহাদ্দিছগণের নিকটে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। তবে প্রায় সবগুলি মর্মগতভাবে প্রমাণিত। অনেকগুলি বর্ণনা ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে। যেমন বনু হাওয়াযেন, বনু তামীম, আব্দুল ক্বায়েস, বনু হানীফাহ, নাজরান, ইয়ামনবাসী আশ‘আরীগণ, দাউস, তাঈ, কিন্দা, মুযায়নাহ এবং বনু সা‘দ বিন বকর প্রতিনিধি দল সমূহ। আমরা প্রত্যেকটি দল সম্পর্কে আলোচনা করব। কেননা প্রত্যেকটিতেই রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়, যা অতীব যরূরী।

১. বনু হাওয়াযেন প্রতিনিধি দল (وفد بنى هوازن) :

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হোনায়েন যুদ্ধের পর জি‘ইর্রানাহ্তে গণীমত বণ্টন সম্পন্ন হবার পর যোহায়ের বিন ছুরাদ (زُهَيْرُ بْنُ صُرَدٍ)-এর নেতৃত্বে হাওয়াযেন গোত্রের ১৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মুসলমান অবস্থায় সেখানে আগমন করে। এই দলে রাসূল (ছাঃ)-এর দুধ চাচা আবু বুরক্বান (أَبو بُرْقَان) ছিলেন। তাঁরা অনুরোধ করলেন যে, অনুগ্রহ পূর্বক তাদের বন্দীদের ও মাল-সম্পদাদি ফেরৎ দেওয়া হৌক’। তাদের বন্দীনীদের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর দুগ্ধ সম্পর্কিত খালা-ফুফুরাও ছিলেন। যাদের বন্দী রাখা ছিল নিতান্ত অবমাননাকর বিষয়।

অতঃপর তাদের ৬,০০০ যুদ্ধবন্দীর সবাই মুক্তি পেয়ে যায়। মুক্তি দানের সময় প্রত্যেক বন্দীকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একটি করে মূল্যবান ক্বিবতী চাদর উপহার দেন।

(বিস্তারিত দ্রঃ ‘হোনায়েন যুদ্ধ’ অধ্যায়, ‘হাওয়াযেন প্রতিনিধি দলের আগমন ও বন্দীদের ফেরৎ দান’ অনুচ্ছেদ)।

*[**শিক্ষণীয় :** (১) ধন-সম্পদের চাইতে মানুষের নিকট তাদের বংশ মর্যাদার মূল্য অনেক বেশী। কেননা হাওয়াযেন গোত্রের নেতাদেরকে রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের সন্তানাদি*

ও নারীগণ তোমাদের নিকটে অধিক প্রিয়, না তোমাদের ধন-সম্পদ’? জবাবে তারা বলেছিলেন, مَا كُنَّا نَعْدِلُ بِالْأَحْسَابِ شَيْئًا *‘আমরা কোন কিছুকেই বংশ মর্যাদার তুলনীয় মনে করি না’। (২) রাসূল (ছাঃ)-এর এই উদারনীতি ছিল তৎকালীন সময়ের যুদ্ধনীতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা।]*

২. ছাক্বীফ প্রতিনিধি দল (وفد ثقيف) :

ত্বায়েফের বিখ্যাত ছাক্বীফ গোত্রের এই প্রতিনিধিদল ৯ম হিজরীর রামাযান মাসে মদীনায় আসে। এগারো মাস আগে ত্বায়েফ দুর্গ হ’তে অবরোধ উঠিয়ে ফিরে আসার সময় তাদের বিরুদ্ধে বদদো‘আ করার জন্য সাথীদের দাবীর বিপরীতে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) হেদায়াতের দো‘আ করে বলেছিলেন। اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا وَأْتِ بِهِمْ ‘হে আল্লাহ! তুমি ছাক্বীফদের হেদায়াত করো ও তাদেরকে এনে দাও’।[৯০৫] আল্লাহ তাঁর রাসূল-এর দো‘আ কবুল করেছিলেন এবং তিনি ত্বায়েফ থেকে ফিরে মক্কায় ওমরাহ করে ৮ম হিজরীর ২৪শে যুলক্বা‘দাহ মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই ছাক্বীফ গোত্রের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা ওরওয়া বিন মাসঊদ ছাক্বাফী পথিমধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে ইসলাম কবুল করেন’ *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫১৭)*। তাঁর দশজন স্ত্রী ছিল। মুসলমান হওয়ার পর রাসূল (ছাঃ)-এর হুকুমে চার জনকে রেখে বাকীদের তালাক দেন। ইতিপূর্বে হোদায়বিয়া সন্ধির প্রাক্কালে তিনি কুরায়েশদের পক্ষে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে দূতিয়ালি করেন। ইনি প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত মুগীরাহ বিন শো‘বা (রাঃ)-এর চাচা ছিলেন। যিনি আগেই ইসলাম কবুল করেছিলেন।

ওরওয়া ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়ের নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। বহু লোক তাঁর দাওয়াতে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। একদিন তিনি বাড়িতে নিজ কক্ষে ছালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় এক দুষ্টমতি তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে মারে। তাতে তিনি শহীদ হয়ে যান *(আল-ইছাবাহ, ‘উরওয়া ক্রমিক ৫৫৩০)*।

কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর দাওয়াত সকলের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই ‘আব্দে ইয়ালীল (عَبْدُ يالِيل بن عمرو)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ৯ম হিজরীর রামাযান মাসে মদীনায় পৌঁছে। এই দলে ছয় জন সদস্য ছিলেন। যাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন পরবর্তীকালে খ্যাতনামা ছাহাবী ও হযরত ওমরের সময়ে প্রথম ভারত অভিযানকারী বিজয়ী সেনাপতি ওছমান বিন আবুল ‘আছ ছাক্বাফী। এঁরা মদীনায়

৯০৫. সীরাহ ছহীহাহ ২/৫১১; আহমাদ হা/১৪৭৪৩, সনদ শক্তিশালী, -আরনাঊত্ব; তিরমিযী হা/৩৯৪২, আলবানী বলেন, হাদীছটির সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী। কিন্তু এটি আবুয্ যুবায়ের সূত্রে বর্ণিত যিনি ‘মুদাল্লিস’ -মিশকাত হা/৫৯৮৬-এর টীকা, ‘মানাক্বিব’ অধ্যায়-৩০, অনুচ্ছেদ-১। সেকারণ এটি যঈফ *(আলবানী, দিফা‘ ‘আনিল হাদীছ ৩৪ পৃঃ; ফিক্বহুস সীরাহ ৪৩২ পৃঃ)*।

পৌঁছলে রাসূল (ছাঃ)-এর হুকুমে মুগীরা বিন শো'বা এঁদের আপ্যায়ন ও আতিথেয়তার দায়িত্বে নিয়োজিত হন।

উল্লেখ্য যে, প্রতিনিধি দলের নেতা 'আব্দে ইয়ালীল ছিলেন সেই ব্যক্তি, যার নিকটে ১০ম নববী বর্ষের শাওয়াল মোতাবেক ৬১৯ খৃষ্টাব্দের মে/জুন মাসের প্রচণ্ড খরতাপের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কেবলমাত্র যায়েদ বিন হারেছাহকে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে ৯০ কি.মি. বা ৬০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে এসে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। বিনিময়ে তিনি ত্বায়েফের কিশোর ছোকরাদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিলেন। তারা তাঁকে পাথর মেরে রক্তাক্ত করে তিন মাইল পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। দীর্ঘ এক যুগ পরে ত্বায়েফের সেই দুর্ধর্ষ নেতাই আজ রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে হেদায়াতের ভিখারী। আল্লাহ্র কি অপূর্ব মহিমা!

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছাক্বীফ প্রতিনিধি দলের জন্য মসজিদে নববীর কাছাকাছি তাঁবুর ব্যবস্থা করতে বললেন। যাতে তারা সেখান থেকে মসজিদে ছালাতের দৃশ্য দেখতে পায় ও কুরআন শুনতে পায়।

রাসূল (ছাঃ)-এর এই দূরদর্শী ব্যবস্থাপনায় দ্রুত কাজ হ'ল। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের অন্তরে ইসলাম প্রভাব বিস্তার করল। 'আব্দে ইয়ালীলের নেতৃত্বে তারা একদিন এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। তবে অত্যন্ত হুঁশিয়ার নেতা হিসাবে এবং স্বীয় মূর্খ সম্প্রদায়কে বুঝানোর স্বার্থে বায়'আতের পূর্বে নিজ সম্প্রদায়ের লালিত রীতি-নীতি ও মন-মানসিকতার আলোকে বেশ কিছু বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন, যাতে পরবর্তীতে কোন প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ না থাকে এবং লোকেরা বলতে না পারে যে, কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই তারা মুসলমান হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে তাদের প্রশ্নোত্তর সমূহ নিম্নে বর্ণিত হ'ল।-

১ম : আমাদেরকে ছালাত পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হৌক! কারণ তারা এর মধ্যে নিজেদের হীনতা দেখেছিল।

জওয়াব : তিনি বললেন, لاَ خَيْرَ فِى دِينٍ لاَ رُكُوعَ فِيهِ 'ঐ দ্বীনে কোন কল্যাণ নেই, যার মধ্যে ছালাত নেই'।[৯০৬]

২য় : আমাদেরকে জিহাদ ও যাকাত থেকে মুক্ত রাখা হৌক!

জওয়াব : রাসূল (ছাঃ) এটিকে আপাততঃ মেনে নিলেন। ছাহাবায়ে কেরামকে বললেন, سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا 'সত্বর ওরা ছাদাক্বা দিবে ও জিহাদ করবে, যখন ওরা ইসলাম কবুল করবে'।[৯০৭]

---

৯০৬. ইবনু হিশাম ২/৫৪০; সনদ যঈফ, যঈফুল জামে' হা/৪৭১১; আহমাদ হা/১৭৯৪২। বর্ণনাটির সকল সূত্রই বিশুদ্ধ। কেবল ওছমান বিন আবুল 'আছ থেকে হাসানের শ্রবণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে' -আরনাউত্ব।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) ‘আব্দে ইয়ালীলের আরও কিছু বিষয়ের উপরে কথোপকথন উদ্ধৃত করেছেন। যেমন-

৩য় : আমাদের লোকেরা অধিকাংশ সময় কার্যোপলক্ষে বাইরে থাকে। সেকারণ তাদের জন্য ব্যভিচারের অনুমতি আবশ্যক।

জওয়াব : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা বনু ইস্রাঈল ৩২ আয়াতটি পাঠ করে শুনান এবং এটি নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই বলে জানান।

৪র্থ : আমাদের সকল অর্থ-সম্পদই সূদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব সূদী কারবারের অনুমতি দেওয়া হৌক।

জওয়াব : তিনি তাদেরকে সূরা বাক্বারাহ ২৭৮ আয়াত শুনিয়ে বলেন, আসল টাকাই কেবল তোমরা পাবে এবং সূদের অর্থ ছেড়ে দিতে হবে।

৫ম : আমাদেরকে মদ্যপানের সুযোগ অব্যাহত রাখা হৌক। কেননা আমাদের লোকেরা এতে এমনভাবে অভ্যস্ত যে, তারা তা ছাড়তেই পারবে না।

জওয়াব : রাসূল (ছাঃ) তাকে সূরা মায়েদাহ ৯০ আয়াতটি পাঠ করে শুনান এবং একে সিদ্ধ করার কোন সুযোগ নেই বলে জানান। কথাগুলি শুনে ‘আব্দে ইয়ালীল তাঁবুতে ফিরে গেলেন এবং রাতে সঙ্গীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। পরের দিন এসে পুনরায় রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কথাবার্তা শুরু করলেন।

৬ষ্ঠ : আমরা আপনার সব কথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমাদের উপাস্য দেবী ‘রব্বাহ’ (رَبَّه) সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

জওয়াব : রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা ওটাকে গুঁড়িয়ে দিবে। একথা শুনে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হায় হায় করে উঠে বলল, দেবী একথা জানতে পারলে আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে। তাদের এই অবস্থা দেখে ওমর ফারূক (রাঃ) আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। বলে উঠলেন, হে ইবনু ‘আব্দে ইয়ালীল![৯০৮] مَا أَجْهَلَكَ إِنَّمَا

---

৯০৭. আবুদাঊদ হা/৩০২৫, সনদ ছহীহ। উপরোক্ত বিষয়ের মধ্যে নও মুসলিমদের জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বনের সিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। এ কৌশল সকল যুগেই প্রযোজ্য। তবে অবশ্যই তাঁকে যোগ্য ও দূরদর্শী আলেম হ’তে হবে। যে কেউ যখন-তখন যেকোন স্থানে এ কৌশল গ্রহণ করতে পারবে না। মানছূরপুরী ‘দাওয়াতে ইসলাম’ নামক গ্রন্থের ৪৬২ পৃষ্ঠার বরাতে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ‘একবার রাশিয়ার জার (সম্রাট) ইসলাম কবুলের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। কেননা তিনি মূর্তিপূজার প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন। তবে তিনি মদ্যপানের অভ্যাস ছাড়তে রাযী হননি। কিন্তু মুসলমান আলেম মহোদয় উক্ত শর্ত মানতে অস্বীকার করেন। ফলে তিনি মুসলমান না হয়ে খ্রিষ্টান হয়ে যান। যদি উক্ত আলেম রাসূল (ছাঃ)-এর অত্র হাদীছটি জানতেন, তাহ’লে আজ রাশিয়ার জারের বদৌলতে হয়ত পুরা রাশিয়াকেই আমরা মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে পেতাম’ *(রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ১/১৭৭ টীকা দ্রঃ)*।

৯০৮. হাদীছে اِبْنُ عَبْدِ يَالِيلَ এসেছে। কিন্তু জীবনীকারগণ عَبْدُ يَالِيلَ বলেছেন *(ফাৎহুল বারী হা/৩২৩১-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

الرَّبَّةُ حَجَرٌ 'তুমি কত বড় মূর্খ! 'রব্বাহ' তো একটা পাথর ছাড়া কিছুই নয়'? 'আব্দে ইয়ালীল ক্ষেপে গিয়ে বললেন, ওমর! আমরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসিনি। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে অনুরোধ করলেন যে, দেবীমূর্তি ভাঙ্গার দায়িত্বটা আপনি গ্রহণ করুন'। রাসূল (ছাঃ) তাতে রাযী হলেন এবং বললেন, ঠিক আছে আমি ওটা ভাঙ্গার জন্য লোক পাঠাব'। প্রতিনিধি দলের জনৈক সদস্য বললেন, আপনার লোককে আমাদের সাথে পাঠাবেন না। বরং পরে পাঠাবেন।

সীরাহ ছহীহাহ্র লেখক আরও কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। যেমন তারা বলেছিল আমাদের দেশ খুবই ঠাণ্ডা। অতএব আমাদের ওযূ করার কষ্ট থেকে রেহাই দেওয়া হৌক। আমাদেরকে 'নাবীয' (খেজুর পচা মদ) বানানোর অনুমতি দেওয়া হৌক এবং আমাদের পলাতক দাস আবু বাকরাহ ছাক্বাফীকে ফেরত দেওয়া হৌক। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাদের এসব দাবী নাকচ করে দেন। এছাড়াও তারা কুরআনের সূরা, পারা ইত্যাদির তারতীব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। কিন্তু কোনটাই গ্রহণ করা হয়নি। অবশেষে তারা মসজিদে নববীর পার্শ্বে দীর্ঘ অবস্থানের ফলে এবং ছাহাবীগণের সাথে মেলামেশার ফলে দ্রুত ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনকি তারা রামাযানের অবশিষ্ট ছিয়ামগুলি পালন করে *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫১৯)*।

এইভাবে বিস্তারিত আলোচনা শেষে তারা সবাই ইসলাম কবুল করল। অতঃপর ১৫ দিন পর বিদায়কালে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করে দিন। তখন তিনি ওছমান বিন আবুল 'আছ ছাক্বাফীকে তাদের ইমাম ও নেতা নিযুক্ত করে দেন। কেননা দলের মধ্যে তিনিই রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-এর নিকটে কুরআন ও শরী'আতের বিধান সমূহ বেশী শিখেছিলেন। যদিও বয়সে ছিলেন সবার ছোট। বয়োকনিষ্ঠ হ'লেও তিনি অত্যন্ত যোগ্য নেতা প্রমাণিত হন। ১১ হিজরীতে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে গেলে ছাক্বীফ গোত্র ধর্মত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তখন তিনি স্বীয় গোত্রকে ডেকে বলেন, كُنتم آخِرَ الناسِ إسلامًا فلا تَكُونوا أَوَّلَهُم ارْتِدادًا 'তোমরা সবার শেষে ইসলাম গ্রহণ করেছ। অতঃপর সবার আগে ইসলাম ত্যাগী হয়ো না' *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৫৪৪৫)*। তার একথা শুনে সবাই ফিরে আসে।

ইসলাম কবুল করার পর ত্বায়েফ ফিরে যাবার পথে প্রতিনিধিদল নিজ সম্প্রদায়ের নিকটে নিজেদের ইসলাম কবুলের কথা গোপন রাখার ব্যাপারে একমত হ'লেন। যাতে লোকেদের মন-মানসিকতা পরখ করে নেয়া যায়। অতঃপর তারা বাড়ীতে পৌঁছে গেলে লোকজন জমা হয়ে গেল এবং মদীনার খবর জানতে চাইল। তারা বললেন, মুহাম্মাদ তাদেরকে বলেছেন যে, তোমরা ইসলাম কবুল কর। ব্যভিচার, মদ্যপান, সূদখোরী ছেড়ে দাও। নইলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও'। একথা শুনে লোকদের মধ্যে জাহেলিয়াত মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং 'আমরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত' বলে হুংকার ছাড়ল। প্রতিনিধিদল

বললেন, ঠিক আছে। তোমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও এবং দুর্গ মেরামতে লেগে যাও। লোকেরা চলে গেল এবং দু'দিন বেশ তোড়জোড় চলল। কিন্তু তৃতীয় দিন তারা এসে বলতে শুরু করল, মুহাম্মাদের সঙ্গে আমরা কিভাবে লড়ব। সারা আরব তার কাছে নতি স্বীকার করেছে। অতএব إِرْجِعُوا إِلَيْه فَأَعْطُوْهُ مَا سَأَلَ 'তার কাছে ফিরে যাও এবং তিনি যা চান কবুল করে নাও'। এভাবে আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিলেন।

এতক্ষণে প্রতিনিধিদল প্রকৃত তথ্যসমূহ প্রকাশ করে দিল এবং লোকেরা সবকিছু শুনে ইসলাম কবুল করে নিল *(যাদুল মা'আদ ৩/৫২৩)*।

মূর্তিভাঙ্গা (هَدْمُ اللاتِ أو ربة) :

কয়েকদিন পরেই রাসূল (ছাঃ) আবু সুফিয়ান বিন হারব-এর নেতৃত্বে মুগীরাহ বিন শো'বা সহ একটি দল প্রেরণ করেন ছাক্বীফ গোত্রের দেবীমূর্তি 'রব্বাহ' ভেঙ্গে ফেলার জন্য। যা 'লাত' (لات) নামে প্রসিদ্ধ *(ইবনু হিশাম ২/৫৪১)*। মূর্তি ভাঙ্গার কথা শুনে বনু ছাক্বীফের নারীরা তার চারপাশে জমা হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এ সময় মুগীরা (রাঃ) তাঁর সাথীদের বললেন, وَاللهِ لَأُضْحِكَنَّكُمْ مِنْ ثَقِيفٍ 'আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদেরকে ছাক্বীফদের ব্যাপারে হাসাবো'। অতঃপর তিনি মূর্তির প্রতি গদা নিক্ষেপ করতে গিয়ে নিজেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে হাত-পা ছুড়তে থাকেন। এ দৃশ্য দেখে ছাক্বীফের লোকেরা হায় হায় করে উঠে বলল, أَبْعَدَ اللهُ الْمُغِيرَةَ قَتَلَتْهُ الرَّبَّةُ 'আল্লাহ মুগীরাকে ধ্বংস করুন! দেবী ওকে শেষ করে দিয়েছে'। একথা শুনে মুগীরা লাফিয়ে উঠিয়ে দাঁড়ালেন এবং ছাক্বীফদের উদ্দেশ্যে বললেন, قَبَّحَكُمُ اللهُ يَا مَعْشَرَ ثَقِيفٍ إِنَّمَا هِيَ لَكَاعُ حِجَارَةٍ وَمَدَرٍ فَاقْبَلُوا عَافِيَةَ اللهِ وَاعْبُدُوهُ 'আল্লাহ তোমাদের মন্দ করুন হে ছাক্বীফগণ! এটা তো পাথর ও মাটির একটা মূর্তি ছাড়া কিছুই নয়। তোমরা আল্লাহ্র মার্জনা গ্রহণ কর এবং তাঁর ইবাদত কর'।

অতঃপর তিনি মূর্তিটি গুঁড়িয়ে দিলেন এবং ভিত সমেত মন্দির গৃহটি নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। সেখানে রক্ষিত মূল্যবান পোষাকাদি ও অলংকার সমূহ উঠিয়ে তিনি মদীনায় নিয়ে আসেন। রাসূল (ছাঃ) সেগুলিকে ঐদিনই বণ্টন করে দেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করেন।[৯০৯]

---

৯০৯. যাদুল মা'আদ ৩/৫২১-২৪; আল-বিদায়াহ ৫/৩৩-৩৪; ইবনু হিশাম ২/৫৩৭-৪২; আর-রাহীক্ব ৪৪৮-৪৯ পৃঃ।
এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তারা ত্বায়েফে পৌছে গেলেন, তখন মুগীরাহ বিন শো'বাহ আবু সুফিয়ান বিন হারব-কে আগে বাড়তে বললেন। আবু সুফিয়ান তাতে অস্বীকার করে বললেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট প্রবেশ কর। এ বলে তিনি তার মাল-সামানসহ যুল-হাদাম নামক স্থানে বসে গেলেন' *(ইবনু হিশাম ২/৫৪১)*। বর্ণনাটি 'মুরসাল' বা যঈফ *(তাহকীক, ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৯০৬)*। ইবনুল

[শিক্ষণীয় : অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তাকে মেনে নিলেও মানুষ স্বভাবতঃ দৃশ্যমান কোন ছবি, মূর্তি, প্রতিকৃতি বা বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা ও পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করতে বেশী আগ্রহশীল। এর ফলে আল্লাহ গৌণ হয়ে যান এবং মূর্তি মুখ্য হয়। এটা স্পষ্ট শিরক। বর্তমান যুগে মুসলমানেরা কবরপূজা, ছবি ও প্রতিকৃতি পূজা, স্থান পূজা ও স্মৃতিসৌধ পূজার দিকে ক্রমেই ঝুঁকে পড়ছে। অথচ এগুলি শুনতেও পায় না, দেখতেও পায় না, একেবারেই ক্ষমতাহীন। তবুও এর প্রতি কোন কোন মানুষের আবেগ এত বেশী যে, ভক্তরা এজন্য তাদের জান-মাল ব্যয় করতেও দ্বিধা করে না। আর এই অন্ধ আবেগ সৃষ্টি করে শয়তান। যাতে মহা শক্তিধর আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষের ঠিকানা হয় জাহান্নাম। অতএব শয়তানের ধোঁকা থেকে ঈমানদারগণ সাবধান!]

৩. বনু ‘আমের বিন ছা‘ছা‘আহ্র প্রতিনিধি দল (وفد بني عامر بن صعصعة) :

নাজদ হ’তে আগত এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন আল্লাহ্র শত্রু ‘আমের বিন তোফায়েল, যার ইঙ্গিতে ও চক্রান্তে ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে বি’রে মা‘ঊনায় ৭০ জন ছাহাবীর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। আরও ছিলেন বিখ্যাত কবি হযরত লাবীদ বিন রাবী‘আহ (রাঃ)-এর বৈপিত্রেয় সহোদর ভাই আরবাদ বিন ক্বায়েস এবং খালেদ বিন জা‘ফর ও জাব্বার বিন আসলাম। এরা সবাই ছিলেন স্ব স্ব সম্প্রদায়ের নেতা এবং শয়তানের শিখণ্ডী।

মুত্বার্রিফ বিন আব্দুল্লাহ স্বীয় পিতা হ’তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আমি বনু ‘আমের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হই, তখন আমরা তাঁকে বলি أَنْتَ سَيِّدُنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً ‘আপনি আমাদের নেতা। আপনি আমাদের চাইতে অনুগ্রহে মহান ও ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ’। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‘আল্লাহ হ’লেন নেতা। তিনি মহান ও সর্বোচ্চ। এ ব্যাপারে তোমরা শয়তানকে সাথী করোনা’ *(আবুদাঊদ হা/৪৮০৬)*। খাত্ত্বাবী বলেন, ‘আল্লাহ নেতা’ অর্থ নেতৃত্বের উৎস হ’লেন আল্লাহ। আর সকল সৃষ্টি হ’ল তাঁর দাস *(যাদুল মা‘আদ ৩/৫২৭-টীকা)*।

এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, মদীনায় আসার আগে সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নেতা ‘আমের বিন তুফায়েলকে বলে, হে ‘আমের! লোকেরা সব ইসলাম কবুল করেছে। তুমিও ইসলাম কবুল কর। জবাবে ‘আমের বলল, ‘আল্লাহ্র কসম! আমি শপথ করেছি যে, আমি কখনই বিরত হব না, যতক্ষণ না পুরা আরব আমার পিছনে না আসবে। আমি কি কুরায়েশের এই যুবকের অনুসারী হ’তে পারি? অতঃপর সে আরবাদকে বলল, যখন

ক্বাইয়িম এখানে এই সফরের আমীর হিসাবে খালেদ বিন অলীদের কথা বলেছেন *(যাদুল মা‘আদ ৩/৫২৩; আর-রাহীক্ব ৪৪৯ পৃঃ)*।

আমরা এই লোকটির কাছে যাব, তখন আমি লোকটিকে তোমার থেকে ফিরিয়ে রাখব। আর তখন তুমি তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করবে'।

অতঃপর যখন তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে পৌছল, তখন 'আমের বিন তোফায়েল বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আমার সাথে আপনি একাকী নিরিবিলি কথা বলুন'। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! সেটা কখনই নয়। যতক্ষণ না তুমি এক আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনবে'। তখন সে কথা বলতে শুরু করে এবং অপেক্ষায় থাকে আরবাদ কি করে। কিন্তু যখন সে দেখল যে, আরবাদ কিছুই করতে পারল না, তখন সে পুনরায় আগের মত বলল। জবাবে রাসূল (ছাঃ)ও আগের মত বললেন। এভাবে মোট তিনবার একাকী হওয়ার আবেদন জানিয়েও ব্যর্থ হয়ে সে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় সে হুমকি দিয়ে বলে, 'আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার বিরুদ্ধে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দিয়ে মদীনা ভরে ফেলব'। তখন রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেন, 'হে আল্লাহ! 'আমের বিন তুফায়েল থেকে তুমি আমার জন্য যথেষ্ট হও'।

বেরিয়ে আসার পর 'আমের আরবাদকে বলল, তোমার ধ্বংস হৌক! তোমাকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তা করলে না কেন? জবাবে আরবাদ বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি আপনাকে ব্যতীত আর কাউকে দেখতে পাইনি। তাহ'লে আমি কি আপনাকে হত্যা করব?।[৯১০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আরবাদ বলল, 'আমি বারবার তরবারি বের করতে চেষ্টা করেও পারিনি। কারণ তা বাঁটের সাথে আটকে যাচ্ছিল'।[৯১১]

ছহীহ বুখারীতে এসেছে যে, 'আমের বিন তোফায়েল আল্লাহ্র রাসূলকে তিনটি বিষয়ে প্রস্তাব দিয়েছিল। (১) আপনার পরে আমি আপনার স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) হব। (২) আপনার জন্য থাকবে উপত্যকার লোকজন এবং আমার জন্য থাকবে লোকালয়ের জনপদ। (৩) না মানলে আমি আপনার বিরুদ্ধে দু'হাযার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গাত্বফানে যুদ্ধ করব' *(বুখারী হা/৪০৯১)*।

সমস্ত আরব নেতৃবর্গ ও রোম সম্রাট যে রাসূল ও তাঁর ইসলামী বাহিনীর নামে ভয়ে কম্পমান, সেখানে তাঁর সামনে এসে খোদ রাজধানী মদীনায় বসে এ ধরনের হুমকি দিয়ে কথা বলা ও তাঁকে হত্যা প্রচেষ্টার মধ্যে হাস্যকর বোকামী ও অদূরদর্শিতার পরাকাষ্ঠা যাই-ই থাক না কেন, আরবরা যে প্রকৃত অর্থেই নির্ভীক ও দুর্দান্ত সাহসী তার বাস্তব প্রমাণ মেলে।

অতঃপর তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে বেরিয়ে চলে যায় এবং পথিমধ্যে বজ্রপাতে আরবাদ নিহত হয়। 'আমের বিন তোফায়েল এক সালূলিয়া মহিলার বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। সেখানে তার ঘাড়ে হঠাৎ এক ফোঁড়া ওঠে এবং তাতেই সে ঐ রাতে মৃত্যু বরণ

---

৯১০. ইবনু হিশাম ২/৫৬৮; যাদুল মা'আদ ৩/৫২৭-২৮। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৯৪৩-৪৪)*।

৯১১. আর-রাহীক্ব ৪৫৩ পৃঃ; ইবনু সা'দ ১/২৩৬; হায়ছামী, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১১০৯১, সনদ যঈফ।

করে। মৃত্যুকালে সে আরেক আল্লাহ্র শত্রু আবু জাহলের মত অহংকার দেখিয়ে বলে ওঠে, غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ فِى بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى فُلاَنٍ 'উটের ফোঁড়ার ন্যায় ফোঁড়া? তা আবার অমুক বংশের মহিলার ঘরে'? এটাকে সে তার বীরত্বের জন্য অপমানজনক ভেবে তখনই তার ঘোড়া আনতে বলে। অতঃপর সে তার পিঠে উঠে বসে ও সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে' *(আহমাদ হা/১৩২১৮, সনদ ছহীহ)*। এভাবেই তাদের দু'জনের উপরে রাসূল (ছাঃ)-এর বদ দো'আ হাতে-নাতে কার্যকর হয়।

*[**শিক্ষণীয়** : হতভাগা হয়ে যারা জন্মগ্রহণ করে, উপদেশ, উদারতা, ভয়-ভীতি কোন কিছুই তাদের সুপথে আনতে পারে না। ধ্বংসই তাদের একমাত্র পরিণতি হয়।]*

৪. আব্দুল ক্বায়েস প্রতিনিধি দল (وفد عبد القيس) :

বাহরায়েন ও ক্বাতীফ এলাকায় বসবাসকারী বিখ্যাত রাবী'আহ বিন নিযার (رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ) গোত্রের নেতা ছিলেন আব্দুল ক্বায়েস। এই গোত্রের পরবর্তী নেতা মুনক্বিয বিন হাইয়ান (مُنقِذُ بن حَيَّان) ৫ম হিজরী বা তার আগে-পরে এক সময় ব্যবসা উপলক্ষ্যে মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তার গোত্রের প্রতি ইসলাম কবুলের দাওয়াত দিয়ে তার মাধ্যমে একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্র পাঠ অন্তে তারা ইসলাম কবুল করে নিজ গোত্রের ১৩/১৪ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির একটি দল নিয়ে আল-আশাজ্জ আল-'আছরীর (الأَشَجُّ العَصْرِيُّ) নেতৃত্বে মদীনায় আসেন। মদীনা এবং আব্দুল ক্বায়েস গোত্রের মাঝখানে শত্রুভাবাপন্ন 'মুযার' (مُضَر) গোত্র থাকায় তারা 'হারাম' মাসে মদীনায় আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দেন ও চারটি বিষয়ে নিষেধ করেন, যার বিবরণ ছহীহ বুখারী সহ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে রয়েছে *(মিশকাত হা/১৭)*। এই সময় রাসূল (ছাঃ) তাদের দলনেতাকে বলেছিলেন, إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ 'তোমার মধ্যে দু'টি স্বভাব রয়েছে, যা আল্লাহ পসন্দ করেন, ধৈর্য ও দূরদর্শিতা'।

কোন কোন বিদ্বানের মতে উক্ত গোত্রের ৪০ জনের দ্বিতীয় দলটি আগমন করে ৯ম হিজরীতে। যাদের মধ্যে জারূদ বিন মু'আল্লা আল-'আবদী (جارُودُ بنُ بِشْرِ بْنِ الْمُعَلَّى الْعَبْدِىُّ) নামক জনৈক খ্রিষ্টান ছিলেন। যিনি ইসলাম কবুল করেন এবং তাঁর ইসলাম অত্যন্ত সুন্দর থাকে'।[৯১২]

---

৯১২. মির'আত শরহ মিশকাত হা/১৭-এর ব্যাখ্যা; আর-রাহীক্ব ৪৪৫ পৃঃ; মুসলিম হা/১৭; বুখারী হা/৮৭; যাদুল মা'আদ ৩/৫২৯-৩০; ইবনু হিশাম ২/৫৭৫।

*[**শিক্ষণীয়** : (১) জাহেলী আরবরা হারাম-এর চারটি মাসকে সম্মান করত। এ ঘটনায় তার প্রমাণ রয়েছে। (২) স্রেফ দাওয়াতের মাধ্যমেই এই বিখ্যাত গোত্রটি ইসলাম কবুল করে]*

৫. বনু হানীফাহ প্রতিনিধি দল (وفد بني حنيفة) :

ইয়ামামাহ্র হানীফাহ গোত্রের ১৭ সদস্যের অত্র প্রতিনিধি দলটি ৯ম হিজরী সনে মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেন *(ফাৎহুল বারী হা/৪৩৭১-এর পরের অনুচ্ছেদ)*। তাদের নেতা ছুমামাহ বিন আছাল হানাফী (ثُمَامَةُ بْنُ آثَالٍ الْحَنَفِيُّ) ‘যিনি রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার কুমতলবে ৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাসে মদীনায় যাওয়ার পথে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্র হাতে পাকড়াও হয়ে মদীনায় নীত হন। তিনদিন বন্দী থাকার পর রাসূল (ছাঃ) তাকে মুক্তি দিলে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম কবুল করেন। প্রধানতঃ তাঁরই দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ হয়ে অত্র প্রতিনিধি দলটি ৯ম হিজরী সনে মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেন। উক্ত প্রতিনিধি দলে ইয়ামামার নেতা মুসায়লামা ছিলেন। তিনি শর্ত দিলেন إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ ‘যদি মুহাম্মাদ তাঁর পরে আমাকে তাঁর শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন, তাহ’লে আমি তাঁর অনুসারী হব’ (অর্থাৎ বায়‘আত করব)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর হাতে রাখা খেজুরের শুকনো ডালটির দিকে ইশারা করে বললেন, لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا ‘যদি তুমি এই শুকনা ডালের টুকরাটিও চাও, তাহ’লেও আমি তোমাকে এটা দিব না’। অর্থাৎ নেতৃত্বের শর্তে বায়‘আত নেব না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদি তুমি বায়‘আত না নিয়ে ফিরে যাও, তবে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন। কারণ তোমার পরিণতি আমাকে দেখানো হয়েছে’ *(বুখারী হা/৩৬২০)*। রাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি উক্ত বিষয়ে পরে আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আমার দুই হস্ত তালুতে দু’টি সোনার বালা এসেছে। এতে আমি খুব ভারি বোধ করি। তখন স্বপ্নেই আমাকে বলা হয় যে, ওটা ফুঁক দিয়ে উড়িয়ে দাও। ফলে আমি ফুঁক দিতেই বালা দু’টি উড়ে গেল। আমি এর ব্যাখ্যা করছি এভাবে যে, এরা হ’ল ঐ দু’জন ভণ্ডনবী, যারা আমার পরে বের হবে। তাদের একজন হ’ল ছান‘আর আসওয়াদ ‘আনাসী। অপরজন হ’ল ইয়ামামার মুসায়লামা কাযযাব’।[৯১৩] উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) ত্রিশ জন ভণ্ডনবী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে যান’ *(আবুদাঊদ হা/৪২৫২; হাকেম হা/৮৩৯০)*।

অতঃপর মুসায়লামা ফিরে গিয়ে মুরতাদ হন ও নিজেই নবুঅত দাবী করেন। তিনি তার অনুসারীদের জন্য ছালাত নিষিদ্ধ করেন এবং মদ্যপান ও ব্যভিচার হালাল করে দেন।

---

৯১৩. যাদুল মা‘আদ ৩/৫৩৫-৩৬; বুখারী হা/৪৩৭৫, ৩৬২১; মুসলিম হা/২২৭৩-৭৪; মিশকাত হা/৪৬১৯।

তবে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেও নবী হিসাবে স্বীকৃতি দেন। যাতে তার এলাকার মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে না চলে যায়। অতঃপর ১০ম হিজরীতে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিম্নোক্ত পত্র লেখেন।-

مِنْ مُسَيْلِمَةَ رَسُولِ اللهِ، إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، سَلاَمٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنِّي قَدْ أُشْرِكْتُ فِي الْأَمْرِ مَعَكَ، وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ، وَلِقُرَيْشٍ نِصْفَ الْأَرْضِ، وَلَكِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ-

‘আল্লাহ্‌র রাসূল মুসায়লামার পক্ষ হ’তে আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হৌক! অতঃপর আমাকে আপনার সাথে রাজত্বে শরীক করা হয়েছে। জনপদের অর্ধেক আমাদের জন্য এবং বাকী অর্ধেক কুরায়েশদের জন্য। কিন্তু কুরায়েশরা এমন কওম, যারা সীমালংঘন করে’ *(ইবনু হিশাম ২/৬০০)*। বালাযুরীর বর্ণনায় এসেছে, ولكن قريشًا لا يُنْصِفُونَ والسَّلاَمُ عليك ‘কিন্তু কুরায়েশরা ন্যায় বিচার করে না। আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক’ *(ফুতূহুল বুলদান ৯৭ পৃঃ)*। উক্ত পত্রের জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লেখেন,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ، السَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى- أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ-

‘করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)। আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হ’তে মিথ্যুক মুসায়লামার প্রতি। যে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসারী হয়, তার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! অতঃপর জেনে রাখা আবশ্যক যে, পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি স্বীয় বান্দাগণের মধ্য হ’তে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করে থাকেন। আর শুভ পরিণাম হ’ল আল্লাহভীরুদের জন্য’।[৯১৪] লেখক ছিলেন উবাই ইবনু কা‘ব *(ফুতূহুল বুলদান ৯৮ পৃঃ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত পত্র হাবীব বিন যায়েদ বিন ‘আছেম ও আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব আসলামী (রাঃ) বহন করে নিয়ে যান। কিন্তু প্রচলিত রীতি-নীতি উপেক্ষা করে মুসায়লামা কাযযাব হাবীব বিন যায়েদ-এর দু’হাত ও দু’পা কেটে দেয়। হাবীব-এর মা ছিলেন বায়‘আতে কুবরায় অংশগ্রহণকারিণী দুইজন ভাগ্যবতী মহিলার অন্যতম বীরমাতা উম্মে ‘উমারাহ নুসাইবাহ বিনতে কা‘ব (রাঃ)। যিনি ওহোদ যুদ্ধে যোগ দেন এবং হোদায়বিয়াতে বায়‘আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ভণ্ডনবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে ইয়ামামাহ্‌র যুদ্ধে যোগ দিয়ে তীর ও তরবারির ১২টি আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং একটি হাত হারান।[৯১৫]

৯১৪. ইবনু হিশাম ২/৬০১; যাদুল মা‘আদ ৩/৫৩৪।

৯১৫. আবুল হাসান আল-বালাযুরী (মৃ. ২৭৯ হি.), ফুতূহুল বুলদান (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ ১৪০৩/১৯৮৩) ১০২ পৃঃ ‘ইয়ামামাহ’ অধ্যায়; আল-ইছাবাহ উম্মে ‘উমারাহ ক্রমিক ১২১৭৮।

অথচ ইতিপূর্বে মুসায়লামার পত্র নিয়ে যে দু'জন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এসেছিল, তারা তাঁর সামনে চূড়ান্ত বেআদবী করা সত্ত্বেও তিনি তাদের কোনরূপ শাস্তি দেননি। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, মুসায়লামার দূতদ্বয় রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এলে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্র রাসূল বলে সাক্ষ্য দিবে? তারা বলল, نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللهِ 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসায়লামা আল্লাহ্র রাসূল। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ 'আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান রাখি'। অতঃপর বললেন, لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً رَسُولاً لَقَتَلْتُكُمَا 'যদি আমি কোন দূতকে হত্যা করতাম, তাহ'লে তোমাদের দু'জনকে হত্যা করতাম'।[৯১৬]

দুই ভণ্ডনবীর অবস্থা (عاقبة المتنبيين الكاذبين) :

আল্লাহপাক ভণ্ডনবী মুসায়লামাকে দুনিয়াতেই এর শাস্তি দেন এভাবে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ১২ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে হযরত খালেদ বিন অলীদকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয় এবং হযরত হামযা (রাঃ)-এর হত্যাকারী ওয়াহশী বিন হারব, যিনি তখন উত্তম মুসলমান ছিলেন, তার হাতেই এই ভণ্ডনবী নিহত হয়। ওয়াহ্শী তাই প্রায়ই বলতেন, কাফের অবস্থায় আমি একজন শ্রেষ্ঠ মুসলমানকে হত্যা করেছিলাম। মুসলমান হওয়ার পরে আমি একজন নিকৃষ্টতম কাফেরকে হত্যা করেছি *(ইবনু হিশাম ২/৭২-৭৩)*।

অতঃপর দ্বিতীয় ভণ্ডনবী ইয়ামনের আসওয়াদ 'আনাসী, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের মাত্র একদিন ও একরাত পূর্বে ফীরোয (রাঃ) তাকে হত্যা করেন। সে খবর সাথে সাথে অহী মারফত রাসূল (ছাঃ)-কে জানানো হয় এবং তিনি বিষয়টি ছাহাবীদের জানিয়ে দেন'।[৯১৭]

*[**শিক্ষণীয় :** (১) দূতকে অসম্মান করা যায় না বা হত্যা করা যায় না। (২) নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ। (৩) উপরে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীতে আবুবকর (রাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। কেননা তাঁর আমলেই রিদ্দার যুদ্ধে মুসায়লামা কাযযাব নিহত হয়। (৪) ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য হ'ল আখেরাত লাভ, দুনিয়া উপার্জন নয়। কিন্তু ভণ্ডরা চিরকাল দুনিয়াকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।]*

---

৯১৬. আহমাদ হা/৩৭৬১; দারেমী হা/২৫০৩; মিশকাত হা/৩৯৮৪, হাদীছ ছহীহ সনদ যঈফ -আরনাউত্ব; ইবনু হিশাম ২/৬০০। দারেমীর বর্ণনায় এসেছে, وَفْداً আবুদাঊদের বর্ণনায় এসেছে, أَمَا وَاللهِ لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا 'আল্লাহ্র কসম! যদি দূতদের হত্যা করা বিধি বহির্ভূত না হ'ত, তাহ'লে অবশ্যই আমি তোমাদের দু'জনের গর্দান উড়িয়ে দিতাম' *(আবুদাঊদ হা/২৭৬১)*।

৯১৭. বুখারী হা/৪৩৭৯; ফাৎহুল বারী হা/৪৩৭৮-এর আলোচনা; আর-রাহীক্ব ৪৫৩ পৃঃ।

৬. ত্বাঈ প্রতিনিধি দল (وفد طَيِّئٍ) :

আরবের এই প্রসিদ্ধ গোত্রটির প্রতিনিধি দল তাদের বিখ্যাত অশ্বারোহী বীর যায়েদ আল-খাইলের[৯১৮] (زَيْدُ الْخَيْلِ) নেতৃত্বে রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়। অতঃপর প্রয়োজনীয় কথোপকথন শেষে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তাদের ইসলাম খুবই সুন্দর থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দলনেতা যায়েদ-এর প্রশংসা করে বলেন, আমার সম্মুখে আরবের যে সব ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়েছে, সামনে আসার পর তাদের আমি তার চেয়ে কম পেয়েছি, কেবল যায়েদ ব্যতীত। কেননা তার খ্যাতি তার সকল গুণের নিকটে পৌঁছতে পারেনি'। অতঃপর তিনি তার নাম পরিবর্তন করে যায়েদ আল-খায়ের (زَيْدُ الْخَيْرِ) অর্থাৎ 'যায়েদ অশ্বারোহী'র বদলে 'যায়েদ কল্যাণকারী' রাখেন।[৯১৯]

উল্লেখ্য যে, ৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে 'ত্বাঈ' গোত্রের খ্যাতনামা দানবীর হাতেম ত্বাঈ-এর পুত্র বিখ্যাত খ্রিষ্টান পণ্ডিত ও পুরোহিত 'আদী বিন হাতেম স্বীয় বোন সাফফানাহ্‌র (سَفَّانَة) দাওয়াতে সাড়া দিয়ে শাম থেকে মদীনায় এসে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে মর্যাদা প্রদর্শন করে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। অতঃপর কুশল বিনিময়ের পর আলোচনা শুরু করেন। যথারীতি হাম্‌দ ও ছানার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন বস্তু তোমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা থেকে ফিরিয়ে নিয়েছে? তুমি কি মনে কর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য আছেন? 'আদী বললেন, না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) কিছুক্ষণ কথা বললেন। তারপর বললেন, আল্লাহ যে সর্বোচ্চ (আল্লাহু আকবর) একথা বলা থেকে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ। তুমি মনে কর যে, আল্লাহ্‌র চাইতে অন্য কিছু বড় আছে। 'আদী বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضُلاَّلٌ. 'মনে রেখ ইয়াহূদ হ'ল অভিশপ্ত এবং নাছারা হ'ল পথভ্রষ্ট'। তখন 'আদী বললেন, فَإِنِّى جِئْتُ مُسْلِمًا 'আমি একজন মুসলিম হিসাবে এসেছি'। এ জওয়াব শুনে রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো' *(তিরমিযী)*।

অতঃপর তিনি তাকে এক আনছার ছাহাবীর বাড়িতে মেহমান হিসাবে রেখে দেন এবং সেখান থেকে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়মিত দু'বেলা যাতায়াত করতে থাকেন। এভাবে দৈনিক যাতায়াতে তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কথা হয়। বিভিন্ন হাদীছে

---

৯১৮. ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, যায়েদ ছিলেন কবি, বাগ্মী ও বীর যোদ্ধা। তার দুই পুত্র মুকনিফ ও হুরাইছ (مُكْنِف وَحُرَيْثٌ) পিতার ন্যায় রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী ছিলেন। তারা আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে খালেদ বিন অলীদ-এর নেতৃত্বে রিদ্দার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন *(যাদুল মা'আদ ৩/৫৩৯)*।

৯১৯. যাদুল মা'আদ ৩/৫৩৮-৩৯; ইবনু হিশাম ২/৫৭৭; আর-রাহীক্ব ৪৫৩; সনদ যঈফ *(ঐ, তা'লীক্ব ১৮০ পৃঃ)*।

যার বর্ণনা এসেছে। যেমন- (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, أَلَسْتَ مِنَ الرَّكُوسِيَّةِ وَأَنْتَ تَأْكُلُ مِرْبَاعَ قَوْمِكَ. 'হে 'আদী! তুমি কি পুরোহিত ছিলে না? তুমি কি তোমার কওমের কাছ থেকে (বায়তুল মালের) সিকি গ্রহণের নিয়ম চালু করোনি? 'আদী বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ لَكَ فِى دِينِكَ. 'অথচ এটি তোমার দ্বীনে হালাল নয়' *(আহমাদ)*।[৯২০] 'আদী বললেন, قُلْتُ: أَجَلْ وَاللهِ 'আল্লাহ্র কসম! এটা ঠিক কথা'। وَقَالَ: وَعَرَفْتُ أَنَّهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، يَعْلَمُ مَا يُجْهَلُ 'আদী বলেন, আমি তখুনি বুঝে নিয়েছিলাম যে, ইনি আল্লাহ্র প্রেরিত নবী। যিনি সেসব কথা জানেন, যা অন্যেরা জানে না' *(ইবনু হিশাম)*।[৯২১]

*[**শিক্ষণীয়** : ধর্মনেতারা দুনিয়াবী স্বার্থে অনেক সময় এলাহী বিধানের বিকৃতি সাধন করে থাকেন, এটা তার অন্যতম প্রমাণ।]*

(২) অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আদী বিন হাতেম বলেন,

أَتَيْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي عُنُقِي صُلَيبٌ من ذَهَبٍ، فقال: يا عَدِيُّ، اِطْرَحْ هذا الوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ ! قال: فَطَرَحْتُهُ، وَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وهُوَ يَقْرَأُ فِي "سُورة بَراءةٍ"، فَقَرأَ هَذهِ الآيةَ : (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ)، قال قلتُ : يا رسولَ الله، إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ! فقال: أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ؟ قال: قُلتُ: بَلَى! قال: فَتِلْكَ عِبادَتُهُمْ- رواه ابن جرير-

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এলাম, তখন আমার গলায় স্বর্ণ (বা রৌপ্যের) ক্রুশ ঝুলানো ছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমার গলা থেকে ঐ মূর্তিটা ফেলে দাও। এ সময় তিনি সূরা তওবাহ্র ৩১ আয়াতটি পাঠ করছিলেন। যেখানে বলা হয়েছে, اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ 'ইহূদী-নাছারাগণ আল্লাহকে ছেড়ে তাদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে'। তখন আমি বললাম, لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ 'আমরা ওদের ইবাদত করি না'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ؟ 'তোমরা কি ঐসব বস্তুকে হারাম করো না, যা আল্লাহ হালাল করেছেন? অতঃপর লোকেরাও তা হারাম করে? তোমরা কি ঐসব বস্তুকে হালাল করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন? অতঃপর লোকেরাও তা হালাল

৯২০. আহমাদ হা/১৮২৮৬, হাদীছের কিছু অংশ ছহীহ, সনদ হাসান -আরনাঊত্ব।
৯২১. তিরমিযী হা/২৯৫৪ সনদ হাসান; ইবনু হিশাম ২/৫৮০-৮১; যাদুল মা'আদ ৩/৪৫২-৫৩।

করে? ‘আদী বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ ‘এটাই তো ওদের ইবাদত হ’ল’।[৯২২]

উক্ত হাদীছের ও কুরআনী আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও যাহহাক বলেন, لَمْ يَأْمُرُوهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا لَهُمْ، وَلَكِنْ أَمَرُوهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَأَطَاعُوهُمْ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا. ‘ইহূদী-নাছারাদের সমাজনেতা ও ধর্মনেতাগণ তাদেরকে সিজদা করার আদেশ দেননি। বরং তারা তাদেরকে আল্লাহ্র অবাধ্যতার কাজে নির্দেশ দিতেন এবং তারা তা মান্য করত। সেকারণ আল্লাহ তাদেরকে ‘রব’ হিসাবে অভিহিত করেছেন’।[৯২৩]

(৩) অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘আদী বিন হাতেম বলেন, একদিন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে বসে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তার অভাব-অনটনের কথা পেশ করল। আরেকজন এসে রাহযানির (قَطْعُ السَّبِيلِ) কথা বলল। (তাদের সমস্যাবলী সমাধান শেষে) রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে ‘আদী! তুমি কি (ইরাকের সমৃদ্ধ নগরী) হীরা চেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন,

فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ، حَتَّى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ، لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوْزُ كِسْرَى. وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ، فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ–

(ক) যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তাহ’লে তুমি দেখবে একজন হাওদানশীন মহিলা একাকী ‘হীরা’ থেকে এসে কা‘বাগৃহ তাওয়াফ করবে। অথচ রাস্তায় সে কাউকে ভয় করবে না আল্লাহ ব্যতীত (খ) যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তাহ’লে তোমরা কিসরার ধনভাণ্ডার জয় করবে। (গ) যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে তুমি দেখবে যে, একজন ব্যক্তি হাত ভরে সোনা-রূপা নিয়ে ঘুরবে, অথচ তা নেবার মত কাউকে সে খুঁজে পাবে না’।

উক্ত হাদীছ বর্ণনা করার পর হযরত ‘আদী বিন হাতেম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথম দু’টি ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমি পর্দানশীন মহিলাদের একাকী হীরা থেকে এসে কা‘বাগৃহ তাওয়াফ করে নির্বিঘ্নে চলে যেতে দেখেছি। পারস্য সম্রাট কিসরা বিন হুরমুযের ধন-ভাণ্ডার জয়ের অভিযানে আমি নিজেই শরীক ছিলাম। এখন কেবল তৃতীয়টি বাকী রয়েছে। وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ

---

৯২২. তাফসীর ইবনু জারীর হা/১৬৬৩২; তিরমিযী, হা/৩০৯৫; ছহীহাহ হা/৩২৯৩; সনদ হাসান।

৯২৩. তাফসীর ইবনু জারীর (বৈরূত : ১৯৮৬) ১০/৮০-৮১; হা/১৬৬৪১। মুসলিম উম্মাহ্র বর্তমান পতনদশায় উক্ত হাদীছটি অতীব গুরুত্বহ। এর মধ্যে হেদায়াতের আকাংখীদের জন্য রয়েছে সঠিক পথের দিশা।

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‘যদি তোমাদের হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে তোমরা অবশ্যই তৃতীয়টি দেখতে পাবে। যা বলে গেছেন আবুল ক্বাসেম মুহাম্মাদ (ছাঃ)’। অর্থাৎ হাত ভরে স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে ঘুরেও তা নেবার মত কোন দরিদ্র লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।[৯২৪]

*[**শিক্ষণীয় :** যোগ্য শিষ্য পেলেই কেবল যোগ্য উত্তর সমূহ পাওয়া সম্ভব]*

৭. কিন্দা প্রতিনিধি দল (وفد بنى كندہ) :

কিন্দার নেতা আশ‘আছ বিন ক্বায়েস ৬০ অথবা ৮০ জনের একটি দল নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন। অতঃপর তারা মসজিদে প্রবেশ করেন। এমতাবস্থায় তাদের পোষাকে রেশমের ঝালর ছিল। রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ইসলাম কবুল করোনি? তারা বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ’লে তোমাদের পোষাকে রেশমী ঝালর কেন? এগুলি ছিঁড়ে ফেল। অতঃপর তারা এগুলি ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করল। আশ‘আছ বললেন, ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা ‘জঙ্গলের মিরার বৃক্ষ ভক্ষণকারী’ হারেছ বিন ‘আমর বিন কিন্দার বংশধর। আর আপনি ‘মিরার বৃক্ষ ভক্ষণকারীদের’ সন্তান’ (نَحْنُ بَنُو آكِلِ الْمِرَارِ وَأَنْتَ ابْنُ آكِلِ الْمِرَارِ)। একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) হেসে ফেললেন’... *(ইবনু হিশাম ২/৫৮৫)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আশ‘আছ বলেন, কওমের লোকেরা আমাকে তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে মনে করে। ফলে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! أَلَسْتُمْ مِنَّا؟ قَالَ لاَ، نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ لاَ نَقْفُو أُمَّنَا وَلاَ نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا ‘আপনি কি আমাদের বংশধর নন? তিনি বললেন, না। আমরা নযর বিন কিনানাহ্র বংশধর। আমরা আমাদের মায়ের উপর তোহমত দেই না এবং পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হই না’। রাবী বলেন, একথা শোনার পর থেকে আশ‘আছ বলতেন, যে ব্যক্তি কুরায়েশ বংশের কোন লোককে নযর বিন কিনানাহ্র বংশধর নয় বলবে, আমি তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি হিসাবে বেত্রাঘাত করব’।[৯২৫]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্যতম দাদী উম্মে কিলাব বিন মুর্রাহ (أُمُّ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ) এই বংশের মহিলা ছিলেন। সেকারণ আশ‘আছ তাঁকে নিজেদের বংশের সন্তান

---

৯২৪. বুখারী হা/৩৫৯৫, আহমাদ হা/১৮২৮৬; মিশকাত হা/৫৮৫৭। বস্তুতঃ ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালেই মুসলমানদের মধ্যে উক্তরূপ সচ্ছলতা ফিরে আসে। ‘আদী বিন হাতেম হিজরত-পূর্ব ৫১-৫৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯ম হিজরীতে ইসলাম কবুল করেন। তিনি ছিফফীন যুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর পক্ষে যোগদান করেন। অতঃপর ৬৭-৬৮ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে ১২০ বছর বয়সে কূফায় মৃত্যুবরণ করেন *(আল-ইছাবাহ, ‘আদী বিন হাতেম ক্রমিক ৫৪৭৯)*।

৯২৫. যাদুল মা‘আদ ৩/৫৩৯-৪০; ইবনু হিশাম ২/৫৮৫, হাদীছ ‘হাসান’ সনদ ‘মুরসাল’; তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৯৭২; ইবনু মাজাহ হা/২৬১২; ছহীহাহ হা/২৩৭৫।

বলে দাবী করেছিলেন। অথচ মায়ের দিক দিয়ে বংশ সাব্যস্ত হয় না। তাছাড়া এই বংশের লোকেরা 'সম্রাট বংশ' (أَنَّ كِنْدَةَ كَانُوا مُلُوكًا) ছিল *(ইবনু হিশাম ২/৫৮৫)*।

*[**শিক্ষণীয় :** (১) কওমের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আপনা থেকেই নেতা হন। (২) নযর বিন কিনানাহ্র বংশধরই মাত্র কুরায়েশ বংশ হিসাবে গণ্য। (৩) মায়ের দিক থেকে বংশধারা সাব্যস্ত হয় না। সেকারণ কিন্দাগণ কুরায়েশ বংশের বলে রাসূল (ছাঃ) স্বীকৃতি দেননি। যদিও তাঁর একজন দাদী এই বংশের মহিলা ছিলেন। (৪) ইসলাম কবুলের পর মুসলিম পুরুষের জন্য সর্বাবস্থায় রেশমের পোষাক নিষিদ্ধ। (৫) হারাম মাল বিনষ্ট করা সিদ্ধ। যেমন এদের রেশমী পোষাক ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করতে বলা হ'ল।]*

৮. ইয়ামনবাসী আশ'আরী প্রতিনিধি দল (وفد الأشعريين من اليمن) :

ইয়ামনের প্রসিদ্ধ আশ'আরী গোত্র মুসলমান হয়েই মদীনায় আসে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَداً أَقْوَامٌ هُمْ أَرَقُّ قُلُوباً لِلإِسْلاَمِ مِنْكُمْ 'তোমাদের নিকট একদল লোক আসবে, যারা ইসলামের ব্যাপারে তোমাদের চাইতে নম্র হৃদয়'। অতঃপর আশ'আরী প্রতিনিধি দল এল। যাদের মধ্যে আবু মূসা আশ'আরীও ছিলেন। তারা মদীনায় প্রবেশ করার সময় খুশীতে কবিতা পাঠ করতে থাকেন, غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ * مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ 'কালকে আমরা বন্ধুদের সাথে মিলিত হব। মুহাম্মাদ ও তাঁর দলের সাথে'। অতঃপর তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন এবং পরস্পর মুছাফাহা করলেন। তাদের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম মুছাফাহার রীতি চালু হয়'।[৯২৬] আবু মূসা আশ'আরী তাদের বহু পূর্বেই ৭ম হিজরীতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং খায়বরে গিয়ে প্রথম রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন' *(আল-ইছাবাহ, আবু মূসা আশ'আরী ক্রমিক ৪৯০১)*। তিনি অত্র প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পুনরায় আসাটা অসম্ভব নয়।

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا 'এবং তুমি মানুষকে দেখছ তারা দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে (ইসলামে) প্রবেশ করছে' *(সূরা নছর ১১০/২)*-এর ব্যাখ্যায় ইকরিমা ও মুক্বাতিল বলেন, এর মধ্যে ইয়ামনী প্রতিনিধিদলের দিকে (বিশেষভাবে) ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা এদের প্রায় ৭০০ লোক মুসলমান হয়ে কেউ আযান দিতে দিতে, কেউ কুরআন পাঠ করতে করতে, কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে বলতে মদীনায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। যাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুবই খুশী হন। কিন্তু ওমর ও আব্বাস (রাঃ) কাঁদতে থাকেন।[৯২৭] আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুশী

৯২৬. আহমাদ হা/১২৬০৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৯৬৭; ছহীহাহ হা/৫২৭; মিরক্বাত হা/৪৬৭৭-এর ব্যাখ্যা; যাদুল মা'আদ ৩/৫৪১।

৯২৭. কুরতুবী, তাফসীর সূরা নছর। তিনি 'ইবনু আব্বাস' এবং তানতাভী 'আব্বাস' বলেছেন। সম্ভবত আব্বাসই সঠিক। কেননা তখন ইবনু আব্বাসের বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছরের মত (জন্ম : হিঃ পূঃ ৩, মৃঃ ৬৮ হিঃ; আল-ইছাবাহ, ইবনু আব্বাস ক্রমিক ৪৭৮৪)।

হয়ে বলেন, أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، أَضْعَفُ قُلُوْبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ– ‘তোমাদের নিকট ইয়ামনবাসীরা এসে গেছে। এদের অন্তর বড়ই দুর্বল, হৃদয় খুবই নরম। বুঝশক্তি ইয়ামনীদের এবং প্রজ্ঞা ইয়ামনীদের’।[৯২৮] রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) ৭ম হিজরীতে মুসলমান হয়ে সর্বপ্রথম খায়বরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন *(আল-ইছাবাহ, আবু হুরায়রা ক্রমিক ১০৬৭৪)*।

উল্লেখ্য যে, খ্যাতনামা ছাহাবী আবু মূসা আশ‘আরী ছিলেন এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ৭ম হিজরী সনে ৫০-এর অধিক লোক নিয়ে মদীনায় আগমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু তাদের নৌকা ঝড়ের কবলে পড়ে তাদেরকে নাজাশীর হাবশায় নামিয়ে দেয়। সেখানে তাঁদের সঙ্গে হযরত জা‘ফর ইবনে আবু তালেবের সাক্ষাৎ হয়। ফলে জাফরের সঙ্গে তাঁরা মদীনায় আসেন। অতঃপর সেখান থেকে খায়বরে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৪৯০১)*। ঐ সময় খায়বর বিজয় সবেমাত্র শেষ হয়েছিল এবং রাসূল (ছাঃ) তখনও সেখানে অবস্থান করছিলেন।

হযরত আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতকালে প্রতিনিধিদলের দু’জন সদস্য, যারা আমার চাচাতো ভাই ছিল, তাদের একজন বলল, আল্লাহ আপনাকে বিরাট এলাকার শাসন ক্ষমতা দান করেছেন। আমাকেও আপনি একটি এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করুন। অপর ভাইটিও অনুরূপ দাবী করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, إِنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّى عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ، وفى رواية : وَمَنْ أَرَادَهُ– ‘আমরা আল্লাহ্র কসম, এমন কাউকে আমাদের শাসনকার্যে নিযুক্ত করি না, যে ব্যক্তি তা চেয়ে নেয় বা তার লোভ করে বা তার আকাংখা করে’।[৯২৯] আলোচ্য প্রতিনিধি দলটি সম্ভবতঃ ৯ম হিজরীতে আগমন করে। যারা পূর্বের প্রতিনিধি দলের দাওয়াতে ইসলাম কবুল করেছিলেন।

*[**শিক্ষণীয় :** (১) দ্বীনী ভালোবাসাই হ’ল প্রকৃত ভালোবাসা। যা মানুষকে পরস্পরে নিকটতম বন্ধুতে পরিণত করে। (২) সালামের সাথে পরস্পরে মুছাফাহা করতে হবে। (৩) খুশীতে সুন্দর কবিতা এবং উত্তম দো‘আ পাঠ করা যাবে। (৪) ইসলামে নেতৃত্ব বা কোন পদ চেয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ]*

৯. বনু তামীম প্রতিনিধি দল (وفد بنى تميم) :

বনু তামীম আগে থেকেই মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু তাদের কিছু লোক তখনও মুসলমান হয়নি। তারা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করে এবং অন্যান্য গোত্রকেও জিযিয়া না দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে। ফলে তাদের বিরুদ্ধে রাজস্ব কর্মকর্তা উয়ায়না বিন হিছন ৯ম হিজরীর মুহাররম মাসে ৫০ জনের একটি অশ্বারোহী দল নিয়ে অতর্কিতে হামলা করেন।

৯২৮. বুখারী হা/৪৩৯০, মুসলিম হা/৫২; মিশকাত হা/৬২৫৮; কুরতুবী হা/৬৫০৩।
৯২৯. বুখারী হা/৭১৪৯; মুসলিম হা/১৭৩৩; মিশকাত হা/৩৬৮৩ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়।

তখন তারা সবাই পালিয়ে যায়। তাদের ১১ জন পুরুষ, ২১ জন মহিলা ও ৩০ জন শিশু বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হয় এবং রামলা বিনতুল হারেছ-এর গৃহে তাদের রাখা হয়। পরদিন বনু তামীমের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা বন্দীমুক্তির বিষয়ে আলোচনার জন্য মদীনায় আসেন। যেমন নু'আইম বিন ইয়াযীদ, ক্বায়েস বিন হারেছ, ক্বায়েস বিন 'আছেম, উত্বারিদ বিন হাজেব, আক্বরা' বিন হাবেস, হুতাত বিন ইয়াযীদ, যিবরিক্বান বিন বদর, আমর বিন আহতাম প্রমুখ *(ইবনু হিশাম ২/৫৬১)*। কুরতুবী ৭০ জনের কথা বলেছেন *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা হুজুরাত ৪-৫ আয়াত)*। হ'তে পারে উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ছিলেন তাদের নেতা।

তাদের দেখে তাদের নারী-শিশুরা কান্না জুড়ে দেয়। তাতে তারা ব্যাকুল হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কক্ষের সামনে এসে তাঁর নাম ধরে চিৎকার দিয়ে ডাকতে থাকে, أُخْرُجْ إِلَيْنَا يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ 'হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ! বেরিয়ে এস'। এ সময় রাসূল (ছাঃ) দুপুরে খেয়ে (نَامَ لِلْقَائِلَةِ) ঘুমাচ্ছিলেন *(কুরতুবী)*।[৯৩০] রাসূল (ছাঃ) কোন জবাব দেননি। বারা বিন 'আযেব (রাঃ) বলেন, তখন তাদের জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন, يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ حَمْدِى زَيْنٌ وَإِنَّ ذَمِّى شَيْنٌ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم- ذَاكَ اللهُ تَعَالَى 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার প্রশংসাই সুন্দর এবং আমার নিন্দাই অসুন্দর। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওটি আল্লাহ' (অর্থাৎ প্রকৃত প্রশংসা ও নিন্দা আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত) *তিরমিযী হা/৩২৬৭*। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বেরিয়ে এলেন ও তাদের সাথে কথা বললেন। এ সময় সূরা হুজুরাত ৪ ও ৫ আয়াত নাযিল হয়। যেখানে বলা হয়, إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ- وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ- 'যারা তোমাকে কক্ষের বাহির থেকে উঁচু স্বরে আহ্বান করে, তাদের অধিকাংশ জ্ঞান রাখেনা'। 'যদি তারা তোমার বের হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করত, তাহ'লে সেটাই তাদের জন্য উত্তম হ'ত' *(হুজুরাত ৪৯/৪-৫)*। এর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এরূপ মন্দ আচরণ যেন কেউ ভবিষ্যতে না করে সে বিষয়ে সকলকে সাবধান করে দেওয়া হয়।

অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বনু তামীম নেতাদের সাথে বসলেন। কিন্তু তারা তাদের বংশীয় অহমিকা বর্ণনা করে বক্তৃতা ও কবিতা আওড়ানো শুরু করে দিল। প্রথমে তাদের একজন বড় বক্তা উত্বারিদ বিন হাজেব (عُطَارِد بن حَاجِب) বংশ গৌরবের উপরে উঁচু

৯৩০. ইবনুল ক্বাইয়িম এখানে যোহরের আগের কথা বলেছেন *(যাদুল মা'আদ ৩/৪৪৬)*। কিন্তু পূর্বাপর সম্পর্ক বিবেচনায় বিষয়টি যোহরের পরে মনে হয়। ইবনু হিশাম কোন সময়ের কথা বলেননি *(২/৫৬২, ৫৬৭)*।

মানের বক্তব্য পেশ করলেন। তার জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) ‘খাত্বীবুল ইসলাম’ (خَطِيبُ الْإِسْلَامِ) ছাবেত বিন ক্বায়েস বিন শাম্মাস (রাঃ)-কে পেশ করলেন। অতঃপর তারা তাদের কবি যিবরিক্বান বিন বদরকে পেশ করল। তিনিও নিজেদের গৌরবগাথা বর্ণনা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতা পাঠ করলেন। তার জওয়াবে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ‘শা‘এরুল ইসলাম’ (شَاعِرُ الْإِسْلَامِ) হযরত হাসসান বিন ছাবেত (রাঃ)-কে পেশ করলেন।

উভয় দলের বক্তা ও কবিদের মুকাবিলা শেষ হ’লে বনু তামীমের পক্ষ হ’তে আক্বরা বিন হাবেস (الأَقْرَعُ بن حَابِس) বললেন, তাদের বক্তা আমাদের বক্তার চাইতে উত্তম। তাদের কবি আমাদের কবির চাইতে উত্তম। তাদের আওয়ায আমাদের আওয়াযের চাইতে উঁচু এবং তাদের বক্তব্য সমূহ আমাদের বক্তব্য সমূহের চাইতে উন্নত’। অতঃপর তারা ইসলাম কবুল করলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাদের উত্তম উপঢৌকনাদি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন। অতঃপর তাদের বন্দীদের ফেরৎ দিলেন’।[৯৩১]

মুবারকপুরী বলেন, জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন যে, এই সেনাদল ৯ম হিজরীর মুহাররম মাসে প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে স্পষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। কেননা ঘটনায় বুঝা যায় যে, আক্বরা বিন হাবেস ইতিপূর্বে ইসলাম কবুল করেননি। অথচ তাঁরা সবাই বলেছেন যে, ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হোনায়েন যুদ্ধ শেষে গণীমত বণ্টনের পর হাওয়াযেন গোত্রের বন্দীদের ফেরৎ দানের সময় বনু তামীমের পক্ষে তিনি তাদের বন্দী ফেরৎ দিতে অস্বীকার করেন। যাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি আগেই মুসলমান হয়েছিলেন’ *(আর-রাহীক্ব ৪২৬ পৃঃ টীকা ১)*।

এক্ষেত্রে আমাদের মন্তব্য এই যে, আক্বরা সহ বনু তামীম আগেই মুসলমান হয়েছিল বলেই তারা রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষে হোনায়েন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। আর সেকারণেই তাদের কাছ থেকে জিযিয়া ও যাকাত আদায়ের দায়িত্ব উয়ায়না বিন হিছনকে দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের কিছু লোক যারা তখনও মুসলমান হয়নি। তারা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করায় এবং অন্যান্য গোত্রকে জিযিয়া প্রদানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার কারণেই তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। এমনও হ’তে পারে যে, আক্বরা বিন হাবেস-এর প্রচেষ্টায় উক্ত প্রতিনিধি দল মদীনায় আসে এবং ইসলাম কবুল করে। অতএব আক্বরা বিন হাবেস-এর উপরোক্ত বক্তব্য একথা প্রমাণ করে না যে, তিনি ইতিপূর্বে মুসলমান ছিলেন না।

---

৯৩১. কুরতুবী, তাফসীর সূরা হুজুরাত ৪-৫ আয়াত; যাদুল মা‘আদ ৩/৪৪৬; ইবনু হিশাম ২/৫৬২, ৫৬৭; তিরমিযী হা/৩২৬৭।

*[**শিক্ষণীয় :** (১) সম্মানী ব্যক্তিকে সম্মানজনক সম্বোধন করা এবং সময় ও পরিবেশ বুঝে কথা বলা উচিৎ। (২) নেতাদেরকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল হ'তে হয় এবং সাধারণ ব্যক্তিদের ক্ষমা করতে হয়। (৩) একটি সংগঠনে বিভিন্ন মেধা ও গুণের অধিকারী মানুষ প্রয়োজন। (৪) প্রয়োজন বোধে বক্তৃতা ও কবিতা প্রতিযোগিতা করা জায়েয।]*

১০. বনুল হারেছ প্রতিনিধি দল (وفد بني الحارث) :

নাজরানের এই প্রতিনিধি দল ১০ম হিজরীতে শাওয়াল অথবা যুলক্বা'দাহ মাসে মদীনায় আসে। ইতিপূর্বে রবীউল আখের বা জুমাদাল ঊলা মাসে উক্ত অঞ্চলে হযরত খালেদ ইবনে অলীদকে পাঠানো হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয় যুদ্ধের পূর্বে তাদেরকে তিনবার করে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার জন্য। সেমতে খালেদ সেখানে গিয়ে উক্ত সম্প্রদায়ের চারপাশ থেকে সওয়ারী হাঁকিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেন এবং বলেন, হে লোক সকল! তোমরা ইসলাম কবুল কর। তাহ'লে নিরাপদ থাকবে'। তখন সবাই ইসলাম কবুল করে। অতঃপর তিনি সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন ও তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেন।

এ খবর জানার পর রাসূল (ছাঃ) তাদের একটি প্রতিনিধি দলকে মদীনায় নিয়ে আসতে বলেন। সেমতে বনুল হারেছ বিন কা'ব-এর নেতৃত্বে অত্র প্রতিনিধি দল রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মুলাক্বাতের জন্য মদীনায় আসে। যাদের মধ্যে ক্বায়েস ইবনুল হুছায়েন (قَيْس بن الْحُصَيْن), আব্দুল্লাহ বিন কুরাদ (عَبْدُ اللهِ بْنُ قُرَاد) এবং শাদ্দাদ বিন আব্দুল্লাহ (شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ الله) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করেন, জাহেলী যুগে যারাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত, তারাই পরাজিত হ'ত, এর কারণ কি ছিল? জবাবে তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কখনোই আগ বেড়ে কাউকে হামলা করতাম না বা যুলুমের সূচনা করতাম না। কিন্তু যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হ'লে আমরা দৃঢ় থাকতাম, ছত্রভঙ্গ হতাম না'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঠিক বলেছ। এটাই মূল কারণ'।[৯৩২]

*[**শিক্ষণীয় :** (১) সেনাপতি হৌন আর আলেম হৌন, মুসলমান মাত্রই ইসলামের প্রচারক। সেনাপতি খালেদ (রাঃ)-এর ভূমিকা তার অন্যতম প্রমাণ। (২) যুলুমের সূচনাকারী অবশেষে পরাজিত হয়, এটাই বাস্তব। (৩) আক্রান্ত হ'লে সংঘবদ্ধভাবে ও দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করার মধ্যেই বিজয় লুকিয়ে থাকে।]*

---

৯৩২. যাদুল মা'আদ ৩/৫৪৩-৪৪; ইবনু হিশাম ২/৫৯৪। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ *(তাহকীক, ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৯৮১)*।

১১. হামদান প্রতিনিধি দল (وفد هَمْدان) :

হামদান ইয়ামনের একটি গোত্রের নাম। যাদের প্রতিনিধি দল তাবূক অভিযানের পর অর্থাৎ ৯ম হিজরীর শেষ দিকে মদীনায় আসে। ইতিপূর্বে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবার জন্য খালেদ বিন অলীদকে পাঠানো হয়। তিনি দীর্ঘ ছয় মাস সেখানে অবস্থান করা সত্ত্বেও কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একটি পত্রসহ আলী (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন এবং খালেদকে প্রত্যাহার করে নেন। হযরত আলী (রাঃ) তাদের নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর পত্রটি পড়ে শুনান এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেন। ফলে তাঁর দাওয়াতে এক দিনেই গোত্রের সমস্ত লোক ইসলাম কবুল করে। এই সুসংবাদ জানিয়ে আলী (রাঃ)-এর প্রেরিত পত্র পাঠ করে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুশীতে 'সিজদায়ে শুক্র' আদায় করেন এবং সিজদা থেকে উঠে তাঁর যবান মুবারক থেকে বেরিয়ে যায়, اَلسَّلاَمُ عَلَى هَمْدَانَ اَلسَّلاَمُ عَلَى هَمْدَانَ 'হামদানবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক, হামদানবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক'![৯৩৩]

হযরত আলীর নিকটে ইসলাম কবুলের পর হামদান গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল (ছাঃ)-এর দর্শন লাভের জন্য মালেক বিন নামাত্বের (مَالِكُ بْنُ النَّمَطِ) নেতৃত্বে মদীনায় আসে। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে কবিতা পাঠ করেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মালেক বিন নামাত্বকে উক্ত কওমের নেতা নিযুক্ত করেন ও তাদের নিকটে পত্র প্রেরণ করেন।[৯৩৪]

*[**শিক্ষণীয়** : যারা বলেন, ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে, তারা বিষয়টি লক্ষ্য করুন। হামদানের লোকদের ইসলামের পথে আনার জন্য খালেদের তরবারিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ছয় মাসেও তিনি তা ব্যবহার করেননি। অবশেষে হযরত আলীর উপদেশ তাদের মনের মধ্যে পরিবর্তন এনে দেয়। প্রকৃত অর্থে দাওয়াতের মাধ্যমেই ইসলাম প্রসার লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে ইনশাআল্লাহ।]*

১২. মুযায়নাহ প্রতিনিধি দল (وفد مزينة) :

নু'মান বিন মুক্বার্রিন বলেন, আমরা মুযায়নাহ গোত্রের ৪০০ লোক নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হই। অতঃপর যখন আমরা ফিরে আসি, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, يَا عُمَرُ زَوِّدِ الْقَوْمَ 'হে ওমর! ওদেরকে পাথেয় দাও'। ওমর বললেন, আমার কাছে খেজুর ব্যতীত কিছুই নেই। রাসূল (ছাঃ) পুনরায় বললেন, اِنْطَلِقْ فَزَوِّدْهُمْ 'যাও ওদেরকে পাথেয় দাও'। তখন ওমর গেলেন এবং তাদেরকে তার বাড়ীর ছাদে উঠালেন।

৯৩৩. যাদুল মা'আদ ৩/৫৪৪; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/২২৯, সনদ ছহীহ; বুখারী হা/৪৩৪৯।
৯৩৪. যাদুল মা'আদ ৩/৫৪৪; ইবনু হিশাম ২/৫৯৭। বর্ণনাটির সনদ 'যঈফ' *(ঐ, তাহকীক ক্রমিক ১৯৮৪)*।

দেখা গেল সেখানে উটের বোঝার ন্যায় বড় বড় খেজুরের স্তূপ রয়েছে। তারা সেখান থেকে তাদের প্রয়োজন মত নিয়ে নিল। নু'মান বলেন, আমি সবশেষে বের হই এবং দেখি যে, পূর্বের একটি খেজুরও তার স্থান থেকে হারিয়ে যায়নি'।[৯৩৫]

*[**শিক্ষণীয় :** (১) মেহমানকে সর্বাবস্থায় সম্মান করতে হবে। প্রয়োজনে তাদেরকে পাথেয় দিতে হবে। (২) সৎ নিয়ত থাকলে আল্লাহ বান্দাকে সাহায্য করে থাকেন। যেমন আল্লাহ ওমরকে সাহায্য করলেন। (৩) এটি রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আর বরকত এবং অপারগ হওয়া সত্ত্বেও আমীরের নির্দেশ মেনে নেওয়ার নগদ ইলাহী পুরস্কার। (৪) এটি রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম মু'জিযা।]*

১৩. দাউস প্রতিনিধি দল (وفد دَوْس) :

ইয়ামনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছিল এই গোত্রের বসবাস। প্রথমে ১০ম নববী বর্ষে দাউস গোত্রের নেতা ও বিখ্যাত কবি তোফায়েল বিন আমর মক্কায় যান। মক্কাবাসীরা শহরের বাইরে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তাদের ধারণা মতে জাদুগ্রস্ত (?) মুহাম্মাদ-এর কাছে যেতে তাকে নিষেধ করে। কিন্তু তিনি একদিন খুব ভোরে কা'বাগৃহে যান ও রাসূল (ছাঃ)-কে পেয়ে যান। তিনি তাঁর মুখে কুরআন শুনে মুগ্ধ হন এবং ইসলাম কবুল করেন'। অতঃপর তিনি ফিরে গিয়ে তার কওমকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু তার কওমে যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পাওয়ায় দীর্ঘদিন দাওয়াত দিয়ে কোন ফল না পেয়ে এক পর্যায়ে তিনি নিরাশ হয়ে পড়েন এবং রাসূল (ছাঃ)-কে তার কওমের বিরুদ্ধে বদ দো'আ করার আবেদন জানান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জন্য হেদায়াতের দো'আ করে বলেন, اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ 'হে আল্লাহ! তুমি দাউস কওমকে সুপথ প্রদর্শন কর এবং তাদেরকে (মুসলমান করে) নিয়ে এসো'।[৯৩৬]

অতঃপর আমাকে বলেন, তুমি তোমার কওমের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান কর ও তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর। আমি তাই করলাম। ফলে সত্বর আমার গোত্রের লোকেরা ইসলাম কবুল করল এবং ৭০ অথবা ৮০ জনের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে আমি মদীনায় এলাম। কিন্তু ঐ সময়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খায়বর অভিযানে থাকায় আমরা খায়বরে চলে যাই এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি'।[৯৩৭] এই দলেই ছিলেন পরবর্তীতে শ্রেষ্ঠতম হাদীছজ্ঞ ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। যদি সেদিন রাসূল (ছাঃ) বদ দো'আ করতেন, আর দাউস কওম ধ্বংস হয়ে যেত, তাহ'লে আবু হুরায়রার মত ছাহাবীর খিদমত থেকে মুসলিম উম্মাহ বঞ্চিত হয়ে যেত। অতএব 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য' *আলহামদুলিল্লাহ*।

---

৯৩৫. যাদুল মা'আদ ৩/৫৪৫; আহমাদ হা/২৩৭৯৭, ছহীহ লেগায়রিহী -আরনাঊত্ব।
৯৩৬. বুখারী হা/২৯৩৭; মুসলিম হা/২৫২৪; মিশকাত হা/৫৯৯৬।
৯৩৭. ইবনু হিশাম ১/৩৮৪-৮৫; যাদুল মা'আদ ৩/৫৪৬।

*[**শিক্ষণীয় :** দ্বীনের দাওয়াতে দ্রুত ফল লাভের আশা করা যাবে না বা নিরাশ হওয়া যাবে না। ধৈর্য ধারণ করতে হবে। বদ দো'আ না করে বরং সর্বদা লোকদের হেদায়াতের জন্য দো'আ করা উচিত]*

১৪. নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দল (وفد نصارى نجران) :

নাজরান ৭৩টি পল্লী সমৃদ্ধ খ্রিষ্টানদের একটি বিরাট নগরীর নাম। বর্তমানে সড়কপথে এটি মদীনা থেকে দক্ষিণে ১২০৫ কি.মি. দূরে ইয়ামন সীমান্তে অবস্থিত। সেসময় একটি দ্রুতগামী ঘোড়ার পক্ষে উক্ত নগরী একদিনে পরিভ্রমণ করা সম্ভবপর ছিল না। উক্ত নগরীতে এক লক্ষ দক্ষ যোদ্ধা পুরুষ ছিলেন। নগরীটি মক্কা হ'তে ইয়ামনের দিকে সাত মনযিল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। রাষ্ট্রনেতা, ধর্মনেতা, রাজনৈতিক নেতা, অর্থনৈতিক নেতা প্রভৃতি পদবীধারী দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ দ্বারা নগরীটি পুরোদস্তুর একটি সুশৃংখল নগর-রাষ্ট্ররূপে সারা আরবে সুপরিচিত ছিল।

নাজরান প্রতিনিধি দলের মদীনায় আগমন সম্পর্কে হাদীছ সমূহে যেসকল বিবরণ এসেছে, তাতে মানছূরপুরীর বক্তব্য মতে দু'বার এই প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটেছিল। প্রথমবার তিন জনের এবং পরের বার ৬০ জনের। দু'টি দলই সম্ভবতঃ অল্পদিনের ব্যবধানে ৯ম হিজরীতে মদীনায় এসেছিল এবং ইসলাম কবুল করা ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল।

বায়হাক্বী দালায়েল-এর বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাজরানবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র লেখেন।- مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلَى أَسْقُف نَجْرَان: إِنْ أَسْلَمْتُمْ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمْ إِلَهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ، وَأَدْعُوكُمْ إِلَى وِلَايَةِ اللهِ مِنْ وِلَايَةِ الْعِبَادِ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَالْجِزْيَةُ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ آذَنْتُكُمْ بِحَرْبٍ وَالسَّلَامُ 'আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হ'তে নাজরানের বিশপ-এর প্রতি- 'যদি তোমরা ইসলাম কবুল কর, তাহ'লে আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা করব, যিনি ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব-এর উপাস্য। অতঃপর আমি তোমাদেরকে মানুষের দাসত্ব হ'তে আল্লাহ্র দাসত্বের প্রতি এবং মানুষের বন্ধুত্ব হ'তে আল্লাহ্র বন্ধুত্বের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। যদি তোমরা অস্বীকার কর, তাহ'লে জিযিয়া দিবে। যদি সেটাও অস্বীকার কর, তাহ'লে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি। ওয়াসসালাম।[৯৩৮]

---

৯৩৮. বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ৫/৩৮৫; যাদুল মা'আদ ৩/৫৪৯; আল-বিদায়াহ ৫/৫৩; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ৪২৫; সনদ যঈফ।

'মুবাহালা' (الْمُبَاهَلَةُ) :

'মুবাহালা' অর্থ পরস্পরকে ধ্বংসের অভিশাপ দিয়ে আল্লাহ্র নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করা'। উপরে বর্ণিত পত্র পাওয়ার পর নাজরানদের ধর্মনেতা 'বিশপ' (الأُسْقُف) সকলের সঙ্গে আলোচনা করে তিনজন প্রতিনিধিকে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে প্রেরণ করেন। তারা হ'লেন হামদান গোত্রের শুরাহবীল বিন ওয়াদা'আহ হামদানী (شُرَحْبِيلُ بْنُ وَدَاعَةَ), হিমইয়ার গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন শুরাহবীল আছবাহী এবং বনু হারেছ গোত্রের জাব্বার বিন ফায়েয হারেছী (جَبَّارُ بْنُ فَيْضٍ)। তারা মদীনায় গিয়ে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারা পূর্ব থেকেই ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ঈসা ও মারিয়ামকে আল্লাহ্র বেটা ও স্ত্রী হিসাবে আল্লাহ্র সাথে শরীক করতেন। তাদের ধারণা ছিল মুহাম্মাদ (ছাঃ) সত্যিকারের নবী হ'লে উক্ত ধারণায় বিশ্বাসী হবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা কাল এসো। পরদিন সকালে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়-

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ- الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ- فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ- (آل عمران ٥٩-٦١)-

'নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্র নিকটে আদমের ন্যায়। তাকে তিনি সৃষ্টি করেন মাটি দিয়ে। অতঃপর বলেন, হয়ে যাও, তখন হয়ে গেল' *(৫৯)*। 'সত্য আসে তোমার প্রভুর পক্ষ হ'তে। অতএব তুমি সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(৬০)*। 'অতঃপর যে ব্যক্তি তোমার সাথে তার (ঈসা) সম্পর্কে ঝগড়া করে তোমার নিকটে সঠিক জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও, তাকে তুমি বলে দাও, এসো আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের, আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের। তারপর চল আমরা সবাই মিলে আল্লাহ্র নিকটে মিনতি ভরে প্রার্থনা করি। অতঃপর মিথ্যাবাদীদের প্রতি আমরা আল্লাহ্র অভিসম্পাত কামনা করি' *(আলে ইমরান ৩/৫৯-৬১)*।

উক্ত আয়াতগুলি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিনিধি দলকে শুনিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি হাসান, হোসায়েন ও তাদের মা ফাতেমাকে নিয়ে মুবাহালার জন্য বেরিয়ে এলেন। কোন কোন বর্ণনায় হযরত আলীর কথাও এসেছে। এর দ্বারা তিনি তাদের জানিয়ে দিতে চাইলেন যে, মুবাহালার জন্য তিনি এখুনি প্রস্তুত। যদিও প্রতিনিধি দলের পরিবার তাদের সাথে ছিল না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই দৃঢ় প্রত্যয় দেখে প্রতিনিধি দলের মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হ'ল। তারা প্রথমদিন অস্বীকার করলেও পরের দিন রাতের বেলা একান্তে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল যে, মুবাহালা করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনার চাইতে তাঁর অধীনতা স্বীকার করার মধ্যেই আমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। অতএব সকালে এসে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং সন্ধিচুক্তির আগ্রহ ব্যক্ত করে। অতঃপর নির্দিষ্ট পরিমাণ জিযিয়া কর দেবার শর্তে রাসূল (ছাঃ) তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন।

চুক্তিপত্রটি লেখেন হযরত মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ) এবং তাতে সাক্ষী হিসাবে নাম স্বাক্ষর করেন আবু সুফিয়ান ইবনু হারব (সাবেক কুরায়েশ নেতা), গায়লান বিন আমর, মালেক বিন 'আওফ ও আক্বরা বিন হাবেস (রাঃ)।[৯৩৯]

অতঃপর প্রতিনিধি দলটি নিজ গোত্রে ফিরে আসে। তাদেরকে অভ্যর্থনার জন্য বিশপের নেতৃত্বে একটি দল আগেই নগরীর বাইরে এসে গিয়েছিল। চুক্তিনামাটি বিশপের হাতে সমর্পণ করলে তা পড়ার জন্য তার চাচাতো ভাই আবু আলক্বামা বিশর বিন মু'আবিয়া তার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তাতে তিনি উটের পিঠ থেকে নীচে পড়ে যান ও রাসূল (ছাঃ)-কে ইঙ্গিত করে বলেন, 'ঐ ব্যক্তির মন্দ হৌক যিনি আমাকে এই কষ্ট দিলেন'। তখন বিশপ তাকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, তুমি কি বলছ হিসাব করে বলো। وَاللهِ إِنَّهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ 'আল্লাহ্র কসম! ইনি আল্লাহ্র প্রেরিত নবী'। واللهِ إِنَّهُ لَلنَّبِيُّ الذى كُنَّا نَنْتَظِرُ 'আল্লাহ্র কসম! ইনি অবশ্যই সেই নবী, আমরা যার প্রতীক্ষা করে আসছি'। একথা শোনার সাথে সাথে আবু আলক্বামা তার উটের মুখ মদীনার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং ঐ অবস্থাতেই রওয়ানা করলেন। বিশপ তাকে বারবার অনুরোধ করেও ফিরাতে ব্যর্থ হ'লেন। আবু আলক্বামা সোজা মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন ও সেখানেই থেকে যান ও পরে শহীদ হন *(যাদুল মা'আদ ৩/৫৫৫)*।

অতঃপর প্রতিনিধিদল গোত্রের গীর্জায় পৌঁছে গেলে সেখানকার পাদ্রী সবকিছু শুনে ইসলাম কবুলের জন্য তখনই মদীনায় রওয়ানা হ'তে চাইলেন। তিনি গীর্জার দোতলায় তার কক্ষ হ'তে চীৎকার দিয়ে বলতে থাকেন, আমাকে এখুনি নামতে দাও। নইলে আমি এখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জীবন বিসর্জন দেব। পরে লোকেরা তাকে নামতে দিল। তিনি একটি পেয়ালা, একটি লাঠি ও একটি চাদর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে তখনই মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি ইসলাম কবুল করার পর বেশ কিছু দিন মদীনায় অবস্থান করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুমতি নিয়ে নাজরান ফিরে আসেন। তাঁর দেওয়া উপঢৌকন আব্বাসী খলীফাদের সময় পর্যন্ত রক্ষিত ছিল।

---

৯৩৯. পূর্ণ চুক্তিপত্রটি দ্রষ্টব্য : বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত (বৈরূত ঃ ১৪০৫/১৯৮৫) ৫/৩৮৯ 'নাজরান প্রতিনিধি দল' অনুচ্ছেদ; বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান ৭৫-৭৭ পৃঃ।

প্রথম প্রতিনিধিদলটি ফিরে আসার অল্প দিনের মধ্যেই ৬০ জন আরোহীর একটি বিরাট প্রতিনিধিদল নিয়ে স্বয়ং বিশপ আবুল হারেছ অথবা আবু হারেছাহ বিন আলক্বামা রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। তার সঙ্গে ১৪ জন নেতার মধ্যে সর্বোচ্চ তিনি সহ আরও দু'জন ছিলেন। যাদের একজন হ'লেন নাজরানের শাসক (عَاقِبٌ) আব্দুল মাসীহ এবং প্রধান বিচারপতি ও প্রশাসক (سَيِّدٌ) আইহাম (الْأَيْهَم) অথবা শুরাহবীল। ইনি সামাজিক ও আর্থিক বিষয়াদিও দেখাশোনা করতেন।

সম্ভবতঃ এটা রবিবার ছিল। আছরের সময় মদীনায় পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের অনুমতি দেন। তারা সেখানে প্রবেশ করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করেন। কিছু মুসলমান তাদেরকে বাধা দিতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেন *(ইবনু হিশাম ১/৫৭৪-৭৫)*।

খ্রিষ্টানদের এই বিরাট দলটি মদীনায় উপস্থিত হওয়ায় কিছু ইহূদী এসে তাদের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে বচসায় লিপ্ত হ'ত। একদিন তারা এসে বলল, ইবরাহীম (আঃ) ইহূদী ছিলেন। জওয়াবে খ্রিষ্টান নেতারা বললেন, ইবরাহীম (আঃ) নাছারা ছিলেন। তখন সূরা আলে ইমরান ৬৫-৬৮ আয়াতগুলি নাযিল হয়। যেখানে বলা হয় যে, مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيْفاً مُّسْلِمًا 'ইবরাহীম না ইহূদী ছিলেন, না নাছারা ছিলেন। বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম' *(আলে ইমরান ৩/৬৭)*।[৯৪০]

আরেকদিন তারা এসে খ্রিষ্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলল, তোমাদের এই নবী কি চান যে, আমরা তার ইবাদত করি, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসার পূজা করে থাকে? তখন এর প্রতিবাদে সূরা আলে ইমরানের ৭৯ ও ৮০ আয়াত দু'টি নাযিল হয়'।-

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللهِ وَلَـــكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ- (آل عمران ٧٩-٨٠)-

'এটা কোন মানুষের জন্য বিধেয় নয় যে, তাকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুঅত প্রদান করেন, অতঃপর সে লোকদের বলে যে, তোমরা সবাই আল্লাহকে ছেড়ে আমার গোলাম হয়ে যাও। বরং একথা বলবে যে, তোমরা সবাই আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। এটা এজন্য যে, তোমরা মানুষকে কিতাব শিক্ষা দিয়ে থাক এবং তোমরা তা পাঠ করে থাক'

৯৪০. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আলে ইমরান ৬৭ আয়াত; যাদুল মা'আদ ৩/৫৫১।

(৭৯)। ‘আর তিনি তোমাদের এটা আদেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ কর। মুসলিম হওয়ার পরে কি তিনি তোমাদের কুফরীর নির্দেশ দিবেন? (অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করতে বলবেন?)। *(আলে ইমরান ৩/৭৯-৮০)*।[৯৪১]

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক-এর বর্ণনায় এসেছে যে, এই প্রতিনিধিদল মদীনায় অবস্থান কালীন সময়ে তাদের সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের শুরু থেকে ৮০-এর অধিক আয়াত সমূহ নাযিল হয়।[৯৪২]

অতঃপর প্রতিনিধিদল বিদায় গ্রহণকালে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আরয করেন যে, তাদের নিকট থেকে চুক্তির মালামাল আদায়ের জন্য একজন আমানতদার ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হউক। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-কে উক্ত গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং বলেন, هَذَا أَمِيْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ‘ইনি হ’লেন এই উম্মতের আমীন’ অর্থাৎ সবচেয়ে বড় আমানতদার ব্যক্তি’ *(বুখারী হা/৪৩৮০)*। পরে আবু ওবায়দাহ্‌র সর্বোত্তম আমানতদারী, অনুপম চরিত্র ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে নাজরানবাসী দলে দলে মুসলমান হ’তে থাকেন। স্বয়ং ‘আক্বেব’ (শাসক) ও ‘সাইয়েদ’ (প্রধান বিচারপতি) মুসলমান হয়ে যান। পরে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে পাঠান জিযিয়া ও ছাদাক্বা সংগ্রহের জন্য। অর্থাৎ মুসলমানদের নিকট থেকে যাকাত এবং অমুসলমানদের নিকট থেকে জিযিয়া কর। ক্রমে সমস্ত নাজরানবাসী মুসলমান হয়ে যায়।[৯৪৩]

*[**শিক্ষণীয়** : এক ফোঁটা রক্তপাত না ঘটিয়ে স্রেফ ইসলামের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে নাজরানের খ্রিষ্টানরা দলে দলে মুসলমান হয়েছিল। আজও তা সম্ভব। যদি আমরা ইসলামকে সঠিকভাবে মানবজাতির কাছে তুলে ধরতে পারি এবং তারাও ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাসী হয়।]*

১৫. ফারওয়া বিন ‘আমর আল-জুযামীর দূতের আগমন (رسول فَرْوَةَ بنِ عَمْرٍو الْجُذَامِيِّ)

রোমক সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের আরব গবর্ণর ফারওয়া বিন ‘আমর-এর রাজধানী ছিল মা‘আন (مَعَان)। জর্ডান, সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের সংশ্লিষ্ট এলাকা তাঁর শাসনাধীনে ছিল। মুবারকপুরী বলেন, ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে সংঘটিত মুতার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অপূর্ব বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলামের সত্যতার উপরে বিশ্বাসী হন এবং ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর উপঢৌকন হিসাবে একটি সাদা খচ্চর সহ রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে একজন দূত প্রেরণ করেন।

---

৯৪১. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আলে ইমরান ৭৯-৮০ আয়াত।
৯৪২. ইবনু হিশাম ১/৫৭৬; ইবনু কাছীর, তাফসীর আলে ইমরান ৬৪ আয়াত।
৯৪৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ৫/৩৮২-৯৩; ইবনু হিশাম ২/৬০০; আর-রাহীক্ব ৪৫০-৫১ পৃঃ।

এ খবর জানতে পেরে রোম সম্রাট তাকে ডেকে পাঠান। অতঃপর তাকে ইসলাম ত্যাগ অথবা মৃত্যু দু'টির একটা বেছে নেওয়ার এখতিয়ার দেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দানের জন্য তাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। কিন্তু খাঁটি মুমিন ফারওয়া বিন 'আমর (রাঃ) ইসলাম ত্যাগের বদলে মৃত্যুকেই বেছে নেন। অতঃপর তাঁকে যেরুযালেম নগরীর 'আফরা' (عَفْراء) নামক ঝর্ণার পাড়ে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

শূলের মঞ্চে পৌঁছে ফারওয়া (রাঃ) নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন,

أَلاَ هَلْ أَتَى سَلْمَى بِأَنَّ حَلِيلَهَا * عَلَى مَاءِ عَفْرَا فَوْقَ إِحْدَى الرَّوَاحِلِ
عَلَى نَاقَةٍ لَمْ يَضْرِبِ الْفَحْلُ أُمَّهَا * مُشَذَّبَةٌ أَطْرَافُهَا بِالْمَنَاجِلِ

'ওহে! আমার স্ত্রী সালমা কি আসবে এমন উটে সওয়ার হয়ে, যে এখনো গর্ভবতী হয়নি? একারণে যে তার স্বামী 'আফরা ঝর্ণার তীরে তীক্ষ্ণধার শূলের একটি কাঠের উপরে অবস্থান করছে'।

অতঃপর হত্যার উদ্দেশ্যে আগত লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নের কবিতাটি পড়েন,

بَلِّغْ سَرَاةَ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّنِي * سَلْمٌ لِرَبِّي أَعْظُمِي وَمَقَامِي

'মুসলিম নেতাদের কাছে তোমরা খবর পৌঁছে দিয়ো যে, আমি আমার অস্থিসমূহ ও মেরুদণ্ডসহ আমার প্রতিপালকের প্রতি অনুগত'।[৯৪৪]

ফারওয়া বিন 'আমর ও অন্যান্য নও মুসলিমদের বিরুদ্ধে রোমক সম্রাটের এহেন নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবাদে এবং রোমকদের ভীত করার জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুর মাত্র দু'দিন পূর্বে উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে শামের তুখূম, বালক্বা, দারূম প্রভৃতি এলাকা ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করার নির্দেশ দেন। যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ঐ অঞ্চলের আরব ও নও মুসলিমদের সাহস দেওয়া। মদীনা থেকে বেরিয়ে তিন মাইল যেতেই রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু আসন্ন সংবাদ পেয়ে অগ্রগমন স্থগিত হয়ে যায়। পরে আবুবকরের খেলাফতের শুরুতে তারা পুনরায় গমন করেন এবং অভিযান শেষে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন'।[৯৪৫]

*[**শিক্ষণীয়** : মুসলমান সবকিছু ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু ঈমান ত্যাগ করতে পারেনা]*

১৬. বনু সা'দ বিন বকর প্রতিনিধি (وفد بني سعد بن بكر) :

বনু সা'দ বিন বকর-এর একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে তাদের নেতা যেমাম বিন ছা'লাবাহ (ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ) রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে আসেন। অতঃপর বাহিরে উট বেঁধে রেখে তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন ও বলেন, তোমাদের মধ্যে ইবনু আব্দিল মুত্ত্বালিব কে?

---

৯৪৪. ইবনু হিশাম ২/৫৯২; যাদুল মা'আদ ৩/৫৬৪-৬৫; আর-রাহীক্ব ৪৪৫ পৃঃ। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ *(তাহকীক, ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৯৭৮)*।

৯৪৫. আর-রাহীক্ব ৪৬৩ পৃঃ; ইবনু হিশাম ২/৬৪১-৪২। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : সারিইয়া ৮৯।

জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি'। তিনি বললেন, মুহাম্মাদ? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি আপনাকে কিছু কঠিন বিষয়ে প্রশ্ন করব। মনে কিছু নিবেন না। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি কিছুই মনে করি না। তুমি যা খুশী প্রশ্ন কর। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র কসম দিয়ে তাঁকে বাপ-দাদাদের উপাস্য দেব-দেবী সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, এসবই শিরক। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতঃপর তিনি ইসলামের ফরয সমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে রাসূল (ছাঃ) কালেমা, ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জ সহ ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদী ফরয ব্যাখ্যা করেন। তখন তিনি কালেমা শাহাদাৎ পাঠ করে ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ 'যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, আমি এর চাইতে কিছু বাড়াবো না, কিছু কমাবোও না'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, إِنْ يَصْدُقْ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ 'দুই ঝুটিওয়ালা ব্যক্তি যদি সত্য বলে থাকে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। অতঃপর তিনি তার কওমের নিকট ফিরে যান এবং তাদের নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ ও নিষেধ সমূহ বর্ণনা করেন। অতঃপর তার উপস্থিতিতে সন্ধ্যার মধ্যেই সকল নারী-পুরুষ ইসলাম কবুল করে' *(হাকেম হা/৪৩৮০, হাদীছ ছহীহ)*।

উক্ত ঘটনাটি আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর বর্ণনায় ছহীহ বুখারীতে একটু ভিন্নভাবে এসেছে *(বুখারী হা/৬৩)*। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُنَّ. فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ 'যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম করে বলছি, এগুলির চাইতে আমি একটুও বাড়াবো না, একটুও কমাবো না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি সে সত্য বলে থাকে, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম হা/১২)*।

ইবনু ইসহাক বলেন, যিমাম বিন ছা'লাবাহ তার কওমের নিকট এসে বলেন, بِئْسَتِ اللاَّتُ وَالْعُزَّى فَقَالُوا : مَهْ يَا ضِمَامُ اتَّقِ الْبَرَصَ وَالْجُنُونَ وَالْجُذَامَ . قَالَ وَيْلَكُمْ إِنَّهُمَا مَا يَضُرَّانِ وَلاَ يَنْفَعَانِ 'লাত-'উযযার মন্দ হৌক! লোকেরা বলল, থাম হে যিমাম! শ্বেতী রোগ, উন্মাদ ও কুষ্ঠ রোগ হওয়াকে ভয় কর। তিনি বললেন, তোমাদের ধ্বংস হৌক! লাত-'উযযা কারু কোন ক্ষতি করতে পারে না বা কারু কোন উপকার করতে পারে না'। আল্লাহ একজন রাসূলকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপরে কিতাব নাযিল করেছেন। তাঁর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বের কৃতকর্ম সমূহ থেকে বাঁচাতে চাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি তাঁর নিকট থেকে তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছি, যা তিনি তোমাদের প্রতি

আদেশ করেছেন ও নিষেধ করেছেন। অতঃপর তাঁর উপস্থিতিতে সন্ধ্যার মধ্যেই তাঁর সম্প্রদায়ের সবাই ইসলাম কবুল করেন। নারী বা পুরুষের একজনও বাকী ছিলনা'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِدِ قَوْمٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ ضِمَامِ ابْنِ ثَعْلَبَةَ 'যিমাম বিন ছা'লাবাহ্র ন্যায় কোন সম্প্রদায়ের উত্তম প্রতিনিধি সম্পর্কে আমরা শুনিনি'।[৯৪৬] ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة 'আমি যিমাম বিন ছা'লাবাহ্র চাইতে সুন্দর ও সারগর্ভ প্রশ্নকারী হিসাবে কাউকে দেখিনি' *(আল-ইছাবাহ, যিমাম ক্রমিক ৪১৮২)*।

*[**শিক্ষণীয়** : (১) অনেক সময় একজন সাহসী নেতাই একটি সম্প্রদায়ের হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট হন। (২) সংক্ষেপে সারগর্ভ কথা বলাই জ্ঞানী নেতার কর্তব্য। (৩) ছবি-মূর্তির ক্ষমতার প্রতি মানুষের যে একটা অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে, উক্ত ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। (৪) হক জানতে পারার সাথে সাথে বাতিল থেকে তওবা করে হক কবুল করতে হবে। এ ব্যাপারে গড়িমসি করাটা শয়তানী ধোঁকার শামিল। (৫) নেতার প্রতি কর্মীদের অটুট বিশ্বাস ও নিখাদ আনুগত্যের প্রমাণ রয়েছে যেমাম ও তার সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডে।*

১৭. তারেক বিন আব্দুল্লাহ্র প্রতিনিধিদল (وفد طارق بن عبد الله) :

তারেক বিন আব্দুল্লাহ ছিলেন 'রাবাযাহ' (الرَّبَذَة) এলাকার বাসিন্দা। তাঁর ইসলাম গ্রহণ বিষয়ে তিনি বর্ণনা করেন যে, একদা আমি মক্কার 'যুল-মাজায' বাজারে (سوق المجاز) দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় একজন লোক সেখানে এসে বলতে থাকেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوْا 'হে জনগণ! তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে'। কিন্তু সেখানেই তার পিছে পিছে তাকে পাথর ছুঁড়ে মারতে মারতে একজন লোককে বলতে শুনলাম, يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ 'হে জনগণ! তোমরা এ ব্যক্তির আনুগত্য করো না। কেননা সে মহা মিথ্যাবাদী' *(হাকেম হা/৪২১৯, সনদ ছহীহ)*। পরে লোকদের কাছে জানতে পারলাম যে, দু'জনেই বনু হাশেমের লোক। প্রথম জন 'মুহাম্মাদ' যিনি নিজেকে আল্লাহ্র নবী বলে দাবী করেন এবং দ্বিতীয়জন তার চাচা আব্দুল 'উযযা, যিনি তাকে অস্বীকার করেন'। আবু লাহাবের প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল 'উযযা।[৯৪৭]

---

৯৪৬. যাদুল মা'আদ ৩/৫৬৫-৬৬; ইবনু হিশাম ২/৫৭৩-৭৫; হাদীছ ছহীহ সনদ হাসান, তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৯৫২-৫৩; আবুদাউদ হা/৪৮৭; আহমাদ হা/২২৫৪।

৯৪৭. যারা মনে করেন, তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে, তারা এই দাওয়াতের বিষয়টি লক্ষ্য করুন। সাথে সাথে এটাও জেনে রাখুন যে, সত্য প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয় নিজের ঘর থেকেই।

তারেক বিন আব্দুল্লাহ বলেন, তারপর কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে চলে গেছেন। এক সময় আমি ও আমার সাথীগণ ব্যবসা উপলক্ষে মদীনায় গেলাম খেজুর ক্রয়ের জন্য। মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছে আমরা অবতরণ করলাম এজন্য যে, সফরের পোষাক পরিবর্তন করে ভাল পোষাক পরে মদীনায় প্রবেশ করব। এমন সময় পুরানো কাপড় পরিহিত একজন ব্যক্তি এসে আমাদের সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছেন এবং কোথায় যাবেন? আমরা বললাম, রাবাযাহ থেকে এসেছি এবং মদীনাই আমাদের গন্তব্যস্থল'। তিনি বললেন, কি উদ্দেশ্যে? আমরা বললাম, খেজুর ক্রয়ের উদ্দেশ্যে'। ঐ সময় লাগাম দেওয়া অবস্থায় আমাদের লাল উটটি দাঁড়ানো ছিল। তিনি বললেন, উটটি বিক্রি করবেন কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ। বললেন, দাম কত? বললাম, এত পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে দিতে পারি'। অতঃপর তিনি মূল্য কমানোর কোনরূপ চেষ্টা না করেই উটের লাগাম ধরে নিয়ে গেলেন। উনি শহরে পৌঁছে গেলে আমাদের হুঁশ হ'ল যে, অচেনা লোকটি আমাদের উট নিয়ে গেল, অথচ মূল্য পরিশোধের বিষয়ে কোন কথা হ'ল না। আমরা এ নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। তখন আমাদের গোত্রনেতার স্ত্রী যিনি আমাদের সাথে হাওদানশীন ছিলেন, তিনি বললেন, আমি লোকটির চেহারা দেখেছি, যা পূর্ণিমার চাঁদের মত। এমন একজন ব্যক্তি যদি উটের মূল্য না দেন, তবে আমিই তোমাদের মূল্য দিয়ে দেব'।

ইতিমধ্যে একজন ব্যক্তি এসে বললেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাঠিয়েছেন। এই নিন আপনাদের উটের মূল্য বাবদ খেজুর এবং বাকী এগুলি তিনি পাঠিয়েছেন আপনাদের আপ্যায়নের জন্য। আপনারা খেতে থাকুন এবং খেজুরগুলি মেপে নিন'।

অতঃপর আমরা খেয়ে তৃপ্ত হয়ে শহরে প্রবেশ করলাম। যেয়ে দেখি যে, উটের খরিদ্দার সেই ব্যক্তিই মসজিদে মিম্বরে দাঁড়িয়ে লোকদের উপদেশ দিচ্ছেন-

تَصَدَّقُوا، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ خَيْرٌ لَكُمْ. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أَبَاكَ وَأُمَّكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، وَأَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ –

'তোমরা ছাদাক্বা কর। কেননা ছাদাক্বা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। জেনে রাখো উপরের হাত নীচের হাতের চাইতে উত্তম। যাদেরকে তুমি লালন-পালন কর তাদের দিয়ে শুরু কর। তোমার পিতাকে, তোমার মাকে, বোনকে, তোমার ভাইকে এবং তোমার নিকটতম তারপর তোমার নিকটতম ব্যক্তিকে দান কর'।[৯৪৮]

তারেক বিন আব্দুল্লাহ তাওহীদের দাওয়াত পেয়েছিলেন মক্কার বাজারে। অতঃপর মদীনায় তার বাস্তবতা দেখে গোত্রসমেত সবাই মুসলমান হয়ে যান।

---

৯৪৮. ত্বাবারাণী হা/৮১৭৫; হাকেম হা/৪২১৯; বায়হাক্বী ১১০৯৬; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৫৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৫৬২; সনদ ছহীহ।

Contents

*[**শিক্ষণীয়** : বিশুদ্ধ আক্বীদার সাথে উত্তম আচরণ যুক্ত হ'লেই কেবল তা অন্যের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে এবং পরকালে মুক্তির কারণ হয়ে থাকে।]*

একই মর্মে হাদীছ এসেছে রাবী'আহ বিন 'ইবাদ আদ-দু'আলী (رَبِيعَةُ بْنُ عِبَادٍ الدُّؤَلِيُّ) থেকে। তিনি বলেন, আমি হিজরতের পূর্বে রাসূল (ছাঃ)-কে হজ্জের মওসুমে মিনায় তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে দাওয়াত দিতে শুনেছি যে, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا 'হে জনগণ! আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না'। এ সময় তাঁর পিছনে একজন লোককে বলতে শুনেছি, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتْرُكُوا دِيْنَ آبَائِكُمْ 'হে জনগণ! এই ব্যক্তি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের দ্বীন পরিত্যাগ কর'। তখন আমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলা হ'ল, ইনি আবু লাহাব' *(হাকেম হা/৩৮, হাদীছ ছহীহ)*।

*[**শিক্ষণীয়** : চাচা ও ভাতিজা দু'জনেই জনগণকে দাওয়াত দিচ্ছেন। একজন আল্লাহ্র দিকে, অন্যজন বাপ-দাদাদের রীতি-নীতির দিকে। একজন আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের দিকে। অন্যজন জনগণের সার্বভৌমত্বের দিকে। একটি জান্নাতের পথ, অন্যটি জাহান্নামের পথ। যুগে যুগে সত্য-মিথ্যার এ দ্বন্দ্ব অব্যাহত রয়েছে। আগামীতেও থাকবে। জান্নাতীগণ আল্লাহ্র পথ বেছে নিবে আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে। আর এটাই হ'ল চিরন্তন রীতি।]*

১৮. তুজীব প্রতিনিধিদল (وفد تُجيب) :

ইয়ামনের কিন্দা গোত্রের তুজীব শাখার লোকেরা আগেই মুসলমান হয়েছিল। তাদের ১৩ জনের এই প্রতিনিধি দল নিজ গোত্রের মাল-সম্পদ ও গবাদিপশুর যাকাতসমূহ সাথে করে এনেছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা এগুলি ফেরৎ নিয়ে যাও এবং নিজ কওমের ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দাও। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদেরকে বণ্টন করার পর উদ্বৃত্তগুলিই কেবল এখানে এনেছি'।

আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এদের চেয়ে উত্তম কোন প্রতিনিধিদল এযাবত আসেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّ الْهُدَى بِيَدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا شَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِيمَانِ 'হেদায়াত আল্লাহ্র হাতেই নিহিত। তিনি যার কল্যাণ চান, তার বক্ষকে ঈমানের জন্য উন্মুক্ত করে দেন'।

তারা দ্বীনের বিধি-বিধান শেখার জন্য খুবই উদগ্রীব ছিল। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) তাদের তা'লীমের জন্য বেলাল (রাঃ)-কে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করে। তিনি সেগুলির জওয়াব তাদেরকে লিখিয়ে দেন। তারা ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হ'লে ছাহাবায়ে কেরাম তাদের বললেন, এত তাড়া কিসের? তারা

বলল, রাসূল (ছাঃ)-এর দরবার থেকে আমরা যেসব কল্যাণ লাভ করেছি, দ্রুত ফিরে গিয়ে আমরা সেগুলি আমাদের সম্প্রদায়কে জানাতে চাই।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বহুমূল্য উপঢৌকনাদি প্রদান করেন। অতঃপর বিদায়ের সময় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের দলের কেউ বাকী আছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ একজন নওজোয়ান বাকী আছে। যাকে আমরা আমাদের মাল-সামানের পাহারায় রেখে এসেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দাও। তারপর নওজোয়ানটি এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি বনু আবযার সন্তান (يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ بَنِي أَبْذَى)। ইতিপূর্বে যারা আপনার কাছে এসেছিল, আমি তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা আপনার নিকট থেকে তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে গেছে। এক্ষণে আপনি আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিন। আমি আপনার নিকটে কেবল একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করবেন যেন তিনি আমাকে ক্ষমা করেন ও আমার উপরে রহম করেন এবং আমার অন্তরকে মুখাপেক্ষীহীন করেন'। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার জন্য অনুরূপ দো'আ করেন।

অতঃপর ১০ম হিজরীতে রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জে গেলে উক্ত গোত্রের লোকেরাও হজ্জে গমন করে ও রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মিনায় সাক্ষাৎ করে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, বনু আবযার ঐ নওজোয়ানের খবর কি? তারা বলল, ছেলেটির অবস্থা এমন হয়েছে যে, দুনিয়ার সম্পদ তার সামনে ঢেলে দিলেও সে চোখ তুলে সেদিকে তাকায় না'। সে সর্বদা অল্পে তুষ্ট থাকে। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে যখন লোকদের মধ্যে ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে, তখন উক্ত যুবক তার কওমকে নছীহত করে। যার ফলে তারা ইসলামের উপরে দৃঢ় থাকে' *(যাদুল মা'আদ ৩/৫৬৮-৬৯)*।

*[**শিক্ষণীয় :** (ক) প্রত্যেক জনপদে যাকাত ঠিকমত আদায় ও বণ্টন করা হ'লে মুসলিম সমাজে গরীবের অস্তিত্ব থাকবে না। (খ) অল্পে তুষ্ট থাকাই সচ্ছলতার মাপকাঠি। (গ) অত্র ঘটনায় রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় হাদীছ লিখনের দলীল পাওয়া যায়।]*

১৯. বনু সা'দ হুযায়েম প্রতিনিধি দল (وفد بني سعد هُذَيْم) :

কুযা'আহ (قُضَاعَة) গোত্রের শাখা বনু সা'দ হুযায়েম প্রতিনিধি দল আবু নু'মানের নেতৃত্বে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে আসে। আবু নু'মান বলেন, এ সময় মানুষ দু'দলে বিভক্ত ছিল। একদল আগ্রহের সাথে ইসলামে প্রবেশকারী ছিল। অন্যদল তরবারীর ভয়ে ভীত ছিল। অতঃপর আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) মসজিদে একটি জানাযার ছালাত পড়াচ্ছিলেন। আমরা তাতে যোগ দিলাম না। ছালাত শেষে রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? বললাম, বনু সা'দ হুযায়েমের লোক। তিনি বললেন, তোমরা কি মুসলমান? বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে তোমরা কেন তোমাদের ভাইয়ের জানাযার ছালাতে যোগ দিলে না? বললাম,

আমরা ধারণা করেছিলাম, যতক্ষণ আমরা আপনার হাতে বায়‘আত না করব, ততক্ষণ উক্ত ছালাত আদায় করা আমাদের জন্য জায়েয হবে না। তিনি বললেন, যেখানেই তোমরা মুসলমান হও না কেন, তোমরা মুসলমান’। অতঃপর আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে ইসলামের বায়‘আত করলাম। বায়‘আত শেষে আমরা আমাদের মাল-সামানের কাছে ফিরে এলাম। যেগুলি আমাদের কাফেলার সর্বকনিষ্ঠ একটি ছেলের দায়িত্বে ছিল। ইতিমধ্যে রাসূল (ছাঃ) আমাদের সন্ধানে লোক পাঠালেন। অতঃপর আমাদেরকে তাঁর নিকটে নিয়ে যাওয়া হ’ল। তখন আমাদের ঐ ছেলেটি তাঁর দিকে এগিয়ে গেল ও বায়‘আত করল। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! ছেলেটি আমাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং আমাদের খাদেম। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَصْغَرُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ بَارَكَ اللهُ عَلَيْهِ ‘ছোটরাই কওমের খাদেম হয়। আল্লাহ তার উপরে বরকত দান করুন’!

আবু নু‘মান বলেন, আল্লাহ্র কসম! সে আমাদের মধ্যে উত্তম ছিল এবং রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আর বরকতে সে আমাদের মধ্যে কুরআনের সর্বোত্তম পাঠক ছিল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে আমাদের উপর ‘আমীর’ নিযুক্ত করলেন। অতঃপর যখন আমরা ফিরে আসতে চাইলাম, তখন রাসূল (ছাঃ) বেলালকে নির্দেশ দিলেন এবং আমাদের প্রত্যেককে বহু মূল্য রৌপ্যমুদ্রা উপহার দিলেন। আমরা ফিরে এসে আমাদের কওমকে দাওয়াত দিলাম। ফলে আল্লাহপাক তাদের সবাইকে ইসলাম কবুলের তাওফীক দিলেন’ *(যাদুল মা‘আদ ৩/৫৬৯-৭০)*।

*[**শিক্ষণীয় :** (১) নিখাদ আনুগত্য থাকলে আমীরের হাতে বায়‘আত না করলেও চলবে। পরে সুযোগ মত বায়‘আত করবে। (২) কুরআনের পাঠক ও জ্ঞানী হওয়াই ইসলামী নেতৃত্বের মাপকাঠি। (৩) ছোটরা বড়দের উপর আমীর হ’তে পারে। (৪) দাওয়াতের মাধ্যমেই ইসলামের প্রসার ঘটে থাকে।]*

২০. বনু ফাযারাহ প্রতিনিধি দল (وفد بني فَزَارة) :

তাবূক অভিযানের পর ১০/১৫ জনের এই দলটি মদীনায় আসে। বিখ্যাত গোত্র ক্বায়সে ‘আয়লান (قَيْسُ عَيْلاَنَ)-এর অন্তর্ভুক্ত এই লোকেরা আগেই ইসলাম কবুল করেছিল। তাদের বাহন ও চেহারাসমূহ দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের এলাকার অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তারা চরম দুর্ভিক্ষের কথা জানালো। তারা তাদের এলাকায় বৃষ্টি বর্ষণের জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র নিকটে দো‘আ করার আবেদন জানালো। তখন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে দু’হাত উঁচু করে (সম্ভবতঃ জুম‘আর খুৎবায়) নিম্নোক্ত দো‘আ করলেন, যে দো‘আটি পরবর্তীকালে ইস্তিসক্বার ছালাতে সচরাচর পড়া হয়ে থাকে।-

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ- اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا، طَبَقًا وَاسِعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ-

‘হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের ও তোমার গবাদিপশুদের বৃষ্টি দ্বারা পরিতৃপ্ত কর। তোমার রহমতকে বিস্তৃত করো ও তোমার মৃত জনপদকে জীবিত কর’। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টি বর্ষণ কর, যা শান্তিদায়ক, কল্যাণকর, সমতল বিস্তৃত এবং যা উপকারী, ক্ষতিকর নয়। যা দ্রুত, দেরীতে নয়।[৯৪৯]

*[**শিক্ষণীয় :** বৃষ্টি বর্ষণ ও অভাব দূরীকরণের মালিক আল্লাহ। তাই সবকিছুর জন্য কেবল তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হবে।]*

২১. বনু আসাদ প্রতিনিধি দল (وفد بني أسد) :

ইয়ামামা থেকে ১০ জনের এই প্রতিনিধি দলটি মদীনায় আসে। যাদের মধ্যে যিরার বিন আযওয়ার (ضِرَارُ بنُ الْأَزْوَرِ), ওয়াবেছাহ বিন মা‘বাদ এবং তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ আসাদী ছিলেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে ছিলেন। তারা এসে নিজেরা কালেমা শাহাদাত পাঠ করেন। অতঃপর তাদের নেতা হাযরামী বিন ‘আমের বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা নিজেরা এসে ইসলাম কবুল করেছি। আপনি আমাদের নিকটে কোন সেনাদল বা মুবাল্লিগ দল পাঠাননি। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়-

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوْا قُلْ لاَ تَمُنُّوْا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ- (الحجرات ١٧)-

‘তারা মুসলমান হয়ে তোমাকে ধন্য করেছে বলে মনে করে। বলে দাও, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করোনি। বরং আল্লাহ ঈমানের পথ প্রদর্শন করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাক’ *(হুজুরাত ৪৯/১৭)*।

অতঃপর তারা কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করল। যেমন পাখির বোল ও ডাইনে-বামে উড়ে যাওয়া থেকে শুভাশুভ নির্ধারণ করা যাবে কি না, গনৎকারের ভবিষ্যদ্বাণী গ্রহণ করা যাবে কি না ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে এসব থেকে নিষেধ করলেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য তুলায়হা আসাদী রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ‘মুরতাদ’ হয়ে যান ও নিজে নবুঅত দাবী করেন। আবুবকর (রাঃ)-এর সময়

---

৯৪৯. আবুদাঊদ হা/১১৭৬, ১১৬৯, সনদ হাসান; মিশকাত হা/১৫০৬।
যাদুল মা‘আদ ৩/৫৭০-৭১; আর-রাহীক্ব ৪৫০ পৃষ্ঠায় বর্ধিতভাবে বলা হয়েছে,
اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ لاَ سُقْيَا عَذَابٍ وَلاَ هَدْمٍ وَلاَ غَرَقٍ وَلاَ مَحْقٍ اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَانْصُرْنَا عَلَى الْأَعْدَاءِ– ‘হে আল্লাহ! রহমতের বৃষ্টি চাই, আযাবের বৃষ্টি নয়। যা ধ্বসিয়ে দেয় না, ডুবিয়ে দেয় না এবং নিশ্চিহ্ন করে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দ্বারা পরিতৃপ্ত কর এবং আমাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর’ *(কানযুল ‘উম্মাল হা/২১৬০৪; বর্ণনাটির সনদ ‘মুরসাল’ আর-রাহীক্ব, তা‘লীক্ব ১৮০ পৃঃ)*।

Contents

রিদ্দার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শামে পালিয়ে যান। সেখানে গিয়ে পুনরায় মুসলমান হন এবং শেষ পর্যন্ত তার ইসলাম সুন্দর ছিল।[৯৫০]

*[**শিক্ষণীয় :** (১) আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত কেউ হেদায়াত লাভ করতে পারে না। তাই কোন বিষয়ে হেদায়াত লাভের পর পথ প্রদর্শকের প্রতি শুকরিয়া আদায় করতে হবে। সাথে সাথে অধিকহারে আল্লাহ্র দরবারে বিনম্রচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। (২) আমীরের নিকট আল্লাহ্র নামে বায়'আত করার পরেও মুসলমান তা ভঙ্গ করতে পারে। এমনকি নিজেই আমীর দাবী করতে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বায়'আত করার পরেও তুলায়হা আসাদী নিজে নবুঅতের দাবী করে। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেও ইবনু উবাই মুনাফিকদের সর্দার ছিলেন। তাই বলে একারণে রাসূল (ছাঃ) বায়'আতের সুন্নাত বাতিল করেননি।]*

২২. বাহরা প্রতিনিধি দল (وفد بَهْراء) :

ইয়ামন থেকে আগত ১৩ জনের এই প্রতিনিধি দলটি মদীনায় এসে খ্যাতনামা ছাহাবী মিক্বদাদ বিন 'আমর (রাঃ)-এর বাসার সম্মুখে তাদের উট বসিয়ে দেয়। মিক্বদাদ (রাঃ) বাসায় তাদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করার কথা বলে বেরিয়ে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর তাদের ঘরে এনে বসান এবং 'হাইস' (حَيْس) নামক উন্নত মানের খানা পরিবেশন করেন। 'হাইস' হ'ল খেজুর, ছাতু ও ঘি মিশ্রিত অত্যন্ত সুস্বাদু একপ্রকার খাদ্য। হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) একটি পাত্রে করে উক্ত খাদ্যের কিছু অংশ রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য হাদিয়া পাঠান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা থেকে কিছুটা খেয়ে পাত্রটি ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। মিক্বদাদ (রাঃ) দু'বেলা ঐ পাত্রে করে মেহমানদের জন্য খানা পরিবেশন করেন। মেহমানগণ অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে উক্ত খাদ্য খেতে থাকেন। একদিন আশ্চর্য হয়ে তারা মেযবানকে বললেন, আমরা শুনেছিলাম মদীনাবাসীর খাদ্য হ'ল ছাতু, যব ইত্যাদি। কিন্তু এখন দেখছি তার উল্টা। সবচাইতে মূল্যবান ও সুস্বাদু খাদ্য আমরা দু'বেলা খাচ্ছি। এরকম খাদ্য তো আমরা কখনো খাইনি'।

জওয়াবে মিক্বদাদ (রাঃ) বললেন, প্রিয় ভাইয়েরা! এসবই আমাদের প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-এর বরকত। তিনি ঐ পাত্র থেকে কিছু খেয়ে ফেরত দিয়েছিলেন। আর তাতেই বরকত হয়ে তা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, শেষ হচ্ছে না। একথা শুনে প্রতিনিধি দল বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্র রাসূল'। অতঃপর তারা মুসলমান হয়ে যান ও মদীনায় কিছু দিন অবস্থান করেন এবং পবিত্র কুরআন ও ইসলামের হুকুম-আহকাম শিখে ফিরে যান' *(যাদুল মা'আদ ৩/৫৭৩)*।

---

৯৫০. যাদুল মা'আদ ৩/৫৭২; শারহুল মাওয়াহেব ৫/২১১-১২; আল-বিদায়াহ ৫/৮৮। যাদুল মা'আদে তুলায়হাকে ত্বালহা বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ এটি মুদ্রণ জনিত ভুল।

*[**শিক্ষণীয়** : অনেক সময় আল্লাহ পাক নবীগণের মু'জেযার মাধ্যমে অথবা কোন প্রিয় বান্দার প্রতি কারামত প্রদর্শনের মাধ্যমে অন্য বান্দাকে হেদায়াত দান করে থাকেন। এটা স্রেফ আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন বিষয়। তিনি যাকে খুশী তাকে দিয়ে এটা করাতে পারেন। এতে ব্যক্তির নিজস্ব কোন এখতিয়ার নেই। সেকারণ এটি শরী'আতের কোন দলীল নয়।]*

২৩. 'উযরাহ প্রতিনিধি দল (وفد عُذْرة) :

ইয়ামনের কুযা'আহ (قُضَاعَة) গোত্রের উযরাহ শাখার ১২ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলটি জামরাহ বিন নু'মান (جَمْرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ)-এর নেতৃত্বে ৯ম হিজরীর ছফর মাসে মদীনায় আসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, আমরা বনু 'উযরাহ্র লোক এবং মায়ের দিক থেকে (কুরায়েশ নেতা) কুছাইয়ের ভাই। যারা কুছাইকে সাহায্য করেছিলেন এবং বনু খোযা'আহ ও বনু বকরকে মক্কার নেতৃত্ব থেকে বিতাড়িত করতে সহযোগিতা করেছিলেন। আমাদের সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা ও বংশীয় সম্পর্ক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে 'মারহাবা' জানালেন এবং সুসংবাদ দিলেন যে, সত্বর শাম বিজিত হবে এবং রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস ঐ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হবে। বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পাঁচ মাসের মধ্যেই ৯ম হিজরীর রজব মাসে তাবূক অভিযানে বিনা যুদ্ধে শাম বিজিত হয় এবং রোমকরা এলাকা ছেড়ে চলে যায়। তবে পূর্ণ বিজয় সম্পন্ন হয় হযরত ওমরের খেলাফতকালে হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ্র যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে গণৎকারদের নিকটে যেতে এবং বেদীর নিকটে তারা যেসব যবেহ করে থাকে, তা থেকে নিষেধ করেন। অতঃপর বলেন যে, আগামী থেকে কেবল ঈদুল আযহার কুরবানী বাকী থাকবে। এরপর তারা ইসলাম কবুল করল এবং কয়েকদিন অবস্থান করে ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে উত্তম উপঢৌকনাদিসহ বিদায় দেন'।[৯৫১]

*[**শিক্ষণীয়** : (১) রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় যত দূরেরই হৌক, তাকে সম্মান করা ইসলামের নীতি। (২) ঈদুল আযহার কুরবানী ব্যতীত আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য ইসলামে অন্য কোন কুরবানী নেই। অবশ্য আল্লাহ্র নামে যেকোন যবহে নেকী লাভ হয়।]*

২৪. বালী প্রতিনিধি দল (وفد بليّ) :

৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে আবুয যুবাইব (أَبو الضُّبَيْب)-এর নেতৃত্বে শাম থেকে 'বালী' গোত্রের এই প্রতিনিধি দল মদীনায় আসেন এবং রুওয়াইফি' বিন ছাবিত (رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَلَوِيّ)-এর বাড়ীতে মেহমান হন। তিনি তাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর

---

৯৫১. যাদুল মা'আদ ৩/৫৭৪। আর-রাহীক্বে (৪৪৭ পৃঃ) জামরাহ (جَمْرَة)-এর বদলে হামযাহ (حَمْزَة) লেখা হয়েছে। সম্ভবতঃ এটি মুদ্রণ জনিত ভুল।

নিকট নিয়ে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরা আমার কওমের লোক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ও তার কওমের প্রতিনিধি দলকে ‘মারহাবা’ জানান। অতঃপর তারা ইসলাম কবুল করেন। তখন তাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করেছেন। কেননা যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুর উপরে মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামী হবে’। তখন দলনেতা আবুয যুবাইব বলেন, ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মেহমানদারীর প্রতি আমার আসক্তি রয়েছে। এতে কি আমার জন্য কোন পুরস্কার আছে? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। প্রত্যেক সৎকর্ম ধনী বা গরীব যার প্রতিই তুমি করবে, সেটি ছাদাক্বা হবে’। তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মেহমানদারীর মেয়াদ কত দিন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তিনদিন’। অতঃপর প্রশ্ন করলেন, হারানো বকরীর হুকুম কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওটা তোমার বা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ের’। তাদের শেষ প্রশ্ন ছিল, হারানো উটের হুকুম কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘ওটাকে ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না ওর মালিক ওকে পেয়ে যায়’। (উপরে বর্ণিত হাদীছ সমূহ সনদে ও মতনে সরাসরি প্রমাণিত না হ’লেও উক্ত মর্মের ছহীহ হাদীছ সমূহ রয়েছে। *-লেখক*)।

ইসলাম কবুলের পর তারা মেযবানের বাড়ীতে তিন দিন অবস্থান করেন। অতঃপর বিদায়ের সময় রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে উপযুক্ত উপঢৌকনাদি প্রদান করেন *(যাদুল মা‘আদ ৩/৫৭৪)*।

উল্লেখ্য যে, হযরত আমর ইবনুল ‘আছ-এর দাদী ছিলেন এই গোত্রের মহিলা। সেই সুবাদে মুতা যুদ্ধের পর ৮ম হিজরীর জুমাদাল আখেরাতে উক্ত অঞ্চলে তাঁর নেতৃত্বে ৩০০ সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠানো হয়। যাতে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমকদের সঙ্গে একজোট না হয়। যেটি ‘সারিইয়া যাতুস সালাসেল’ নামে পরিচিত *(যুদ্ধ সমূহ ক্রমিক ৭০)*।

*[**শিক্ষণীয় :** কেবলমাত্র বিশ্বাস নয় বরং বিধি-বিধান সমূহ পালনের নাম হ’ল ইসলাম।]*

২৫. বনু মুর্রাহ প্রতিনিধি দল (وفد بنى مُرَّةَ) :

হারেছ বিন ‘আওফের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের বনু মুর্রাহ প্রতিনিধি দল ৯ম হিজরীতে তাবূক থেকে ফেরার পর রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে আগমন করে। তারা এসে বলে, আমরা আপনার কওমের এবং আপনার বংশের। আমরা বনু লুওয়াই বিন গালিব-এর বংশধর। একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) মুচকি হাসলেন। অতঃপর তিনি হারেছকে বললেন, তোমার পরিবারকে কোথায় ছেড়ে এসেছ? তিনি বললেন, ‘অস্ত্র ও অস্ত্রধারীদের নিকট’। তোমাদের এলাকাকে কেমন ছেড়ে এসেছ? বললেন, আমরা দুর্ভিক্ষ পীড়িত। মাল-সম্পদের কিছুই নেই। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো‘আ করুন! তখন রাসূল (ছাঃ) দো‘আ করলেন, اَللَّهُمَّ اسْقِهِمُ الْغَيْثَ ‘হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে বৃষ্টি দ্বারা

পরিতৃপ্ত কর'। অতঃপর তারা কয়েকদিন অবস্থান করল। তারপর দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বিদায় নিতে এল। তখন তিনি বেলালকে নির্দেশ দিলেন তাদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য। বেলাল তাদের প্রত্যেককে ১০ উক্বিয়া (রৌপ্যমুদ্রা) করে এবং নেতা হারেছকে ১২ উক্বিয়া হাদিয়া দিলেন। অতঃপর তারা নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কবে বৃষ্টি হয়েছিল? দেখা গেল, সেটা ছিল ঐদিন, যেদিন রাসূল (ছাঃ) তাদের জন্য দো'আ করেছিলেন। এরপর থেকে তাদের অঞ্চল শস্য-শ্যামল থাকে'।[৯৫২]

*[**শিক্ষণীয় :** (১) সর্বদা আত্মীয়তার সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। (২) দুর্ভিক্ষের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করতে হবে। (৩) মেহমানকে হাদিয়া দেওয়া এবং নেতাকে কিছু বেশী দেওয়া কর্তব্য। (৪) নেককার মুমিনের দো'আ দ্রুত কবুল হয়।]*

২৬. খাওলান প্রতিনিধি দল (وفد خَولان) :

ইয়ামন থেকে ১০ম হিজরীর শা'বান মাসে দশ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলটি মদীনায় আসে। তারা এসে বলেন, আমরা ইতিপূর্বে ঈমান এনেছি। কিন্তু দীর্ঘ পথ সফর করে আমাদের মদীনায় আসার একটাই কারণ প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করা।

অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের পূর্বের দেব-প্রতিমা 'আম্মু আনাস' (عَمٌّ أَنَسٍ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, আল্লাহ্র হাযার শোকর! আপনার শিক্ষা আমাদেরকে ঐ ফিৎনা থেকে রক্ষা করেছে। কিছু বুড়া-বুড়ীই কেবল এখনো ঐ মূর্তির পূজা করে থাকে। এবার ফিরে গিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা মূর্তিটা গুঁড়িয়ে দেব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা ঐ মূর্তিপূজার দু'একটি ঘটনা শোনাও তো'। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! একদিন আমরা একশ' বলদ একত্রিত করি এবং সবগুলি একই দিনে 'আম্মে আনাসের নামে কুরবানী করি। অতঃপর সেগুলি সব জন্তু-জানোয়ারে খেয়ে যায়। অথচ আমরা নিজেরাই ছিলাম অভাবী এবং গোশতের মুখাপেক্ষী'।

তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! গবাদিপশু এবং উৎপাদিত খাদ্যশস্য হ'তে আমরা 'আম্মে আনাসের জন্য নির্ধারিত অংশ বের করে রাখতাম। উৎকৃষ্ট ফসলের অংশটি 'আম্মে আনাসের জন্য এবং নিকৃষ্ট অংশটি আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করতাম। আর ফসল খারাপ হলে আল্লাহ্র অংশ দিতাম না। বরং আল্লাহ্র অংশটা 'আম্মে আনাসের নামে উৎসর্গ করতাম। কিন্তু 'আম্মে আনাসের অংশ কখনোই বাদ যেত না'।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে দ্বীনের ফরয-ওয়াজিবাত শিক্ষা দিলেন এবং বিশেষ করে তাদেরকে নিম্নের বিষয়গুলি শিখালেন।-

---

৯৫২. শারহুল মাওয়াহেব ৫/২১৭, ২৫তম প্রতিনিধি দল; যাদুল মা'আদ ৩/৫৭৭-৭৮। এখানে যাদুল মা'আদে যু-মুর্রাহ প্রতিনিধি দল (وَفْدُ ذِىْ مُرَّةَ) বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ এটি মুদ্রণ জনিত ভুল।

(১) অঙ্গীকার পূর্ণ করা (২) আমানত রক্ষা করা (৩) প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা (৪) কারু প্রতি যুলুম না করা। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে (الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)।[৯৫৩]

*[**শিক্ষণীয় :** শিরকী আক্বীদা দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই ধ্বংস করে। এযুগের কবরপূজারী ও অন্যান্য পূজারীদের দিকে তাকালেই এর দৃষ্টান্ত মিলবে। যারা ছবি-মূর্তি-স্মৃতিসৌধ শহীদ মিনার ও কবরে লাখ লাখ টাকা ঢালে। কিন্তু একজন অসহায় মানুষকে কিছুই দিতে চায় না।]*

২৭. মুহারিব প্রতিনিধি দল (وفد مُحَارِب) :

দশ সদস্যের এই প্রতিনিধিদল ১০ম হিজরী সনে বিদায় হজ্জের বছরে মদীনায় আসে। এরা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে আরবদের মধ্যে সর্বাধিক বিদ্বেষী ও কঠোর হৃদয়ের। তাদেরকে রামলাহ বিনতুল হারেছ-এর গৃহে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মেহমানদারীর জন্য বেলাল (রাঃ)-কে নিযুক্ত করেন। সকাল-সন্ধ্যা তিনি তাদের খাবার পরিবেশন করতেন। একদিন রাসূল (ছাঃ) যোহর থেকে আছর পর্যন্ত তাদের জন্য সময় দিলেন। এ সময় তিনি এক ব্যক্তির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়ে বলেন, তোমাকে আমি যেন ইতিপূর্বে কোথায় দেখেছি? লোকটি বলল, আল্লাহ্র কসম! আপনি আমাকে দেখেছেন এবং আমার সাথে কথাও বলেছেন। আর সেটা হ'ল মক্কার 'ওকায' (عُكَاظ) বাজারে যখন আপনি লোকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। অথচ আমি আপনার বক্তব্যের কঠোর প্রতিবাদ করি এবং নিকৃষ্ট বাক্য সমূহ প্রয়োগ করি'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। ঠিক'। ঐ ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঐদিন আমার সাথীদের মধ্যে আমার চাইতে বেশী আপনাকে কেউ গালি দেয়নি এবং আমার চাইতে বেশী ইসলামের বিরোধিতাকারী সেদিন কেউ ছিল না। আমার সেই সব সাথীরা সকলেই স্ব স্ব পিতৃধর্মে মৃত্যুবরণ করেছে। অথচ তারা আপনার ব্যাপারে আমার চাইতে বেশী কঠোর ছিল না। অতএব فَأَحْمَدُ اللهَ الَّذِي أَبْقَانِي حَتَّى صَدَّقْتُ بِكَ 'আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করছি, যিনি আজও আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করার জন্য'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ 'নিশ্চয় মানুষের অন্তরসমূহ আল্লাহ্র দু'আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে। তিনি যেভাবে খুশী সেটাকে পরিচালিত করেন' *(তিরমিযী হা/২১৪০)*। অতঃপর ঐ ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার বিগত গোনাহ সমূহ মাফের জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করুন'। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّ الْإِسْلاَمَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْكُفْرِ 'ইসলাম তার পূর্বেকার সকল কুফরী দূর করে দেয়'। অতঃপর তিনি খুযায়মা বিন

৯৫৩. যাদুল মা'আদ ৩/৫৭৮; বুখারী হা/২৪৪৭; মুসলিম হা/২৫৭৯; মিশকাত হা/৫১২৩।

সুওয়া’ (خُزَيْمَةُ بْنُ سُوَاءَ)-এর মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে দেন। তাতে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যায়।[৯৫৪]

একই ধরনের বক্তব্য এসেছে, যখন আমর ইবনুল ‘আছ ইসলাম কবুল করার জন্য মদীনায় আসেন, তখন বায়‘আতের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে আবার টেনে নেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইসলাম কবুল করার পর আমার বিগত গোনাহ সমূহ মাফ হবে কি? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ইসলাম (يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ) বিগত সকল গোনাহ ধ্বসিয়ে দেয় এবং হিজরত বিগত সকল গোনাহ ধ্বসিয়ে দেয়’ *(মুসলিম হা/১২১; মিশকাত হা/২৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّ الْإِسْلاَمَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ ‘নিশ্চয় ইসলাম তার বিগত সকল গোনাহ দূরীভূত করে দেয়’ *(আহমাদ হা/১৭৮৬১, সনদ ছহীহ)*।

*[**শিক্ষণীয় :** প্রকৃত তওবা ও বায়‘আত মানুষকে নতুন জীবন দান করে।]*

২৮. ছুদা প্রতিনিধি দল (وفد صُداء) :

৮ম হিজরীর যুলক্বা‘দাহ মাসে এই প্রতিনিধি দল আগমন করে। হোনায়েন যুদ্ধের পর জি‘ইর্রানাহ থেকে মদীনায় ফেরার পথে রাসূল (ছাঃ) ক্বায়েস বিন সা‘দ বিন ওবাদাহ-এর নেতৃত্বে ৪০০ সৈন্যের একটি দলকে ইয়ামন সীমান্তবর্তী ছুদা অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তখন তাদের নেতা যিয়াদ ইবনুল হারেছ ছুদাঈ রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হন এবং অনুরোধ করে বলেন, আপনি সৈন্যদলকে ফিরিয়ে নিন। আমি আমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিচ্ছি’। তখন রাসূল (ছাঃ) সেনাদল ফেরত নিলেন। অতঃপর যিয়াদ ফিরে গিয়ে নিজ কওমকে ইসলামের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন এবং নেতৃস্থানীয় ১৫ জনকে নিয়ে বছরের শেষদিকে দ্বিতীয়বার মদীনায় আসেন। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে তাঁর নিকটে বায়‘আত করে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর ফিরে গিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেন। ফলে ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় এই সম্প্রদায়ের ১০০ জন লোক রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী হন’।[৯৫৫]

*[**শিক্ষণীয় :** (১) দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের প্রসার ঘটেছে, এটি তার অন্যতম প্রমাণ। (২) খবরে ওয়াহেদ অর্থাৎ একজনের সাক্ষ্য যে গ্রহণযোগ্য, যিয়াদের ঘটনায় তার প্রমাণ রয়েছে।]*

২৯. গাসসান খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দল (وفد نصارى غسَّان) :

সিরিয়া এলাকা হ’তে তিন সদস্যের এই খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দলটি ১০ম হিজরীর রামাযান মাসে মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করে। রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বহু উপঢৌকন প্রদান করেন। অতঃপর তাঁরা নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত

---

৯৫৪. যাদুল মা‘আদ ৩/৫৭৯; ত্বাবাক্বাত ইবনু সা‘দ ১/২২৭।
৯৫৫. আর-রাহীক্ব ৪৪৬ পৃঃ; যাদুল মা‘আদ ৩/৫৮০।

হন। কিন্তু কেউ তাদের দাওয়াত কবুল করেনি। তখন তারা তাদের ইসলাম গোপন রাখেন এবং সেভাবেই দু'জন মৃত্যুবরণ করেন। ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সেনাপতি আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ্‌র নেতৃত্বে সিরিয়া বিজয়ের সময়েও ঐ তিন জনের একজন জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁকে উচ্চ সম্মান প্রদান করেন' *(যাদুল মা'আদ ৩/৫৮৪)*।

*[**শিক্ষণীয়** : অমুসলিমদের কখনোই জোর করে মুসলমান করা হয়নি, এটি তার অন্যতম প্রমাণ।]*

৩০. সালামান প্রতিনিধি দল (وفد سَلاَمان) :

হাবীব বিন 'আমরের নেতৃত্বে ১০ম হিজরীর শাওয়াল মাসে ৭ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলটি রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে এসে ইসলাম কবুল করে। তারা প্রশ্ন করে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ 'সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا 'ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করা'।[৯৫৬]

তারা তাদের এলাকায় খরা ও অনাবৃষ্টির অভিযোগ করল এবং দো'আর আবেদন করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করে বললেন, 'হে আল্লাহ! এদেরকে তাদের এলাকায় বৃষ্টি দ্বারা পরিতৃপ্ত কর'। দলনেতা হাবীব আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার হাত দু'খানা উঠিয়ে একটু দো'আ করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুচকি হেসে হাত উঠিয়ে দো'আ করলেন। প্রতিনিধি দল তিনদিন অবস্থান করে। তাদেরকে বহুমূল্য উপঢৌকনাদি দেওয়া হয়। অতঃপর তারা নিজ এলাকায় ফেরৎ গিয়ে দেখল যে, ঠিক যেদিন দো'আ করা হয়েছিল, সেদিনই তাদের এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে'।[৯৫৭]

*[**শিক্ষণীয়** : অন্য হাদীছে এসেছে, খালেছ অন্তরে দো'আ করলে তার জন্য আল্লাহ পাক তিনটি কল্যাণের যেকোন একটি দান করে থাকেন : (১) তার দো'আ দ্রুত কবুল করেন অথবা (২) তার প্রতিদান আখেরাতের জন্য রেখে দেন অথবা (৩) তার থেকে অনুরূপ আরেকটি কষ্ট দূর করে দেন'।[৯৫৮] অতএব নেককার মুমিনের খালেছ দো'আ সর্বদা সকলের জন্য ফলপ্রদ।]*

৩১. বনু 'আব্‌স প্রতিনিধি দল (وفد بني عَبْس) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর চার মাস পূর্বে ৯ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে। এরা ছিল নাজরান এলাকার খ্রিষ্টান বাসিন্দা এবং তারা মুসলমান হয়েই মদীনায় আসে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তারা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের বিদ্বানগণ (قُرَّاؤُنَا) আগেই এসেছিলেন। অতঃপর তারা আমাদের খবর দিয়েছেন যে, আপনি

---

৯৫৬. বুখারী হা/৭৫৩৪; মিশকাত হা/৫৬৮।
৯৫৭. যাদুল মা'আদ ৩/৫৮৫; আল-বিদায়াহ ৫/৮৯।
৯৫৮. আহমাদ হা/১১১৪৯; হাকেম হা/১৮১৬; মিশকাত হা/২২৫৯, সনদ ছহীহ।

বলেছেন, لاَ إِسْلاَمَ لِمَنْ لاَ هِجْرَةَ لَهُ ‘যার হিজরত নেই, তার ইসলাম নেই’। সেকারণ আমরা চাই যে, আমাদের মাল-সম্পদ, গবাদি পশু সব বিক্রি করে দিয়ে পরিবার-পরিজন সহ মদীনায় হিজরত করে আসি এবং আপনার সাহচর্যে জীবন কাটিয়ে দিই’। রাসূল (ছাঃ) বললেন, اتَّقُوا اللهَ حَيْثُ كُنْتُمْ فَلَنْ يَلِتَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ‘যেখানে তোমরা আছ, সেখানে থেকেই আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের নেক আমলের ছওয়াবে কোনই কমতি হবে না’।[৯৫৯]

*[**শিক্ষণীয় :** মুসলমান যেখানেই থাকে, সেখানেই আল্লাহ্র বিধান মেনে চলে। বিশেষ কোন স্থানে বসবাস করা আবশ্যিক নয়। অবশ্য দ্বীনের স্বার্থে হিজরত ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে (বুখারী হা/২৭৮৩)।]*

৩২. গামেদ প্রতিনিধি দল (وفد غامد) :

ইয়ামনের ‘আযদ’ (الأزد) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ১০ সদস্যের এই প্রতিনিধি দল ১০ম হিজরীতে মদীনায় আসে। তারা মদীনার বাইরে তাদের সরঞ্জামাদি একটি বালকের যিম্মায় রেখে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জিজ্ঞেস করেন, মাল-সামান কার কাছে রেখে এসেছ? তারা বলল, একটি বালকের যিম্মায়’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা আসার পরে সে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। একজন এসে তোমাদের কাপড়ের বাক্স চুরি করে নিয়ে গেছে। প্রতিনিধি দলের জনৈক সদস্য বলে উঠল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ওটা তো আমার। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ভয় পেয়ো না। বাচ্চাটা উঠেছে এবং চোরের পিছে পিছে ছুটেছে ও তাকে পাকড়াও করেছে। তোমাদের সব মালামাল নিরাপদ আছে’। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ফিরে গিয়ে ছেলেটির কাছে যা শুনলো, তা সবকিছু রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্যের সাথে মিলে গেল। ফলে এতেই তারা মুসলমান হয়ে গেল। রাসূল (ছাঃ) উবাই বিন কা‘বকে তাদের জন্য নিযুক্ত করেন। যাতে তিনি তাদের কুরআন মুখস্থ করান এবং ইসলামের বিধি-বিধান সমূহ শিক্ষা দেন। ফিরে যাবার সময় তাদেরকে উপঢৌকন দেন। যেমন অন্যান্য প্রতিনিধি দলকেও তিনি দিয়েছেন’ *(যাদুল মা‘আদ ৩/৫৮৬)*। অতঃপর উক্ত বিধি-বিধান সমূহ একটি কাগজে লিখে দেওয়া হয়’ *(শারহুল মাওয়াহেব ৫/২২৫)*।

*[**শিক্ষণীয় :** এর মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে হাদীছ লিখনের দলীল পাওয়া যায়।]*

---

৯৫৯. রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ১/১৮১; শারহুল মাওয়াহেব ৫/২২৪; যাদুল মা‘আদ ৩/৫৮৫। মানছূরপুরী এখানে বনু ‘আব্স (بَنُو عَبْس)-এর বদলে বনু ‘আয়েশ (بنو عيش) লিখেছেন। সম্ভবতঃ এটি মুদ্রণ জনিত ভুল।

৩৩. আযদ প্রতিনিধি দল (وفد الأزد) :

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেরিত মুবাল্লিগগণের দ্বারা এঁরা পূর্বেই মুসলমান হন। অতঃপর তাদের গোত্রের পক্ষ হ'তে ৭ সদস্যের এই প্রতিনিধি দল রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মদীনায় আসেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা বললেন, আমরা মুসলমান। রাসূল (ছাঃ) বললেন, প্রত্যেক বস্তুরই কিছু সারবত্তা (حَقِيقَةٌ) থাকে। তোমাদের বক্তব্যের সারবস্তু কি? তারা বললেন, আমাদের মধ্যে ১৫টি বিষয় রয়েছে। ৫টি আক্বীদা বিষয়ক এবং ৫টি আমল বিষয়ক, যা আপনার প্রেরিত মুবাল্লিগগণ আমাদের শিখিয়েছেন। আর তা হ'ল :

বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহ্র উপরে, ফেরেশতাগণের উপরে, আল্লাহ্র কিতাবসমূহের উপরে, তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের উপরে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপরে।

অতঃপর আমল বিষয়ক পাঁচটি বস্তু হ'ল : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমা মুখে স্বীকৃতি দেওয়া, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রামাযানের ছিয়াম পালন করা এবং বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা, যদি সামর্থ্য থাকে।

এছাড়া যে পাঁচটি বিষয় আমাদের মধ্যে আগে থেকেই ছিল, তা হ'ল: সচ্ছলতার সময় আল্লাহ্র শুকরগুযারী করা, বিপদের সময় ছবর করা, আল্লাহ্র ফায়ছালার উপর সন্তুষ্ট থাকা, পরীক্ষার সময় সত্যের উপর দৃঢ় থাকা এবং শত্রুকে গালি না দেওয়া।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যারা তোমাদেরকে কথাগুলি শিখিয়েছেন, নিশ্চয়ই তারা অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ। সম্ভবতঃ তারা নবীগণের মধ্যেকার কেউ হবেন। আচ্ছা আমি তোমাদেরকে আরও পাঁচটি বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছি।-

(১) ঐ বস্তু জমা করো না, যা খাওয়া হয় না (২) ঐ ঘর তৈরী করো না, যাতে বাস করা হয় না (৩) এমন কথার মুকাবিলা করো না, যা কালকে পরিত্যাগ করতে হবে (৪) আল্লাহ্র ভয় বজায় রাখো, যার কাছে ফিরে যেতে হবে ও যার কাছে উপস্থিত হতে হবে (৫) ঐসব বস্তুর প্রতি আকর্ষণ রাখো, যা তোমার জন্য আখেরাতে কাজ দিবে, যেখানে তুমি চিরস্থায়ীভাবে থাকবে'।

প্রতিনিধিদল কথাগুলি মুখস্থ করে নিল এবং তারা এর উপরে সর্বদা আমলকারী ছিল।[৯৬০]

*[**শিক্ষণীয় :** সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে অন্যের সদুপদেশ গ্রহণ করে।]*

৩৪. বনুল মুনতাফিক্ব প্রতিনিধি দল (وفد بني المنتفق) :

নাজদের 'আমের বিন ছা'ছা'আহ গোত্রের অন্যতম নেতা লাক্বীত্ব বিন 'আমের তার সাথী নাহীক বিন 'আছেম ইবনুল মুনতাফিক্ব-কে সাথে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে আগমন করেন। তখন তিনি ফজর ছালাতের পর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

৯৬০. যাদুল মা'আদ ৩/৫৮৭; আল-বিদায়াহ ৫/৯৪; বায়হাক্বী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬১৪।

লাক্বীত্ব বলেন, ভাষণ শেষে আমি ও আমার সাথী দাঁড়িয়ে গেলাম। যাতে আমরা তাঁর দৃষ্টিতে পড়ি। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি গায়েব জানেন? তিনি বললেন, অদৃশ্য পাঁচটি বিষয়ের চাবিকাঠি কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকটে। তিনি ব্যতীত কেউ তা জানেনা। (১) কোথায় তোমার মৃত্যু হবে। (২) তোমার স্ত্রীর জরায়ুতে কি সন্তান আছে। (৩) আগামীকাল তুমি কি খাবে। (৪) কোথায় বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং (৫) কখন ক্বিয়ামত হবে'। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার নিকট কিসের উপর বায়'আত করব? তখন রাসূল (ছাঃ) হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ছালাত ও যাকাতের উপর এবং আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না ও মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করবে, একথার উপর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! পূর্ব ও পশ্চিমে সর্বত্র আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হৌক। তখন তিনি তাঁর হাত টেনে নিলেন। তিনি ধারণা করলেন যে, আমরা তাঁকে এমন শর্ত দিচ্ছি, যা তাঁর পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। তখন আমি বললাম, আমরা যেখানে খুশী বসবাস করতে চাই এবং একজন ব্যক্তি নিজের অপরাধেই কেবল দোষী সাব্যস্ত হবে। তখন তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা এটা পাবে। অতঃপর আমরা বায়'আত করে ফিরে এলাম।

এসময় তাঁকে বনু বকর বিন কিলাবের জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এরা কারা? তিনি বললেন, বনুল মুনতাফিক্ব গোত্রের। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর আমরা ফিরে এসে তাঁকে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! জাহেলী হালতে যারা মারা গেছেন, অথচ তারা ভাবতেন যে, তারা সঠিক পথের উপরে আছেন, তাদের অবস্থা কি হবে? জবাবে একজন লোক বলে উঠল, আল্লাহ্র কসম! তোমার পিতা মুনতাফিক্ব অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী। এতে আমার সমস্ত দেহমন জ্বলে উঠল। মনে হ'ল আমি জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার পিতার অবস্থা কি?... *(যাদুল মা'আদ ৩/৫৮৮-৯১ সনদ যঈফ)*।

*[**শিক্ষণীয় :** (১) আল্লাহ ব্যতীত গায়েবের খবর কেউ জানেনা। (২) মুশরিকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখা যাবে না এবং কোন অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। (৩) রাজনৈতিক ক্ষমতা বা দুনিয়াবী কোন কিছু পাওয়ার শর্তে আমীরের নিকট বায়'আত করা যাবে না। (৪) সত্য হ'লেও কারু সামনে তার পিতা-মাতার বিষয়ে মন্দ কিছু বলা যাবে না।]*

৩৫. কা'ব বিন যুহায়ের বিন আবী সুলমার আগমন (قدوم كعب بن زهير بن أبي سُلْمَى) :

কা'ব বিন যুহায়ের (হিঃ পূঃ ১৩-২৬ হিঃ/৬০৯-৬৪৬ খৃঃ) 'মুখাযরামূন' (الْمُخَضْرَمون) কবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যিনি জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগ পেয়েছিলেন।

৮ম হিজরীর শেষে হোনায়েন ও ত্বায়েফ যুদ্ধ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর মু'আল্লাক্বা খ্যাত কবি যুহায়ের বিন আবী সুলমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং আরবের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম এই স্বল্পায়ু কবি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে আগমন করেন ও ইসলাম কবুল করেন। তার ছোট ভাই বুহায়েরও কবি ছিলেন এবং তিনি

পিতার অছিয়ত মোতাবেক মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু বড় ভাই কা'ব পিতার অছিয়ত অমান্য করে রাসূল (ছাঃ)-এর কুৎসা রটনায় কবিতা লিখতে থাকেন। ফলে মক্কা বিজয়ের সময় যাদের রক্ত বৃথা ঘোষণা করা হয়, ইমাম হাকেমের মতে কা'ব ছিলেন তাদের মধ্যকার অন্যতম। ৮ম হিজরীর শেষে হোনায়েন ও ত্বায়েফ যুদ্ধ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর কা'বের ছোট ভাই বুহায়ের (অথবা বুজায়ের) তাকে পত্র লিখলেন যে, মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কয়েকজন কুৎসা রটনাকারীকে হত্যা করেছেন। তবে কেউ তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে থাকেন। অতএব বাঁচতে চাইলে তুমি সত্বর মদীনায় গিয়ে তওবা করে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর। দু'ভাইয়ের মধ্যে এভাবে পত্রালাপ চলতে থাকে এবং কা'ব ক্রমেই ভীত হয়ে পড়তে থাকেন। অবশেষে তিনি একদিন মদীনায় এলেন এবং জোহায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। অতঃপর তিনি জোহানী ব্যক্তির সাথে গিয়ে মসজিদে নববীতে ফজরের ছালাত আদায় করেন। ছালাত শেষে জোহানীর ইশারায় তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে গিয়ে বসেন এবং তাঁর হাতে হাত রেখে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কা'ব বিন যুহায়ের তওবা করে মুসলমান হয়ে এসেছে আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য। আমি যদি তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসি, তাহ'লে আপনি কি তার প্রার্থনা কবুল করবেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বলে উঠলেন, আমিই কা'ব বিন যুহায়ের'।

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বকে চিনতেন না। এ সময় জনৈক আনছার লাফিয়ে উঠে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, ওর গর্দান উড়িয়ে দেই'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ছাড় ওকে। সে তওবা করে এসেছে এবং সব কালিমা থেকে মুক্ত হয়েছে'। এই সময় কা'ব রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় তার বিখ্যাত ক্বাছীদা (দীর্ঘ কবিতা) পাঠ করেন, যা 'ক্বাছীদা বুরদাহ' নামে খ্যাত। যার শুরু হ'ল নিম্নোক্ত চরণ দিয়ে-

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُوْلُ * مُتَيَّمٌ إِثْرَهَا لَمْ يُفْدَ مَكْبُوْلُ

'প্রেমিকা সু'আদ চলে গেছে। বিরহ ব্যথায় আমার হৃদয় আজ বিদীর্ণ। তার ভালোবাসার শৃংখলে আমি আবদ্ধ। আমার মুক্তিপণ দেওয়া হয়নি। আমি বন্দী'।

সে যুগের বিখ্যাত কবিরা এভাবে বিগত প্রেমিকার প্রতি বিরহ বেদনা প্রকাশ করেই তাদের দীর্ঘ কবিতাসমূহ শুরু করতেন।

অতঃপর ৩৯ লাইনে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসা এবং নিজের ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি বলেন,

نُبِّئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَوْعَدَنِي * وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ مَأْمُوْلُ

'আমি জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ্র রাসূল আমাকে হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল-এর নিকটে সর্বদা ক্ষমাই কাম্য'।

Contents

مَهْلاً هَدَاكَ الَّذِي أَعْطَاكَ نَافِلَةَ الْ * قُرْآنِ فِيْهَا مَوَاعِيْظُ وَتَفْصِيْلُ

‘থামুন! আল্লাহ আপনাকে সুপথ প্রদর্শন করুন! যিনি আপনাকে বিশেষ পুরস্কার হিসাবে কুরআন দান করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে উপদেশ সমূহ এবং সকল বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা সমূহ’।

لاَ تَأْخُذَنِّي بِأَقْوَالِ الْوُشَاةِ وَلَمْ * أُذْنِبْ وَلَوْ كَثُرَتْ فِيَّ الْأَقَاوِيْلُ

‘নিন্দুকদের কথায় আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমি কোন অপরাধ করিনি। যদিও আমার সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে।

لَقَدْ أَقُوْمُ مَقَامًا لَوْ يَقُوْمُ بِهِ * أَرَى وَأَسْمَعُ مَا لَوْ يَسْمَعُ الْفِيَلُ

‘আমি এমন এক স্থানে দাঁড়িয়েছি এবং দেখছি ও শুনছি, যদি কোন হাতি সেখানে দাঁড়াতো ও সেকথা শুনতো-

لَظَلَّ يَرْعَدُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ * مِنَ الرَّسُوْلِ بِإِذْنِ اللهِ تَنْوِيْلُ

‘তাহ’লে সে অবশ্যই কাঁপতে থাকত। তবে যদি আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে রাসূলের পক্ষ হ’তে তার জন্য অনুকম্পা হয়’।

حَتَّى وَضَعْتُ يَمِيْنِي مَا أُنَازِعُهُ * فِي كَفِّ ذِيْ نَقِمَاتٍ قِيْلُهُ الْقِيلُ

‘অবশেষে আমি আমার ডান হাত রেখেছি যা আমি ছাড়িয়ে নেইনি, এমন এক হাতের তালুতে, যিনি প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতাশালী এবং যাঁর কথাই চূড়ান্ত কথা’।

فَلَهُوَ أَخْوَفُ عِنْدِيْ إِذْ أُكَلِّمُهُ * وَقِيْلَ إِنَّكَ مَنْسُوْبٌ وَمَسْئُوْلُ

‘অতঃপর নিশ্চয়ই তিনি আমার নিকটে অধিক ভীতিকর ব্যক্তি, যখন আমি তাঁর সাথে কথা বলি, এমন অবস্থায় যে আমার সম্পর্কে বলা হয়েছে, তুমি (অমুক অমুক ব্যঙ্গ কবিতার দিকে) সম্পর্কিত এবং সেগুলি সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে’।

مِنْ ضَيْغَمٍ بِضَرَّاءِ الْأَرْضِ مُخْدَرُهُ * فِيْ بَطْنِ عَثَّرَ غِيْلٌ دُوْنَهُ غِيْلُ

‘(তিনি আমার নিকট অধিক ভীতিকর) যমীনের কঠিনতম স্থানের ঐ সিংহের চাইতে, যার অবস্থানস্থল এমন উপত্যকায়, যেখানে পৌঁছার আগেই ঘাতক নিহত হয়ে যায়’।

অতঃপর ৫১ লাইনে পৌঁছে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় বলেন,

إِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ * مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ مَسْلُوْلُ

‘নিশ্চয়ই রাসূল আলোকস্তম্ভ স্বরূপ, যা থেকে আলো গ্রহণ করা হয়। তিনি আল্লাহ্র তরবারি সমূহের মধ্যে কোষমুক্ত হিন্দুস্থানী তরবারি সদৃশ’ *(ইবনু হিশাম ২/৫১২)*।

www.ahlehadeethbd.org

এ সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে নিজের চাদর কবির গায়ে জড়িয়ে দেন *(আল-ইছাবাহ, কা'ব ক্রমিক ৭৪১৬)*। এজন্য কবির এ দীর্ঘ কবিতাটি 'ক্বাছীদাতুল বুরদাহ' (قَصِيْدَةُ الْبُرْدَةِ) বা চাদরের ক্বাছীদা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যা কবির ছেলের নিকট থেকে মু'আবিয়া (রাঃ) খরীদ করে নেন। অতঃপর তা খলীফাগণ ঈদের দিন সমূহে পরিধান করতেন *(আল-ইছাবাহ)*।[৯৬১] কবিতা শেষে রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, সু'আদ কে? তিনি বললেন, আমার স্ত্রী *(আল-বিদায়াহ ৪/৩৭৩)*। এরপর রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, যদি তুমি আনছারদের প্রশংসায় কিছু বলতে! কেননা তারাই এর উপযুক্ত। তখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য আনছারদের অপূর্ব ত্যাগের প্রশংসায় ১৩ লাইন কবিতা বলেন *(ইবনু হিশাম ২/৫১৪-১৫)*। ক্বাছীদাহ বুরদার কবিতা সংখ্যা বায়হাক্বী ৪৮ বলেছেন *(বায়হাক্বী কুবরা হা/২০৯৩১)*। পক্ষান্তরে ইবনু হিশাম ৫৮ লাইন উদ্ধৃত করেছেন *(ইবনু হিশাম ২/৫০৩-১৩)*।

ইবনু কাছীর বলেন, উপরের কথাগুলি প্রসিদ্ধ হ'লেও আমি এমন কোন বিশুদ্ধ সূত্র পাইনি, যাতে আমি সন্তুষ্ট হ'তে পারি *(আল-বিদায়াহ ৪/৩৭৩)*। শাওকানী বলেন, হাফেয ইরাক্বী বলেন যে, উক্ত ক্বাছীদাটি আমরা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছি। যার একটিও বিশুদ্ধ নয় *(নায়লুল আওত্বার ২/১৮৬)*।

উল্লেখ্য যে, 'ক্বাছীদাতুল বুরদাহ' নামে প্রসিদ্ধ আরেকটি ক্বাছীদা হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় মিসরের কবি মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আল-বূছীরী (৬০৮-৬৯৬ হি./১২১২-১২৯৬ খৃ.) লিখিত ১৬৫ লাইনের দীর্ঘ কবিতা। যা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। উক্ত দীর্ঘ কবিতাটি একটি অলৌকিক কবিতা হিসাবে পরিচিত। যেখানে পক্ষাঘাতগ্রস্ত কবি স্বপ্নে রাসূল (ছাঃ)-এর দর্শন লাভ করেন এবং স্বপ্নের মধ্যেই তাঁকে তাঁর প্রশংসায় লিখিত উক্ত ক্বাছীদাটি শুনান। তাতে খুশী হয়ে রাসূল (ছাঃ) কবির গায়ে তাঁর চাদরটি জড়িয়ে দেন। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে কবি দেখেন যে, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। তখন থেকে এটি রোগ নিরাময়ের বরকতময় কবিতা হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করে।

বলা হয়ে থাকে যে, উক্ত ক্বাছীদা পাঠের ৮টি পূর্বশর্ত রয়েছে। যেমন প্রথমে ওযূ করতে হবে, ক্বিবলামুখী হ'তে হবে, বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ অর্থ বুঝে ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে মুখস্থ পড়তে হবে, পাঠককে অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হ'তে হবে এবং কবি মনোনীত বিশেষ দরূদ সহ পাঠ করতে হবে। দরূদটি হ'ল, مَولاَيَ صَلِّ وسلِّمْ دَائِمًا أبدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ। বলা বাহুল্য এগুলির কোন শারঈ ভিত্তি নেই। তাছাড়া উক্ত ক্বাছীদার কিছু কিছু লাইনে তাওহীদ পরিপন্থী কুফরী বক্তব্য রয়েছে। ইমাম

---

৯৬১. ইবনু হিশাম ২/৫০৩-০৮, সনদ 'মুরসাল' *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৮৫৪)*; হাকেম হা/৬৪৭৯; যাদুল মা'আদ ৩/৪৫৫-৬০; আর-রাহীক্ব ৪৪৬ পৃঃ বর্ণনাটির সনদ ছহীহ নয় *(ঐ, তা'লীক্ব ১৭৮ পৃঃ)*।

ইবনু তায়মিয়াহ সহ বিশ্ববিখ্যাত বিদ্বানগণ এই ক্বাছীদার বরকত সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা সমূহের তীব্র প্রতিবাদ করেন।[৯৬২]

*[**শিক্ষণীয় :** মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসা রটনা করা জঘন্যতম অপরাধ। এ থেকে তওবা করার পথ হ'ল পুনরায় প্রশংসা করা। এর মাধ্যমেই কেবল তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে। গণমাধ্যম কর্মীদের উপরোক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।]*

৩৬. ইয়ামনের শাসকদের দূতের আগমন (قدوم الرسول لملوك حِمْيَر من اليمن) :

তাবূক অভিযান থেকে মদীনায় ফেরার পর ৯ম হিজরীর রামাযান মাসে ইয়ামনের হিমইয়ার শাসকদের পত্র নিয়ে তাদের দূত মালেক বিন মুররাহ আর-রাহাভী (مَالِكُ بْنُ مُرَّةَ الرَّهَاوِيُّ) রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে আগমন করেন। পত্রে তাদের শাসকদের ইসলাম কবুলের এবং শিরক ও শিরককারীদের সাথে সম্পর্কচ্যুতির খবর ছিল। ঐ শাসকগণের নাম ছিল হারেছ বিন 'আব্দে কুলাল (اَلْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ كُلَالٍ), তার ভাই নু'আইম বিন 'আব্দে কুলাল ও নু'মান। যারা ছিলেন যু-রু'আইন, মা'আফির ও হামদান এলাকার শাসক।

জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি পত্র সহ মু'আয বিন জাবালের নেতৃত্বে একদল ছাহাবীকে সেখানে শিক্ষা দানের জন্য প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি মুমিনদের করণীয় বিষয়সমূহ এবং জিযিয়া প্রদানের বিষয়াদি উল্লেখ করেন'।[৯৬৩]

*[**শিক্ষণীয় :** শিরক ও তাওহীদ কখনো একত্রে চলতে পারে না। শাসকদের ক্ষেত্রেও সেকথা প্রযোজ্য। মুসলমান নামধারী ধর্মনিরপেক্ষ এবং তথাকথিত মডারেট বা শৈথিল্যবাদী লোকদের জন্য উপরের ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।]*

৩৭. নাখ'ঈ প্রতিনিধি দল (وفد نَخْع) :

এটাই ছিল সর্বশেষ আগত প্রতিনিধি দল। যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর দু'মাস পূর্বে ১১ হিজরীর মুহাররম মাসের মাঝামাঝি সময়ে মদীনায় আগমন করে। এদের পরে আর কোন প্রতিনিধি দল আসেনি। ইয়ামন থেকে আগত ২০০ জনের এই বিরাট প্রতিনিধি দলটি আগেই মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-এর হাতে মুসলমান হয়েছিল। তাদেরকে কেন্দ্রীয় মেহমানখানায় (دَارُ الضِّيَافَةِ) রাখা হয়। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন যুরারাহ বিন 'আমর (زُرَارَةُ بْنُ عَمْرٍو)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আসার সময় রাস্তায়

---

৯৬২. গৃহীত : ক্বাছীদাতুল বুরদাহ (কাব্যানুবাদ) ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান (প্রফেসর আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। প্রকাশক : রিয়াদ প্রকাশনী (ঢাকা, পশ্চিম নাখালপাড়া, জানুয়ারী ২০০১) ৯-১০ পৃঃ।

৯৬৩. ইবনু সা'দ ১/২৬৭; ইবনু হিশাম ২/৫৮৮, বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' তাহক্বীক ইবনু হিশাম, ক্রমিক ১৯৭৫; আর-রাহীক্ব ৪৪৯ পৃঃ। মুবারকপুরী এখানে নু'মান বিন ক্বীল যী-রাঈন লিখেছেন, যা ভুল।

আমি কয়েকটি আজব স্বপ্ন দেখেছি। এর ব্যাখ্যা কি হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, শুনাও দেখি’।-

১ম স্বপ্ন : যুরারাহ বললেন, আমি দেখলাম যে, বকরী বাচ্চা দিয়েছে, যা সাদা ও কালো রংয়ের ডোরাকাটা (أَبْلَقَ)।

ব্যাখ্যা : রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার স্ত্রীর ছেলে হয়েছে এবং সেটা তোমারই ছেলে।

যুরারাহ বললেন, কিন্তু সাদা-কালো ডোরাকাটা কেন হ’ল? রাসূল (ছাঃ) তাকে কাছে ডেকে গোপনে আস্তে আস্তে বললেন, তোমার দেহে শ্বেতকুষ্ট ব্যাধি রয়েছে, যা তুমি লোকদের থেকে লুকিয়ে রাখো। তোমার সন্তানের মধ্যে সেটারই প্রভাব পড়েছে। যুরারাহ বলে উঠলেন, কসম আল্লাহ্‌র, যিনি আপনাকে সত্য রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আমার এই গোপন রোগের খবর এ যাবত কারুরই জানা ছিল না।

২য় স্বপ্ন : যুরারাহ বললেন, আমি আরবের বাদশাহ নু’মান বিন মুনযিরকে হাতে বাযুবন্দ, কোমরে কংকন ইত্যাদি অলংকারাদি পরিহিত অবস্থায় দেখলাম *(সীরাহ হালাবিইয়াহ ৩/২৭৯)*।

ব্যাখ্যা : রাসূল (ছাঃ) বললেন, এর দ্বারা আরব দেশকে বুঝানো হয়েছে। যা এখন শান্তি ও সচ্ছলতা লাভ করেছে।

৩য় স্বপ্ন : আমি একটা বুড়ীকে দেখলাম মাটি থেকে বেরিয়ে আসছে এবং যার চুলের কিছু অংশ সাদা ও কিছু অংশ কালো।

ব্যাখ্যা : রাসূল (ছাঃ) বললেন, এর দ্বারা ‘দুনিয়া’ বুঝানো হয়েছে। যার (ধ্বংসের) বাকী সময়টুকু এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।

৪র্থ স্বপ্ন : আমি দেখলাম যে, একটা দাবানল মাটি থেকে উত্থিত হ’ল। যা আমার ও আমার ছেলের মধ্যবর্তী স্থানে এসে গেল। আগুনটি বলছে, পোড়াও পোড়াও চক্ষুষ্মান হৌক বা অন্ধ হৌক। হে লোকেরা! তোমাদের খাদ্য, তোমাদের বংশ, তোমাদের মাল-সম্পদ সব আমাকে খাবার জন্য দাও’।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটা হ’ল ফাসাদ, যা আখেরী যামানায় বের হবে। যুরারাহ বললেন, সেটা কেমন ফিৎনা হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, লোকেরা তাদের খলীফাকে (إمام) হত্যা করবে। তারা আপোষে এমন লড়াইয়ে মত্ত হবে, যেমন দু’হাতের পাঞ্জার আঙ্গুলগুলি পরস্পরে জড়িয়ে যায়। বদকার লোকেরা ঐ সময় নিজেদের নেককার মনে করবে। ঈমানদারগণের রক্ত পানির মত সস্তা মনে করা হবে। যদি তোমার ছেলে মারা যায়, তবে তুমি দেখবে। আর তুমি মারা গেলে তোমার ছেলে এই ফেৎনা দেখবে’।

যুরারাহ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দো'আ করুন যেন আমি এই ফেৎনা না দেখি। রাসূল (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! সে যেন এই ফেৎনার যামানা না পায়'। পরে দেখা গেল যে, যুরারাহ মারা গেলেন। তার ছেলে বেঁচে থাকল। যে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর বায়'আত ছিন্ন করেছিল' *(যাদুল মা'আদ ৩/৫৯৯-৬০০)*।

*[**শিক্ষণীয় :** দুনিয়াবী স্বার্থ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। মুসলমানেরা তা থেকে নিরাপদ থাকবে না। আখেরাত পিয়াসীগণ হবেন উক্ত হামলার প্রধান টার্গেট। অতএব ঈমানদারগণ সাবধান!]*

প্রতিনিধি দল সমূহের আগমন পর্যালোচনা (المراجعة فى الوفود) :

মক্কা বিজয়ের পর থেকে সমস্ত আরব উপদ্বীপের লোকদের মধ্যে ইসলামের বিজয়ী ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা জন্মে এবং ৯ম ও ১০ম হিজরী সনেই চারদিক থেকে দলে দলে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদের আগমন ঘটে। এমন কথাও জানা যায় যে, ইয়ামন থেকে ৭০০ মুসলমান কেউ আযান দিতে দিতে, কেউ কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে এবং কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে পড়তে মদীনায় উপস্থিত হয়। তাদের উৎসাহ দেখে রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে বলেছিলেন, 'তোমাদের কাছে ইয়ামানীরা এসেছে। অন্তরের দিক দিয়ে তারা সবচেয়ে দুর্বল ও নরম। দ্বীনের বুঝ হ'ল ইয়ামানীদের এবং প্রজ্ঞা হ'ল ইয়ামানীদের।[৯৬৪] অনুরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল আরবের প্রায় সর্বত্র। প্রকৃত অর্থে 'মদীনা' তখন আরব উপদ্বীপের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করেছিল। ইচ্ছায় হৌক, অনিচ্ছায় হৌক মদীনার আনুগত্য স্বীকার করা ব্যতীত কারু কোন উপায় ছিল না।

একথা অনস্বীকার্য যে, দলীয় হুজুগের মধ্যে ভাল-মন্দ সবধরনের লোক যুক্ত হয়ে যায়। এখানেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ফলে এইসব লোকদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যাদের হৃদয়ে ইসলাম শিকড় গাড়তে পারেনি। পূর্বেকার জাহেলী মনোভাব ও অভ্যাস তাদের মধ্যে তখনও জাগরূক ছিল। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন,

اَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُوْدَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ- وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- (التوبة ٩٧-٩٨)-

'বেদুঈন লোকেরা কুফরী ও মুনাফেকীতে অতি কঠোর এবং তারাই এ ব্যাপারে অধিক যোগ্য। কেননা তারা জানেনা ঐসব বিধানসমূহ, যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী'। 'বেদুঈনদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের উপরে কালের আবর্তন

৯৬৪. কুরতুবী, তাফসীর সূরা নাছর; বুখারী হা/৪৩৮৮; মুসলিম হা/৫২। দ্রঃ প্রতিনিধি দল ক্রমিক ২৩।

সমূহ (অর্থাৎ বিপদসমূহ) আপতিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। অথচ তাদের উপরেই হয়ে থাকে কালের অশুভ আবর্তন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(তওবাহ ৯/৯৭-৯৮)*।

আবার এদের মধ্যে ছিলেন বহু প্রকৃত ঈমানদার মুসলমান। যাদের মধ্য হ'তেই মুসলিম সমাজ লাভ করে ইয়ামন থেকে আগত আশ'আরী গোত্রের খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত আবু মূসা আশ'আরী, দাউস গোত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হাদীছজ্ঞ ছাহাবী হযরত আবু হুরায়রা, ত্বাঈ গোত্রের হযরত 'আদী বিন হাতেম প্রমুখ অগণিত বিশ্বখ্যাত মনীষী ছাহাবীবৃন্দ। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُوْلِ أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِيْ رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ-(التوبة ٩٩)-

'বেদুঈনদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং তারা যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের ও রাসূল-এর দো'আ লাভের উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করে। মনে রেখ, নিশ্চয়ই তাদের এই ব্যয় (আল্লাহ্র) নৈকট্য স্বরূপ। আল্লাহ তাদেরকে সত্বর স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(তওবাহ ৯/৯৯)*।

১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) শিরকী জাহেলিয়াতের চির অবসানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوْعٌ 'শুনে রাখো, জাহেলী যুগের সকল রীতিনীতি আমার পায়ের তলে পিষ্ট হ'ল'। অতঃপর তিনি বলেন, أَلاَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِى بِلاَدِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُوْنُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ 'মনে রেখ, নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের এই দেশে পূজা পেতে চিরদিনের মত নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তার অনুসরণ হবে ঐসব কাজে যেগুলিকে তোমরা তুচ্ছ মনে করবে। আর তাতেই সে সন্তুষ্ট হবে'।[৯৬৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরোক্ত ভাষণ সমূহের মধ্যে যে ভবিষ্যদ্বাণী ফুটে উঠেছিল, তাতে আরব উপদ্বীপে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন ও তাদের অনুসারীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত ছিল এবং সেটাই বাস্তবায়িত হ'তে দেখা গেছে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে বিভিন্ন গোত্রীয় প্রতিনিধি দল সমূহের দলে দলে মদীনা আগমনের মধ্য দিয়ে। এভাবেই সূরা নছরের ভবিষ্যদ্বাণী রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই বাস্তবায়িত হয় এবং সমস্ত আরবে ইসলাম সর্বতোভাবে বিজয় লাভ করে। পূর্ণতা লাভের পর আর কিছুই বাকী থাকে না। তাই উক্ত সূরা নাযিলের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুসংবাদ খুঁজে পেয়েছিলেন দূরদর্শী তরুণ ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)' *(বুখারী হা/৪৯৭০)*।

---

৯৬৫. তিরমিযী হা/২১৫৯; মিশকাত হা/২৬৭০।

তাওহীদী চেতনার ফলাফল (ثمرة شعور التوحيد) :

মক্কায় প্রথম ‘অহি’ আগমনের পরপরই নির্দেশ এসেছিল, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَأَنْذِرْ ‘হে চাদরাবৃত! ওঠো, ভয় দেখাও’ *(মুদ্দাছছির ৭৪/১-২)*। তারপর নির্দেশ এল, يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ اللَّيْلَ ‘হে চাদরাবৃত! ওঠো রাত্রিতে আল্লাহ্র স্মরণে দাঁড়িয়ে যাও’ *(মুযযাম্মিল ৭৩/১-২)*। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর শেষনবী ও তাঁর সাথীদেরকে নৈতিক বলে অধিকতর বলিয়ান করে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ সূচী প্রদান করেন। অতঃপর তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً ‘আমরা সত্বর তোমার উপরে কিছু ভারী কথা নিক্ষেপ করব’ *(ঐ, ৭৩/৫)*। আর সেই ‘ভারী কথা’-ই ছিল ভবিষ্যৎ ইসলামী সমাজ বিনির্মানের গুরু দায়িত্ব। যার ভিত্তি ছিল আল্লাহ প্রেরিত অহি-র উপরে।

ব্যক্তির নৈতিক ভিত্তি মযবুত না হ’লে তার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। আর সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করা ও তাকে শয়তানের আনুগত্য হ’তে বের করে আল্লাহ্র আনুগত্যে ফিরিয়ে আনা যে কতবড় কঠিন কাজ, তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। কিন্তু নবীগণকে তো যুগে যুগে আল্লাহ এজন্যই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। অন্যান্য নবীগণ স্ব স্ব গোত্র ও অঞ্চলের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন পুরা মানব জাতির জন্য *(সাবা ২৫/২৮)*। আর সেজন্যই তাঁর দায়িত্বের পরিধি ছিল অনেক ব্যাপক এবং সাথে সাথে অনেক দুরূহ। অঞ্চল ও ভাষাগত গণ্ডি পেরিয়ে তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর সর্বত্র। জাতীয়তার প্রচলিত সংজ্ঞা ভেঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হ’ল বিশ্বব্যাপী এক নতুন জাতীয়তা। যাকে বলা হয়, ইসলামী জাতীয়তা। কুরআনে বলা হয়েছে, ‘মুসলিম মিল্লাত’ *(হজ্জ ২২/৭৮)* বা ‘খায়রে উম্মাহ’ *(আলে ইমরান ৩/১১০)* অর্থাৎ ‘শ্রেষ্ঠ জাতি’।

ভাষা, বর্ণ ও অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তার বিপরীতে এ ছিল এক অমর আদর্শ ভিত্তিক বিশ্ব জাতীয়তা। ভিন দেশের, ভিন রং ও বর্ণের ভিন ভাষার সকল মানুষ একই ভাষায় সকলকে সালামের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানায়, একই ভাষায় আযান দেয়, একই ভাষায় ছালাত আদায় করে। সকলে একই ভাষায় কুরআন ও হাদীছ পড়ে। সবাই এক আল্লাহ্র বিধান মেনে চলে। সেজন্যই তো দেখা গেল, মাত্র কয়েক বছরের দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে বিশ্বসেরা কুরায়েশ বংশের আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলীর পাশে দাঁড়িয়ে পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছালাত আদায় করার মর্যাদা লাভ করল তৎকালীন সমাজের সবচাইতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কৃষ্ণকায় নিগ্রো ক্রীতদাস বেলাল হাবশী, যায়েদ বিন হারেছাহ, মেষ চারক আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। ইসলামের আগমন না ঘটলে সমাজের নিগৃহীত, নিস্পেষিত, নিপীড়িত এইসব মহান মানুষগুলির সন্ধান পৃথিবী

কোনদিনই পেত না। এই মহান আদর্শের বরকতেই আমরা দেখেছি ইয়ামনের যেমাদ আযদী, ইয়াছরিবের আবু যার গেফারী, তোফায়েল দাওসী, যুলকালা‘ হিমইয়ারী, ‘আদী বিন হাতেম তাঈ, ছুমামাহ নাজদী, আবু সুফিয়ান উমুভী, আবু ‘আমের আশ‘আরী, কুরয ফিহরী, আবু হারেছ মুছত্বালেক্বী, সুরাক্বাহ মুদলেজী, আব্দুল্লাহ বিন সালাম আহবারে ইহূদী, ছুরমা বিন আনাস রুহবানে নাছারা প্রমুখ ভিন গোত্রের ভিনভাষী ও ভিন ধর্মের লোকদের একই ধর্মে লীন হয়ে পাশাপাশি বসতে ও আপন ভাইয়ের মত আচরণ করতে। ইসলামের বরকতেই দুনিয়া দেখেছে শ্বেতাঙ্গ আবুবকর কুরায়শী ও কৃষ্ণাঙ্গ বেলাল হাবশীকে এবং রোমের খ্রিষ্টান ছুহায়েব রূমী ও পারস্যের অগ্নিপূজক সালমান ফারেসীকে একত্রিত করে একটি অসাম্প্রদায়িক ইসলামী সমাজ গড়তে। আমরা দেখেছি মক্কার মুহাজির ভাইদের জন্য মদীনার আনছার ভাইদের মহান আত্মত্যাগের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। মুষ্টিমেয় ত্যাগপূত এইসব মহান ব্যক্তিদের হাতেই আল্লাহ বিজয়ের সেই মহান মুকুট তুলে দেন, যার ওয়াদা তিনি করেছিলেন।-

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ– ‘তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্যধর্ম সহকারে। যাতে তিনি একে সকল ধর্মের উপরে বিজয়ী করেন। যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে’ *(ছফ ৬১/৯)*। তিনি মুমিন ও সৎকর্মশীল বান্দাদের হাতে ইসলামী খিলাফত অর্পণের ওয়াদা করেছেন *(নূর ২৪/৫৫-৫৬)*। তিনি বলেন, وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا ‘(এ ব্যাপারে) সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট’ *(ফাৎহ ৪৮/২৮)*। অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাবার যোগ্য করে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহই যথেষ্ট হবে ইসলামের বিজয়ের জন্য। জনবল, অস্ত্রবল সহায়ক শক্তি হ’লেও তা কখনো মূল শক্তি নয়। মূল শক্তি হ’ল ঈমান এবং যার কারণেই নেমে আসে আল্লাহ্‌র সাহায্য। তিনিই মুমিনদের পক্ষে শত্রুদের প্রতিরোধ করেন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের পক্ষ থেকে (শত্রুদের) প্রতিরোধ করেন। আর আল্লাহ কোন খেয়ানতকারী ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন না’ *(হজ্জ ২২/৩৮)*।

বস্তুতঃ আরবরা শিরক ও কুফরী ছেড়ে ঈমানের দিকে ফিরে এসেছিল। আর তাই আল্লাহ তাদের থেকে শত্রুদের হটিয়ে দেন। তৎকালীন বিশ্বশক্তি ক্বায়ছার ও কিসরা পর্যন্ত তাদের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা সর্বত্র ইসলামের বিজয়ী ঝাণ্ডা উড্ডীন হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ইসলাম আদর্শিক ও রাজনৈতিক সবদিক দিয়েই বিজয় লাভ করেছিল। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

সামাজিক পরিবর্তন (تبديل المجتمع) :

ইসলামী শিক্ষার বরকতে দুনিয়াপূজারী মানুষগুলি হয়ে উঠলো আখেরাতের পূজারী। আখেরাতের বিনিময়ে তারা দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করল। যে কাজে আখেরাতে কল্যাণ নেই, সে কাজ পরিত্যক্ত হ'ল। সম্পদের প্রাচুর্য তাদেরকে দিকভ্রান্ত করতে পারেনি। বরং আখেরাতের স্বার্থে দ্বীনের কাজে অকাতরে সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতেই তারা অধিক আনন্দ বোধ করলেন। নিজের সবচেয়ে পসন্দের বস্তুটি দান করে দিয়ে তাঁরা মানসিক তৃপ্তি পেতেন। দিনের বেলা দাওয়াত ও জিহাদে কিংবা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যস্ততায় সময় কাটলেও রাতটি ছিল স্রেফ আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নিবেদিত। যে মানুষটি দু'দিন আগেও আল্লাহকে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন মূর্তির শরণাপন্ন হ'ত, মহামূল্য নযর-নেয়ায নিয়ে প্রাণহীন মূর্তির সন্তুষ্টিতে রত ছিল এবং নিজেদের কপোল কল্পিত বিভিন্ন অসীলার মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়ার বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করত, সেই মানুষটিই এখন সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে সরাসরি আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করছে। দেহমন ঢেলে দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি কামনায় রাত্রি জাগরণে ও ইবাদতে লিপ্ত হচ্ছে। দু'দিন আগেও যারা পথে-ঘাটে রাহাযানি করত, নারীর ইযযত লুট করত, তারাই আজ অপরের জান-মাল ও ইযযত রক্ষায় হাসিমুখে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। মানুষ এখন একাকী রাস্তায় নির্ভয়ে চলে। ইরাকের হীরা নগরী থেকে একজন পর্দানশীন গৃহবধু একাকী মক্কায় এসে কা'বাগৃহ তাওয়াফ করে চলে যান নিরাপদে নির্বিঘ্নে। বিপদগ্রস্ত নারীকে শক্তিশালী একজন পরপুরুষ মায়ের মর্যাদা দিয়ে তার বিপদে সাহায্য করছে স্রেফ পরকালীন স্বার্থে।

দু'দিন আগেও যারা সূদ ব্যতীত কাউকে ঋণ দিত না, এখন তারাই সূদকে নিকৃষ্টতম হারাম গণ্য করছে এবং নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে 'কর্যে হাসানাহ' দিচ্ছে। যেখানে ছিল গাছতলা ও পাঁচতলার আকাশসম অর্থনৈতিক বৈষম্য, সেখানে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, যাকাত নেওয়ার মত হকদার খুঁজে পাওয়া যায় না। দু'দিন আগেও যে সমাজে ছিল মদ্যপান, নগ্নতা, বেহায়াপনা ও যৌনতার ছড়াছড়ি, আজ সেই সমাজে চালু হয়েছে পর্দানশীন, মার্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনাচার। যে সমাজে ছিল ধর্মের নামে অসংখ্য শিরক-বিদ'আত ও অর্থহীন লোকাচার। ছিল গোত্রে গোত্রে বিভক্তি ও হানাহানি। আজ সেখানে সৃষ্টি হয়েছে পরস্পরে আদর্শিক মহব্বত ও ভালোবাসার অটুট বন্ধনের এক জান্নাতী আবহ। সবকিছুই সুন্নাহ দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্ত। আগে যেখানে ছিল মানুষের মধ্যে প্রভু ও দাসের সম্পর্ক, ছোট-বড় ও সাদা-কালোর ভেদাভেদ। আজ সেখানে এক আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান। অর্থনৈতিক বৈষম্য, বংশীয় কৌলিন্য ও আভিজাত্যের অহংকারের বদলে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হ'ল আল্লাহভীরুতার মাপকাঠিতে। বলা হ'ল, সকল মানুষ এক আদমের সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী। তাই কারু কোন অহংকার নেই। বলা হ'ল সকলের সৃষ্টিকর্তা

আল্লাহ। তাই তাঁর প্রেরিত বিধান সকলের জন্য সমান। আগে যেখানে দুনিয়াবী ভোগবিলাস ছিল মূল লক্ষ্য। আজ সেখানে দুনিয়া তুচ্ছ, আখেরাতই মুখ্য।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের এই আমূল পরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সমাজনীতি সবকিছুতেই সূচিত হয় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। যা পুরা মানব সভ্যতায় আনে এক বৈপ্লবিক অগ্রযাত্রার শুভ সূচনা। শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও বিজ্ঞানের অভাবিত উন্নতিতে পরবর্তীকালে মুসলমানদের যে অনন্য অবদানের স্বাক্ষর বিশ্ব অবলোকন করেছিল, তার মূলে ছিল ইসলামের তাওহীদী চেতনার অম্লান ছাপ। তার সর্বজয়ী আবেদনের বাস্তব প্রতিফলন। তাওহীদ ও সুন্নাহ্র সনিষ্ঠ অনুসারী হ'তে পারলে মুসলমান আবার তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'তোমরা হীনবল হয়োনা ও চিন্তান্বিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৩৫ (العبر –٣٥) :

(১) আদর্শিক বিজয় রাজনৈতিক বিজয়কে ত্বরান্বিত করে।

(২) বৃহত্তর রাজনৈতিক বিজয় আদর্শ কবুলে সহায়ক হয়। কিন্তু তাতে সুবিধাবাদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(৩) শেষনবী হিসাবে তাঁর মাধ্যমে ইসলামের সার্বিক বিজয় আল্লাহ্র কাম্য ছিল। কিন্তু সকল যুগে সর্বত্র এটি আবশ্যিক নয়।

(৪) রাজনৈতিক বিজয় সাময়িক। কিন্তু তাওহীদের বিজয় চিরস্থায়ী। তাই ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইক্বামতে হুকূমত নয়, বরং ইক্বামতে তাওহীদ। যার জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আবশ্যিক কিংবা পূর্ব শর্ত নয়।

(৫) হুকূমত থাক বা না থাক, মুসলমানকে সর্বাবস্থায় তাওহীদের অনুসারী থাকতে হবে। তাহ'লেই বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত থাকবে। এমনকি অঞ্চল বিশেষে রাজনৈতিক বিজয় অর্জিত হবে, যদি আল্লাহ চান।

মহাকবি আল্লামা ইকবাল বলেন,

رنگ وخون کے بت کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا
نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ أفغانی

'রং ও রক্তের প্রতিমা চূর্ণ করে মিল্লাতের মাঝে হারিয়ে যাও!
না তূরানী থাক বাকী, না ঈরানী না আফগানী'।

রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ

(توظيف العمال لجلب الصدقات)

নবগঠিত মাদানী রাষ্ট্রের আর্থিক ভিত মযবুত করার জন্য এবং ফরয যাকাত ও অন্যান্য ছাদাক্বা সমূহ সুশৃংখলভাবে আদায় ও বণ্টনের জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কেন্দ্রীয়ভাবে রাজস্ব কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান করেন। ৯ম হিজরী সনের মুহাররম মাস থেকে এই সকল নিয়োগ কার্যকর হয়। এতদুদ্দেশ্যে তিনি রাষ্ট্রের অধীন ১৬টি অঞ্চল ও গোত্রের জন্য ১৬ জন রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ করেন।[৯৬৬] উল্লেখ্য যে, ২য় হিজরীর রামাযান মাসে ছিয়াম ফরয হয় এবং শাওয়াল মাসে যাকাত ফরয হয়। নিম্নে যাকাত আদায়কারীসহ রাজস্ব কর্মকর্তা ও রাজস্ব অঞ্চল সমূহের বিবরণ প্রদত্ত হ'ল।-

	কর্মকর্তা	অঞ্চল/গোত্র
১	উয়ায়না বিন হিছন	বনু তামীম
২	বুরাইদা বিন হুছাইব আল-আসলামী	আসলাম ও গেফার
৩	'আব্বাদ বিন বিশ্র আশহালী	সুলায়েম ও মুযায়না
৪	রাফে' বিন মাকীছ (رَافِع بن مَكِيث)	জুহায়না
৫	আমর ইবনুল 'আছ	বনু ফাযারাহ
৬	যাহ্হাক বিন সুফিয়ান	বনু কেলাব
৭	বুস্র বিন সুফিয়ান আল-কা'বী	বনু কা'ব
৮	ইবনুল লুৎবিয়াহ আল-আযদী	বনু যুবিয়ান
৯	মুহাজির বিন আবু উমাইয়া (তাদের উপস্থিতিতেই এখানে ভণ্ডনবী আসওয়াদ 'আনাসীর আবির্ভাব ঘটে)	ছান'আ শহর

৯৬৬. আর-রাহীক্ব ৪২৪-২৫ পৃঃ; ওয়াক্বেদী ৩/৯৭৩; ইবনু হিশাম ২/৬০০; ইবনু সা'দ ২/১২১; যাদুল মা'আদ ৩/৪৪৫।
ইবনুল ক্বাইয়িম ও মুবারকপুরী ইয়াযীদ ইবনুল হুছাইন লিখেছেন। কিন্তু ওয়াক্বেদী ও ইবনু সা'দ বুরাইদা বিন হুছাইব আল-আসলামী লিখেছেন। ইয়াযীদ ইবনুল হুছাইন নামে 'আসলাম' গোত্রের কাউকে না পাওয়ায় আমরা বুরাইদা বিন হুছাইব আল-আসলামী নামটিকেই অগ্রাধিকার দিলাম। যিনি 'আসলাম' গোত্রের নেতা ছিলেন *(আল-ইছাবাহ, বুরাইদা ক্রমিক* ৬৩২)।

১০	যিয়াদ বিন লাবীদ	হাযরামাউত
১১	‘আদী বিন হাতেম	বনু ত্বাঈ ও বনু আসাদ
১২	মালেক বিন নুওয়াইরাহ	বনু হানযালা
১৩	যিবরিক্বান বিন বদর	বনু সা‘দের একটি অংশে
১৪	ক্বায়েস বিন ‘আছেম	বনু সা‘দের আরেকটি অংশে
১৫	‘আলা ইবনুল হাযরামী	বাহরায়েন
১৬	আলী ইবনু আবী ত্বালেব	নাজরান (ছাদাক্বা ও জিযিয়া উভয়টি আদায়ের জন্য)

এ সময় কোন কোন গোত্র জিযিয়া ও ছাদাক্বা দিতে অস্বীকার করে। এমনকি অন্যকে দিতে বাধা প্রদান করে। এমনি একটি গোত্র ছিল বনু তামীম। ৯ম হিজরীর মুহাররম মাসে উক্ত গোত্রের জন্য দায়িত্বশীল রাজস্ব কর্মকর্তা উয়ায়না বিন হিছন মুহাজির ও আনছারদের বাইরে ৫০ জনের একটি অশ্বারোহী দল নিয়ে এদের উপরে আকস্মিক হামলা চালালে সবাই পালিয়ে যায়। তাদের ১১ জন পুরুষ, ২১ জন মহিলা ও ৩০ জন শিশু বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হয় এবং রামলা বিনতুল হারেছ-এর গৃহে তাদের রাখা হয়। পরদিন বনু তামীমের আক্বরা বিন হাবেস সহ কয়েকজন নেতা বন্দীমুক্তির জন্য মদীনায় আসেন। অতঃপর তারা ইসলাম কবুল করেন। রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে উত্তম উপঢৌকনাদি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাদের বন্দীদের ফেরৎ দেন’।[৯৬৭] *(বিস্তারিত দ্রঃ প্রতিনিধি দল ক্রমিক ৯)*।

জনৈক রাজস্ব কর্মকর্তা ইবনুল লুৎবিয়াহ (إِبْنُ اللُّتْبِيَّة) ছাদাক্বা আদায় করতে গিয়ে নিজের জন্য হাদিয়া গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে আবু হুমায়েদ সা‘এদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয্দ গোত্রের ইবনুল লুৎবিয়াহকে ছাদাক্বা আদায়ের দায়িত্বশীল হিসাবে নিয়োগ দান করেন। অতঃপর যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন বলেন, هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِىْ ‘এটি তোমাদের জন্য এবং এটি আমাকে হাদিয়া প্রদান করা হয়েছে’। একথা শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে যান এবং হামদ ও ছানার পরে বলেন, فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ؟ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِىَ لِى ‘আদায়কারীর কি

৯৬৭. কুরতুবী, তাফসীর সূরা হুজুরাত ৪-৫ আয়াত; যাদুল মা‘আদ ৩/৪৪৬; ইবনু হিশাম ২/৫৬২, ৫৬৭; তিরমিযী হা/৩২৬৭।

Contents

হয়েছে? যাকে আমরা নিয়োগ দিলাম। অতঃপর সে আমাদের কাছে এল আর বলল, এটি তোমাদের এবং এটি আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে’। فَهَلاَّ جَلَسَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ‘তাহ’লে কেন সে তার পিতা বা মাতার গৃহে বসে থাকেনা? অতঃপর সে দেখুক তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কি না? যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, তোমাদের যে কেউ আদায়কৃত মাল থেকে যতটুকু গ্রহণ করবে, ততটুকু ক্বিয়ামতের দিন তাকে স্বীয় স্কন্ধে বহন করে নিয়ে উঠতে হবে। যদি তা উট হয়, গরু হয় বা ছাগল হয়’। অতঃপর তিনি তাঁর দু’হাত উঁচু করলেন। এমতাবস্থায় আমরা তাঁর দুই বগলের সাদা অংশ দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি তিনবার বলেন, اَللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ‘হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?’ *(বুখারী হা/২৫৯৭, ৬৬৩৬; মুসলিম হা/১৮৩২)*।

*[**শিক্ষণীয়** : (১) জনগণের প্রয়োজনে ও রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন একান্ত ভাবেই যরূরী। সেকারণ কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে ছাদাক্বা প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে যুদ্ধ করা জায়েয। (২) বায়তুল মাল আদায়কারী ও হিসাব সংরক্ষণকারীর জন্য তাকে প্রদত্ত বেতন-ভাতার বাইরে কোনরূপ হাদিয়া গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।]*

বিদায় হজ্জ (حَجَّةُ الْوَدَاعِ)

(১০ম হিজরীর যিলহজ্জ মাস)

মক্কা বিজয়ের পর থেকেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায়ের আশংকা করছিলেন। এরি মধ্যে রাষ্ট্রীয় সব কাজকর্ম করে যাচ্ছিলেন। ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-বিধান সমূহ নাযিল ও তার বাস্তবায়ন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ে চলছিল। যেহেতু তিনি শেষনবী ও বিশ্বনবী, তাই শুধুমাত্র জান্নাতের সুসংবাদদাতা বা জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে নয়, বরং আল্লাহ্র দ্বীনের বাস্তব রূপকার হিসাবে তাঁর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ মানব জাতির জন্য একটা আদর্শ সমাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করাও সম্ভবতঃ আল্লাহ পাকের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে তাঁর যোগ্য উত্তরসুরী খলীফাগণ উক্ত কাঠামোকে ভিত্তি করে আরও সুন্দররূপে ইসলামী খেলাফত ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন, এ আশা রেখেই তিনি উম্মতকে অছিয়ত করে বলেন,

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ- وفى رِوَايَةٍ لِلنَّسائىِّ : وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ-

ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন আমাদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। অতঃপর আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় ওয়ায করলেন যে, চক্ষুসমূহ অশ্রুসজল হ'ল এবং হৃদয় সমূহ ভীত-বিহ্বল হয়ে গেল। এমন সময় জনৈক মুছল্লী বলে উঠল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মনে হচ্ছে যেন এটি কোন বিদায় গ্রহণকারীর অন্তিম উপদেশ। অতএব আপনি আমাদেরকে আরও বেশী উপদেশ দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি এবং তোমাদের আমীরের আদেশ শুনতে ও তা মান্য করতে উপদেশ দিচ্ছি, যদিও তিনি একজন হাবশী গোলাম হন। কেননা আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা সত্বর বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে

রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। তাকে কঠিনভাবে ধরবে এবং মাড়ির দাঁত সমূহ দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। সাবধান! দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি সমূহ হ'তে বিরত থাকবে। কেননা (দ্বীনের ব্যাপারে) যেকোন নতুন সৃষ্টি হ'ল বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত হ'ল ভ্রষ্টতা'। জাবের (রাঃ) কর্তৃক নাসাঈ-র বর্ণনায় এসেছে, 'আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম হ'ল জাহান্নাম'।[৯৬৮]

ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ 'আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছ দ্বীনের উপর ছেড়ে যাচ্ছি। যার রাত্রি হ'ল দিবসের ন্যায়। আমার পরে এই দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না ধ্বংসন্মুখ ব্যক্তি ব্যতীত'...।[৯৬৯]

উপরোক্ত অছিয়তের মধ্যে ৫টি বিষয় রয়েছে। (১) সর্বক্ষেত্রে আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করা (২) আমীর বা শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা (৩) মতভেদের সময় রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা (৪) ইসলামের মধ্যে নবোদ্ভূত বিষয় সমূহ সৃষ্টি তথা যাবতীয় বিদ'আত উদ্ভাবন থেকে বিরত থাকা (৫) বিদ'আত ছেড়ে রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত হাতে-দাঁতে কামড়ে ধরা এবং তাঁদের ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী শরী'আতের ব্যাখ্যা করা।

উক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে শাসক মুসলিম বা অমুসলিম, মুমিন বা ফাসেক দুইই হ'তে পারেন। সর্বাবস্থায় তার প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে হবে সামাজিক শৃংখলার স্বার্থে। এছাড়া মুসলিম নাগরিকগণ সর্বাবস্থায় তাদের সামাজিক জীবন যাপন করবেন জামা'আতবদ্ধভাবে একজন আল্লাহভীরু যোগ্য আমীরের অধীনে। যেভাবে মাক্কী জীবনে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনায় জীবন যাপন করতেন। অতঃপর তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী পন্থায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। বাধ্যগত অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করবেন ও আল্লাহ্র নিকট তার হক চাইবেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কিন্তু বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করবেন না। কেননা আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ- 'আখেরাতের এই গৃহ (অর্থাৎ জান্নাত) আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি ঐসব মুমিনের জন্য, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না এবং বিশৃংখলা কামনা করে না। আর শুভ পরিণাম হ'ল কেবল আল্লাহভীরুদের জন্য' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

---

৯৬৮. আহমাদ হা/১৭১৮৪; আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫; ছহীহাহ হা/২৭৩৫; নাসাঈ হা/১৫৭৮।

৯৬৯. ইবনু মাজাহ হা/৪৩; ছহীহাহ হা/৯৩৭।

অতঃপর উম্মতের সবাইকে বা অধিকাংশকে একত্রিত করে তাদের সম্মুখে সর্বশেষ উপদেশবাণী প্রদান করা এবং সেই সাথে চির বিদায় নেবার আগ্রহে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জে গমনের আকাংখা ব্যক্ত করলেন। সেই সাথে তিনি উম্মতের কাছ থেকে এ সাক্ষ্য নিতে চাইলেন যে, তিনি তাদের নিকটে আল্লাহ প্রেরিত দ্বীন যথাযথরূপে পৌঁছে দিয়েছেন। যদিও আল্লাহ বড় সাক্ষী। রাসূল (ছাঃ) হজ্জে যাবেন এবং তিনি উম্মতের সামর্থ্যবান সবাইকে শেষবারের মত একবার পেতে চান ও দেখতে চান- এ ঘোষণা প্রচারের সাথে সাথে চারদিকে ঢেউ উঠে গেল। দলে দলে মানুষ মক্কা অভিমুখে ছুটলো। মদীনা ও আশপাশের লোকেরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী হ'ল। এই সময়েও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য দেখাননি। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনের গবর্ণর নিয়োগ দিয়ে পাঠালেন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দান শেষে বললেন, يَا مُعَاذُ، إِنَّكَ عَسَى أَنْ لاَ تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي 'হে মু'আয! এ বছরের পর তোমার সঙ্গে আমার হয়ত আর সাক্ষাৎ হবে না। তখন হয়ত তুমি আমার এই মসজিদ ও কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে'। অর্থাৎ জীবিত রাসূলকে আর দেখতে পাবে না। মৃত রাসূল-এর কবর যেয়ারতে হয়ত তোমরা আসবে। রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে এই কথা শুনে ভক্ত ছাহাবী মু'আয ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদ বেদনায় হু হু করে কেঁদে উঠলেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, لاَ تَبْكِ يَا مُعَاذُ إِنَّ الْبُكَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ 'কেঁদ না হে মু'আয! নিশ্চয় কান্না শয়তানের পক্ষ থেকে আসে'।[৯৭০] এর দ্বারা 'অধিক কান্না ও শোক' বুঝানো হয়েছে *(বুখারী হা/১২৯৭)*। কেননা স্বাভাবিক কান্না আল্লাহ্র রহমত স্বরূপ *(বুখারী হা/১৩০৩)*।

হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা (خروج إلى الحج) :

আবু দুজানা সা'এদী অথবা সিবা' বিন উরফুত্বাহ গেফারীকে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করে ১০ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসের ছয় দিন বাকী থাকতে (অর্থাৎ ২৪শে যুলক্বা'দাহ) শনিবার যোহরের পর রাসূল (ছাঃ) স্ত্রীগণসহ ছাহাবায়ে কেরাম সমভিব্যাহারে মক্কার পথে রওয়ানা হ'লেন *(যাদুল মা'আদ ২/৯৮-৯৯)*। অতঃপর মদীনা থেকে ১০ কি. মি. দক্ষিণে 'যুল-হুলায়ফা' গিয়ে আছরের পূর্বে যাত্রাবিরতি করেন। এটা হ'ল মদীনাবাসীদের জন্য হজ্জের মীক্বাত। গলায় মালা পরানো কুরবানীর পশু সঙ্গে ছিল। এখানে তিনি রাত্রি যাপন করেন। পরদিন রবিবার দুপুরের পূর্বে ইহরামের জন্য গোসল করেন এবং গোসল শেষে হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজ হাতে তাঁর সারা দেহে ও পোষাকে সুগন্ধি মাখিয়ে দেন। অতঃপর তিনি যোহরের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন এবং মুছাল্লায় থাকা অবস্থাতেই হজ্জ ও ওমরাহ্র জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধেন ও সেমতে 'তালবিয়া' পাঠ

৯৭০. আহমাদ হা/২২১০৭; ছহীহাহ হা/২৪৯৭।

করেন। অর্থাৎ ‘লাব্বায়েক হাজ্জান ও ওমরাতান’ ধ্বনি উচ্চারণ করেন ও হজ্জে ক্বেরান-এর নিয়ত করেন।[৯৭১] যোহরের দু’রাক‘আত ফরয ব্যতীত ইহরামের জন্য পৃথকভাবে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করেছেন মর্মে রাসূল (ছাঃ) থেকে কিছুই বর্ণিত হয়নি।[৯৭২]

অতঃপর তিনি বের হন এবং স্বীয় ক্বাছওয়া (اَلْقَصْوَاءِ) উটনীর উপরে সওয়ার হয়ে পুনরায় ‘তালবিয়া’ পাঠ করেন। অতঃপর খোলা ময়দানে এসে পুনরায় ‘তালবিয়া’ বলেন।[৯৭৩] অতঃপর মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন এবং মধ্যম গতিতে সাত দিন চলে ৩রা যিলহাজ্জ শনিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে মক্কার নিকটবর্তী ‘যূ-তুওয়া’ (ذُو طُوَى)-তে অবতরণ করেন ও সেখানে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন রবিবার দিনের বেলায় তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন’।[৯৭৪] ফলে মদীনা থেকে মক্কায় প্রবেশ পর্যন্ত মোট সফরকাল হয় নয় দিন।

মক্কায় প্রবেশ (دخول مكة) :

৪ঠা যিলহজ্জ রবিবার ফজরের ছালাতের পর গোসল শেষে রওয়ানা হন এবং পূর্বাহ্নে মক্কায় প্রবেশ করেন *(যাদুল মা‘আদ ২/২০৬-০৭)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, মানুষের ভীড় এড়ানোর জন্য তিনি উটে সওয়ার হয়ে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। অতঃপর বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করেন *(মুসলিম হা/১২৭৪)*। তিনি বনু ‘আব্দে মানাফ দরজা (بَابُ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ) দিয়ে প্রবেশ করেন। যাকে এখন ‘বাবে বনু শায়বাহ’ (بَابُ بَنِي شَيْبَةَ) বলা হয় *(যাদুল মা‘আদ ২/২০৭)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এসময় হাতের মাথাবাঁকা লাঠি (مِحْجَن) দিয়ে তিনি হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করেন *(বুখারী হা/১৬০৭)*। তিনি বলেন, অতঃপর উট বসিয়ে রাসূল (ছাঃ) মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে দু’রাক‘আত ছালাত

৯৭১. আর-রাহীক্ব ৪৫৯ পৃঃ। এতে প্রমাণিত হয় যে, মীক্বাত থেকেই ইহরাম বাঁধতে হয়, তার পূর্বে থেকে নয় এবং ইহরামের জন্য পৃথক কোন নফল ছালাত নেই।
একই ইহরামে হজ্জ ও ওমরাহ দু’টিই সম্পন্ন করাকে ‘হজ্জে ক্বেরান’ বলা হয়। এটি কঠিন। প্রথমে ওমরাহ পালন অতঃপর হালাল হয়ে পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধাকে ‘হজ্জে তামাত্তু’ বলা হয়। এটি সহজ। শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বাঁধাকে ‘হজ্জে ইফরাদ’ বলা হয়। সময় স্বল্পতার জন্য এটা অনেকে করে থাকেন। শরী‘আতে তিনটিরই সুযোগ রাখা হয়েছে।

৯৭২. যাদুল মা‘আদ ২/১০১ পৃঃ। উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে ইহরাম বাঁধার পূর্বে কেবল দু’রাক‘আত ছালাতের কথা এসেছে *(মুসলিম হা/১১৮৪ (২১)*। যার প্রেক্ষিতে ইমাম নববী ঐ দু’রাক‘আতকে ইহরামের পূর্বেকার দু’রাক‘আত নফল ছালাত হিসাবে গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত একই হাদীছে যোহরের ছালাত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে *(মুসলিম হা/১২৪৩)*। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, যোহরের দু’রাক‘আত ক্বছর ছালাত আদায়ের পরেই রাসূল (ছাঃ) হজ্জের ইহরাম বাঁধেন ও তালবিয়াহ পাঠ করেন।

৯৭৩. আর-রাহীক্ব ৪৫৯ পৃঃ। এতে বুঝা যায় যে, তিনি তাঁবুতে ইহরাম পরে একাকী যোহর-আছর জমা ও ক্বছর করে বের হন।

৯৭৪. আর-রাহীক্ব ৪৫৮-৫৯ পৃঃ; যাদুল মা‘আদ ২/২০৬-০৭।

Contents

আদায় করেন।[৯৭৫] এতে তিনি সূরা ফাতিহার পরে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাছ পাঠ করেন।[৯৭৬] অতঃপর সওয়ার অবস্থায় ছাফা ও মারওয়া সাঈ করেন *(বুখারী হা/১৬০৭)*। এভাবে ওমরাহ শেষ করেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি হালাল না হয়ে মক্কার উপরিভাগে তাঁর অবস্থানস্থল 'হাজূন' (اَلْحَجُوْن)-য়ে গমন করেন। কেননা তাঁর সাথে কুরবানী ছিল। তবে যাদের সঙ্গে কুরবানী ছিল না, তিনি তাদেরকে ওমরাহ শেষে হালাল হ'তে বলেন *(বুখারী হা/১৫৪৫)*। এতে অনেকে ইতস্ততঃ বোধ করতে থাকেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমার নিকটে ক্রুদ্ধ অবস্থায় আসেন। আমি বললাম, যে আপনাকে ক্রুদ্ধ করেছে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তখন তিনি বললেন, তুমি কি দেখছ না, আমি লোকদের একটা নির্দেশ দিয়েছি। অথচ তারা ইতস্ততঃ করছে। وَلَوْ أَنِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْىَ مَعِى حَتَّى أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا- 'এখন যেটা বুঝছি, সেটা আগে বুঝতে পারলে আমি কুরবানী খরিদ করে নিয়ে আসতাম না। অতঃপর আমি হালাল হয়ে যেতাম। যেমন তারা হালাল হয়েছে'।[৯৭৭] এর দ্বারা হজ্জে ক্বেরান যে কষ্টকর হজ্জ, সেটা বুঝানো হয়েছে। অতএব হজ্জে তামাত্তু উত্তম।

মিনায় গমন (ذهاب إلى منى) :

রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবার মক্কায় অবস্থান শেষে ৮ই যিলহাজ্জ বৃহস্পতিবার তারবিয়ার দিন (يَوْمُ التَّرْوِيَة) সকালে রাসূল (ছাঃ) মিনায় গমন করেন। সেখানে তিনি জমা না করে পৃথক পৃথক ভাবে শুধু ক্বছরের সাথে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন এবং ৯ তারিখ সূর্যোদয় পর্যন্ত অবস্থান করেন।[৯৭৮]

আরাফাতে অবস্থান (وقوف بعرفة) :

৯ই যিলহাজ্জ শুক্রবার সকালে তিনি মিনা হ'তে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ওয়াদিয়ে নামেরায় (وَادِي نَمِرَةَ) অবতরণ করেন। যার একপাশে আরাফাত ও অন্যপাশে মুযদালিফাহ অবস্থিত। অতঃপর সূর্য ঢলে পড়লে তিনি ক্বাছওয়ার (اَلْقَصْوَاء)

---

৯৭৫. বুখারী হা/৪০২; বাক্বারাহ ২/১২৫। তবে এটি মাত্বাফের যেকোন স্থানে পড়া চলে *(হাকেম হা/৯৩৩, সনদ ছহীহ)*।
এটি তাহিইয়াতুল মসজিদ নয়। বরং তাওয়াফ শেষের ছালাত। কেননা এখানে তাহিইয়াতুল মসজিদ হ'ল তাওয়াফে কুদূম। যা হজ্জ বা ওমরাহ কালে মক্কায় এসেই প্রথমে করতে হয় *(যাদুল মা'আদ ২/২১০)*।
৯৭৬. যাদুল মা'আদ ২/২০৮; মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭)।
৯৭৭. মুসলিম হা/১২১১ (১৩০); মিশকাত হা/২৫৬০ 'মানাসিক অধ্যায়' 'বিদায় হজ্জ' অনুচ্ছেদ।
৯৭৮. যাদুল মা'আদ ২/২১৫; মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭); মিশকাত হা/২৫৫৫; বুখারী হা/১০৮১, ১০৮৩; মুসলিম হা/৬৯৪ (১৬), ৬৯৬ (২০); মিশকাত হা/১৩৩৪, ১৩৩৬।

পিঠে সওয়ার হয়ে আরাফাত ময়দানের বাত্বনে ওয়াদীতে (بَطْنُ الْوَادِي) গমন করেন। এটি ছিল একটি পাহাড়ী টিলা। যা বর্তমানে 'জাবালে রহমত' (جَبَلُ الرَّحْمَةِ) বলে খ্যাত। অতঃপর তিনি সেখানে উটনীর পিঠে সওয়ার অবস্থায় উপস্থিত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সারগর্ভ ভাষণ দেন *(যাদুল মা'আদ ২/২১৫)*। এসময় সেখানে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার বা ত্রিশ হাযার মুসলমান উপস্থিত ছিলেন।[৯৭৯] মুবারকপুরী কোনরূপ সূত্র ছাড়াই এক লক্ষ অথবা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাযার বলেছেন *(আর-রাহীক্ব ৪৪৪ পৃঃ)*।

আরাফাতের ভাষণ (خطبة عرفات) :

১. জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম (রাঃ) বলেন, আরাফার দিন বিদায় হজ্জের ভাষণে সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنِّى وَاللهِ لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِى هَذَا بِمَكَانِى هَذَا، فَرَحِمَ اللهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِى الْيَوْمَ فَوَعَاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلاَ فِقْهَ لَهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيَوْمِ فِى هَذَا الشَّهْرِ فِى هَذَا الْبَلَدِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لاَ تَغِلُّ عَلَى ثَلاَثٍ: إِخْلاَصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةِ أُولِى الأَمْرِ، وَعَلَى لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ- رواه الدارمىُّ-

(১) 'হে জনগণ! আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানিনা আজকের পরে আর কোনদিন তোমাদের সঙ্গে এই স্থানে মিলিত হ'তে পারব কি-না। অতএব আল্লাহ রহম করুন ঐ ব্যক্তির উপরে যে ব্যক্তি আজকে আমার কথা শুনবে ও তা স্মরণ রাখবে। কেননা অনেক জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয় (সে অন্যের নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়) এবং অনেক জ্ঞানের বাহক তার চাইতে অধিকতর জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়। (২) জেনে রেখ, নিশ্চয়ই তোমাদের মাল-সম্পদ ও তোমাদের রক্ত তোমাদের পরস্পরের উপরে হারাম, যেমন আজকের এই দিন, এই মাস, এই শহর তোমাদের জন্য হারাম' (অর্থাৎ এর সম্মান বিনষ্ট করা হারাম)। (৩) জেনে রেখ, তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খিয়ানত করে না : (ক) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এখলাছের সাথে কাজ করা। (খ) শাসকদের জন্য কল্যাণ কামনা করা এবং (গ) মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাদের দো'আ তাদেরকে পিছন থেকে (শয়তানের প্রতারণা হ'তে) রক্ষা করে' *(দারেমী হা/২২৭, সনদ ছহীহ)*। অর্থাৎ মুমিন যতক্ষণ উক্ত তিনটি স্বভাবের উপরে দৃঢ় থাকবে, ততক্ষণ তার অন্তরে খিয়ানত বা বিদ্বেষ প্রবেশ করবে না। যা তাকে ইলম প্রচারের কাজে বাধা দেয়। আর তিনিই হবেন কামেল মুমিন' *(মির'আত হা/২২৯-এর ব্যাখ্যা)*।

---

৯৭৯. মির'আত, শরহ মিশকাত হা/২৫৬৯-এর আলোচনা।

www.ahlehadeethbd.org

ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, لُزُوم جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ অর্থ আক্বীদা ও সৎকর্মে সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং জুম‘আ, জামা‘আত ও অন্যান্য বিষয়ে সকলে অংশগ্রহণ করা। فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ অর্থ তাদের দো‘আ তাদেরকে শয়তানী প্রতারণা এবং পথভ্রষ্টতা হ’তে পিছন থেকে তাদের রক্ষা করে। এর মধ্যে ধমকি রয়েছে, যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে বেরিয়ে যাবে, সে ব্যক্তি জামা‘আতের বরকত ও মানুষের দো‘আ থেকে বঞ্চিত হবে। এছাড়াও এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপন করা অধিক উত্তম বিচ্ছিন্ন থাকার চাইতে’। কোন কোন বর্ণনায় مَنْ وَرَائَهُمْ এসেছে। অর্থাৎ তাদের পিছনে যারা আছে, তারা তাকে রক্ষা করে। ত্বীবী বলেন, এর দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতকে বুঝানো হয়েছে। যাদের দো‘আ তাদের পরবর্তী বংশধরগণকেও পথভ্রষ্টতা হ’তে রক্ষা করে’ *(মিরক্বাত, শরহ মিশকাত হা/২২৮-এর ব্যাখ্যা)*।

২. জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্জের দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বাছওয়া (الْقَصْوَاء) উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে বাত্বনুল ওয়াদীতে আরাফাহ ময়দানে আসেন। অতঃপর লোকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا- أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوْعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِى بَنِى سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ- وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ- فَاتَّقُوا اللهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ- وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُوْنَ عَنِّىْ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ- قَالُوْا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ- ثَلاَثَ مَرَّاتٍ- رواه مسلم-

‘হে জনগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত ও মাল-সম্পদ তোমাদের পরস্পরের উপরে হারাম, যেমন আজকের এই দিন, এই মাস, এই শহর তোমাদের জন্য হারাম’ (অর্থাৎ এর

সম্মান বিনষ্ট করা হারাম)। (৪) 'শুনে রাখ, জাহেলী যুগের সকল কিছু আমার পায়ের তলে পিষ্ট হ'ল। জাহেলী যুগের সকল রক্তের দাবী পরিত্যক্ত হ'ল। আমাদের রক্ত সমূহের প্রথম যে রক্তের দাবী আমি পরিত্যাগ করছি, তা হ'ল রাবী'আহ ইবনুল হারেছ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব-এর শিশু পুত্রের রক্ত। যে তখন বনু সা'দ[৯৮০] গোত্রে দুগ্ধ পান করছিল, আর হোযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিল'। (৫) 'জাহেলী যুগের সকল সূদ পরিত্যক্ত হ'ল। আমাদের সূদ সমূহের প্রথম যে সূদ আমি শেষ করে দিচ্ছি সেটি হ'ল (আমার চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের পাওনা সূদ। যার সবটুকুই বাতিল করা হ'ল। (৬) 'তোমরা নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্র কালেমার মাধ্যমে তাদেরকে হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের প্রাপ্য হক হ'ল এই যে, তারা তোমাদের বিছানা এমন কাউকে মাড়াতে দেবে না, যাদেরকে তোমরা অপসন্দ কর। যদি তারা সেটা করে, তবে তোমরা তাদের প্রহার করবে যা গুরুতর হবে না। আর তোমাদের উপরে তাদের প্রাপ্য হক হ'ল উত্তমরূপে খাদ্য ও পরিধেয় প্রদান করা'। (৭) 'আর জেনে রাখ, আমি তোমাদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছি এমন এক বস্তু, যা মযবুতভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। সেটি হ'ল আল্লাহ্র কিতাব'। (৮) 'আর তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তখন তোমরা কি বলবে? লোকেরা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি সবকিছু পৌঁছে দিয়েছেন, (রিসালাতের আমানত) আদায় করেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন'। অতঃপর তিনি শাহাদাত অঙ্গুলী আসমানের দিকে উঁচু করে অতঃপর সমবেত জনমণ্ডলীর দিকে নীচু করে বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক' (তিনবার)।[৯৮১]

৩. ফাযালাহ বিন ওবায়েদ (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِى طَاعَةِ اللهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ (৯) 'আমি কি তোমাদেরকে মুমিন সম্পর্কে খবর দিব না? সে ঐ ব্যক্তি যার হাত থেকে অন্যদের মাল ও জান নিরাপদ থাকে। আর মুসলিম সেই, যার যবান ও হাত থেকে অন্যেরা নিরাপদ থাকে। আর মুজাহিদ সেই, যে আল্লাহ্র আনুগত্যে নিজেকে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত করে এবং মুহাজির সেই, যে সকল প্রকার অন্যায় ও পাপকর্ম সমূহ পরিত্যাগ করে'।[৯৮২]

---

৯৮০. অন্য বর্ণনায় বনু লাইছ।- ইবনু হিশাম ২/৬০৪।

৯৮১. মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭) 'বিদায় হজ্জ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২৫৫৫ 'মানাসিক' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৪।

৯৮২. আহমাদ হা/২৪০০৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৮৬২; ছহীহাহ হা/৫৪৯।

উক্ত কথাটি আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় অন্যভাবে এসেছে, اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ‘মুসলিম সেই, যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে এবং মুহাজির সেই, যে আল্লাহ্র নিষেধ সমূহ পরিত্যাগ করে’।[৯৮৩]

৪. আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আরাফাতের ময়দানে উটনীর পিঠে সওয়ার অবস্থায় প্রদত্ত ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ وَإِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الأُمَمَ فَلاَ تُسَوِّدُوا وَجْهِى أَلاَ وَإِنِّى مُسْتَنْقِذٌ أُنَاسًا وَمُسْتَنْقَذٌ مِنِّى أُنَاسٌ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِى. فَيَقُولُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ-

(১০) ‘মনে রেখ! আমি তোমাদের সকলের আগেই হাউয কাউছারে পৌঁছে যাব। আর আমি অন্য সকল উম্মতের মধ্যে তোমাদের আধিক্য নিয়ে গর্ব করব। অতএব তোমরা আমার চেহারাকে কালেমালিপ্ত করো না। (১১) মনে রেখ! আমি অনেককে সেদিন মুক্ত করব এবং অনেকে সেদিন আমার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তখন আমি বলব, ‘হে আমার প্রতিপালক! এরা তো আমার সাথী। তিনি বলবেন, তুমি জানো না তোমার পরে এরা (ইসলামের মধ্যে) কত বিদ‘আত সৃষ্টি করেছিল’ *(ইবনু মাজাহ হা/৩০৫৭)*।

সাহল বিন সা‘দ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, এ জওয়াব পাওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) বলবেন, سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِى ‘দূর হও দূর হও! যে ব্যক্তি আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে’।[৯৮৪]

৫. মিখনাফ বিন সুলায়েম (রাঃ) বলেন,

كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً- رواه الترمذى وأبو داؤد وابن ماجه-

(১২) ‘আমরা আরাফাতের ময়দানে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে দাঁড়িয়েছিলাম। অতঃপর আমি তাঁকে বলতে শুনলাম যে, হে জনগণ! নিশ্চয় প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও ‘আতীরাহ’।[৯৮৫]

---

৯৮৩. বুখারী হা/১০; মিশকাত হা/৬।
৯৮৪. বুখারী হা/৬৫৮৩-৮৪; মুসলিম হা/২২৯৭ (৩২); মিশকাত হা/৫৫৭১।
অতএব জন্মনিরোধ করে উম্মতের সংখ্যা কমানো এবং ধর্মের নামে ও রাজনীতির নামে ইসলামের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি বা আমদানী করা নিষিদ্ধ।
৯৮৫. তিরমিযী হা/১৫১৮; আবুদাঊদ হা/২৭৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৩১২৫; মিশকাত হা/১৪৭৮, সনদ ‘হাসান’।

৬. সুলায়মান বিন আমর ইবনুল আহওয়াছ তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, এদিন রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন,

أَىُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ لاَ يَجْنِى جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ لاَ يَجْنِى وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُوْدٌ عَلَى وَالِدِهِ- أَلاَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِى بِلاَدِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُوْنُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ-

(১৩) 'আজকে কোন দিন? লোকেরা বলল, হাজ্জে আকবারের দিন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও (১৪) সম্মান পরস্পরের জন্য হারাম। যেমন এই দিন ও এই শহর তোমাদের জন্য হারাম। 'মনে রেখ, অপরাধের শাস্তি অপরাধী ব্যতীত অন্যের উপরে বর্তাবে না। পিতার অপরাধের শাস্তি পুত্রের উপর এবং পুত্রের অপরাধের শাস্তি পিতার উপর বর্তাবে না'। (১৫) 'মনে রেখ, শয়তান তোমাদের এই শহরে পূজা পাওয়া থেকে (অর্থাৎ তোমাদের কাফের হওয়া থেকে) চিরদিনের মত নিরাশ হয়ে গেছে। তবে যেসব কাজগুলিকে তোমরা তুচ্ছ মনে কর, সেসব কাজে তার আনুগত্য করা হবে, আর তাতেই সে খুশী থাকবে'।[৯৮৬] যেমন মিথ্যা, প্রতারণা, আপোষে ঝগড়া-

---

'আতীরাহ' অর্থ ঐ পশু যা রজব মাসে যবহ করা হয়। যা ইসলামের প্রথম যুগে চালু ছিল এবং পরে রহিত করা হয় *(মির'আত হা/১৪৯২-এর ব্যাখ্যা)*। অত্র হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, মুক্বীম অবস্থায় পরিবার পিছু একটি করে কুরবানী দেওয়া আবশ্যক। তাছাড়া আল্লাহ বলেন, আমরা ইসমাঈলের কুরবানীর বিনিময়ে একটি মহান কুরবানী পেশ করলাম'। আর সেটিকে আমরা পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম' *(ছাফফাত ৩৭/১০৭-০৮)*। আর সেটি ছিল একটি দুম্বা। রাসূল (ছাঃ) মদীনাতে মুক্বীম অবস্থায় নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে একটি বা দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন' *(বুখারী হা/৫৫৫৮; মুসলিম হা/১৯৬৬; মিশকাত হা/১৪৫৩-৫৪)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, হজ্জের সফরে তিনি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী দিয়েছে *(আবুদাঊদ হা/১৭৫০)*। আনাস (রাঃ) বলেন, হজ্জের সফরে রাসূল (ছাঃ) দাঁড়ানো অবস্থায় ৭টি উট নহর করেন এবং মদীনাতে ঈদুল আযহার দিন দু'টি শিংওয়ালা সুঠামদেহী দুম্বা যবহ করেছেন' *(বুখারী হা/১৭১২)*। মুসাফির অবস্থায় সাত জনে মিলে একটি গরু বা উট কুরবানীর বিধান রয়েছে। হোদায়বিয়া ও হজ্জের সফরে এবং অন্যান্য সফরে ছাহাবীগণ এভাবেই কুরবানী করেছেন' *(মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০-৫১); আবুদাঊদ হা/২৮০৯; তিরমিযী হা/৯০৪-০৫; ইবনু মাজাহ হা/৩১৩১; মিশকাত হা/১৪৬৯)*। উক্ত হাদীছটি আবুদাঊদে ও মিশকাতে সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে, اَلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ 'গরু ও উট সাত জনের পক্ষ হ'তে' *(আবুদাঊদ হা/২৮০৮; মিশকাত হা/১৪৫৮ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*। সেখান থেকেই সম্ভবতঃ সাত ব্যক্তি কিংবা সাত বা একাধিক পরিবার মিলে একটি গরু কুরবানী দেওয়ার প্রথা চালু হয়েছে। যা সুন্নাত সম্মত নয়। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : লেখক প্রণীত 'মাসায়েলে কুরবানী' বই)*।

৯৮৬. তিরমিযী হা/২১৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩০৫৫, হাদীছ ছহীহ; মিরক্বাত শারহ মিশকাত হা/২৬৭০। আরাফার দিনকে 'হজ্জে আকবার' বলা হয় এবং শুধু ওমরাকে 'হজ্জে আছগার' বলা হয়। তবে প্রসিদ্ধ মতে আরাফা ও জুম'আর দিন একত্রিত হওয়াকে 'হজ্জে আকবার' বলা হয় *(মিরক্বাত হা/২৬৭০-এর*

মারামারি ইত্যাদি। যা পরবর্তীদের মধ্যে ঘটেছিল *(মির'আত)*। জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে وَلَكِنْ فِى التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ 'কিন্তু শয়তানী প্ররোচনা বাকী থাকবে'।[৯৮৭] (১৬) একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, أَلاَ إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ إِلاَّ مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ– 'মনে রেখ! এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। অতএব কোন মুসলমানের জন্য তার ভাই-এর কোন বস্তু হালাল নয় কেবল অতটুকু ব্যতীত যতটুকু সে তার জন্য হালাল করে' *(তিরমিযী হা/৩০৮৭)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلاَّ مَا أَعْطَاهُ مِنْ طِيبِ نَفْسٍ وَلاَ تَظْلِمُوا... 'কোন ব্যক্তির মাল তার ভাই-এর জন্য হালাল নয়। যতক্ষণ না সে তাকে খুশী মনে তা দেয়। আর তোমরা যুলুম করো না...।[৯৮৮] এদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সওয়ারীর পিঠে বসে একটি খুৎবা দিয়েছিলেন, দু'টি খুৎবা নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, মুসফিরের জন্য জুম'আর ছালাত অপরিহার্য নয় *(যাদুল মা'আদ ২/২১৬)*।

আরাফাতের ভাষণে উপরে বর্ণিত ৬টি হাদীছের মধ্যে আমরা ১৬টি বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য পেয়েছি। যার প্রতিটিই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখ্য যে, আরাফাতের ময়দানে রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত ভাষণ উচ্চকণ্ঠে জনগণকে শুনিয়েছিলেন রাবী'আহ বিন উমাইয়া বিন খালাফ'।[৯৮৯] আল্লাহ্র কি অপূর্ব মহিমা! মক্কায় হযরত বেলালের উপরে লোমহর্ষক নির্যাতনকারী, রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী ১৪ নেতার অন্যতম নিকৃষ্টতম নেতা ও বদর যুদ্ধে নিহত উমাইয়া বিন খালাফের ছেলে রাবী'আহ আজ রাসূল (ছাঃ)-এর দেহরক্ষী ছাহাবী ও তাঁর বিদায়ী ভাষণ প্রচারকারী। *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহা-নাল্লা-হিল 'আযীম*।

যোহর ও আছরের ছালাত জমা ও ক্বছরের সাথে আদায় (الجمع والقصر للظهر والعصر) :

খুৎবা শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলালকে আযান দিতে বলেন। অতঃপর প্রথম এক্বামতে যোহরের ছালাত এবং দ্বিতীয় এক্বামতে আছরের ছালাত আদায় করেন। তিনি উভয় ছালাত দু'রাক'আত করে জমা ও ক্বছর হিসাবে পড়েন।[৯৯০] এদিন আছরের ছালাত

আলোচনা)। এর জন্য ৭০টি হজ্জের সমান নেকী পাওয়া যায় বলে যে হাদীছ প্রচলিত আছে, তা ভিত্তিহীন ও জাল *(যঈফাহ হা/২০৭, ১১৯৩, ৩১৪৪)*।

৯৮৭. মুসলিম হা/২৮১২; মিশকাত হা/৭২।

৯৮৮. বায়হাক্বী হা/১১৩০৪; ইরওয়া হা/১৪৫৯-এর আলোচনা ১/২৮১, সনদ হাসান।

৯৮৯. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৯২৭, সনদ হাসান; ইবনু হিশাম ২/৬০৫।

৯৯০. বুখারী হা/১৬৬২ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে 'হজ্জ' অধ্যায়-২৫ 'আরাফা ময়দানে দুই ছালাত জমা করা' অনুচ্ছেদ-৮৯; মিশকাত হা/২৬১৭ 'মানাসিক' অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৫; 'আওনুল মা'বূদ শরহ আবুদাঊদ

Contents

এগিয়ে যোহরের সময় মিলিয়ে পড়া হয়।[৯৯১] যাকে ‘জমা তাক্বদীম’ বলা হয়। উভয় ছালাতের মধ্যে কোন সুন্নাত-নফল পড়েননি।[৯৯২]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, নিঃসন্দেহে এদিন মক্কাবাসীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে যোহর ও আছর জমা ও ক্বছর সহ আদায় করেন। তিনি তাদেরকে ছালাত পূর্ণ করতে বলেননি কিংবা জমা পরিত্যাগ করতে বলেননি’ *(যাদুল মা‘আদ ২/২১৬)*। এক্ষণে যিনি বলেন যে, এদিন রাসূল (ছাঃ) তাদের বলেছিলেন, يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ‘হে শহরবাসীগণ! তোমরা চার রাক‘আত ছালাত পূর্ণ কর। কেননা আমরা মুসাফির’। কথাটি মারাত্মক ভুল। কেননা এটি তিনি মক্কা বিজয়ের দিন মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। কারণ তারা সেখানে মুক্বীম ছিলেন’।[৯৯৩] অতএব এটিই বিদ্বানগণের বিশুদ্ধতম সিদ্ধান্ত যে, মক্কাবাসীগণ আরাফাতের ময়দানে জমা ও ক্বছরের সাথে ছালাত আদায় করবেন। যেমন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে করেছিলেন। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সফরের জন্য নির্দিষ্ট দূরত্ব ও সময়কাল শর্ত নয়। কেবল সফরটাই শর্ত *(যাদুল মা‘আদ ২/২১৬-১৭)*। আর কুরআনেরও বক্তব্য সেটাই *(নিসা ৪/১০১)*।

ছালাত শেষে রাসূল (ছাঃ) সওয়ারীতে আরোহণ করে ওয়াদীয়ে নামেরাতে স্বীয় তাঁবুতে গমন করেন ও সূর্য অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। তিনি সবাইকে বলেন, عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ‘পুরা আরাফাতের ময়দান হ’ল অবস্থানস্থল’ *(মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৯)*। কেননা এটি ইবরাহীমের উত্তরাধিকার সমূহের অন্যতম’ *(তিরমিযী হা/৮৮৩)*। এ সময় নাজদবাসীদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, اَلْحَجُّ عَرَفَةُ ‘হজ্জ হ’ল আরাফাহ’ *(তিরমিযী হা/৮৮৯)*। এখানে তিনি একাকী বুক পর্যন্ত হাত উঠিয়ে মিসকীনের ন্যায় আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা ও কান্নাকাটিতে রত থাকেন। তিনি বলেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ‘শ্রেষ্ঠ দো‘আ হ’ল আরাফার দো‘আ’।[৯৯৪]

হা/১৯১৩; বুখারী হা/১১০৭, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে; হা/১১০৯ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে ‘ছালাতে ক্বছর করা’ অধ্যায়।

৯৯১. মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭); মিশকাত হা/২৫৫৫ ‘বিদায় হজ্জ’ অনুচ্ছেদ।

৯৯২. মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭); মিশকাত হা/২৫৫৫; মির‘আত শরহ মিশকাত হা/২৫৭৯-এর আলোচনা; আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ (কুয়েত : ৩য় সংস্করণ ১৪০৩ হিঃ) পৃঃ ২৯-৩০।

৯৯৩. আবুদাঊদ হা/১২২৯; আহমাদ হা/১৯৮৯১।
দুর্ভাগ্য আজকাল অনেক হাজী আরাফাতে জমা ও ক্বছর করেন না এবং ইমামের সাথে ছালাত আদায় করেন না। এমনকি অনেকে হারামে ছালাত শুদ্ধ নয় মনে করে সেখানে ছালাত পড়েন না। পড়লেও স্বীয় অবস্থানে গিয়ে পুনরায় ছালাত আদায় করেন। এগুলি স্রেফ মূর্খতা ও হঠকারিতা বৈ কিছুই নয়।

৯৯৪. তিরমিযী হা/৩৫৮৫; মিশকাত হা/২৫৯৮; ছহীহাহ হা/১৫০৩।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার সনদ নাযিল (نزول سند الإكمال للإسلام) :

এদিন অর্থাৎ জুম‘আর দিন সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে নাযিল হয় এক অনন্য দলীল, ইসলামের পরিপূর্ণতার সনদ, যা ইতিপূর্বে কোন এলাহী ধর্মের জন্য নাযিল হয়নি। এ সময় ‘অহি’ নাযিলের গুরুভার বহনে অপারগ হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর বাহন ‘আযবা’ (الْعَضْبَاءُ) আস্তে করে বসে পড়ে। অতঃপর ‘অহি’ নাযিল হ’ল-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً-

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপরে আমার নে‘মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম’।[৯৯৫] একারণে বিদায় হজ্জকে ‘হাজ্জাতুল ইসলাম’ (حَجَّةُ الْإِسْلاَمِ) বা ‘ইসলামের হজ্জ’ বলা হয় *(আল-বিদায়াহ ৫/১০৯)*।

উক্ত আয়াত নাযিলের বিষয়ে পরবর্তীতে ইহূদীরা ওমর ফারূক (রাঃ)-কে বলেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন! যদি উক্ত আয়াত আমাদের উপর নাযিল হ’ত, তাহ’লে আমরা ঐদিনটিকে ঈদের দিন হিসাবে গ্রহণ করতাম। তখন ওমর (রাঃ) বললেন,

وَاللهِ إِنِّى لأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِى نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالسَّاعَةَ الَّتِى نَزَلَتْ فِيهَا، نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ

‘আল্লাহ্র কসম! আমি জানি যেদিন এটি রাসূল (ছাঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল এবং কখন এটি নাযিল হয়েছিল। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল জুম‘আ ও আরাফার দিন সন্ধ্যায়’ *(আহমাদ হা/১৮৮, সনদ ছহীহ)*। মুসলিমের বর্ণনায় জুম‘আর রাতের (لَيْلَةَ جَمْعٍ) কথা বলা হয়েছে যার অর্থ ইমাম নববী বলেন, জুম‘আর দিন *(শরহ মুসলিম হা/৩০১৭)*। বুখারীর বর্ণনায় স্পষ্টভাবে জুম‘আর দিনের (فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ) কথা বলা হয়েছে *(বুখারী হা/৭২৬৮)*।[৯৯৬] অর্থাৎ জুম‘আর দিন মাগরিবের পূর্বে। কেননা মাওয়ার্দী

---

৯৯৫. মায়েদাহ ৫/৩; কুরতুবী, তাফসীর উক্ত আয়াত; তাফসীর ত্বাবারী হা/১১১১২।

৯৯৬. প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে এই আয়াত শ্রবণ করে ওমর ফারূক (রাঃ) কেঁদে উঠলেন। অতঃপর লোকদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, إِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الْكَمَالِ إِلاَّ النُّقْصَانُ ‘পূর্ণতার পরে তো আর কিছুই থাকেনা ঘাটতি ব্যতীত’ *(আল-বিদায়াহ ৫/২১৫; কুরতুবী হা/২৫৬৩; ত্বাবারী হা/১১০৮৭, সনদ যঈফ)*। মুবারকপুরী এটি ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বুখারীর সূত্রে বর্ণিত বলেছেন, যা ঠিক নয় *(আর-রাহীক্ব পৃঃ ৪৬০ টীকা-৫ সহ)*। তিনি রহমাতুল্লিল ‘আলামীন (১/২৬৫ পৃঃ) থেকে গৃহীত বলেছেন। কিন্তু সেখানে ওমর (রাঃ)-এর উক্ত বক্তব্য নেই *(ঐ, দিল্লী সংস্করণ ১৯৮০ খৃঃ ১/২৩৫ পৃঃ)*।

বলেন, عَشِيَّةً অর্থ অপরাহ্ন। যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার জন্য ঢলে পড়ে। مَسَاءً অর্থ সূর্যাস্তের পর অন্ধকার প্রকাশিত হওয়া' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা রূম ১৮ আয়াত)*।

নববী বলেন, এর দ্বারা ওমর (রাঃ) বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, আমরা ঐদিনটিকে ঈদ হিসাবেই গ্রহণ করেছি। কেননা ঐদিন ছিল জুম'আ এবং আরাফার দিন। আর দু'টিই হ'ল মুসলমানদের নিকট ঈদের দিন' *(শরহ মুসলিম হা/৩০১৭)*। একই প্রশ্ন ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে করা হ'লে তিনি বলেন, فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِى يَوْمِ عِيدٍ فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ 'কেননা আয়াতটি নাযিল হয়েছিল 'জুম'আ ও আরাফাহ্র দুই ঈদের দিন' *(তিরমিযী হা/৩০৪৪, সনদ ছহীহ)*।

ইবনু জুরাইজ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, এই আয়াত নাযিলের পর আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) আর মাত্র ৮১ দিন ধরাধামে বেঁচে ছিলেন।[৯৯৭]

এই সময় একজন মুহরিম ব্যক্তি সওয়ারী থেকে পড়ে মারা গেলে রাসূল (ছাঃ) তাকে কোনরূপ সুগন্ধি ছাড়াই পানি ও কুলপাতা দিয়ে গোসল দিয়ে ইহরামের দু'টি কাপড়েই কাফন দিতে বলেন। অতঃপর বলেন যেন তার মাথা ও চেহারা ঢাকা না হয় এবং খবর দেন যে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন'।[৯৯৮]

'আজ' (اَلْيَوْمَ) শব্দের ব্যাখ্যা :

মানছূরপুরী বলেন, কুরআনে বর্ণিত اَلْيَوْمَ বা 'আজ' শব্দ দ্বারা কেবল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতকালকেই বুঝানো হয়নি বরং তা কয়েক হাযার বছর পূর্বেকার মূসা ও ঈসার নবুঅতকালকেও শামিল করে'।[৯৯৯] কেননা মূসা ও ঈসা প্রত্যেকের নিকটে নাযিলকৃত কিতাবে শেষনবী হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। অতএব শেষনবীর আবির্ভাব কুরআনের অবতরণ ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা লাভ ও তাকে মানবজাতির জন্য সর্বশেষ দ্বীন হিসাবে মনোনীত করা সবই ছিল হাযার বছরের প্রতীক্ষার অবসান এবং সৃষ্টিজগতের জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সবচাইতে দুর্লভ সুসংবাদের মহান প্রাপ্তি।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ

---

৯৯৭. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াত; তাফসীর ত্বাবারী হা/১১০৮২।
৯৯৮. বুখারী হা/১৮৫১; মুসলিম হা/১২০৬ (৯৮); মিশকাত হা/১৬৩৭।
৯৯৯. তওরাত ও ইনজীলের প্রমাণাদি সহ বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/২৩৫-৩৬ টীকা-২।

أَصْحَابِ النَّارِ– 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, ইহূদী হৌক বা নাছারা হৌক এই উম্মতের যে কেউ আমার আগমনের খবর শুনেছে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার উপরে ঈমান আনেনি, সে ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামী হবে'।[১০০০]

উপরোক্ত হাদীছে 'এই উম্মত' (هَذِهِ الأُمَّةِ) বলতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বুঝানো হয়েছে। 'উম্মত' দুই প্রকার : উম্মতে ইজাবাহ ও উম্মতে দা'ওয়াহ। যারা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দাওয়াত কবুল করে 'মুসলিম' হয়েছে, তাদেরকে উম্মতে ইজাবাহ (أُمَّةُ الإِجَابَةِ) বলে। আর যারা তাঁর দাওয়াত কবুল করেনি, তাদেরকে বলা হয় 'উম্মতে দা'ওয়াহ' (أُمَّةُ الدَّعْوَةِ)। দু'টির মধ্যে 'আম ও খাছ সম্পর্ক। হাদীছে 'এই উম্মত' বলতে উম্মতে দা'ওয়াহ বুঝানো হয়েছে। যার দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানা থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম-অমুসলিম সকল জিন ও ইনসানকে বুঝানো হয়েছে। সৃষ্টি জগতের সবাই এখন উম্মতে মুহাম্মাদী। কারণ মুহাম্মাদ (ছাঃ) হলেন শেষনবী। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই ।[১০০১] অতএব তিনিই এখন সকলের নবী এবং সকলে তাঁর উম্মত।

মুযদালেফায় রাত্রি যাপন (المبيت بمزدلفة) :

অস্তায়মান সূর্যের হলুদ আভা মিলিয়ে যাবার পর উসামা বিন যায়েদকে ক্বাছওয়ার পিছনে বসিয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুযদালেফা অভিমুখে রওয়ানা হন।[১০০২] অতঃপর সেখানে পৌঁছে এক আযান ও দুই এক্বামতের মাধ্যমে মাগরিব ও এশা পড়েন। এশার ছালাতে ক্বছর করেন। এদিন মাগরিবের ছালাত পিছিয়ে এশার ছালাতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া হয়। একে 'জমা তাখীর' বলা হয়। উভয়ের মাঝে কোন সুন্নাত-নফল পড়েননি।[১০০৩] অতঃপর ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকেন। কোনরূপ রাত্রি জাগরণ করেননি। অতঃপর সকাল স্পষ্ট হ'লে তিনি আযান ও এক্বামতের মাধ্যমে ফজরের ছালাত আদায় করেন। তিনি বলেন, مُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ 'মুযদালিফার পুরাটাই অবস্থানস্থল' *(ছহীহুল জামে' হা/৪০০৬)*। অতঃপর ক্বাছওয়ায় সওয়ার হয়ে মাশ'আরুল হারামে আসেন এবং ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ ও তাসবীহ-তাহলীলে লিপ্ত হন। পূর্বাকাশ ভালভাবে ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন *(মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭)*।

১০০০. মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
১০০১. আবুদাঊদ হা/৪২৫২; মিশকাত হা/৫৪০৬; বুখারী হা/৩৪৫৫, ৩৫৩৪; মুসলিম হা/১৮৪২, ২২৮৬; মিশকাত হা/৩৬৭৫, ৫৭৪৫।
১০০২. মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭); ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৪; মিশকাত হা/২৫৫৫।
১০০৩. বুখারী হা/১০৯২, ১৬৭৩; মিশকাত হা/২৬০৭; মুসলিম হা/১২৮৮ (২৮৭-৮৮)।

এদিন তিনি দুর্বলদের ফজরের আগেই চাঁদ ডুবে যাবার পর মিনায় রওয়ানা হওয়ার অনুমতি দেন[১০০৪] এবং নির্দেশ দেন যেন সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ না করে।[১০০৫] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে তিনটি মতামত রয়েছে। (১) সক্ষম বা দুর্বল যে কেউ মধ্যরাত্রির পরে যেতে পারবে (২) ফজর উদিত হওয়ার আগে রওয়ানা হওয়া যাবে না এবং (৩) দুর্বলরাই কেবল ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে যেতে পারবে, সক্ষমরা নয়। এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত সেটাই, যা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, মধ্যরাত্রির পরে নয়, বরং চাঁদ ডুবে যাবার পর রওয়ানা হ'তে পারবে। মধ্যরাত্রির সীমা নির্ধারণ করার কোন দলীল নেই' *(যাদুল মা'আদ ২/২৩৩)*।

মিনায় প্রত্যাবর্তন (الرجوع إلى منى) :

অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই তিনি মুযদালেফা হ'তে মিনায় রওয়ানা হন। এ সময় ফযল বিন আব্বাসকে ক্বাছওয়া সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে নেন।[১০০৬] এ সময় তিনি তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকেন। অতঃপর তিনি ইবনু আব্বাসকে সাতটি কংকর কুড়িয়ে দিতে বলেন। অতঃপর সেগুলি হাতে নিয়ে ঝেড়ে ফেলে বললেন, এরূপ কংকরই তোমরা নিক্ষেপ করবে। إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِى الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِى الدِّينِ 'ধর্মের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। কেননা তোমাদের পূর্বের লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে ধ্বংস হয়েছে'।[১০০৭] মিনায় আসার পথে ওয়াদীয়ে মুহাসসিরে (وَادِي مُحَسِّر) সামান্য দ্রুত চলেন। অতঃপর মধ্যবর্তী পথ ধরে জামরায়ে কুবরায় পৌঁছে যান, যেখানে একটি বৃক্ষ ছিল। অতঃপর সেখানে সওয়ারীতে বসে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবর' বলেন। কংকরগুলি ছিল এমন ছোট যা দু'আঙ্গুলে চিমটি দিয়ে ধরা যায় (مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ)। এসময় তিনি তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ রাখেন। বেলাল ও ওসামা দু'জনের একজন তাঁর উটনীর লাগাম ধরে রাখেন। অন্যজন কাপড় দিয়ে তাঁকে ছায়া করেন'। অতঃপর তারা কংকর নিক্ষেপ করেন।[১০০৮] এতে প্রমাণিত হয় যে, মুহরিম ব্যক্তি গরম থেকে বাঁচার জন্য মাথার উপর ছায়া করতে পারেন *(যাদুল মা'আদ ২/২৩৭)*।

১০০৪. বুখারী হা/১৮৫৬; মুসলিম হা/১২৯৩।
১০০৫. তিরমিযী হা/৮৯৩; আহমাদ হা/২৮৪২, হাদীছ ছহীহ।
১০০৬. মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭); ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৪; মিশকাত হা/২৫৫৫।
১০০৭. ইবনু মাজাহ হা/৩০২৯; আহমাদ হা/৩২৪৮; ছহীহাহ হা/১২৮৩।
১০০৮. মুসলিম হা/১২৯৮ (৩১২); আহমাদ হা/২৭৩০০।

কুরবানী (الذبح والنحر) :

১০ই যিলহাজ্জ ঈদুল আযহার দিন। সকালে জামরায়ে কুবরায় ৭টি কংকর নিক্ষেপের পর রাসূল (ছাঃ) কুরবানী করেন। নিজে ৬৩টি ও আলী (রাঃ)-এর মাধ্যমে ৩৭টি মোট ১০০টি উট নহর করেন। আনাস (রাঃ) বলেন ৭টি ও জাবের (রাঃ) বলেন ৬৩টি। এর ব্যাখ্যা হ'ল আনাস ৭টি দেখেছেন ও বাকীগুলিকে তিনি নহরকারীকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর জাবের সবগুলি দেখেছেন। অতঃপর প্রত্যেকে যা দেখেছেন তা বর্ণনা করেছেন *(যাদুল মা'আদ ২/২৪০)*। আলীকে তিনি নিজ কুরবানীতে শরীক করে নেন। অতঃপর রান্না গোশত ও সুরুয়া খান *(ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৪)*। এদিন তিনি নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।[১০০৯] অন্যদেরকে সাতজনে একটি উটে বা গরুতে শরীক হ'তে বলেন *(মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১))*। তিনি আলীকে এসবের গোশত, চামড়া ও নাড়ি-ভুঁড়ি মিসকীনদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দেন। তবে কসাইদের মজুরী নিজের থেকে দেন *(যাদুল মা'আদ ২/২৪০)*। কারণ তাঁরা ছিলেন তামাত্তু হাজী। ফলে ৯জন স্ত্রীর পক্ষ থেকে একটি গরুই যথেষ্ট ছিল *(যাদুল মা'আদ ২/২৪৩)*।

কুরবানীর দিনের ভাষণ (خطبة يوم النحر) :

১. জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এদিন (يَوْمُ النَّحْرِ) সূর্য ঢলার পর 'আযবা (الْعَضْبَاء) উটনীর পিঠে বসে কংকর নিক্ষেপ শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলের উদ্দেশ্যে বলেন,

خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى أَنْ لاَ أَحُجَّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِهِ-

(১) হে জনগণ! তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জ ও কুরবানীর নিয়ম-কানূন শিখে নাও। হয়তবা এ বছরের পর আমার পক্ষে আর হজ্জ করা সম্ভব হবে না'।[১০১০] এভাবে বিদায় নেওয়ার কারণে লোকেরা একে হাজ্জাতুল বিদা' (حَجَّةُ الْوَدَاعِ) বা বিদায় হজ্জ বলে *(যাদুল মা'আদ ২/২৩৮)*।

২. আবু বাকরাহ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি আরও বলেন,

إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَالسَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ

১০০৯. আবুদাঊদ হা/১৭৫০; ইবনু মাজাহ হা/৩১৩৫; বুখারী হা/৫৫৫৯; মুসলিম হা/১২১১ (১১৯)।
১০১০. আহমাদ হা/১৪৪৫৯, ২০০৮৬-৮৭; নাসাঈ হা/৩০৬২; আবুদাঊদ হা/১৯৫৪; মুসলিম হা/১২৯৭ (৩১০); মিশকাত হা/২৬১৮।

جُمَادَى وَشَعْبَانَ- أَىُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ أَلَيْسَ هَذَا ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا بَلَى. قَالَ فَأَىُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ أَلَيْستِ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا بَلَى. فَأَىُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ أَلَيْس يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا بَلَى. قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا- وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى ضُلاَّلاً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ- أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا نَعَمْ. قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ-

(২) ‘কালচক্র আপন নিয়মে আবর্তিত হয়, যেদিন থেকে আসমান ও যমীন সৃষ্টি হয়েছে। বছর বারো মাসে হয়। তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। তিনটি পরপর, যুলক্বা‘দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম এবং রজবে মুযার’[১০১১] যা হ’ল জুমাদা ও শা‘বানের মধ্যবর্তী।[১০১২] অতঃপর তিনি বলেন, (৩) এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। অতঃপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম হয়ত তিনি এর পরিবর্তে অন্য কোন নাম দিবেন। তিনি বললেন, এটা কি যুলহিজ্জাহ নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটি কোন শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। অতঃপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম হয়ত তিনি এর পরিবর্তে অন্য কোন নাম দিবেন। তিনি বললেন, এটা কি মক্কা নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আজ কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। অতঃপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম হয়ত তিনি এর পরিবর্তে অন্য কোন নাম দিবেন। তিনি বললেন, আজ কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, জেনে রেখ, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের ইয্যত তোমাদের উপরে ঐরূপ হারাম যেরূপ আজকের এই দিন, এই শহর, এই মাস তোমাদের জন্য হারাম (অর্থাৎ পরস্পরের জন্য উক্ত তিনটি বস্তু সর্বদা হারাম)। (৪) ‘সত্বর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার পরে তোমরা পুনরায় ‘পথভ্রষ্ট’ (ضُلاَّلاً) হয়ে ফিরে যেয়ো না এবং একে অপরের গর্দান মেরো না’। (৫) ‘হে জনগণ! আমি কি তোমাদের

১০১১. মুযার গোত্রের দিকে সম্পর্কিত করে ‘রজবে মুযার’ বলা হয়েছে। কারণ তারা ছিল রজব মাসের নিষিদ্ধতার প্রতি সারা আরবের মধ্যে সর্বাধিক কঠোরতা আরোপকারী *(মির‘আত হা/২৬৮৩-এর আলোচনা)*।

১০১২. বুখারী হা/৪৪০৬; মুসলিম হা/১৬৭৯; মিশকাত হা/২৬৫৯।

নিকট পৌঁছে দিয়েছি (দু'বার)? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক! আর তোমাদের উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতগণকে কথাগুলি পৌঁছে দেয়। কেননা উপস্থিত শ্রোতাদের অনেকের চাইতে অনুপস্থিত যাদের নিকট এগুলি পৌঁছানো হবে, তাদের মধ্যে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি থাকতে পারেন'।[১০১৩]

একই রাবীর অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ 'সাবধান! আমার পরে তোমরা পুনরায় 'কাফের' হয়ে ফিরে যেয়ো না এবং একে অপরের গর্দান মেরো না'।[১০১৪] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটি ছিল উম্মতের জন্য তাঁর অছিয়ত স্বরূপ *(বুখারী হা/১৭৩৯)*।

এই 'কাফের' অর্থ কর্মগত কাফের অর্থাৎ অবাধ্য। আক্বীদাগত কাফের নয়, যা মুসলমানকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান আনবে ও কিছু অংশে কুফরী করবে'?[১০১৫] রাসূল (ছাঃ) বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী' *(বুখারী হা/৪৮)*। এসময় তাঁকে কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী ও মাথা মুণ্ডনে আগপিছ হয়ে গেলে করণীয় কি হবে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, افْعَلُوا وَلاَ حَرَجَ 'করে যাও। কোন সমস্যা নেই' *(মুসলিম হা/১৩০৬)*।

৩. আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) বলেন, এদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَلاَ أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ وَأَطِيعُوا وُلاَةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ-

(৬) 'হে জনগণ! শুনে রাখ আমার পরে কোন নবী নেই এবং তোমাদের পরে কোন উম্মত নেই। অতএব (৭) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর। রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর। সন্তুষ্ট চিত্তে মালের যাকাত দাও। তোমাদের শাসকদের আনুগত্য কর। তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ কর'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا

১০১৩. বুখারী হা/১৭৪১, ৪৪০৬ আবু বাকরাহ হ'তে, 'মিনার দিনসমূহের ভাষণ' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৬৭৯; মিশকাত হা/২৬৫৯। একইরূপ বর্ণনা ইবনু আব্বাস ও ইবনু ওমর (রাঃ) থেকেও এসেছে *(বুখারী হা/১৭৩৯, ১৭৪২)*।

১০১৪. মুসলিম হা/১৬৭৯ (২৯) আবু বাকরাহ হ'তে; বুখারী হা/১৭৩৯, ৪৪০৫ ইবনু আব্বাস ও জারীর হ'তে।

১০১৫. বাক্বারাহ ২/৮৫; আলোচনা দ্রষ্টব্য, ফাৎহুল বারী হা/৪৮-এর ব্যাখ্যা 'ঈমান' অধ্যায় ৩৬ অনুচ্ছেদ।

زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ– 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর। রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর। তোমাদের মালের যাকাত দাও। তোমাদের আমীরের আনুগত্য কর। তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ কর'।[১০১৬]

মাথা মুণ্ডন (حلق الرأس) :

কুরবানী শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাপিত ডাকেন এবং নিজের মাথা মুণ্ডন করেন *(মুসলিম হা/১৩০৪)*। তাঁর ছাহাবীগণের অনেকে মুণ্ডন করেন ও কেউ কেউ চুল ছাটেন।[১০১৭] আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, অতঃপর মাথার ডান পাশের চুলগুলি নাপিত মা'মার বিন আব্দুল্লাহকে দেন এবং বামপাশের চুলগুলি আবু ত্বালহা আনছারীকে দেন এবং বলেন, এগুলি লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দাও *(মুসলিম হা/১৩০৫)*। অতঃপর তিনি মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার ও চুল ছাটাইকারীদের জন্য একবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[১০১৮] পবিত্র কুরআনেও মাথা মুণ্ডনের কথা আগে অতঃপর চুল ছাটাইয়ের কথা এসেছে *(সূরা ফাৎহ ৪৮/২৭)*। এর ফলে অধিকাংশ মাথা মুণ্ডন করেন ও কিছু ব্যক্তি চুল ছাটাই করেন *(যাদুল মা'আদ ২/২৪৯)*। নববী বলেন, কাটা চুল বণ্টনের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর চুলের বরকত প্রমাণিত হয় এবং নেতা ও গুরুজনদের জন্য অধঃস্তনদের প্রতি হাদিয়া প্রদানের নির্দেশনা পাওয়া যায়।[১০১৯]

১০ই যিলহজ্জ কুরবানীর দিন সকালে সূর্য উপরে উঠলে[১০২০] (حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি সাদা-কালো মিশ্রিত খচ্চরে (عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ) সওয়ার হয়ে (কংকর নিক্ষেপের পর) জামরায়ে আক্বাবায় এক ভাষণ দেন। এমতাবস্থায় লোকদের কেউ দাঁড়িয়েছিল, কেউ বসেছিল। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর ভাষণ লোকদের শুনাচ্ছিলেন। এ দিনের ভাষণে তিনি আগের দিন আরাফাতের ময়দানে দেওয়া ভাষণের কিছু কিছু অংশ পুনরুল্লেখ করেন।[১০২১]

১০১৬. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৫৩৫; আবুদাঊদ হা/১৯৫৫; আহমাদ হা/২২২১৫; তিরমিযী হা/৬১৬; মিশকাত হা/৫৭১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৬৭, ৩২৩৩; আল-বিদায়াহ ৫/১৯৮।

১০১৭. বুখারী হা/৪৪১১; মুসলিম হা/১৩০১; মিশকাত হা/২৬৩৬।

১০১৮. মুসলিম হা/১৩০৩; মিশকাত হা/২৬৪৯ 'মানাসিক' অধ্যায়-১০ 'মাথা মুণ্ডন' অনুচ্ছেদ-৮।

১০১৯. মুসলিম, শরহ নববী হা/১৩০৫; যাদুল মা'আদ ২/২৪৯।
কিন্তু এর দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর চুল বা পরিত্যক্ত বস্তুসমূহের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা আছে মনে করা শিরক। কেননা এর মালিক একমাত্র আল্লাহ *(ইউনুস ১০/১০৭)*। আর সেটা মনে করলে ছাহাবায়ে কেরাম সকলেই এতে শরীক হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন। যেমন এযুগে এসব কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়। কাশ্মীরে 'হযরত বাল' (حضرت بال) নিয়ে চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি তার অন্যতম প্রমাণ।

১০২০. এতে বুঝা যায় যে, সম্ভবতঃ কুরবানীর পূর্বেই তিনি এ ভাষণ দেন।

১০২১. আবুদাঊদ হা/১৯৫৬; মিশকাত হা/২৬৭১।

ত্বাওয়াফে এফাযাহ (طواف الإفاضة) :

১০ই যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী ও মাথা মুণ্ডন শেষে রাসূল (ছাঃ) মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করেন। একে 'ত্বাওয়াফে এফাযাহ' (طَوَافُ الْإِفَاضَةِ) বলা হয়। এটি হজ্জের অন্যতম রুকন। যা না করলে হজ্জ সম্পন্ন হয় না।.. অতঃপর তিনি যমযম কূপে আসেন। সেখানে বনু আব্দুল মুত্ত্বালিবের লোকেরা পূর্বের রীতি অনুযায়ী হাজীদের পানি পান করাচ্ছিলেন। সেখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুশী হয়ে বললেন, انْزِعُوْا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ 'হে বনু আব্দিল মুত্ত্বালিব! তোমরা পানি উত্তোলন কর। যদি তোমাদের উপরে লোকদের বিজয়ী হবার ভয় না থাকত, তাহ'লে আমি নিজেই তোমাদের সাথে পানি উত্তোলন করতাম'। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) নিজে এই বরকতের কাজে অংশ নিলে অন্যেরাও ঐকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত। ফলে বনু আব্দিল মুত্ত্বালিবের অধিকার ক্ষুণ্ণ হ'ত। অতঃপর তারা রাসূল (ছাঃ)-কে এক বালতি পানি উঠিয়ে দিলেন এবং তিনি তা থেকে পান করলেন।[১০২২] অতঃপর সেখান থেকে ফিরে তিনি মিনায় চলে আসেন।

আইয়ামে তাশরীক্বের কার্যাবলী (الأعمال فى أيام التشريق) :

ত্বাওয়াফে এফাযাহ শেষে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মিনায় ফিরে এসে যোহর পড়েন। এদিন রাসূল (ছাঃ) কোথায় যোহর পড়েছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছ অনুযায়ী তিনি হারামে যোহর পড়েছিলেন। এতে সমস্যা এই যে, মক্কায় থাকাকালে রাসূল (ছাঃ) নিজের অবস্থানস্থল আবত্বাহ (الْأَبْطَحِ) ব্যতীত অন্য কোথাও মুসলমানদের নিয়ে জামা'আত করেননি *(যাদুল মা'আদ ২/২৬০)*। দ্বিতীয়তঃ আয়েশার হাদীছে এটি স্পষ্ট নয় যে, তিনি ঐদিন মক্কায় যোহর পড়েছিলেন। কেননা সেখানে বলা হয়েছে, أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى 'রাসূল (ছাঃ) দিন শেষে তাওয়াফে এফাযাহ করেন। যখন তিনি যোহরের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর মিনায় ফিরে আসেন'। উক্ত হাদীছ সম্পর্কে শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটি ছহীহ হ'লেও حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ 'যখন তিনি যোহরের ছালাত আদায় করেন' বাক্যটি 'মুনকার' বা যঈফ *(আবুদাঊদ হা/১৯৭৩)*। অতএব এক্ষেত্রে ইবনু ওমরের স্পষ্ট হাদীছই অগ্রাধিকারযোগ্য। যেখানে তিনি বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى

১০২২. মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭); মিশকাত হা/২৫৫৫; নাসাঈ হা/১৯০৫; আবুদাঊদ হা/২৭৬১; ইরওয়া হা/১০৭৪।

'কুরবানীর দিন রাসূল (ছাঃ) তাওয়াফে এফাযাহ করেন। অতঃপর মিনায় ফিরে এসে যোহরের ছালাত আদায় করেন'।[১০২৩] জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে হারামে তাওয়াফ শেষের দু'রাক'আত নফল ছালাতকে *(মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭)* সম্ভবতঃ যোহরের দু'রাক'আত ধারণা করা হয়েছে *(যাদুল মা'আদ ২/২৫৮-৬১)*।

অতঃপর ১১, ১২, ১৩ আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিন সেখানে অবস্থান করেন। ১১ ও ১২ তারিখে সূর্য ঢলার পর ১ম, ২য় ও ৩য় জামরায় প্রতিটিতে ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করেন এবং হজ্জের বিভিন্ন নিয়ম-কানূন জনগণকে শিক্ষা দেন। এ সময় তিনি শিরকের নিদর্শনগুলি ধ্বংস করে দেন। তিনি যিকর-আযকারে লিপ্ত থাকেন এবং জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে হেদায়াত দান করেন।

১ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর একটু দূরে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দো'আ করেন। হাদীছ সমূহের বর্ণনা অনুযায়ী সূর্য ঢলার পর কংকর নিক্ষেপ করতেন।[১০২৪] ফলে ফিরে এসে যোহর পড়তেন বলেই প্রতীয়মান হয় *(যাদুল মা'আদ ২/২৬৩-৬৪)*। এসময় হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্বশীল হওয়ায় আব্বাস (রাঃ)-কে মক্কায় অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়।[১০২৫] একইভাবে রাখালদেরও অনুমতি দেওয়া হয় মিনার বাইরে গিয়ে উট চরানোর জন্য। তাদেরকে বলা হয় ১১-১২ দু'দিনের কংকর যেকোন একদিনে একসাথে মারার জন্য।[১০২৬] ইমাম মালেক বলেন, আমি ধারণা করি, তাদেরকে বলা হয় ১১ তারিখে কংকর মারতে এবং ফেরার দিন ১৩ তারিখে কংকর মারতে। সুফিয়ান বিন ওয়ায়না বলেন, এর ফলে তাদেরকে একদিন পর একদিন কংকর মারার অনুমতি দেওয়া হয়। তাছাড়া তারা মিনায় রাত্রি যাপন থেকে রুখছত পায় এবং দিনের বদলে রাত্রিতে কংকর মারার অনুমতি পায়। অতএব তাদেরকে যখন ওযর বশতঃ রুখছত দেওয়া হয়েছে সে হিসাবে রোগ কিংবা অন্যকোন বাধ্যগত কারণে অন্যেরাও উক্ত রুখছত পেতে পারে' *(যাদুল মা'আদ ২/২৬৭)*।

আইয়ামে তাশরীক্বের ১ম দিনের ভাষণ (الخطبة الأولى فى أيام التشريق) :

৪. উম্মুল হুছাইন *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)* বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিদায় হজ্জ করেছি। অতঃপর জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর ফিরে এসে জাদ'আ (الْجَدْعَاء) উটনীর উপর বসা অবস্থায় তাঁকে বলতে শুনেছি, إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا (৮) 'যদি তোমাদের উপর নাক-কান কাটা

১০২৩. মুসলিম হা/১৩০৮; আবুদাঊদ হা/১৯৯৮; আহমাদ হা/৪৮৯৮; মিশকাত হা/২৬৫২।
১০২৪. তিরমিযী হা/৮৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৩০৫৪; যাদুল মা'আদ ২/২৬৪।
১০২৫. বুখারী হা/১৬৩৪; মুসলিম হা/১৩১৫; মিশকাত হা/২৬৬২।
১০২৬. তিরমিযী হা/৯৫৫; আবুদাঊদ হা/১৯৭৫; মিশকাত হা/২৬৭৭।

কৃষ্ণকায় গোলামও আমীর নিযুক্ত হন, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তোমরা তাঁর কথা শোন ও মান্য কর’।[১০২৭]

সূরা নছর নাযিল (نزول سورة النصر فى وسط أيام التشريق) :

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী দিনে অর্থাৎ ১২ই যিলহাজ্জে মিনায় সূরা নছর নাযিল হয়। অতঃপর তিনি ক্বাছওয়া (الْقَصْوَاء) উটনীতে সওয়ার হয়ে জামরায়ে আক্বাবায় গমন করেন। অতঃপর কংকর নিক্ষেপ শেষে ফিরে এসে জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রসিদ্ধ ভাষণটি প্রদান করেন’।[১০২৮]

সূরা নছর : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا– ‘যখন এসে গেছে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়’। ‘এবং তুমি লোকদের দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখছ’। ‘তখন তুমি তোমার পালনকর্তার প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি সর্বাধিক তওবা কবুলকারী’ *(নাছর ১১০/১-৩)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটিই ছিল কুরআনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সূরা’ *(মুসলিম হা/৩০২৪ ‘তাফসীর’ অধ্যায়)*। তিনি বলেন, إِنَّمَا هُوَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَهُ لَهُ ‘এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসার কথা জানিয়ে দিয়েছেন’ *(বুখারী হা/৪৯৭০)*। এজন্য এ সূরাকে সূরা তাওদী‘ (التَّوْدِيع) বা বিদায়ী সূরা বলা হয় *(কুরতুবী)*।

আইয়ামে তাশরীক্বের ২য় দিনের ভাষণ (الخطبة الثانية فى وسط أيام التشريق) :

৫. জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ– رواه البيهقى فى الشُّعَب و رواه أحمد–

১০২৭. আহমাদ হা/২২২১৫ সনদ ছহীহ; মুসলিম হা/১২৯৮; মিশকাত হা/৩৬৬২ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়।
১০২৮. বায়হাক্বী ৫/১৫২, হা/৯৪৬৪; আবুদাঊদ হা/১৯৫২ ‘মানাসিক’ অধ্যায় ৭১ অনুচ্ছেদ; আলবানী, সনদ ছহীহ; ‘আওনুল মা‘বূদ হা/১৯৫২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী দিনে আমাদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ দিয়ে বলেন, (৯) 'হে জনগণ! নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও মাত্র একজন। (১০) মনে রেখ! আরবের জন্য অনারবের উপর, অনারবের জন্য আরবের উপর, লালের জন্য কালোর উপর এবং কালোর জন্য লালের উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত'। (১১) নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। তিনি বলেন, (১২) আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিলাম? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, অতএব উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দেয়'।[১০২৯]

৬. আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, এদিন রাসূল (ছাঃ) হামদ ও ছানার পর 'দাজ্জাল' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অতঃপর বলেন,

مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ، وَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ، فَلاَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ثُمَّ قَالَ: وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ انْظُرُوا لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ-

(১৩) 'আল্লাহ এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি তার উম্মতকে এ বিষয়ে সতর্ক করেননি। নূহ এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণ তাদের স্ব স্ব উম্মতকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। সে তোমাদের মধ্যে বহির্গত হবে। তার অবস্থা তোমাদের নিকট গোপন থাকবে না। তার ডান চোখ হবে কানা, ফোলা আঙ্গুরের মত'...। অতঃপর তিনি বলেন, (১৪) তোমরা সাবধান থেকো। আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে যেন পুনরায় কাফের হয়ে যেয়ো না'।[১০৩০] এর অর্থ খুনোখুনি মহাপাপে লিপ্ত হয়ো না। যা সবচেয়ে বড় পাপ। এর অর্থ প্রকৃত কাফের নয়। যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। যেমন অন্য হাদীছে এসেছে, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী' *(বুখারী হা/৪৮)*। দুর্ভাগ্য মুসলমানেরা রাসূল (ছাঃ)-এর এ নির্দেশ মানেনি।

৭. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ-

---

১০২৯. বায়হাক্বী -শো'আব হা/৫১৩৭; আহমাদ হা/২৩৫৩৬; ছহীহাহ হা/২৭০০।
১০৩০. আবু ইয়া'লা হা/৫৫৮৬, সনদ ছহীহ; বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৪৪০২।

(১৫) 'হে জনগণ! আমি তোমাদের নিকট এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা মযবুতভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ' *(হাকেম হা/৩১৮, হাদীছ ছহীহ)*।

মালেক বিন আনাস (রহঃ) বলেন, তার নিকটে হাদীছ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ- رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ-

'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা তা মযবুতভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।[১০৩১]

এভাবে আরাফাতের ময়দানে ৬টি হাদীছে ১৬টি বিষয় এবং কুরবানীর দিন ও মিনার প্রথম দু'দিন সহ তিনদিনে উপরে বর্ণিত ৭টি হাদীছে ১৫টি বিষয় সহ সর্বমোট ১৩টি হাদীছে ৩১টি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যার প্রতিটি মানব জীবনে চিরন্তন দিক নির্দেশনা মূলক। যা মেনে চলা মানব জাতির জন্য একান্ত আবশ্যক।

বিদায়ী ত্বাওয়াফ এবং মদীনায় রওয়ানা (طواف الوداع والخروج إلى المدينة) :

১৩ই যিলহাজ্জ মঙ্গলবার কংকর মেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিনা থেকে রওয়ানা হন। অতঃপর মিনা ও মক্কার মধ্যবর্তী তাঁর অবস্থানস্থল আবত্বাহ (الْأَبْطَحِ) গিয়ে অবতরণ করেন। যা বনু কেনানার প্রশস্ত মুহাছ্ছাব উপত্যকায় (الْمُحَصَّبِ) অবস্থিত। অতঃপর সেখানে তিনি সবাইকে নিয়ে যোহর, আছর, মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করেন। অতঃপর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে তিনি কা'বা অভিমুখে রওয়ানা হন ও বিদায়ী ত্বাওয়াফ শেষ করেন'।[১০৩২] মুহাছ্ছাব পাঁচটি নামে পরিচিত : খায়েফ, মুহাছ্ছাব, আবত্বাহ, হাছবা ও বাত্বহা' *(মির'আত হা/২৬৮৮-এর আলোচনা)*।

উল্লেখ্য যে, মুহাছ্ছাব হ'ল সেই উপত্যকার নাম, যেখানে বসে বনু কিনানাহ ও বনু কুরায়েশ বয়কট চুক্তি করেছিল এই মর্মে যে, যতক্ষণ না বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিব মুহাম্মাদকে তাদের হাতে তুলে দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে ওঠা-বসা, বিয়ে-শাদী ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবই নিষিদ্ধ থাকবে'।[১০৩৩] ইতিহাসে এটি সর্বাত্মক বয়কট চুক্তি (الْمُقَاطَعَةُ الْعَامَّةُ) নামে পরিচিত। যা তিন বছর স্থায়ী হয় *(দ্রঃ সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ)*।

১০৩১. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮, তাহকীক : মুহাম্মাদ মুছত্বফা আল-আ'যামী; মিশকাত হা/১৮৬, তাহকীক আলবানী, সনদ হাসান ; যুরক্বানী, শরহ মুওয়াত্ত্বা ক্রমিক ১৬১৪; মির'আত হা/১৮৬-এর ব্যাখ্যা।
১০৩২. বুখারী হা/১৭৫৬; মিশকাত হা/২৬৬৪।
১০৩৩. বুখারী হা/১৫৯০; মুসলিম হা/১৩১৪।

আয়েশা (রাঃ)-এর ওমরাহ (عمرة عائشـــة رضـــ) :

মিনা থেকে ফিরে মুহাছ্ছাবে অবতরণের পর আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, সবাই হজ্জ ও ওমরার নেকী নিয়ে ফিরবে, আর আমি কেবল হজ্জের নেকী নিয়ে ফিরব? তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে আমার ভাই আব্দুর রহমানের সাথে হারামের বাইরে তান‘ঈম পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর সেখান থেকে ওমরার ইহরাম বেঁধে এসে আমি ওমরাহ সম্পন্ন করি’। অতঃপর আমরা মুহাছ্ছাবে ফিরে আসি।[১০৩৪] এসময় রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা কাজ শেষ করেছ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি সবাইকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন এবং ফজরের ছালাতের আগেই সকলে কা‘বায় গিয়ে বিদায়ী ত্বাওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর সকলে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন’।[১০৩৫] তবে উম্মে সালামাহ (রাঃ)-এর বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হারামে ফজরের ছালাত আদায় করেই তাঁরা বেরিয়ে যান’।[১০৩৬] উল্লেখ্য যে, ঋতুবতী হওয়ার কারণে আয়েশা (রাঃ) ওমরাহ করতে পারেননি। পাক হওয়ার পর মদীনায় ফেরার প্রাক্কালে সেটি আদায় করেন’।[১০৩৭]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মক্কাবাসীগণ হারাম এলাকার বাইরে যাবেন ও সেখান থেকে ওমরাহ্র ইহরাম বেঁধে আসবেন। এজন্য সবচেয়ে নিকটবর্তী হ’ল ৬ কি.মি. উত্তরে তান‘ঈম এলাকা। এটাই হ’ল জমহূর বিদ্বানগণের মত। মুহেব্বুদ্দীন ত্বাবারী বলেন, ওমরাহ্র জন্য মক্কাকে মীক্বাত গণ্য করেছেন, এমন কোন বিদ্বান সম্পর্কে আমি অবগত নই’।[১০৩৮]

এভাবে হজ্জের সকল বিধি-বিধান পালন করার পর ১৪ই যিলহাজ্জ বুধবার হারামে ফজরের ছালাত আদায়ের পর রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীগণকে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান *(যাদুল মা‘আদ ২/২৭৫)*।

১০৩৪. আহমাদ হা/২৬১৯৭, ১৪৯৮৫; বুখারী হা/৩১৯; মুসলিম হা/১২১১ (১১২); মিশকাত হা/২৫৫৬।
১০৩৫. বুখারী হা/১৭৮৮; মুসলিম হা/১২১১ (১২৩); আবুদাউদ হা/২০০৫; মিশকাত হা/২৬৬৭ হাদীছ ছহীহ।
১০৩৬. বুখারী হা/১৬১৯; মুসলিম হা/১২৭৬; যাদুল মা‘আদ ২/২৭৫।
১০৩৭. বুখারী হা/৩১৯; মুসলিম হা/১২১১; মিশকাত হা/২৫৫৬।
১০৩৮. ফাৎহুল বারী হা/১৫২৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; সুবুলুস সালাম হা/৬৭৫-এর ব্যাখ্যা, যা গ্রহণযোগ্য নয় *(২/৩৮৪-৮৫)*; মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, ১৭/৮ সংখ্যা, মে’১৪ প্রশ্নোত্তর ১/২৪১ দ্রষ্টব্য।
বহিরাগত হাজীগণ যারা ওমরাহ করে মক্কায় অবস্থান করেন, তাদের মধ্যে বারবার মক্কার বাইরে গিয়ে তানঈম অর্থাৎ মসজিদে আয়েশা থেকে ইহরাম বেঁধে এসে ভিন্ন ভিন্ন নামে বারবার ওমরাহ করা একটি বিদ‘আতী প্রথা মাত্র। আর এক সফরে একটির বেশী ওমরাহ করা যায় না। যেমন আব্দুর রহমান ওমরাহ করেননি *(যাদুল মা‘আদ ২/৯০)*। কেননা তিনি ওমরাহ করেছিলেন। কিন্তু আয়েশা ওমরাহ করেন। কেননা তিনি ইতিপূর্বে ওমরাহ করেননি।

খুম কূয়ার নিকটে ভাষণ (خطبة غدير خمّ) :

পথে রাবেগের নিকটবর্তী খুম কূয়ার নিকট পৌঁছে বুরাইদা আসলামী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে কিছু অভিযোগ পেশ করেন। যা ইয়ামনে গণীমত বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়ে ছিল। এতে রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন, يَا بُرَيْدَةُ، أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ ‘হে বুরাইদা! আমি কি মুমিনদের নিকট তাদের নিজের চাইতে অধিক ঘনিষ্টতর নই? বুরাইদা বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ ‘আমি যার বন্ধু, আলী তার বন্ধু’।[১০৩৯]

মদীনায় প্রত্যাবর্তন (الرجوع إلى المدينة) :

মক্কা থেকে দীর্ঘ সফর শেষে যুল-হুলায়ফাতে পৌঁছে রাত্রি যাপন করেন এবং পরদিন দিনের বেলায় তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন। এ সময় খুশীতে তিনি তিনবার তাকবীর ধ্বনি করেন ও দো‘আ পাঠ করেন।- لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনিই সকল বস্তুর উপরে ক্ষমতাবান। আমরা সফর হ’তে প্রত্যাবর্তন করছি তওবাকারী হিসাবে, ইবাদতকারী হিসাবে, সিজদাকারী হিসাবে এবং আমাদের প্রভুর জন্য প্রশংসাকারী হিসাবে। আল্লাহ সত্যে পরিণত করেছেন তাঁর প্রতিশ্রুতিকে, জয়ী করেছেন তাঁর বান্দা (মুহাম্মাদ)-কে এবং পরাজিত করেছেন একাই সম্মিলিত (কুফরী) শক্তিকে’।[১০৪০]

১০৩৯. আহমাদ হা/২২৯৯৫; তিরমিযী হা/৩৭১৩; মিশকাত হা/৬০৮২; ছহীহাহ হা/১৭৫০।
মানছূরপুরী এখানে কোনরূপ সূত্র উল্লেখ ছাড়াই লিখেছেন যে, এই ভাষণ শ্রবণের পরে হযরত ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ)-কে অভিনন্দন জানান এবং বুরাইদা (রাঃ) তার ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হন। তিনি সারা জীবন হযরত আলীর প্রতি মহব্বত ও আনুগত্য বজায় রাখেন। অবশেষে তিনি ‘উটের যুদ্ধে’ নিহত হন *(রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ১/২৪৩)*। অথচ বুরাইদা আসলামী (রাঃ)-এর জীবনীতে এসবের কিছুই পাওয়া যায় না। তিনি ইয়াযীদ বিন মু‘আবিয়ার খিলাফতকালে (৬০-৬৪ হিঃ) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে খোরাসান গমন করেন। অতঃপর সেখানেই মারভ নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৬৩২; আল-ইস্তী‘আব)*।

১০৪০. যাদুল মা‘আদ ২/২৭৫-৭৬; বুখারী হা/১৭৯৭; মুসলিম হা/১৩৪৪ (৪২৮); মিশকাত হা/২৪২৫।

এই হজ্জ ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনের সর্বশেষ হজ্জ। সেকারণ একে ‘বিদায় হজ্জ’ বা ‘হাজ্জাতুল অদা‘ (حَجَّةُ الْوَدَاعِ) বা ‘হাজ্জাতুল বিদা‘ (حَجَّةُ الْوِدَاعِ) বলা হয় *(মিরক্বাত হা/১৯৫১-এর ব্যাখ্যা)*। এই সময় তিনি উম্মতের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ উপদেশবাণী প্রদান করেন বিধায় একে ‘হাজ্জাতুল বালাগ’ (حَجَّةُ الْبَلاَغِ) বলা হয়। সেই সাথে ইসলামী জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর একমাত্র হজ্জ হওয়ার কারণে এবং মানবজাতির জন্য ‘ইসলামকে একমাত্র দ্বীন’ হিসাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে মনোনীত হওয়ার কারণে ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার সনদ নাযিল হওয়ার কারণে একে ‘হাজ্জাতুল ইসলাম’ (حَجَّةُ الْإِسْلاَمِ) বলা হয় *(আল-বিদায়াহ ৫/১০৯)*।

মোট সফরকাল (مدة سفر الحج) :

২৪শে যুলক্বা‘দাহ শনিবার বাদ যোহর মদীনা থেকে রওয়ানা হন ও যুল-হুলায়ফাতে গিয়ে ক্বছরের সাথে আছর পড়েন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করেন। ৩রা যিলহাজ্জ শনিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে মক্কার নিকটবর্তী ‘যূ-তুওয়া’ (ذُو طُوَى)-তে অবতরণ করেন ও সেখানে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন ৪ঠা যিলহজ্জ রবিবার ৯ দিনের মাথায় মক্কায় পৌঁছেন।[১০৪১] অতঃপর ৯ই যিলহজ্জ শুক্রবার পবিত্র হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি মক্কায় মোট ১০ দিন অবস্থান করেন *(বুখারী হা/১০৮১)*। ১৪ই যিলহজ্জ বুধবার ফজর ছালাত শেষে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অতঃপর সপ্তাহকাল সফর শেষে যুল-হুলায়ফাতে পৌঁছে রাত্রি যাপন করেন ও পরদিন মদীনায় পৌঁছেন *(যাদুল মা‘আদ ২/২৭৫)*। এভাবে গড়ে ৯ + ১০ + ৮ = ২৭ দিন সফরে অতিবাহিত হয়।

১০৪১. ইবনু সা‘দ বলেন, মদীনা থেকে রওয়ানা দেন যুলক্বা‘দাহ মাসের পাঁচদিন বাকী থাকতে (অর্থাৎ ২৫শে যুলক্বা‘দাহ) শনিবার। অতঃপর মক্কার ৮ মাইল দূরবর্তী সারিফ (السَّرِف) নামক স্থানে সোমবার অবতরণ করেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন (মঙ্গলবার) তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন *(ইবনু সা‘দ ২/১৩১)*। এতে মদীনা থেকে মক্কায় প্রবেশ পর্যন্ত মোট সফরকাল হয় ১১ দিন। সঠিক খবর আল্লাহ ভাল জানেন।

নবী জীবনের শেষ অধ্যায়

(الدور الأخير لحياة النبى صــ)

হজ্জ থেকে ফিরে যিলহজ্জের বাকী দিনগুলিসহ ১১ হিজরীর মুহাররম ও ছফর পুরা দু'মাস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় অবস্থান করেন।

বিদায় হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে ইসলাম পরিপূর্ণ হওয়ার বিখ্যাত আয়াতটি *(মায়েদাহ ৫/৩)* নাযিল হয়। যা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৮১ দিন পূর্বের ঘটনা। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী দিনে মিনায় 'সূরা নছর' নাযিল হয়। মৃত্যুর ৫০দিন পূর্বে নাযিল হয় কালালাহ্র বিখ্যাত আয়াতটি (*নিসা ৪/১৭৬*)। অতঃপর মৃত্যুর ৩৫ দিন পূর্বে নাযিল হয় সূরা তওবার সর্বশেষ দু'টি আয়াত-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ، فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ-

'নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট যার উপরে কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু'। 'এসত্ত্বেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও যে, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁর উপরেই আমি ভরসা করি। তিনি মহান আরশের অধিপতি' (*তওবা ৯/১২৮-১২৯*)। অতঃপর মৃত্যুর ২১ দিন মতান্তরে ৭ দিন পূর্বে নাযিল হয় কুরআনের সর্বশেষ আয়াতটি-

وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ-

'আর তোমরা ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন তোমরা পুনরায় ফিরে যাবে আল্লাহ্র কাছে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মফল পুরোপুরি পাবে। আর তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' (*বাক্বারাহ ২/২৮১; কুরতুবী, তাফসীর সূরা নছর*)।

বিদায়ের পূর্বলক্ষণ সমূহ (طلائع التوديع) :

মূলতঃ সূরা নছর নাযিলের পরেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বুঝতে পারেন যে, সত্বর তাঁকে আখেরাতে পাড়ি দিতে হবে। তখন থেকেই যেন তার অদৃশ্য প্রস্ত্ততি শুরু হয়ে যায়। যেমন-

(১) আয়েশা (রাঃ) বলেন, সূরা নছর নাযিল হওয়ার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন কোন ছালাত আদায় করেননি, যেখানে রুকূ ও সিজদায় নিম্নের দো'আটি পাঠ করতেন না।- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ 'মহাপবিত্র তুমি হে আল্লাহ! আমাদের পালনকর্তা! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর'।[১০৪২]

১০৪২. বুখারী হা/৭৯৪, মুসলিম/৪৮৪; মিশকাত হা/৮৭১; কুরতুবী হা/৬৫০৭।

ইমাম কুরতুবী বলেন, وقيل: الاستغفارُ تَعَبُّدٌ يَجِبُ إتْيَانُهُ، لاَ لِلْمَغْفِرَةِ، بَلْ تَعَبُّدًا 'ক্ষমা প্রার্থনা হ'ল দাসত্ব প্রকাশ করা, যা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করা ওয়াজিব। এটি ক্ষমার জন্য নয় বরং অধিক দাসত্ব প্রকাশের জন্য' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা নছর)*।[১০৪৩]

(২) অন্যান্য বছর রামাযানের শেষে দশদিন ই'তিকাফে থাকলেও ১০ম হিজরীর রামাযানে তিনি ২০ দিন ই'তিকাফে থাকেন।[১০৪৪]

(৩) অন্যান্য বছর জিব্রীল (আঃ) রামাযানে একবার সমস্ত কুরআন পেশ করলেও এ বছর সেটা দু'বার করেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি প্রিয় কন্যা ফাতেমাকে বলেন, আমার মৃত্যু খুব নিকটে মনে হচ্ছে'।[১০৪৫]

(৪) ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণের শুরুতেই তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না এ বছরের পর এই স্থানে তোমাদের সঙ্গে আর মিলিত হ'তে পারব কি-না' *(নাসাঈ হা/৩০৬২)*।

(৫) পরদিন মিনায় কুরবানীর দিনের ভাষণে জামরা আক্বাবায়ে কুবরায় তিনি বলেন, 'আমার নিকট থেকে তোমরা হজ্জ ও কুরবানীর (خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ) নিয়ম-কানূনগুলি শিখে নাও। কারণ এ বছরের পর হয়তবা আমার পক্ষে আর হজ্জ করা সম্ভব হবে না।[১০৪৬]

(৬) মৃত্যু সন্নিকটে বুঝতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ওহোদ প্রান্তে 'শোহাদা কবরস্থানে' গমন করেন এবং তাদের জন্য এমনভাবে দো'আ করেন যেন তিনি জীবিত

১০৪৩. উক্ত আয়াতের তাফসীরে অনেক মুফাসসির রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালনে 'ভুল-ত্রুটি ও কমতি করার' কারণে আল্লাহ ক্ষমা চাইতে বলেছেন মর্মে তাফসীর করেছেন। যা ঠিক নয়। কেননা এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা বিরোধী। নিঃসন্দেহে রিসালাতের দায়িত্ব পালনে রাসূল (ছাঃ) কোনরূপ কমতি করেননি এবং ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে *(মায়েদাহ ৫/৩)*। তাছাড়া বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে, সকল নবীই নিষ্পাপ ছিলেন। আর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) নবী হওয়ার আগে ও পরে যাবতীয় কুফরী থেকে এবং অহী প্রাপ্তির পরে কবীরা গোনাহের সংকল্প থেকেও নিষ্পাপ ছিলেন। আল্লাহ তাঁর আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন *(বুখারী হা/৭৪১০)*। তাই তিনি ছিলেন আল্লাহ্র মনোনীত নিষ্পাপ রাসূল *(ড. আকরাম যিয়া উমারী, সীরাহ নববিইয়াহ ছহীহাহ ১/১১৪-১৭)*। আর নবুঅতের দায়িত্ব পালনে ভুল-ত্রুটি ও কমতি করার প্রশ্নই উঠে না। কেননা আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেন, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ– 'তোমাকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেভাবে দৃঢ় থাক এবং যারা তোমার সঙ্গে তওবা করেছে তারাও। (কোন অবস্থায়) সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু দেখেন যা তোমরা করো' *(হূদ ১১/১১২)*। অতএব তাঁর পক্ষ থেকে রিসালাতের দায়িত্ব পালনে 'ভুল-ত্রুটি হওয়া এবং তাতে কমতি করার' কোন অবকাশ ছিল না।

মূলতঃ রিসালাতের দায়িত্ব পালনকে সাধারণ মানুষের দায়িত্ব পালনের সাথে তুলনা করাটাই হ'ল মারাত্মক ভ্রান্তি। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন! বস্তুতঃ অন্যান্য নবীগণ ও শেষনবী (ছাঃ)-এর 'ক্ষমা প্রার্থনা' অর্থ আল্লাহ্র নিকট নিজেদের হীনতা প্রকাশ করা। নবুঅতের দায়িত্ব পালনে ভুল-ত্রুটি বা কমতি করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নয়।

১০৪৪. বুখারী হা/৪৯৯৮; মিশকাত হা/২০৯৯।

১০৪৫. বুখারী হা/৬২৮৫; মুসলিম হা/২৪৫০; মিশকাত হা/৬১২৯।

১০৪৬. নাসাঈ হা/৩০৬২; মুসলিম হা/১২৯৭ (৩১০); মিশকাত হা/২৬১৮।

ও মৃত সকলের নিকট থেকে চির বিদায় গ্রহণ করছেন। রাবী ওক্ববা বিন 'আমের (রাঃ) বলেন, আট বছর পরে রাসূল (ছাঃ) এই যিয়ারত করেন মৃতদের নিকট থেকে জীবিতদের বিদায় গ্রহণকারীর ন্যায় (كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ)।[১০৪৭]

(৭) শোহাদা কবরস্থান যিয়ারত শেষে মদীনায় ফিরে তিনি মসজিদে নববীর মিম্বরে বসে সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، إِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّى وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ، وَإِنِّىْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّى وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِى، وَلَكِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا وزاد بعضهم: فَتَقْتَتِلُوْا فَتُهْلِكُوْا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ– 'আমি তোমাদের আগেই চলে যাচ্ছি এবং আমি তোমাদের উপরে সাক্ষ্য দানকারী হব। তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে হাউয কাওছারে। আমি এখুনি আমার 'হাউয কাওছার' দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর সম্পদরাজির চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমার এ ভয় নেই যে, আমার পরে তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে। কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, তোমরা দুনিয়া অর্জনে পরস্পরে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর তোমরা পরস্পরে লড়াই করবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্বের লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে'।[১০৪৮]

অসুখের সূচনা (بدء الشَّكْوَى) :

ইবনু কাছীর বলেন, ছফর মাসের দু'একদিন বাকী থাকতে অথবা রবীউল আউয়াল মাসের প্রথম দিন অসুখের সূচনা হয় *(আল-বিদায়াহ ৫/২২৪)*। এদিন মধ্যরাতে রাসূল (ছাঃ) স্বীয় গোলাম আবু মুওয়াইহিবাহ (أَبُو مُوَيْهِبَةَ)-কে সাথে নিয়ে বাক্বী' গোরস্থানে

১০৪৭. বুখারী হা/৪০৪২; মুসলিম হা/২২৯৬; মিশকাত হা/৫৯৫৮। হাদীছের বর্ণনায় ৮ বছর বলা হ'লেও মূলতঃ তা ছিল সোয়া ৭ বছরের কম *(ফাৎহুল বারী হা/১৩৪৪-এর আলোচনা)*। কেননা ওহোদ যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর ৭ই শাওয়াল এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল ১১ হিজরীর ১লা রবীউল আউয়াল। আর মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি উক্ত যিয়ারতে গিয়েছিলেন।
(১) মুবারকপুরী ১১ হিজরীর ছফর মাসের প্রথম দিকে উক্ত যিয়ারত হয়েছিল বলেছেন *(আর-রাহীক্ব ৪৬৪ পৃঃ)*। অথচ এর কোন প্রমাণ নেই। এ বিষয়ে ইবনু কাছীর বলেন, هَذَا كَانَ فِيْ مَرَضِ مَوْتِه 'এটি হয়েছিল তাঁর মৃত্যু রোগের সময়ে' *(আল-বিদায়াহ ৬/১৮৯)*। সীরাহ হালাবিইয়ার লেখক বলেন, حِيْنَ عَلِمَ قُرْبَ أَجَلِه 'যখন তিনি তাঁর মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পারলেন' *(সীরাহ হালাবিইয়াহ ২/৩৩৮)*।
(২) এখানে মুবারকপুরী আরও বলেন যে, রাসূল (ছাঃ) একদিন মধ্যরাতে বাক্বী' গোরস্থানে গমন করেন। অতঃপর তাদেরকে সালাম দেন ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সবশেষে তিনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে বলেন, إِنَّا بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ 'আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে সত্বর মিলিত হব' *(আর-রাহীক্ব ৪৬৪ পৃঃ)*। বর্ণনাটি 'যঈফ' *(যঈফাহ হা/৬৪৪৭; আর-রাহীক্ব, তা'লীক্ব পৃঃ ১৮২)*।
১০৪৮. বুখারী ফাৎহুল বারী হা/৪০৪২-এর আলোচনা; মুসলিম হা/২২৯৬; মিশকাত হা/৫৯৫৮।

Contents

গমন করেন ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর প্রচণ্ড মাথাব্যথার মাধ্যমে অসুখের সূচনা হয়। যা মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল' *(আহমাদ হা/১৬০৪০)*।[১০৪৯] আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন যেদিন তাঁর অসুখ শুরু হয়। তখন আমি বললাম, হায় মাথাব্যথা!... তিনি বললেন, আমারও প্রচণ্ড মাথাব্যথা। অতঃপর তিনি বললেন, اُدْعُو إِلَيَّ أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لأَبِي بَكْرٍ كِتَاباً فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَيَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ أَنَا أَوْلَى. وَيَأْبَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ 'তুমি তোমার পিতা ও ভাইকে আমার নিকটে ডেকে আনো। যাতে আমি আবুবকরের জন্য একটি কাগজ লিখে দিতে পারি। কেননা আমি ভয় পাচ্ছি যে, কোন ব্যক্তি বলবে বা কোন উচ্চাভিলাষী আকাংখা করবে যে, আমিই যোগ্য। অথচ আল্লাহ ও মুমিনগণ আবুবকর ব্যতীত অন্য সবাইকে প্রত্যাখ্যান করে'।[১০৫০] অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে থাকা অবস্থাতেই মাথাব্যথা শুরু হয় এবং একথাও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) অসুখের শুরুর দিনেই আবুবকর (রাঃ)-এর নামে খিলাফত লিখে দিতে চেয়েছিলেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করলাম। অতঃপর তাঁর দেহের উপর হাত রাখলাম। তখন তাঁর লেপের উপরেও তাপ অনুভূত হচ্ছিল। শরীর এত গরম ছিল যে, হাত পুড়ে যাচ্ছিল। এতে আমি বিস্ময়বোধ করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّا كَذَلِكَ يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلاَءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الأَجْرُ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً قَالَ : الأَنْبِيَاءُ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلاَّ الْعَبَاءَةَ يُحَوِّيهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلاَءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ- رواه إبن ماجه-

'এভাবে আমাদের কষ্ট দ্বিগুণ হয় এবং আমাদের পুরস্কারও দ্বিগুণ হয়। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দুনিয়াতে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত কারা? তিনি বললেন, নবীগণ। আমি বললাম, তারপর কারা? তিনি বললেন, নেককার ব্যক্তিগণ। এমনকি তাদের কেউ দারিদ্র্যের কষাঘাতে এমনভাবে জর্জরিত হবে যে, পোষাক হিসাবে মাথার

১০৪৯. আহমাদ হা/১৬০৪০; মুহাক্কিক শু'আয়েব আরনাঊত্ব বলেন, হাদীছ ছহীহ। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন ওমর আল-'আবলীর অপরিচিতির কারণে সনদ যঈফ। আলবানী, যঈফাহ হা/৬৪৪৭। মুবারকপুরী সূত্র বিহীনভাবে ২৯শে ছফর সোমবার বাক্বী' গোরস্থানে একটি জানাযায় অংশগ্রহণ শেষে ফেরার পথে অসুখের সূচনা হয় বলেছেন' *(আর-রাহীক্ব ৪৬৪-৬৫ পৃঃ)*। যার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১০৫০. আহমাদ হা/২৫১৫৬; ছহীহাহ হা/৬৯০; মুসলিম হা/২৩৮৭।

'আবা' (الْعَبَاءَةُ) ছাড়া কিছুই পাবে না। তাদের কেউ বিপদে পড়লে এমন খুশী হবে, যেমন তোমাদের কেউ প্রাচুর্য পেলে খুশী হয়ে থাক'।[১০৫১]

তাঁর মোট অসুখের সময়কাল ছিল ১৩ অথবা ১৪ দিন। যার মধ্যে অধিকাংশ দিন তিনি মসজিদে এসে জামা'আতে ইমামতি করেন। শেষের দিকে বৃহস্পতিবার এশা থেকে সোমবার ফজর পর্যন্ত ১৭ ওয়াক্ত ছালাতে আবুবকর (রাঃ) ইমামতি করেন।

জীবনের শেষ সপ্তাহ (الأسبوع الأخير من الحياة) :

রাসূল (ছাঃ)-এর শারীরিক অবস্থার ক্রমেই অবনতি হ'তে থাকে। এ সময় তিনি বারবার স্ত্রীদের জিজ্ঞেস করতে থাকেন, أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا 'আগামীকাল আমি কোথায় থাকব? আগামীকাল আমি কোথায় থাকব'? তারা এর অর্থ বুঝতে পেরে বললেন, 'আপনি যেখানে খুশী থাকতে পারেন'। তখন তিনি আয়েশার গৃহে গমন করেন।[১০৫২] এ সময় তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। ফযল বিন আব্বাস ও আলী ইবনু আবী ত্বালেবের কাঁধে ভর করে অতি কষ্টে তিনি পা টিপে টিপে হাঁটছিলেন (تَخُطُّ قَدَمَاهُ)। অতঃপর তিনি আয়েশার কক্ষে প্রবেশ করেন এবং জীবনের শেষ সপ্তাহটি সেখানেই অতিবাহিত করেন।

অন্য সময় আয়েশা (রাঃ) সূরা ফালাক্ব ও নাস এবং অন্যান্য দো'আ, যা তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শিখেছিলেন, সেগুলি পাঠ করে ফুঁক দিয়ে বরকতের আশায় রাসূল (ছাঃ)-এর হাত তাঁর দেহে বুলিয়ে দিতেন। এ সময় তিনি সেটাই করতে চাইলেন। কিন্তু নিজের হাত টেনে নিয়ে রাসূল (ছাঃ) বললেন, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الأَعْلَى– 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে দয়া কর এবং আমাকে সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে মিলিত কর' *(বুখারী হা/৫৬৭৪)*।

মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে (قبل الوفاة بخمسة أيام) :

জীবনের শেষ বুধবার। এদিন তাঁর দেহের উত্তাপ ও মাথাব্যথা খুব বৃদ্ধি পায়। তাতে তিনি বারবার বেহুঁশ হয়ে পড়তে থাকেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ সময় তিনি ঘরের মধ্যে মিসরীয় খ্রিষ্টান দাসী মারিয়া ক্বিবত্বিয়াহ এবং হিজরতে থাকা অবস্থায় স্ত্রী উম্মে সালামাহ ও উম্মে হাবীবাহ হাবশাতে তাদের দেখা খ্রিষ্টান ধর্মনেতাদের কবর সমূহে তাদের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে আলোচনা করলে রাসূল (ছাঃ) মুখের চাদর ফেলে দিয়ে মাথা উঁচু

১০৫১. ইবনু মাজাহ হা/৪০২৪; ছহীহাহ হা/১৪৪।
১০৫২. বুখারী হা/৪৪৫০; মিশকাত হা/৩২৩১।

করে বলেন, إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا- 'ওদের মধ্যে কোন নেককার মানুষ মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ বানাতো এবং তার মধ্যে তাদের ছবি আঁকতো। ওরা হ'ল ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকটে সৃষ্টিজগতের নিকৃষ্টতম জীব। আল্লাহ ইহূদী-নাছারাদের উপরে লা'নত করুন! তারা তাদের নবীগণের কবর সমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে'।[১০৫৩]

সুলায়মান বিন ইয়াসার ও আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি আরও বলেন, اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، 'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে মূর্তি বানিয়ো না, যাকে পূজা করা হয়। ঐ কওমের উপরে আল্লাহ্র প্রচণ্ড ক্রোধ রয়েছে, যারা নবীগণের কবরসমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করে'।[১০৫৪] কা'ব বিন মালেক (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ- 'আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি'। দেখো, আমি কি তোমাদেরকে পৌঁছে দিলাম' (৩ বার)? হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক' (৩ বার)।[১০৫৫]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরলে তিনি বলেন, 'তোমরা বিভিন্ন কূয়া থেকে পানি এনে আমার উপরে সাত মশক পানি ঢাল। যাতে আমি বাইরে যেতে পারি এবং লোকদের উপদেশ দিতে পারি। অতঃপর আমরা তাঁকে হাফছা বিনতে ওমরের পাথর অথবা তাম্র নির্মিত একটি বড় পাত্রের মধ্যে বসিয়ে দিলাম এবং তাঁর উপরে পানি ঢালতে লাগলাম। এক পর্যায়ে তিনি বলতে থাকেন, حَسْبُكُمْ حَسْبُكُمْ 'ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও'। অতঃপর একটু হালকা বোধ করলে তিনি মাথায় কাপড় দিয়ে যোহরের প্রাক্কালে মসজিদে প্রবেশ করেন। অতঃপর ছালাত আদায় করেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন'।[১০৫৬]

১০৫৩. বুখারী ফাৎহুল বারী হা/৪২৭, ৪৩৫, ১৩৩০, ১৩৪১; মুসলিম হা/৫২৯-৩০; মিশকাত হা/৭১২।
১০৫৪. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৫৯৩; আহমাদ হা/৭৩৫২, সনদ শক্তিশালী; মিশকাত হা/৭৫০।
১০৫৫. ত্বাবারাণী হা/৮৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২৮৮।
১০৫৬. বুখারী হা/৪৪৪২; ইবনু হিশাম ২/৬৪৯; বর্ণনাটি ছহীহ *(ঐ, তাহকীক ক্রমিক ২০৭৯)*। এদিন রাসূল (ছাঃ)-এর একটু সুস্থতাকে উপলক্ষ্য করেই বাংলাদেশে আখেরী চাহার শাম্বা' (শেষ বুধবার) নামে সরকারী ছুটি পালন করা হয়। যা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আতী প্রথা। এরূপ প্রথা ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় ছিল না।

এদিন বের হবার মূল কারণ ছিল আনছারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখা। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, আবুবকর ও আব্বাস (রাঃ) আনছারদের এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁরা তাদেরকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পান। কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন যে, আমরা আমাদের সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর উঠাবসার কথা স্মরণ করছিলাম। অতঃপর তাঁদের একজন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে আনছারদের এই অভিব্যক্তির কথা অবহিত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে চাদরের এক প্রান্ত মাথায় বাঁধা অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ও মিম্বরে আরোহন করেন। এদিনের পর তিনি আর মিম্বরে আরোহন করেননি’। অতঃপর সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

(১) أُوْصِيكُمْ بِالأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِى، وَقَدْ قَضَوُا الَّذِى عَلَيْهِمْ، وَبَقِىَ الَّذِى لَهُمْ، فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ– ‘আমি তোমাদেরকে আনছারদের বিষয়ে অছিয়ত করে যাচ্ছি। তারা আমার বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ। তারা তাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেছে। কিন্তু তাদের প্রাপ্য বাকী রয়েছে। অতএব তোমরা তাদের উত্তমগুলি গ্রহণ করো এবং মন্দগুলি ক্ষমা করে দিয়ো’।[১০৫৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقِلُّ الأَنْصَارُ، حَتَّى يَكُونُوا فِى النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِىَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا، وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ ‘মানুষ ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কিন্তু আনছারদের সংখ্যা কমতে থাকবে। এমনকি তাদের অবস্থা হবে খাদ্যের মধ্যে লবনের ন্যায় (كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ)। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কারু ক্ষতি বা উপকার করার মালিক হবে (অর্থাৎ নেতৃত্বে আসবে), সে যেন তাদের উত্তমগুলি গ্রহণ করে এবং মন্দগুলি ক্ষমা করে’।[১০৫৮]

(২) জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলতে শুনেছি,

إِنِّىْ أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِى مِنْكُمْ خَلِيْلٌ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِىْ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِى خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، لَكِنَّهُ أَخِي وَ صَاحِبِيْ، إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِيْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُوْ بَكْرٍ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ–

১০৫৭. বুখারী হা/৩৭৯৯, আনাস (রাঃ) হ’তে; মিশকাত হা/৬২১২ ‘সামষ্টিক ফযীলতের বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ।
১০৫৮. বুখারী হা/৩৬২৮, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে; মিশকাত হা/৬২১৩।

'আমি আল্লাহ্র নিকট দায়মুক্ত এজন্য যে, তিনি আমাকে তোমাদের মধ্যে কাউকে 'বন্ধু' (خَلِيْل) হিসাবে গ্রহণ করার অনুমতি দেননি। কেননা আল্লাহ আমাকে 'বন্ধু' হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি ইবরাহীমকে 'বন্ধু' হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে যদি আমি আমার উম্মতের মধ্যে কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহ'লে আবুবকরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তিনি আমার ভাই ও সাথী। লোকদের মধ্যে নিজের সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন আবুবকর। মনে রেখ, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবী ও নেককার লোকদের কবর সমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছিল। তোমরা যেন এরূপ করো না'। আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি'।[১০৫৯]

(৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, একদিন তিনি মিম্বরে বসে আরও বলেন, إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ– 'একজন বান্দাকে আল্লাহ এখতিয়ার দিয়েছেন যে, সে চাইলে দুনিয়ার জাঁকজমক সবকিছু তাকে দেওয়া হবে অথবা আল্লাহ্র নিকটে যা আছে তা সে গ্রহণ করবে। অতঃপর সে বান্দা সেটাকেই পসন্দ করেছে, যা আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে'। একথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে আবুবকর (রাঃ) কেঁদে উঠে বললেন, فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا 'আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হৌন'।[১০৬০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَأَنْفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا 'আমাদের জীবন ও সম্পদ সমূহ'।[১০৬১] রাবী বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এই শায়খ কাঁদছেন কেন? এতে কাঁদবার কি আছে? বস্তুতঃ 'আবুবকর ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি' (وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا)। অতঃপর তিনি বললেন, يَا أَبَا بَكْرٍ لاَ تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ، لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ إِلاَّ بَابُ أَبِي بَكْرٍ– 'হে আবুবকর! তুমি কেঁদো না। নিশ্চয় লোকদের মধ্যে সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ করেছেন আবুবকর। যদি আমি উম্মতের মধ্যে কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহ'লে

১০৫৯. মুসলিম হা/৫৩২, জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) হ'তে; মিশকাত হা/৭১৩; বুখারী হা/৪৬৭; মুসলিম হা/২৩৮২; মিশকাত হা/৬০১০-১১।

১০৬০. বুখারী হা/৪৬৬; মুসলিম হা/২৩৮২ (২); মিশকাত হা/৫৯৫৭।

১০৬১. দারেমী হা/৭৭, আবু সাঈদ খুদরী হতে, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৯৬৮ 'মক্কা হ'তে ছাহাবীগণের হিজরত ও রাসূল (ছাঃ)-এর ওফাত' অনুচ্ছেদ।

আবুবকরকেই করতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসাই উত্তম। আর মসজিদের সকল দরজা বন্ধ হবে কেবল আবুবকরের দরজা ব্যতীত'।[১০৬২]

মৃত্যুর চার দিন পূর্বে শেষ বৃহস্পতিবার (يوم الخميس الأخير قبل الوفاة باربعة ايام) :

বৃহস্পতিবার রাসূল (ছাঃ)-এর রোগযন্ত্রণা বেড়ে যায়। পরে যন্ত্রণা খুব বৃদ্ধি পেলে রাসূল (ছাঃ) বলে ওঠেন, هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ 'কাগজ-কলম নিয়ে এসো! আমি তোমাদের জন্য লিখে দিয়ে যাই। যাতে তোমরা পরে পথভ্রষ্ট না হও'। উপস্থিত লোকদের মধ্যে ওমর (রাঃ) বললেন, قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ 'তাঁর উপরে এখন রোগ যন্ত্রণা বেড়ে গেছে। তোমাদের নিকটে কুরআন রয়েছে। আমাদের জন্য আল্লাহ্র কিতাবই যথেষ্ট'। এতে গৃহবাসীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। কেউ কাগজ-কলম আনতে চান। কেউ নিষেধ করেন। ফলে এক পর্যায়ে রাসূল (ছাঃ) বললেন, قُوْمُوْا عَنِّى 'তোমরা এখান থেকে চলে যাও'।[১০৬৩]

১০৬২. বুখারী হা/৪৬৬; মুসলিম হা/২৩৮২ (২); মিশকাত হা/৫৯৫৭। ইবনু হাজার বলেন, এর মধ্যে আবুবকরের খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে' *(ফাৎহুল বারী হা/৪৪৬-এর ব্যখ্যা)*।
মুবারকপুরী এখানে একটি প্রসিদ্ধ কাহিনীর অবতারণা করেছেন। যেমন, এ সময় রাসূল (ছাঃ) তাঁর নিকট থেকে বদলা নেওয়ার জন্য সকলের সামনে নিজেকে পেশ করেন। তিনি বলেন, যদি আমি কাউকে পিঠে মেরে থাকি, তাহ'লে এই আমার পিঠ পেতে দিলাম। তোমরা প্রতিশোধ নাও। যদি আমি কারু সম্মানের ব্যাপারে গালি দিয়ে থাকি, তাহ'লে তোমরা তারও প্রতিশোধ নিয়ে নাও'। এরপর তিনি মিম্বর থেকে নামলেন ও যোহরের ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর পুনরায় মিম্বরে বসলেন এবং পূর্বের কথার পুনরুক্তি করলেন। তখন একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, আপনার নিকট আমার ৩টি দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) পাওনা রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) স্বীয় চাচাতো ভাই ফযল বিন আব্বাসকে সেটা দেবার জন্য বলে দিলেন। অতঃপর তিনি আনছারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য শুরু করলেন' *(আর-রাহীক্ব ৪৬৫-৬৬)*। বর্ণনাটি প্রমাণিত নয়। ইবনু কাছীর উক্ত ঘটনার বিষয়ে বলেন, وفي إسناده ومتنه غرابة شديدة 'বর্ণনাটির সনদে ও মতনে কঠিন ধরনের বিস্ময়কর বস্তু রয়েছে' *(আল-বিদায়াহ ৫/২৩১)*।
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নভেম্বর ১৯৮৮-তে নিজের অনূদিত উর্দূ ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত অনেক ভুল সংশোধিত হ'লেও এটি সংশোধিত হয়নি। এমনকি লাহোর দার সালাফিইয়াহ্র বিজ্ঞ প্রকাশকগণও এটা খেয়াল করেননি। এভাবেই বিদ্বানগণ তাদের পরবর্তীদের জন্য অনেক খিদমতের সুযোগ রেখে যান। অতএব সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। -লেখক।

১০৬৩. বুখারী হা/৭৩৬৬; মুসলিম হা/১৬৩৭; মিশকাত হা/৫৯৬৬ 'মক্কা হ'তে ছাহাবীগণের হিজরত ও রাসূল (ছাঃ)-এর ওফাত' অনুচ্ছেদ।
এ ঘটনা থেকে শী'আরা ধারণা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) হযরত আলীর নামে 'খিলাফত' লিখে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওমর (রাঃ) সেটা হ'তে দেননি। অতএব আবুবকর, ওমর, ওছমান সবাই তাদের দৃষ্টিতে অন্যায়ভাবে খেলাফত ছিনতাইকারী এবং কাফের (নাঊযুবিল্লাহ)। এজন্য ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাবী সুলায়মান আল-আহওয়ালের সামনে একদিন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ বৃহস্পতিবার, হায় বৃহস্পতিবার! এসময় তাঁর চোখের পানিতে কংকর-বালু ভিজে যায়। মদীনার শ্রেষ্ঠ সপ্ত ফক্বীহ্র অন্যতম ওবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উৎবাহ বিন মাসঊদ বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) উক্ত ঘটনা স্মরণ করে প্রায়ই বলতেন, إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ 'হায় বিপদ চরম বিপদ, যা লোকদের

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুকালীন রোগশয্যায় আমাকে বললেন, ادْعِى لِى أَبَا بَكْرٍ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى. وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ 'তোমার পিতা আবুবকর ও তোমার ভাই (আব্দুর রহমান)-কে আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাদেরকে একটি কাগজ লিখে দেব। কেননা আমি ভয় পাচ্ছি যে, কোন উচ্চাভিলাষী (খেলাফতের) উচ্চাকাংখা পোষণ করতে পারে এবং কোন ব্যক্তি দাবী করতে পারে যে, আমিই এর অধিক হকদার (أَنَا أَوْلَى)। অথচ আল্লাহ ও মুমিনগণ আবুবকর ব্যতীত অন্য সবাইকে প্রত্যাখ্যান করে'।[১০৬৪]

এতে বুঝা যায় যে, খিলাফত লিখে দিলে তিনি আবুবকর (রাঃ)-এর নামেই লিখতেন। আয়েশা (রাঃ)-এর বাধার কারণেই সেটা সম্ভব হয়নি। অথচ আলী (রাঃ) প্রথম খলীফা না হওয়ার জন্য শী'আরা অন্যায়ভাবে তাঁকেই দায়ী করে থাকে।

তিনটি অছিয়ত (الوصايا الثلاثة) :

অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সবাইকে তিনটি অছিয়ত করেন।-

(১) ইহূদী, নাছারা ও মুশরিকদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দিয়ো।

(২) প্রতিনিধিদলের সম্মান ও আপ্যায়ন অনুরূপভাবে করো, যেভাবে আমি করতাম।[১০৬৫]

(৩) তৃতীয় অছিয়তটির কথা রাবী সুলায়মান আল-আহওয়ালের বর্ণনায় আসেনি' *(বুখারী হা/৩১৬৮)*। তবে ছহীহ বুখারীর 'অছিয়ত সমূহ' অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ বিন আবু 'আওফা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, সেটি ছিল আল্লাহ্র কিতাবকে আঁকড়ে ধরো' *(বুখারী হা/২৭৪০)*।

সর্বশেষ ইমামতি (الإمامة الأخيرة يوم الخميس) :

মৃত্যুর চারদিন পূর্বে বৃহস্পতিবার মাগরিবের ছালাতের ইমামতিই ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ ইমামতি। অসুখ সত্ত্বেও তিনি এযাবত প্রতি ওয়াক্ত ছালাতে ইমামতি করেছেন। সর্বশেষ এই ইমামতিতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রথম দু'রাক'আতে সূরা মুরসালাত পাঠ

শোরগোল ও রাসূল (ছাঃ)-এর অছিয়ত লিখে দেওয়ার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল' *(বুখারী হা/৪৪৩২; মুসলিম হা/১৬৩৭; মিশকাত হা/৫৯৬৬; বঙ্গানুবাদ হা/৫৭১৪)*। অথচ আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ *(বুখারী হা/৫৬৬৬; মিশকাত হা/৫৯৭০)* দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) যদি 'খিলাফত' লিখতেন, তবে সেটা আবুবকর (রাঃ)-এর নামেই লিখতেন।

১০৬৪. মুসলিম হা/২৩৮৭; মিশকাত হা/৬০১২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৬৭ 'আবুবকরের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; বুখারী হা/৫৬৬৬; মিশকাত হা/৫৯৭০; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭১৮ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়।

১০৬৫. বুখারী হা/৩০৫৩; মুসলিম হা/১৬৩৭; মিশকাত হা/৪০৫২, ৪০৫৩, ৫৯৬৬।

করেন’। যার সর্বশেষ আয়াত ছিল فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ ‘এর পরে কোন্ বাণীর উপরে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করবে’? *(মুরসালাত ৭৭/৫০)*। অর্থাৎ কুরআনের পরে আর কোন্ কালামের উপরে তোমরা ঈমান আনবে?

এর দ্বারা যেন তিনি ইঙ্গিত করলেন যে, আল্লাহ পাকের আহ্বানের সাথে সাথে উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি আমার জীবনের সর্বশেষ আহ্বান হ’ল, সর্বাবস্থায় তোমরা কুরআনের বিধান মেনে চলবে। কোন অবস্থাতেই কুরআন ছেড়ে অন্য কিছু গ্রহণ করবে না।[১০৬৬]

আবুবকরের ইমামতি শুরু (بدء إمامة أبي بكر رضـــ للصلاة) :

এশার ছালাতের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তিনবার ওযূ করেন ও তিনবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে আবুবকরকে ইমামতি করার নির্দেশ পাঠান। এরপর থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত আবুবকর (রাঃ) একটানা ১৭ ওয়াক্ত ছালাতের ইমামতি করেন।[১০৬৭] লোকেরা খারাপ ধারণা করবে মনে করে আয়েশা (রাঃ) তিন থেকে চারবার তার পিতার ইমামতির ব্যাপারে আপত্তি তুলে অন্যকে ইমামতির দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) উক্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ، مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ‘তোমরা ইউসুফের সহচরীদের মত হয়ে গেছ। আবুবকরকে বলে দাও যেন সে ছালাতে ইমামতি করে’।[১০৬৮] অর্থাৎ যুলায়খা ও তার সহচরী মহিলারা যেভাবে ইউসুফকে অন্যায় কাজে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল, তোমরাও তেমনি আমাকে আবুবকরকে বাদ দিয়ে অন্যকে ইমামতি করার মত অন্যায় নির্দেশ দানে প্ররোচিত করতে চাও? এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ খেলাফতের জন্য আবুবকরের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) সেটা বুঝতে পেরেই সম্ভবতঃ তাঁর নাম খলীফা হিসাবে প্রস্তাব করেছিলেন এবং সাথে সাথেই সর্বসম্মতভাবে তা গৃহীত ও অভিনন্দিত হয়। তাছাড়া তাঁর তুলনীয় ব্যক্তিত্ব উম্মতের মধ্যে তখনও কেউ ছিল না। ভবিষ্যতেও হবে না।

১০৬৬. অথচ উম্মতে মুহাম্মাদী এখন কুরআন ছেড়ে জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে নিজেদের মনগড়া বিধান সমূহের অনুসরণ করছে। ফলে পদে পদে তারা লাঞ্ছিত ও অধঃপতিত হচ্ছে।

১০৬৭. এই ১৭ ওয়াক্ত ছালাতের কোন ক্বাযা বা কাফফারা রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে কেউ আদায় করেননি। কারণ এটি দৈহিক ইবাদত। যা নিজেকেই আদায় করতে হয়। অন্যের উপর তা বর্তায় না। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ‘একজনের ছিয়াম বা ছালাত অন্যজনে আদায় করতে পারে না’ *(মুওয়াত্ত্বা হা/১০৬৯; সনদ মুনক্বাতে‘ বা ছিন্নসূত্র। কিন্তু বায়হাক্বীতে এটি সংযুক্ত সনদে এসেছে (বায়হাক্বী হা/৮০০৪, ৪/২৫৪)। যার সনদ ছহীহ। আলবানী, হিদায়াতুর রুওয়াত শরহ মিশকাত হা/১৯৭৭ টীকা-২, ২/৩৩৬; মিশকাত হা/২০৩৫)*। অতএব জানাযাকালে মৃতের ক্বাযা ছিয়াম ও ছালাতের কাফফারা স্বরূপ টাকা-পয়সা নেওয়া বা দান করা সম্পূর্ণরূপে একটি বিদ‘আতী প্রথা মাত্র।

১০৬৮. বুখারী হা/৬৭৯ ‘আযান’ অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৪৬; মিশকাত হা/১১৪০।

মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে সর্বশেষ সামরিক অভিযান প্রেরণ (آخر السرايا قبل يومين من الوفاة):

শনিবারে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কিছুটা হালকা বোধ করেন।[১০৬৯] এমতাবস্থায় তিনি দু'জনের কাঁধে ভর করে মসজিদে আগমন করেন। তখন আবুবকর (রাঃ)-এর ইমামতিতে যোহরের জামা'আত শুরু হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর আগমন টের পেয়ে আবুবকর (রাঃ) পিছিয়ে আসার উদ্যোগ নিতেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে আবুবকর (রাঃ)-এর বামপাশে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। তিনি তখন রাসূল (ছাঃ)-এর ইক্বতেদা করতে থাকেন এবং লোকদেরকে তাকবীর শুনাতে থাকেন'।[১০৭০] বস্তুতঃ এটাই ছিল ছালাতে মুকাব্বির হওয়ার প্রথম ঘটনা। আর আবুবকর (রাঃ) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম 'মুকাব্বির'।

তাছাড়া এদিন তিনি উসামাহ বিন যায়েদ-এর নেতৃত্বে শাম অঞ্চলে সর্বশেষ সেনাদল প্রেরণ করেন *(দ্রঃ সারিইয়া ক্রমিক ৯০)*।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৩৬ (العبر –٣٦) :

(১) উম্মতের প্রতি তীব্র দায়িত্বানুভূতির কারণে মৃত্যুর প্রাক্কালে রাসূল (ছাঃ) গুরুত্বপূর্ণ দু'টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমটি ছিল তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচন বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান। কারণ নেতৃত্বের ঐক্য ব্যতীত জাতির ঐক্য সম্ভব নয়। এজন্য আবুবকর (রাঃ)-এর ব্যাপারে তাঁর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও আচরণসমূহ থাকা সত্ত্বেও তিনি সেটি লিখে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তাই লেখা সম্ভব হয়নি। অবশেষে তাঁর আগ্রহই কার্যকর হয় এবং আবুবকর (রাঃ) সর্বসম্মতভাবে উম্মতের 'খলীফা' নির্বাচিত হন। এতে নির্দেশনা রয়েছে যে, ইসলামে আমীর নির্বাচনের সর্বোত্তম পদ্ধতি হ'ল পূর্বতন আমীরের অছিয়ত। যা পরে আবুবকর (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর ব্যাপারে করেছিলেন। অথবা উম্মতের সেরা ব্যক্তিদের মধ্য হ'তে পূর্বতন আমীরের বাছাইকৃত ব্যক্তিগণের একজন। যা সেরা ব্যক্তিগণের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। যেমন ওমর ফারূক (রাঃ) করে গিয়েছিলেন। *(দ্রঃ লেখক প্রণীত 'ইসলামী খিলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বই)*।

(২) দ্বিতীয়টি ছিল বহিঃশত্রুর হাত থেকে ইসলামী খিলাফতকে রক্ষার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার নির্দেশ দান। এর মাধ্যমে তিনি নিজের মৃত্যুর চাইতে উম্মতের নিরাপত্তাকেই অধিক গুরুত্ব দেন। যা পরবর্তী খলীফাদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে রয়ে যায়।

১০৬৯. ফাৎহুল বারী 'যে রোগে তাঁর মৃত্যু হয়, সেই অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক উসামার সেনাদল প্রেরণ' অনুচ্ছেদ-এর আলোচনা হা/৪৪৬৬-এর পরে।

১০৭০. বুখারী হা/৭১৩; মুসলিম হা/৪১৮; মিশকাত হা/১১৪০।

(৩) রাসূল (ছাঃ)-এর এই দায়িত্ব সচেতন কর্মকাণ্ডের মধ্যে যেকোন দায়িত্বশীল মুমিন ব্যক্তির জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কারণ প্রত্যেকেই ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে *(মুসলিম হা/১৮২৯ (২০))*।

মৃত্যুর একদিন পূর্বে (قبل يوم من الوفاة) :

সম্ভবতঃ মৃত্যুর পূর্বদিন রবিবার তিনি স্ত্রী আয়েশাকে বলেন, দীনারগুলি কি বিতরণ করেছ? তিনি বললেন, আপনার রোগ যন্ত্রণায় ব্যস্ত থাকার কারণে বিতরণের সময় পাইনি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওগুলি আমার কাছে নিয়ে এস। ঐ সময় ঘরে ৫ থেকে ৯টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। আয়েশা (রাঃ) সেগুলি এনে তাঁর হাতে দিলেন। তখন তিনি বললেন, এগুলি এখুনি বিতরণ করে দাও। কেননা কোন নবীর জন্য এটি মর্যাদাকর নয় যে, এইরূপ (নিকৃষ্ট) বস্তুগুলি নিয়ে তিনি আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবেন'।[১০৭১] অথচ ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর লৌহবর্মটি এক ইহূদীর নিকটে ৩০ ছা' (৭৫ কেজি) যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল।[১০৭২]

জীবনের শেষ দিন (آخر يوم من الحياة) :

সোমবার ফজরের জামা'আত চলা অবস্থায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঘরের পর্দা উঠিয়ে একদৃষ্টে মসজিদে জামা'আতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এতে তাঁর চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং ঠোঁটে মুচকি হাসির রেখা ফুটে ওঠে। রাসূল (ছাঃ)-এর জামা'আতে আসার আগ্রহ বুঝতে পেরে আবুবকর (রাঃ) পিছিয়ে আসতে চান। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ইশারায় তাঁকে থামিয়ে দেন এবং দরজার পর্দা ঝুলিয়ে দেন। রাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর ভাষায় 'ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা ছিল যেন 'কুরআনের পাতা' (كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ)। অতঃপর এদিনই তিনি মৃত্যুবরণ করেন'।[১০৭৩]

কুরআনের বাস্তব রূপকার, মৃত্যুপথযাত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর শুচিশুদ্ধ আলোকময় চেহারা যেন পরম পবিত্র সত্যসন্ধ কুরআনের কনকোজ্জ্বল পৃষ্ঠার ন্যায় দীপ্ত ও জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছিল। আনাস (রাঃ)-এর এই অপূর্ব তুলনা সত্যি কতই না সুন্দর ও কতই না

১০৭১. আহমাদ হা/২৫৫৩১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩২১২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/১৮৮৪, ঐ মিরক্বাত।

'তিনি এদিন সকল গোলাম আযাদ করে দেন এবং অস্ত্র-শস্ত্র সব মুসলমানদের দিয়ে দেন। অথচ ঐদিন সন্ধ্যায় আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে বাতি জ্বালানোর মত তৈল ছিল না। ফলে প্রতিবেশীর নিকট থেকে তৈল ধার করে আনতে হয়' *(আর-রাহীক্ব ৪৬৭ পৃঃ; রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/২৪৮-৪৯)*। কথাগুলির কোন সূত্র পাওয়া যায়নি।

১০৭২. বুখারী হা/২৯১৬; মিশকাত হা/২৮৮৫ 'বন্ধক' অনুচ্ছেদ।

১০৭৩. বুখারী হা/৬৮০ 'আযান' অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৪৬।

মনোহর! ছালাতের পাগল রাসূল (ছাঃ)-এর ভাগ্যে যোহরের ওয়াক্ত আসার সুযোগ আর হয়নি।...

এরপর সূর্য কিছুটা উপরে উঠলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতেমাকে কাছে ডাকেন এবং কানে কানে কিছু কথা বলেন। তাতে তিনি কাঁদতে থাকেন। পরে তাকে আবার ডাকেন এবং কানে কানে কিছু কথা বলেন। তাতে তিনি হেসে ওঠেন। প্রথমবারে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন যে, এই অসুখেই আমার মৃত্যু ঘটবে। তাতে তিনি কাঁদেন। দ্বিতীয়বারে তিনি বলেন যে, পরিবারের মধ্যে তুমিই প্রথম আমার সাথে মিলিত হবে (অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হবে)। তাতে তিনি হাসেন।[১০৭৪] এই সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁকে 'জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী' سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ হবার সুসংবাদ দান করেন।[১০৭৫]

অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর রোগ-যন্ত্রণার কষ্ট দেখে ফাতেমা (রাঃ) বলে ওঠেন, وَاكَرْبَاهُ 'হায় কষ্ট'! রাসূল (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, لَيْسَ عَلَى أَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ 'আজকের দিনের পর তোমার পিতার আর কোন কষ্ট নেই'।[১০৭৬]

অতঃপর তিনি হাসান ও হোসায়েনকে ডাকেন। তাদেরকে আদর করে চুমু দেন ও তাদেরকে সদুপদেশ দেন। উভয়ের বয়স তখন যথাক্রমে ৮ ও ৭ বছর। এরপর স্ত্রীগণকে ডাকেন ও তাদেরকে বিভিন্ন উপদেশ দেন। এ সময় তাঁর রোগ-যন্ত্রণা তীব্র আকার ধারণ করে। তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে আয়েশা! খায়বরে যে বিষমিশ্রিত খাদ্য আমি খেয়েছিলাম, সে বিষের প্রভাবে আমার শিরা-উপশিরা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে'।[১০৭৭] তিনি গিলেননি, ফেলে দিয়েছিলেন। তাতেই যে সামান্য বিষক্রিয়া হয়, সেটিই মৃত্যুকালে তাঁকে কঠিনভাবে কষ্ট দেয়। আর এটাই স্বাভাবিক যে, পুরানো কোন অসুখ যা সুপ্ত থাকে, তা বার্ধক্যে বা মৃত্যুকালে মাথা চাড়া দেয়।

উল্লেখ্য যে, ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খায়বর বিজয় শেষে ইহূদী বনু নাযীর গোত্রের নেতা সাল্লাম বিন মিশকামের স্ত্রী যয়নব বিনতুল হারেছ তাঁকে দাওয়াত দিয়ে বিষমিশ্রিত বকরীর ভুনা রান খেতে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই গোশত মুখে দিয়ে চিবানোর পর

১০৭৪. বুখারী হা/৬২৮৫; মুসলিম হা/২৪৫০; মিশকাত হা/৬১২৯।
রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর মাত্র ছয়মাস পরে ১১ হিজরী ৩রা রামাযান মঙ্গলবার ফাতেমা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩০ অথবা ৩৫ বছর। তিনি হাসান, হোসায়েন, উম্মে কুলছূম ও যয়নব নামে দু'পুত্র ও দু'কন্যা সন্তান রেখে যান। তাঁর কবর সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, নিজের ঘরেই তাঁকে দাফন করা হয়। কেউ বলেন, বাক্বী' গোরস্থানে দাফন করা হয় *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/১০৮-১০)*।

১০৭৫. বুখারী হা/৩৬২৪; মুসলিম হা/২৪৫০; মিশকাত হা/৬১২৯।
আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত বুখারী হা/৩৬২৩ দ্বারা বুঝা যায় যে, এই সুসংবাদ তাকে শেষ সপ্তাহে দেওয়া হয়'। হা/৩৬২৬ দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত্যু যন্ত্রণার সময় এই সুসংবাদ দেওয়া হয়। দু'টিই হ'তে পারে। কেননা আগে বলার পর তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পুনরায় বলাতে দোষের কিছু নেই।

১০৭৬. বুখারী হা/৪৪৬২, আনাস (রাঃ) হ'তে; মিশকাত হা/৫৯৬১।

১০৭৭. বুখারী হা/৪৪২৮; মিশকাত হা/৫৯৬৫।

না গিলে ফেলে দেন (فَلَمْ يُسِغْهَا، وَلَفَظَهَا) এবং বলেন, এই হাড্ডি আমাকে বলছে যে এতে বিষ মিশানো আছে'।[১০৭৮] অতঃপর তিনি উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 'ছালাত ছালাত এবং তোমাদের দাস-দাসী' অর্থাৎ ছালাত ও স্ত্রীজাতির বিষয়ে তোমরা সর্বাধিক খেয়াল রেখো'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একথাটি তিনি বারবার পুনরাবৃত্তি করেন'। আনাস (রাঃ) বলেন, এটিই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর সর্বশেষ অছিয়ত'।[১০৭৯]

মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু (بدء سكرات الموت) :

এরপর মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হ'ল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্ত্রী আয়েশার বুকে ও কাঁধে ঠেস দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় আয়েশা (রাঃ)-এর ভাই আব্দুর রহমান (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হন। তার হাতে কাঁচা মিসওয়াক দেখে সেদিকে রাসূল (ছাঃ)-এর দৃষ্টি গেল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর আগ্রহ বুঝতে পেরে তাঁর অনুমতি নিয়ে মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে তাঁকে দিলাম। তখন তিনি সুন্দরভাবে মিসওয়াক করলেন ও পাশে রাখা পাত্রে হাত ডুবিয়ে (কুলি সহ) মুখ ধৌত করলেন। এসময় তিনি বলতে থাকেন, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যুর রয়েছে কঠিন যন্ত্রণা সমূহ'।[১০৮০] এমন সময় তিনি ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে হাত কিংবা আঙ্গুল উঁচিয়ে বলতে থাকলেন,

مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى، اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى-

'(হে আল্লাহ!) নবীগণ, ছিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেককার ব্যক্তিগণ যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ, আমাকে তাদের সাথী করে নাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর এবং আমাকে আমার সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে মিলিত কর। হে আল্লাহ! আমার সর্বোচ্চ বন্ধু!' আয়েশা (রাঃ) বলেন, শেষের কথাটি তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তাঁর হাত এলিয়ে পড়ল, দৃষ্টি নিথর হয়ে গেল'। তিনি সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে মিলিত হ'লেন।[১০৮১] আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার উপর আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার ঘরে, আমার পালার দিন এবং আমার বুক ও গলার মধ্যে হেলান দেওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে পার্থিব জীবনের

১০৭৮. ইবনু হিশাম ২/৩৩৭-৩৮; বর্ণনাটি ছহীহ, তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৫৬৬; আহমাদ হা/৩৫৪৭; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ৩৪৭ পৃঃ।

১০৭৯. ইবনু মাজাহ হা/২৬৯৭; আহমাদ হা/২৬৫২৬; বায়হাক্বী হা/১৫৫৭৮; মিশকাত হা/৩৩৫৬।

১০৮০. বুখারী হা/৪৪৪৯; মিশকাত হা/৫৯৫৯।

১০৮১. বুখারী হা/৪৫৮৬, ৫৬৭৪; মিশকাত হা/৫৯৫৯-৬০; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭০৭-০৮।

শেষ দিন ও পরকালীন জীবনের প্রথম দিন আল্লাহ আমার মুখের লালার সাথে তাঁর মুখের লালা মিলিয়ে দিয়েছেন। আর আমার ঘরেই তাঁর দাফন হয়েছে’।[১০৮২]

আয়েশা (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এল, তখন তাঁর মাথা ছিল আমার রানের উপর, তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তারপর হুঁশ ফিরে এল। তখন তিনি ছাদের দিকে চক্ষু নিবদ্ধ করলেন। অতঃপর বললেন, اَللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَي ‘হে আল্লাহ! হে সর্বোচ্চ বন্ধু’! আর এটাই ছিল তাঁর শেষ কথা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা আমি বুঝলাম, এখন তিনি আর আমাদের পসন্দ করবেন না। বুঝলাম, যে কথা তিনি সুস্থ অবস্থায় বলতেন, সেটাই ঠিক হ’ল। তা এই যে, لَنْ يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ ‘কোন নবী মৃত্যুবরণ করেন না, যতক্ষণ না জান্নাতে তাঁর ঠিকানা দেখানো হয়। অতঃপর তাঁকে এখতিয়ার দেওয়া হয় দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অথবা মৃত্যুবরণ করে জান্নাতে যাওয়ার’। আমি বুঝলাম যে, তিনি আখেরাতকেই পসন্দ করলেন।[১০৮৩] অতঃপর আমি তাঁর মাথা বালিশে রাখি এবং অন্যান্য মহিলাদের সাথে কাঁদতে কাঁদতে উঠে আসি’ *(ইবনু হিশাম ২/৬৫৫)*। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে‘উন* (আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী; *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)*।

উপরোক্ত দুই বর্ণনার সমন্বয় এটাই হ’তে পারে যে, বুকের উপরে মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হ’লে তিনি তাঁকে স্বীয় রানের উপরে শুইয়ে দেন এবং তখনই রাসূল (ছাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দিনটি ছিল সোমবার *(বুখারী হা/১৩৮৭)* সূর্য অধিক গরম হওয়ার সময় (حِيْنَ اشْتَدَّتْ الضحي) অর্থাৎ ১০/১১ টার সময়। এ দিন তাঁর বয়স হয়েছিল চান্দ্রবর্ষ হিসাবে ৬৩ বছর *(বুখারী হা/৩৫৩৬)*[১০৮৪] চার দিন *(রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ১/২৫১)*।

১০৮২. قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى وَدُفِنَ فِى بَيْتِى বুখারী হা/১৩৮৯, ৪৪৪৯, ৪৪৫১; মিশকাত হা/৫৯৫৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭০৭।

১০৮৩. বুখারী হা/৬৩৪৮; মুসলিম হা/২৪৪৪; মিশকাত হা/৫৯৬৪; দারেমী হা/৭৭; মিশকাত হা/৫৯৬৮।

১০৮৪. অধিকাংশ জীবনীকারের মতে দিনটি ছিল ১১ হিজরীর ১২ই রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জুন। তবে যেহেতু ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দু’টিই সোমবারে হয়েছিল *(মুসলিম হা/১১৬২; বুখারী হা/১৩৮৭)*। অতএব সেটা ঠিক রাখতে গেলে তাঁর জন্ম ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার এবং মৃত্যু ১লা রবীউল আউয়াল সোমবার হয়’ *(বিস্তারিত দ্রঃ ‘জন্ম ও মৃত্যু’ অনুচ্ছেদ)*। রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অস্পষ্ট রাখার মধ্যে শিক্ষণীয় এই, যাতে তাঁর উম্মত অনুষ্ঠানসর্বস্ব হয়ে না পড়ে এবং জন্ম দিবস ও মৃত্যু দিবস পালন করার মত বিদ‘আতী কাজে লিপ্ত না হয়।

মৃত্যুতে শোকাবহ প্রতিক্রিয়া (ثَوَرَان الحزن على الوفاة) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুতে শোকাতুর কন্যা ফাতেমা বলে ওঠেন,

يَا أَبَتَاهْ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهْ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهْ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ، عَلَيْهَا السَّلاَمُ، يَا أَنَسُ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم التُّرَابَ- رواه البخارىُّ-

‘হায় আব্বা! যিনি প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হায় আব্বা! জান্নাতুল ফেরদৌসে যার ঠিকানা। হায় আব্বা! জিব্রীলকে আমরা তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানাচ্ছি’। অতঃপর দাফন হয়ে গেলে তিনি বলেন, হে আনাস! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মাটি ফেলে তোমাদের অন্তর কি খুশী হয়েছে’?[১০৮৫]

সাধারণভাবে ছাহাবীগণের অবস্থা ছিল এই যে, তাঁরা তাঁদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (ছাঃ)-এর বিয়োগব্যথা সহ্য করতে পারছিলেন না। অনেকে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকেন। অনেকে জঙ্গলে চলে যান। ওমর ফারূক (রাঃ) হতবুদ্ধি হয়ে বলতে থাকেন, কিছু মুনাফিক লোক ধারণা করে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে। অথচ নিশ্চয়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। বরং স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে গমন করেছেন। যেমন মূসা (আঃ) নিজ সম্প্রদায় থেকে ৪০ দিন অনুপস্থিত থাকার পর পুনরায় ফিরে এসেছিলেন’ *(ইবনু হিশাম ২/৬৫৫)*। তিনি বলেন, وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِى رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ ‘অবশ্যই আল্লাহ তাঁকে ফিরিয়ে দিবেন। অতঃপর তিনি ঐসব লোকদের হাত-পা কেটে দিবেন’ *(বুখারী হা/৩৬৬৭)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- وَلاَ يَمُوتُ حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِىَ أُنَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ كَثِيرٍ

১০৮৫. বুখারী হা/৪৪৬২, আনাস হ’তে; মিশকাত হা/৫৯৬১।
উল্লেখ্য যে, আনাস বিন মালেক (রাঃ) ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর দীর্ঘ ১০ বছরের প্রিয়তম গোলাম’ *(আবুদাঊদ হা/৪৭৭৪; আহমাদ হা/১৩০৪১)*। এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে কন্যা ফাতেমা নিম্নোক্ত শোকগাথা পাঠ করেছিলেন।-

صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا + صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ عُدْنَ لَيَالِيَا

مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ أَحْمَدٍ + أَنْ لاَ يَشَمَّ مُدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا

(১) ‘আমার উপরে এমন বিপদ আপতিত হয়েছে, যদি তা দিনসমূহের উপরে পড়ত, তবে সেগুলি রাতে পরিণত হয়ে যেত’। (২) ‘যে কেউ আহমাদের কবরের মাটি শুঁকবে, তার উপরে ওয়াজিব হবে যে, সে জীবনে আর কোন সুগন্ধি শুঁকবে না’। যাহাবী বলেন, এটি ‘ছহীহ নয়’ (لاَ يَصِحُّ) *(যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৩/৪২৬)*।

وَأَرْجُلَهُمْ 'আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মরেননি এবং মরবেনও না, যতক্ষণ না তিনি মুনাফিকদের বহু লোকের হাত-পা কেটে দেন' *(ইবনু মাজাহ হা/১৬২৭, হাদীছ ছহীহ)*।

আবুবকর (রাঃ)-এর ধৈর্যশীল ভূমিকা (الموقف الحلمى لأبى بكر رضــ) :

শোকাহত ছাহাবায়ে কেরামের দিশাহারা অবস্থার মধ্যে ধৈর্য ও স্থৈর্যের জীবন্ত প্রতীক হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) মসজিদে নববী থেকে এক মাইল দূরে শহরের উঁচু সুন্হ (السُّنْحُ) এলাকায় অবস্থিত স্বীয় বাসগৃহ থেকে বের হয়ে ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত আগমন করেন এবং মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। অতঃপর কাউকে কিছু না বলে সোজা কন্যা আয়েশার গৃহে গমন করেন। এ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ একটি জরিদার ইয়ামনী চাদর (بُرْدُ حِبَرَةٍ) দ্বারা আবৃত ছিল। তিনি গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারার উপর থেকে চাদর সরিয়ে চুম্বন করলেন ও কেঁদে ফেললেন। অতঃপর বললেন, بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّىْ، وَاللهِ لاَ يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِىْ كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ ذُقْتَهَا– 'আপনার উপরে আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত হৌন! আল্লাহ আপনার উপরে দু'টি মৃত্যুকে একত্রিত করবেন না। অতঃপর যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল, তার স্বাদ আপনি আস্বাদন করেছেন' *(বুখারী হা/১২৪১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُذِيقُكَ اللهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎস্বর্গিত হৌন! আপনার জীবন ও মরণ সুখময় হৌক! যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, কখনোই আল্লাহ আপনাকে দু'টি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করাবেন না' *(বুখারী হা/৩৬৬৭)*। এরপর তিনি মুখ ঢেকে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। এমন সময় ওমর (রাঃ) সম্ভবতঃ স্বীয় বক্তব্যের পক্ষে লোকদের কিছু বলছিলেন। আবুবকর (রাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ 'হে কসমকারী! থামো'। কিন্তু তিনি থামলেন না *(বুখারী হা/৩৬৬৭)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, اِجْلِسْ 'তুমি বস। কিন্তু তিনি বসলেন না' *(বুখারী হা/১২৪২)*। অতঃপর তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। লোকেরা সব ওমরকে ছেড়ে তাঁর সাথে সাথে মসজিদে এলো। তখন তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া সংক্ষিপ্ত ভাষণের শুরুতে হামদ ও ছানার পর রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করলেন। অতঃপর গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন,

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَىٌّ لاَ يَمُوْتُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن

مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِيْنَ-

'হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের পূজা করে, সে জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব তিনি মরেন না। তিনি বলেছেন, 'মুহাম্মাদ একজন রাসূল ব্যতীত কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল গত হয়ে গেছেন। এক্ষণে যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তাহ'লে তোমরা কি পিছন পানে ফিরে যাবে? যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যাবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। সত্বর আল্লাহ তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করবেন' *(আলে ইমরান ৩/১৪৪)*। অতঃপর লোকেরা উক্ত আয়াতটি বারবার পাঠ করতে থাকে' *(বুখারী হা/১২৪২)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ)-এর উক্ত ভাষণ শোনার পর সকলে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেলেন। সবার মনে হ'ল যেন আবুবকরের মুখে শোনার আগে উক্ত আয়াতটি তারা জানতেনই না। অতঃপর যেই-ই শোনেন, সেই-ই আয়াতটি পড়তে থাকেন'। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, ওমর বললেন, আল্লাহ্র কসম! আবুবকরের মুখে উক্ত আয়াত শুনে আমি আমার দু'পা স্থির রাখতে পারিনি। অবশেষে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম এবং আমি নিশ্চিত হ'লাম যে, রাসূল (ছাঃ) মারা গেছেন *(বুখারী হা/৪৪৫৪)*। ওমর (রাঃ) আবুবকরের ভাষণ শুনে বসে পড়েন এবং বলেন, فَلَكَأَنِّى لَمْ أَقْرَأْهَا إِلاَّ يَوْمَئِذٍ 'আমার মনে হচ্ছিল যেন আয়াতগুলি আমি এদিন ব্যতীত ইতিপূর্বে কখনো পাঠ করিনি'। আমি প্রথম আবুবকরের মুখে এটি শুনলাম এবং নিশ্চিত হ'লাম যে, রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন'।[১০৮৬] আনাস (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ يَوْماً قَطُّ كَانَ أَحْسَنَ وَلاَ أَضْوَأَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْماً كَانَ أَقْبَحَ وَلاَ أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেদিন আমাদের নিকটে আগমন করেছিলেন, সেদিনের চাইতে সুন্দর ও উজ্জ্বলতম দিন আমি কখনও দেখিনি। পক্ষান্তরে যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, সেদিনের চাইতে মন্দ ও অন্ধকারময় দিন আমি আর দেখিনি'।[১০৮৭]

১০৮৬. ইবনু মাজাহ হা/১৬২৭; ইবনু হিশাম ২/৬৫৬।
১০৮৭. দারেমী হা/৮৮; মিশকাত হা/৫৯৬২, সনদ ছহীহ।

পরিত্যক্ত সম্পদ (ميراث النبى صـــ) :

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় ওফাতের পর দীনার-দিরহাম, বকরী-উট কিছুই রেখে যাননি। তিনি কোন কিছুর অছিয়তও করে যাননি।[১০৮৮] আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, (আমার মৃত্যুর পর) আমার ওয়ারিছগণ কোন দীনার ভাগ-বণ্টন করবে না। আমি যা রেখে যাব (অর্থাৎ বনু নাযীরের ফাই এবং খায়বরের ফাদাক খেজুর বাগান) স্ত্রীদের খোরপোষ এবং আমার 'আমেল (কর্মচারী)-দের ব্যয় নির্বাহের পর তা সবই ছাদাক্বা হবে।[১০৮৯] উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারেছ-এর ভাই 'আমর ইবনুল হারেছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুকালে কোন দীনার-দিরহাম, দাস-দাসী বা অন্য কিছুই ছেড়ে যাননি। কেবল তাঁর সাদা খচ্চর, অস্ত্র ও (ফাদাকের) জমিটুকু ব্যতীত। যা তিনি ছাদাক্বা করে যান।[১০৯০] এর অর্থ হ'ল সংসারের ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্তগুলি ছাদাক্বা হবে *(ফাৎহুল বারী, ঐ)*। আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُوْرِثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ– 'আমরা নবীগণ কোন ওয়ারিছ রেখে যাই না। যা কিছু আমরা ছেড়ে যাই, সবই (উম্মতের জন্য) ছাদাক্বা হয়ে যায়'।[১০৯১] তাঁর মৃত্যুর পর ফাতেমা (রাঃ) ফাদাক-এর উত্তরাধিকার দাবী করলে অত্র হাদীছ শোনার পর তা প্রত্যাহার করে নেন। যদিও শী'আরা এজন্য আবুবকর (রাঃ)-কে দায়ী করে থাকে। অথচ আলী (রাঃ) খলীফা হওয়ার পরেও তিনি উক্ত দাবী করেননি।

খলীফা নির্বাচন (انتخاب الخليفة) :

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ) আমাকে বলেছেন, আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সর্বশেষ হজ্জের সময় জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'যদি ওমর মারা যান, তাহ'লে আমরা অমুকের হাতে বায়'আত করব। আল্লাহ্র কসম! আবুবকরের বায়'আতটি ছিল আকস্মিক ব্যাপার। যা হঠাৎ সংঘটিত হয়ে যায়' (مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِى بَكْرٍ إِلاَّ فَلْتَةً)। এ কথা শুনতে পেয়ে ওমর (রাঃ) ভীষণভাবে রাগান্বিত হন। তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ আজই সন্ধ্যায় আমি লোকদের মধ্যে দাঁড়াব এবং ঐ সব লোকদের সম্পর্কে সতর্ক করব, যারা তাদের শাসন কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিতে চায়। তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! এ কাজ করবেন না। কেননা হজ্জের

১০৮৮. মুসলিম ১৬৩৫ (১৮); মিশকাত হা/৫৯৬৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭২১। আলবানী মিশকাতের অত্র ক্রমিক সংখ্যাটি দু'বার এসেছে। ফলে এখান থেকে শেষ পর্যন্ত ভুল ক্রমিক দেওয়া হয়েছে। সঠিক গণনা মতে ৫৯৬৪-এর স্থলে ৫৯৭৩ হবে।

১০৮৯. বুখারী হা/২৭৭৬; মুসলিম হা/১৭৬০; মিশকাত হা/৫৯৬৬; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭২৩।

১০৯০. বুখারী হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/৫৯৬৫।

১০৯১. মুসলিম হা/১৭৫৭; মিশকাত হা/৫৯৬৭; বঙ্গানুবাদ হা/৫৭২৪; নাসাঈ হা/৬৩০৯; কানযুল 'উম্মাল হা/৩৫৬০০।

মৌসুম নিম্নস্তরের ও নির্বোধ লোকদের একত্রিত করে। আর যখন আপনি দাঁড়াবেন, তখন এরাই আপনার উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। তারা আপনার কথা যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পারবেনা এবং যথাস্থানে রাখতেও পারবে না। অতএব মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সেটি হ'ল হিজরত ও সুন্নাতের পীঠস্থান। সেখানে আপনি জ্ঞানী ও সুধীদের সঙ্গে মিলিত হবেন। তারা আপনার কথা যথার্থভাবে আয়ত্ত করবে ও মূল্যায়ন করবে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! ইনশাআল্লাহ মদীনায় পৌঁছে আমার প্রথম কাজ হবে লোকদের সামনে এ বিষয়টি নিয়ে ভাষণ দেওয়া'।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর যিলহজ্জ মাসের শেষদিকে আমরা মদীনায় ফিরে এলাম। অতঃপর জুম'আর দিন এলে আমরা আগেভাগে মসজিদে পৌঁছে যাই। সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) আগেই মিম্বরের কাছে বসেছিলেন। আমিও গিয়ে তাঁর পাশে বসলাম এবং তাঁকে বললাম, আজ খলীফা এমন কিছু বলবেন, যা তিনি এযাবৎ কখনো বলেননি। অতঃপর ওমর (রাঃ) মিম্বরে বসলেন। অতঃপর আযান শেষে দাঁড়িয়ে হামদ ও ছানার পর বললেন, আমি আজ তোমাদেরকে এমন কিছু কথা বলতে চাই, যা বলার ক্ষমতা কেবল আমাকেই দেওয়া হয়েছে (قَدْ قُدِّرَ لِى أَنْ أَقُولَهَا)। সম্ভবতঃ মৃত্যু আমার সম্মুখে। যিনি কথাগুলো বুঝবেন ও মুখস্থ রাখবেন, তিনি যেন কথাগুলি অতদূর পৌঁছে দেন, যতদূর তার বাহন পৌঁছে যায়। আর যিনি এগুলি বুঝবেন না বলে আশংকা করেন, তিনি যেন আমার উপরে মিথ্যারোপ না করেন।

অতঃপর তিনি বলেন, (১) নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মাদকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর উপরে কিতাব নাযিল করেছিলেন। সেখানে তিনি রজমের আয়াত নাযিল করেছিলেন। আমরা তা পড়েছি, বুঝেছি ও মুখস্থ করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে রজম করেছেন।[১০৯২] আমরাও রজম করেছি। আমি ভয় পাচ্ছি যে, দীর্ঘ দিন পরে কেউ বলতে পারে যে, আমরা কুরআনে রজমের আয়াত খুঁজে পাচ্ছি না। এভাবে তারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত একটি ফরয বিধান থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে (فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ)।... (২) তিনি বলেছেন, তোমরা আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন বাড়াবাড়ি করেছে নাছারাগণ ঈসা (আঃ)-কে নিয়ে। তোমরা বল, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'। (৩) আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, খলীফা নির্বাচনকালে আবুবকর (রাঃ)-এর বায়'আতটি ছিল 'আকস্মিক ঘটনা' (فَلْتَةً)। তবে আল্লাহ এই আকস্মিক বায়'আতের ক্ষতি প্রতিহত করেছেন। কেননা সেসময় আবুবকর (রাঃ) ছিলেন আমাদের সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর মত যোগ্য ব্যক্তি কেউ ছিলেন না।... রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আমরা জানতে পারলাম যে, আনছারগণ আমাদের বিরোধিতা করছেন। তারা ছাক্বীফা বনী

১০৯২. 'রজম' অর্থ বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা।

সা‘এদাহ-তে জমা হয়েছেন। অন্যদিকে আলী, যুবায়ের ও তাদের সাথীবৃন্দ আমাদের থেকে পিছিয়ে রয়েছেন। মুহাজিরগণ আবুবকরের নিকটে জমা হয়েছেন। এসময় আমি তাঁকে বললাম, চলুন আমরা আমাদের আনছার ভাইদের নিকটে যাই। তখন আমরা বের হ’লাম। রাস্তায় দু’জন আনছার (ওয়ায়েম বিন সা‘এদাহ এবং মা‘আন বিন ‘আদী) আমাদেরকে যেতে নিষেধ করেন (কারণ তারা সা‘দ বিন ‘উবাদাহকে আমীর হিসাবে গ্রহণ করেছে)। আমি বললাম, অবশ্যই আমরা তাদের কাছে যাব। অতঃপর আমরা সেখানে পৌঁছলাম। দেখলাম যে, তাদের অসুস্থ (খাযরাজ) নেতা সা‘দ বিন ‘উবাদাহ চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। তখন তাদের জনৈক বক্তা (ক্বায়েস বিন শাম্মাস, যিনি ‘খত্বীবুল আনছার’ নামে খ্যাত) উঠে বক্তব্য শুরু করলেন এবং হামদ ও ছানার পরে বললেন, أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلاَمِ، وَأَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ مِنَّا، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ، قَالَ: وَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَحْتَازُونَا مِنْ أَصْلِنَا، وَيَغْصِبُونَا الْأَمْرَ ‘আমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী এবং ইসলামের সেনাদল। আর আপনারা হে মুহাজিরগণ আমাদের একটি দল মাত্র। আপনারা আপনাদের সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, অথচ এখন তারা আমাদেরকে আমাদের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছে এবং আমাদের থেকে খিলাফত ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে’। এরপর যখন তিনি চুপ হ’লেন, তখন আমি কিছু বলতে চাইলাম। কিন্তু আবুবকর আমাকে থামিয়ে দিলেন। অতঃপর আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, সেগুলি ছাড়াও তার চেয়ে সুন্দরভাবে তিনি কথা বললেন। কারণ তিনি ছিলেন আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও অধিক সম্মানিত। তিনি বললেন, أَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ، فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ تَعْرِفَ الْعَرَبُ هَذَا الْأَمْرَ إِلاَّ لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا ‘তোমরা যা বলেছ, নিঃসন্দেহে তোমরা তার যোগ্য। কিন্তু আরবরা কখনই খিলাফতের জন্য কুরায়েশ বংশ ব্যতীত অন্য কাউকে স্বীকার করবে না। কারণ তারাই হ’ল আরবদের মধ্যে সর্বোচ্চ বংশের ও সর্বোচ্চ স্থানের (মক্কার)’।[১০৯৩] অতএব আমি তোমাদের জন্য এই দু’জন ব্যক্তির যেকোন একজনের ব্যাপারে রাযী হ’লাম। তোমরা এদের মধ্যে যাকে চাও বায়‘আত কর। অতঃপর তিনি আমার ও আবু ওবায়দাহ ইবনুল জার্রাহ-এর হাত ধরলেন। যিনি আমাদের মাঝে বসে ছিলেন। আমি তার কোন কথা অপসন্দ করিনি এই কথাটি ছাড়া। কারণ আল্লাহ্র কসম! যে জাতির মধ্যে আবুবকর রয়েছেন, সে জাতির

১০৯৩. তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ‘নেতা হবেন কুরায়েশ বংশ থেকে’ *(আহমাদ হা/১২৩২৯; ইরওয়া হা/৫২০; ছহীহুল জামে‘ হা/২৭৫৮)*। তিনি আরও বলেছেন, قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلاَ تُؤَخِّرُوهَا ‘তোমরা কুরায়েশকে অগ্রগণ্য করো এবং তাদেরকে পিছনে রেখো না’ *(ছহীহুল জামে‘ হা/২৯৬৬; ইরওয়া হা/৫১৯)*।

উপরে আমাকে আমীর নিয়োগ করার চাইতে আমার নিকট এটাই অধিক প্রিয় যে, আমি আমার গর্দান বাড়িয়ে দেই এবং আমাকে হত্যা করা হৌক।

অতঃপর আনছারদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি (হুবাব ইবনুল মুনযির) বলে উঠলেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবেন ও আপনাদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবেন (مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ)। এ পর্যায়ে গোলমাল শুরু হয়ে যায় এবং লোকদের কণ্ঠস্বর উঁচু হ'তে থাকে। তখন আমি বিভক্তির আশংকা করলাম। অতঃপর বললাম, হে আবুবকর! হাত বাড়িয়ে দিন (اُبْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ)। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। অতঃপর আমি তাঁর হাতে বায়'আত করলাম। তখন মুহাজিরগণ সকলে বায়'আত করল। তারপর আনছারগণ সকলে বায়'আত করল'। অতঃপর আমরা সা'দ বিন উবাদাহ্র উপর লাফিয়ে পড়লাম। জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, তোমরা সা'দকে হত্যা করলে। আমি বললাম, আল্লাহ সা'দকে হত্যা করুন!

ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা ঐ সময় আবুবকর-এর হাতে বায়'আতের চাইতে কোন কিছুকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করিনি। আমাদের ভয় ছিল, যদি বায়'আতের কাজ অসম্পন্ন থাকে এবং আমরা আনছারদের থেকে পৃথক হয়ে যাই, তাহ'লে তারা তাদের মধ্য থেকে কারু হাতে বায়'আত করে নিতে পারে। তখন হয়ত আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের অনুসরণ করতে হ'ত। ফলে তা মারাত্মক বিশৃংখলার জন্ম দিত। অতএব مَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُتَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِى بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কারু হাতে বায়'আত করবে, তাকে অনুসরণ করা যাবে না। আর ঐ ব্যক্তিকেও নয়, যে তার অনুসারী হবে। কেননা তাতে উভয়েরই নিহত হওয়ার আশংকা থাকবে' *(বুখারী হা/৬৮৩০, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে)*।

আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, আবুবকর বলেন, نَحْنُ الأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ 'আমরা হব আমীর এবং তোমরা হবে উযীর'। জবাবে হুবাব ইবনুল মুনযির বলেন, কখনই নয় 'আমরা হব আমীর এবং তোমরা হবে উযীর'। তখন আবুবকর বললেন, না। 'আমরা হব আমীর এবং তোমরা হবে উযীর'। তোমরা ওমর অথবা আবু উবায়দাহ এই দু'জনের যেকোন একজনের হাতে বায়'আত কর। আমি বললাম, بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ، فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 'বরং আমরা আপনার হাতে বায়'আত করব। আপনি আমাদের নেতা। আপনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আপনি আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি'। অতঃপর আমি তার হাত ধরলাম এবং বায়'আত করলাম। তখন লোকেরা সবাই বায়'আত করল'। একজন বলে উঠল, তোমরা

সা'দ বিন উবাদাকে হত্যা করলে। আমি বললাম, আল্লাহ তাকে হত্যা করুন *(বুখারী হা/৩৬৬৮)*![১০৯৪]

আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, আবুবকর (রাঃ) সা'দ বিন ওবাদাকে জিজ্ঞেস করেন, وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا سَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: – وَأَنْتَ قَاعِدٌ– قُرَيْشٌ وُلاَةُ هَذَا الْأَمْرِ فَبَرُّ النَّاسِ تَبَعٌ لِبَرِّهِمْ وَفَاجِرُهُمْ تَبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: صَدَقْتَ نَحْنُ الْوُزَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْأُمَرَاءُ 'তুমি জানো হে সা'দ! রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, আর তুমি সেখানে বসেছিলে, কুরায়েশরা হ'ল শাসন ক্ষমতার মালিক। সৎকর্মশীল লোকেরা তাদের সৎকর্মশীলদের অনুসারী হবে এবং দুষ্টরা তাদের দুষ্টদের অনুসারী হবে। তখন সা'দ বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আমরা উযীর ও আপনারা আমীর'।[১০৯৫]

আনছারগণের মধ্যে যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)-এর হাত ধরে সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, هَذَا صَاحِبُكُمْ فَبَايِعُوهُ 'ইনি তোমাদের আমীর। তোমরা সবাই তাঁর হাতে বায়'আত কর। অতঃপর সকলে বায়'আত করার জন্য এগিয়ে এল'।[১০৯৬]

আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) বায়'আত গ্রহণের পর জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমি দিনে বা রাতে কখনই ইমারতের আকাংখী ছিলাম না। গোপনে বা প্রকাশ্যে কখনো আল্লাহ্র নিকট এমন প্রার্থনা করিনি। কিন্তু আমি ফিৎনার আশংকা করছিলাম। আমি জানি যে, নেতৃত্বে কোন শান্তি নেই। তথাপি আমি একটি গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েছি। যা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই, আল্লাহ্র তাওফীক ব্যতীত। আমি চাই আমার চাইতে একজন শক্তিশালী মানুষ আজ এ দায়িত্ব গ্রহণ করুন'। তখন মুহাজিরগণ সকলে তাঁকে গ্রহণ করে নেন। এসময় আলী ও যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আমাদের বায়'আত গ্রহণে দেরী হয়েছে এ কারণে যে, তিনি আমাদেরকে পরামর্শ গ্রহণ থেকে দূরে রেখেছিলেন। অথচ আমরা মনে করি যে, রাসূল (ছাঃ)-এর পরে আবুবকর সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনিই তাঁর গুহার সাথী এবং দুই জনের দ্বিতীয় ব্যক্তি। আমরা তাঁর মর্যাদা ও জ্যেষ্ঠতা সম্পর্কে জানি। রাসূল (ছাঃ) তাকে স্বীয় জীবদ্দশায় তাকেই ছালাতের ইমামতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন' *(হাকেম হা/৪৪২২, হাদীছ ছহীহ)*।

ইবনু কাছীর বলেন, উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যে, আলী (রাঃ)-এর বায়'আত রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর প্রথম দিনে হয়েছিল, না দ্বিতীয় দিনে হয়েছিল? এ

১০৯৪. মুসলিম হা/১৬৯১ (১৫); মিশকাত হা/৩৫৫৭; ইবনু হিশাম ২/৬৫৬-৬০।
১০৯৫. আহমাদ হা/১৮; ছহীহাহ হা/১১৫৬।
১০৯৬. হাকেম হা/৪৪৫৭; আল-বিদায়াহ ৫/২৪৯, সনদ ছহীহ।

ব্যাপারে এটাই সত্য যে, আলী (রাঃ) কোন সময়ের জন্যই আবুবকর (রাঃ) থেকে পৃথক ছিলেন না। তাঁর পিছনে কোন ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা থেকে দূরে ছিলেন না। তিনি তাঁর সাথে রিদ্দার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যখন ফাতেমা (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে স্বীয় পিতার মীরাছ দাবী করা হয়। অথচ তিনি জানতেন না উক্ত বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ এই মর্মে যে, 'আমরা কোন উত্তরাধিকার রেখে যাই না। যা কিছু রেখে যাই সবই ছাদাক্বা হয়ে যায়' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫৯৬৭)*, তখন আলী (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-এর খাতিরে বায়'আত থেকে দূরে থাকেন। অতঃপর ছ'মাস পর তাঁর মৃত্যু হ'লে তিনি আবুবকরের হাতে পুনরায় বায়'আত করেন। যা তিনি ইতিপূর্বে রাসূল (ছাঃ)-এর দাফনের পূর্বে একবার করেছিলেন'। তিনি বলেন, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারেন যে, আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফত মুহাজির ও আনছার ছাহাবীগণের ঐক্যমতে সম্পাদিত হয়েছিল' *(আল-বিদায়াহ ৫/২৫০)*।

আবু ওয়ায়েল (রাঃ) বলেন, আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাঃ)-কে বলা হ'ল, কেন আপনি আমাদের খলীফা হলেন না? জবাবে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যাকে (ছালাতে) তাঁর প্রতিনিধি (ইমাম) করে গিয়েছিলেন, তিনিই খলীফা হয়েছেন। আল্লাহ যদি জনগণের কল্যাণ চান, তাহ'লে তাদেরকে আমার পরে তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর একত্রিত করবেন। যেমন তিনি তাদেরকে তাদের নবীর পরে তাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপরে একত্রিত করেছেন' *(হাকেম হা/৪৪৬৭, হাদীছ ছহীহ)*।

উপরের আলোচনায় একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফত নিয়ে আলী (রাঃ)-এর কোনরূপ আপত্তি ছিল না। যেমনটি শী'আরা ধারণা করে থাকেন।

উল্লেখ্য যে, ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খেলাফতকাল ছিল ১৩ হিজরী থেকে ২৩ হিজরী পর্যন্ত। সর্বশেষ ২৩ হিজরীতে হজ্জ সম্পাদন শেষে মদীনায় ফিরে তিনি জুম'আর দিন উক্ত ভাষণ দেন। পরে ২৬শে যিলহাজ্জ বুধবার ফজরের ছালাত অবস্থায় মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ)-এর মাজূসী অথবা খ্রিষ্টান গোলাম আবু লুলু কর্তৃক আহত হন ও শাহাদাত বরণ করেন *(আল-ইস্তী'আব)*।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -৩৭ (العبر –٣٧) :

(১) খলীফা বা আমীর নির্বাচন উম্মতের ঐক্যের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেকারণ রাসূল (ছাঃ)-এর দাফন কার্য পিছিয়ে যায়।

(২) নেতৃত্ব নির্বাচন জ্ঞানীদের পরামর্শের ভিত্তিতে এবং ঠাণ্ডা মাথায় হয়ে থাকে। অজ্ঞদের জোশের মাধ্যমে নয়।

(৩) নেতৃত্ব নির্বাচনে আল্লাহভীরুতা, বংশ মর্যাদা ও যোগ্যতার গুরুত্ব সর্বাধিক।

(৪) জ্ঞানীদের নির্বাচনের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন জ্ঞাপন করা আবশ্যক, বিরোধিতা করা নয়।

গোসল ও কাফন (الغسل والتكفين) :

সোমবার দিনভর রাসূল (ছাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত নেতা বা ‘খলীফা’ নির্বাচনে ব্যয় হয়ে যায়। ছাক্বীফায়ে বনী সা‘এদায় সর্বসম্মতভাবে হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) উম্মতের খলীফা নির্বাচিত হন। পরদিন মঙ্গলবার সকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গোসল দেওয়া হয়। এই সময় পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ মুবারক একটি জরিদার ইয়ামনী চাদর দ্বারা আবৃত রাখা হয় এবং তাঁর কক্ষ ভিতর থেকে তাঁর পরিবারের সদস্যগণ বন্ধ করে রাখেন।

গোসলের কাজে অংশ নেন রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস ও তাঁর দুই পুত্র ফযল ও কুছাম (قُثَمْ) এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মুক্তদাস শুক্বরান (شُقْرَان), উসামা বিন যায়েদ ও আওস বিন খাওলী এবং হযরত আলী (রাঃ) সহ মোট ৭জন। আওস ছিলেন খাযরাজ গোত্রের একজন বদরী ছাহাবী। যিনি হযরত আলীকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে গোসলের কাজে শরীক হওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন’ *(ইবনু হিশাম ২/৬৬২)*। আওস বিন খাওলী রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ মুবারক নিজের বুকের উপরে ঠেস দিয়ে রাখেন। হযরত আব্বাস ও তাঁর পুত্রদ্বয় তাঁর দেহের পার্শ্ব পরিবর্তন করে দেন। উসামা ও শুক্বরান পানি ঢালেন এবং হযরত আলী রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ মুবারক ধৌত করেন। এসময় রাসূল (ছাঃ)-এর পরিহিত পোষাক খোলা হয়নি।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে তিনটি ইয়ামনী সাদা চাদর দিয়ে কাফন পরানো হয়। এগুলির মধ্যে ক্বামীছ ও পাগড়ী ছিল না।[১০৯৭] তাঁর অন্য বর্ণনায় এসেছে, লোকেরা তাঁকে গোসল দেওয়ার সময় মতভেদ করল যে, অন্যান্য মাইয়েতের দেহ থেকে যেভাবে কাপড় খুলে নেওয়া হয়, সেভাবে করা হবে কি-না? তখন আল্লাহ তাদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দেন। যাতে তারা সবাই ঢুলতে থাকে। এরি মধ্যে হঠাৎ একজন গৃহ কোণ থেকে বলে উঠে, ‘তোমরা নবীকে গোসল দাও তাঁর দেহের কাপড় সহ। তখন সকলে উঠে দাঁড়াল এবং তাঁকে গোসল দিল। এমতাবস্থায় তাঁর দেহে ক্বামীছ (জামা) ছিল। ক্বামীছের উপর দিয়েই তারা পানি ঢালে এবং ক্বামীছের উপর দিয়েই তাঁর দেহ কচলায়’। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘যদি আমি আগে জানতাম যা পরে জানলাম, তাহ’লে রাসূল (ছাঃ)-কে কেউই গোসল দিতে পারত না, তাঁর স্ত্রীগণ ব্যতীত’।[১০৯৮] এক্ষণে তাঁকে পরিহিত পোষাকসহ গোসল ও কাফন করা হয় বিধায় প্রথম বর্ণনায় কাফনের কাপড়ের মধ্যে ক্বামীছ বা জামা ছিল না বলার সেটিও একটি কারণ হ’তে পারে।

১০৯৭. বুখারী হা/১২৬৪; মুসলিম হা/৯৪১ (৪৬); মিশকাত হা/১৬৩৫।
১০৯৮. হাকেম হা/৪৩৯৮; বায়হাক্বী দালায়েল হা/৩১৯৬ সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৯৪৮।

তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়ার কথা বিভিন্ন ছহীহ হাদীছে এসেছে। কিন্তু তিনটি কাপড়ের ব্যাখ্যা এসেছে আহমাদ *(হা/১৯৪২)*, আবুদাঊদ *(হা/৩১৫৩)*, তিরমিযী *(হা/৯৯৭)* সহ অন্যান্য হাদীছে ক্বামীছ, ইযার ও লিফাফাহ তথা জামা, লুঙ্গী ও বড় চাদর হিসাবে। যদিও ঐসব হাদীছগুলির সনদ দুর্বলতা মুক্ত নয়। তবে জামা সহ তিন কাপড়ে কাফন দেওয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই'।[১০৯৯]

দাফন (التدفين) :

দাফন কোথায় হবে এ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তখন আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) এসে বলেন, إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا قُبِضَ نَبِىٌّ إِلاَّ دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, নবীগণ যেখানে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানেই কবরস্থ হন'।[১১০০] এ হাদীছ শোনার পর সকল মতভেদের অবসান হয়। ছাহাবী আবু ত্বালহা রাসূল (ছাঃ)-এর বিছানা উঠিয়ে নেন। অতঃপর সেখানেই 'লাহাদ' (لَحَد) অর্থাৎ পাশখুলী কবর খনন করা হয়' *(ইবনু মাজাহ হা/১৫৫৭)*। আবু ত্বালহা উক্ত কবর খনন করেন *(ইবনু হিশাম ২/৬৬৩)*। অতঃপর কবরে নামেন হযরত আলী, ফযল ও কুছাম বিন আব্বাস, শুক্বরান ও আউস বিন খাওলী' *(ইবনু হিশাম ২/৬৬৪)*।

জানাযা (الجنازة) :

ঘরের মধ্যে খননকৃত কবরের পাশেই লাশ রাখা হয়। অতঃপর আবুবকর (রাঃ)-এর নির্দেশক্রমে দশ দশজন করে ভিতরে গিয়ে জানাযা পড়েন। জানাযায় কোন ইমাম ছিল না। প্রথমে রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার-পরিজন, অতঃপর মুহাজিরগণ, অতঃপর আনছারগণ জানাযার ছালাত আদায় করেন। এভাবে পুরুষ, মহিলা ও বালকগণ পরপর জানাযা পড়েন। জানাযার এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া মঙ্গলবার সারা দিন ও রাত পর্যন্ত জারী থাকে। ফলে বুধবারের মধ্যরাতে দাফনকার্য সম্পন্ন হয় *(ইবনু হিশাম ২/৬৬৪)*। মানছূরপুরী বলেন, ইসলামী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী সন্ধ্যার পরেই দিন শেষ হয়ে যায় এবং পরবর্তী দিন শুরু হয়। সেকারণ মঙ্গলবার ও বুধবারের মতভেদ দূর করার জন্য আমরা ঘণ্টার আশ্রয় নিয়েছি। সে হিসাবে মৃত্যুর প্রায় ৩২ ঘণ্টা পরে রাসূল (ছাঃ)-এর দাফন কার্য সম্পন্ন হয়।[১১০১] এভাবেই ৬৩ বছরের পবিত্র জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন* ।

১০৯৯. বিস্তারিত দ্রঃ মির'আত শরহ মিশকাত হা/১৬৫০-এর ব্যাখ্যা, ৫/৩৪৫ পৃঃ।
১১০০. ইবনু মাজাহ হা/১৬২৮; ছহীহুল জামে' হা/৫৬০৫।
১১০১. মানছূরপুরী, রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/২৫৩, টীকা-৪ সহ; ২/৩৬৮ নকশা।

Contents

الجزء الثالث

৩য় ভাগ

أخلاق النبى ﷺ

নবী চরিত

Contents

‘নিশ্চয়ই তুমি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী’ (ক্বলম ৬৮/৪)।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায়

উর্দূ কবি কতই না সুন্দর গেয়েছেন-

میں بلبل نالان گلزار محمد ہوں + میں نرگس حیران دیدار محمد ہوں

جان سروپہ قمری دے بلبل گل رعنا پر + میں عاشق بے جان دلدار محمد ہوں

اے اللہ توہی اول توہی آخر توہی خلّاق انام + جمیع حمد واسطے ذات تیری لاکلام

سب سے آخر میں بھیجے تو پیغمبر آخر زمان + یا الہ العالمین ان پر صلاۃ ان پر سلام

আমি মুহাম্মাদের গুলবাগিচার পাগলপারা বুলবুল

আমি মুহাম্মাদের দীদারের পেরেশান এক নার্গিস চক্ষু।

সুন্দর ফুলের উপর দেহমন লুটিয়ে দেয় বুলবুল

আমি মুহাম্মাদের প্রতি উজাড় করা এক প্রেমিক মাত্র।

হে আল্লাহ! তুমি আদি তুমি অন্ত তুমিই জগৎ সমূহের স্রষ্টা

সকল প্রশংসা তোমারই জন্য যাতে কারু নেই কোন কথা।

সবার শেষে পাঠিয়েছ তুমি আখেরী যামানার নবী

হে সৃষ্টিজগতের উপাস্য ! তাঁর উপর দরূদ, তাঁর উপর সালাম।

****

নবী পরিবার (أهل بيت النبى صــ)

‘রাসূল পরিবার’ (أهل البيت) বলতে তাঁর স্ত্রীগণ এবং আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইনকে বুঝানো হয়’ *(মুসলিম হা/২৪২৪)*। যারা ছিলেন উম্মতের সবচেয়ে মর্যাদাবান পরিবার। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ‘হে নবী পরিবারের সদস্যগণ! আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে’ *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। তবে অন্য এক বর্ণনায় ‘আহলে বায়েত’ বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের উপর চিরদিন ছাদাক্বা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তাঁরা হ’লেন, আলী, ‘আক্বীল, জা‘ফর ও আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধরগণ’ *(মুসলিম হা/২৪০৮, ‘আলীর মর্যাদা’ অনুচ্ছেদ)*। ইবনু কাছীর বলেন, ‘আহলে বায়েত’ বলতে কেবল নবীপত্নীগণ নন। বরং তাঁর পরিবারগণও এর অন্তর্ভুক্ত। আর এটিই এ বিষয়ে বর্ণিত কুরআন ও হাদীছসমূহকে শামিল করে *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আহযাব ৩৩ আয়াত)*। নিম্নে ‘রাসূল পরিবার’ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা পেশ করা হ’ল।-

স্ত্রীগণ (الأزواج المطهرات) : বিভিন্ন সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মোট **১১** জন স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে হযরত খাদীজা ও যয়নব বিনতে খুযায়মা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। বাকী ৯ জন স্ত্রী রেখে তিনি মারা যান। যারা হ’লেন যথাক্রমে হযরত সওদা, আয়েশা, হাফছাহ, উম্মে সালামাহ, যয়নব বিনতে জাহশ, জুওয়াইরিয়াহ, উম্মে হাবীবাহ, ছাফিইয়াহ ও মায়মূনা বিনতুল হারেছ (রাঃ)।

এতদ্ব্যতীত আরও দু’জন মহিলার সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সহবাসের পূর্বেই তারা পরিত্যক্ত হন। প্রথমজন আসমা বিনতে নু‘মান আল-কিনদিয়াহ। যিনি ‘জাউনিয়াহ’ (الْجَوْنِيَّةُ) বলেও পরিচিত *(ফাৎহুল বারী হা/৫২৫৫-এর ব্যাখ্যা)*। তাকে কিছু মাল-সম্পদ দিয়ে বিদায় করা হয়। দ্বিতীয়জন ‘আমরাহ বিনতে ইয়াযীদ আল-কিলাবিয়াহ।[১১০২]

এছাড়াও তাঁর দু’জন দাসী ছিল। একজন খ্রিষ্টান কন্যা মারিয়া ক্বিবত্বিয়াহ। যাকে মিসররাজ মুক্বাউক্বিস হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। অন্যজন ইহূদী কন্যা রায়হানা বিনতে যায়েদ আল-কুরাযিয়াহ। ইনি বনু কুরায়যার যুদ্ধে বন্দী হন। আবু ওবায়দাহ আরও দু’জন দাসীর কথা বলেছেন। যাদের একজন জামীলা। যিনি কোন এক যুদ্ধের বন্দীনী ছিলেন। অন্যজন তাঁর স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রাঃ) কর্তৃক হেবাকৃত।[১১০৩]

১১০২. বুখারী হা/৫২৫৪-৫৫; ইবনু হিশাম ২/৬৪৭।
১১০৩. আর-রাহীক্ব ৪৭৩-৭৫ পৃঃ; যাদুল মা‘আদ ১/১০২।

তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে কুরায়শী ছিলেন ৬ জন। যারা ছিলেন বিভিন্ন কুরায়েশ গোত্রের। যেমন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ আল-আসাদী, আয়েশা বিনতে আবুবকর আত-তামীমী, হাফছাহ বিনতে ওমর আল-‘আদাভী, উম্মে হাবীবাহ রামলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান আল-উমুভী, উম্মু সালামাহ বিনতে আবু উমাইয়া মাখযূমী ও সাওদা বিনতে যাম‘আহ আল-‘আমেরী *(রাযিয়াল্লাহু ‘আনহুন্না)*।[১১০৪] স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র ইহূদী কন্যা ছিলেন ছাফিইয়াহ বিনতে হুয়াই বিন আখত্বাব। ইহূদী ও খ্রিষ্টান কন্যারা সবাই ইসলাম কবুল করেন।

নবীপত্নীগণের মর্যাদা (مناقب أمهات المؤمنين) :

১. পবিত্র কুরআনে তাঁদেরকে يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ ‘হে নবীপত্নীগণ’ বলে সম্বোধন করে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে *(আহযাব ৩৩/৩০, ৩২)*। অন্যত্র أَزْوَاجِكَ ‘তোমার স্ত্রীগণ’ *(আহযাব ৩৩/২৮, ৫৯; তাহরীম ৬৬/১-২)* বলা হয়েছে। ‘যাওজ’ (زَوْجٌ) অর্থ জোড়া, সমতুল্য, সমপর্যায়ভুক্ত বস্তু। যেমন বলা হয়, زَوْجَا خُفٍّ ‘মোযার দু’টি জোড়া’। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণকে তাঁর أَزْوَاج বলার মাধ্যমে তাঁদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। অথচ امْرَأَةٌ (স্ত্রী) শব্দ বলা হয়নি, যা অন্যান্য নবী এবং নবী নন এমন সকলের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে *(তাহরীম ৬৬/১০)*। যেমন- হযরত নূহ ও লূত (আঃ)-এর স্ত্রীদের ক্ষেত্রে امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ‘নূহের স্ত্রী, লূত্বের স্ত্রী’ বলা হয়েছে। অন্যদিকে ফেরাঊনের স্ত্রীর ক্ষেত্রে, امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ *(তাহরীম ৬৬/১১)* এবং আবু লাহাবের স্ত্রীর ক্ষেত্রে امْرَأَتُهُ *(লাহাব ১১১/৪)* বলা হয়েছে। ইবরাহীমের স্ত্রীর ক্ষেত্রে امْرَأَتُهُ বা ‘তার স্ত্রী’ *(যারিয়াত ৫১/২৯)* এবং أَهْلَ الْبَيْتِ বা ‘পরিবার’ *(হূদ ১১/৭৩)* বলে দু’ধরনের শব্দ এসেছে। তবে যাকারিয়ার স্ত্রীর ক্ষেত্রে امْرَأَتِي *(মারিয়াম ১৯/৫)* এবং زَوْجَهُ *(আম্বিয়া ২১/৯০)* দু’টি শব্দ এসেছে। কিন্তু শেষনবীর স্ত্রীগণের ক্ষেত্রে কেবল أَزْوَاج শব্দ খাছ করার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদাকে অন্য সকলের উপর বিশেষভাবে উন্নীত করা হয়েছে।

২. নবীপত্নীগণের মর্যাদা পৃথিবীর সকল মহিলার উপরে। যেমন আল্লাহ বলেন, لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ‘তোমরা অন্য কোন মহিলার মত নও’ *(আহযাব ৩৩/৩২)*। এখানে كَأَحَدٍ শব্দ ব্যবহার করায় নবী ও নবী নন, সকলের স্ত্রী ও সকল মহিলাকে বুঝানো

১১০৪. ইবনু হিশাম ২/৬৪৮। সুহায়লী আরও ৫জন স্ত্রীর নাম বলেছেন। যা প্রসিদ্ধ নয় *(ঐ, টীকা)*।

হয়েছে। নবীপত্নীগণের উচ্চ মর্যাদায় স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত এই অনন্য সনদ নিঃসন্দেহে গৌরবের এবং একই সাথে মুসলিম উম্মাহ্র জন্য নিঃসন্দেহে ঈর্ষণীয় বিষয়।

৩. আল্লাহ নবীপত্নীগণকে নিষ্কলংক ঘোষণা করেছেন এবং তাদের গৃহকে সকল প্রকারের আবিলতা ও পংকিলতা হ'তে মুক্ত বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا 'হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র করতে' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*।

৪. আল্লাহ নবীপত্নীগণের গৃহগুলিকে 'অহীর অবতরণ স্থল' (مَهْبِطُ الْوَحْيِ) হিসাবে ঘোষণা করেছেন। যা তাঁদের মর্যাদাকে শীর্ষ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا 'আল্লাহ্র আয়াতসমূহ এবং হিকমতের (হাদীছের) কথাসমূহ, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, সেগুলি তোমরা স্মরণ রাখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে অবহিত' *(আহযাব ৩৩/৩৪)*।

৫. নবীর মৃত্যুর পরে তাঁরা সকলের জন্য 'হারাম' এবং তাঁরা 'উম্মতের মা' (وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) হিসাবে চিরদিনের জন্য বরণীয় হয়েছেন *(আহযাব ৩৩/৫৩; ৩৩/৬)*। সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত এই মর্যাদা পৃথিবীর কোন মহিলার ভাগ্যে হয়নি। অতএব সত্যিকারের মুমিন সেই ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিজের জীবনের চাইতে ভালবাসেন এবং তাঁর স্ত্রীগণকে মায়ের মর্যাদায় সম্মান প্রদর্শন করেন।

৬. প্রথমা স্ত্রী খাদীজা (রাঃ) ছিলেন বিশ্বসেরা চারজন সম্মানিতা মহিলার অন্যতম। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ 'জান্নাতী মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'লেন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারিয়াম বিনতে ইমরান ও ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম'।[১১০৫]

(ক) খাদীজা (রাঃ) ছিলেন সেই মহীয়সী মহিলা যাকে জিব্রীল নিজের পক্ষ হ'তে ও আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে সালাম দেন এবং জান্নাতে তাঁর জন্য বিশেষভাবে নির্মিত মুক্তাখচিত প্রাসাদের সুসংবাদ দেন।[১১০৬] (খ) স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে জিব্রীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে সালাম পাঠান এবং তিনিও তার সালামের

১১০৫. আহমাদ হা/২৬৬৮, সনদ ছহীহ; তিরমিযী হা/৩৮৭৮; মিশকাত হা/৬১৮১।
১১০৬. বুখারী হা/১৭৯২, ৩৮২০; মুসলিম হা/২৪৩৩; মিশকাত হা/৬১৭৬।

জওয়াব দেন *(বুখারী হা/৬২০১)*। তিনি ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে সর্বাধিক প্রিয় *(বুখারী হা/৩৬৬২)*।

আলী, ফাতেমা ও তাদের সন্তানগণের মর্যাদা (مناقب على وفاطمة و أولادهما) :

(ক) আলী (রাঃ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى 'তুমি আমার নিকট মূসার নিকটে হারূনের ন্যায়। কেবল এটুকুই যে, আমার পরে কোন নবী নেই *(মুসলিম হা/২৪০৪)*। তিনি বলেন, مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاَهُ 'আমি যার বন্ধু, আলী তার বন্ধু' *(তিরমিযী হা/৩৭১৩)*। নাজরানের খ্রিষ্টান নেতাদের সাথে মুবাহালার জন্য রাসূল (ছাঃ) আলী, ফাতেমা ও হাসান-হোসায়েনকে সাথে নিয়ে বের হন এবং বলেন, اللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلِى 'হে আল্লাহ! এরাই আমার পরিবার' *(মুসলিম হা/২৪০৪)*।

(খ) কন্যা ফাতেমা (রাঃ) ছিলেন বিশ্বসেরা চারজন সম্মানিতা মহিলার অন্যতম *(তিরমিযী হা/৩৮৭৮)*। তাঁকে রাসূল (ছাঃ) سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 'জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী' বলেছেন *(বুখারী হা/৩৬২৪)*।

(গ) দুই নাতি হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ) رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا 'দুনিয়াতে আমার সুগন্ধি' *(বুখারী হা/৩৭৫৩)* এবং سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 'জান্নাতী যুবকদের নেতা' বলেছেন *(তিরমিযী হা/৩৭৮১)*।

বস্তুতঃ নবীগণ বেঁচে থাকেন তাঁদের উম্মতের মধ্যে। সন্তানদের মাধ্যমে বেঁচে থাকাটা আবশ্যক নয়। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনেও আমরা সেটাই দেখতে পাই। বিশ্বের সর্বত্র তাঁর উম্মত রয়েছে এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর উম্মত সংখ্যাই হবে সর্বাধিক।[১১০৭] এমনকি তারা জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে। আর তাদের তুলনা হবে সমস্ত মানুষের মধ্যে কালো বলদের দেহে একটি সাদা লোমের ন্যায়'।[১১০৮]

১১০৭. মুসলিম হা/১৯৬, মিশকাত হা/৫৭৪২; বুখারী হা/৪৯৮১; মুসলিম হা/১৫২; মিশকাত হা/৫৭৪৬।

১১০৮. বুখারী হা/৩৩৪৮; মুসলিম হা/২২১; মিশকাত হা/৫৫৪১।

নবী পরিবারের মর্যাদা সর্বোচ্চ হ'লেও তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের অসীলায় আল্লাহ্র নিকটে রোগমুক্তি কামনা করা শিরক। যে বিষয়ে কুরআন ও হাদীছে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। শী'আরা পাঁচ জনের অসীলায় বিপদমুক্তি কামনা করে থাকেন। যেমন তারা বলেন, + لِىْ خَمْسَةٌ أُطْفِئُ بِهَا الْبَلاَءَ الْقَاتِمَةَ الْمُصْطَفَى والْمُرْتَضَى وإبنَاهمَا والفَاطِمَةَ 'আমার জন্য পাঁচজন ব্যক্তি রয়েছেন। যাদের মাধ্যমে আমি কঠিন বিপদ সমূহ নির্বাপিত করি। মুছত্বফা, মুর্তাযা, তাঁর দুই পুত্র এবং ফাতেমা'। সুন্নী নামধারী বহু কবরপূজারী তাদের ভক্তি ভাজন কবরস্থ ব্যক্তির নাম ধরে তার অসীলায় অনুরূপ বিপদমুক্তি কামনা করে

এক নযরে উম্মাহাতুল মুমিনীন
(أمهات المؤمنين فى لمحة)

১. খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِد) **:** বিবাহকালে রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ছিল ২৫ ও তাঁর বয়স ৪০; মৃত্যুসন- রামাযান ১০ম নববী বর্ষ; দাফন- মক্কার ‘হাজূনে’; মৃত্যুকালে বয়স ৬৫। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর দাম্পত্যকাল- ২৪ বছর ৬ মাস বা প্রায় ২৫ বছর। তিনি বেঁচে থাকা অবধি রাসূল (ছাঃ) দ্বিতীয় বিয়ে করেননি।

জ্ঞাতব্য : পূর্বে তিনি দুই স্বামী হারান। প্রথম স্বামী ছিলেন উতাইয়িক্ব বিন ‘আবেদ বিন আব্দুল্লাহ মাখযূমী। তাঁর ঔরসে এক ছেলে আব্দুল্লাহ ও এক মেয়ে জন্ম নেয় *(ইবনু হিশাম ২/৬৪৩-৪৪)*। তার মৃত্যুর পর ২য় স্বামী আবু হালাহ বিন মালেক তামীমী-এর ঔরসে হালাহ, তাহের ও হিন্দ নামে ৩ পুত্র ছিল। যারা সবাই পরে ছাহাবী হন’ *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক ১১০৮৬, ৮৯১৯, ৪২৩৮, ৯০১৩)*। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন তাঁর তৃতীয় স্বামী এবং তিনি ছিলেন তাঁর প্রথমা স্ত্রী। রাসূল (ছাঃ)-এর ঔরসে তাঁর দুই ছেলে ক্বাসেম ও আব্দুল্লাহ ও চার মেয়ে যয়নব, রুক্বাইয়াহ, উম্মে কুলছূম ও ফাতেমা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম সন্তান ক্বাসেমের নামেই তাঁর উপনাম ছিল আবুল ক্বাসেম। পুত্র আব্দুল্লাহ্র লক্বব ছিল ত্বাইয়িব ও ত্বাহের’ *(ইবনু হিশাম ১/১৯০)*। জাহেলী যুগে খাদীজা ‘ত্বাহেরাহ’ (طَاهِرَةٌ) অর্থ ‘পবিত্রা’ নামে এবং ইসলামী যুগে ‘ছিদ্দীক্বাহ’ (صِدِّيْقَةٌ) অর্থ ‘নবুঅতের সত্যতায় প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারিণী’ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১১০৯] প্রথমা ও বড় স্ত্রী হিসাবে তিনি ‘খাদীজাতুল কুবরা’ নামেও পরিচিত।

২. সওদা বিনতে যাম‘আহ (سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ) **:** রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫০, তাঁর বয়স ৫০, বিবাহ সন- শাওয়াল ১০ম নববী বর্ষ, মৃত্যুসন- ১৯ হি.; দাফন- মদীনা; বয়স ৭২। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে দাম্পত্য জীবন- ১৪ বছর। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই প্রথম মৃত্যুবরণ করেন।

জ্ঞাতব্য : ইনি প্রথমদিকে ইসলাম কবুল করেন। পরে তাঁর উৎসাহে স্বামী সাকরান বিন ‘আমর মুসলমান হন। অতঃপর উভয়ে হাবশায় হিজরত করেন। সাকরান সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তখন সন্তানদের নিয়ে তার বিধবা

থাকেন। যেগুলি পরিষ্কারভাবে শিরক। কুরায়েশ কাফেররাও এরূপ করত। যার প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন, ‘যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে, (তারা যুক্তি দেখায় যে,) আমরা ওদের পূজা করিনা কেবল এজন্য যে ওরা আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যে পৌঁছে দিবে’ *(যুমার ৩৯/৩)*। ‘তারা বলে, ওরা আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুফারিশকারী’ *(ইউনুস ১০/১৮)*।

১১০৯. মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১৫২৫০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮১৮।

স্ত্রী সওদা চরম বিপাকে পড়েন। একই সময়ে খাদীজাকে হারিয়ে বিপদগ্রস্ত রাসূল (ছাঃ) বাধ্য হয়ে সংসারে পটু সওদাকে বিয়ে করেন ও তার হাতে সদ্য মাতৃহারা সন্তানদের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৫টি। তন্মধ্যে ১টি বুখারীতে ও ৪টি সুনানে আরবা'আহতে।

উল্লেখ্য যে, সাকরান হাবশায় গিয়ে ইসলাম ত্যাগ করে নাছারা হন ও সেখানে মৃত্যুবরণ করেন মর্মে ত্বাবারী ও ইবনুল আছীর যে বর্ণনা করেছেন, তা ছহীহ বা যঈফ কোনভাবেই প্রমাণিত নয় *(মা শা-'আ পৃঃ ৪৪-৪৫)*।

৩. আয়েশা বিনতে আবুবকর (عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِى بَكْرٍ) : রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৪, বিবাহ সন- শাওয়াল ১১ নববী বর্ষ। বিয়ের সময় বয়স ৬, স্বামীগৃহে আগমনের বয়স ৯, শাওয়াল ১ হিজরী, মৃত্যুসন- ৫৭ হি.; দাফন- মদীনা; বয়স- ৬৩। দাম্পত্য জীবন-১০ বছর।

জ্ঞাতব্য : ইনিই একমাত্র কুমারী স্ত্রী ছিলেন। কোন সন্তানাদি হয়নি। নবীপত্নীগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী ও হাদীছজ্ঞ মহিলা। জ্যেষ্ঠ ছাহাবীগণ বিভিন্ন ফাৎওয়ায় তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন ও তাঁর সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিতেন *(যাদুল মা'আদ ১/১০৩)*। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আমরা কোন বিষয়ে আটকে গেলে আয়েশা (রাঃ)-এর নিকটে গিয়ে তার সমাধান নিতাম *(তিরমিযী হা/৩৮৮৩)*। তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ২২১০টি। তন্মধ্যে ১৭৪টি মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, ৫৪টি এককভাবে বুখারী ও ৯টি এককভাবে মুসলিম। বাকী ১৯৭৩টি মুসনাদে আহমাদ সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে।[১১১০]

উল্লেখ্য যে, আয়েশা (রাঃ)-এর পিতা আবুবকর (রাঃ) ছিলেন একমাত্র ছাহাবী, যাঁর পরিবারে চারটি স্তরের সবাই মুসলমান ছিলেন। যা অন্য কোন ছাহাবীর মধ্যে পাওয়া যায় না' *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/১৫৯)*। অর্থাৎ আবুবকর (রাঃ) নিজে, তাঁর পিতা-মাতা ও পুত্র-কন্যাগণ এবং তাদের সন্তানগণ।

৪. হাফছাহ বিনতে ওমর (حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ) : রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৫, তাঁর বয়স ২২, বিবাহ শা'বান ৩ হিজরী; মৃত্যুসন-৪১হি.; দাফন- মদীনা; বয়স-৫৯। দাম্পত্য জীবন- ৮ বছর।

জ্ঞাতব্য : তাঁর পূর্ব স্বামী খুনায়েস বিন হুযাফাহ সাহ্মী প্রথমে হাবশা ও পরে মদীনায় হিজরত করেন। বদর ও ওহোদ যুদ্ধে শরীক ছিলেন। ওহোদে যখমী হয়ে মারা যান।

১১১০. প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ 'তোমরা দ্বীনের অর্ধাংশ আয়েশার নিকট থেকে গ্রহণ করো' *(আল-বিদায়াহ ৩/১২৮)*। হাদীছটি মওযূ' বা জাল *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ১/১০)*।

পরে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হাফছার বিয়ে হয়। তিনি মোট ৬০টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ ৪টি, এককভাবে মুসলিম ৬টি। বাকী ৫০টি অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে। প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) ছিলেন তাঁর সহোদর ভাই।

৫. যয়নব বিনতে খুযায়মা (زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ) **:** রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৫; তাঁর বয়স প্রায় ৩০; বিবাহ সন ৩ হিজরী; মৃত্যুসন ৩ হি., বয়স ৩০; দাফন- মদীনা; দাম্পত্য জীবন ২ অথবা ৩ মাস।

জ্ঞাতব্য : পরপর দুই স্বামী হারিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহশের সাথে তৃতীয় বিবাহ হয়। কিন্তু তিনি ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হলে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে চতুর্থ বিবাহ হয়। অধিক দানশীল ও গরীবের দরদী হিসাবে তিনি 'উম্মুল মাসাকীন' বা 'মিসকীনদের মা' নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি কোন হাদীছ বর্ণনা করেননি।

৬. উম্মে সালামাহ হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়াহ (أُمُّ سَلَمَةَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ) **:** রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৬; তাঁর বয়স ২৬; বিবাহ সন ৪ হি.; মৃত্যুসন ৬০ হি.; দাফন- মদীনা; বয়স ৮০ বছর। দাম্পত্য জীবন- ৭ বছর। স্ত্রীদের মধ্যে তিনি সবশেষে মৃত্যুবরণ করেন।

জ্ঞাতব্য : রাসূল (ছাঃ)-এর আপন ফুফাতো ভাই ও দুধভাই আবু সালামাহ্র স্ত্রী ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে হাবশায় হিজরত করেন। আবু সালামাহ বদর ও ওহোদ যুদ্ধে শরীক হন। ওহোদে যখমী হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। দুই ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে উম্মে সালামাহ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহিতা হন। তাঁর দূরদর্শিতাপূর্ণ পরামর্শ হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে খুবই ফলপ্রসু প্রমাণিত হয় *(বুখারী হা/২৭৩২)*। তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৩৭৮। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ ১৩, এককভাবে বুখারী ৩টি, মুসলিম ১৩টি। বাকী ৩৪৯টি অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে।

৭. যয়নব বিনতে জাহশ (زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ) **:** রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৭; তাঁর বয়স ৩৬; বিবাহ সন ৫হি. মৃত্যুসন ২০হি.; দাফন- মদীনা; বয়স ৫১ বছর। দাম্পত্য জীবন- ৬ বছর।

জ্ঞাতব্য : রাসূল (ছাঃ)-এর ফুফাতো বোন ছিলেন। প্রথমে রাসূল (ছাঃ)-এর পোষ্যপুত্র যায়েদ বিন হারেছাহ্র সাথে বিবাহ হয়। পরে যায়েদ তালাক দিলে আল্লাহ্র হুকুমে তিনি তাকে বিয়ে করেন প্রচলিত দু'টি কুসংস্কার দূর করার জন্য। এক- সে যুগে পোষ্যপুত্রকে নিজ পুত্র এবং তার স্ত্রীকে নিজ পুত্রবধু মনে করা হ'ত ও তার সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ মনে করা হ'ত। দুই- ইহূদী ও নাছারাগণ ওযায়ের ও ঈসাকে আল্লাহ্র পুত্র গণ্য

করত *(তওবা ৯/৩০)*। অথচ সৃষ্টি কখনো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সন্তান হ'তে পারে না। যেমন অপরের ঔরসজাত সন্তান কখনো নিজের সন্তান হ'তে পারে না।

তিনি মোট **১১**টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ ২টি। বাকী ৯টি অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/২১৮)*।

৮. জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারেছ (جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِث) : রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৭; তাঁর বয়স ২০; বিবাহ শা'বান ৫হি.; মৃত্যু সন ৫৬হি.; দাফন- মদীনা; বয়স ৭১। দাম্পত্য জীবন- ৬ বছর।

জ্ঞাতব্য : ইনি বনু মুছত্বালিক্ব নেতা হারেছ বিন আবু যাররাবের কন্যা ছিলেন। ৫ম হিজরীতে বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে বন্দী হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহিতা হন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর শ্বশুরকুল হওয়ার সুবাদে একশ'-এর অধিক যুদ্ধবন্দীর সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়। ফলে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। জুওয়াইরিয়ার প্রথম স্বামী ছিলেন মুসাফিহ বিন সুফিয়ান মুছতালিক্বী। তিনি মোট ৭টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে বুখারী ২টি, মুসলিম ২টি। বাকী ৩টি অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে।

৯. উম্মে হাবীবাহ রামলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান (أُمُّ حَبِيبَةَ رَمْلَةُ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ) : রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৮; তাঁর বয়স ৩৬; বিবাহ মুহাররম ৭হি.; মৃত্যু সন- ৪৪হি.; দাফন- মদীনা; বয়স ৭২। দাম্পত্য জীবন- ৪ বছর।

জ্ঞাতব্য : কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ বিন জাহশ আসাদী তার প্রথম স্বামী ছিলেন। উভয়ে মুসলমান হয়ে হাবশায় হিজরত করেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে স্বামী মারা যান। তিনি একটি কন্যা সন্তান নিয়ে বিধবা হন। রাসূল (ছাঃ) তার চরম বিপদের কথা জানতে পেরে ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে 'আমর বিন উমাইয়া যামরীর মাধ্যমে বাদশাহ নাজাশীর নিকট পত্র প্রেরণ করেন ও তার সাথে বিবাহের পয়গাম পাঠান। নাজাশী স্বয়ং তার বিবাহের খুৎবা পাঠ করেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষে ৪০০ দীনার মোহরানা পরিশোধ করেন ও সবাইকে দাওয়াত খাওয়ান। পরে তাঁকে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেরিত দূত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রাঃ)-এর মাধ্যমে মদীনায় পাঠিয়ে দেন *(আল-ইছাবাহ, রামলাহ ক্রমিক ১১১৮৫)*। তিনি ৬৫টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ ২টি ও মুসলিম ১টি। বাকী ৬২টি অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে।

উল্লেখ্য যে, ওবায়দুল্লাহ বিন জাহশ হাবশায় গিয়ে 'মুরতাদ' ও 'নাছারা' হয়ে গিয়েছিলেন ও উক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন' বলে যে ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে, তা প্রমাণিত নয়। এ বিষয়ে ইবনু সা'দ যে বর্ণনা এনেছেন তা 'মুরসাল' বা যঈফ *(মা শা-'আ পৃঃ ৩৭-৪৩)*। মুবারকপুরীও তার 'মুরতাদ' ও 'নাছারা' হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, যা যঈফ *(আর-রাহীক্ব ৪৭৪ পৃঃ, ঐ, তা'লীক্ব ১৮৬-৯২ পৃঃ)*।

১০. ছাফিইয়াহ বিনতে হুয়াই বিন আখত্বাব (صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بنِ أَخْطَبَ) **:** রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৯; তাঁর বয়স ১৭; বিবাহ ছফর ৭হি.; মৃত্যুর সন ৫০ হি.; বয়স ৬০; দাফন- মদীনা; দাম্পত্য জীবন- ৪ বছর।

জ্ঞাতব্য : খায়বর যুদ্ধে বন্দী হন। পরে ইসলাম কবুল করে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহিতা হন। মদীনা থেকে বিতাড়িত ইহূদী বনী নাযীর গোত্রের সর্দার হুয়াই বিন আখত্বাব-এর কন্যা এবং অন্যতম সর্দার কেনানাহ বিন আবুল হুক্বাইক্ব-এর স্ত্রী ছিলেন। উভয়ে নিহত হন। হযরত হারূণ (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি ১০টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ ১টি। বাকী ৯টি অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। স্ত্রীদের মধ্যে ইনিই ছিলেন একমাত্র ইহূদী কন্যা।

১১. মায়মূনা বিনতুল হারেছ (مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ) **:** রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৯; তাঁর বয়স ৩৬; বিবাহ যুলক্বা'দাহ ৭ হি.; মৃত্যুর সন ৫১ হি.; দাফন মক্কার নিকটবর্তী 'সারিফে'; বয়স ৮০। দাম্পত্য জীবন- সোয়া তিন বছর।

জ্ঞাতব্য : ইনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও খালেদ বিন অলীদ (রাঃ)-এর আপন খালা ছিলেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মার সহোদর বৈপিত্রেয় বোন ছিলেন। যিনি ইতিপূর্বে ৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পূর্বের দুই স্বামী মারা গেলে ভগ্নিপতি হযরত আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে তার বিবাহের প্রস্তাব দেন। ফলে ৭ম হিজরীতে ক্বাযা ওমরাহ শেষে ফেরার সময় মক্কা থেকে ৬ কি.মি. উত্তরে তান'ঈম-এর নিকটবর্তী 'সারিফ' (السَرِفُ) নামক স্থানে উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয়। এটিই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর সর্বশেষ বিবাহ। তিনি মোট ৭৬টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ ৭টি, এককভাবে বুখারী ১টি, মুসলিম ৫টি। বাকী ৬৩টি অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।[১১১১]

১১১১. মানছূরপুরী, রহমাতুল্লিল 'আলামীন, নকশা ২/১৮২, বিস্তারিত ২/১৪৪-৮১; ইবনু হিশাম ২/৬৪৩-৪৮; শাযাল ইয়াসমীন ফী ফাযায়েলে উম্মাহাতিল মুমিনীন, (কুয়েত : ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়, তাবি) ৩১-৩৪ পৃঃ।

Contents

এক নযরে উম্মাহাতুল মুমিনীন বর্ণিত হাদীছ সমূহ

(الاحاديث المروية من امهات المؤمنين فى لمحة)

ক্রমিক	নাম	মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ	এককভাবে বুখারী	এককভাবে মুসলিম	অন্যান্য হাদীছগ্রন্থ	মোট
১.	সওদাহ বিনতে যাম'আহ	**	১	**	৪	৫
২.	আয়েশা বিনতে আবুবকর	১৭৪	৫৪	৯	১৯৭৩	২২১০
৩.	হাফছাহ বিনতে ওমর	৪	**	৬	৫০	৬০
৪.	উম্মে সালামাহ	১৩	৩	১৩	৩৪৯	৩৭৮
৫.	যয়নব বিনতে জাহশ	২	**	**	৯	১১
৬.	জুওয়াইরিয়া	**	২	২	৩	৭
৭.	উম্মে হাবীবাহ	২		১	৬২	৬৫
৮.	ছাফিইয়াহ	১			৯	১০
৯.	মায়মূনাহ	৭	১	৫	৬৩	৭৬
	সর্বমোট	২০৩	৬১	৩৬	২৫২২	২৮২২

বি.দ্র. খাদীজা (রাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। যাহাবী মায়মূনা বিনতুল হারেছ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ১৩টি বলেছেন *(সিয়ারু আ'লাম ২/২৪৫)*। মানছূরপুরী আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক মুসলিমে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৬৭টি সহ মোট ২৩১২টি লিখেছেন *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/১৫৫)*। আমরা অধিকাংশ বিদ্বানের গৃহীত সংখ্যাগুলি উল্লেখ করলাম।

ইসলামে তাঁদের অবদান (إسهامهن فى الإسلام) :

মুসলিম উম্মাহ্র জন্য উম্মাহাতুল মুমিনীন-এর সবচাইতে বড় অবদান এই যে, তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ্র এই শ্রেষ্ঠ জাতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানতে পেরেছে। সেই সাথে পেয়েছে অন্যূন ২৮২২টি হাদীছ। সেগুলির মধ্যে একা আয়েশা (রাঃ) ২২১০টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যা মুসলিম উম্মাহ্র জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিক নির্দেশিকা ধ্রুবতারার ন্যায় সর্বদা পথ দেখিয়ে থাকে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একাধিক বিবাহ পর্যালোচনা

(ملاحظة على تعدد الزوجات للنبى صـــ)

জানা আবশ্যক যে, ২৫ বছরের টগবগে যৌবনে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বিবাহ করেন পরপর দুই স্বামী হারা বিধবা ও কয়েকটি সন্তানের মা ৪০ বছরের একজন প্রৌঢ়া মহিলাকে। এই স্ত্রীর মৃত্যুকাল অবধি দীর্ঘ ২৫ বছর তিনি তাকে নিয়েই সংসার করেছেন। অতঃপর ৬৫ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা স্ত্রী খাদীজার মৃত্যু হ'লে তিনি নিজের ৫০ বছর বয়সে দ্বিতীয় বিয়ে করলেন আর এক ৫০ বছর বয়সী কয়েকটি সন্তানের মা একজন বিধবা মহিলা সাওদাকে নিতান্তই সাংসারিক প্রয়োজনে। এরপর মক্কা হ'তে হিজরত করে তিনি মদীনায় চলে যান। যেখানে শুরু হয় ইসলামী সমাজ গঠনের জীবন-মরণ পরীক্ষা। ফলে মাদানী জীবনের দশ বছরে বিভিন্ন বাস্তব কারণে ও ইসলামের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের মহতী উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র হুকুমে তাঁকে আরও কয়েকটি বিবাহ করতে হয়। উল্লেখ্য যে, চারটির অধিক স্ত্রী একত্রে রাখার অনুমতি আল্লাহপাক স্রেফ তাঁর রাসূলকে দিয়েছিলেন। অন্য কোন মুসলিমের জন্য নয় *(আহযাব ৩৩/৫০)*।

আরও উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, مَا لِى فِى النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ 'আমার জন্য মহিলার কোন প্রয়োজন নেই' *(বুখারী হা/৫০২৯)*। প্রশ্ন হ'ল, তাহ'লে কেন তিনি এতগুলো বিয়ে করলেন? এর জওয়াবে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পেশ করব।-

(১) শত্রু দমনের স্বার্থে (لدفع الأعداء) : গোঁড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবীয় সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রীতির মধ্যে একটি রীতি ছিল এই যে, তারা জামাতা সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দিত। জামাতার সঙ্গে যুদ্ধ করা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারটি ছিল তাদের নিকটে দারুণ লজ্জা ও অসম্মানের ব্যাপার। তাই আল্লাহ পাক স্বীয় নবীকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেন বর্বর বিরুদ্ধবাদী শক্তিকে ইসলামের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করার কৌশল হিসাবে। যা দারুণ কার্যকর প্রমাণিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ।-

(ক) ৪র্থ হিজরীতে উম্মে সালামাহকে বিবাহ করার পর তাঁর গোত্র বনু মাখযূমের স্বনামধন্য বীর খালেদ বিন অলীদের যে দুর্ধর্ষ ভূমিকা ওহোদ যুদ্ধে দেখা গিয়েছিল, তা পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং ৭ম হিজরীর শুরুতে তিনি মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেন।

(খ) ৫ম হিজরীতে জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারেছকে বিবাহ করার ফলে বনু মুছত্বালিক্ব গোত্রের যুদ্ধবন্দী একশত জন ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে যান এবং চরম বিরুদ্ধবাদী এই গোত্রটি মিত্রশক্তিতে পরিণত হয়। জুওয়াইরিয়া (রাঃ) তার কওমের জন্য বড় 'বরকত মণ্ডিত মহিলা' (كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً) হিসাবে বরিত হন এবং তাঁর গোত্র

রাসূল (ছাঃ)-এর শ্বশুর গোত্র (أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ) হিসাবে সম্মানজনক পরিচিতি লাভ করে' *(আবুদাঊদ হা/৩৯৩১)*।

(গ) ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে উম্মে হাবীবাহকে বিবাহ করার পর তাঁর পিতা কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান আর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেন না। বরং ৮ম হিজরীর রামাযান মাসে মক্কা বিজয়ের পূর্বরাতে তিনি ইসলাম কবুল করেন।

(ঘ) ৭ম হিজরীর ছফর মাসে ছাফিয়াকে বিবাহ করার ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে ইহূদীদের যুদ্ধ তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে সন্ধি করে তারা খায়বরে বসবাস করতে থাকে।

(ঙ) ৭ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে সর্বশেষ মায়মূনা বিনতুল হারেছকে বিবাহ করার ফলে নাজদবাসীদের অব্যাহত শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কেননা মায়মূনার এক বোন ছিলেন নাজদের সর্দারের স্ত্রী। এরপর থেকে উক্ত এলাকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাধাহীনভাবে চলতে থাকে। অথচ ইতিপূর্বে এরাই ৪র্থ হিজরীতে ৭০ জন ছাহাবীকে দাওয়াত দিয়ে ডেকে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। যা 'বি'রে মা'ঊনার ঘটনা' নামে প্রসিদ্ধ।

২য় কারণ : ইসলামী বন্ধন দৃঢ়করণ (تقوية صلة الإسلام) :

আয়েশা ও হাফছাকে বিবাহ করার মাধ্যমে হযরত আবুবকর ও ওমরের সঙ্গে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব দৃঢ়তর ভিত্তি লাভ করে। ওছমান ও আলীকে জামাতা করার পিছনেও রাসূল (ছাঃ)-এর অনুরূপ উদ্দেশ্য থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এর ফলে ইসলাম জগত চারজন মহান খলীফা লাভে ধন্য হয়।

৩য় কারণ : কুপ্রথা দূরীকরণ (إزالة الرسم الجاهلي) :

পোষ্যপুত্র নিজের পুত্রের ন্যায় এবং তার স্ত্রী নিজের পুত্রবধুর ন্যায় হারাম- এ মর্মে যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক কুপ্রথার অপনোদনের জন্য আল্লাহ্র হুকুমে তিনি স্বীয় পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারেছাহ্র তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহশকে বিবাহ করেন। এ বিষয়ে সূরা আহযাবের ৩৭ ও ৪০ আয়াত দু'টি নাযিল হয়। বস্তুতঃ এ বিষয়গুলি এমন ছিল যে, এসব কুপ্রথা ভাঙার জন্য কেবল উপদেশই যথেষ্ট ছিল না। তাই আল্লাহ্র হুকুমে স্বয়ং নবীকেই সাহসী পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে হয়েছিল।

৪র্থ কারণ : মহিলা সমাজে ইসলামের বিস্তার (انتشار الإسلام بين النساء) :

শিক্ষা-দীক্ষাহীন জাহেলী সমাজে মহিলারা ছিল পুরুষের তুলনায় আরো পশ্চাদপদ। তাই তাদের মধ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যোরদার করার জন্য মহিলা প্রশিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা ছিল সর্বাধিক। পর্দা ফরয হওয়ার পর এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে

যায়। ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ তাঁর সহযোগী হিসাবে একাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অধিক স্ত্রী অর্থই ছিল অধিক প্রশিক্ষিকা। কেবল মহিলারাই নন, পুরুষ ছাহাবীগণও বহু বিষয়ে পর্দার আড়াল থেকে তাঁদের নিকট হ'তে হাদীছ জেনে নিতেন। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেও মা আয়েশা, হাফছাহ, উম্মে সালামাহ প্রমুখের ভূমিকা ছিল এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, একাধিক বিবাহ ব্যবস্থাকে যারা কটাক্ষ করতে চান, তাদের জানা উচিত যে, ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য সবার প্রতি সমান ব্যবহারের শর্তে সর্বোচ্চ চার জন স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু বাধ্য করেনি। পক্ষান্তরে আধুনিক সভ্যতার দাবীদার পাশ্চাত্যের ফ্রি ষ্টাইল যৌন জীবনে অভ্যস্ত হতাশাগ্রস্ত সমাজ জীবনের গভীরে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, সেখানে অশান্তির আগুন আর মনুষ্যত্বের খোলস ব্যতীত কিছুই নেই। অথচ প্রকৃত মুসলিমের পারিবারিক জীবন পরকালীন কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও নিষ্কাম ভালোবাসায় আপ্লুত থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পারিবারিক জীবন যার বাস্তব দৃষ্টান্ত।

নবী পরিবারে উত্তম আচরণ

(حسن السلوك فى بيت النبى صـــ)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِى 'তোমাদের মধ্যে সেই-ই উত্তম, যে তার পরিবারের নিকটে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকটে তোমাদের চেয়ে উত্তম'।[১১১২] এখানে পরিবার বলতে স্ত্রী বুঝানো হয়েছে।

'সতীনের সংসার জাহান্নামের শামিল' বলে একটা কথা সাধারণ্যে চালু আছে। কথাটি কমবেশী সত্য এবং বাস্তব। তবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে নিবেদিতপ্রাণ পরিবারে তা কিভাবে শান্তির বাহনে পরিণত হয়, রাসূল-পরিবার ছিল তার অনন্য দৃষ্টান্ত। অন্য সকল ক্ষেত্রের ন্যায় পারিবারিক জীবনেও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছিলেন উম্মতের জন্য উত্তম আদর্শ। কিছু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা নিম্নে তা তুলে ধরার চেষ্টা পাব।-

১. স্ত্রীগণের সাথে সমান ব্যবহার (تسوية السلوك مع الزوجات) :

খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান সহ যাবতীয় আচার-আচরণে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁর সকল স্ত্রীর সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন। সাধারণতঃ আছর ছালাতের পর তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে গিয়ে তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ জেনে নিতেন।[১১১৩]

১১১২. তিরমিযী হা/৩৮৯৫; দারেমী হা/২২৬০; মিশকাত হা/৩২৫২।
১১১৩. বুখারী হা/৫২১৬; মুসলিম হা/১৪৭৪।

Contents

২. স্ত্রীদের পালা নির্ধারণ (القسم بين الزوجات) : তিনি স্ত্রীদের মধ্যে তাদের সম্মতিক্রমে সমভাবে পালা নির্ধারণ করতেন।[১১১৪] তিনি বলতেন, কারু নিকট দু'জন স্ত্রী থাকলে যদি তাদের মধ্যে সে ন্যায় বিচার না করে, তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি এক অঙ্গ পতিত অবস্থায় আগমন করবে'।[১১১৫]

৩. সফরকালে লটারি করণ (القرعة عند السفر) : কোন অভিযানে বা সফরে যাওয়ার সময় লটারীর মাধ্যমে স্ত্রী বাছাই করে একজনকে সাথে নিতেন।[১১১৬]

৪. স্ত্রীর বান্ধবীদের সাথে উত্তম আচরণ (المعاملة الحسنة مع صديقات الزوجات) : স্ত্রীগণের বান্ধবী ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন ও তাদের নিকট উপঢৌকনাদি প্রেরণ করতেন।[১১১৭]

৫. স্ত্রীদের কক্ষ পৃথককরণ (فصل غرفات الزوجات) : স্ত্রীগণের প্রত্যেকের কক্ষ পৃথক ছিল। যেগুলিকে আল্লাহ পাক 'হুজুরাত' (কক্ষ সমূহ) 'বুয়ূত' (ঘর সমূহ) ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন *(হুজুরাত ৪৯/৪; আহযাব ৩৩/৩৩)*।

৬. অল্পে তুষ্ট থাকার নীতি অবলম্বন (اتخاذ مبدأ القناعة) : স্ত্রীগণের অধিকাংশ বড় বড় ঘরের মেয়ে হ'লেও রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষাগুণে তাঁরা সবাই হয়ে উঠেছিলেন অল্পে তুষ্ট ও সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

৭. দানশীলতায় অভ্যস্তকরণ (التعويد على السخاء) : অন্যের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের উপরে স্থান দেওয়ার অনন্য গুণে গুণান্বিতা ছিলেন এই সকল মহিয়সী নারীগণ। সম্পদ পায়ে লুটালেও তাঁরা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। দানশীলতায় তারা ছিলেন উদারহস্ত। উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মা (রাঃ) তো 'উম্মুল মাসাকীন' (মিসকীনদের মা) হিসাবে অভিহিত ছিলেন *(মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৫৩৫৭)*। খায়বর বিজয়ের পর বিপুল গণীমত হস্তগত হয়। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর প্রাপ্য অংশ হ'তে প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য বছরে ৮০ অসাক্ব খেজুর এবং ২০ অসাক্ব যব বরাদ্দ করা হয়।[১১১৮]

১১১৪. হাকেম হা/২৭৬০; আবুদাউদ হা/২১৩৪-৩৫; ইরওয়া হা/২০১৮-২০; বুখারী হা/৫২১২; মুসলিম হা/১৪৬৩ (৪৭); তিরমিযী তুহফাসহ হা/১১৪০; মিশকাত হা/৩২২৯-৩০, ৩২৩৫ 'বিবাহ' অধ্যায় 'পালা বণ্টন' অনুচ্ছেদ।

১১১৫. (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ) তিরমিযী হা/১১৪১; ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৯; মিশকাত হা/৩২৩৬।

১১১৬. বুখারী হা/২৫৯৩; মুসলিম হা/২৭৭০; মিশকাত হা/৩২৩২।

১১১৭. বুখারী হা/৩৮১৮; মুসলিম হা/২৪৩৫; মিশকাত হা/৬১৭৭।

১১১৮. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৪৬৯; মুসলিম হা/১৫৫১ (২); আড়াই কেজিতে এক মাদানী ছা' এবং ৬০ ছা'-তে এক অসাক্ব। যার পরিমাণ ১৫০ কেজি।

সেই সাথে একটি করে দুগ্ধবতী উষ্ট্রী প্রদান করা হয়। কিন্তু দেখা গেল যে, পবিত্রা স্ত্রীগণ যতটুকু না হ'লে নয়, ততটুকু রেখে বাকী সব দান করে দিয়েছেন।[১১১৯]

৮. স্ত্রীগণের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা (التعاطف بين الزوجات) : সপত্নীগণের মধ্যে পরস্পরের ভালোবাসা ছিল গভীর ও নিঃস্বার্থ। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল ও দয়ার্দ্রচিত্ত। এরপরেও যদি কখনো কারু প্রতি কারু কোন রূঢ় আচরণ প্রকাশ পেত, তাহ'লে দ্রুত তা মিটিয়ে ফেলা হ'ত। যেমন **(ক)** একবার রাসূল (ছাঃ)-এর একমাত্র ইহূদীজাত স্ত্রী ছাফিয়াকে কুরায়শী স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহ্‌শ 'ইহূদী' বলে সম্বোধন করেন, যার মধ্যে তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল। এতে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) এতই ক্ষুব্ধ হন যে, যয়নব তওবা করে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার গৃহে পা রাখেননি।[১১২০] **(খ)** আরেকদিন রাসূল (ছাঃ) ঘরে এসে দেখেন যে, ছাফিয়া কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, হাফছা আমাকে 'ইহূদীর মেয়ে' বলেছেন। একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) ছাফিয়াকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বরং তুমি নিশ্চয়ই নবী (ইসহাকের) কন্যা। তোমার চাচা (ইসমাঈল) একজন নবী এবং তুমি একজন নবীর স্ত্রী। তাহ'লে কিসে তোমার উপরে সে গর্ব করছে? অতঃপর তিনি হাফছাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর হে হাফছা'![১১২১]

(গ) আয়েশা (রাঃ) বলেন, লোকেরা আয়েশার পালার দিন ঠিক রাখত। ঐদিন তারা রাসূল (ছাঃ)-কে খুশী করার জন্য নানাবিধ হাদিয়া পাঠাতো। স্ত্রীগণ দু'দলে বিভক্ত ছিলেন। সওদা, আয়েশা, হাফছা. ও ছাফিয়া এক দলে এবং উম্মে সালামাহ ও বাকীগণ আরেক দলে। শেষোক্ত দলের স্ত্রীগণের অনুরোধে উম্মে সালামাহ রাসূল (ছাঃ)-কে একদিন বললেন, আপনি লোকদের বলে দিন, তারা যেন আপনি যেদিন যে স্ত্রীর কাছে থাকেন, সেদিন সেখানে হাদিয়া পাঠায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে উম্মে সালামাহ! তুমি আমাকে আয়েশার ব্যাপারে কষ্ট দিয়ো না। উম্মে সালামা তওবা করলেন। পরে তারা উক্ত বিষয়ে ফাতেমাকে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে পাঠালেন। সেখানেও রাসূল (ছাঃ) একই জবাব দিলেন এবং বললেন, ফাতেমা! আমি যা পসন্দ করি, তুমি কি তা পসন্দ করো না? তাহ'লে তুমি আয়েশাকে ভালোবাস।[১১২২]

৯. যুহ্‌দ ও দুনিয়াত্যাগী জীবন (الزهد والتعبد فى العائلة) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত সরল-সহজ ও সাধাসিধা জীবন যাপন করতেন। তিনি স্বেচ্ছায় দরিদ্রতা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি বলতেন, اَللَّهُمَّ أَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِى فِىْ زُمْرَةِ

১১১৯. রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/১৪২।
১১২০. আবুদাঊদ হা/৪৬০২; মিশকাত হা/৫০৪৯; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৮৩৫, সনদ হাসান।
১১২১. তিরমিযী হা/৩৮৯৪; নাসাঈ হা/৩২৫২; মিশকাত হা/৬১৮৩, সনদ ছহীহ।
১১২২. বুখারী হা/২৫৮১; মুসলিম হা/২৬০৩; মিশকাত হা/৬১৮০ 'মর্যাদা সমূহ' অধ্যায়-৩০, 'নবীপত্নীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ-১১।

الْمَسَاكِيْنِ 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীনী হালে বাঁচিয়ে রাখো ও মিসকীনী হালে মৃত্যু দান কর এবং আমাকে মিসকীনদের সাথে পুনরুত্থিত কর'।[১১২৩] তিনি বলতেন, اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের পরিবারকে পরিমিত আহার দান কর। যা ক্ষুধা নিবৃত্ত করে' *(বুখারী হা/৬৪৬০)*। অভাবে-অনটনে, দুঃখে-বেদনায়, সর্বাবস্থায় তিনি কঠিন ধৈর্য অবলম্বন করতেন। এমনকি ক্ষুধার যন্ত্রণা হ্রাস করার জন্য তিনি কখনো কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন' *(ছহীহাহ হা/১৬১৫)*। তিনদিন না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধে সৈন্যদের সাথে অবর্ণনীয় কষ্টে খন্দক খোঁড়ার কাজে তিনি অংশ নিয়েছেন *(বুখারী হা/৪১০১)*। রাসূল (ছাঃ)-এর খাদেম হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ، وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ 'আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র সাথে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কখনো কোন পাতলা নরম রুটি দেখেছেন কিংবা কোন আস্ত ভুনা বকরী দেখেছেন'।[১১২৪] আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, মদীনায় আসার পর থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত মুহাম্মাদের পরিবার কখনো তিনদিন একটানা রুটি খেতে পায়নি।[১১২৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'পরপর দু'মাস অতিবাহিত হয়ে তৃতীয় মাসের চাঁদ উদিত হ'ত, অথচ নবীগৃহে কোন (চুলায়) আগুন জ্বলতো না' (অর্থাৎ মাসভর চুলা জ্বলতো না)। ভগিনীপুত্র উরওয়া বিন যুবায়ের (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, খালাম্মা! مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ 'তাহ'লে কি খেয়ে আপনারা জীবন ধারণ করতেন? তিনি বলেন, الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ 'দু'টি কালো বস্তু দিয়ে- খেজুর ও পানি'।[১১২৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ 'ঐ ব্যক্তি সফলকাম, যে মুসলমান হ'ল। যে পরিমিত আহার পেল এবং তাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকল'।[১১২৭]

একবার আবু হুরায়রা (রাঃ) একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাদের সামনে একটা ভুনা বকরী ছিল। তারা তাঁকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন, خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ الْخُبْزِ الشَّعِيرِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। অথচ কখনো একটি

১১২৩. তিরমিযী হা/২৩৫২; বায়হাক্বী-শু'আবুল ঈমান হা/১৪৫৩; মিশকাত হা/৫২৪৪; ছহীহাহ হা/৩০৮।
১১২৪. বুখারী হা/৫৪২১; মিশকাত হা/৪১৭০ 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়।
১১২৫. বুখারী হা/৫৪১৬ 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়-৭০ অনুচ্ছেদ-২৩; মুসলিম হা/২৯৭০।
১১২৬. বুখারী হা/৬৪৫৯ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'রাসূল ও ছাহাবীদের জীবন যাপন কেমন ছিল' অনুচ্ছেদ-১৭।
১১২৭. মুসলিম হা/১০৫৪; মিশকাত হা/৫১৬৫।

যবের রুটি দিয়েও পরিতৃপ্ত হননি’।[১১২৮] আনাস (রাঃ) বলেন, ‘রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারের নিকট কোন সন্ধ্যাতেই এক ছা‘ গম বা কোন খাদ্য দানা (আগামীকালের জন্য) অবশিষ্ট থাকত না। অথচ তাঁর স্ত্রী ছিলেন নয় জন’ (অর্থাৎ যা পেতেন সবই দান করে দিতেন। জমা রাখতেন না)।[১১২৯] মৃত্যুর সময় রাসূল (ছাঃ)-এর লৌহবর্মটি এক ইহূদীর নিকটে ৩০ ছা‘ (৭৫ কেজি) যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল।[১১৩০] নবীজীবনের সর্বশেষ রাতেও স্ত্রী আয়েশাকে চেরাগ জ্বালাতে তার সতীনদের নিকট থেকে তৈল চেয়ে নিতে হয়েছিল।[১১৩১]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, ‘আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তিনি একটা খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। যাতে কোন ফরাশ বা চাদর নেই। তাঁর দেহে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিল। তাঁর মাথার নীচে খেজুর গাছের ছোবড়া ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ। তাঁর দেহে চাটাইয়ের দাগ দেখে আমি কাঁদতে লাগলাম। তিনি বললেন, তুমি কেন কাঁদছ? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! পারসিক ও রোমকরা কোন অবস্থায় আছে। আর আপনি কোন অবস্থায়? তখন তিনি বললেন, أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ ‘তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া এবং আমাদের জন্য আখেরাত? *(বুখারী হা/৪৯১৩)*। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি চাটাইয়ের উপরে শুতেন। অতঃপর যখন দাঁড়াতেন, তখন তাঁর পার্শ্বদেশে ঐ চাটাইয়ের দাগ পড়ে যেত। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আপনার জন্য একটি তোষক বানিয়ে দেব না? জবাবে তিনি বললেন, مَا لِى وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِى الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ‘আমার জন্য বা দুনিয়ার জন্য কি প্রয়োজন? দুনিয়াতে আমি একজন সওয়ারীর ন্যায়। যে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছে। অতঃপর রওয়ানা হবে এবং ঐ গাছটিকে ছেড়ে যাবে’ *(তিরমিযী হা/২৩৭৭)*। মূলতঃ এসবই ছিল তাঁর যুহ্দ বা দুনিয়াত্যাগী চরিত্রের অনন্য পরিচয়।

ইবাদত (التعبد) : তিনি ফরয ছালাত ছাড়াও নফল ছালাতে গভীরভাবে নিমগ্ন হ’তেন। শেষ রাত্রিতে তাহাজ্জুদ ছালাত তাঁর জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল *(মুযযাম্মিল ৭৩/২-৩; ইসরা ১৭/৭৯)*। দীর্ঘক্ষণ ছালাতে দাঁড়ানোর ফলে তাঁর দুই পা ফুলে যেত। তা দেখে তাঁকে বলা হ’ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ‘আল্লাহ আপনার আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। জবাবে তিনি

১১২৮. বুখারী হা/৫৪১৪; মিশকাত হা/৫২৩৮।
১১২৯. বুখারী হা/২০৬৯; মিশকাত হা/৫২৩৯।
১১৩০. বুখারী হা/২৯১৬; মিশকাত হা/২৮৮৫ ‘বন্ধক’ অনুচ্ছেদ।
১১৩১. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৫৯৯০; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯২৭।

বলতেন, أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ‘আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? *(বুখারী হা/১১৩০)*। এছাড়া যখনই তিনি কোন কষ্টে পড়তেন, তখনই নফল ছালাতে রত হ’তেন *(আবুদাঊদ হা/১৩১৯)*।

তিনি নিয়মিত নফল ছিয়াম রাখতেন। যেমন প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার,[১১৩২] প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ আইয়ামে বীযের নফল ছিয়াম *(তিরমিযী হা/৭৬১)*, আরাফাহ ও আশূরার ছিয়াম *(মুসলিম হা/১১৬২)*, শা‘বানের প্রায় পুরা মাস *(মুসলিম হা/১১৫৬)* এবং রামাযানের এক মাস ফরয ছিয়াম শেষে শাওয়ালের ৬টি নফল ছিয়াম *(মুসলিম হা/১১৬৪)*। তিনি বলতেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় একদিন ছিয়াম রাখে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে ৭০ বছরের পথ দূরে রাখেন’।[১১৩৩] তিনি বলতেন, তুমি ঘুমাও ও ইবাদত কর। নিশ্চয় তোমার উপর তোমার দেহের হক রয়েছে। চোখের হক রয়েছে। স্ত্রীর হক রয়েছে। সাক্ষাৎপ্রার্থীর হক রয়েছে। আর যে ব্যক্তি প্রতিদিন ছিয়াম রাখে, সেটি কোন ছিয়ামই নয়’। অর্থাৎ তার ছিয়াম কবুল হয় না।[১১৩৪] এর মধ্যে সন্ন্যাসবাদের প্রতিবাদ রয়েছে। যা খ্রিষ্টানদের আবিষ্কার *(হাদীদ ৫৭/২৭)*।

উপরের বিস্তারিত আলোচনায় রাসূল (ছাঃ)-এর দুনিয়াত্যাগী চরিত্র এবং অতুলনীয় সংযম সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়।

১০. পারিবারিক কিছু শিক্ষণীয় ঘটনাবলী (بعض الوقائع العائلية الاعتبارية) :

কঠিন সংযম ও কৃচ্ছতা সাধনের মধ্যে জীবন যাপন করেও পবিত্রা স্ত্রীগণ কখনো অসন্তুষ্টি ভাব প্রকাশ করতেন না। বরং সর্বদা মহান স্বামীর সাহচর্যে হাসিমুখে দাম্পত্য জীবন যাপন করতেন। তবে দু’একটি ঘটনা এমন ছিল যা রাসূল (ছাঃ)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিল এবং তাতে তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন। শরী‘আতী বিধান চালু করার লক্ষ্যে আল্লাহ্র বিশেষ ইচ্ছায় এরূপ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। যার মধ্যে রয়েছে উম্মতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ। যেমন-

(১) ৫ম হিজরীতে খন্দক যুদ্ধের পর বনু কুরায়যার বিজয় এবং গণীমতের বিপুল মালামাল প্রাপ্তির ফলে মুসলমানদের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। এ প্রেক্ষিতে পবিত্রা স্ত্রীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে তাদের ভরণ-পোষণের পরিমাণ বৃদ্ধির আবেদন জানান। এতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মর্মাহত হন এবং তাদেরকে তালাক গ্রহণের এখতিয়ার প্রদান করেন। উক্ত মর্মে আয়াতে ‘তাখয়ীর’ (آية التخيير) নাযিল হয় *(আহযাব ৩৩/২৮-২৯)*।

১১৩২. তিরমিযী হা/৭৪৫; নাসাঈ হা/২৩৬৪; মিশকাত হা/২০৫৫।
১১৩৩. বুখারী হা/২৮৪০; মিশকাত হা/২০৫৩।
১১৩৪. বুখারী হা/১৯৭৫; মিশকাত হা/২০৫৪।

উক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশাকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করতে বললে তিনি বলে ওঠেন, فَفِى أَىِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَىَّ فَإِنِّى أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِىِّ- صلى الله عليه وسلم- مِثْلَ مَا فَعَلْتُ- ‘এজন্য পিতা-মাতার সাথে পরামর্শের কি আছে? আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আখেরাতকে কবুল করে নিয়েছি’। তিনি বলেন, অতঃপর অন্যান্য স্ত্রীগণ সকলেই আমার পথ অনুসরণ করলেন’।[১১৩৫]

(২) একবার দু’জন স্ত্রীর উপর কোন কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে রাসূল (ছাঃ) কসম করেন যে, তাদের থেকে একমাস বিরত থাকবেন এবং তা যথারীতি কার্যকর হয়। যা ঈলা-র ঘটনা (قصة الإيلاء) নামে প্রসিদ্ধ।[১১৩৬]

(৩) একবার মধু খাওয়ার ঘটনায় স্ত্রীদের কাউকে খুশী করার জন্য তা আর খাবেন না বলে কসম করেন। এভাবে হালালকে হারাম করায় আল্লাহপাক তাকে সতর্ক করে দিয়ে সূরা তাহরীম **১**ম আয়াতটি (آية التحريم) নাযিল করেন।[১১৩৭]

উপরোক্ত ঘটনাবলীতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের এই বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় পুণ্যবান স্বামীর একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে থাকেন। এর দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মানুষ হিসাবে মানবীয় রাগ-অভিমান ও দুঃখ-বেদনার অধিকারী ছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের সম্পর্ক এসবের মাধ্যমে ঝালাই হয়ে আরও দৃঢ়তর হয়। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর পবিত্রা স্ত্রীগণের মধ্যকার এ ধরনের ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভবিষ্যতে কোন মুমিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরূপ ঘটনা ঘটলে তারা যেন রাসূল-পত্নীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন এবং সংসার ভেঙ্গে না দিয়ে আরও মযবুত করেন, সেদিকে পথপ্রদর্শনের জন্যই দৃষ্টান্ত হিসাবে আল্লাহ্র ইচ্ছায় উক্ত ঘটনা সমূহ সংঘটিত হয়।

বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল উন্নত আদর্শ চেতনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বাবস্থায় তাঁরা নবীপত্নী হিসাবে বরিত।[১১৩৮] তাই দুনিয়াবী ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য তাঁরা কখনোই আখেরাতের বৃহত্তর স্বার্থ বিকিয়ে দিতে পারেন না। দুনিয়াতে তাঁরা ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর পারিবারিক জীবনের বিশ্বস্ততম সাক্ষী এবং তাদের মাধ্যমেই উম্মতে মুহাম্মাদী ইসলামের পারিবারিক ও অন্যান্য বিধানসমূহ জানতে পেরে ধন্য হয়েছে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে তাঁরা কেবল নবীপত্নী ছিলেন না, বরং তারা ছিলেন উম্মতের শিক্ষিকা ও নক্ষত্রতুল্য দৃষ্টান্ত। নিঃসন্দেহে নবীর সঙ্গে নবীপত্নীগণের সম্পর্ক ও আচার-আচরণ ছিল অতীব মধুর এবং আখেরাতের চেতনায় উজ্জীবিত।

১১৩৫. বুখারী হা/৪৭৮৫-৮৬; মুসলিম হা/১৪৭৫; মিশকাত হা/৩২৪৯; আহযাব ৩৩/২৮-২৯।

১১৩৬. বুখারী হা/১৯১১; মুসলিম হা/১০৮৩, ১৪৭৯; মিশকাত হা/৩২৪৮; বাক্বারাহ ২/২২৬; তাহরীম ৬৬/৪।

১১৩৭. তাহরীম ৬৬/১; বুখারী হা/৪৯১২।

১১৩৮. আহযাব ৩৩/৩৩, ৫৩; যুখরুফ ৪৩/৭০ আয়াতের মর্মার্থ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেহ সৌষ্ঠব

(الصفات الْخَلقية للرسول صـــ)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেহাবয়ব ছিল (১) মধ্যম গড়নের অতীব সুন্দর ও সুঠাম এবং গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল ও গৌর-গোলাপী।[১১৩৯] (২) প্রশস্ত মুখমণ্ডল এবং ঘন পাপড়িযুক্ত কিঞ্চিত রক্তাভ পটলচেরা সুরমা চক্ষু।[১১৪০] (৩) দীর্ঘ গ্রীবাবিশিষ্ট বড় আকৃতির মাথা।[১১৪১] যা ছিল ঘনকৃষ্ণ কেশশোভিত। যা না অধিক কোঁকড়ানো, না অধিক খাড়া।[১১৪২] যা বাবরী ছিল।[১১৪৩] (৪) মৃত্যু অবধি মাথার মাঝখানের কিছু চুল, ঠোটের নিম্ন দেশের এবং চোখ ও কানের মধ্যবর্তী দাড়ির ও কানের মধ্যকার কিছু চুল শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছিল।[১১৪৪] সেকারণ তিনি চুলে খেযাব লাগাতেন না।[১১৪৫] আনাস (রাঃ) বলেন, মৃত্যুকালে রাসূল (ছাঃ)-এর চুল ও দাড়ির বিশটি চুলও পাকেনি'।[১১৪৬] তিনি নিয়মিত চিরুনী ব্যবহার করতেন এবং মাথার চুল দু'দিকে ভাগ করে দিতেন (তাতে মাঝখানে সিঁথি হয়ে যেত)[১১৪৭] (৫) গোফ ছোট ও দাড়ি ছিল দীর্ঘ ও ঘন সন্নিবেশিত।[১১৪৮] (৬) তিনি ছিলেন প্রশস্ত কাঁধ বিশিষ্ট।[১১৪৯] যার বাম স্কন্ধমূলে ছিল কবুতরের ডিম্বাকৃতির ছোট্ট গোশতপিণ্ড, যা 'মোহরে নবুঅত' বলে খ্যাত। যা ছিল গাত্রবর্ণ থেকে পৃথক সবুজ বা কালচে চর্মতিল সমষ্টি।[১১৫০] (৭) প্রসারিত বক্ষপুট হতে নাভিদেশ পর্যন্ত ছিল স্বল্প লোমের প্রলম্বিত রেখা।[১১৫১] (৮) দেহের জোড় সমূহ ছিল বড় আকারের এবং পায়ের পাতা ও হস্ত তালুদ্বয় ছিল মাংসল।[১১৫২] (৯) এছাড়া হাতের তালুদ্বয় ছিল প্রশস্ত ও

১১৩৯. বুখারী হা/৩৫৪৭; মুসলিম হা/২৩৪০, ২৩৪৭। আনাস ও আবুত তুফায়েল (রাঃ) হ'তে।

১১৪০. মুসলিম হা/২৩৩৯; মিশকাত হা/৫৭৮৪। জাবের (রাঃ) হ'তে। বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে' হা/৪৬২১। আলী (রাঃ) হ'তে।

১১৪১. তিরমিযী হা/৩৬৩৭, মিশকাত হা/৫৭৯০। আনাস (রাঃ) হ'তে।

১১৪২. বুখারী হা/৩৫৪৭; মুসলিম হা/২৩৪৭। আনাস (রাঃ) হ'তে।

১১৪৩. মুসলিম হা/২৩৩৮, মিশকাত হা/৫৭৮২। জাবের (রাঃ) হ'তে।

১১৪৪. বুখারী হা/৩৫৪৫, মুসলিম হা/২৩৪১, নাসাঈ হা/৫০৮৭। আনাস (রাঃ) হ'তে।

১১৪৫. আহমাদ হা/১৩৩৯৬, সনদ ছহীহ। আনাস (রাঃ) হ'তে।

১১৪৬. বুখারী হা/৩৫৪৭; মুসলিম হা/২৩৪৭। আনাস (রাঃ) হ'তে।

১১৪৭. বুখারী হা/৩৫৫৮; মুসলিম হা/২৩৩৬; মিশকাত হা/৪৪২৫, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে।

১১৪৮. মুসলিম হা/২৩৪৪, নাসাঈ হা/৫২৩২, মিশকাত হা/৫৭৭৯। জাবের (রাঃ) হ'তে।

১১৪৯. বুখারী হা/৩৫৫১, মুসলিম হা/২৩৩৭, মিশকাত হা/৫৭৮৩। বারা বিন 'আযেব (রাঃ) হ'তে।

১১৫০. মুসলিম হা/২৩৪৪, ২৩৪৬, মিশকাত হা/৫৭৮০, আব্দুল্লাহ বিন সারজিস (রাঃ) হ'তে।

১১৫১. তিরমিযী হা/৩৬৩৭, মিশকাত হা/৫৭৯০। আলী (রাঃ) হ'তে।

১১৫২. তিরমিযী হা/৩৬৩৭, মিশকাত হা/৫৭৯০। আলী (রাঃ) হ'তে।

মোলায়েম।[১১৫৩] আর পায়ের গোড়ালি ছিল পাতলা।[১১৫৪] চলার সময় সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে চলতেন। যেন কোন ঢালু স্থানে অবতরণ করছেন।[১১৫৫] (১১) দেহ নিঃসৃত স্বেদবিন্দু সমূহ মুক্তার ন্যায় পরিদৃষ্ট হ'ত। যা ছিল মিশকে আম্বরের চাইতে সুগন্ধিময়।[১১৫৬] (১২) প্রফুল্ল অবস্থায় তাঁর মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় চমকিত হ'ত।[১১৫৭] রাগান্বিত হ'লে তাঁর চেহারার গণ্ডদ্বয় ডালিমের ন্যায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করত।[১১৫৮] (১৩) শক্ত, সমর্থ ও শক্তিশালী দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী এই সুন্দর মানুষটির দেহ বৃদ্ধ বয়সে কিছুটা ভারি হয়ে গিয়েছিল।[১১৫৯]

(ক) রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্দর চেহারার প্রশংসায় আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলতেন,

أَمِينٌ مُصْطَفَى لِلْخَيْرِ يَدْعُو + كَضَوْءِ الْبَدْرِ زَايَلَهُ الظَّلاَمُ

'বিশ্বস্ত, মনোনীত, কল্যাণের দিকে যিনি সদা আহ্বান করেন। পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতির ন্যায় যা অন্ধকার দূরীভূত করে'।[১১৬০]

(খ) ওমর ফারূক (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা দেখে মু'আল্লাক্বাখ্যাত জাহেলী কবি যুহায়ের বিন আবু সুলমার নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করতেন, যা কবি তার নেতা হারাম বিন সেনানের প্রশংসায় বলেছিলেন।-

لَوْ كُنْتَ مِنْ شَيْءٍ سِوَى بَشَرٍ + كُنْتَ الْمُضِيَّ لِلَيْلَةِ الْبَدْرِ

'যদি আপনি মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু হ'তেন, তাহ'লে আপনিই পূর্ণিমার রাত্রির জন্য আলো দানকারী হ'তেন'।[১১৬১]

১১৫৩. বুখারী হা/৩৫৬১, ৫৯০৭। আনাস (রাঃ) হ'তে।
১১৫৪. মুসলিম হা/২৩৩৯। জাবের (রাঃ) হ'তে।
১১৫৫. তিরমিযী হা/৩৬৩৭, মুসলিম হা/২৩৩০; মিশকাত হা/৫৭৮৭, ৫৭৯০। আলী ও আনাস (রাঃ) হ'তে।
১১৫৬. বুখারী হা/১৯৭৩, মুসলিম হা/২৩৩০, মিশকাত হা/৫৭৮৭। আনাস (রাঃ) হ'তে।
একবার গ্রীষ্মের দুপুরে ঘুমন্ত রাসূল (ছাঃ)-এর দেহনিঃসৃত ঘর্মসমূহ বাটিতে জমা করেছিলেন খালা উম্মে সুলায়েম (রাঃ)। রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এগুলি আমাদের সুগন্ধির সাথে মিশাবো। কেননা এগুলি অধিক সুগন্ধিময়'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এর ব্যবহারের দ্বারা আমরা আমাদের বাচ্চাদের জন্য বরকত আশা করি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ঠিকই করেছ' *(মুসলিম হা/২৩৩১, মিশকাত হা/৫৭৮৮, উম্মে সুলায়েম (রাঃ) হ'তে)*।
১১৫৭. বুখারী হা/৩৫৫৬, মুসলিম হা/২৭৬৯, মিশকাত হা/৫৭৯৮।
১১৫৮. তিরমিযী হা/২১৩৩, মিশকাত হা/৯৮।
১১৫৯. মুসলিম হা/৭৩২, মিশকাত হা/১১৯৮।
১১৬০. বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত হা/২৩৮, ১/২৭০ পৃঃ।
১১৬১. বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ১/৩০১; কানযুল 'উম্মাল হা/১৮৫৭০; ছাখাবী, আল-ওয়াফী বিল অফায়াত ২৯ পৃঃ।

(গ) কা‘ব বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আনন্দিত হ’তেন, তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেন চন্দ্রের টুকরা (قِطْعَةُ قَمَرٍ) হয়ে যেত’।[১১৬২]

(ঘ) হযরত আলী (রাঃ) এবং অন্যান্য প্রশংসাকারীর ভাষায় রাসূল (ছাঃ) ছিলেন, لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‘তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর ন্যায় সুন্দর কাউকে আমি দেখিনি’।[১১৬৩] ফারসী কবির ভাষায়,

حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری+آنچہ خوبہ ہم دارند توتنہا داری

‘ইউসুফের রূপ, ঈসার ফুঁক ও মূসার শুভ্র তালু
সবই আছে তোমার মাঝে হে প্রিয় রাসূল’।

১১৬২. বুখারী হা/৩৫৫৬; মিশকাত হা/৫৭৯৮ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ।

১১৬৩. তিরমিযী হা/৩৬৩৭; মিশকাত হা/৫৭৯০; ইবনু হিশাম ১/৪০২।

(১) শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) আলী (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেহ সৌষ্ঠব বর্ণনায় যে দীর্ঘ হাদীছটি এনেছেন, সেটি যঈফ *(তিরমিযী হা/৩৬৩৮; আর-রাহীক্ব ৪৭৯-৮০ পৃঃ; ঐ, তা‘লীক্ব ১৯৩ পৃঃ)*। **(২)** একইভাবে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে ‘রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারায় যেন সূর্য খেলা করত’ মর্মে যে হাদীছ এনেছেন, সেটিও যঈফ *(তিরমিযী হা/৩৬৪৮, আর-রাহীক্ব ৪৮১; ঐ, তা‘লীক্ব ১৯৩-৯৪ পৃঃ)*। **(৩)** জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) থেকে ‘তাঁর পায়ের নলা সরু ছিল’... বলে যে হাদীছ এনেছেন, তা যঈফ *(তিরমিযী হা/৩৬৪৫, আর-রাহীক্ব ৪৮২ পৃঃ, ঐ, তালীক্ব ১৯৪ পৃঃ)*। **(৪)** জাবের (রাঃ) থেকে ‘তিনি রাস্তায় চলার সময় পিছনের ব্যক্তি তার দেহ থেকে সুগন্ধি পেত’... বলে যে হাদীছটি এনেছেন, তা যঈফ *(দারেমী হা/৬৬; আর-রাহীক্ব ৪৮২ পৃঃ; ঐ, তালীক্ব ১৯৪ পৃঃ)*। তবে রাসূল (ছাঃ) যখন সামনে আসতেন, তখন তাঁর দেহ থেকে সুগন্ধি বের হ’ত, মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ‘হাসান’ *(আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৩৭)*। **(৫)** ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ‘তার সামনের উপরস্থ দু’টি দাঁতের মাঝে ফাঁক ছিল। কথা বলার সময় সেখান থেকে নূর চমকাতো, মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ‘খুবই যঈফ’ *(দারেমী, মিশকাত হা/৫৭৯৭, যঈফাহ হা/৪২২০; আর-রাহীক্ব ৪৮২ পৃঃ; ঐ, তালীক্ব ১৯৫ পৃঃ)*। **(৬)** হিন্দ বিন আবু হালাহ (রাঃ) থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর গুণাবলী বর্ণনায় যে দীর্ঘ হাদীছ এনেছেন, সেটিও যঈফ *(আলবানী, মুখতাছার শামায়েলে তিরমিযী হা/৬; আর-রাহীক্ব ৪৮৬-৮৭ পৃঃ; ঐ, তা‘লীক্ব ১৯৬-৯৭ পৃঃ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য

(أخلاق الرسول صـــ وخصوصياته)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সকল প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বন্ধু ও শত্রু সকলের মুখে সমভাবে তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। কঠোর প্রতিপক্ষ আবু সুফিয়ান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সম্মুখে অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর সততা, আমানতদারী ও সচ্চরিত্রতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন *(বুখারী হা/৭)*। আল্লাহপাক নিজেই স্বীয় রাসূলের প্রশংসায় বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ‘নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী’ *(ক্বলম ৬৮/৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلاَقِ ‘আমি প্রেরিত হয়েছি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য’।[১১৬৪] তাই দেখা যায়, নবুঅত-পূর্ব জীবনে সকলের নিকটে প্রশংসিত হিসাবে তিনি ছিলেন ‘আল-আমীন’ (বিশ্বস্ত, আমানতদার) এবং নবুঅত পরবর্তী জীবনে চরম শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশেও তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতা, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা, দয়া ও সহমর্মিতা, পরোপকার ও পরমত সহিষ্ণুতা, লজ্জা ও ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি অনন্য গুণাবলীর জীবন্ত প্রতীক। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে’ *(আহযাব ৩৩/২১)*। তাঁর অনুপম চরিত্রমাধুর্য ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ পূর্ণভাবে বর্ণনা করা ঐরূপ অসম্ভব, যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য বর্ণনা করা এবং খালি চোখে আকাশের তারকারাজি গণনা করা অসম্ভব। তবুও দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু চারিত্রিক নমুনা ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হ’ল।-

(১) বাকরীতি (تعبير الكلام) : তিনি হাসিমুখে বিশুদ্ধ, মার্জিত ও সুন্দরভাবে কথা বলতেন। যা দ্রুত শ্রোতাকে আকৃষ্ট করত। আর একেই লোকেরা ‘জাদু’ বলত। তাঁর উন্নত ও শুদ্ধভাষিতায় মুগ্ধ হয়েই ইয়ামনের যেমাদ আযদী মুসলমান হয়ে যান।[১১৬৫] নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও ‘তিনি ছিলেন আরব ও অনারবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ’।[১১৬৬] এমনকি ‘হাদীছ জাল হওয়ার অন্যতম নিদর্শন হ’ল তার শব্দসমূহের উচ্চ মানবিশিষ্ট না হওয়া’ *(ফাৎহুল মুগীছ)*। একারণেই আরবী সাহিত্যে কুরআন ও হাদীছের প্রভাব সবার

১১৬৪. হাকেম হা/৪২২১; ছহীহাহ হা/৪৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১১৬৫. মুসলিম হা/৮৬৮ (৪৬); মিশকাত হা/৫৮৬০।
১১৬৬. মুক্বাদ্দামা ফাৎহুল মুলহিম শারহু মুসলিম ১৬ পৃঃ।

উপরে। বরং বাস্তব কথা এই যে, এই ভাষার বুকে কুরআন ও হাদীছের অবস্থানের কারণেই তা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। আর কুরআন ও হাদীছের সর্বোচ্চ বাকরীতি ও আলংকরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন হ'তে পেরেছে এবং ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। অথচ হিব্রু, খালেদী, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীন ভাষা সমূহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা বিলুপ্তির পথে।

(২) ক্রোধ দমন শৈলী (أسلوب كظم الغيظ) : ক্রোধ দমনের এক অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি বলতেন, প্রকৃত বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে দমন করতে পারে।[১১৬৭] আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি কখনো কাউকে নিজের স্বার্থে নিজ হাতে মারেননি। কোন মহিলা বা খাদেমকে কখনো প্রহার করেননি'।[১১৬৮]

(৩) হাসি-কান্না (الضحك والبكاء) : তিনি মৃদু হাস্য করতেন। কখনোই অট্টহাস্য করতেন না। সদা প্রফুল্ল থাকতেন। কখনোই গোমড়ামুখো থাকতেন না। তবে দুশ্চিন্তায় পড়লে তার ছাপ চেহারায় পড়ত এবং তখন তিনি ছালাতে রত হ'তেন।[১১৬৯] ছোটখাট হালকা রসিকতা করতেন। যেমন, (ক) একদিন স্ত্রী আয়েশার নিকটে এসে তার এক বৃদ্ধা খালা রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করুন যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে অমুকের মা! কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একথা শুনে উক্ত মহিলা কাঁদতে শুরু করল। তখন আয়েশা বললেন, তাদের কি দোষ? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি কুরআনে পড়োনি যে আল্লাহ বলেছেন, إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً- فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا- عُرُبًا أَتْرَابًا- لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ 'আমরা জান্নাতী নারীদের বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি'। 'অতঃপর তাদের চিরকুমারী করেছি'। সদা সোহাগিনী, সমবয়স্কা'। 'ডান সারির লোকদের জন্য' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৩৫-৩৮)*।[১১৭০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'জান্নাতবাসী নারী-পুরুষ সবাই ৩০ থেকে ৩৩ বছর বয়সী হবে'।[১১৭১]

(খ) এক সফরে তিনি দেখেন যে, মহিলাদের নিয়ে তাঁর কৃষ্ণকায় উষ্ট্রচালক গোলাম আনজাশাহ দ্রুত গতিতে উট হাঁকিয়ে চলেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، لاَ تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ 'ধীরে চালাও হে আনজাশা! কাঁচের পাত্রগুলি ভেঙ্গে ফেল

১১৬৭. বুখারী হা/৬১১৪; মুসলিম হা/২৬০৯ (১০৭); মিশকাত হা/৫১০৫ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় ২০ অনুচ্ছেদ।
১১৬৮. মুসলিম হা/২৩২৮ (৭৯); মিশকাত হা/৫৮১৮।
১১৬৯. আবুদাঊদ হা/১৩১৯; ছহীহুল জামে' হা/৪৭০৩; মিশকাত হা/১৩২৫।
১১৭০. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ওয়াক্বি'আহ ৩৫-৩৮ আয়াত; রাযীন, মিশকাত হা/৪৮৮৮, সনদ ছহীহ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় 'ঠাট্টা করা' অনুচ্ছেদ।
১১৭১. তিরমিযী হা/২৫৪৫; আহমাদ হা/২২১৫৯; ছহীহাহ হা/২৯৮৭; মিশকাত হা/৫৬৩৯।

না'।[১১৭২] (গ) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের সঙ্গে মিশতেন। এমনকি আমার ছোট ভাই আবু ওমায়ের একটি 'নুগায়ের' অর্থাৎ লাল ঠোঁট ওয়ালা চড়ুই জাতীয় পাখি পুষত। যা নিয়ে সে খেলা করত। রাসূল (ছাঃ) যখন এসে তাকে খেলতে দেখতেন, তখন বলতেন, يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ 'হে আবু ওমায়ের! কি করছে তোমার নুগায়ের?[১১৭৩]

ছালাতের মধ্যে বিশেষ করে তাহাজ্জুদের ছালাতে তিনি আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদতেন। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে তার অন্তর কেঁদে উঠতো এবং তার অভাব দূরীকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। চাচা হামযা, কন্যা যয়নব ও পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুতে তিনি শিশুর মত হু হু করে কেঁদেছিলেন। তিনি অন্যের মুখে কুরআন শুনতে পসন্দ করতেন। একবার ইবনু মাসঊদের মুখে সূরা নিসা শুনে তাঁর চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হয়। অতঃপর ৪১ আয়াতে পৌঁছলে তিনি তাকে থামতে বলেন।[১১৭৪]

(৪) বীরত্ব ও ধৈর্যশীলতা (الشجاعة والصبر) : কঠিন বিপদের মধ্যেও তিনি দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় ধৈর্যশীল থাকতেন। মাক্কী জীবনের আতংকময় পরিবেশে এবং মাদানী জীবনের প্রতি মুহূর্তে জীবনের হুমকির মধ্যেও তাঁকে কখনো ভীত-বিহ্বল ও অধৈর্য হ'তে দেখা যায়নি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঘনঘোর যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। তিনিই সর্বদা শত্রুর নিকটবর্তী থাকতেন *(আহমাদ হা/৬৫৪, সনদ ছহীহ)*। শত্রুর ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবার কোন ঘটনা তাঁর জীবনে নেই। অভাবে-অনটনে, দুঃখে-বেদনায়, সর্বাবস্থায় তিনি কঠিন ধৈর্য অবলম্বন করতেন। এমনকি তিনদিন না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধে সৈন্যদের সাথে অবর্ণনীয় কষ্টে খন্দক খোঁড়ার কাজে অংশ নিলেও চেহারায় তার প্রকাশ ঘটতো না। বরং সৈন্যদের সাথে আখেরাতের কবিতা পাঠের মধ্য দিয়েই খুশীমনে নিজ হাতে খন্দক খুঁড়েছেন। শত্রুদের শত্রুতা যতই বৃদ্ধি পেত তাঁর ধৈর্যশীলতা ততই বেড়ে যেত। ওহোদ ও হোনায়েন যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ও অসম সাহসিকতা ছিল অচিন্তনীয়।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে চলছিলাম। এসময় তাঁর উপর মোটা জরিদার একটি নাজরানী চাদর শোভা পাচ্ছিল। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে তাঁর চাদর ধরে এমন হেচকা টান দিল যে, তিনি বেদুঈনের বুকে গিয়ে পড়েন। এতে আমি দেখলাম যে, জোরে টান দেওয়ার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর ঘাড়ের উপর চাদরের দাগ পড়ে গেল। অতঃপর লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্র মাল যা তোমার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে দেবার নির্দেশ দাও (يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِى مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِيْ

১১৭২. বুখারী হা/৬২১১; মুসলিম হা/২৩২৩; মিশকাত হা/৪৮০৬।
১১৭৩. বুখারী হা/৬১২৯; মুসলিম হা/২১৫০ (৩০); মিশকাত হা/৪৮৮৪ 'ঠাট্টা করা' অনুচ্ছেদ।
১১৭৪. বুখারী হা/৫০৫০; মুসলিম হা/৮০০; মিশকাত হা/২১৯৫।

(عِنْدَكَ। তখন রাসূল (ছাঃ) তার দিকে তাকালেন ও হাসলেন। অতঃপর তাকে কিছু দান করার জন্য আদেশ দিলেন'।[১১৭৫]

উক্ত ঘটনায় রাসূল (ছাঃ)-এর অতুলনীয় ধৈর্য ও দানশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ অসংখ্য ঘটনা তাঁর জীবনে রয়েছে।

(৫) সেবা পরায়ণতা (عيادة المرضى) : কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে সেবা করতেন ও সান্ত্বনা দিতেন। তার জন্য দো'আ করতেন। কি খেতে মন চায় শুনতেন। ক্ষতিকর না হ'লে তা দেবার ব্যবস্থা করতেন। নিজের ইহূদী কাজের ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেন ও পরিচর্যা করেন। এ সময় তিনি বলেন, তুমি ইসলাম কবুল কর। তখন ছেলেটি তার বাপের দিকে তাকাল যে তার নিকটে বসা ছিল। বাপ তাকে বলল, أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ 'তুমি আবুল ক্বাসেম-এর কথা মেনে নাও। তখন ছেলেটি কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম কবুল করল। অতঃপর মারা গেল। এরপর রাসূল (ছাঃ) বের হবার সময় বললেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَنْقَذَهُ بِىْ مِنَ النَّارِ 'আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি তাকে আমার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন'।[১১৭৬]

(৬) সহজ পন্থা অবলম্বন (اتخاذ الطريقة السهلة) : হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে যখনই দু'টি কাজের এখতিয়ার দেওয়া হ'ত, তখন তিনি সহজটি বেছে নিতেন। যদি তাতে গুনাহের কিছু না থাকত। তিনি নিজের জন্য কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু আল্লাহ্র জন্য হ'লে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়তেন না'।[১১৭৭] ওয়ায-নছীহত করতেন, যতক্ষণ না মানুষ বিব্রতবোধ করে।[১১৭৮] নফল ছালাত চুপে চুপে আদায় করতেন, যাতে অন্যের কষ্ট না হয়। তিনি বলতেন, فَاكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ 'তোমরা এমন আমল কর, যা তোমাদের সাধ্যে কুলায়'।[১১৭৯]

(৭) দানশীলতা (الجود) : যতক্ষণ তাঁর কাছে কিছু থাকত, ততক্ষণ তিনি দান করতেন। রামাযান মাসে তা হয়ে যেত كَالرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ 'প্রবহমাণ বায়ুর মত'। তিনি ছাদাক্বা গ্রহণ করতেন না। কিন্তু হাদিয়া নিতেন। অথচ তা নিজের প্রয়োজনে যৎসামান্য ব্যয় করে

১১৭৫. বুখারী হা/৬০৮৮; মুসলিম হা/১০৫৭; মিশকাত হা/৫৮০৩ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।
১১৭৬. আবুদাঊদ হা/৩০৯৫; বুখারী হা/১৩৫৬; মিশকাত হা/১৫৭৪ 'জানায়েয' অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।
১১৭৭. বুখারী হা/৬১২৬; মুসলিম হা/২৩২৭; মিশকাত হা/৫৮১৭ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ।
১১৭৮. বুখারী হা/৬৪১১; মুসলিম হা/২৮২১; মিশকাত হা/২০৭।
১১৭৯. বুখারী হা/১৯৬৬ 'ছওম' অধ্যায়-৩০ 'ছওমে বেছালে বাড়াবাড়ির শাস্তি' অনুচ্ছেদ-৪৯।

সবই দান করে দিতেন। তিনি বলতেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ‘কেউ অতক্ষণ প্রকৃত মুমিন হ’তে পারবে না, যতক্ষণ না সে অপরের জন্য তাই-ই ভালবাসবে, যা সে নিজের জন্য ভালবাসে’।[১১৮০] তিনি বলতেন, وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا ‘একজন বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও কৃপণতা কখনো একত্রিত হ’তে পারে না’।[১১৮১]

(৮) লজ্জাশীলতা (الحياء) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা দৃষ্টি অবনত রাখতেন। কখনোই অন্যের উপরে নিজের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন না। তিনি কারু মুখের উপর কোন অপসন্দনীয় কথা বলতে লজ্জা পেতেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِى خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِى وَجْهِهِ– ‘তিনি পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চাইতে অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কিছু অপসন্দ করতেন, তখন তাঁর চেহারা দেখে আমরা বুঝে নিতাম’।[১১৮২] কারু কোন মন্দ কাজ দেখলে সরাসরি তাকে মন্দ না বলে সাধারণভাবে নিষেধ করতেন, যাতে লোকটি লজ্জা না পায়। অথচ বিষয়টি বুঝতে পেরে সে নিজেই সংশোধন হয়ে যায়।

(৯) বিনয় ও নম্রতা (التواضع والتذلل) : তিনি ছিলেন বিনয়ী ও নিরহংকার চরিত্রের মানুষ। তিনি সবাইকে মানুষ হিসাবে সমান জ্ঞান করতেন। উঁচু-নীচু ভেদাভেদ করতেন না। তাঁকে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়াতে ছাহাবীগণকে নিষেধ করতেন।[১১৮৩] দাস-দাসীদের নিকটে কখনোই অহংকার প্রকাশ করতেন না। তাদের কোন কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে উহ্ শব্দটি করতেন না। বরং তাদের কাজে নিজে সাহায্য করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি ১০ বছর রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনো আমাকে কোন কাজের জন্য কৈফিয়ত তলব করেননি।[১১৮৪] অবশ্য তার অর্থ এটা নয় যে, অন্যায় কথা বা কাজের জন্য তিনি কাউকে ধমকাতেন না বা ভর্ৎসনা করতেন না। যেমন তিনি উসামা ও খালেদকে ধমকিয়েছেন এবং তাদের ব্যাপারে তিনি দায়ী নন বলে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চেয়েছেন।[১১৮৫] তিনি সর্বদা আগে সালাম দিতেন ও মুছাফাহার জন্য আগে হাত বাড়িয়ে দিতেন। ছাহাবীগণকে সম্মান করে অথবা আদর করে কখনো কখনো তাদের

১১৮০. বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫ (৭২); মিশকাত হা/৪৯৬১ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায় ১৫ অনুচ্ছেদ।
১১৮১. তিরমিযী হা/১৬৩৩; নাসাঈ হা/৩১০৮; মিশকাত হা/৩৮২৮ ‘জিহাদ’ অধ্যায়।
১১৮২. বুখারী হা/৬১০২; মুসলিম হা/২৩২০; মিশকাত হা/৫৮১৩ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ।
১১৮৩. তিরমিযী হা/২৭৫৪; মিশকাত হা/৪৬৯৮।
১১৮৪. বুখারী হা/৬০৩৮; মুসলিম হা/২৩০৯; মিশকাত হা/৫৮০১।
১১৮৫. মুসলিম হা/৯৬; বুখারী হা/৪৩৩৯।

উপনামে ডাকতেন। যেমন আব্দুল্লাহ বিন ওছমানকে তার উপনামে 'আবুবকর', আব্দুর রহমান বিন ছাখারকে 'আবু হুরায়রা' (ছোট বিড়ালের বাপ), আলীকে 'আবু তোরাব' (ধূলি ধুসরিত), হুযায়ফাকে 'নাওমান' (ঘুম কাতর), অতি সতর্ক ও সাবধানী হওয়ার কারণে আনাসকে 'যুল উযনাইন' (দুই কান ওয়ালা), সফরে অধিক বোঝা বহনকারী হিসাবে মুক্তদাস মিহরান বিন ফার্রূখ-কে 'সাফীনাহ' (নৌকা) বলে ডাকতেন।[১১৮৬] উল্লেখ্য যে, খুশী অবস্থায় উপনামে ডাকা আরবীয় রীতি হিসাবে প্রসিদ্ধ।

(ক) দুগ্ধদায়িনী মা, রোগী, বৃদ্ধ, মুসাফির ইত্যাদি বিবেচনায় তিনি জামা'আতে ছালাত সংক্ষেপ করতেন।[১১৮৭]

(খ) রাসূল (ছাঃ)-এর 'আযবা' (اَلْعَضْبَاءُ) নাম্নী একটা উষ্ট্রী ছিল। সে এতই দ্রুতগামী ছিল যে, কোন বাহন তাকে অতিক্রম করতে পারত না। কিন্তু একদিন এক বেদুঈনের সওয়ারী আযবা-কে অতিক্রম করে গেল। বিষয়টি মুসলমানদের কাছে কষ্টদায়ক মনে হ'ল। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ 'দুনিয়াতে আল্লাহ্র নীতি এটাই যে, কাউকে উঁচু করলে তাকে নীচুও করে থাকেন'।[১১৮৮]

(গ) জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (সৃষ্টির সেরা) বলে সম্বোধন করলে তিনি তাকে বলেন, ذَاكَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ 'তিনি হ'লেন ইবরাহীম (আঃ)'।[১১৮৯]

(ঘ) একবার এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে এসে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তখন তিনি তাকে বলেন, هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنِّى لَسْتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ تَأْكُلُ الْقَدِيْدَ 'স্থির হও! আমি কোন বাদশাহ নই। আমি একজন কুরায়েশ মহিলার সন্তান মাত্র। যিনি শুকনা গোশত ভক্ষণ করতেন'।[১১৯০] উল্লেখ্য যে, আরবের গরীব লোকেরা শুকনা গোশত খেতেন। এ সকল ঘটনায় বাস্তব জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনের ও নিরহংকার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

১১৮৬. আবু হুরায়রা *(তিরমিযী হা/৩৮৪০)*; আবু তোরাব *(বুখারী হা/৬২০৪)*; নাওমান *(মুসলিম হা/১৭৮৮ (৯৯)*; যুল-উযনাইন *(আবুদাঊদ হা/৫০০২; তিরমিযী হা/১৯৯২; মিশকাত হা/৪৮৮৭)*; সাফীনাহ *(আহমাদ হা/২১৯৭৮, সনদ হাসান; হাদীছের প্রথমাংশ মিশকাত হা/৫৩৯৫)*।

১১৮৭. বুখারী হা/৭০৩; মুসলিম হা/৪৬৭ (১৮৩); মিশকাত হা/১১৩১, ৩৪, ২৯।

১১৮৮. বুখারী হা/৬৫০১ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়-৮১ 'নম্রতা' অনুচ্ছেদ-৩৮।

১১৮৯. মুসলিম হা/২৩৬৯; মিশকাত হা/৪৮৯৬ 'শিষ্টাচারসমূহ' অধ্যায় ১৩ অনুচ্ছেদ।

১১৯০. ইবনু মাজাহ হা/৩৩১২; ছহীহাহ হা/১৮৭৬।

(১০) সংসার জীবনে (في حياته العائلية) : হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন ও কাপড়ে তালি লাগাতেন। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, সংসারের কাজ নিজ হাতে করতেন, নিজে বকরী দোহন করতেন, কাপড় ছাফ করতেন ও নিজের কাজ নিজে করতেন'।[১১৯১]

স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) ছিলেন কুমারী ও সবচেয়ে কম বয়স্কা। তাই রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো সাথীদের এগিয়ে দিয়ে নিজে তার সাথে দৌড়ে পাল্লা দিতেন। তাতে আয়েশা জিতে যেতেন। আবার আয়েশা ভারী হয়ে গেলে প্রতিযোগিতায় তিনি হেরে যান'।[১১৯২] তাকে নিয়ে বিয়ে বাড়ীতে বেদুঈন মেয়েদের নাচ-গান শুনেছেন।[১১৯৩] রাসূল (ছাঃ) যে কত বাস্তববাদী ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন, এতে তার প্রমাণ মেলে। খায়বর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নব পরিণীতা স্ত্রী ছাফিইয়াকে উটে সওয়ার করার জন্য তিনি নীচু হয়ে নিজের হাঁটু পেতে দেন। অতঃপর ছাফিইয়াহ নবীর হাঁটুর উপরে পা রেখে উটে সওয়ার হন'।[১১৯৪]

(১১) সমাজ জীবনে (في حياته الإجتماعية) : বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। নিজের ও স্ত্রী সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা করতেন। কারু ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ হ'তে দূরে থাকতেন। পরনিন্দা ও পরচর্চা হতে বেঁচে থাকতেন। সঙ্গী-সাথীদের খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি শত্রুদের দেওয়া কষ্টে ও মূর্খদের বাড়াবাড়িতে ধৈর্য ধারণ করতেন। তিনি মন্দকে মন্দ বলতেন ও ভালকে ভাল বলতেন। কিন্তু সর্বদা মধ্যপন্থী আচরণ করতেন।[১১৯৫] তিনি সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতেন। তাঁর নিকটে লোকেদের মর্যাদার ভিত্তি ছিল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতা *(আহমাদ হা/২৩৫৩৬)*। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি তাঁর করুণা ছিল সর্বাধিক। তিনি বলতেন, أَبْغُونِى فِي الضُّعَفَاءِ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ 'তোমরা আমাকে দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে তালাশ করো। কেননা তোমরা রূযিপ্রাপ্ত হয়ে থাক এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক দুর্বল শ্রেণীর মাধ্যমে'।[১১৯৬] অর্থাৎ তাদের প্রতি সদাচরণের মাধ্যমে তোমরা আমার সন্তুষ্টি তালাশ কর।

সমাজ সংস্কারে তিনি জনমতের মূল্যায়ন করতেন। যেমন-

১১৯১. আহমাদ হা/২৬২৩৭; মিশকাত হা/৫৮২২ সনদ ছহীহ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়।
১১৯২. ইবনু মাজাহ হা/১৯৭৯; ছহীহাহ হা/১৩১।
১১৯৩. বুখারী হা/৫১৯০; মুসলিম হা/৮৯২ (১৮); মিশকাত হা/৩২৪৪; বুখারী হা/৫১৪৭; মিশকাত হা/৩১৪০।
১১৯৪. বুখারী হা/৪২১১ 'খায়বর যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ ।
১১৯৫. বুখারী হা/৩৯; মিশকাত হা/১২৪৬।
১১৯৬. আবুদাঊদ হা/২৫৯৪; মিশকাত হা/৫২৪৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৭৯।

(১) কুরায়েশদের নির্মিত কা'বাগৃহে ইবরাহীম (আঃ) নির্মিত কা'বাগৃহ থেকে কিছু অংশ ছেড়ে রাখা হয়েছিল। ছাড়া অংশটিকে 'রুকনে হাত্বীম' বলা হয়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) চেয়েছিলেন ওটাকে ইবরাহীমী ভিতের উপর কা'বাগৃহের মধ্যে শামিল করতে এবং কা'বাগৃহের দু'টো দরজা করতে। কিন্তু জনমত বিগড়ে যাবার ভয়ে তিনি তা করেননি। এবিষয়ে তিনি একদিন আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُوْنَ، 'যদি তোমার কওম নওমুসলিম না হ'ত, তাহ'লে আমি কা'বা ভেঙ্গে দিতাম এবং এর দু'টি দরজা করতাম। একটি দিয়ে মুছল্লীরা প্রবেশ করত এবং অন্যটি দিয়ে বেরিয়ে যেত। কিন্তু কুরায়েশরা তা না করে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে। যাতে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (৬৪-৭৩ হি.) সেটি করেন'।[১১৯৭]

(২) তিনি সাধ্যপক্ষে উম্মতের ঐক্য রক্ষার চেষ্টা করতেন। যেমন মুনাফিকদের অপতৎপরতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে ওমর ফারূক (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, আমাকে অনুমতি দিন এই মুনাফিকটাকে (ইবনু উবাইকে) শেষ করে দিই। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, না। তাতে লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মাদ তার সাথীদের হত্যা করছেন'।[১১৯৮]

(৩) তিনি লোকদের সাথে নম্র আচরণ করতেন। বৈঠকে তিনি কোনরূপ অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। বেদুঈনদের রূঢ় আচরণে তিনি ধৈর্য অবলম্বন করতেন। বলা চলে যে, তাঁর এই বিনয়ী ব্যবহার ও অতুলনীয় ব্যক্তি মাধুর্যের প্রভাবেই রুক্ষ স্বভাবের মরুচারী আরবরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ 'আর আল্লাহ্র রহমতেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হ'তে, তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। রাসূল (ছাঃ)-এর এই অনন্য চরিত্র মাধুর্য ছিল নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র বিশেষ দান।

পর্যালোচনা (المراجعة) :

অতি বড় দুশমনও রাসূল (ছাঃ)-কে কখনো অসৎ বলেনি। কিন্তু তারা কুরআনী বিধানকে মানতে রাযী হয়নি। স্বেচ্ছাচারিতায় অভ্যস্ত পুঁজিবাদী গোত্রনেতারা ইসলামের পুঁজিবাদ বিরোধী ও ন্যায়বিচারভিত্তিক অর্থনীতি, মানবিক সমাজনীতি এবং আখেরাতভিত্তিক

১১৯৭. বুখারী হা/১২৬ 'ইলম' অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-৪৮; ঐ, হা/১৫৮৪ 'হজ্জ' অধ্যায়-২৫, অনুচ্ছেদ-৪২।
১১৯৮. তিরমিযী হা/৩৩১৫ সনদ ছহীহ ।

জীবন নীতিকে মেনে নিতে পারেনি। আর সে কারণেই তো আবু জাহল রাসূল (ছাঃ)-কে বলেছিল, إِنَّا لاَ نُكَذِّبُكَ وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ 'আমরা তোমাকে মিথ্যা বলি না। বরং তুমি যে ইসলাম নিয়ে এসেছ, তাকে মিথ্যা বলি'। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়,

فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ- (الأنعام ٣٣)-

'বস্ততঃ ওরা তোমাকে মিথ্যা বলে না। বরং এইসব যালেমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে' *(আন'আম ৬/৩৩)*।[১১৯৯]

বাতিলপন্থীরা চিরকাল ন্যায় ও সত্যকে ভয় পায়। তাই মক্কার মুশরিক নেতারা কুরআনকে সত্য বলে স্বীকার করার পরেও রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে কুরআন পরিবর্তনের দাবী করেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَـذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِيْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوْحَى إِلَيَّ إِنِّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ- (يونس ١٥)-

'আর যখন তাদের কাছে আমাদের স্পষ্ট আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন যারা আমাদের সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলে যে, এটি ব্যতীত অন্য কুরআন নিয়ে এসো অথবা এটাকেই পরিবর্তন কর। তুমি বলে দাও যে, নিজের পক্ষ থেকে এতে পরিবর্তন আনার কোন সাধ্য আমার নেই। আমি তো কেবল সেটারই অনুসরণ করি যা আমার নিকটে অহী করা হয়। আমি যদি আমার পালনকর্তার অবাধ্যতা করি, তাহ'লে আমি ভয়ংকর দিবসের শাস্তির আশংকা করি' *(ইউনুস ১০/১৫)*।

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন, إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ 'নিশ্চয়ই তুমি সরল পথের উপরে আছ' *(হজ্জ ২২/৬৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পুরা জীবন ছিল কুরআনের বাস্তব চিত্র। সেকারণ একদা মা আয়েশাকে রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেছিলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ 'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন'।[১২০০] অর্থাৎ তিনি ছিলেন কুরআনের বাস্তব রূপকার। হাদীছের পাতায় পাতায় যার দৃষ্টান্ত সমূহ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। কুরআন ও হাদীছ তাই মুসলিম জীবনের চলার পথের একমাত্র আলোকবর্তিকা। আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন চরিত যথাযথভাবে অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আমীন!

১১৯৯. তিরমিযী হা/৩০৬৪; মিশকাত হা/৫৮৩৪, সনদ মুরসাল।
১২০০. আহমাদ হা/২৫৩৪১, ২৫৮৫৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৮১১।

দু'টি জীবন্ত মু'জেযা : কুরআন ও হাদীছ

(معجزتان خالدتان : القرآن والحديث)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনে আমরা বহু মু'জেযার কথা জেনেছি। যার সবই ছিল তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে সেগুলির বিলুপ্তি ঘটেছে। যেমন পূর্বের নবীগণের বেলায় ঘটেছে। তাওরাত, যবূর, ইনজীল প্রভৃতি পূর্বেকার কিতাব সমূহ পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পরেও যে মু'জেযা জীবন্ত হয়ে আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, তা হ'ল তাঁর আনীত কালামুল্লাহ আল-কুরআনুল হাকীম। বিশ্ব মানবতার চিরন্তন পথপ্রদর্শক হিসাবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ যা দুনিয়াবাসীর জন্য তাঁর শেষনবীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। যতদিন মানুষ ঐ আলোক স্তম্ভ থেকে আলো নিবে, ততদিন তারা পথভ্রষ্ট হবে না। যা মানব জাতির আমানত হিসাবে রক্ষিত আছে এবং চিরকাল থাকবে। যতদিন পৃথিবী থাকবে, মানবজাতি থাকবে, ততদিন কুরআন থাকবে অবিকৃত ও অক্ষুণ্নভাবে। একে বিকৃত করার বা বিলুপ্ত করার ক্ষমতা কারু হবে না। রাসূল (ছাঃ)-এর ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনের বাঁকে বাঁকে বাস্তবতার নিরিখে আসমানী তারবার্তা হিসাবে কুরআন নাযিল হয়েছে পরম্পরাগতভাবে। নুযূলে কুরআনের শুরু থেকে নবুঅতের শুরু এবং নুযূলে কুরআনের সমাপ্তিতে নবী জীবনের সমাপ্তি। তাই নবীচরিত আলোচনায় কুরআনের আলোচনা অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে পড়ে। শেষনবী (ছাঃ) চলে গেছেন। রেখে গেছেন কুরআন। কিন্তু কি আছে সেখানে? এক্ষণে আমরা কুরআনের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলী সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

কুরআনের পরিচয় (تعارف القرآن) :

কুরআনের মূল পরিচয় হ'ল এই যে, এটি 'কালামুল্লাহ' (كَلاَمُ اللهِ) বা আল্লাহ্র কালাম। যা সরাসরি আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছে।[১২০১] সৃষ্টিজগত দুনিয়াবী চোখে কখনোই তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে দেখতে পাবে না *(আন'আম ৬/১০৩)*। তবে তাঁর 'কালাম' দেখে, পড়ে, শুনে ও বুঝে হেদায়াত লাভ করতে পারবে। কুরআনের ভাব ও ভাষা, এর প্রতিটি বর্ণ, শব্দ ও বাক্য আল্লাহ্র। জিব্রীল ছিলেন বাহক[১২০২] এবং রাসূল (ছাঃ) ছিলেন এর প্রচারক ও ব্যাখ্যাতা।[১২০৩] কুরআন লওহে মাহফূযে (সুরক্ষিত ফলকে) লিপিবদ্ধ ছিল' *(বুরূজ ৮৫/২১-২২)*। সেখান থেকে আল্লাহ্র হুকুমে ক্রমে ক্রমে নাযিল হয়েছে।[১২০৪]

১২০১. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৭৪; নিসা ৪/৮২; আন'আম ৬/১১৫; আ'রাফ ৭/৩৫; হামীম সাজদাহ ৪১/৪২; ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৭৭-৮২; হাক্কাহ ৬৯/৪৩; দাহর ৭৬/২৩।
১২০২. বাক্বারাহ ২/৯৭; শু'আরা ২৬/১৯৪; তাকভীর ৮১/১৯।
১২০৩. মায়েদাহ ৫/৬৭; নাহল ১৬/৪৪, ৬৪।
১২০৪. আলে ইমরান ৩/৩; ইসরা ১৭/১০৬; ফুরক্বান ২৫/৩২; যুমার ৩৯/২৩।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পর বিগত সকল নবীর নবুঅত শেষ হয়ে গিয়েছে এবং কুরআন অবতরণের পর বিগত সকল ইলাহী কিতাবের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। ঈসা (আঃ) সহ বিগত সকল নবীই শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন *(ছফ ৬১/৬)* এবং তাঁরা শেষনবীর আমল পেলে তাঁকে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করবেন বলে আল্লাহ্র নিকটে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন *(আলে ইমরান ৩/৮১)*। এমনকি তওরাত ও ইনজীলে সর্বশেষ উম্মী নবীর আগমনের সুসংবাদ লিপিবদ্ধ ছিল *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*। সে হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) কেবল আখেরী যামানার নবী নন, বরং তিনি ছিলেন বিগত সকল নবীর নবী। অনুরূপভাবে তাঁর আনীত কিতাব ও শরী'আত বিগত সকল কিতাব ও শরী'আতের সত্যায়নকারী[১২০৫] এবং পূর্ণতা দানকারী *(মায়েদাহ ৫/৩)*। অতএব কুরআন বর্তমান পৃথিবীর একমাত্র ইলাহী কিতাব এবং সকল মানুষের জন্য একমাত্র পথপ্রদর্শক ইলাহী গ্রন্থ।

এর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাম হ'ল 'কুরআন'। যার অর্থ 'পরিপূর্ণ' যেমন বলা হয়, قَرَأَتِ الْحَوْضُ 'হাউয কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে'। সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণভাবে সঞ্চিত হওয়ার কারণে কালামুল্লাহকে 'কুরআন' বলা হয়েছে। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) একথা বলেন *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ৩/২৪১)*। আল্লাহ বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً 'তোমার প্রভুর কালাম সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ' *(আন'আম ৬/১১৫)*। অর্থাৎ কুরআনের প্রতিটি কথাই সত্য এবং প্রতিটি বিধানই ন্যায় ও ইনছাফপূর্ণ। ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ এই কিতাবে কোনরূপ ত্রুটি বা সন্দেহ নেই (*বাক্বারাহ ২/২*)। কুরআন ব্যতীত পৃথিবীতে এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নেই, যা তার শুরুতেই নিজেকে সন্দেহমুক্ত বলে ঘোষণা করেছে।

কুরআনের মু'জেযা হওয়ার প্রমাণ সমূহ (دلائل إعجاز القرآن)

১. কুরআনের অপরিবর্তনীয়তা (عدم تغيير القرآن) :

কুরআন তার অবতরণকাল থেকে এযাবত একইভাবে অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। দেড় হাযার বছর পূর্বে যে কুরআন পাঠ করা হ'ত, এখনো সেই কুরআনই পাঠ করা হয়। যার একটি শব্দ ও বর্ণ পরিবর্তিত হয়নি বা মুছে যায়নি। অথচ তাওরাত, যবূর, ইনজীল প্রভৃতির মূল গ্রন্থের অস্তিত্ব দুনিয়াতে নেই।

১২০৫. বাক্বারাহ ২/৪১, ৯১, ৯৭; আলে ইমরান ৩/৩, ৫০; নিসা ৪/৪৭; মায়েদাহ ৫/৪৮; ফাত্বের ৩৫/৩১; আহক্বাফ ৪৬/৩০।

২. বিশ্বময়তা (عالمية القرآن) :

যে রাতে নুযূলে কুরআনের সূচনা হয়, সে রাতে একজনই মাত্র শ্রোতা ছিলেন সৌভাগ্যবতী নারী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)। অথচ সেই কুরআন ক্রমে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে কোটি কোটি মানবসন্তান পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে ও ছালাতের বাইরে কুরআনের কিছু না কিছু অংশ হরহামেশা পাঠ করে থাকে। কুরআন বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, সূরা ফাতিহা প্রতিদিন যতবার পাঠ করা হয়, বিশ্বের কোন ভাষার কোন পাঠ্যাংশের সেই সৌভাগ্য আজ পর্যন্ত হয়নি'। অনেক খ্রিষ্টান দার্শনিকের মতে ২০৫০ সালের মধ্যেই ইসলাম বিশ্বের বৃহত্তম ধর্ম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে'।[১২০৬] কুরআনই যে তার প্রধান কারণ তা বলাই বাহুল্য।

৩. নিজ ভাষাতেই পঠিত (متلو في لغته) : যে আরবী ভাষাতে কুরআন নাযিল হয়েছে, সেই ভাষাতেই কুরআন সর্বত্র পঠিত হয়। খ্রিষ্টানরা বাইবেলের কথিত অনুবাদ পাঠ করে থাকে। তাও পাঠকারীর সংখ্যা অতি নগণ্য। যেকারণে বিশিষ্ট ইভানজেলিষ্ট জর্জ গ্যালাপের মতে, 'আমেরিকানরা হ'ল বাইবেল অন্ধ জাতি' *(দৈনিক আমার দেশ)*। অর্থাৎ আসল বাইবেল সম্পর্কে তারা অন্ধ। যা কখনোই তারা দেখেনি। বস্তুতঃ তওরাত, যবূর, ইনজীল প্রভৃতি ইলাহী গ্রন্থ যে ভাষায় নাযিল হয়েছিল, সেই ভাষা বা বর্ণমালা এমনকি বেদ, যিন্দাবেস্তা প্রভৃতির ভাষা ও বর্ণমালা এবং সেসবের ভাষাভাষী কোন মানুষের অস্তিত্ব বর্তমান পৃথিবীতে নেই। পক্ষান্তরে আরবী ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে কোটি কোটি এবং তা ক্রমবর্ধমান। আরবী বর্তমানে জাতিসংঘের ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে বরিত।

উল্লেখ্য যে, হিব্রু (الْعِبْرَانِى) যা তওরাতের ভাষা ছিল, খালেদী (خَالِدِي) যা মসীহ ঈসার ভাষা ছিল, দুররাই (دُرِّي) যা যিন্দাবিস্তার ভাষা ছিল, সংস্কৃত (سَنْسكِرِت) যা বেদ-এর ভাষা ছিল, তা পৃথিবীর কোন দেশ এমনকি কোন যেলা বা মহল্লাতেও জনগণের মুখের ভাষা হিসাবে এখন চালু নেই। আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই ঐসব ভাষা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু রেখে দেওয়া হয়েছে আরবী ভাষাকে। যা কুরআন-হাদীছের স্বার্থে ক্বিয়ামত পর্যন্ত জীবন্ত থাকবে। উল্লেখ্য যে, বাইবেলের যে 'নতুন নিয়ম' (New Testament) পাওয়া যায়, তাতে লেখা আছে Translated out of the original Greek known as the authorised version (মূল গ্রীক থেকে অনূদিত। যা অনুমোদিত ভাষান্তর হিসাবে পরিচিত)। এতে বুঝা যায় যে, বাইবেলের আরও version আছে। যা কোন কারণ বশতঃ অনুমোদিত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান বাইবেল গ্রীক ভাষা

১২০৬. দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা, ৮ জানুয়ারী'২০০৮, লেখক : মামুনুর রশীদ।

থেকে অনূদিত। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল ঈসা (আঃ) তো গ্রীসের বাসিন্দা ছিলেন না। তার মাতৃভাষাও গ্রীক ছিল না। তিনি ফিলিস্তীনে জন্ম গ্রহণ করেন ও নিজ এলাকায় প্রচলিত খালেদী ভাষায় তিন বছর ধর্ম প্রচার করেন। তাহ'লে ইনজীলের মূল ভাষা গ্রীক হ'ল কিভাবে?

আধুনিক সেক্যুলারিজমের কুপ্রভাব কুরআনের প্রতি মানুষের তীব্র আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমাতে পারেনি। কেননা কুরআনের ভাষা সরাসরি আল্লাহ্র ভাষা। এটি হ'ল জান্নাতের ভাষা। কুরআনের প্রতিটি বাক্য, শব্দ ও বর্ণ আল্লাহ্র নূরে আলোকিত। যা বিশ্বাসী মুসলমানের হৃদয় জগতকে আলোকিত করে। জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকার দূরীভূত করে। বিষাদিত অন্তরকে আমোদিত করে। জর্জরিত অন্তরকে সুশীতল করে। মুমিনের হৃদয়ে কুরআনের প্রভাব তাই অতুলনীয় ও অনির্বচনীয়। যার প্রতি হরফে মুসলমান কমপক্ষে দশটি করে নেকী পায়। যা তার পরকালকে সমৃদ্ধ করে। মানছূরপুরীর হিসাব মতে কুরআনের সর্বমোট হরফের সংখ্যা ৩,৪৬,৯৯৮টি *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ৩/২৭৬)*। বিশিষ্ট কুরআন গবেষক কনস্ট্যান্স প্যাডউইক তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'কুরআন তার অনুসারীদের অন্তরে জাগ্রত। তাদের কাছে এটি নিছক কিছু শব্দ বা কথামালা নয়। এগুলি আল্লাহ্র নূরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার জ্বালানী' *(দৈনিক আমার দেশ)*। তুরস্কের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ শাসক কামাল পাশা অতি উৎসাহী হয়ে আরবী আযান বাতিল করে তুর্কী আযান চালু করেন। পরে জনরোষে পড়ে পুনরায় আরবী আযান চালু করতে বাধ্য হন।

৪. কুরআনের হেফাযতকারী আল্লাহ (الله حافظ للقرآن) : কুরআন একমাত্র ইলাহী গ্রন্থ যার হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন। তিনি বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ 'আমরা কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী *(হিজর ১৫/৯)*। তিনি বলেন, إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ 'এর সংরক্ষণ ও পঠন-পাঠন আমাদেরই দায়িত্বে'। 'সুতরাং যখন আমরা তা (জিব্রীলের মাধ্যমে) পাঠ করাই, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর'। 'অতঃপর এর ব্যাখ্যা করা (হাদীছ) আমাদেরই দায়িত্বে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৭-১৯)*। অতএব আল্লাহ কেবল কুরআন ও হাদীছের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই তা ক্বিয়ামত অবধি টিকে থাকবে। কিন্তু অন্যান্য এলাহী গ্রন্থের দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। তাই সেসব হারিয়ে গেছে এবং যেতে বাধ্য।

৫. কুরআন সকল জ্ঞানের উৎস (مصدر كل علم) :

কুরআন যারা মানেন এবং যারা মানেন না, সকলে কুরআনের বিভিন্নমুখী হেদায়াত থেকেই আলো নিয়েছেন। বরং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎসই হ'ল কুরআন। অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের এই বৈশিষ্ট্য নেই। বিজ্ঞানীদের মতে কুরআনের প্রতি ১১টি আয়াত বিজ্ঞান বহন করে। এর দ্বারা তারা হয়ত কেবল বস্তুগত বিজ্ঞান সমূহের হিসাব

Contents

করেছেন। কিন্তু এছাড়াও সেখানে রয়েছে সমাজ বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান, সমর বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব ও নভো বিজ্ঞান প্রভৃতি। তাছাড়া রয়েছে জীবনের বিভিন্ন শাখা ও প্রশাখাগত বিষয়ক বিজ্ঞান। সে হিসাবে কুরআনের প্রতিটি আয়াতই বিজ্ঞান বহন করে। কুরআনী বিজ্ঞানের চর্চা করেই মুসলমানেরা কয়েক শতাব্দীব্যাপী বিশ্ব বিজ্ঞানের অগ্রনায়ক ছিল। অতঃপর বাগদাদ ও স্পেনের রাজনৈতিক পতনের ফলে বিজ্ঞানেরও পতন ঘটে এবং তাদেরই রেখে যাওয়া বিজ্ঞানের অনুসরণ করে বস্তুবাদী ইউরোপ আজ ক্রমে মুসলমানদের শূন্যস্থান পূরণ করে চলেছে।

মনুষ্য বিজ্ঞানের উৎস হ'ল অনুমিতি। যা যেকোন সময় ভুল প্রমাণিত হয়। যেমন বিজ্ঞানীরা বলেন, Science gives us but a partial knowledge of reality ‘বিজ্ঞান আমাদেরকে কেবল আংশিক সত্যের সন্ধান দেয়’।[১২০৭] তারা স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে কাজ শুরু করে থাকেন। তারা বলেন, ‘আমরা কতিপয় বাহ্য প্রকাশকে দেখি মাত্র, মূল বস্তুকে দেখিনা’। যেমন ধোঁয়া দেখে মানুষ আগুনের সন্ধানে ছুটে থাকে। কিন্তু কুরআনী বিজ্ঞানের উৎস হ'ল আল্লাহ্র অহী। যেখানে ভুলের কোন অবকাশ নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ‘সম্মুখ থেকে বা পিছন থেকে এর মধ্যে মিথ্যার কোন প্রবেশাধিকার নেই। এটি ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হয়েছে প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হ'তে’ *(হামীম সাজদাহ ৪১/৪২)*। আজকের যেসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমরা দেখছি তার প্রায় সবেরই উৎস রয়েছে কুরআনে। যা সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছিল চৌদ্দশ’ বছর পূর্বে একজন মরুচারী নিরক্ষর নবীর মুখ দিয়ে- যা ছিল আল্লাহ্র কালাম। উদাহরণ স্বরূপ-

(১) জগত সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবে বলা হয়, ‘কোটি কোটি বছর পূর্বে বিশ্বজগত একটি অখণ্ড জড়বস্তু রূপে বিদ্যমান ছিল। পরে তার কেন্দ্রে একটি মহাবিস্ফোরণ ঘটে, যাকে Big-Bang বলা হয়। সেই মহা বিস্ফোরণের ফলে আমাদের সৌরজগত, ছায়াপথ, তারকারাজি ইত্যাদি সৃষ্টি হ'ল এবং বিনা বাধায় সর্বত্র সন্তরণ করে চলল’। অথচ কুরআন বহু পূর্বেই এ তথ্য প্রদান করেছে। আল্লাহ বলেন, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ‘অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরস্পরে মিলিত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম’ *(আম্বিয়া ২১/৩০)*। প্রশ্ন হ'ল, বিস্ফোরণ ঘটালো কে? সেখানে প্রাণের সঞ্চার হ'ল কিভাবে? অতঃপর বিশাল সৃষ্টি সমূহ অস্তিত্বে আনল কে? যদি কেউ বলে যে, প্রেস মেশিনে বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং তা ধ্বংস হয়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। অতঃপর সেখানে তৈরী হয়েছে বড় বড় গবেষণাগ্রন্থ। একথা কেউ বিশ্বাস করবে কি?

১২০৭. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, মহাসত্যের সন্ধানে (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী ৫ম প্রকাশ ১৪১৯হি./১৯৯৮) ৬১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

(২) প্রাণের উৎস কি? এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, পানি থেকেই প্রাণীজগতের উদ্ভব। অথচ কুরআন একথা আগেই বলেছে, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُوْنَ ‘আমরা প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করেছি পানি হতে। তবুও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?’ *(আম্বিয়া ২১/৩০; নূর ২৪/৪৫)*। প্রশ্ন হ’ল, পানি সৃষ্টি করল কে? অতঃপর তার মধ্যে প্রাণ শক্তি এনে দিল কে?

(৩) বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতিটি প্রাণসত্তার মধ্যে রয়েছে বিপরীতধর্মী দু’টি শক্তির জোড়। যার একটি পজেটিভ বা প্রোটন এবং অপরটি নেগেটিভ বা ইলেকট্রন। এমনকি বিদ্যুতের ন্যায় প্রাণহীন বস্তুর মধ্যেও রয়েছে এই জোড়ার সম্পর্ক। অথচ কুরআন বহু পূর্বেই এর তথ্য দিয়েছে, سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ ‘মহাপবিত্র সেই সত্তা, যিনি ভূ-উৎপন্ন সকল বস্তু এবং মানুষ ও তাদের অজানা সবকিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন’ *(ইয়াসীন ৩৬/৩৬)*। (৪) উদ্ভিদের জীবন আছে, একথা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭ খৃ.) মাত্র সেদিন আবিষ্কার করলেন। অথচ বহু পূর্বেই একথা কুরআন বলে দিয়েছে। وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ‘নক্ষত্ররাজি ও উদ্ভিদরাজি আল্লাহকে সিজদা করে’ *(রহমান ৫৫/৬; ইসরা ১৭/৪৪; নূর ২৪/৪১ প্রভৃতি)*। স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মানে পাথর ও বৃক্ষসমূহ ঝুঁকে পড়ে তাঁকে সম্মান জানিয়েছে। আকাশের মেঘমালা তাঁকে ছায়া করেছে।[১২০৮] এমনকি তাঁর হুকুমে ছায়াদার বৃক্ষ নিজের স্থান থেকে উঠে এসে তার নিকটে দাঁড়িয়ে তাঁকে ছায়া করেছে। আবার তাঁর হুকুমে স্বস্থানে ফিরে গেছে।[১২০৯] এগুলো সবই উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে, তার প্রমাণ বহন করে। (৫) এমনকি এর চাইতে বড় তথ্য কুরআন প্রকাশ করেছে, বিজ্ঞানীরা আজও যা প্রমাণ করতে পারেনি। আর তা হ’ল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রাণ আছে এবং আছে বোধশক্তি। যেমন আল্লাহ বলেন, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ ‘অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্রবিশেষ। অনন্তর তিনি ওটাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা এলাম অনুগত হয়ে’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১১)*।

(৬) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ও তন্মধ্যকার সবকিছু সর্বদা আল্লাহ্র গুণগান করে। কিন্তু মানুষ তা বুঝতে পারে না। যেমন আল্লাহ বলেন, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ

১২০৮. তিরমিযী হা/৩৬২০; মিশকাত হা/৫৯১৮ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়-২৯, ‘মু‘জেযা সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৭।

১২০৯. মুসলিম হা/৩০১২; দারেমী হা/২৩; মিশকাত, ঐ, হা/৫৮৮৫, ৫৯২৪।

وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْماً غَفُوْراً 'সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যকার সবকিছু তাঁরই গুণগান করে। আর এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করে না। কিন্তু ওদের গুণগান তোমরা বুঝতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ' *(ইসরা ১৭/৪৪)*। এগুলি সবই আল্লাহ্র আয়াত বা নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে তথ্য কেবলমাত্র কুরআনই আমাদেরকে প্রদান করেছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

৬. বিশ্বমানবতার জন্য ইসলাম প্রেরণের সুসংবাদদাতা (مبشر إرسال الإسلام للإنسانية العالمية)

কুরআনই একমাত্র ইলাহী গ্রন্থ, যা মানবজাতিকে আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামকে প্রেরণের সুসংবাদ দিয়েছে। যেমন বিদায় হজ্জের দিন আয়াত নাযিল করে আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا 'আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ তার অনুসারীদের এরূপ কথা শুনাতে ব্যর্থ হয়েছে।

৭. অনন্য প্রভাবশালী গ্রন্থ (الكتاب المؤثر الوحيد) :

কুরআনের অপূর্ব সাহিত্যিক মান, তুলনাহীন আলংকরিক বৈশিষ্ট্য, অনন্য সাধারণ বর্ণনাভঙ্গি এবং এর অলৌকিক প্রভাব যেকোন মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে মোহিত করে ফেলে। পৃথিবীর কোন ধর্মগ্রন্থে এমন প্রভাবের কোন নযীর নেই।

(১) আবু জাহল, আবু সুফিয়ান, আখনাস বিন শারীক্ব-এর মত নেতারাও রাতের বেলা একে অপরকে লুকিয়ে গোপনে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর তাহাজ্জুদে পঠিত কুরআন মুগ্ধ মনে শ্রবণ করত। পরপর তিনদিন একই ঘটনার পর আখনাস বিন শারীক্ব লাঠি হাতে হাঁটতে হাঁটতে আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে এসে বললেন, হে আবু হানযালা! মুহাম্মাদের মুখ দিয়ে যা শুনলাম, সে বিষয়ে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, আমি ঐ কালাম বুঝতে পেরেছি এবং সেখানে যা চাওয়া হয়েছে, তাও বুঝেছি'। আখনাস বললেন, আমিও আপনার সাথে একমত। এবার তিনি হাঁটতে হাঁটতে আবু জাহলের বাড়ীতে গেলেন ও তাকে একই প্রশ্ন করলেন। জবাবে আবু জাহল বললেন, আসল কথা হ'ল, تَنَازَعْنَا نَحْنُ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافٍ الشَّرَفَ... مِنَّا نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ، فَمَتَى نُدْرِكُ مِثْلَ هَذِهِ؟ وَاللهِ لاَ نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا وَلاَ نُصَدِّقُهُ 'বনু 'আব্দে মানাফের সাথে আমাদের বংশ মর্যাদাগত ঝগড়া আছে।... তারা বলে, আমাদের বংশে একজন নবী আছেন, যার

নিকটে আসমান থেকে ‘অহি’ আসে। কবে আমরা এই মর্যাদা পাব? অতএব আল্লাহ্র কসম! আমরা কখনোই তার উপরে ঈমান আনব না এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করব না’। একথা শুনে আখনাস চলে এলেন’।[১২১০] এতে বুঝা যায় যে, অতি বড় দুশমনও কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু যিদ ও হঠকারিতা বশে তারা পথভ্রষ্ট হয়।

(২) প্রসিদ্ধ কুরায়েশ নেতা উৎবা বিন রাবী‘আহ একদিন আবু জাহল ও অন্য নেতাদের পরামর্শ মতে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এলেন। ইনি একই সাথে জাদুবিদ্যা, ভবিষ্যদ্বাণী ও কবিতায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি এসে রাসূল (ছাঃ)-এর অনেক প্রশংসা করলেন। অতঃপর তাকে তাওহীদ প্রচার বন্ধের বিনিময়ে নেতৃত্ব, দশজন সুন্দরী স্ত্রী ও বিপুল ধন-সম্পদ দানের লোভনীয় প্রস্তাব দিলেন। রাসূল (ছাঃ) সবকিছু শোনার পর তাকে সূরা হা-মীম সাজদাহ ১-১৩ আয়াত পর্যন্ত শুনালেন। এ সময় ওৎবা আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তার মুখে হাত দিয়ে কুরআন পাঠ বন্ধ করতে বললেন। ফিরে আসার পর তিনি নেতাদের কাছে বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি এমন কথা শুনেছি, যা আমার দু’টি কান কখনো শোনেনি। আল্লাহ্র কসম! এটি জাদু নয়, এটি কবিতা নয়, এটি কোন ভবিষ্যৎ কথন নয়। হে কুরায়েশগণ! তোমরা আমার কথা শোন! তোমরা এ মানুষটিকে ছেড়ে দাও। যদি তিনি আরবদের উপর বিজয়ী হন, তাহ’লে তার রাজত্ব তোমাদের রাজত্ব। তার সম্মান তোমাদের সম্মান। তার মাধ্যমে তোমরা হবে সৌভাগ্যবান। তোমরা জানো মুহাম্মাদ কখনো মিথ্যা বলেন না। আমি ভয় পাচ্ছি তোমাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল না হয়’। জবাবে আবু জাহল বলল, আল্লাহ্র কসম! আপনাকে সে তার কথা দিয়ে জাদু করেছে’।[১২১১]

(৩) একদিন কা‘বা চত্বরে উপস্থিত মক্কার মুশরিকদের একজন বাদে সকলে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে সূরা নাজম শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে সূরার শেষ ৬২তম সিজদার আয়াত শুনে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সিজদায় পড়ে যায়। রাবী ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একজন বৃদ্ধ কেবল সিজদা করেনি। সে এক মুষ্টি মাটি তুলে নিজের কপালে ঠেকিয়ে বলেছিল, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। পরে তাকে আমি (বদরের যুদ্ধে) কাফের অবস্থায় নিহত হ’তে দেখেছি।’ ঐ বৃদ্ধটি ছিল মক্কার অন্যতম নেতা উমাইয়া বিন খালাফ।[১২১২]

(৪) রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আর বরকতে এবং কুরআনী সূরার অতুলনীয় প্রভাবে রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে আগত ওমর নিমেষে কুরআনের খাদেমে পরিণত হয়ে যান’ *(ইবনু হিশাম ১/৩৪২-৪৬)*।

১২১০. ইবনু হিশাম ১/৩১৫-১৬; বর্ণনাটির সনদ মুনক্বাতি‘ ঐ, তাহকীক ক্রমিক ৩০৪; বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ২/২০৬; আল-বিদায়াহ ৩/৬৪।

১২১১. বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ২/২০৩-০৬; ইবনু হিশাম ১/২৯৪; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ১০৭; সনদ হাসান; আল-বিদায়াহ ৩/৬৩-৬৪।

১২১২. বুখারী হা/৪৮৬৩; মুসলিম হা/৫৭৬; মিশকাত হা/১০৩৭ ‘কুরআনের সিজদা সমূহ’ অনুচ্ছেদ।

(৫) জা'ফর বিন আবু ত্বালিবের মুখে সূরা মারিয়ামের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলি শুনে হাবশার বাদশাহ আছহামা নাজাশী ও তাঁর সভাসদ খ্রিষ্টান নেতাদের চক্ষু দিয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল। অতঃপর মদীনায় নাজাশী প্রেরিত পণ্ডিতগণের সত্তর জনের এক শাহী প্রতিনিধিদল রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে সূরা ইয়াসীন শুনে কেঁদে আত্মহারা হয়ে পড়েন ও সেখানেই মুসলমান হয়ে যান। পরে বাদশাহ নাজাশীও মুসলমান হন।[১২১৩]

(৬) কুরায়েশ-এর সবচেয়ে বড় ধনী ও বড় কবি অলীদ বিন মুগীরাহ একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে কুরআন শুনতে চাইলেন। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে সূরা নাহলের ৯০ আয়াতটি শুনিয়ে দেন।[১২১৪] অলীদ বিন মুগীরাহ আবার শুনতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুনরায় পড়লেন। আয়াতটি শুনে হয়রান হয়ে তিনি বলে ওঠেন وَاللهِ إِنَّ لَهُ لَحَلاَوَةً، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاَوَةً، وَإِنَّ أَعْلاَهُ لَمُثْمِرٌ، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ وَمَا يَقُوْلُ هَذَا بَشَرٌ 'আল্লাহ্র কসম! এর রয়েছে এক বিশেষ মাধুর্য, এর মধ্যে রয়েছে বিশেষ সজীবতা, এর শাখা-প্রশাখা সমূহ ফলবন্ত। এর জড়দেশ সদা সরস। আর মানুষ কখনো এরূপ বলতে পারে না' *(আল-ইস্তী'আব)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلاَ يُعْلَى، وَإِنَّهُ لَيَحْطِمُ مَا تَحْتَهُ 'নিশ্চয় এটি বিজয়ী হবে, বিজিত হবে না। আর নিশ্চয় এটি তার নীচের সবকিছুকে চূর্ণ করে দিবে'। তার এরূপ প্রশংসাগীতি শুনে আবু জাহল বলল, আপনি যতক্ষণ মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে কিছু না বলবেন, ততক্ষণ আপনার কওম আপনার উপর খুশী হবে না। তখন তিনি বললেন, ছাড়! আমাকে একটু ভাবতে দাও। অতঃপর ভেবে-চিন্তে তিনি বললেন, هَذَا سِحْرٌ يُؤْثَرُ يَأْثُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ 'এটি অন্য থেকে প্রাপ্ত জাদু! *(আল-বিদায়াহ ৩/৬১)*। বস্তুতঃ অলীদের প্রথম কথাগুলি ছিল তার মনের কথা। আর শেষের কথাগুলি ছিল রাজনৈতিক। এ প্রসঙ্গে সূরা মুদ্দাছছির ১১-২৬ আয়াতগুলি নাযিল হয়।[১২১৫]

(৭) এর প্রভাব এত বেশী যে, ৩৬০টি দেবদেবীর পূজারী নিমেষে সবকিছু ছেড়ে এক আল্লাহ্র ইবাদতকারী বনে যান। কোন আইন মানতে যারা কখনোই বাধ্য ছিল না, সেই অবাধ্য মরু আরব নিমেষে আল্লাহ্র আইনের সামনে এসে মাথা পেতে দেয়। পুলিশ বা

১২১৩. ইবনু কাছীর, সূরা মায়েদাহ ৮২ ও ক্বাছাছ ৫৩ আয়াতের তাফসীর; ইবনু হিশাম ১/৩৩৬।

১২১৪. إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় কাজ ও অবাধ্যতা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর' *(নাহল ১৬/৯০)*।

১২১৫. বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ২/১৯৮-৯৯; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/৬১।

কোন বাহিনীর প্রয়োজন হয়নি, নিজেরা এসে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে পীড়াপীড়ি করে। মা'এয আসলামী, গামেদী মহিলা প্রমুখদের ঘটনা যার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।[১২১৬]

(৮) বদরের যুদ্ধে বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে আলোচনার জন্য কুরায়েশ নেতা জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম মদীনায় উপনীত হয়ে মাগরিবের জামা'আতে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে সূরা তূরের আয়াতগুলি শুনে দারুণভাবে প্রভাবিত হন। তিনি বলেন, এর দ্বারা আমার হৃদয়ে প্রথম ঈমান প্রবেশ করে' *(আল-ইছাবাহ, জুবায়ের ক্রমিক ১০৯৩)*।

(৯) জাহেলী যুগের মু'আল্লাক্বা খ্যাত কবি লাবীদ বিন রাবী'আহ 'আমেরী ইসলাম কবুল করার পর কবিতা লেখা বন্ধ করে দিলেন। খলীফা ওমর (রাঃ) কূফার গবর্ণরের মাধ্যমে তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, مَا كُنْتُ لِأَقُولَ بَيْتًا مِنَ الشِّعْرِ بَعْدَ إِذْ عَلَّمَنِي اللهُ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ 'আমি এক লাইন কবিতাও আর বলতে চাই না যখন থেকে আল্লাহ আমাকে সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান শিক্ষা দিয়েছেন'। এ কথা শুনে ওমর (রাঃ) তার বার্ষিক ভাতা বৃদ্ধি করে দেন।[১২১৭]

(১০) আবু ত্বালহা আনছারী যখন কুরআনের আয়াত لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ 'তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু তোমরা দান করবে' *(আলে ইমরান ৩/৯২)* শোনার পর রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে নিজের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান খেজুর বাগিচাটি আল্লাহ্র রাহে দান করে দিলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর হুকুমে উক্ত বাগিচা আবু ত্বালহার নিকটাত্মীয় এবং চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হ'ল।[১২১৮]

(১১) শায়খ আব্দুল ক্বাহির জুরজানী (মৃ. ৪৭৪ হি./১০৭৮ খৃ.) বলেন, আরবরা কুরআনের সর্বোচ্চ আলংকরিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তারা এর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত সমূহের কারণে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। যেমন –وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ 'সম পরিমাণ শাস্তি দানের মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে হে জ্ঞানীগণ! যাতে তোমরা সতর্ক হ'তে পারো' *(বাক্বারাহ ২/১৭৯)*।[১২১৯]

১২১৬. মুসলিম হা/১৬৯৫; মিশকাত হা/৩৫৬২ 'দণ্ডবিধিসমূহ' অধ্যায়।
১২১৭. আল-ইছাবাহ, লাবীদ বিন রাবি'আহ ক্রমিক ৭৫৪৭; আল-ইস্তী'আব।
১২১৮. বুখারী হা/২৩১৮; মুসলিম হা/৯৯৮; মিশকাত হা/১৯৪৫ 'যাকাত' অধ্যায়।
১২১৯. ড. মুজীবুর রহমান, কুরআনের চিরন্তন মু'জেযা, (ইফাবা, ঢাকা : ৪র্থ সংস্করণ ২০০৬) ১৩৫ পৃঃ।

৮. কুরআনের আহ্বান সমগ্র মানব জাতির প্রতি (دعوة القرآن إلى الإنسان عاما) :

তওরাত, যবূর, ইনজীল প্রভৃতি কিতাবের আহ্বান ছিল কেবল বনু ইস্রাঈল গোত্রের প্রতি। কিন্তু কুরআনের আহ্বান জিন-ইনসান তথা সকল সৃষ্টিজগতের প্রতি। আল্লাহ বলেন, إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِيْنٌ، لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ‘এটা তো উপদেশ ও প্রকাশ্য কুরআন’। ‘যাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতদেরকে এবং যাতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়’ *(ইয়াসীন ৩৬/৬৯-৭০)*।

৯. কুরআন সকল শিক্ষা ও কল্যাণের সার-নির্যাস (القرآن زبدة كل تعليم وخير) :

তওরাতে রয়েছে আখবার ও আহকাম, যবূরে কেবল প্রার্থনা, ইনজীলে রয়েছে দৃষ্টান্ত এবং কিছু আহকাম ও উপদেশ। অথচ কুরআনে রয়েছে ঐগুলি ছাড়াও বিগত জাতি সমূহের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সৃষ্টিতত্ত্ব, দ্বীনী ও দুনিয়াবী জীবন পরিচালনার নীতিমালা ও বিধান সমূহ, জান্নাতের বিবরণ ও তার সুসংবাদ এবং জাহান্নামের বিবরণ ও তার ভয় প্রদর্শন, রয়েছে আল্লাহ ও আখেরাতের পরিচয় এবং রয়েছে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতির সকল প্রকার হেদায়াতের সমষ্টি ও কল্যাণের চাবিকাঠি।

১০. কুরআন যাবতীয় ত্রুটি ও স্ববিরোধিতা হ’তে মুক্ত (القرآن سالم من جميع العيوب والتناقض الذاتى) :

আল্লাহ বলেন, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ‘তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নিকট থেকে আসত, তাহ’লে ওরা তাতে অনেক গরমিল দেখতে পেত’ *(নিসা ৪/৮২)*। কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা শুরুতেই নিজেকে لاَ رَيْبَ فِيْهِ ‘সকল প্রকার ত্রুটি ও সন্দেহমুক্ত’ বলে ঘোষণা করেছে *(বাক্বারাহ ২/২)*।

১১. কুরআন ভবিষ্যদ্বাণী, অতীত ইতিহাস ও ঘটনা সমূহের বর্ণনা সমৃদ্ধ এক জ্বলন্ত মু‘জেযা (القرآن معجزة شارقة ذات التنبؤات والتواريخ والأحداث الغابرة) :

বিগত দেড় হাযার বছরে পৃথিবীতে বহু কিছু ওলট-পালট হয়েছে। কিন্তু কুরআনের কোন বক্তব্য, অতীত ইতিহাস বা কোন ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়নি। যেমন, (১) পারসিকরা রোমকদের উপর বিজয়ী হ’ল। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস সিরিয়া ছেড়ে রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে যেতে বাধ্য হলেন। এতে মক্কার মুশরিকরা খুশী হ’ল। কেননা পারসিকরা অগ্নি উপাসক ও মূর্তিপূজারী ছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানেরা এতে দুঃখিত হ’ল। কেননা রোমকরা ছিল আহলে কিতাব। বিষয়টি আবুবকর (রাঃ) রাসূল

Contents

(ছাঃ)-কে বললেন। জবাবে তিনি বললেন, রোমকরা সত্বর বিজয়ী হবে। এ বিষয়ে সূরা রূম ১-৬ আয়াত নাযিল হ'ল। এর বিরুদ্ধে কাফের নেতা উবাই বিন খালাফ আবুবকর (রাঃ)-এর সঙ্গে ১০০ উটের বাজি ধরলেন। দেখা গেল ৯ বছর পর বদর যুদ্ধের দিন রোমকরা বিজয়ী হ'ল। এভাবে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হ'ল। তাতে বহু লোক মুসলমান হয়ে গেল।[১২২০] (২) অতীত ইতিহাস হিসাবে কওমে ছামূদ-এর ধ্বংসস্থল সঊদী আরবের হিজর এলাকা, যা এখন 'মাদায়েনে ছালেহ' নামে পরিচিত। সমতলভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বতগাত্র খোদাই করে তারা উন্নতমানের প্রকোষ্ঠসমূহ তৈরী করত। এগুলির গায়ে ইরামী ও ছামূদী বর্ণমালার শিলালিপি আজও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। ২০০৮ সালে ইউনেস্কো এ স্থানটিকে World heritage বা 'বিশ্ব ঐতিহ্য ' হিসাবে ঘোষণা করেছে।

৯ম হিজরীতে তাবূক অভিযানে যাওয়ার পথে মুসলিম বাহিনী এখানে অবতরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে সেখানে প্রবেশ করতে নিষেধ করে বলেন, তোমরা ঐ অভিশপ্ত এলাকায় প্রবেশ করোনা ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যতীত। নইলে তোমাদের উপর ঐ গযব আসতে পারে, যা তাদের উপর এসেছিল' (*বুখারী হা/৪৩৩*)। (৩) লূতের কওমের ধ্বংসের ঘটনা, যা কুরআনে বিধৃত হয়েছে *(হিজর ১৫/৭৫, ৭৭; আনকাবূত ২৩/৩৫)*। বর্তমান ফিলিস্তীন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী ৭৭×১২ ব. কি. এলাকা ব্যাপী ৪০০ মিটার গভীরতার 'মৃত সাগর' যার বাস্তব প্রমাণ বহন করছে।[১২২১] (৪) মূসার বিরুদ্ধে ফেরাঊনের সাগরডুবির পর তার লাশ অক্ষত থাকবে বলে কুরআন যে ঘোষণা দিয়েছিল *(ইউনুস ১০/৯২)*, তার মমিকৃত লাশ ১৯০৭ সালে সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে 'জাবালে ফেরাঊন' নামক পাহাড় থেকে উদ্ধার হওয়ার পর এখন তা দিবালোকের ন্যায় সত্যে পরিণত হয়েছে। যা এখন কায়রোতে পিরামিডে রক্ষিত আছে' *(নবীদের কাহিনী ২/১১ পৃঃ)*। এটি কুরআনের অকাট্য ও অভ্রান্ত সত্য হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে।

১২. শাশ্বত সত্য বাণী (الكلام الصادق الخالد) : বিজ্ঞান ও দর্শনের বহু তত্ত্ব ও তথ্য যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কুরআনের কোন তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে বৈপরীত্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। কুরআনের শত্রুরা শত চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছে।

যেমন (১) সূর্য ঘোরে, না পৃথিবী ঘোরে, এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক সময় ছিল বিস্তর মতভেদ। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক বিজ্ঞানী পিথাগোরাস (খৃঃ পূঃ ৫৭০-৪৯৫) বলেন, পৃথিবী ঘোরে, সূর্য স্থির। তার প্রায় সাতশ' বছর পর মিসরীয় বিজ্ঞানী টলেমী (৯০-১৬৮ খৃ.) বলেন, সূর্য ঘোরে পৃথিবী স্থির। তার প্রায় চৌদ্দশ' বছর পর পোলিশ বিজ্ঞানী কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খৃ.) বলেন, টলেমীর ধারণা ভুল। বরং পৃথিবীই ঘোরে, সূর্য স্থির। কিন্তু এখন সবাই বলছেন, আকাশে সবকিছুই ঘোরে। অথচ আজ

১২২০. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা রূম ১-৬ আয়াত; তিরমিযী হা/৩১৯৩; আহমাদ হা/২৪৯৫।
১২২১. দ্রঃ লেখক প্রণীত নবীদের কাহিনী ১/১৬০, টীকা-১১৬।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

থেকে প্রায় দেড় হাযার বছর পূর্বে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কুরআন ঘোষণা করেছে, كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ 'নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই সন্তরণশীল' *(আম্বিয়া ২১/৩৩; ইয়াসীন ৩৬/৪০)*। (২) সমাজ বিজ্ঞানীদের অনেকে বলেন, নারী ও পুরুষ সবক্ষেত্রে সমান। এজন্য চলছে বিশ্বব্যাপী অনেক রাজনৈতিক হৈ চৈ। অথচ জীব বিজ্ঞান বলছে নারী ও পুরুষের মধ্যে আদপেই কোন সমতা নেই। দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী সত্তা। উভয়ের ইচ্ছা-আকাংখা-কর্মক্ষেত্র সবই পৃথক। কুরআন বহু পূর্বেই এ সত্য বর্ণনা করেছে *(নিসা ৪/১ ও অন্যান্য)*। যা নিতান্তই বাস্তব ও বিজ্ঞান সম্মত। (৩) কার্ল মার্কস তার 'গতিতত্ত্ব' বলে পরিচিত বিপ্লবের দর্শনে বলেছেন, সদা গতিশীল প্রাকৃতিক বিধান সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটায়। যার ফলে মানবজীবনেও বিপ্লব ও পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে থাকে। এ দর্শন প্রচারের সাথে সাথে তিনি 'দুনিয়ার মযদুর এক হও' বলে ডাক দিলেন। যা ছিল তার দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক।[১২২২] কেননা সামাজিক বিপ্লব যদি ঐতিহাসিক কার্যকারণের অনিবার্য পরিণতি হয়, তাহ'লে সেজন্য রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজন হবে কেন? আর রাজনৈতিক সংগ্রামের ফলেই যদি বিপ্লব আনতে হয়, তাহ'লে ঐতিহাসিক কার্যকারণের অনিবার্য দর্শন নিতান্তই অমূলক গণ্য হয়। অথচ কুরআন বহু পূর্বেই মানুষকে কর্মদর্শন প্রদান করে বলেছে, إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ 'আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে' *(রা'দ ১৩/১১)*।

এভাবে কুরআন প্রদত্ত দর্শনের সাথে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা করলে বৈপরিত্য ও স্ববিরোধিতার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। অথচ কুরআন এসব থেকে মুক্ত।

অতএব যুগে যুগে বিজ্ঞান যত অগ্রগতি লাভ করবে, কুরআনের বিভিন্ন অলৌকিক বিষয় তেমনি মানুষের সামনে খুলে যাবে। তবে সাবধান থাকতে হবে, এর দ্বারা যেন কোন ভ্রান্ত আক্বীদা জন্ম না নেয়। কেননা বিশুদ্ধ আক্বীদা কেবল সেটাই, যা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল। তাঁদের যুগে যেটি দ্বীন ছিল না, এখন সেটি দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে না।

১৩. কুরআনের বাহক ও প্রচারক মাত্র একজন (حامل القرآن ومبلغه واحد فقط) :

কুরআনই একমাত্র ইলাহী গ্রন্থ, যার বাহক ও প্রচারক মাত্র একজন। যিনি হ'লেন শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ *ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম*। মানছূরপুরী বলেন, অথচ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ-এর পেশকারী ঋষিদের সংখ্যা শতাধিক এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সময়ের ব্যবধান শতাধিক বছরের। বাইবেলের অবস্থাও তথৈবচ। এ

১২২২. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, মহাসত্যের সন্ধানে (ঢাকা : ১৯৯৮) ৩৭ পৃঃ।

কিতাবের পেশকারী হিসাবে তিনি ত্রিশজনের নামের তালিকা দিয়েছেন। যাদের মধ্যে হযরত মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, যাকারিয়া (আঃ) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরাম ছাড়াও রয়েছে অন্যান্যদের নাম। যারা যুগে যুগে বাইবেল পেশ করেছেন। অথচ কোনটার সাথে কোনটার পুরোপুরি মিল নেই। এমনকি হযরত মূসা (আঃ) যে দশটি ফলকে (عَشَرَةُ أَلْوَاحٍ) লিখিত তওরাত নিয়ে এসেছিলেন, তার উম্মত তাতে প্রথমেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিল *(বাক্বারাহ ২/৫৫-৫৬, ৯৩)*। অনুরূপভাবে ইনজীলের অবস্থা। সেখানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর শাগরিদদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ পাওয়া যায়। যার কোনটির সঙ্গে কোনটির পুরোপুরি মিল নেই। বরং প্রায় সবটাই কথিত সেন্ট (Saint) তথা সাধুদের কপোলকল্পিত। যাকে আল্লাহ্র কেতাব বলে চালানো হচ্ছে। যেদিকে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করেছেন *(বাক্বারাহ ২/৭৯)*।

উল্লেখ্য যে, মসীহ ঈসা নিজের জন্য ১২ জন শাগরিদ বাছাই করেছিলেন, যারা বনু ইস্রাঈলের বারোটি গোত্রের সামনে তাঁর দ্বীনের প্রচার করবে। কিন্তু এতবড় একজন কামেল উস্তাদের সঙ্গে থেকেও তারা এমন অযোগ্য প্রমাণিত হন যে, মসীহকে তাদের উদ্দেশ্যে একাধিকবার একথা বলতে হয়েছিল যে, তোমাদের মধ্যে এক সরিষাদানা পরিমাণ ঈমান থাকলেও তোমরা এরূপ করতে পারতে না'। মসীহ তাদেরকে বারবার তিরষ্কার করতেন এজন্য যে, তাঁর সঙ্গে জেগে থেকেও তারা কখনো দো'আ-ইস্তেগফারে শরীক হ'ত না। মসীহের আসমানে উঠে যাবার পর উক্ত বারো জন শাগরিদের মধ্যে আক্বীদা ও আমলগত বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। যেমন (১) শরী'আতের (তাওরাতের) বিধান সমূহ মান্য করা যরূরী কি-না (২) অন্য জাতির নিকটে ঈসায়ী ধর্মের প্রচার সিদ্ধ হবে কি-না (৩) খাৎনা করা কেবল ইসরাঈলীদের জন্য না ঈসায়ী ধর্মে আগত সকলের জন্য আবশ্যক ইত্যাদি। এরপর তাদের মধ্যে আল্লাহ, মারিয়াম ও ঈসার নামে ত্রিত্ববাদের প্রসার ঘটে। যাতে অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। ঈসা (আঃ) ৩০ বছর বয়সে দাওয়াত শুরু করেন এবং ৩৩ বছর বয়সে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। তিন বছরে মাত্র ১২ জন শাগরিদ হয়। যার মধ্যে একজন গাদ্দার প্রমাণিত হয়। অবশ্য 'কিতাবুল আ'মাল-এর লেখক সাধু লূক-এর মতে তাঁর সমর্থকের সংখ্যা ছিল ১২৪ জন।[১২২৩]

পক্ষান্তরে কুরআন শুরু হয়েছে যাঁর মাধ্যমে, শেষও হয়েছে তাঁর মাধ্যমে। এর একটি শব্দ ও বর্ণেও অন্য কোন ব্যক্তি যুক্ত নন। কুরআন বুঝার জন্য অন্য কোন সহায়ক কুরআনও নাযিল হয়নি। যেমন হিন্দুদের ঋগ্বেদ বুঝতে গেলে সাম বেদ, অথর্ব্ব বেদ ইত্যাদির মুখাপেক্ষী হ'তে হয়। অনুরূপভাবে ইহূদী-খৃষ্টানদের নিউ টেষ্টামেন্ট পূর্ণতা পায় না ওল্ড টেষ্টামেন্ট ব্যতীত। আবার চারটি ইনজীল (أَنَاجِيلُ أَرْبَعَةٌ) অপূর্ণ থাকে সেন্ট

১২২৩. মানছূরপুরী, রহমাতুল্লিল 'আলামীন ৩/১১২।

লূক-এর কিতাবুল আ'মাল ব্যতীত। অথচ কুরআন নিজেই সবকিছুর ব্যাখ্যা تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ *(নাহল ১৬/৮৯)*। এরপরেও প্রয়োজনীয় ও বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য কুরআনের বাহক রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহ মওজুদ রয়েছে। যা আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট *(নাজম ৫৩/৩-৪; ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৯)*।

উল্লেখ্য যে, হিন্দুরা চারটি বেদ-এর কথা বললেও মনু তিনটি বেদ-এর কথা বলেন, যাতে অথর্ব্ব বেদ নেই। সংস্কৃতের কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে প্রায় ৩২টি বইয়ের উপরে বেদ-এর নাম ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া সাধারণ হিন্দুরা বেদকে 'ঈশ্বরের বাণী' মনে করলেও তাদের বহু বিদ্বান একে 'মানুষের কথা' বলে থাকেন এবং প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক বর্তমান বেদ-কে আসল বেদ মনে করেন না।[১২২৪] পক্ষান্তরে কুরআনের অনুসারী হৌন বা না হৌন সকলেই কুরআনকে আল্লাহ্র কালাম এবং তাকে অবিকৃত বলে বিশ্বাস করে থাকেন।

১৪. অত্যন্ত উঁচু মান ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন (ذو المستوى الأعلى وحسن الذوق المهذب) :

কুরআনের ভাষা অত্যন্ত উঁচুমানের এবং মার্জিত রুচি সম্পন্ন। এতে কোনরূপ লজ্জাকর ভাষা ও ঘটনার স্পর্শ নেই। অথচ বেদ ও প্রচলিত বাইবেল নানা যৌন রসাত্মক উপমা ও রচনায় ভরা। যা ধর্মীয় পবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর মৌলিক কারণ হ'ল এই যে, ঐসব গ্রন্থাবলীর রচয়িতা হ'ল মানুষ। আর কুরআনের ভাষা হ'ল সরাসরি আল্লাহ্র। তাই বান্দার ভাষা কখনোই আল্লাহ্র ভাষার ধারে-কাছে যেতে পারে না। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, كَلاَمُ الْمُلُوكِ مُلُوكُ الْكَلاَمِ 'বাদশাহদের ভাষা হয় শাহী ভাষা'। কুরআনের ভাষা তাই যাবতীয় মানবীয় দুর্বলতা ও আবিলতার ঊর্ধ্বে এক অতুলনীয় সৌকর্যমণ্ডিত ভাষা। সেই সাথে কুরআনের ভাষা অতুলনীয় এবং সর্বোচ্চ অলংকার সমৃদ্ধ। কুরআন নাযিলের সময়কালের বরেণ্য আরবী কবিগণ যেমন কুরআনী বালাগাত-ফাছাহাত ও অলংকারের কাছে অসহায় ছিলেন, আধুনিক যুগের কবি-সাহিত্যিকগণ একইভাবে রয়েছেন অসহায়।

মিসরের খ্যাতনামা মুফাসসির তানতাভী জাওহারী বলেন, ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন তারিখে মিসরীয় অধ্যাপক কামেল কীলানী আমাকে একটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনিয়ে বলেন যে, আমার খ্যাতনামা আমেরিকান প্রাচ্যবিদ ফিনকেল একদিন আমাকে বলেন, কুরআনের মু'জেযা হওয়ার ব্যাপারে তোমার রায় বর্ণনা কর। তখন আমি বললাম, তাহ'লে আসুন আমরা জাহান্নামের প্রশস্ততার ব্যাপারে অন্ততঃ বিশটি বাক্য তৈরী করি। অতঃপর আমরা উক্ত মর্মে বাক্যগুলি তৈরী করলাম। যেমন, إِنَّ جَهَنَّمَ وَاسِعَةٌ جِدًّا، إِنَّ

১২২৪. মানছূরপুরী, রহমাতুল্লিল 'আলামীন ৩/২৭৪-৭৫।

Contents

جَهَنَّمَ لَأَوْسَعُ مِمَّا تَظُنُّونَ، إِنَّ سِعَةَ جَهَنَّمَ لاَ يَتَصَوَّرُهَا عَقْلُ إِنْسَانٍ ইত্যাদি। অতঃপর তিনি বললেন, কুরআন কি উক্ত মর্মে এর চাইতে উন্নত অলংকারবিশিষ্ট কোন বাক্য প্রয়োগ করতে পেরেছে? জবাবে আমি বললাম, আমরা কুরআনের সাহিত্যের কাছে শিশু মাত্র। শুনে তিনি হতবাক হয়ে বললেন, সেটা কি? আমি তখন সূরা ক্বাফ-এর ৩০ আয়াতটি পাঠ করলাম, يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ 'যেদিন আমরা জাহান্নামকে বলব, ভরে গেছ কি? সে বলবে, আরো আছে কি?' *(ক্বাফ ৫০/৩০)*। আয়াতটি শুনে তিনি হতভম্ব হয়ে বললেন, তুমি সত্য বলেছ, হ্যাঁ, তুমি সত্য বলেছ।[১২২৫] আমরা মনে করি এর পরবর্তী আয়াতে জান্নাতীদের পুরস্কার সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে তা একইভাবে অনন্য ও অসাধারণ। যেমন বলা হয়েছে لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ 'সেখানে তারা যা চাইবে তাই পাবে এবং আমাদের কাছে রয়েছে আরও অধিক' *(ক্বাফ ৫০/৩৫)*। অমনিভাবে জাহান্নামীদের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا 'অতএব তোমরা স্বাদ আস্বাদন করো। এখন আমরা তোমাদের কিছুই বৃদ্ধি করব না শাস্তি ব্যতীত' *(নাবা ৭৮/৩০)*।

বস্তুতঃ অল্প কথায় সুন্দরতম আঙ্গিকে এমন আকর্ষণীয় বাক্যশৈলী আল্লাহ ব্যতীত কারু পক্ষে সম্ভব নয়। আর এভাবেই আরবদের উপরে কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যারা ছিল সেযুগে শুদ্ধভাষিতায় বিশ্বসেরা। সেজন্য তারা নিজেদেরকে 'আরব' (عَرَب) অর্থাৎ শুদ্ধভাষী বলত এবং অনারবদেরকে 'আজম' (عَجَم) অর্থাৎ 'বোবা' বলে অভিহিত করত।

আল্লাহ পাক তাঁর নবীদেরকে স্ব স্ব যুগের উপরে এভাবেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। যেমন জাদুবিদ্যায় সেরা মিসরীয়দের পরাস্ত করার জন্য আল্লাহ নবী মূসাকে লাঠি ও প্রদীপ্ত হস্ত তালুর মো'জেযা দান করেন। চিকিৎসা বিদ্যায় সেরা শাম দেশের অহংকারী নেতাদের পরাস্ত করার জন্য আল্লাহ নবী ঈসাকে অন্ধকে চক্ষু দান, কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান, এমনকি মৃতকে জীবিত করার মো'জেযা প্রদান করেন। অনুরূপভাবে ভাষাগর্বী আরবদের কাছে শেষনবীকে মো'জেযা স্বরূপ অলংকারময় কুরআন দান করেন। যার সামনে আরব পণ্ডিতেরা কুরআন নাযিলের যুগে ও পরে সর্বদা মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

১২২৫. ত্বানত্বাভী জাওহারী (১৮৫৯-১৯৪০ খৃ.), আল-জাওয়াহের ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (বৈরূত : দারুল ফিকর, তাবি) তাফসীর সূরা ক্বাফ ৩০ আয়াত, ১২/১০৭-০৮।

১৫. একজন উম্মী নবীর মুখনিঃসৃত বাণী (الكلام المخرج من فم نبى أمى) : কুরআনই একমাত্র ইলাহী গ্রন্থ, যা তাওরাত ইত্যাদির ন্যায় ফলকে লিপিবদ্ধ আকারে দুনিয়াতে আসেনি। বরং সরাসরি উম্মী নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সাথে সাথে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই একমাত্র নবী, যিনি النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ বা 'নিরক্ষর নবী' হিসাবে অভিহিত হয়েছেন *(আ'রাফ ৭/১৫৭, ১৫৮)*। কুরআন আল্লাহ্র কালাম হওয়ার এটাও একটি বড় প্রমাণ যে, যার মুখ দিয়ে দুনিয়াবাসী বিজ্ঞানময় কুরআন শুনেছে, তিনি নিজে ছিলেন 'উম্মী' অর্থাৎ নিরক্ষর ব্যক্তি এবং মানুষ হয়েছিলেন নিরক্ষর সমাজে *(জুম'আ ৬২/২)*। এমনকি আল্লাহ বলেন, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ إِذًا لاَرْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ 'আর তুমি তো এর আগে কোন বই পড়োনি এবং স্বহস্তে কোন লেখাও লেখোনি, যাতে বাতিলপন্থীরা সন্দেহ করতে পারে' *(আনকাবূত ২৯/৪৮)*। তিনি অন্যত্র বলেন,مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيْمَانُ 'তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি?' *(শূরা ৪২/৫২)*। তাই কুরআনের ভাষা ও বক্তব্যে নিজের থেকে যোগ-বিয়োগ করার সকল প্রকার সন্দেহের তিনি ঊর্ধ্বে ছিলেন।

বস্তুতঃ মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত দুনিয়াতে এমন কোন নবী আসেননি, যার পবিত্র যবান দিয়ে সরাসরি আল্লাহ্র কালাম বের হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় দলীল ও একটি বড় মু'জেযা। মানছূরপুরী বলেন, খ্রিষ্টানদের সকলে এ বিষয়ে একমত যে, তাদের চারটি ইনজীলের একটিও মসীহ ঈসার উপরে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সরাসরি নাযিল হয়নি। বরং এগুলি স্ব স্ব লেখকদের দিকে সম্পর্কিত। উক্ত প্রসিদ্ধ চারটি ইনজীল হ'ল, মথি (إِنْجِيلُ مَتَّى), মুরকুস (مُرْقُس), লূক (لُوقَا) এবং ইউহান্না (يُوحَنَّا)। এগুলির পবিত্রতার পক্ষে খ্রিষ্টানদের যুক্তি হ'ল এই যে, এগুলি পবিত্র রূহ মসীহ ঈসা (আঃ)-এর সাহায্য নিয়ে লেখা হয়েছে'। তাদের এ দাবী যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহ'লে চারটি ইনজীলের পরস্পরের মধ্যে এত গরমিল কেন? যেগুলির বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে খৃষ্টান পণ্ডিতগণ চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি আদম ক্লার্ক, নূরটিন ও হারূণ প্রমুখ খ্রিষ্টান বিদ্বানগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এই যে, ইনজীলগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কোন সুযোগ নেই। পাদ্রী ফ্রেঞ্চ স্বীকার করেছেন যে, ইনজীলগুলির মধ্যে ছোট-বড় ৩০ হাযার ভুল রয়েছে। কথা হ'ল, চারটি ইনজীলের মিলিত পৃষ্ঠা সংখ্যা একশ'-এর বেশী হবে না' *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ৩/২৭৩)*। অথচ তার মধ্যেই যদি ত্রিশ হাযার ভুল থাকে, তাহ'লে বিশুদ্ধ কতটুকু আছে? আর ঐসব বইয়ের গ্রহণযোগ্যতাই বা কি? একেই তো বলে 'সাত নকলে আসল খাস্তা'।

খ্রিষ্টান ধর্মনেতাদের এইসব দুস্কৃতির প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন,

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ– ‘ধ্বংস ঐসব লোকদের জন্য, যারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করে। অতঃপর বলে যে, এটি আল্লাহ্র নিকট থেকে আগত। যাতে তারা এর মাধ্যমে সামান্য অর্থ উপার্জন করতে পারে। অতএব ধ্বংস হৌক তারা যা স্বহস্তে লেখে এবং ধ্বংস হৌক তারা যা কিছু উপার্জন করে’ *(বাক্বারাহ ২/৭৯)*।

১৬. সকলের পাঠযোগ্য (قابل القراءة للجميع) : কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা আল্লাহ্র কালাম হিসাবে কেবল নবী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং উম্মতে মুহাম্মাদীর সবাই তা পাঠ করে ধন্য হ’তে পারে। মানুষ দুনিয়াতে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে দেখতে পাবে না ঠিকই। কিন্তু তাঁর কালাম পাঠ করে ও শ্রবণ করে এক অনির্বচনীয় ভাবানুভূতিতে ডুবে যেতে পারে। ঠিক যেমন পিতার রেখে যাওয়া হস্তলিখিত পত্র বা লেখনী পাঠ করে প্রিয় সন্তান তার হারানো পিতার মহান স্মৃতিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই কুরআনের পাঠক ও অনুসারী উম্মতে মুহাম্মাদীর চাইতে সৌভাগ্যবান জাতি পৃথিবীতে আর কেউ নেই। মূসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ কথা বলেছিলেন ঠিকই। কিন্তু তওরাত সে কথার সমষ্টি নয়। তাই বাইবেলের অনুসারীরা আল্লাহ্র সরাসরি কালাম থেকে বঞ্চিত। আর বর্তমান বাইবেল তো আদৌ প্রকৃত তওরাত নয়। অন্যদিকে হিন্দুদের বেদ তো কেবল ব্রাহ্মণদেরই পাঠের অনুমতি রয়েছে, সাধারণ হিন্দুদের নেই।

১৭. স্মৃতিতে সুরক্ষিত (المحفوظ فى الذاكرة) : কুরআনই একমাত্র ইলাহী কিতাব, যা মানুষের স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়েছে। কুরআনের পূর্বে কোন এলাহী গ্রন্থ মুখস্থ করা হয়নি। কুরআন আল্লাহ কর্তৃক হেফাযতের এটি একটি বড় প্রমাণ। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে শহরে-গ্রামে, এমনকি নির্জন কারা কক্ষে বসে অগণিত মুসলমান কুরআনের হাফেয হচ্ছে এবং এইসব হাফেযে কুরআনের মুখে সর্বদা কুরআন পঠিত হচ্ছে। অন্যেরা সবাই পুরা কুরআনের হাফেয না হ’লেও এমন কোন মুসলমান দুনিয়াতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে যে, কুরআনের কিছু অংশ তার মুখস্থ নেই। ২০০৫ সালের একটি হিসাবে জানা যায় যে, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুঝুঁকির মধ্যে বসবাসকারী ফিলিস্তীনীদের মধ্যে সে বছর চল্লিশ হাযার কিশোর-কিশোরী কুরআনের হাফেয হয়েছে’ *(মাজাল্লা আল-ফুরক্বান (কুয়েত : জামঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী) ....)*। *আলহামদুলিল্লাহ*।

১৮. সহজে মুখস্থ হবার যোগ্য (قابل الحفظ باليسر) : কুরআন এমনই এক গ্রন্থ যা সহজে মুখস্থ হয়ে যায়। একটু চেষ্টা করলেই তা মানুষের স্মৃতিতে গেঁথে যায়। মাতৃভাষা বাংলায় একশ’ পৃষ্ঠার একটা গদ্য বা পদ্যের বই হুবহু কেউ মুখস্থ করতে পারবে কি-না সন্দেহ। অথচ ছয়শো পৃষ্ঠার অধিক পুরো কুরআন মুখস্থকারী বাংলাভাষীর সংখ্যা নিঃসন্দেহে লাখ লাখ হবে।

Contents

ইহূদী, নাছারা, ফার্সী, হিন্দু, বৌদ্ধ কেউ কি একথা দাবী করতে পারবে যে, তাদের কেউ তাদের ধর্মগ্রন্থ আগাগোড়া মুখস্থ বলতে পারে? এ দাবী কেবল মুসলমানেরাই করতে পারে। আর কেউ নয়। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। বস্তুতঃ কুরআনকে হেফাযতের জন্য প্রদত্ত আল্লাহ্র ওয়াদার এটাও একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

১৯. সর্বাধিক পঠিত ইলাহী গ্রন্থ (الكتاب الإلهى الأكثر قراءة) : কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত ও প্রচারিত ইলাহী গ্রন্থ। আল্লাহ বলেন, وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ، فِيْ رَقٍّ مَنْشُوْرٍ ‘কসম ঐ কেতাবের যা লিখিত হয়েছে’ ‘বিস্তৃত পত্রে’ *(তূর ৫২/২-৩)*। এখানে কুরআন মজীদের তিনটি বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে- ‘কিতাব’ (গ্রন্থ), ‘মাসতূর’ (লিখিত) এবং ‘মানশূর’ (বিস্তৃত)। বস্তুতঃ কুরআন সর্বাধিক উচ্চারিত ও বিস্তৃত গ্রন্থ এ কারণে যে, তা মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে। কুরআন প্রচারের জন্য কোন প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া অপরিহার্য নয়। যেকোন মুমিন কুরআন মুখস্থ করে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারে। ফলে যতদিন পৃথিবীতে মুসলমান থাকবে, ততদিন পৃথিবীতে কুরআন থাকবে ইনশাআল্লাহ।

২০. সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ (المملوء بالصدق والعدل) : কুরআন এমনই একটি গ্রন্থ, যার প্রতিটি কথাই চূড়ান্ত সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। পরিস্থিতির কারণে যে সত্যের কোন পরিবর্তন হয় না। আল্লাহ বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ‘তোমার প্রভুর কালাম সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর কালামের পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(আন‘আম ৬/১১৫)*।

মানুষ সাধারণতঃ অধিকাংশের মত অনুযায়ী চলে। তাই অধিকাংশের দোহাই দিয়ে মানুষ যেন সত্যকে এড়িয়ে না যায়, সে বিষয়ে সাবধান করে পরের আয়াতেই আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ‘অতএব যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ’লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে’ *(আন‘আম ৬/১১৬)*।

২১. সিদ্ধান্তকারী গ্রন্থ (الكتاب الفيصل) : মানুষ যত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক, তা যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। কারণ সে তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের খবর রাখে না। কিন্তু আল্লাহ কালের স্রষ্টা। তাঁর জ্ঞান অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কোন কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি মানুষের ভূত ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের খবর রাখেন। তাই তাঁর বিধান অভ্রান্ত ও চূড়ান্ত। মানুষ যতদিন আল্লাহ্র বিধান মতে চলবে, ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে।

বস্তুতঃ কোন ধর্মগ্রন্থই নিজেকে إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ‘নিশ্চয়ই এটি সিদ্ধান্তকারী বাণী’ *(ত্বারেক ৮৬/১৩)* বলে ঘোষণা দেয়নি। এটা কেবল কুরআনেরই বৈশিষ্ট্য। কেননা কুরআন মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র সর্বশেষ প্রেরিত কিতাব।

২২. ব্যাপক অর্থবোধক গ্রন্থ (الكتاب ذو معنى شامل) : কুরআনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এর কোন আয়াত কোন বিশেষ উপলক্ষ্যে নাযিল হ’লেও তার অর্থ হয় ব্যাপক ও সর্বযুগীয়। যাতে সকল যুগের সকল মানুষ এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও উপকৃত হয়। যেমন (১) সূরা ‘আলাক্ব’-এর ৬ থেকে ১৯ আয়াত পর্যন্ত মক্কার মুশরিক নেতা আবু জাহ্ল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কিন্তু এর বক্তব্য সকল যুগের ইসলামদ্রোহী নেতাদের প্রতি প্রযোজ্য। অমনিভাবে (২) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সূরা আহক্বাফ ১৫ আয়াতটি হযরত আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়। যেখানে আল্লাহ বলেন, حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‘... অবশেষে যখন সে পূর্ণ বয়স্ক হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয় তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে শক্তি দাও, যাতে আমি তোমার নে‘মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছ এবং আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম সমূহ করতে পারি। তুমি আমার জন্য আমার সন্তানদের মধ্যে কল্যাণ দান কর। আমি তোমার দিকে ফিরে গেলাম (তওবা করলাম) এবং আমি তোমার আজ্ঞাবহদের অন্যতম’ *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা আহক্বাফ ৪৬/১৫)*।

এই দো‘আ কবুল করে আল্লাহ তাকে এমন তাওফীক দান করেন যে, তাঁর চার পুরুষ অর্থাৎ তিনি নিজে, তাঁর পিতা-মাতা, সন্তানাদি ও পৌত্রাদি ক্রমে সবাই মুসলমান হয়ে যান। ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেবল আবুবকর (রাঃ)-কেই আল্লাহ এই সৌভাগ্য দান করেন। কিন্তু আয়াতের উদ্দেশ্য হ’ল সকল মুসলমানকে এই নির্দেশনা দেওয়া যে, বয়স চল্লিশ বছর হয়ে গেলে তার মধ্যে পরকাল চিন্তা প্রবল হওয়া উচিত এবং বিগত গোনাহসমূহ হ’তে তওবা করা উচিত। আর সন্তান-সন্ততিকে দ্বীনদার ও সৎকর্মশীল করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। নির্দিষ্ট ও ব্যাপক অর্থবোধক এই দ্বৈত ভাবধারা কুরআনী ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির এক অনন্য দিক, যা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে নেই।

(২) কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ’ল এর ‘মাছানী’ (مَثَانِي) নীতি। অর্থাৎ যেখানেই জান্নাতের সুসংবাদ। তার পরেই জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন। যেমন আল্লাহ বলেন, أَمَّا الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ- وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ- 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, তাদের জন্য তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ রয়েছে বসবাসের জান্নাত'। 'আর যারা অবাধ্যতা করে, তাদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। যখনই তারা সেখান থেকে বের হ'তে চাইবে, তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং বলা হবে, জাহান্নামের যে শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন করো' (*সাজদাহ ৩২/১৯-২০*)। কুরআনের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় এরূপ প্রমাণ মিলবে। যাতে পাঠকের মনে বারবার জান্নাত ও জাহান্নামের দোলা দেয়। যাতে তার মধ্যে জাহান্নাম থেকে বাঁচার আকুতি সৃষ্টি হয় ও জান্নাতের প্রতি আকাংখা প্রবল হয়। এভাবে সে প্রকাশ্য ও গোপন সকল পাপ থেকে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ হয়।

২৩. পূর্ববর্তী সকল ইলাহী কিতাবের সত্যায়নকারী (المصدق لجميع الكتب الإلهية السابقة)

কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী সকল এলাহী কিতাবের সত্যায়ন করেছে এবং সেগুলির সুন্দর শিক্ষাসমূহের প্রশংসা করেছে। এজন্য কুরআনের একটি নাম হ'ল مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ 'পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যায়নকারী'।[১২২৬]

২৪. জিন ও ইনসানকে চ্যালেঞ্জকারী (متحدى إلى الجن والإنس) : কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা জিন ও ইনসান উভয় জাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছে অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচনার জন্য এবং তারা যে ব্যর্থ হবে, সে কথাও বলে দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا- 'তুমি বলে দাও, যদি মানুষ ও জিন জাতি একত্রিত হয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় কুরআনের ন্যায় একটি কিতাব নিয়ে আসতে চায়, তবুও তারা তা পারবে না' (*ইসরা ১৭/৮৮*)। এমনকি তারা অনুরূপ একটি 'সূরা' (*বাক্বারাহ ২/২৩-২৪*) বা ১০টি আয়াতও (*হূদ ১১/১৩-১৪*) রচনা করতে পারবে না। অর্থাৎ একটিও নয়। এভাবে কুরআন মক্কায় মুশরিকদের চারবার[১২২৭] এবং মদীনায় ইহূদী-নাছারাদের একবার (*বাক্বারাহ ২/২৩-২৪*) চালেঞ্জ করেছে। কিন্তু ঐ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস তখনও কারু হয়নি, আজও হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না। এটা কুরআনের জীবন্ত মু'জেযা হওয়ার অন্যতম দলীল। যা

১২২৬. বাক্বারাহ ২/৯৭; আলে ইমরান ৩/৩; মায়েদাহ ৫/৪৬; ফাত্বির ৩৫/৩১; আহক্বাফ ৪৬/৩০।
১২২৭. ইউনুস ১০/৩৮; হূদ ১১/১৩; ইসরা ১৭/৮৮; ক্বাছাছ ২৮/৪৯।

পৃথিবীর সর্বযুগের সকল বিদ্বানকে পরাজিত করেছে ও তাদেরকে মাথা নত করতে বাধ্য করেছে।

২৫. বাতিল হ'তে নিরাপদ (السالم من الأباطيل) :

কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা সর্বাবস্থায় বাতিল ও মিথ্যা হ'তে নিরাপদ। কুরআনের শত্রুরা এতে একটি বর্ণও ঢুকাতে পারেনি বা বের করতে পারেনি এবং পারবেও না কখনো। যেমন আল্লাহ বলেন,–لاَ يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ– 'তার সম্মুখ দিয়ে বা পিছন দিয়ে কখনোই বাতিল প্রবেশ করে না। এটি প্রজ্ঞাময় ও মহা প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৪২)*। তিনি বলেন, وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا، 'আমরা সত্যসহ এ কুরআন নাযিল করেছি এবং সত্যসহ এটা নাযিল হয়েছে। আমরা তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি' *(বনু ইসরাঈল ১৭/১০৫)*।

২৬. কুরআন থেকে মুখ ফিরানোই হ'ল জাতির অধঃপতনের মূল কারণ (الإعراض عن القرآن هو السبب الحقيقى لانحطاط الأمة) :

কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকেই উম্মতের অধঃপতনের কারণ বলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় পালনকর্তার নিকটে ওযর পেশ করে বলবেন, وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا– 'হে আমার পালনকর্তা! আমার কওম এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছিল' *(ফুরক্বান ২৫/৩০)*। অন্যদিকে যালেমদের কৈফিয়ত হবে আরও করুণ।

যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً– يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً– لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً– 'যেদিন যালেম নিজের দু'হাত কামড়িয়ে বলবে, হায়! যদি আমি (দুনিয়াতে) রাসূল-এর সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম'! 'হায়! যদি আমি অমুককে (শয়তানকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম'! 'আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকটে উপদেশ (কুরআন) এসে যাবার পর। বস্ত্ততঃ শয়তান মানুষের জন্য মহা প্রতারক' *(ফুরক্বান ২৫/২৭-২৯)*।

হাদীছের পরিচয় (تعارف الحديث النبوى صــ) :

আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ‘আমার রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও’ *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনি বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى ‘তিনি নিজ থেকে (দ্বীন বিষয়ে) কোন কথা বলেন না’। ‘যা বলেন অহী করা হ’লেই তবে বলেন’ *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। সেকারণ রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ হেফাযতের দায়িত্বও আল্লাহ নিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ‘অতঃপর কুরআনের ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব আমাদেরই’ *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৯)*। তিনি বলেন وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ– ‘আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি কেবল এজন্য যে, তুমি তাদেরকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিবে যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করে এবং (এটি নাযিল করেছি) মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ’ *(নাহল ১৬/৬৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ... ‘আর আমরা তোমার উপর কুরআন নাযিল করেছি সকল বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে’.. *(নাহল ১৬/৮৯)*। ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭ হি.) বলেন, এর অর্থ بِالسُّنَّةِ ‘সুন্নাহ দ্বারা’ *(ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ সুন্নাহ সহ কুরআন সকল বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ। যেমন কুরআনে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জ ফরয করা হয়েছে। কিন্তু হাদীছে তার নিয়ম-কানূন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেকারণ আল্লাহ বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ‘যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল’ *(নিসা ৪/৮০)*। আর সেটাই হ’ল রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ‘আর আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি কেবল এজন্য যে, তাদের আনুগত্য করা হবে আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে *(নিসা ৪/৬৪)*।

একদা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হাদীছ শুনিয়ে বলেন, আল্লাহ লা‘নত করেছেন ঐসব মহিলাদের প্রতি, যারা অপরের অঙ্গে উল্কি করে ও নিজেদের অঙ্গে উল্কি করে। যারা (কপাল বা ভ্রুর) চুল উপড়িয়ে ফেলে এবং সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু ও তার ফাঁক বড় করে। যারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে বদলিয়ে ফেলে। এ কথা বনু আসাদ গোত্রের জনৈকা মহিলা উম্মে ইয়াকূবের কর্ণগোচর হ’লে তিনি এসে ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-কে বলেন, আপনি নাকি এরূপ এরূপ কথা বলেছেন? জবাবে তিনি বলেন, আমি কেন তাকে লা‘নত করব না, যাকে আল্লাহ্র রাসূল লা‘নত করেছেন এবং যা আল্লাহ্র কিতাবে আছে?

মহিলা বললেন, আমি কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। কিন্তু কোথাও একথা পাইনি। ইবনু মাসঊদ বললেন, আপনি মনোযোগ দিয়ে পড়লে অবশ্যই পেতেন। আপনি কি পড়েননি যে আল্লাহ বলেছেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা বর্জন কর' *(সূরা হাশর ৫৯/৭)*। মহিলা বললেন, হ্যাঁ, পড়েছি। তখন তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) এটি নিষেধ করেছেন। এরপর মহিলাটি বললেন, সম্ভবতঃ আপনার পরিবারে এটি করা হয়। ইবনু মাসঊদ বললেন, তাহ'লে যেয়ে দেখে আসুন। অতঃপর মহিলাটি ভিতরে গেলেন। কিন্তু সেরূপ কিছু না পেয়ে ফিরে এসে বললেন, আমি কিছুই পেলাম না। তখন ইবনু মাসঊদ বললেন, এরূপ কিছু থাকলে আমরা কখনোই একত্রিত থাকতাম না (অর্থাৎ তালাক দিতাম)।[১২২৮]

বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ) হ'লেন মানদণ্ড। যেমন তিনি বলেন, فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ– 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ হ'লেন মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী মানদণ্ড'।[১২২৯] প্রখ্যাত তাবেঈ সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না (১০৭-১৯৮ হিঃ) বলেন, ... الْمِيزَانُ الْأَكْبَرُ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُعْرَضُ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَيْهِ فَمَا وَافَقَهُ فَهُوَ حَقٌّ، وَمَا خَالَفَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ 'শ্রেষ্ঠতম মানদণ্ড হ'লেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। সকল বিষয় তার উপরেই ন্যস্ত হবে।... অতঃপর যেটি তার অনুকূলে হবে, সেটি সত্য এবং যেটি তার বিরোধী হবে, সেটি মিথ্যা'।[১২৩০]

কুরআন সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক বিধান সম্বলিত। সেকারণ তা সবার মুখস্থ এবং তা অবিরত ধারায় বর্ণিত (মুতাওয়াতির)। কিন্তু হাদীছ হ'ল শাখা-প্রশাখা সহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত। তাই কেবল শ্রোতার নিকটেই তা মুখস্থ। শ্রোতার সংখ্যা একাধিক হ'লে ও সকল যুগে বহুল প্রচারিত হ'লে তা হয় 'মুতাওয়াতির'। যা সব হাদীছের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কুচক্রীরা তাই সুযোগ নিয়েছিল জাল হাদীছ বানানোর। কিন্তু আল্লাহ সে চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং তাঁর রাসূলের হাদীছসমূহকে হেফাযত করেছেন। ইমাম মালেক, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখের ন্যায় অনন্য প্রতিভাধর ব্যক্তি সৃষ্টি করে আল্লাহ ছহীহ হাদীছগুলিকে পৃথক করে নিয়েছেন। ফলে জাল-যঈফের হামলা থেকে হাদীছ শাস্ত্র নিরাপদ হয়ে গেছে। পৃথিবীর কোন নবী-রাসূলের বাণী ও কর্মের হেফাযতের জন্য এমন নিখুঁত ব্যবস্থাপনা কেউ কখনো দেখেনি বা শোনেনি।

১২২৮. বুখারী হা/৪৮৮৬; মুসলিম হা/২১২৫; মিশকাত হা/৪৪৩১ 'পোষাক' অধ্যায়, 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ।
১২২৯. বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪।
১২৩০. খত্বীব বাগদাদী, আল-জামে' লি আখলাক্বির রাবী হা/৮ (মর্মার্থ)।

রাসূল বিদ্বেষী জার্মান প্রাচ্যবিদ ড. স্প্রেঙ্গার (১৮১৩-১৮৯৩) হাফেয ইবনু হাজারের আল-ইছাবাহ গ্রন্থ রিভিউ করে তার ভূমিকায় নিরুপায় হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'পৃথিবীতে এমন কোন জাতি অতীতে ছিল না এবং বর্তমানেও নেই, যারা মুসলমানদের ন্যায় রিজাল শাস্ত্রের অনুরূপ কোন শাস্ত্র সৃষ্টি করেছে। যার ফলে আজ প্রায় পাঁচ লক্ষ জীবন চরিত সম্পর্কে জানা যায়' *(মর্মার্থ)*।[১২৩১] বলা বাহুল্য, এগুলি কেবল বর্ণনাকারী ছাহাবীদের হিসাব নয়, বরং তাঁদের নিকট থেকে যারা শুনেছেন, সেই সকল সূত্র সমূহের সামষ্টিক হিসাব হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে হেফাযতের জন্য এত বিরাট সংখ্যক মানুষের এই অতুলনীয় প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে তার জীবন্ত মো'জেযা হওয়ার অন্যতম দলীল।

ছেড়ে যাওয়া দুই আলোকস্তম্ভ (المنارتان المتروكتان) :

বিদায় হজ্জের ভাষণসমূহের এক স্থানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ– 'আমি তোমাদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছি দু'টি বস্তু। যতদিন তোমরা এ দু'টি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তার নবীর সুন্নাহ'।[১২৩২] তিনি বলেন, الأَنْبِيَاءُ لَمْ يَرِثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ 'নবীগণ কোন দীনার ও দিরহাম ছেড়ে যান না। ছেড়ে যান কেবল ইল্ম'।[১২৩৩] আর শেষনবী (ছাঃ)-এর ছেড়ে যাওয়া সেই ইল্ম হ'ল কুরআন ও হাদীছ। দীনার ও দিরহামের ক্ষয় আছে, লয় আছে। কিন্তু ইল্মের কোন ক্ষয় নেই লয় নেই। ইল্ম চির জীবন্ত। যে ঘরে হাদীছের পঠন-পাঠন হয়, সে ঘরে যেন স্বয়ং শেষনবী (ছাঃ) কথা বলেন। যেমন ইমাম তিরমিযী স্বীয় হাদীছগ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, مَنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ هَذَا الْكِتَابُ فَكَأَنَّمَا فِي بَيْتِهِ نَبِيٌّ يَتَكَلَّمُ– 'যার ঘরে এই কিতাব থাকে, তার গৃহে যেন স্বয়ং নবী কথা বলেন'।[১২৩৪] যিনি হাদীছ বর্ণনা করেন, স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী তার মুখ দিয়ে বের হয়।

১২৩১. সুলায়মান নাদভী, Muhammad The Ideal Prophet পৃঃ ৪০; গৃহীত : Al-Isabah, I, P. 1.
There is no nation, nor there has been any which like them has during twelve centuries recorded the life of every man of letters. If the biographical records of the Mohammadans were collected, we should probably have accounts of the lives of half a million of distinguished persons, and it would be found that there is not a decennium of their history, not a place of importance which has not its representatives. Al-Isabah, I, P. 1.

১২৩২. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮, সনদ হাসান; মিশকাত হা/১৮৬।

১২৩৩. আহমাদ হা/২১৭৬৩; তিরমিযী হা/২৬৮২; আবুদাঊদ হা/৩৬৪১; মিশকাত হা/২১২।

১২৩৪. শামসুদ্দীন যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.), তাযকেরাতুল হুফফায ২/৬৩৪ পৃঃ ক্রমিক সংখ্যা ৬৫৮; সুনান তিরমিযী, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (বৈরূত : ১ম সংস্করণ, ১৪০৮/১৯৮৭) পৃঃ ৩।

যিনি হাদীছ অনুযায়ী আমল করেন, তিনি স্বয়ং নবীর আনুগত্য করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হাদীছকে অগ্রাহ্য করে, সে স্বয়ং নবীকে অগ্রাহ্য করে। আল্লাহ বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ 'অতএব যারা রাসূল-এর আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করবে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রেফতার করবে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে' *(নূর ২৪/৬৩)*। শুধু তাই নয় তার সমস্ত আমল আল্লাহ্র নিকটে বাতিল বলে গণ্য হবে *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জগদ্বাসীকে জান্নাতের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আহ্বানকারী (الدَّاعِى) হলেন মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ হলেন مُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ 'মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী মানদণ্ড'।[১২৩৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ 'জেনে রেখ, আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি এবং তার ন্যায় আরেকটি বস্তু (অর্থাৎ হাদীছ)।[১২৩৬]

عَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيْهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِى مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لاَ أَدْرِى مَا وَجَدْنَا فِى كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ-

'আবু রাফে' (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, 'আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না দেখি যে, সে তার গদীতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার কাছে আমার কোন আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা পৌঁছলে সে বলবে যে, আমি এসব কিছু জানিনা। যা আল্লাহ্র কিতাবে পাব, তারই আমরা অনুসরণ করব'।[১২৩৭]

কুরআন ও হাদীছ হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া দুই অনন্য উত্তরাধিকার, দুই জীবন্ত মু'জেযা। যা মানবজাতির জন্য চিরন্তন মুক্তির দিশা। অতএব ইহকালে ও পরকালে সফলকাম হওয়ার জন্য সর্বাবস্থায় সেদিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

১২৩৫. বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪।
১২৩৬. আবুদাঊদ হা/৪৬০৪; মিশকাত হা/১৬৩।
১২৩৭. আবুদাঊদ হা/৪৬০৫; তিরমিযী হা/২৬৬৩; মিশকাত হা/১৬২।

রাসূল চরিত পর্যালোচনা

(مراجعة سيرة الرسول صــ)

সাধারণতঃ লোকেরা নবী-রাসূলগণকে ধর্মনেতা হিসাবেই ভাবতে অভ্যস্ত। যারা দুনিয়াদারী থেকে সর্বদা দূরে থাকেন ও কেবল আল্লাহ্‌র যিকরে মশগূল থাকেন। আসলে ব্যাপারটি ঠিক তা নয়। বরং তাঁরা মানুষকে তার সার্বিক জীবনে শয়তানের দাসত্ব হ'তে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র দাসত্বে ফিরিয়ে নিতে সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বিভিন্ন যুগে নবী-রসূলগণ যে নির্যাতিত হয়েছেন, তা ছিল মূলতঃ তাদের আনীত ধর্ম বিশ্বাসের সাথে মানুষের মনগড়া ধারণা ও রীতি-নীতি সমূহের মধ্যে বিরোধ হওয়ার কারণেই। তবে হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে ফেরাঊনের সংঘর্ষ ধর্মবিশ্বাসগত হওয়া ছাড়াও নির্যাতিত বনু ইস্রাঈলদের মুক্তির মত রাজনৈতিক বিষয়টিও জড়িত ছিল। কেননা বনু ইস্রাঈলকে ফেরাঊনের গোত্র ক্বিবতীরা দাস-দাসী হিসাবে ব্যবহার করত এবং তাদের উপরে অমানুষিক নির্যাতন চালাত। মূসা (আঃ) তাদেরকে ফেরাঊনের কবল থেকে মুক্ত করে তাদের আদি বাসস্থান শামে ফেরৎ নিতে চেয়েছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের মধ্যে রাজনীতির নাম-গন্ধ না থাকলেও সমসাময়িক রাজা তাঁর জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে এবং ইহূদীদের চক্রান্তে তাঁকে হত্যা করার প্রয়াস চালান। কেননা ইহূদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে নবী হিসাবে মানেনি। উপরন্তু তাওরাতের কিছু বিধান পরিবর্তন করায় তারা তাঁর ঘোর দুশমন ছিল। ফলে আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে আসমানে জীবিত উঠিয়ে নেন *(আলে ইমরান ৩/৫৫; নিসা ৪/১৫৭)*।

পক্ষান্তরে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছিলেন মানবজাতির জন্য উসওয়ায়ে হাসানাহ বা 'সর্বোত্তম নমুনা' হিসাবে *(আহযাব ৩৩/২১)*। সেকারণ মানবজীবনে প্রয়োজনীয় সকল কল্যাণকর বিষয়ে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেন। ফলে তিনি একাধারে ধর্মনেতা, রাজনৈতিক নেতা, সমাজনেতা, অর্থনৈতিক বিধানদাতা, সমরনেতা, বিচারপতি এবং বিচার বিভাগীয় নীতি ও দর্শনদাতা-এক কথায় বিশ্ব পরিচালনার সামগ্রিক পথপ্রদর্শক হিসাবে আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন এবং সেটা তিনি বাস্তবে দেখিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে মুহাম্মাদ (ছাঃ) বিগত সকল নবী থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি নিয়মিত তাহাজ্জুদগোযার এবং নফল ছিয়াম ও ই'তিকাফকারী রাসূলকে পাবেন শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে। আগে-পিছে সব গোনাহ মাফ হওয়া সত্ত্বেও নৈশ ইবাদতে মগ্ন থাকা ও ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি

বলেছিলেন, أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟ 'আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না'?[১২৩৮]

একজন রাজনীতিক তার পথ খুঁজে পাবেন হোদায়বিয়ার সন্ধিতে ও মক্কা বিজয়ী রাসূল (ছাঃ)-এর কুশাগ্রবুদ্ধি ও দূরদর্শী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মধ্যে। একজন অকুতোভয় সেনাপতি তার আদর্শ দেখতে পাবেন বদর-খন্দক-হোনায়েন বিজেতা সেনাপতি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সমর কুশলতার মধ্যে। একজন সমাজনেতা তার আদর্শ খুঁজে পাবেন মক্কা ও মদীনার কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ সংশোধনে দক্ষ সমাজনেতা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যে। একজন বিচারপতি তার আদর্শ খুঁজে পাবেন আল্লাহ্র দণ্ডবিধিসমূহ বাস্তবায়নে দৃঢ়চিত্ত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিরপেক্ষ বিচারের মধ্যে। যিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا 'হে জনগণ! তোমাদের পূর্বেকার উম্মতেরা ধ্বংস হয়েছে এ কারণে যে, তাদের মধ্যে উঁচু শ্রেণীর কোন লোক চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত এবং দুর্বল শ্রেণীর কেউ চুরি করলে তার উপরে দণ্ডবিধি প্রয়োগ করত। আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করে, আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দেব'।[১২৩৯]

এমনিভাবে মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগে একজন পূর্ণাঙ্গ আদর্শের মানুষ হিসাবে তাঁকে আমরা দেখতে পাই। অতএব জীবনের কোন একটি বা দু'টি বিভাগে রাসূল (ছাঃ)-কে আদর্শ মেনে অন্য বিভাগে অন্য কোন মানুষকে আদর্শ মানলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যাবে না। পরকালে জান্নাতও আশা করা যাবে না। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনচরিত তাই একজন কল্যাণকামী সমাজনেতার জন্য আদর্শ জীবনচরিত। যা যুগে যুগে মানবজাতিকে সত্য ও ন্যায়ের আলোকস্তম্ভ রূপে পথ দেখাবে। মযলূম মানবতাকে যালেমদের হাত থেকে মুক্তির দিশা দিবে।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) অস্ত্র নিয়ে ময়দানে আসেননি। এসেছিলেন একটি অভ্রান্ত আদর্শ নিয়ে। যার মাধ্যমে তিনি মানুষের ভ্রান্ত আক্বীদা ও কপোল-কল্পিত ধারণা-বিশ্বাসে পরিবর্তন এনেছিলেন। আর তাতেই সৃষ্টি হয়েছিল সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লব। দুনিয়াপূজারী মানুষকে তিনি আল্লাহ ও আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাসী করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি সমাজের আমূল পরিবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন। আজও যদি সেই দৃঢ় বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা যায়, তাহ'লে আবারো সেই হারানো মানবতা ও হারানো ইসলামী খেলাফত ফিরে পাওয়া সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন একদল যিন্দাদিল নিবেদিত প্রাণ মুর্দে মুমিন। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন- আমীন!

১২৩৮. বুখারী হা/১১৩০, মুসলিম হা/২৮১৯-২০; মিশকাত হা/১২২০ 'ছালাত' অধ্যায়, 'রাত্রি জাগরণে উৎসাহ প্রদান' অনুচ্ছেদ-৩৩।

১২৩৯. মুসলিম হা/১৬৮৮; বুখারী হা/৬৭৮৭-৮৮; মিশকাত হা/৩৬১০ 'দণ্ডহ্রাসে সুফারিশ' অনুচ্ছেদ।

Contents

পরিশিষ্ট-১ (الضميمة–١)

১. অহি লেখকগণ (كتّاب الوحى) :

যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) ছিলেন অহি লেখকগণের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। সেকারণ কুরআন জমা করার সময় ওছমান (রাঃ) তাঁকেই এ গুরুদায়িত্ব প্রদান করেন *(বুখারী হা/৪৬৭৯, ৪৯৭৯)*। তিনি ব্যতীত আরও অনেক ছাহাবী বিভিন্ন সময়ে এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, অহি নাযিলের শুরু থেকে মক্কায় অহি লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন ওছমান (রাঃ)-এর দুধভাই (১) আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবু সারাহ। ইনি পরে 'মুরতাদ' হয়ে যান। অতঃপর মক্কা বিজয়ের দিন পুনরায় মুসলমান হন। অতঃপর বিভিন্ন সময়ে অহি লেখক ছিলেন (২) আবুবকর (৩) ওমর (৪) ওছমান (৫) আলী (৬) যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (৭) খালেদ বিন সাঈদ ইবনুল 'আছ ও তাঁর ভাই (৮) আবান বিন সাঈদ ইবনুল 'আছ (৯) হানযালা বিন রবী' আসাদী (১০) মু'আইক্বীব বিন আবু ফাতেমা দাওসী (১১) আব্দুল্লাহ বিন আরক্বাম যুহরী (১২) শুরাহবীল বিন হাসানাহ কুরায়শী (১৩) আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা আনছারী।

মদীনায় প্রথম অহি লেখক ছিলেন (১৪) উবাই বিন কা'ব। অতঃপর (১৫) যায়েদ বিন ছাবিত। তিনি অনুপস্থিত থাকলে অন্যেরা লিখতেন' *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)*।[১২৪০] (১৬) এছাড়া বনু নাজ্জারের জনৈক ব্যক্তি, যে খ্রিষ্টান হয়ে যায়। অতঃপর মুসলমান হন।[১২৪১]

২. অন্যান্য বিষয়ে লেখকগণ (كتّاب النبى صـــ فى أمور أخرى) :

(১) আবু সালামাহ মাখযূমী (২) আরক্বাম বিন আবুল আরক্বাম (৩) 'আমের বিন ফুহায়রাহ (৪) ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (৫) হাত্বেব বিন 'আমর আবু বালতা'আহ (৬) আব্দুল্লাহ বিন আবুবকর (৭) আবু আইয়ূব আনছারী (৮) বুরায়দাহ বিন হুছাইব আসলামী (৯) হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (১০) মু'আয বিন জাবাল (১১) জনৈক আনছার আবু ইয়াযীদ (১২) ছাবেত বিন ক্বায়েস বিন শাম্মাস (১৩) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন 'আব্দে রব্বিহি (১৪) মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (১৫) আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাই (১৬) খালেদ বিন অলীদ (১৭) 'আমর ইবনুল 'আছ (১৮) মুগীরাহ বিন শো'বা ছাক্বাফী (১৯) জুহাম বিন সা'দ (২০) জুহাইম বিন ছালত (২১) হুছায়েন বিন নুমায়ের (২২) হুয়াইত্বিব বিন আব্দুল 'উযযা (২৩) সাঈদ বিন সাঈদ ইবনুল 'আছ (২৪) জা'ফর বিন আবু ত্বালিব (২৫) হানযালা বিন রবী' ও তার ভাই (২৬) রাবাহ ও চাচা (২৭) আকছাম

১২৪০. ফাৎহুল বারী হা/৪৯৯০-এর পূর্বে 'নবী (ছাঃ)-এর লেখক' অনুচ্ছেদ, ৯/২২ পৃঃ।
১২৪১. বুখারী হা/৩৬১৭; মুসলিম হা/২৭৮১।

বিন ছায়ফী তামীমী (২৮) 'আলা ইবনুল হাযরামী (২৯) 'আলা বিন উক্ববাহ (৩০) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (৩১) আবু সুফিয়ান বিন হারব (৩২) ঐ পুত্র ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান ও (৩৩) মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান *রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম*।[১২৪২] এতদ্ব্যতীত (৩৪) আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ যিনি হাদীছ লিখনে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

লেখকগণের মধ্যে মদীনায় যাঁরা বিশেষ বিশেষ কাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁরা হ'লেন, (১) অহি লিখনে আলী, ওছমান, উবাই বিন কা'ব এবং যায়েদ বিন ছাবেত। (২) বাদশাহ ও আমীরদের নিকটে পত্র লিখনে যায়েদ বিন ছাবেত। (৩) চুক্তি লিখনে আলী ইবনু আবী তালেব। (৪) মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন সমূহ লিখনে মুগীরাহ বিন শো'বা। (৫) ঋণচুক্তিসমূহ লিখনে আব্দুল্লাহ বিন আরক্বাম। (৬) গণীমতসমূহ নিবন্ধনে মু'আইকীব। কোন লেখক অনুপস্থিত থাকলে হানযালা বিন রবী' লেখকের দায়িত্ব পালন করতেন। সেজন্য তিনি হানযালা আল-কাতেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১২৪৩]

এঁদের মধ্যে (১) খালেদ বিন সাঈদ ছিলেন আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর পরে ইসলাম কবুলকারী ৩য়, ৪র্থ অথবা ৫ম ব্যক্তি। কারণ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি জাহান্নামের কিনারে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পিতা তাকে সেদিকে ঠেলে দিচ্ছেন। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার হাত টেনে ধরেছেন, যাতে তিনি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত না হন। পরদিন এ স্বপ্ন আবুবকর (রাঃ)-কে বললে তিনি বলেন, এটি শুভ স্বপ্ন। ইনিই আল্লাহ্র রাসূল। অতএব তুমি তাঁর অনুসরণ কর। তাহ'লে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। যার ভয় তুমি করছ'। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসেন ও ইসলাম কবুল করেন। এ খবর জানতে পেরে তার পিতা তাকে লাঠিপেটা করেন, খানা-পিনা বন্ধ করে দেন ও তাকে বাড়ী থেকে বের করে দেন। পরবর্তীতে তিনি হাবশায় হিজরত করেন। অতঃপর হাবশা থেকে জা'ফরের সাথে খায়বরে আসেন ও রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ত্বায়েফবাসীদের সাথে সন্ধির সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। পরে সেখান থেকে আগত ছাক্বীফ প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষে চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করেন। আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তিনি শামের আজনাদাইন যুদ্ধে শহীদ হন।

(২) 'আমের বিন ফুহায়রা আবুবকর (রাঃ)-এর মুক্তদাস ছিলেন। হিজরতকালে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী ছিলেন। পথিমধ্যে পিছু ধাওয়াকারী সুরাক্বাহ বিন মালেক মুদলেজী-কে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে তিনি একটি 'নিরাপত্তানামা' (كِتَابُ أَمْنٍ) লিখে দেন। ৪র্থ হিজরীতে বি'রে মাঊনা-র মর্মান্তিক ঘটনায় তিনি শহীদ হন।

১২৪২. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৫/৩৩৯-৩৫৫; মুছত্বফা আ'যামী, কুত্তাবুন নবী (বৈরূত : ১৩৯৮/১৯৭৮ খৃঃ)।

১২৪৩. মাহমূদ শাকের, আত-তারীখুল ইসলামী (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, তাবি) ২/৩৫৫ পৃঃ।

(৩) আরক্বাম বিন আবুল আরক্বাম মাখযূমী (রাঃ) প্রথম দিকের ৭ম বা ১০ম মুসলমান ছিলেন। ছাফা পাহাড়ে তাঁর গৃহে রাসূল (ছাঃ) ইসলামের প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। যা 'দারুল আরক্বাম' (دَارُ الْأَرْقَم) নামে পরিচিত হয়। তিনি ৫৩ অথবা ৫৫ হিজরীতে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন *(আল-ইছাবাহ, আরক্বাম ক্রমিক ৭৩)*।

(৪) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন 'আব্দে রব্বিহী বায়'আতে কুবরা-য় শরীক ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা ছিল এই যে, তিনিই প্রথম আযানের স্বপ্ন দেখেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে 'সত্যস্বপ্ন' (إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ) বলে আখ্যায়িত করেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা জ্ঞাপন করে বলেন, *ফালিল্লাহিল হাম্দ* (فَلِلَّهِ الْحَمْدُ)। অতঃপর বেলালের মাধ্যমে তা চালু করে দেন *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯)*। তিনি ৩২ হিজরীতে ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। খলীফা ওছমান (রাঃ) স্বয়ং তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন *(আল-ইছাবাহ, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ ক্রমিক ৪৬৮৯)*।

(৫) আব্দুল্লাহ সা'দ বিন আবু সারাহ ওছমান বিন 'আফফান (রাঃ)-এর দুধভাই ছিলেন। ওছমানের মা তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন। তিনি অহি লিখতেন। কিন্তু পরে 'মুরতাদ' হয়ে যান। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) যাদের রক্ত বৃথা ঘোষণা করেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত। পরে তিনি ওছমান (রাঃ)-এর নিকটে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ফলে রাসূল (ছাঃ) তাকে আশ্রয় দেন। এরপর থেকে মৃত্যু অবধি তাঁর ইসলাম খুবই সুন্দর ছিল। ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ২৫ হিজরীতে তাঁকে মিসরের গবর্ণর নিযুক্ত করা হয় এবং আফ্রিকা জয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর তাঁর আমলেই আফ্রিকা বিজিত হয়। উক্ত যুদ্ধে বিখ্যাত তিন 'আবাদেলাহ' অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, আব্দুল্লাহ বিন ওমর এবং আব্দুল্লাহ বিন 'আমর যোগদান করেন। ৩৫ হিজরীতে ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদাতকালে তিনি মিসরের 'আসক্বালান' শহরে ছিলেন। তিনি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন যেন ছালাতরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। অতঃপর একদিন ফজরের ছালাত আদায়কালে শেষ বৈঠকে প্রথম সালাম ফিরানোর পর দ্বিতীয় সালাম ফিরানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়। এটি ছিল ৩৬ অথবা ৩৭ হিজরীর ঘটনা।[১২৪৪]

(৬) উবাই বিন কা'ব আনছারী (রাঃ) বায়'আতে কুবরা এবং বদর-ওহোদ সহ সকল যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সাত জন শ্রেষ্ঠ ক্বারীর নেতা। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উবাই বিন কা'বকে বললেন, إِنَّ اللهَ أَمَرَنِىْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوْا) قَالَ وَسَمَّانِىْ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَبَكَى– 'আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমার উপরে সূরা বাইয়েনাহ পাঠ করি। উবাই বললেন, আল্লাহ আপনার নিকটে আমার নাম বলেছেন?

১২৪৪. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৫/৩৩৯-৩৫৫, 'অহি লেখকগণ' অনুচ্ছেদ।

রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন উবাই (খুশীতে) কাঁদতে লাগলেন'।[১২৪৫] তিনিই প্রথম রাসূল (ছাঃ)-এর অহি লেখক ছিলেন এবং অন্যতম ফৎওয়া দানকারী ছাহাবী ছিলেন। অধিকাংশের মতে তিনি ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ২২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ওমর (রাঃ) বলেন, আজ মুসলমানদের নেতা মৃত্যুবরণ করল *(আল-ইছাবাহ, উবাই ক্রমিক ৩২)*।

(৭) যায়েদ বিন ছাবেত আনছারী (রাঃ) বয়স কম থাকায় বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হন। এরপর থেকে সকল যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী ছিলেন। তিনি অহি লিখতেন এবং শিক্ষিত ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ)। আবুবকর (রাঃ)-এর সময় কুরআন সংকলনের দায়িত্ব তাঁর উপরেই প্রদান করা হয়। হিজরতের পর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বনু নাজ্জারের এই তরুণকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ'লে তিনি তাঁকে কুরআনের ১৭টি সূরা মুখস্থ শুনিয়ে দেন। তাতে বিস্মিত হয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি ইহূদীদের পত্র পাঠ করা শিখ। তখন আমি ১৫ দিনের মধ্যেই ইহূদীদের ভাষা শিখে ফেলি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে তাদের নিকট আমি পত্র লিখতাম এবং তারা লিখলে আমি তাঁকে তা পড়ে শুনাতাম' *(আল-ইছাবাহ, যায়েদ বিন ছাবেত ক্রমিক ২৮৮২)*।

(৮) আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ইবনুল 'আছ সাহমী কুরায়শী (রাঃ) অত্যন্ত 'আবেদ ও যাহেদ ছাহাবী ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) এই তরুণ ছাহাবীকে একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম রাখার ও সাতদিনে বা সর্বনিম্নে তিনদিনে কুরআন খতম করার অনুমতি দেন *(বুখারী হা/৫০৫২)*। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছসমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি বলেন, আমি নিয়মিত হাদীছ লিখতাম। তাতে কুরায়েশরা আমাকে নিষেধ করে এবং বলে যে, তুমি সব কথা লিখ না। কেননা রাসূল (ছাঃ) একজন মানুষ। তিনি ক্রোধের সময় ও খুশীর সময় কথা বলেন। তখন আমি লেখা বন্ধ করি এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে উক্ত বিষয়টি উত্থাপন করি। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, اُكْتُبْ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّى إِلاَّ حَقٌّ 'তুমি লেখ। যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, আমার থেকে হক ব্যতীত কিছুই বের হয় না' *(আহমাদ হা/৬৫১০, হাদীছ ছহীহ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, مَا أَحِدُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه و سلم أَكْثَرَ حَدِيْثًا مِنِّي إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ 'রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে আমি আমার চাইতে অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী কাউকে পাইনি আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ব্যতীত। কেননা তিনি হাদীছ লিখতেন'। তিনি ৬৫ হিজরীতে ৭২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর স্থান নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন শামে বা ত্বায়েফে বা মিসরে বা মক্কায়' *(আল-ইছাবাহ, আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ক্রমিক ৪৮৫০)*। তাঁর লিখিত হাদীছের সংখ্যা অন্যূন সাতশত।

১২৪৫. বুখারী হা/৪৯৫৯, মুসলিম হা/৭৯৯; মিশকাত হা/২১৯৬।

(৯) অনুরূপভাবে বনু নাজ্জারের জনৈক ব্যক্তি খ্রিষ্টান হয়ে যায়। পরে সে মুসলমান হয়ে ‘অহি’ লেখার দায়িত্ব পায়। অতঃপর সে পালিয়ে গিয়ে পুনরায় খ্রিষ্টান হয়ে যায় এবং অপবাদ দেয় যে, মুহাম্মাদ সেটুকুই জানে, যতটুকু আমি লিখি (مَا يَدْرِى مُحَمَّدٌ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ)। পরে আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেন। লোকেরা তাকে দাফন করে। কিন্তু সকালে দেখা গেল যে, মাটি তাকে উগরে ফেলে দিয়েছে। তখন লোকেরা বলল, এসব মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের কাজ। অতঃপর তারা খুব গভীর করে তাকে দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে একইভাবে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় তাকে পাওয়া গেল। তখন লোকেরা বলল, এটি মানুষের কাজ নয়। অতঃপর তারা তাকে ফেলে রাখল’ *(বুখারী হা/৩৬১৭)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সে বলেছিল, আমি মুহাম্মাদের চাইতে বেশী জানি। আমি চাইলে এরূপ লিখতে পারি’(أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمُحَمَّدٍ إِنْ كُنْتُ لَأَكْتُبُ مَا شِئْتُ)। অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করে। তার উপরোক্ত কথা জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘মাটি তাকে কখনই কবুল করবে না’ (إِنَّ الأَرْضَ لَنْ تَقْبَلَهُ)। রাবী আনাস (রাঃ) বলেন, আবু ত্বালহা (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, আমি তার মৃত্যুর স্থানে গিয়ে দেখি যে, তার লাশ মাটির উপরে পড়ে আছে। তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, আমরা তাকে বারবার দাফন করেছি। কিন্তু মাটি তাকে বারবার উপরে ফেলে দিয়েছে’।[১২৪৬]

৩. মুক্তদাস ও দাসীগণ (موالى النبى صـــ وإمائه) :

ইমাম নববী বলেন, বিভিন্ন সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মোট ৫০ জন গোলাম ছিল। যেমন, (১) যায়েদ বিন হারেছাহ (২) ছাওবান বিন বুজদুদ (ثوبان بن بجدد) (৩) আবু কাবশাহ সুলায়েম। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। (৪) বাযাম (৫) রুওয়াইফে‘ (৬) ক্বাছীর (৭) মায়মূন (৮) আবু বাকরাহ (৯) হুরমুয (১০) আবু ছাফিইয়াহ উবায়েদ (১১) আবু সালমা (১২) আনাসাহ (১৩) ছালেহ (১৪) শুক্বরান (১৫) রাবাহ (১৬) আসওয়াদ আন-নূবী (১৭) ইয়াসার আর-রা‘ঈ (১৮) আবু রাফে‘ আসলাম (১৯) আবু লাহছাহ (أبو لهثة)। (২০) ফাযালাহ ইয়ামানী (২১) রাফে‘ (২২) মিদ‘আম (২৩) আসওয়াদ (২৪) কিরকিরাহ (২৫) যায়েদ, যিনি হেলাল বিন ইয়াসার-এর দাদা ছিলেন। (২৬) ওবায়দাহ (২৭) ত্বাহমান (অথবা কায়সান, মিহরান, যাকওয়ান, মারওয়ান)। (২৮) মা’বূর আল-

---

১২৪৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৪৪; আহমাদ হা/১২২৩৬, সনদ ছহীহ। মিশকাত হা/৫৮৯৮ ‘মু‘জিযা সমূহ’ অনুচ্ছেদ। মিশকাতে বর্ণিত হাদীছে তার মুরতাদ হওয়ার খবর শুনে রাসূল (ছাঃ) ‘মাটি তাকে কবুল করবে না’ (إن الأرض لا تقبله) বলেন। অতঃপর শেষে ‘মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ’ লেখা হয়েছে। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে কোথাও উক্ত বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বরং তার মৃত্যুর পরে তিনি বলেছিলেন إِنَّ الأَرْضَ لَنْ تَقْبَلَهُ *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৪৪)* অথবা إِنَّ الأَرْضَ لَمْ تَقْبَلْهُ *(আহমাদ হা/১২২৩৬)*।

ক্বিবত্বী (২৯) ওয়াক্বেদ (৩০) আবু ওয়াক্বেদ (৩১) হিশাম (৩২) আবু যুমাইরাহ (৩৩) হোনায়েন (৩৪) আবু 'আসীব আহমার (৩৫) আবু ওবায়দাহ (৩৬) মিহরান ওরফে সাফীনাহ (৩৭) সালমান ফারেসী (৩৮) আয়মান বিন উম্মে আয়মান (৩৯) আফলাহ (৪০) সাবেক্ব (৪১) সালেম (৪২) যায়েদ বিন বূলা (زيد بن بولا)। (৪৩) সাঈদ (৪৪) যুমাইরাহ বিন আবু যুমাইরাহ (ضُمَيْرة بن أبي ضميرة) (৪৫) ওবায়দুল্লাহ বিন আসলাম (৪৬) নাফে' (৪৭) নাবীল (৪৮) ওয়ারদান (৪৯) আবু উছাইলাহ (أبو أثيلة)। (৫০) আবুল হামরা *রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) আরও কয়েকজন মুক্তদাসের নাম বলেছেন। যেমন (১) আনজাশাহ (২) সানদার (سندر) (৩) ক্বাসাম (قسام) (৪) আবু মুওয়াইহিবাহ *(যাদুল মা'আদ ১/১১১-১৩)*।

মুক্তদাসী ছিল ১২ জন। যেমন, (১) সালমা (২) উম্মে রাফে' (৩) উম্মে আয়মান বারাকাহ (৪) মায়মূনাহ বিনতে সাঈদ (৫) খাযেরাহ (خُضِرَةُ)। (৬) রাযওয়া (رَضْوَى)। (৭) উমাইমাহ (৮) রায়হানা (৯) উম্মে যুমাইরাহ (১০) মারিয়াহ বিনতে শাম'উন আল-ক্বিবত্বিয়াহ (১১) তার বোন শীরীন (১২) উম্মে আব্বাস। এরা কেউ একসঙ্গে ছিলেন না। বরং বিভিন্ন সময়ে ছিলেন।[১২৪৭] ইবনুল ক্বাইয়িম আর একজনের নাম বলেছেন, রাযীনাহ (رُزَيْنَةُ) *(যাদুল মা'আদ ১/১১৩)*।

মারিয়াহ ও শীরীন দুই বোনকে মিসর রাজ মুক্বাউক্বিস রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করেন। পরে রাসূল (ছাঃ) মারিয়াকে রাখেন ও শীরীনকে হাসসান বিন ছাবিত আনছারী-কে হাদিয়া দেন। মারিয়ার গর্ভে রাসূল (ছাঃ)-এর শেষ সন্তান ইবরাহীমের জন্ম হয় ও শীরীন-এর গর্ভে আব্দুর রহমান বিন হাসসান-এর জন্ম হয় *(আল-বিদায়াহ ৫/৩০৭-০৮)*।

৪. খাদেমগণ (خدّام النبى صـــ) :

(১) আনাস বিন মালেক (২) হিন্দ ও তার ভাই (৩) আসমা বিন হারেছাহ আসলামী (৪) রাবী'আহ বিন কা'ব আসলামী (৫) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ। ইনি রাসূল (ছাঃ)-এর জুতা ও মিসওয়াক বহন করতেন। যখনই তিনি উঠতেন জুতা পরিয়ে দিতেন এবং যখনই তিনি বসতেন জুতা জোড়া খুলে নিজ হাতে নিয়ে নিতেন। (৬) ওক্ববাহ বিন 'আমের আল-জুহানী। সফরকালে তাঁর খচ্চর চালনা করতেন। (৭) বেলাল বিন রাবাহ,

১২৪৭. ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.), তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, তাহকীক : মুছত্বফা আব্দুল ক্বাদের 'আত্বা ১/৩৮-৩৯ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ১/১১১-১৩।

মুওয়াযযিন (৮) সা'দ। দু'জনেই ছিলেন আবুবকর ছিদ্দীক-এর মুক্তদাস। (৯) বাদশাহ নাজাশীর ভাতিজা যূ-মিখমার। যাকে রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতের জন্য ৭ম হিজরীতে বাদশাহ পাঠিয়েছিলেন। (১০) বুকায়ের বিন সারাহ লায়ছী (১১) আবু যার গিফারী (১২) আসলা' বিন শারীক আ'রাজী। সওয়ারী পালন করতেন। (১৩) মুহাজির। উম্মে সালামাহ (রাঃ)-এর মুক্তদাস। (১৪) আবুস সাজা' (أبو السجع) *রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম (টীকা-পূর্বোক্ত)*।

(১৫) এছাড়া একটি ইহূদী বালক তাঁর খাদেম ছিল। যে তাঁর ওযূর পানি ও জুতা এগিয়ে দিত। হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূল (ছাঃ) তাকে দেখতে যান। তার আসন্ন মৃত্যু বুঝতে পেরে তিনি তাকে ইসলাম কবুলের দাওয়াত দেন। সে তার পিতার দিকে তাকালে পিতা তাকে বললেন, أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ 'তুমি আবুল ক্বাসেমের আনুগত্য কর'। তখন ছেলেটি কালেমা শাহাদাত পড়ে ইসলাম কবুল করল। অতঃপর মারা গেল। তখন রাসূল (ছাঃ) বেরিয়ে আসার সময় বললেন, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنْقَذَهُ بِى مِنَ النَّارِ 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমার মাধ্যমে ছেলেটিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন'।[১২৪৮]

৫. উট, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা (من دوابه صــ) :

উট (الإبل) : (১) 'ক্বাছওয়া' (الْقَصْوَاءُ)। যাতে সওয়ার হয়ে তিনি মক্কা বিজয়ের সফরে গমন করেন এবং হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে ভাষণ দেন *(বুখারী হা/৪৪০০; তিরমিযী হা/৩৭৮৬)*। (২) 'আযবা' (الْعَضْبَاءُ) ও (৩) 'জাদ'আ' (الْجَدْعَاءُ) নামে তাঁর আরও দু'টি উষ্ট্রী ছিল। 'আযবা' ছিল অত্যন্ত দ্রুতগামী। যাকে কেউ হারাতে পারত না। একবার জনৈক বেদুঈন সওয়ারী আযবা-কে অতিক্রম করে গেলে রাসূল (ছাঃ) সাথীদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'দুনিয়াতে আল্লাহ্র নীতি এটাই যে, কাউকে উঁচু করলে তাকে নীচুও করে থাকেন' *(বুখারী হা/৬৫০১)*। বিদায় হজ্জে ঈদুল আযহার দিন এর পিঠে বসে তিনি কংকর মারেন। অতঃপর ভাষণ দেন।[১২৪৯] জাদ'আ (الْجَدْعَاءُ) হিজরতের সময় আবুবকর (রাঃ) তাঁকে প্রদান করেন *(বুখারী হা/৪০৯৩)*। আইয়ামে তাশরীক্বের সময় এর পিঠে সওয়ার হয়ে তিনি ভাষণ দেন।[১২৫০] (৪) আরেকটি অত্যন্ত দ্রুতগামী উট ছিল। যাকে কেউ অতিক্রম করতে পারত না। যা তিনি বদরের যুদ্ধে নিহত আবু জাহলের

১২৪৮. আহমাদ হা/১২৮১৫,১৩৩৯৯; আবুদাঊদ হা/৩০৯৫; বুখারী হা/১৩৫৬; মিশকাত হা/১৫৭৪।
১২৪৯. আহমাদ হা/২০০৮৬-৮৭; আবুদাঊদ হা/১৯৫৪।
১২৫০. বায়হাক্বী ৫/১৫২, হা/৯৪৬৪; আবুদাঊদ হা/১৯৫২ 'মানাসিক' অধ্যায় ৭১ অনুচ্ছেদ; আলবানী, সনদ ছহীহ; 'আওনুল মা'বূদ হা/১৯৫২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

গণীমত হিসাবে পেয়েছিলেন। যার নাকে রূপার নোলক ছিল। এটাকে তিনি হোদায়বিয়ার দিন নহর করেন মুশরিকদের ক্রুদ্ধ করার জন্য’।[১২৫১]

ঘোড়া (الخيل) : তাঁর ঘোড়া ছিল ৭টি। (১) ‘সাক্ব’ (السَّكْبُ)। যার রং ছিল কালো ও কপালচিতা। (২) ‘মুরতাজিয’ (الْمُرْتَجِزُ) (৩) ‘লুহাইফ’ (اللُّحَيْفُ) (৪) ‘লেযায’ (اللِّزَازُ) (৫) ‘যারিব’ (الظَّرِبُ) (৬) ‘সাবহাহ’ (السَّبْحَةُ) এবং (৭) ‘ওয়ার্দ’ (الْوَرْدُ)। ঘোড়ার পালানের নাম ছিল ‘দাজ’ (الدَّاجُ)। অনেকে বলেছেন তাঁর ঘোড়া ছিল ১৫টি। তবে এতে মতভেদ আছে।

খচ্চর (البغال) : তাঁর খচ্চর ছিল ৩টি। (১) ‘দুলদুল’ (دُلْدُلُ)। যা ছিল সাদা-কালো ডোরা কাটা। যা মিসর রাজ মুক্বাউক্বিস হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। (২) ‘ফায্যাহ’ (فَضَّةٌ)। যা ছিল সাদা। যা রোম সম্রাটের পক্ষে মা‘আন (مَعَان)-এর গবর্ণর ফারওয়া আল-জুযামী ইসলাম কবুলের পর তাঁকে হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। (৩) আরেকটি ডোরা কাটা খচ্চর ছিল, যা আয়লার অধিপতি হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, নাজাশীও তাঁর জন্য একটি খচ্চর পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি সওয়ার হতেন।

গাধা (الحمير) : তাঁর গাধা ছিল ২টি। (১) ইয়া‘ফূর (يَعْفُورٌ) বা ‘উফায়ের (عُفَيْرٌ)। যা ছিল সাদা-কালো ডোরা কাটা। মিসর রাজ মুক্বাউক্বিস তাঁকে হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। (২) অন্যটি ফারওয়া আল-জুযামী হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। বলা হয়েছে যে, সা‘দ বিন উবাদাহ (রাঃ) তাঁকে আরেকটি গাধা হাদিয়া দিয়েছিলেন। যাতে তিনি সওয়ার হতেন।

৬. অস্ত্র-শস্ত্র (السلاح) :

তরবারী (السيف) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ৯টি তরবারী ছিল। (১) মা’ছূর (مَأْثُورٌ)। যা তিনি পৈত্রিক উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। (২) ‘আযব (الْعَضْبُ)। (৩) ‘যুল-ফিক্বার’ (ذُو الْفِقَارِ)। এটি তিনি ছাড়তেন না। যার বাঁট ছিল লোহার তৈরী ও রূপা দিয়ে মোড়ানো। (৪) ক্বালাঈ (الْقَلَعِيّ)। (৫) বাত্তার (الْبَتَّارُ)। (৬) হাত্ফ (الْحَتْفُ)। (৭) রাসূব (الرَّسُوبُ)। (৮) মিখযাম (الْمِخْذَمُ)। (৯) ক্বাযীব (الْقَضِيبُ)।

১২৫১. বায়হাক্বী হা/৯৬৭৪; তিরমিযী হা/ ৮১৫; আবুদাঊদ হা/১৭৪৯; ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৬; যাদুল মা‘আদ ১/১২৯-৩০।

Contents

বর্ম (الدرع) : তাঁর বর্ম ছিল ৭টি : (১) ‘যাতুল ফুযূল’(ذَاتُ الْفُضُولِ)। লোহার তৈরী এই বর্মটি মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় পরিবারের জন্য রাসূল (ছাঃ) জনৈক আবু শাহম (أَبو الشَّحْم) ইহূদীর নিকট ৩০ ছা‘ (৭৫ কেজি) যবের বিনিময়ে এক বছরের জন্য বন্ধক রেখেছিলেন। (২) ‘যাতুল বিশাহ’ (ذَاتُ الْوِشَاحِ)। (৩) ‘যাতুল হাওয়াশী’ (ذَاتُ الْحَوَاشِي)। (৪) সা‘দিয়াহ (السَّعْدِيَّةُ)। (৫) ফিযযাহ (فِضَّةٌ)। (৬) বাতরা (الْبَتْرَاءُ)। (৭) খিরনিক্ব (الْخِرْنِقُ)। *(যাদুল মা‘আদ ১/১২৬)*।

এতদ্ব্যতীত তাঁর (১) তীরের নাম ছিল ‘সাদাদ’ (السَّدَادُ)। (২) শরাধারের নাম ছিল ‘আল-জাম‘উ’ (الْجَمْعُ)। (৩) বর্শার নাম ছিল ‘সাগা’ (السَّغَاءُ)। (৪) তাঁর শিরস্ত্রানের নাম ছিল ‘যাক্বান’ (الذَّقَنُ)। (৫) ঢালের নাম ছিল ‘মূজেয’ (الْمُوجِزُ)।[১২৫২]

ব্যবহৃত বস্তুসমূহের বিষয় পর্যালোচনা (الملاحظة فى أثاثه المستعملة) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যবহৃত বস্তুসমূহকে বরকতের বস্তু হিসাবে পূজা করার কোনরূপ নির্দেশনা শরী‘আতে নেই। তেমন কিছু থাকলে ছাহাবায়ে কেরাম নিজেরাই সেগুলি সংরক্ষণ করতেন। বরং এর বিপরীত তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে এবং তাঁর কবরে পূজা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[১২৫৩] তাঁর ব্যবহৃত পোষাক, জুতা এমনকি তাঁর চুল ইত্যাদি নিয়ে মুসলিম বিশ্বের কোন কোন অঞ্চলে যেভাবে অতি ভক্তি দেখানো হয়, এমনকি অনেক স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এগুলি স্রেফ বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয়।

৭. দূতগণ (رسله صــ إلى الملوك) :

(১) ‘আমর বিন উমাইয়া যামরী : বাদশাহ নাজাশীর নিকট প্রেরিত হন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর পত্র হাতে নিয়ে সিংহাসন থেকে নীচে নেমে মাটিতে বসেন। অতঃপর জা‘ফর বিন আবু ত্বালিবের নিকটে কালেমা পাঠ করে ইসলাম কবুল করেন। তাঁর ইসলাম আমৃত্যু সুন্দর ছিল। (২) দেহিইয়াহ বিন খালীফাহ কালবী : রোম সম্রাট হেরাক্বল-এর নিকট প্রেরিত হন। (৩) আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ সাহমী : পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট। (৪) হাত্বেব বিন আবু বালতা‘আহ লাখমী : মিসর রাজ মুক্বাউক্বিস-এর নিকট। (৫) আমর ইবনুল ‘আছ : ওমানের সম্রাট দুই ভাইয়ের নিকট। (৬) সালীত্ব বিন আমর

১২৫২. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৬/৯।
১২৫৩. বুখারী হা/৩৪৪৫, ১৩৯০; মুওয়াত্ত্বা হা/৫৯৩; মিশকাত হা/৭৫০।

Contents

‘আলাবী : ইয়ামামার শাসক হাওযাহ বিন আলী-এর নিকট। (৭) শুজা‘ বিন ওয়াহাব আল-আসাদী : শামের বালক্বা-এর শাসক হারেছ বিন আবু শিম্‌র আল-গাসসানীর নিকট। (৮) মুহাজির বিন আবু উমাইয়াহ মাখযূমী : হারেছ আল-হিমইয়ারীর নিকট। (৯) ‘আলা ইবনুল হাযরামী : বাহরায়েনের শাসক মুনযির বিন সাওয়া আল-‘আব্দীর নিকট। (১০) আবু মূসা আশ‘আরী ও মু‘আয বিন জাবাল : ইয়ামনবাসী ও তাদের শাসকদের নিকট প্রেরিত হন। তাদের শাসকবর্গসহ অধিকাংশ জনগণ ইসলাম কবুল করেন।[১২৫৪]

৮. তাঁর মুওয়াযযিনগণ (مؤذنوه صـــ) :

মোট চারজন। তন্মধ্যে দু’জন (১) বেলাল বিন রাবাহ ও (২) আমর ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) মদীনায়, ‘আম্মার বিন ইয়াসিরের মুক্তদাস (৩) সা‘দ আল-ক্বারয ক্বোবায় এবং (৪) আবু মাহযূরাহ আউস বিন মুগীরাহ আল-জুমাহী ছিলেন মক্কায় *(যাদুল মা‘আদ ১/১২০)*।

৯. তাঁর আমীরগণ (أمرائه صـــ) :

(১) বাযান বিন সামান। পারস্য সম্রাট কিসরা নিহত হওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) তাকে ইয়ামনের গবর্ণর নিয়োগ করেন। ইনিই ছিলেন ইয়ামনে ইসলামী যুগের প্রথম আমীর ও প্রথম অনারব মুসলিম। বাযানের মৃত্যুর পর তার পুত্র শাহর বিন বাযানকে আমীর নিযুক্ত হন। পরে তিনি নিহত হ’লে রাসূল (ছাঃ) খালেদ বিন সাঈদ ইবনুল ‘আছ (রাঃ)-কে সেখানকার আমীর নিয়োগ করেন।

(২) মুহাজির বিন উমাইয়া মাখযূমীকে রাসূল (ছাঃ) কিন্দাহ ও ছাদিফ (الصَّدِف) এলাকার আমীর নিযুক্ত করেন। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আবুবকর (রাঃ) সেখানকার কিছু মুরতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অভিযান প্রেরণ করেন।

(৩) যিয়াদ বিন উমাইয়া আনছারীকে হাযরামাঊত (৪) আবু মূসা আশ‘আরীকে যাবীদ (زَبِيد), আদন ও সাগর তীরবর্তী এলাকা (৫) মু‘আয বিন জাবালকে জান্দ (الْجَنَد) এলাকা (৬) আবু সুফিয়ান ছাখর বিন হারবকে নাজরান এবং তাঁর পুত্র (৭) ইয়াযীদকে তায়মা (৮) আত্তাব বিন আসীদকে মক্কা (৯) আলী ইবনু আবী ত্বালেবকে ইয়ামন (১০) আমর ইবনুল ‘আছকে ওমান এলাকার প্রশাসক নিয়োগ করেন। এতদ্ব্যতীত (১১) আবুবকর (রাঃ)-কে ৯ম হিজরীতে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করেন। যদিও আল্লাহ্‌র শত্রু রাফেযী শী‘আরা বলে থাকে যে, আলীকে পাঠিয়ে আবুবকরকে বরখাস্ত করা হয়’ *(যাদুল মা‘আদ ১/১২১-২২)*।

১২৫৪. নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, তাহকীক : মুছত্বফা আব্দুল ক্বাদের ‘আত্বা ১/৩৯ পৃঃ।

১০. হজ্জ ও ওমরাহসমূহ (حجه وعُمُراته صـــ) :

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মাত্র ১টি হজ্জ করেন এবং হিজরতের পরে মোট চারটি ওমরাহ করেন। (১) ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার ওমরাহ (عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ), যা পূর্ণ না হওয়ায় তিনি সন্ধি করে ফিরে যান (২) ৭ম হিজরীতে গত বছরের সন্ধি মতে ওমরাহ (عُمْرَةُ الْقَضَاءِ) আদায় (৩) ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় ও হোনায়েন যুদ্ধের পর গণীমত বণ্টন শেষে জি'ইর্রা-নাহ হ'তে ওমরাহ (عُمْرَةِ الْجِعِرَّانَةِ) আদায় এবং (৪) সবশেষে ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সাথে একত্রিতভাবে ওমরাহ আদায়। সবগুলিই তিনি করেছিলেন যুলক্বা'দাহ মাসে'।[১২৫৫] উক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, তিনি পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে কেবল দু'টি ওমরাহ করেছেন। একটি ৭ম হিজরীতে ওমরাতুল ক্বাযা এবং অন্যটি ৮ম হিজরীতে ওমরাতুল জি'ইর্রানাহ। সম্ভবতঃ একারণেই ছাহাবী বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর হজ্জের পূর্বে দু'টি ওমরাহ করেছেন যুলক্বা'দাহ মাসে'।[১২৫৬]

১১. মু'জেযা সমূহ (معجزاته صـــ) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মু'জেযা সমূহ গণনা করা সম্ভব নয়। প্রসিদ্ধগুলি নিম্নরূপ :

(১) চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করণ।[১২৫৭] (২) মি'রাজের ঘটনা।[১২৫৮] (৩) কা'বাগৃহে ছালাতরত অবস্থায় মাথায় উটের ভুঁড়ি চাপানো যে সাত জনের বিরুদ্ধে তিনি বদ দো'আ করেছিলেন, তাদের বদর যুদ্ধে নিহত হওয়া।[১২৫৯] (৪) কা'বাগৃহে ছালাতরত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর মাথা পা দিয়ে পিষে দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলে আবু জাহল সম্মুখে অগ্নিগহ্বর দেখে ভয়ে পিছিয়ে যায়।[১২৬০] (৫) ইয়ামনের যেমাদ আযদী রাসূল (ছাঃ)-কে জিনে ধরা রোগী মনে করে ঝাড়-ফুঁক করতে এলে তিনি তাঁর মুখে *ইন্নাল হামদা লিল্লাহ, নাহমাদুহূ...* শুনে ইসলাম কবুল করেন।[১২৬১] (৬) মক্কায় একদিন আবুবকরকে সাথে নিয়ে রাসূল (ছাঃ) কোথাও যাচ্ছিলেন। ইবনু মাসঊদ বলেন, তখন আমি উক্ববা বিন আবু মু'আইতের বকরী চরাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, হে বৎস! দুধ আছে কি? আমি বললাম, আছে। কিন্তু আমি তো আমানতদার মাত্র। তখন তিনি বললেন, বাচ্চা (নাবালিকা) ছাগীটি নিয়ে এস। অতঃপর আমি নিয়ে গেলে তিনি তার বাঁট ছুঁয়ে দিলেন।

১২৫৫. যাদুল মা'আদ ২/৮৬; বুখারী হা/৪১৪৮; মুসলিম হা/১২৫৩; মিশকাত হা/২৫১৮।
১২৫৬. বুখারী হা/১৭৮১; মিশকাত হা/২৫১৯।
১২৫৭. বুখারী হা/৩৮৬৮-৬৯; মুসলিম হা/২৮০০; মিশকাত হা/৫৮৫৪-৫৫।
১২৫৮. বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/১৬২; মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৬।
১২৫৯. বুখারী হা/২৪০, ৫২০; মুসলিম হা/১৭৯৪; মিশকাত হা/৫৮৪৭।
১২৬০. মুসলিম হা/২৭৯৭; মিশকাত হা/৫৮৫৬।
১২৬১. মুসলিম হা/৮৬৮; মিশকাত হা/৫৮৬০।

তখন দুধ নেমে আসে। ফলে তিনি ও আবুবকর পেট ভরে পান করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় বাঁটে হাত দেন ও দুধ বন্ধ হয়ে যায়। যাওয়ার সময় তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, হে বৎস! আল্লাহ তোমাকে অনুগ্রহ করুন'।[১২৬২] (৭) হিজরতের শুরুতে ছওর গিরিগুহায় অবস্থানকালে শত্রুর আগমন টের পেয়ে তিনি বলেন, আমরা দু'জন নই, তৃতীয় জন আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন।[১২৬৩] (৮) হিজরতকালে উম্মে মা'বাদের রুগ্ন বকরীর শুষ্ক পালান দুধে ভরে যাওয়া।[১২৬৪] (৯) পিছু ধাওয়াকারী সুরাক্বা বিন মালেকের ঘোড়ার পাগুলি মাটিতে দেবে যাওয়া। অতঃপর ফিরে যাওয়া।[১২৬৫] (১০) হিজরতের পরপরই ইহূদী পণ্ডিত আব্দুল্লাহ বিন সালামের তিনটি প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া। যা নবী ব্যতীত কারু পক্ষে সম্ভব ছিল না।[১২৬৬] (১১) হোদায়বিয়ার কূয়া থেকে এবং তাবূকের সফরে হাতের আঙ্গুল সমূহ থেকে শুষ্ক ঝর্ণায় পানির প্রবাহ নির্গমন।[১২৬৭] (১২) অন্য এক সফরে তৃষ্ণার্ত হ'লে সওয়ারী এক মহিলার দু'টি মশক থেকে পানি নিয়ে একটি পাত্রে ঢালেন। অতঃপর তা থেকে সাথী ৪০ জন ও সওয়ারীর পশুগুলি পান করে। অতঃপর সমস্ত পাত্র ভরে নেওয়া হয়। এরপরেও মহিলাকে তার মশক দু'টি পূর্ণভাবে পানি ভর্তি অবস্থায় ফেরৎ দেওয়া হয়।[১২৬৮] (১৩) একবার মদীনার 'যাওরা' বাজারে রাসূল (ছাঃ) একটি পানির পাত্রে হাত রাখলে আঙ্গুল সমূহের ফাঁক দিয়ে এত বেশী পানি প্রবাহিত হয় যে, ৩০০ বা তার কাছাকাছি মানুষ তা পান করে পরিতৃপ্ত হয়।[১২৬৯] (১৪) মসজিদে নববীতে দূরাগত মুছল্লীদের ওযূর পানিতে কমতি হ'লে রাসূল (ছাঃ) ছোট্ট একটি পাত্রে হাত ডুবিয়ে দেন। অতঃপর তা থেকে ৮০ জনের অধিক মুছল্লী ওযূ করেন।[১২৭০] (১৫) মসজিদে নববীতে মিম্বর স্থাপিত হ'লে রাসূল (ছাঃ) ইতিপূর্বে খেজুর গাছের যে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে খুৎবা দিতেন, সেটি ত্যাগ করে মিম্বরে বসেন। তখন খুঁটিটি শিশুর মত চিৎকার দিয়ে কাঁদতে থাকে। রাসূল (ছাঃ) নীচে নেমে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে সে থেমে যায়।[১২৭১] তিনি বলেন, যদি আমি তাকে বুকে টেনে আদর না করতাম, তাহ'লে সে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই কাঁদতে থাকত।[১২৭২] (১৬) গাছ ও পাথরের সিজদা করা।[১২৭৩] (১৭) বৃক্ষের হেঁটে চলে আসা ও পুনরায় তার স্থানে ফিরে যাওয়া[১২৭৪] এবং

১২৬২. আহমাদ হা/৩৫৯৮, সনদ 'হাসান'।
১২৬৩. বুখারী হা/৩৬৫৩; মুসলিম হা/২৩৮১; মিশকাত হা/৫৮৬৮।
১২৬৪. হাকেম হা/৪২৭৪; মিশকাত হা/৫৯৪৩।
১২৬৫. বুখারী হা/৩৬১৫; মুসলিম হা/২০০৯ (৭৫); মিশকাত হা/৫৮৬৯।
১২৬৬. বুখারী হা/৪৪৮০; মিশকাত হা/৫৮৭০।
১২৬৭. বুখারী হা/৩৫৭৬, ৪১৫০; মিশকাত হা/৫৮৮৩-৮৪; মুসলিম হা/৭০৬ (১০)।
১২৬৮. বুখারী হা/৩৫৭১; মিশকাত হা/৫৮৮৪।
১২৬৯. বুখারী হা/৩৫৭২; মুসলিম হা/২২৭৯ (৬); মিশকাত হা/৫৯০৯।
১২৭০. বুখারী হা/১৯৫।
১২৭১. বুখারী হা/৩৫৮৪-৮৫; মিশকাত হা/৫৯০৩।
১২৭২. ইবনু মাজাহ /১৪১৫; ছহীহাহ হা/২১৭৪।
১২৭৩. তিরমিযী হা/৩৬২০; মিশকাত হা/৫৯১৮।
১২৭৪. দারেমী হা/২৩; আহমাদ হা/১২১৩৩; মিশকাত হা/৫৯২৪।

দু’টি গাছ একত্রিত হয়ে তাঁর জন্য নীচু হয়ে তাঁর হাজত সারার জন্য আড়াল করা।[১২৭৫] (১৮) বদর যুদ্ধের দিন মুশরিক নেতাদের নিহত হওয়ার স্থান সমূহ নির্দেশ করা।[১২৭৬] (১৯) ঐ দিন ঘোড় সওয়ার ফেরেশতা কর্তৃক তার ঘোড়ার প্রতি নির্দেশ ‘হায়যূম! আগে বাড়ো’ বলার পরেই নিহত শত্রুর পতন হওয়া।[১২৭৭] (২০) ওহোদের যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর ডাইনে ও বামে সাদা পোষাকধারী দু’জন ব্যক্তির যুদ্ধ করা’। যারা ছিলেন জিবরাঈল ও মীকাঈল।[১২৭৮] (২১) তাঁর উম্মৎ সাগরে নৌযুদ্ধে গমন করবে এবং উম্মে হারাম হবেন তাদের অন্যতম। মু‘আবিয়া (রাঃ) ও ইয়াযীদের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয়।[১২৭৯] (২২) রোমকরা পরাজিত হ’লে তিনি বলেন, কয়েক বছরের মধ্যেই রোমকরা বিজয়ী হবে (২৩) রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য বিজিত হবে। ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর সময় যা বাস্ত বায়িত হয়। (২৪) হাসান বিন আলীর মাধ্যমে মুসলমানদের বিবদমান দু’টি বড় দলের মধ্যে সন্ধি হবে। হাসান (রাঃ)-এর খেলাফত ত্যাগ ও মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফত গ্রহণের মাধ্যমে যা বাস্তবায়িত হয়। (২৫) নাজাশীর মৃত্যুর দিন মদীনায় ছাহাবীদের উক্ত খবর দেওয়া এবং গায়েবানা জানাযা পড়া (২৬) ভণ্ডনবী আসওয়াদ ‘আনাসী আজ রাতে ইয়ামনে নিহত হবে এবং তা বাস্তবায়িত হওয়া (২৭) খন্দক যুদ্ধে পরিখা খননকালে শক্ত পাথর তাঁর কোদালের আঘাতে গুঁড়া হয়ে বালুর স্তূপে পরিণত হওয়া।[১২৮০] (২৮) আরেকটি পাথরে আঘাত করার পর তার একাংশ ভেঙ্গে পড়লে তিনি বলেন ওঠেন, *আল্লাহু আকবর*! আমাকে পারস্যের সাম্রাজ্য দান করা হয়েছে... (২৯) তিন দিন না খেয়ে পেটে পাথর বাঁধা ক্ষুধার্ত রাসূল-কে খাওয়ানোর জন্য ছাহাবী জাবের (রাঃ) একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করলেন এবং তাঁর স্ত্রী এক ছা‘ (আড়াই কেজি) যব পিষে আটা তৈরী করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন ঐ সময় পরিখা খননরত ১০০০ ছাহাবীর সবাইকে সাথে নিয়ে আসেন। অতঃপর সকলে তৃপ্তির সাথে খাওয়ার পরেও আগের পরিমাণ আটা ও গোশত অবশিষ্ট থেকে যায়।[১২৮১] (৩০) ক্ষুধার কষ্টে রাসূল (ছাঃ)-এর কণ্ঠস্বর দুর্বল বুঝতে পেরে ছাহাবী আবু ত্বালহা স্ত্রী উম্মে সুলায়েম-কে বললে তিনি তাঁর জন্য কয়েকটি রুটি কাপড়ে জড়িয়ে পুত্র আনাসকে দিয়ে গোপনে পাঠিয়ে দেন। পরে রাসূল (ছাঃ) সকল সাথীকে নিয়ে আবু ত্বালহার বাড়ীতে আসেন। অতঃপর রুটিগুলি টুকরা টুকরা করেন এবং বিসমিল্লাহ বলে ১০ জন করে সবাইকে খেতে বলেন। দেখা গেল ৮০ জন খাওয়ার পরেও আরও উদ্বৃত্ত রইল’।[১২৮২] মুসনাদে আহমাদের

১২৭৫. মুসলিম হা/৩০১২; মিশকাত হা/৫৮৮৫।
১২৭৬. মুসলিম হা/১৭৭৯ (৮৩); মিশকাত হা/৫৮৭১।
১২৭৭. মুসলিম হা/১৭৬৩ (৫৮); মিশকাত হা/৫৮৭৪।
১২৭৮. বুখারী হা/৫৮২৬; মুসলিম হা/২৩০৬ (৪৬); মিশকাত হা/৫৮৭৫।
১২৭৯. বুখারী হা/২৭৮৮-৮৯; মুসলিম হা/১৯১২; মিশকাত হা/৫৮৫৯।
১২৮০. বুখারী হা/৪১০২; মুসলিম হা/২০৩৯; মিশকাত হা/৫৮৭৭।
১২৮১. বুখারী হা/৪১০২; মুসলিম হা/২০৩৯; মিশকাত হা/৫৮৭৭।
১২৮২. বুখারী হা/৫৪৫০; মুসলিম হা/২০৪০; মিশকাত হা/৫৯০৮।

বর্ণনায় এসেছে, রুটিগুলি দুই মুদ বা অর্ধ মুদ যবের আটার তৈরী ছিল।[১২৮৩] (৩১) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খাদ্য ভক্ষণ অবস্থায় (কখনো কখনো) তার তাসবীহ শুনতে পেতাম'।[১২৮৪] (৩২) (ক) এক সফরে একটি উট এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করে। তখন তিনি মালিককে ডেকে বলেন, এই উটের কাছ থেকে অধিক কাজ নেওয়া হয় এবং তাকে খাদ্য কম দেওয়া হয়। অতএব এর সঙ্গে সদাচরণ কর। (খ) কিছু দুর গিয়ে এক স্থানে রাসূল (ছাঃ) ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন মাটি ফুঁড়ে একটি গাছ উঠে এসে তাঁকে ছায়া করল। অতঃপর চলে গেল। (গ) অতঃপর কিছু দুর গিয়ে একটি ঝর্ণার নিকটে একজন মহিলা তার জিনে ধরা ছেলেকে নিয়ে আসল। রাসূল (ছাঃ) তার নাক ধরে বললেন, বেরিয়ে যাও! আমি আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ'। ফেরার পথে উক্ত মহিলাটি তার ছেলের সুস্থতার কথা জানালো'।[১২৮৫] আনাস (রাঃ) কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, আনছারদের একটি বাগিচায় গেলে উট এসে তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে যায়।[১২৮৬] (৩৩) ৫ম হিজরীতে খন্দক যুদ্ধে পরিখা খননের সময় 'আম্মার বিন ইয়াসিরকে তিনি বলেন, 'হে 'আম্মার! জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে'।[১২৮৭] অতঃপর তিনি ৩৭ হিজরীতে আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে সংঘটিত ছিফফীন যুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর পক্ষে যুদ্ধ করা অবস্থায় ৯৩ বছর বয়সে শহীদ হন'।[১২৮৮] (৩৪) ইহূদী নেতা সালাম ইবনুল হুক্বাইক্ব-কে হত্যা শেষে আবু রাফে' দুর্গ থেকে ফেরার সময় আব্দুল্লাহ বিন আতীকের এক পা ভেঙ্গে যায়। পরে তাতে হাত বুলিয়ে দেওয়ার পর তিনি সাথে সাথে পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান।[১২৮৯] (৩৫) তোমরা সত্ত্বর মাসজিদুল হারামে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করবে বলে স্বপ্ন বর্ণনা। যা হোদায়বিয়ার সন্ধি ও পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। (৩৬) পারস্যরাজ কিসরা তাঁর চিঠি ছিঁড়ে ফেললে তিনি বলেন, তার সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করুন। (৩৭) কিসরার গবর্ণর প্রেরিত দূতদ্বয়কে তাদের সম্রাট আজ রাতেই নিহত হবে বলে খবর দেওয়া এবং তা সত্যে পরিণত হওয়া *(ছহীহাহ হা/১৪২৯)*। (৩৮) খায়বর যুদ্ধে আহত সালামা বিন আকওয়া' পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হ'লে রাসূল (ছাঃ) সেখানে তিনবার থুক মারেন। তাতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে যান।[১২৯০] (৩৯) খায়বর যুদ্ধে বিজয়ের দিন সকালে তিনি বলেন, আজ আমি যার হাতে পতাকা দিব, তার হাতেই বিজয়

১২৮৩. আহমাদ হা/১৩৪৫২, ১২৫১৩ হাদীছ ছহীহ। উল্লেখ্য যে, চার মুদে এক ছা' হয়। যার পরিমাণ আড়াই কেজি চাউলের সমান।

১২৮৪. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৩৫৭৯; মিশকাত হা/৫৯১০।

১২৮৫. দারেমী হা/১৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৪১৬৮, সনদ 'হাসান'; মিশকাত হা/৫৯২২, আলবানী বলেন, শাওয়াহেদ-এর কারণে হাদীছ ছহীহ, ঐ, টীকা-১; ছহীহাহ হা/৪৮৫।

১২৮৬. আহমাদ হা/১২৬৩৫, সনদ 'ছহীহ লে গায়রিহী'; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১৬২।

১২৮৭. মুসলিম হা/২৯১৫; মিশকাত হা/৫৮৭৮।

১২৮৮. আল-ইছাবাহ, 'আম্মার ক্রমিক ৫৭০৮; আল-ইস্তী'আব, 'আম্মার ক্রমিক ১৮৬৩।

১২৮৯. বুখারী হা/৪০৩৯ 'যুদ্ধ বিগ্রহ' অধ্যায়-৬৪, 'আবু রাফে' হত্যা' অনুচ্ছেদ-১৬।

১২৯০. বুখারী হা/৪২০৬ 'খায়বর যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৮৮৬।

আসবে। পরে চোখের অসুখে কাতর আলীকে ডেকে এনে তার চোখে হাত বুলিয়ে দেন। তাতে তিনি সুস্থ হয়ে যান। অতঃপর খায়বরের শ্রেষ্ঠ না'এম দুর্গ জয় করেন।[১২৯১] (৪০) মুতার যুদ্ধে গমনের সময় তিনি সেনাপতি যায়েদ, জা'ফর ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা-এর আগাম শাহাদাতের খবর দেন। অতঃপর যুদ্ধের ময়দানে তাঁদের শাহাদাতের পর মদীনায় দাঁড়িয়ে অশ্রুসজল চোখে সবাইকে তিনি খবর দেন এবং খালেদ বিন অলীদের হাতে যুদ্ধ জয়ের সুসংবাদ দেন।[১২৯২] (৪১) হোনায়েন যুদ্ধে সংকটকালে তিনি এক মুষ্ঠি বালু শত্রুদের দিকে ছুঁড়ে মারেন। তাতে সবাই পালিয়ে যায়।[১২৯৩] (৪২) একই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষের জনৈক দুর্ধর্ষ যোদ্ধাকে তিনি বলেন, এই ব্যক্তি জাহান্নামী। পরে দেখা গেল তিনি আত্মহত্যা করে মারা গেলেন।[১২৯৪] (৪৩) মদীনার লাবীদ বিন আ'ছাম তার মাথার চুল ও চিরুনীতে জাদু করেন। পরে ঘুমন্ত অবস্থায় তার নিকটে দু'জন ব্যক্তি এসে বলেন, 'যারওয়ান' কূয়ার নীচে সেটি পাথর চাপা দেওয়া আছে। পরে সেখান থেকে সেটি বের করা হয়।[১২৯৫] (৪৪) হোনায়েন যুদ্ধে গণীমত বণ্টনকালে তাঁর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশকারী যুল-খুওয়াইছেরাহ-কে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, তার অনুসারী একদল লোক হবে, যাদের ছালাত, ছিয়াম ও তেলাওয়াত তোমাদের চাইতে উত্তম হবে। এরা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়।[১২৯৬] পরবর্তীতে চরমপন্থী খারেজী দলের উদ্ভব উক্ত ছিল ভবিষ্যদ্বাণীরই বাস্তবতা। (৪৫) আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর দাবীক্রমে তিনি বলেন, চাদর বিছিয়ে দাও। অতঃপর তিনি তাতে দো'আ করে ফুঁক দিলেন। তাতে তিনি আর কোনদিন হাদীছ ভুলে যাননি।[১২৯৭] (৪৬) খরায় আক্রান্ত মদীনায় বৃষ্টির জন্য দো'আ চাইলে তিনি দো'আ করেন। ফলে প্রচুর বৃষ্টিতে মদীনার রাস্তা-ঘাট ডুবে যেতে থাকে। তখন তিনি পুনরায় দো'আ করেন। ফলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়।[১২৯৮] (৪৭) তাবূক যুদ্ধে গমনের সময় যুল-বিজাদায়েনকে তিনি বলেন, তুমি যদি প্রচণ্ড জ্বরে মারা যাও, তাতেও তুমি শহীদ হিসাবে গণ্য হবে। পরে তাবূক পৌঁছে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।[১২৯৯] (৪৮) ফাযালাহ বিন ওবায়েদ (রাঃ) বলেন, তাবূক থেকে ফেরার পথে আমাদের উটগুলি কষ্টে হাসফাস করতে থাকে। তখন রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেন। ফলে মদীনায় আসা পর্যন্ত তারা সবল থাকে'।[১৩০০] (৪৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নেকড়ে একটি বকরীকে ধরে নিল। তখন রাখাল সেটি ছিনিয়ে

১২৯১. বুখারী হা/২৯৪২, ৩৭০১; মুসলিম হা/২৪০৬; মিশকাত হা/৬০৮০।
১২৯২. মিশকাত হা/৫৮৮৭; বুখারী হা/৪২৬২।
১২৯৩. মুসলিম হা/১৭৭৭ (৮১); মিশকাত হা/৫৮৯১।
১২৯৪. বুখারী হা/৬৬০৬; মিশকাত হা/৫৮৯২।
১২৯৫. বুখারী হা/৫৭৬৫; মুসলিম হা/২১৮৯ (৪৩); মিশকাত হা/৫৮৯৩।
১২৯৬. বুখারী হা/৩৩৪৪; মুসলিম হা/১০৬৪; মিশকাত হা/৫৮৯৪।
১২৯৭. বুখারী হা/২৩৫০; মুসলিম হা/২৪৯৩; মিশকাত হা/৫৮৯৬।
১২৯৮. বুখারী হা/১০১৩; মুসলিম হা/৮৯৭ (৯); মিশকাত হা/৫৯০২।
১২৯৯. হাদীছ 'হাসান', তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৮৮৭।
১৩০০. আহমাদ হা/২৪০০১, হাদীছ ছহীহ।

নিল। নেকড়ে বলল, তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? তুমি আমার রিযিক ছিনিয়ে নিলে। যা আল্লাহ আমার জন্য পাঠিয়েছিলেন। রাখাল বলল, কি আশ্চর্য! আমার সঙ্গে নেকড়ে মানুষের মত কথা বলছে। তখন নেকড়ে বলল, আমি কি তোমার নিকটে এর চাইতে বিস্ময়কর খবর দিব না? মুহাম্মাদ ইয়াছরিবে এসেছেন। তিনি মানুষকে গায়েবের খবর দিচ্ছেন। তখন রাখালটি দ্রুত মদীনায় প্রবেশ করল এবং এসে দেখল রাসূল (ছাঃ) সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বলছেন, অতদিন ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন না পশুরা মানুষের সাথে কথা বলবে...।[১৩০১] (৫০) একদিন তিনি আবুবকর, ওমর ও ওছমানকে সাথে নিয়ে ওহোদ পাহাড়ে ওঠেন। ফলে পাহাড়টি কেঁপে ওঠে। তখন তিনি পা দিয়ে আঘাত করে বলেন, হে পাহাড়! থাম। তোমার উপরে একজন নবী, একজন ছিদ্দীক্ব ও দু'জন শহীদ আছেন'।[১৩০২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) ওছমানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ তোমাকে পোষাক পরাবেন। যদি মুনাফিকরা সেই পোষাক খুলে নিতে চায়, তাহ'লে তুমি কখনই তা তাদেরকে খুলে দিয়ো না। একথা তিনি তিনবার বলেন'।[১৩০৩] বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়।

মু'জিযা সমূহ পর্যালোচনা (مراجعة على المعجزات) :

মু'জেযা সমূহ মূলতঃ নবুঅতের প্রমাণ স্বরূপ। যা দু'ভাগে বিভক্ত। (১) আধ্যাত্মিক (معنوية) এবং (২) বাহ্যিক (حسية)। আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জেযা হ'ল তাঁর উপরে কুরআন নাযিল হওয়া। অতঃপর তাঁর মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে হাদীছ বর্ণিত হওয়া।[১৩০৪] অন্যান্য মু'জেযা সমূহ তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে বিলুপ্ত হ'লেও কুরআন ও হাদীছ ক্বিয়ামত পর্যন্ত জীবন্ত মু'জেযা হিসাবে অব্যাহত থাকবে। কুরআনের মত অনুরূপ একটি গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য বা অনুরূপ একটি আয়াত আনয়নের জন্য জিন ও ইনসানের অবিশ্বাসী সমাজের প্রতি মক্কায় পাঁচবার ও মদীনায় একবার চ্যালেঞ্জ করে আয়াতসমূহ নাযিল হয়।[১৩০৫] কিন্তু কেউ সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। বস্তুতঃ কুরআনের প্রতিটি বাক্য, শব্দ ও বর্ণ আল্লাহ কর্তৃক সুরক্ষিত। ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা নিরাপদ থাকবে।

১৩০১. আহমাদ হা/১১৮০৯, হাদীছ ছহীহ।

১৩০২. বুখারী হা/৩৬৮৬; তিরমিযী হা/৩৬৯৭; মিশকাত হা/৬০৭৪।

১৩০৩. তিরমিযী হা/৩৭০৫; ইবনু মাজাহ হা/১১২; মিশকাত হা/৬০৬৮ 'ওছমানের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।

১৩০৪. আল্লাহ বলেন, 'রাসূল নিজ থেকে কোন কথা বলেন না'। 'এটি তো কেবল অহি, যা তাঁর নিকটে প্রত্যাদেশ করা হয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। কুরআন হেফাযতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে সূরা হিজর ১৫/৯ আয়াতে। অতঃপর কুরআন ও হাদীছ উভয়টির হেফাযতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে সূরা ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৬-১৯ আয়াতে।

১৩০৫. মক্কায় পাঁচবার হ'ল, সূরা ইউনুস ১০/৩৮; হূদ ১১/১৩; ইসরা ১৭/৮৮; ক্বাছাছ ২৮/৪৯; তূর ৫২/৩৪। মদীনায় একবার হ'ল, সূরা বাক্বারাহ ২/২৩।

আধ্যাত্মিক মু'জেযার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বিষয়টি হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন ও চরিত্র। যা অন্য যেকোন মানুষ থেকে অনন্য এবং সকল মানুষের জন্য অনুকরণীয়।[১৩০৬]

তাঁর নবুঅতের বাহ্যিক প্রমাণ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হ'ল, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া এবং মে'রাজের ঘটনা।[১৩০৭] এছাড়াও অন্যতম আসমানী প্রমাণ হ'ল, তাঁর দো'আ করার সাথে সাথে মদীনা শহরে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া। অতঃপর লোকদের দাবীর প্রেক্ষিতে পুনরায় দো'আ করার সাথে সাথে বৃষ্টি বন্ধ হওয়া।[১৩০৮]

অতঃপর ইহজাগতিক মু'জেযা সমূহের মধ্যে কিছু রয়েছে (ক) জড় জগতের সাথে সম্পর্কিত। যেমন পানির পাত্রে হাত দেওয়ার মাধ্যমে পানির প্রবাহ নির্গত হওয়া। খাদ্যের তাসবীহ পাঠ করা। বৃক্ষ হেটে আসা ও ছায়া করা। গাছ ও পাথর সিজদা করা। খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া। মরা খেজুর গাছের খুঁটি ক্রন্দন করা ইত্যাদি।

অতঃপর (খ) প্রাণী জগতের সাথে সম্পর্কিত মু'জেযা সমূহের মধ্যে রয়েছে বাচ্চা বকরীর পালানে দুধ আসা, নেকড়ের কথা বলা, উট কর্তৃক অভিযোগ পেশ করা ও সিজদা করা ইত্যাদি। এমনকি তাঁর ভক্ত গোলামের প্রতিও আল্লাহ্র হুকুমে 'কারামত' প্রকাশিত হয়েছে। যেমন তাঁর মৃত্যু পরবর্তীকালে রোমকদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে তাঁর মুক্তদাস সাফীনাহ বন্দী হ'লে সেখান থেকে পালিয়ে এসে অথবা যেকোন কারণে মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে নিজের সেনাবাহিনীর সন্ধানে তিনি গভীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেন। এমন সময় একটি বাঘ তাঁর দিকে ধেয়ে আসে। তখন তিনি বলেন, হে আবুল হারেছ! 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোলাম। আমি এই এই সমস্যায় আছি'। তিনি বলেন, একথা শুনে বাঘটি মাথা নীচু করল এবং আমার পাশে এসে গা ঘেঁষতে লাগল। অতঃপর সে আমাকে পথ দেখিয়ে দীর্ঘ পথ হেঁটে সেনাবাহিনীর নিকট পৌঁছে দিল। বিদায়ের সময় সে হামহুম শব্দের মাধ্যমে আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল'।[১৩০৯] যুগে যুগে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী প্রকৃত আল্লাহভীরু মুমিনগণকে আল্লাহ এভাবে হেফাযত করবেন ও সম্মানিত করবেন *ইনশাআল্লাহ*।

১৩০৬. আল্লাহ বলেন, إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 'নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত' *(ক্বলম ৬৮/৪)*। তিনি আরও বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

১৩০৭. বুখারী হা/৩৮৬৮-৬৯; মুসলিম হা/২৮০০; মিশকাত হা/৫৮৫৪-৫৫; বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/১৬২; মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৬।

১৩০৮. বুখারী হা/১০১৩; মুসলিম হা/৮৯৭ (৯); মিশকাত হা/৫৯০২।

১৩০৯. হাকেম হা/৪২৩৫, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৯৪৯ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'কারামত সমূহ' অনুচ্ছেদ-৮।

পরিশিষ্ট-২ : প্রসিদ্ধ কিন্তু বিশুদ্ধ নয়

الضميمة–٢ : ما شاع ولم يثبت

ক্র. স.	বিষয়	১ম সংস্করণ পৃষ্ঠা	২য় সংস্করণ পৃষ্ঠা
১	বনু জুরহুম মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় যমযম কূয়ায় দু'টি সোনার হরিণ, বর্ম, তরবারি ইত্যাদি ফেলে যায়। অতঃপর উক্ত তরবারি উঠিয়ে আব্দুল মুত্ত্বালিব কা'বাগৃহের দরজা ঢালাই করেন এবং হরিণ দু'টিকে দরজার সামনে রেখে দেন।	৪৩	৪৪
২	আব্দুল মুত্ত্বালিবের মানত।	৪৩	৪৪
৩	أَنَا ابْنُ الذَّبِيْحَيْنِ 'আমি দুই যবীহ-এর সন্তান' অর্থাৎ যবীহ ইসমাঈল ও যবীহ আব্দুল্লাহ্‌র সন্তান'।	৪৩	৪৫
৪	১২ই রবীউল আউয়ালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নির্ধারণ।	৫৪	৫৬
৫	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম উপলক্ষ্যে অলৌকিক ঘটনাবলী (১০টি)।	৫৪-৫৫	৫৬-৫৭
৬	রাসূল (ছাঃ) স্বীয় বংশধারা বর্ণনার ক্ষেত্রে 'আদনান পর্যন্ত উল্লেখ করার পর উপরের স্তর সমূহের ব্যাপারে চুপ থাকতেন এবং বলতেন, 'বংশবিদরা মিথ্যা বলেছে'।	৫৭	৬০
৭	যায়েদ বিন হারেছাহ ছোট বেলায় ডাকাতদের হাতে অপহৃত হন। অতঃপর বাজারে বিক্রি হন।	৬৩	৬৬
৮	উইলিয়াম মূর (১৮১৯-১৯০৫) বলেন, শৈশবে রাসূল (ছাঃ)-এর বক্ষবিদারণের ঘটনাটি তাঁর মূর্ছা রোগের ফল ছিল।	৬৪	৬৮
৯	ড. স্প্রেঙ্গার (১৮১৩-১৮৯৩) বলেন, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় আমেনা মৃগী রোগীনী ছিলেন। মূর বলেন, মুহাম্মাদ শিশুকালে এমন চঞ্চলমতি ছিলেন যে, পাঁচ বছর বয়সে হালীমা তাঁকে মায়ের কাছে আনার সময় রাস্তায় উধাও হয়ে যান।	৬৫	৬৮
১০	শিশুকালে তাঁর অসীলায় আবু ত্বালিবের বৃষ্টি প্রার্থনা।	৬৭	৭০
১১	শৈশবে ফিজার যুদ্ধে (حرب الفجار) তাঁর অংশগ্রহণ।	৬৯	৭৩

Contents

১২	জনৈক ইরাশী ব্যক্তির পাওনা পরিশোধে আবু জাহলের টাল-বাহানা ও তাঁর কারণে তা পরিশোধ।	৭১	৭৫
১৩	আব্দুল্লাহ বিন আবুল হামসা-র নিকট থেকে বকেয়া দ্রব্যমূল্য গ্রহণের জন্য তিন দিন যাবৎ একস্থানে তাঁর অপেক্ষা করা *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯৬)*।	৭২	৭৬
১৪	শামে ব্যবসায়িক সফরে নাস্তূরা পাদ্রীর নিকট মুহাম্মাদ ভবিষ্যতে নবী হবেন খবর শুনে খাদীজা তাঁর প্রতি আসক্ত হন।	**	৭৬
১৫	বিয়েতে রাযী না থাকায় খাদীজার পিতাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে অজ্ঞান অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর বিয়ে সম্পন্ন হয় বলে উইলিয়াম মূরের প্রপাগাণ্ডা	৭৩	৭৭
১৬	অহি-র বিরতিকাল দীর্ঘ হ'তে থাকায় রাসূল (ছাঃ) দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হয়ে বারবার পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাতে থাকেন	৮০	৮৬
১৭	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ফেরেশতা আসে, না শয়তান আসে, খাদীজা কর্তৃক তার পরীক্ষা	৮০	৮৬
১৮	ইনশাআল্লাহ না বলায় পনের দিন যাবৎ অহি নাযিল বন্ধ থাকে।	৮২	৮৭
১৯	আবু ত্বালিব বহু পোষ্য বিশিষ্ট একটি বড় পরিবারের অধিকারী হওয়ায় তাঁর প্রতি দয়া পরবশে রাসূল (ছাঃ) নিজে আলীকে লালন-পালনের দায়িত্ব নেন।	৮৯	৯৬
২০	প্রতিবেশীরা তাদের যবেহ করা দুম্বা-ভেড়ার নাড়ি-ভুঁড়ি রাসূল (ছাঃ)-এর বাড়ীর মধ্যে ছুঁড়ে মারত। তখন তিনি সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে ডাক দিয়ে বলতেন, হে বনু 'আব্দে মানাফ! এটা কেমন প্রতিবেশী সুলভ আচরণ?	১১৪	১২৬-২৭
২১	রাসূল (ছাঃ) সিজদায় গেলে আবু জাহল পাথর উঠিয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু সে ভয়ে পিছিয়ে এল এবং বলল, একটি ভয়ংকর উট আমাকে খেতে আসছিল।	১২৩	১৩৫
২২	ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নির্যাতিত অবস্থায় ছাহাবীগণের সামনে যদি গোবরের কোন বড় কালো পোকা এনে বলা হ'ত এটা কি তোমার উপাস্য? তারা বলতেন, হ্যাঁ'।	১৩৬	১৪৮
২৩	হাবশায় প্রথম হিজরতকালে কন্যা রুক্বাইয়া ও জামাতা ওছমানকে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইবরাহীম ও লূত-এর পরে তারাই হ'ল আল্লাহর রাস্তায় প্রথম হিজরতকারী পরিবার।	১৩৮	১৫১
২৪	গারানীক্ব কাহিনী (قصة الغرانيق)।	১৩৯	১৫২

Contents

২৫	প্রাচ্যবিদ লেনপুল (১৮৫৪-১৯৩১)-এর মতে, এটি ছিল মুহাম্মাদের জীবনে একমাত্র পদস্খলন।	১৪১	১৫৫
২৬	ওছমান বিন মাযঊন-এর ঘটনা।	১৪২	১৫৫-৫৬
২৭	মুহাম্মাদকে কুরায়েশ নেতাদের হাতে তুলে দেওয়ার বিনিময়ে অন্যতম নেতা অলীদ বিন মুগীরার পুত্র ওমারাহকে আবু ত্বালিব-এর নিকট পুত্র হিসাবে অর্পণের ঘটনা।	১৫০	১৬৩-৬৪
২৮	ওমরের ইসলাম গ্রহণ (إسلام عمر) বিষয়ে প্রসিদ্ধ কাহিনী সমূহ।	১৫৪-৫৮	১৬৯-৭৪
২৯	আবু ত্বালিবের মৃত্যুর পর একদিন জনৈক দুরাচার রাসূল (ছাঃ)-এর মাথায় ধূলি নিক্ষেপ করে। এতে তিনি দুঃখ করে বলেন, যতদিন চাচা আবু ত্বালিব বেঁচেছিলেন, ততদিন কুরায়েশরা আমার সঙ্গে এমন আচরণ করেনি।	১৬৬	১৮২
৩০	ত্বায়েফ থেকে নির্যাতিত হয়ে ফেরার পথে উৎবা-শায়বার আঙ্গুর বাগানে বসে ক্লান্ত অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর আকুতি ভরা দো‘আ। যা ‘মযলূমের দো‘আ’ বলে প্রসিদ্ধ।	১৭৩	১৮৯
৩১	বাগান মালিকের খ্রিষ্টান গোলাম আদ্দাস-এর সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর কথোপকথনের ঘটনা।	১৭৩-৭৪	১৯০
৩২	১১শ নববী বর্ষে ভিন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ ওমরা করতে এসে ইসলাম কবুল করেন। তাদের মধ্যে দাউস গোত্রের নেতা তুফায়েল বিন ‘আমর ছিলেন।	১৭৯	১৯৫
৩৩	এসময় হাবশা থেকে ২০ জনের একটি খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দল এসে ইসলাম কবুল করেন।	**	১৯৮
৩৪	রুকানাহ বিন ‘আব্দে ইয়াযীদ-এর সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর কুস্তি লড়াই।	**	১৯৮-৯৯
৩৫	বায়‘আতে কুবরা সম্পন্ন হওয়ার পর ১২ জনকে তাদের নেতা মনোনয়ন দিয়ে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বলেন, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের উপর দায়িত্বশীল, ঈসা (আঃ)-এর হাওয়ারীগণের ন্যায়।	১৯৮	২১৬
৩৬	মদীনায় হিজরতের দিন ওমর (রাঃ) তরবারি সহ কা‘বাগৃহে আসেন। অতঃপর ত্বাওয়াফ ও ছালাত শেষে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যে ব্যক্তি তার মাকে সন্তানহারা করতে চায়... সে যেন এই উপত্যকার বাইরে গিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।	২০৫	২২৪

Contents

৩৭	হিজরতের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-কে ১৪ নেতার ষড়যন্ত্র বৈঠক। রাতের বেলায় বের হওয়ার সময় তাদের প্রতি রাসূল (ছাঃ)–এর বালু নিক্ষেপ ইত্যাদি।	২০৬-০৭, ৫৭৯	২২৭-২৮, ৬৩৭
৩৮	ছওর গিরি গুহায় প্রবেশের পর আবুবকর (রাঃ)-এর নিজের পায়জামা ছিঁড়ে গুহার ছিদ্র সমূহ বন্ধ করা। তাঁকে সাপে বা বিচ্ছুতে দংশন করা ইত্যাদি।	২০৯	২৩১
৩৯	গুহার মুখে মাকড়সার জাল বুনা, সেখানে একটি বৃক্ষের জন্ম হওয়া, তাতে এসে দু'টি কবুতরের বাসা বাঁধা ও ডিম পাড়া।	২১১-১২	২৩১
৪০	রাসূল (ছাঃ)-কে না পেয়ে কুরায়েশ নেতারা আলী (রাঃ)-এর উপরে নির্যাতন করেন এবং আবুবকর (রাঃ)-কে না পেয়ে তাঁর কন্যা আসমা-এর মুখে থাপ্পড় মারেন।	২১২	২৩২
৪১	হিজরতকালে সুরাক্বা বিন মালেককে লক্ষ্য করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার অবস্থা কেমন হবে, যখন তোমার হাতে কিসরার মূল্যবান কংকন পরানো হবে?	২১৭	২৩৭
৪২	হিজরতকালে বুরাইদা আসলামীর কাফেলার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ হ'লে অল্প কথাতেই ৭০ জন রক্তপিপাসু সাথী সহ তিনি ইসলাম কবুল করেন।	২১৭, ৫৭৯	২৩৭, ৬৩৭
৪৩	মদীনায় পৌঁছে বনু সালেম উপত্যকায় ইসলামের ইতিহাসে প্রথম জুম'আর প্রচলিত খুৎবা।	২১৯	২৩৯
৪৪	মদীনায় পৌঁছলে *ত্বালা'আল বাদরু 'আলায়না...* (طلع البدر علينا) বলে রাসূল (ছাঃ)-কে স্বাগত জানিয়ে ছোট ছোট মেয়েদের কবিতা পাঠ।	২২০	২৪০
৪৫	বদর যুদ্ধে কুরায়েশ বাহিনীর সাক্ষাৎ পরাজয় ও তাদের নেতাদের নিহত হওয়া সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর ফুফু আতেকাহ-এর আগাম স্বপ্ন।	২৬০	২৮৭
৪৬	বদর যুদ্ধে রওয়ানাকালে দ্বিধাগ্রস্ত কুরায়েশ নেতাদের নিকট বনু কিনানাহর নেতা সুরাক্বা বিন মালেকের রূপ ধরে ইবলীসের আগমন ও তাদেরকে 'আমি তোমাদের বন্ধু' বলে প্ররোচনা দান।	২৬৩	২৯০
৪৭	বদর যুদ্ধে আবু জাহল, উৎবা, শায়বাহ প্রমুখ নেতাদের আগমনের খবর শুনে রাসূল (ছাঃ) বলে ওঠেন, 'মক্কা তার কলিজার টুকরাগুলোকে তোমাদের কাছে নিক্ষেপ করেছে'। খবরদাতা বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমরা একই পানি হ'তে।	২৬৭	২৯১

Contents

৪৮	বদরে শিবির স্থাপনের বিষয়ে হুবাব ইবনুল মুনযির-এর পরামর্শকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় জিব্রীল এসে বলেন, হুবাবের উক্ত রায় সঠিক।	২৬৭-৬৮	২৯২
৪৯	বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের দেখতে পেয়ে সুরাক্বা বিন মালেক-এর রূপ ধারণকারী ইবলীস হারেছ বিন হেশামের বুকে ঘুষি মেরে দৌড়ে গিয়ে সমুদ্রে ডুব দেয়।	২৭৮	৩০৩
৫০	আবু জাহল নিহত হওয়ায় খুশী হয়ে রাসূল (ছাঃ) দু'রাক'আত শুকরিয়ার ছালাত আদায় করেন' *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৯১)*।	২৮০	৩০৬
৫১	বদরের যুদ্ধ শুরুর পূর্বে রাসূল (ছাঃ) বনু হাশেমকে আঘাত না করার নির্দেশ দিলে কুরায়েশ নেতা উৎবার পুত্র নওমুসলিম আবু হুযায়ফাহ বলেন, 'আমরা আমাদের পিতা ও ভাইদের হত্যা করব, আর আব্বাসকে ছেড়ে দেব?	২৮২	৩০৯
৫২	আবুবকর (রাঃ) তাঁর ছেলে আব্দুর রহমানকে বলেন, হে খবীছ! আমার মাল কোথায়?	২৮২	৩০৯
৫৩	মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ) তার ভাই বন্দী আবু আযীয বিন উমায়েরকে উদ্দেশ্য করে আনছার ছাহাবীর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'উনিই আমার ভাই, তুমি নও'।	২৮২	৩০৯
৫৪	কূয়ায় নিক্ষিপ্ত কুরায়েশ নেতাদের লাশ সমূহের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) বলেন, হে কূয়ার অধিবাসীরা! কতই না মন্দ আত্মীয় ছিলে তোমরা!... আল্লাহ তোমাদের মন্দ প্রতিফল দিন!	২৮৪	৩১১
৫৫	যুদ্ধের সময় উক্কাশা বিন মিহছান তার ভাঙ্গা তরবারি নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসলে তিনি তাকে একটি কাঠের টুকরা দিয়ে বলেন, তুমি এটা দিয়ে যুদ্ধ কর। অতঃপর সেটি তরবারিতে পরিণত হয়।	২৮৪	৩১২
৫৬	বদর যুদ্ধে রেফা'আহ বিন রাফে'-এর চোখ তীরের আঘাতে বেরিয়ে যায়। তখন রাসূল (ছাঃ) সেখানে থুথু লাগিয়ে দেন ও দো'আ করেন। তাতে তিনি সুস্থ হয়ে যান	২৮৪	৩১৩
৫৭	বদর যুদ্ধে বন্দী সুহায়েল বিন আমর-এর জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চাইলে ওমরকে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি কখনই তার অঙ্গহানি করব না। তাহ'লে আল্লাহ আমার অঙ্গহানি করবেন। যদিও আমি নবী।	২৯০	৩১৮
৫৮	বদর যুদ্ধের কয়েক দিন পরে মক্কার নেতা ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার কুপরামর্শে দুষ্টমতি ওমায়ের বিন ওয়াহাব আল-জুমাহী তীব্র বিষ মিশ্রিত তরবারি নিয়ে মদীনায়	৫৭৯	৩১৮, ৬৩৭

Contents

	আগমন করে। তখন রাসূল (ছাঃ) তার নিকট মক্কায় বসে ছাফওয়ান ও তার মধ্যকার গোপন হত্যা পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দেন।		
৫৯	বনু ক্বায়নুক্বার শাস বিন ক্বায়েস-এর চক্রান্তে আউস ও খাযরাজ গোত্রের মুসলমানদের মধ্যে লড়াইয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়। এমনকি উভয় পক্ষ 'হার্রাহ' নামক স্থানের দিকে 'অস্ত্র অস্ত্র' (السِّلاَحَ السِّلاَحَ) বলতে বলতে বেরিয়ে যায়।	৫৭৭	৩২৫
৬০	বদর যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন বনু ক্বায়নুক্বার বাজারে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে ইহূদী সম্প্রদায়! তোমরা অনুগত হও কুরায়েশদের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার আগেই'।	৫৭৭-৭৮	৩২৬
৬১	জনৈকা মুসলিম মহিলা বনু ক্বায়নুক্বার বাজারে দুধ বিক্রি করে এক ইহূদী স্বর্ণকারের দোকানে গিয়ে বসেন। অতঃপর কাজ শেষে মহিলা উঠে দাঁড়াতেই উক্ত দোকানীর চক্রান্তে কাপড়ে টান পড়ে বিবস্ত্র হয়ে পড়েন।	৫৭৮	৩২৬
৬২	ইহূদী নেতা কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করে ফিরে এলে রাসূল (ছাঃ) তাকবীর ধ্বনি করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং খুশী হয়ে বলেন, 'তোমাদের চেহারাগুলি সফল থাকুক! অতঃপর তার ছিন্ন মস্তক সামনে রাখা হ'লে তিনি '*আলহামদুলিল্লাহ*' পাঠ করেন।	৩০০	৩৩০
৬৩	'হিজরতের পরপরই নবগঠিত ইসলামী সমাজের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল (ছাঃ) মদীনার সনদ রচনা করেন'।	৩০২	৩৩২
৬৪	ওহোদ যুদ্ধে কাফেররা বিপুল মাল-সম্পদ জমা করে এবং সে প্রসঙ্গে সূরা আনফাল ৩৬ আয়াতটি নাযিল হয়।	৩১০	৩৪০
৬৫	আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সাথীরা এবং একদল ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে মদীনায় থেকে যুদ্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন।	৩১২	৩৪২
৬৬	কুরায়েশ বাহিনী 'আবওয়া' নামক স্থানে পৌঁছলে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর আম্মার কবর উৎপাটনের প্রস্তাব দেন।	৩১৩	৩৪৩
৬৭	যুদ্ধে রওয়ানার পর বনু ক্বায়নুক্বার ইহূদীদের একটি অস্ত্র সজ্জিত দলকে দেখে রাসূল (ছাঃ) তাদের সাহায্য নিতে অস্বীকার করেন।	৩১৪	৩৪৪-৪৫
৬৮	পথিমধ্যে এক অন্ধ মুনাফিক-এর বাগানের মধ্য দিয়ে যেতে গেলে সে মুসলিম বাহিনীর দিকে ধূলো ছুঁড়ে মারে	৩১৬	৩৪৬

Contents

৬৯	ওহোদের যুদ্ধে বীরত্বের কারণে রাসূল (ছাঃ) যুবায়েরকে তাঁর 'হাওয়ারী' বা সহচর বলেন।	৩১৮	৩৪৮-৪৯
৭০	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাত থেকে তরবারি পেয়ে আবু দুজানাহ্র গর্বিত পদক্ষেপ দেখে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ এরূপ চলনকে অপসন্দ করেন। কিন্তু এইরূপ স্থান ব্যতীত।	৩১৯	৩৪৯
৭১	আবু দুজানাহ আবু সুফিয়ানের স্ত্রীর মাথার উপর তরবারি উঠান। পরে বিরত হন।	৩২০	৩৫০
৭২	ওহোদ যুদ্ধ শেষে রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে মুশরিক বাহিনীর পিছু ধাওয়া করার নির্দেশ দেন। এ সময় রাসূল (ছাঃ) মুশরিকদের মদীনায় হামলা করার ও রাসূলকে হত্যা করার কথা জানতে পারেন। ফলে তিনি পরদিন হামরাউল আসাদ পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করেন।	৩২৪	৩৫৬
৭৩	ওহোদ যুদ্ধে মু'আবিয়া বিন মুগীরা ও আবু 'আযযাহ জুমাহী গ্রেফতার হন। অতঃপর তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেনা বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাদের গর্দান উড়িয়ে দেবার নির্দেশ দেন।	৩২৫	৩৫৬
৭৪	ওহোদ যুদ্ধের পরদিন সকালে রাসূল (ছাঃ) ঘোষণা জারী করেন যে, আমাদের সঙ্গে কেউ বের হবে না, কেবল তারা ব্যতীত যারা গতকাল আমাদের সাথে যুদ্ধে যোগদান করেছিল।	৩২৫	৩৫৬
৭৫	ওহোদ যুদ্ধের শেষ দিকে বিপর্যস্ত হয়ে মুসলিম বাহিনীর কেউ কেউ মদীনায় ঢুকে পড়ছে দেখে উম্মে আয়মান তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা এই সূতা কাটার চরকা নাও এবং আমাদেরকে তরবারি দাও'। অতঃপর যুদ্ধে গেলে শত্রু সৈন্যের তীরের আঘাতে তিনি পড়ে যান ও বিবস্ত্র হয়ে যান।	৩২৯	৩৬১
৭৬	উম্মে 'উমারাহ নুসাইবাহ বিনতে কা'ব এই সময় ছুটে এসে কাফেরদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে তীর বর্ষণ শুরু করেন। তাতে রাসূল (ছাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি যা পারছ তা কে পারবে হে উম্মে 'উমারাহ!	৩৩০	৩৬১-৬২
৭৭	বিপদকালে রাসূল (ছাঃ)-কে রক্ষাকারী ৭জন শহীদ আনছার ছাহাবীর তালিকা।	৩৩২	৩৬৪
৭৮	রাসূল (ছাঃ)-এর উপর আঘাতকারী আব্দুল্লাহ বিন ক্বামিআহ-কে লক্ষ্য করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তোকে টুকরা টুকরা করুন!	৩৩২-৩৩	৩৬৫
৭৯	রাসূল (ছাঃ)-এর ১ম হামলাকারী ও দান্দান মুবারক শহীদকারী উৎবাহ বিন আবু ওয়াকক্বাছ-কে ধাওয়া করে	৩৩৩	৩৬৪-৬৫

Contents

	হাতেব বিন আবু বালতা'আহ এক আঘাতেই তার মস্তক দেহচ্যুত করে দেন।		
৮০	রাসূল (ছাঃ) উৎবাহ বিন আবু ওয়াককাছ-এর বিরুদ্ধে বদ দো'আ করে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি একে এক বছরও যেতে দিয়োনা, যেন সে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।	৩৩৩	৩৬৫
৮১	৩য় আঘাতকারী আব্দুল্লাহ বিন ক্বামিআহ ওহোদ যুদ্ধ থেকে মক্কায় ফিরে পাহাড় থেকে বকরী পালকে খেদিয়ে আনার সময় একটি শক্তিশালী পাঁঠা ছাগল তাকে শিংয়ের গুঁতা মারতে মারতে হত্যা করে ফেলে।	৩৩৩	৩৬৫
৮২	আব্দুল্লাহ বিন ক্বামিআহ্‌র তরবারির আঘাতে শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া রাসূল (ছাঃ)-এর চোখের হাঁড়ের মধ্যে ঢুকে যায়। যা টেনে বের করতে গিয়ে আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ-এর দু'টি দাঁত উৎপাটিত হয়ে পড়ে যায়।	৩৩৪	৩৬৬
৮৩	আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) বদর কিংবা ওহোদের যুদ্ধে স্বীয় পিতাকে হত্যা করেন। সে উপলক্ষ্যে সূরা মুজাদালাহ ২২ আয়াতটি নাযিল হয়।	৩৩৪	৩৬৬
৮৪	আবু সাঈদ খুদরীর পিতা মালেক ইবনু সিনান রাসূল (ছাঃ)-এর ললাট হ'তে রক্ত চেটে খেয়ে ফেলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার রক্ত যার রক্তকে স্পর্শ করেছে, তাকে জাহান্নাম স্পর্শ করবে না।	৩৩৫	৩৬৭
৮৫	ওহোদ যুদ্ধে বিপর্যয়কালে মুসলিম বাহিনীর একদল অস্ত্র ত্যাগ করেন। কেউ মদীনায় পালিয়ে যান। কেউ পাহাড়ে উঠে আত্মগোপন করেন। কেউ মুনাফিক নেতা ইবনু উবাইয়ের মাধ্যমে আবু সুফিয়ানের নিকটে সন্ধি প্রস্তাব পাঠানোর চিন্তা করেন।	৩৩৯	৩৭০
৮৬	অন্যতম আনছার নেতা ছাবিত বিন দাহদাহ তার কওমকে ডেকে বলেন, 'যদি মুহাম্মাদ নিহত হন, তাহ'লে আল্লাহ চিরঞ্জীব। অতএব তোমরা তোমাদের দ্বীনের উপর যুদ্ধ কর।	৩৩৯	৩৭০
৮৭	এ সময় জনৈক মুহাজির একজন আনছার ছাহাবীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন তিনি তার রক্ত ছাফ করছিলেন। মুহাজির তাকে বললেন, তুমি কি জান মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন? আনছার বললেন, যদি তিনি নিহত হয়ে থাকেন, তবে তোমরা তোমাদের দ্বীনের উপর যুদ্ধ কর।	৩৩৯	৩৭০
৮৮	রাসূল (ছাঃ)-কে প্রথম দেখতে পেয়ে কা'ব বিন মালেক খুশীতে চিৎকার দিয়ে ওঠেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে	৩৩৯	৩৭০

Contents

	চুপ থাকতে ইঙ্গিত করেন। অতঃপর তিনি সবাইকে নিয়ে ঘাঁটিতে গিয়ে স্থির হন।		
৮৯	আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবা নিহত হামযার কলিজা বের করে চিবিয়েছিলেন ও তার নাক-কান কেটে কণ্ঠহার বানিয়েছিলেন। উক্ত প্রসঙ্গে নাহল ১২৬ আয়াতটি নাযিল হয়।	৩৩৯	৩৭১
৯০	রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি আল্লাহ আমাকে কুরায়েশদের উপর একদিনের জন্যও বিজয়ী করেন, তাহ'লে আমি তাদের ৩০জন, অন্য বর্ণনায় ৭০জন নিহত ব্যক্তির অঙ্গহানি করব। একথা শুনে জিব্রীল সূরা নাহল ১২৬ আয়াতটি নিয়ে অবতরণ করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বিরত হন এবং কসমের কাফফারা দেন *(হাকেম হা/৪৮৯৪)*।	৩৩৯	৩৭২
৯১	হামযার চিবানো লাশ দেখে রাসূল (ছাঃ) বলেন, হিন্দা কি এখান থেকে কিছু খেয়েছে? লোকেরা বলল, না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হামযার দেহের কোন অংশকে আল্লাহ জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন না *(আহমাদ হা/৪৪১৪)*।	৩৩৯-৪০	৩৭২
৯২	রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি হামযার বোন ছাফিইয়াহ দুঃখ না পেত, তাহ'লে আমি হামযাকে এখানেই ছেড়ে যেতাম। অতঃপর আল্লাহ তাকে জন্তু-জানোয়ার ও পক্ষীকুলের পেট থেকে পুনরুত্থান ঘটাতেন *(হাকেম হা/৪৮৮৭)*।	৩৪০	৩৭২
৯৩	হামযার লাশের সামনে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, জিব্রীল আমাকে খবর দিয়েছেন যে, হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব সপ্ত আকাশের অধিবাসীদের নিকটে 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহ্র সিংহ) ও 'তাঁর রাসূলের সিংহ' হিসাবে লিখিত আছেন।	৩৪০	৩৭২
৯৪	ওহোদের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন জাহশ একটি ভাঙ্গা তরবারি নিয়ে হাযির হন। তখন রাসূল (ছাঃ) তার বদলে তাকে একটি খেজুরের শুকনা ডাল দেন। যা তার হাতে তরবারিতে পরিণত হয়।	৩৪১	৩৭১
৯৫	ক্বাতাদাহ বিন নু'মানের একটি চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বেরিয়ে ঝুলে পড়ে। তখন রাসূল (ছাঃ) নিজ হাতে ওটাকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দেন। তাতে চোখ ঠিক হয়ে যায় এবং তার দৃষ্টিশক্তি আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ হয়।	৩৪২	৩৭৪
৯৬	রাসূল (ছাঃ) ওহোদের দিন স্বীয় ধনুক দ্বারা এত অধিক তীর চালিয়েছিলেন যে, ধনুকের প্রান্তদেশ ভেঙ্গে যায়। পরে	৩৪২	৩৭৪

Contents

	ঐ ধনুকটি ক্বাতাদাহ নিয়ে নেন ও তার কাছেই রেখে দেন।		
৯৭	ঘাঁটিতে পৌঁছে রাসূল (ছাঃ) উবাই বিন খালাফকে মারার জন্য যে বর্শাটি নিক্ষেপ করেছিলেন, তা কেবল তার গলায় আঁচড় কেটেছিল। তাতেই সে দু'দিন পরে মারা পড়ে।	৩৪৩	৩৭৪
৯৮	ঘাঁটিতে অবস্থানকালে আবু সুফিয়ান ও খালেদ-এর নেতৃত্বে যে দলটি তাঁকে হামলা করার জন্য পাহাড়ে উঠে যায়, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও একদল মুহাজির যুদ্ধ করে তাদেরকে পাহাড় থেকে নামিয়ে দেন।	৩৪৩	৩৭৫
৯৯	এ সময় রাসূল (ছাঃ) সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছকে বলেন, ওদেরকে ফিরিয়ে দাও। এভাবে তিনবার নির্দেশ দেন। তখন তিনি নিজের তূণ থেকে একটা তীর বের করে নিক্ষেপ করেন। তাতে শত্রুপক্ষের দু'জন পরপর নিহত হয়। তখন সকলে ভয়ে নিচে নেমে যায়। সা'দ বলেন, এটি ছিল বরকতপূর্ণ তীর'।	৩৪৩-৪৪	৩৭৫
১০০	ঘাঁটিতে যোহরের ছালাতের সময় রাসূল (ছাঃ) যখমের কারণে বসে ছালাত আদায় করেন। ছাহাবায়ে কেরামও তাঁর পিছনে বসে ছালাত আদায় করেন।	৩৪৪	৩৭৬
১০১	আবু সুফিয়ান ও তার সাথীরা যখন ফিরে যান, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলেন, তোমাদের সঙ্গে আগামী বছর বদরে ওয়াদা রইল। জবাবে রাসূল (ছাঃ) একজনকে বলতে বলেন যে, তুমি বল, হ্যাঁ। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ওটাই ওয়াদা রইল।	৩৪৫	৩৭৭
১০২	বিপর্যয়কালে বসে থাকা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ওমর ও ত্বালহা সহ মুহাজির ও আনছারদের একদল ছাহাবীকে দেখে আনাস বিন নযর বলেন, আপনারা কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন? তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিহত হয়েছেন। তখন আনাস বলেন, তাঁর পরে বেঁচে থেকে আপনারা কি করবেন?...	৩৪৬	৩৭৮
১০৩	একদিন হযরত আবুবকর (রাঃ) ওহোদ যুদ্ধে শহীদ সা'দ বিন রবী'-এর ছোট্ট মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করে বলেন, এটি সা'দের মেয়ে। যিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন...।	৩৪৭	৩৭৯
১০৪	ওহোদ থেকে মদীনায় ফেরার সময় ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ও মামু হামযার শাহাদাতের খবর দেওয়ার পর স্বামী মুছ'আব বিন উমায়ের-এর শাহাদাতের খবর	৩৫৩	৩৮৫

Contents

	শোনানো হ'লে স্ত্রী হামনাহ বিনতে জাহশ হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় স্বামীর জন্য স্ত্রীর নিকটে রয়েছে এক বিশেষ স্থান'। এ সময় আউস নেতা সা'দের মা দৌড়ে আসেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে তার পুত্র 'আমর বিন মু'আযের শাহাদাতের জন্য সমবেদনা জানান। তখন উম্মে সা'দ বলেন, 'যখন আমি আপনাকে নিরাপদ দেখেছি, তখন সকল বিপদ তুচ্ছ হয়ে গেছে'।		
১০৫	৪র্থ হিজরীর ৫ই মুহাররম। সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ১৮ দিন পর মদীনায় ফিরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে প্রতিপক্ষ খালেদের কাটা মাথা এনে রাখেন। এসময় রাসূল (ছাঃ) তাকে একটি লাঠি হাদিয়া দেন এবং বলেন, এটি ক্বিয়ামতের দিন তোমার ও আমার মাঝে নিদর্শন হবে।	৩৫৬	৩৯০
১০৫	রাসূল (ছাঃ) বনু নাযীরের কাছে বনু কেলাবের নিহত দুই ব্যক্তির রক্তমূল্য সংগ্রহের জন্য এলে তারা তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে শঠতার মাধ্যমে বসিয়ে রাখে। অতঃপর দেওয়ালের উপর থেকে পাথরের চাক্কি ফেলে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে।	৩৬২, ৫৭৯	৩৯৭
১০৬	পারস্য থেকে হিজরতকারী ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমে খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের নতুন কৌশল অবলম্বন করা হয়।	৩৬৮	৪০৪
১০৭	পরিখা খননের সময় রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সালমান আমাদের পরিবারভুক্ত'।	৩৬৮	৪০৫
১০৮	মানছূরপুরী বলেন, সূরা ক্বামার ৪৪-৪৫ আয়াত নাযিলের ২৫ দিন পর যুদ্ধের শেষ দিকে হঠাৎ প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় আল্লাহ্র গযব হিসাবে নেমে আসে।	৩৬৯	৪০৫-০৬
১০৯	খন্দক যুদ্ধে বিজয়ের জন্য রাসূল (ছাঃ) দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। (১) মদীনার এক তৃতীয়াংশ ফসল দিয়ে শত্রু পক্ষের সাথে সন্ধি করা। (২) শত্রু সেনাদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করা।	৩৭০	৪০৭-০৮
১১০	নু'মান বিন বাশীর-এর বোন তার পিতা ও মামুর খাওয়ার জন্য একটা পাত্রে কিছু খেজুর নিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার কাছ থেকে পাত্রটি নিয়ে খেজুরগুলি একটা কাপড়ের উপরে ছড়িয়ে দেন। অতঃপর পরিখা খননরত ছাহাবীগণ যতই খেতে থাকেন, ততই খেজুরের পরিমাণ বাড়তে থাকে।	৩৭৫	৪১৩

Contents

১১১	পরিখা খননের সময় একটি স্থানের মাটি অত্যন্ত শক্ত পাওয়া যায়। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ’লে তিনি এক পাত্র পানিতে দো‘আ পড়ে ফুঁক দেন। অতঃপর তিনি উক্ত পানি ঐ শক্ত মাটির উপরে ফেলে দেন। তাতে মাটিগুলি বালুর ঢিবির মত সরল হয়ে যায়’।	৩৭৫	৪১৩
১১২	বনু কুরায়যা যুদ্ধে অতি বৃদ্ধ ইহূদী নেতা যুবায়ের বিন বাত্বা এসে নিজেকে তার নিহত ইহূদী বন্ধুদের মধ্যে শামিল করার জন্য অনুরোধ করলে তাকে হত্যা করা হয়।	৩৭৯	৪১৭-১৮
১১৩	খন্দকের যুদ্ধকালে চুক্তি ভঙ্গকারী বনু কুরায়যার জনৈক ইহূদীকে ঘুরাফেরা করতে দেখে রাসূল (ছাঃ)-এর ফুফু ছাফিইয়া বিনতে আব্দুল মুত্ত্বালিব রক্ষীপ্রধান হাসসানকে বলেন... আপনি এক্ষুণি গিয়ে ঐ গুপ্তচরটিকে শেষ করে আসুন। জবাবে হাসসান বলেন, ‘আল্লাহ্র কসম! আপনি তো জানেন যে, আমি একাজের লোক নই’।	৩৮১	৪২০
১১৪	অবরুদ্ধ বনু কুরায়যা গোত্র আত্মসমর্পণের পূর্বে পরামর্শের উদ্দেশ্যে ছাহাবী আবু লুবাবাহ-কে তাদের নিকটে প্রেরণের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে প্রস্তাব পাঠায়। সেমতে আবু লুবাবাহ সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজের কণ্ঠনালীর দিকে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু এতে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, কাজটি খেয়ানত হ’ল।	৩৮৩	৪২২
১১৫	বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধ থেকে মদীনায় রওয়ানা হওয়ার পর উসায়েদ বিন হুযায়ের রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, এই অসময়ে কেন রওয়ানা হচ্ছেন? জবাবে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, তোমার কাছে কি ঐ খবর পৌঁছেনি, যা তোমাদের ঐ ব্যক্তি বলেছেন?	৩৯৮	৪৩৭
১১৬	৬ষ্ঠ হিজরীর রামাযান মাস। বনু ফাযারাহ গোত্রের একটি শাখার নেত্রী উম্মে ক্বিরফা ৩০ জন সশস্ত্র ব্যক্তিকে প্রস্তুত করছিল রাসূল (ছাঃ)-কে গোপনে অপহরণ ও হত্যা করার জন্য।	৪০৩-০৪, ৫৮০	৪৪২-৪৩
১১৭	ওছমান হত্যার (خبر قتل عثمان) গুজবই ছিল বায়‘আতুর রিযওয়ানের একমাত্র কারণ।	৪১৬	৪৫৬
১১৮	অন্য আর একটি কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, কুরায়েশ প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর সন্ধি আলোচনার এক পর্যায়ে দু’পক্ষের কোন একজন ব্যক্তি অপর পক্ষের উদ্দেশ্যে তীর ছুঁড়ে মারে।	৪১৬	৪৫৬

Contents

১১৯	ওছমান বিন তালহা, খালেদ বিন অলীদ ও আমর ইবনুল ‘আছ-কে ইসলাম কবুলের জন্য মদীনায় দেখে রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে বলেছিলেন, ‘মক্কা তার কলিজার টুকরাগুলোকে আমাদের কাছে সমর্পণ করেছে’।	৪২৪	৪৬৪
১২০	প্রাচ্যবিদ মার্গোলিয়থ (১৮৫৮-১৯৪০) নাজাশীর ইসলাম কবুল করার বিষয়টি পরোক্ষভাবে অস্বীকার করতে চেয়েছেন।	৪৩৩	১৬১
১২১	খায়বরের দ্বিতীয় প্রধান দুর্গ ছা‘ব বিন মু‘আয-এর একটি দরজা উপড়ে ফেলে আলী (রাঃ) সেটাকে হাতের ঢাল বানিয়ে যুদ্ধ করেন।	৪৫২	৪৯১
১২২.	খায়বর যুদ্ধে যুবায়ের (রাঃ) যখন ময়দানে আসেন, তখন তার মা ছাফিইয়াহ বলে ওঠেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার ছেলে কি নিহত হবে?	৪৫২	৪৯২
১২৩	খায়বরের নেতা কেনানা বিন আবুল হুক্বাইক্বকে রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘তোমার গোপন করা সম্পদ যদি আমরা তোমার নিকট থেকে বের করতে পারি, তাহ’লে তোমাকে হত্যা করব কি? সে বলল, হ্যাঁ।	৪৫৪	৪৯৩
১২৪	মুতার যুদ্ধ : বালক্বার রোমক গবর্ণর শুরাহবীল বিন ‘আমর আল-গাসসানীর নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেরিত দূত হারেছ বিন উমায়ের আযদীকে হত্যা করায় তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান প্রেরিত হয়।	৪৭২	৫১২
১২৫	মুতার যুদ্ধে রওয়ানার সময় নু‘মান বিন ফুনহুছ নামক জনৈক ইহূদী এসে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-কে বলে, আপনি যাদের নাম বললেন, তারা অবশ্যই নিহত হবে।	***	৫১২
১২৬	মদীনা থেকে রওয়ানার সময় লোকেরা তাদেরকে বিদায় জানাতে আসে। তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা কাঁদতে থাকেন।	***	৫১২
১২৭	রাসূল (ছাঃ) যখন মুতা যুদ্ধের সেনাপতিদের শাহাদতের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা সম্পর্কে বলতে গিয়ে চুপ হয়ে যান।	***	৫১৪-১৫
১২৮	পরপর তিন জন সেনাপতি শহীদ হওয়ার পর বনু ‘আজলানের ছাবেত বিন আরক্বাম এগিয়ে এসে ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন এবং সবাইকে ডেকে বলেন, হে মুসলমানেরা! তোমরা একজন ব্যক্তির উপরে ঐক্যবদ্ধ হও।	৪৭২	৫১৫

Contents

১২৯	এদিন সেনাপতি খালেদ বিন অলীদ সম্মুখের দলকে পিছনে ও পিছনের দলকে সম্মুখে এবং ডাইনের দলকে বামে ও বামের দলকে ডাইনে নিয়ে এক অপূর্ব রণকৌশলের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীকে সসম্মানে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে আনেন।	৪৭২	৫১৫
১৩০	মুতার যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় মদীনার নিকটবর্তী হ'লে রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানগণ তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য এগিয়ে যান। এমতাবস্থায় লোকেরা সেনাবাহিনীর দিকে মাটি ছুঁড়ে মারতে থাকে এবং বলতে থাকে 'হে পলাতক দল! তোমরা আল্লাহ্র রাস্তা থেকে পালিয়ে এসেছ?	৪৭২	৫১৫-১৬
১৩১	বনু বকর বনু খুযা'আহকে তাড়িয়ে হারাম পর্যন্ত নিয়ে গেলে বনু বকরের লোকেরা তাদের নেতা নওফাল তাচ্ছিল্য ভরে বলে, হে বনু বকর! আজ আর কোন প্রভু নেই'।	***	৫২০
১৩২	কুরায়েশদের চুক্তি ভঙ্গের খবর পৌঁছবার তিন দিন আগেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্ত্রী আয়েশাকে সফরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দেন- যা কেউ জানত না।	৪৮০	৫২২
১৩৩	'আমর বিন সালেম-এর মর্মস্পর্শী কবিতা শোনার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে ওঠেন, 'তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছ হে 'আমর ইবনু সালেম'! এমন সময় আসমানে একটি মেঘখণ্ডের আবির্ভাব হয়। তা দেখে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এই মেঘমালা বনু কা'বের সাহায্যের শুভসংবাদে চমকাচ্ছে'।	৪৭৯	৫২২
১৩৪	সন্ধিচুক্তি ভঙ্গের পর করণীয় সম্পর্কে আলোচনার সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলে ওঠেন, আমি যেন তোমাদেরকে আবু সুফিয়ানের সাথে দেখছি যে, সে মদীনায় আসছে।	৪৭৯	৫২৩
১৩৫	আবু সুফিয়ান সন্ধিচুক্তি নবায়নের জন্য দ্রুত মদীনায় আসেন এবং তার কন্যা উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবাহ্র ঘরে গমন করেন।... অবশেষে আবু সুফিয়ান মসজিদে নববীতে গিয়ে দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে লোকসকল! আমি সকলের মাঝে আশ্রয় প্রার্থনার ঘোষণা দিচ্ছি।	৪৭৯	৫২৩
১৩৬	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে মক্কা গমনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি কুরায়েশদের নিকটে এই অভিযানের খবর পৌঁছানোর পথ সমূহ বন্ধ করে দাও।	৪৮০	৫২৩
১৩৭	পথিমধ্যে আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছলে মুগীরাহ ইবনুল হারেছ এবং আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়াহ রাসূল (ছাঃ)-	৪৮৩	৫২৬-২৭

Contents

	এর সাক্ষাতপ্রার্থী হ'লে তিনি বলেন, তাদের কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই।		
১৩৮	মক্কার উপকণ্ঠে 'যূ-তুওয়া' পৌঁছলে বিজয়ের স্পষ্ট লক্ষণ দেখে রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত বিনীত হয়ে পড়েন এবং স্বীয় লাল চাদরের এক প্রান্ত ধরে হাওদার মাঝখানে মাথা নীচু করে দেন।	৪৯০	৫৩৪
১৩৯	মক্কা বিজয়ের পর ত্বাওয়াফকালে 'ফাযালাহ বিন ওমায়ের' রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছাকাছি হয় এবং হত্যার উদ্যোগ নেয়।	৪৯১, ৫৮০	৫৩৫
১৪০	বিজয়োত্তর দেওয়া ভাষণে কুরায়েশদের ক্ষমা করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ তোমাদের প্রতি আজ আর কোন অভিযোগ নেই (এটির সূত্র দুর্বল হ'লেও মর্ম সঠিক)।	৪৯৪	৫৩৯
১৪১	ভাষণ শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'ওছমান বিন ত্বালহা কোথায়? অতঃপর তিনি তাকে বললেন, তোমরা এটা গ্রহণ কর চিরদিনের জন্য।	৪৯৫	৫৪০
১৪২	একদিন রাসূল (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর বোন উম্মে হানীর গৃহে প্রবেশ করেন ও সেখানে গোসল করে ৮ রাক'আত ছালাত আদায় করেন।	***	৫৪১
১৪৩	বেলাল কা'বার ছাদে আযান দিতে দেখে আত্তাব বলে উঠেন, (পিতা) আসীদকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন যে, তিনি এটা শুনেননি...।	৪৯৬	৫৪২
১৪৪	এইদিন ইকরিমা বিন আবু জাহল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ইসলাম কবুল করার জন্য এলে তিনি তাকে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানিয়ে বলেন, মুহাজির সওয়ারীর জন্য 'মারহাবা'।	৪৯৮	৫৪৩
১৪৫	বায়'আত গ্রহণের এক পর্যায়ে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবাহ ছদ্মবেশে উপস্থিত হন। যাতে রাসূল (ছাঃ) তাকে চিনতে না পারেন।	৫০১-০২	৫৪৯
১৪৬	'থেমে যাও খালেদ! আমার ছাহাবীগণ থেকে বিরত হও। আল্লাহ্র কসম!...	৫০৪	৫৫২
১৪৭	হোনায়েন যুদ্ধে বন্দীনী দুধ বোন শায়মাকে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি যে আমার দুধ বোন তার নিদর্শন কি? জবাবে তিনি বলেন, আমার পিঠে তোমার দাঁতের কামড়।	৫১৫	৫৬৪

Contents

১৪৮	ত্বায়েফ অবরোধের সময় রাসূল (ছাঃ) নওফাল বিন মু'আবিয়া দীলীর নিকটে পরামর্শ চাইলেন। তিনি তাকে বললেন, 'ওরা গর্তের শিয়াল।	৫১৮	৫৬৮
১৪৯	রাসূল (ছাঃ) পরদিন মক্কায় প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দিলে তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে ছাহাবীগণ বলেন, বিজয় অসমাপ্ত রেখে আমরা কেন ফিরে যাব?	৫১৮	৫৬৮
১৫০	হোনায়েন যুদ্ধের পর ছাফওয়ান রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে গণীমতের মালসমূহের দিকে দেখতে থাকলে তিনি তাকে বলেন, এগুলি সবই তোমার।	৫১৯	৫৭০
১৫১	আব্বাস বিন মিরদাসকে অনেকগুলি উট দেওয়া সত্ত্বেও খুশী হ'তে না পেরে সে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা গেয়ে সাত লাইনের কবিতা পাঠ করে। এ কথা জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা যাও এবং তার জিহ্বা কেটে নাও।	৫২০	৫৭১
১৫২	তাবূক অভিযানে যাওয়ার সময় আবু যার গিফারী উট না পেয়ে একাকী হাটতে থাকেন। এতে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ আবু যারের উপরে রহম করুন! সে একাকী হাটে। একাকী মরবে ও একাকী পুনরুত্থিত হবে'।	৫৩৪	৫৮৮
১৫৩	জাদ বিন ক্বায়েসকে রাসূল (ছাঃ) তাবূক যুদ্ধে যাওয়ার আহ্বান জানালে সে বলল, রোমক নারীরা খুবই সুন্দর। ওদের দেখে আমি ফিৎনায় পড়ে যাওয়ার আশংকা করি। এ বিষয়ে তওবা ৪৯ আয়াতটি নাযিল হয়।	৫৩৬	৫৯১
১৫৪.	রাসূল (ছাঃ)-এর কাফেলা তাবূকের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাওয়ার পর আবু খায়ছামা নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করেন এবং স্ত্রীদের বলেন, তোমরা আমার জন্য পাথেয় প্রস্তুত করে দাও। অতঃপর তিনি তার বাহনে উঠে রওয়ানা হন।	***	৫৯০
১৫৫	পানির অভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হ'লে বাহন সংকট থাকা সত্ত্বেও তারা মাঝে-মধ্যে উট নহর করতে বাধ্য হ'তেন এবং উটের পিঠের কুঁজোতে সঞ্চিত পানি পান করতেন'।	৫৪০	৫৯৪
১৫৬	তাবূকে পৌঁছে রাসূল (ছাঃ) সবাইকে বললেন, আজকে রাতে তোমরা কেউ বের হয়োনা সাথী ব্যতীত'। কিন্তু বনু সা'এদাহ-র দু'জন লোক বের হ'ল। ফলে একজন গলায় ফাঁস লেগে পড়ে থাকল। অন্যজন তাঈ পাহাড়ের মাঝখানে নিক্ষিপ্ত হ'ল।	***	৫৯৫

Contents

১৫৭	বিদায় হজ্জের সময় বদরী ছাহাবী সা'দ বিন খাওলা (রাঃ) মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই মাত্র একটি কন্যা সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তার সকল সম্পদ দান করে দিতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) এক তৃতীয়াংশ দান করতে বলেন *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৩১৪৭)*। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে তাঁর নাম সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ লেখা হয়েছে *(আল-ইছাবাহ, ঐ)*। যা ভুল। মানছূরপুরী অত্র ঘটনাটি তাবূক যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা ছাহাবী কা'ব বিন মালেক (রাঃ)-এর নামে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তওবা কবুলের শুকরিয়া স্বরূপ তার সমস্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ ছাদাক্বা দানের কথা বলেছেন *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/১৪৫)*। কথাটি সম্পূর্ণ ভুল।	**	৬০৬
১৫৮	আবু 'আমের আর-রাহেব-এর পরামর্শক্রমে ১২ জন ব্যক্তির মাধ্যমে ক্বোবায় মসজিদে যেরার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে ছালাত আদায়ের জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে আমন্ত্রণ জানানো হয়।	৫৫৪	৬০৯
১৫৯	১০ম হিজরী সনে বনু 'আমের বিন ছা'ছা'আহ প্রতিনিধি দলের নেতা 'আমের বিন তোফায়েল ও আরবাদ বিন ক্বায়েস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মদীনায় মসজিদে নববীতে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়।	৫৮০, ৬০৫-০৬	৬৩৮
১৬০	বিদায় হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার উপর সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াত শ্রবণ করে ওমর ফারূক (রাঃ) কেঁদে উঠে বলেন, পূর্ণতার পরে তো কেবল ঘাটতিই এসে থাকে।	৬৩৩	৭১২
১৬১	বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পথে খুম কূয়ার নিকটে আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বুরাইদা (রাঃ) কিছু অভিযোগ পেশ করলে রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা বর্ণনা করেন। তাতে বুরাইদা (রাঃ) লজ্জিত হন এবং পরবর্তীতে তিনি তাঁর পক্ষে 'উটের যুদ্ধে' নিহত হন।	**	৭২৬
১৬২	রাসূল (ছাঃ) একদিন মধ্যরাতে বাক্বী' গোরস্থানে গমন করেন ও তাদেরকে সালাম দেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে বলেন, আমরা সত্বর তোমাদের সাথে মিলিত হব।	৬৪৫	৭৩০
১৬৩	মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে মসজিদে নববীতে বসে রাসূল (ছাঃ) তাঁর নিকট থেকে বদলা নেওয়ার জন্য সকলের সামনে নিজেকে পেশ করেন।	***	৭৩৬

১৬৪	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ শোকগাথা।	৬৫৭	৭৪৫
১৬৫	রাসূল (ছাঃ) বলতেন, তোমরা দ্বীনের অর্ধাংশ আয়েশার নিকট থেকে গ্রহণ করো।	৬৭১	৭৬৪
১৬৬	আর-রাহীকুল মাখতূমে রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ সৌষ্ঠব সম্পর্কে বর্ণিত ৬টি যঈফ হাদীছ।	৬৮৩	৭৮০

انتهى الكتاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين–

॥ সমাপ্ত ॥

২০০৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর মোতাবেক ১৪২৮ হিজরীর ২১শে রামাযান বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে বগুড়া যেলা কারাগারের কিশোর ওয়ার্ডের নির্জন টিনশেড কক্ষে বসে যেদিন বাউণ্ড বুক খাতায় শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনীর উপরে ১২১০ পৃষ্ঠার অত্র লেখাটি শেষ করি, সেদিন প্রাণভরে আল্লাহ্‌র নিকটে যে দো‘আ করেছিলাম, দীর্ঘ আট বছর পর পরিমার্জিত রূপে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হবার দ্বারপ্রান্তে এসে পুনরায় প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সাধ্যমত তোমার শুকরিয়া আদায়ের তাওফীক দাও এবং আমাদেরকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার মরহূম পিতা-মাতার গোনাহ-খাতা মাফ কর এবং আমার পরিবার ও বংশধরগণকে ইহকালে ও পরকালে সম্মানিত কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জান্নাতে তোমার দর্শন লাভে ধন্য কর এবং আমাদের সৎকর্মশীল মহান পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের সাথে জান্নাতুল ফিরদৌসে একত্রিত হওয়ার সৌভাগ্য দান কর। হে আল্লাহ! যারা খালেছ অন্তরে নবী জীবনী পাঠ করে সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন, তুমি তাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে শামিল করে নাও।- আমীন! ইয়া রব্বাল ‘আলামীন!!

নওদাপাড়া, রাজশাহী — বিনীত
১৮ই নভেম্বর বুধবার ২০১৫ইং — লেখক

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ– (ابن ماجه)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ– (ترمذى)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ– (إبراهيم ٤١)

***

Contents

গ্রন্থপঞ্জী (ثبت المراجع)

(১) ইবনু হিশাম, আব্দুল মালেক আবু মুহাম্মাদ আল-বাছরী (মৃ. ২১৩ হি.), *আস-সীরাতুন নববিইয়াহ,* তাহকীক : মুছতফা সাক্বা ও অন্যান্যগণ (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তাবি)।

(২) ঐ, তাখরীজ : *মাজদী ফাৎহী সাইয়িদ* (তান্তা, কায়রো : দারুছ ছাহাবা লিত তুরাছ, ১ম সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৫ খৃ.)।

(৩) ওয়াক্বেদী, মুহাম্মাদ বিন ওমর আবু আব্দুল্লাহ আল-মাদানী (১৩০-২০৭ হি.), *আল-মাগাযী* (বৈরূত : দারুল আ'লামী, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯/১৯৮৯ খৃ.)।

(৪) ইবনু সা'দ, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী (১৬৮-২৩০ হি.), *আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১০/১৯৯০ খৃ.)।

(৫) বালাযুরী, আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আবুল হাসান আল-বাগদাদী (মৃ. ২৭৯ হি.), *ফুতূহুল বুলদান* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ ১৪০৩/১৯৮৩ খৃ.)।

(৬) ত্বাবারী, মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আবু জা'ফর আল-ফারেসী (২২৪-৩১০ হি.), *তারীখু ত্বাবারী* (বৈরূত : দারুত তুরাছ, ২য় সংস্করণ ১৩৮৭/১৯৬৭ খৃ.)।

(৭) ঐ, *তাফসীর জামেউল বায়ান,* (বৈরূত : মুওয়াসসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ১৪২০/২০০০ খৃ.)।

(৮) ইছফাহানী, আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আবু নু'আইম (৩৩৬-৪৩০ হি.), *দালায়েলুন নবুঅত* (বৈরূত : দারুন নাফাইস, ২য় সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬ খৃ.)।

(৯) ঐ, *হিলইয়াতুল আউলিয়া* (মিসর : দার সা'আদাহ, ১৩৯৪/১৯৭৪ খৃ.)।

(১০) বায়হাক্বী, আহমাদ বিন হুসায়েন আবুবকর আল-খুরাসানী (৩৮৪-৪৫৮ হি.), *দালায়েলুন নবুঅত* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৪ খৃ.)।

(১১) ঐ, *শু'আবুল ঈমান* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১০/১৯৯০ খৃ.)।

(১২) কুরতুবী, ইবনু আব্দিল বার্র ইউসুফ আবু ওমর (৩৬৮-৪৬৩ হি.) *আল-ইস্তী'আব* (বৈরূত : দারুল জীল, ১ম সংস্করণ ১৪১২/১৯৯২ খৃ.)।

(১৩) সুহায়লী, আব্দুর রহমান আবুল কাসেম মারাকেশী (৫০৮-৫৮১ হি.), *আর-রাউযুল উনুফ* (বৈরূত : দার এহইয়াউত তুরাছিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৪১২/১৯৯১ খৃ.)।

(১৪) হামাভী, ইয়াকূত আবু আব্দুল্লাহ রূমী আল-বাগদাদী (৫৭৫-৬২৬ হি.), *মু'জামুল বুলদান* (বৈরূত : দার ছাদের, ২য় সংস্করণ ১৯৯৫ খৃ.)।

(১৫) ইবনুল আছীর, ইযযুদ্দীন আলী আবুল হাসান আল-জাযারী আল-মূছেলী (৫৫৫-৬৩০ হি.), *আল-কামিল ফিত তারীখ* (বৈরূত : ১ম সংস্করণ ১৪১৭/১৯৯৭ খৃ.)।

(১৬) কুরতুবী, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আবু আব্দুল্লাহ আন্দালুসী (৬১০-৬৭১ হি.), *আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন* (কায়রো : দারুল কুতুবিল মিসরিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৩৮৪/১৯৬৪ খৃ.)।

(১৭) নববী, আবু যাকারিয়া মুহাম্মাদ (৬৩১-৬৭৬ হি.), *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি)।

(১৮) ইবনু সাইয়িদিন নাস, মুহাম্মাদ আবুল ফাৎহ আন্দালুসী আল-মিসরী (৬৭১-৭৩৪ হি.), *উয়ূনুল আছার* (বৈরূত : দারুল ক্বলম, ১ম সংস্করণ ১৪১৪/১৯৯৩ খৃ.)।

(১৯) যাহাবী, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ আবু আব্দুল্লাহ দামেস্কী (৬৭৩-৭৪৮ হি.), *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ ২য় সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫ খৃ.)।

Contents

(২০) ঐ, *তাযকেরাতুল হুফফায* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৯/১৯৯৮ খৃ.)।

(২১) ঐ, *তারীখুল ইসলাম* (বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৪০৭/১৯৮৭ খৃ.)।

(২২) আল-জাওযিইয়াহ, মুহাম্মাদ বিন আবুবকর শামসুদ্দীন ইবনুল ক্বাইয়িম দামেষ্কী (৬৯১-৭৫১ হি.), *যাদুল মা'আদ* (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৯তম সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৬ খৃ.)।

(২৩) ইবনু কাছীর, ইসমাঈল বিন উমার আবুল ফিদা দামেষ্কী (৭০১-৭৭৪ হি.), *সীরাহ নববিইয়াহ* (বৈরূত : ১৩৯৫/১৯৭৬ খৃ.)।

(২৪) ঐ, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* (বৈরূত : দারুল ফিকর ১৪০৭/১৯৮৬ খৃ.)।

(২৫) ঐ, *আল-ফুছূল ফী সীরাতির রাসূল* (শারজাহ : দারুল ফাৎহ ১ম সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৬ খৃ.)।

(২৬) ঐ, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম* (রিয়াদ : দার ত্বাইয়িবাহ, ২য় সংস্করণ ১৪২০/১৯৯৯ খৃ.)।

(২৭) আসক্বালানী, আহমাদ ইবনু হাজার মিসরী (৭৭৩-৮৫২ হি.), *আল-ইছাবাহ* (বৈরূত : দারুল জীল, ১ম সংস্করণ ১৪১২/১৯৯২ খৃ.)।

(২৮) ঐ, *ফাৎহুল বারী শরহ ছহীহুল বুখারী* (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ ১৩৭৯/১৯৬০ খৃ.)।

(২৯) হালাবী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু ইবরাহীম আল-হালাবী আস-সূরী (৯৭৫-১০৪৪ হি.), *সীরাহ হালাবিইয়াহ* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৪২৭/২০০৬ খৃ.)।

(৩০) যুরক্বানী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ (১০৫৫-১১২৩ হি.), *শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়াহ* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৭/১৯৯৬ খৃ.)।

(৩১) নাজদী, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী (১১৬৫-১২৪২ হি.), *মুখতাছার সীরাতুর রাসূল* (রিয়াদ : মাকতাবা দারুস সালাম, ১ম সংস্করণ ১৪১৪/১৯৯৪ খৃ.)।

(৩২) আল-গাযালী, মুহাম্মাদ আস-সাক্বা মিসরী (১৩৩৫-১৪১৬ হি.), *ফিক্বহুস সীরাহ*, তাহকীক : নাছেরুদ্দীন আলবানী (দামেষ্ক : দারুল ক্বলম, ২য় সংস্করণ ১৪২৭/২০০৬ খৃ.)।

(৩৩) আলবানী, মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন দামেষ্কী, *দিফা' 'আনিল হাদীছ ওয়াস সিয়ার*।

(৩৪) মুবারকপুরী, ছফিউর রহমান আল-আ'যামী (১৩৬২-১৪২৭/১৯৪৩-২০০৬ খৃ.), *আর-রাহীকুল মাখতূম* (কুয়েত : জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী, ২য় সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৬ খৃ.)।

(৩৫) ঐ, *তা'লীক্ব* (মিসর : আদ-দারুল 'আলামিইয়াহ মিসর, ১ম সংস্করণ ১৪৩১/২০১০ খৃ.)।

(৩৬) উমারী, আকরাম যিয়া ডক্টর (জন্ম : ১৩৬১/১৯৪২ খৃ.), *সীরাহ নববিইয়াহ ছহীহাহ* (রিয়াদ : মাকতাবা উবাইকান ১৪৩০/২০০৯ খৃ.)।

(৩৭) আল-'উশান, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ, *মা শা-'আ ওয়া লাম ইয়াছবুত* (রিয়াদ : দার ত্বাইয়েবাহ, তাবি)।

(৩৮) ফিরিশতা, মুহাম্মাদ ক্বাসেম হিন্দুশাহ, *তারীখে ফিরিশতা* (ফার্সী হ'তে উর্দূ অনুবাদ : লাক্ষ্ণৌ ছাপা, ১৩২৩/১৯০৫ খৃ.)।

(৩৯) মানছূরপুরী, সুলায়মান বিন সালমান (মৃ. ১৩৪৯/১৯৩০ খৃ.), *রহমাতুল্লিল 'আলামীন* -উর্দূ, (দিল্লী : ১৯৮০ খৃ.)।

(৪০) আকরম খাঁ, মোহাম্মদ (১২৮৫-১৩৮৮/১৮৬৮-১৯৬৮ খৃ.), *মোস্তফা চরিত* (ঢাকা : ঝিনুক পুস্তিকা, ৪র্থ সংস্করণ ১৩৯৫/১৯৭৫ খৃ.)।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন তাফসীর, হাদীছ, শুরূহুল হাদীছ এবং অন্যান্য রেফারেন্স সমূহ গ্রন্থের মধ্যেই পরিবেশিত হ'ল।

Note

Note